SRIRAMAKRISHNA BHAGWATAM

# श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम्

( इङ्ग-वङ्ग भाषानुवादसमलङ्कृत मूल संस्कृतमयम् )

वङ्गद्वीप निवासि गीताचार्य्याध्यापकप्रवर
श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ भट्टाचार्य्येण विरचितम्

महामहोपाध्याय महाचार्य्य श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्येण
सर्व्वतः परिदृष्टम्

मानविक विद्यासु भारतराष्ट्र जातीयाचार्य्येण
डक्टर श्रीयुक्त सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय महोदयेनानुमोदितम्

गभर्णमेण्टरेजिष्ट्रीकृतहस्तुग्राम चतुष्पाठी वास्तव्य पण्डितप्रवर
श्रीयुक्त काशीनाथ शास्त्रि वेदान्ततीर्थ एम, ए
भट्टाचार्य्येण सम्पादितम्

भारत सर्व्वकार साहाय्येन कलिकाता राजधान्यां श्राइडियाल प्रेस
इत्याख्य मुद्रायन्त्रालये मुद्रितम्

शकाब्दाः १८८८ ।

मूल्य — মূল্য ১৫°০০ টাকা।

Published by—

Kashi Nath Bhattacherjee
56/4, Grey Street,
Calcutta-6.







Price—Rs. 25.00

Printed by B. N. Ghosh at Ideal Press,
12/1, Hemendra Sen Street,
Calcutta—6.

SABHAPATI
VIDHANA-PARISAD
PASCIMA VANGA
KALIKATA

CHAIRMAN
LEGISLATIVE COUNCIL
WEST BENGAL
CALCUTTA.

July 6, 1961.

Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha is an eminent Sanskrit scholar of West Bengal, who has spent a life time in cultivating and teaching Sanskrit language and literature and philosophy in its various branches. He has been running a Sanskrit school of his own with Government assistance for over 60 years. Now at the age of 84 he has completed, after infinite labour, a fairly big Sanskrit work consisting of over 5000 verses on the life and teachings of Ramkrishna Paramhansa, including also the achievements of his disciples, Swami Vivekananda and others. This work has been composed in very fine style and is to be regarded as an outstanding original work in Sanskrit at the present day. Being a scholar and a teacher, Pandit Sri Bhaktitirtha is not in a position to print and publish it. The Sahitya Academy, among other things, also helps the publication of original Sanskrit works. Experts in Sanskrit, eminent teachers and professors of the subject have all spoken very highly of this work, and as far as I can judge from certain portions which have been read to me, I am also of the same opinion.

I shall indeed be very happy if the Sahitya Academy or some other Institution Governmental or otherwise, can sponsor the printing and publication of this work; and since the Government of India has declared its policy to help the propagation of Sanskrit, it would be only proper to support a book of this character with adequate financial assistance.

I trust the application forwarded by Pandit Sri Bhaktitirtha will receive sympathetic consideration.

Sd/- Suniti Kumar Chatterji
Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta, and Chairman, West Bengal Legislative Council.

Chairman
West Bengal Legislative Council.

**বঙ্গানুবাদঃ—**

সভাপতি,
বিধান পরিষদ্
পশ্চিমবঙ্গ
কলিকাতা

মানবিক বিদ্যায় ভারত রাষ্ট্র জাতীয়াচার্য্য
ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ
জুলাই [illegible], ১৯৬১

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিশীলন ও অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া সরকারের সাহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে

চুরাশি বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি শিষ্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপ সম্বলিত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনী ও উপদেশাবলী উপজীব্য করিয়া পাঁচ হাজারের ও অধিক শ্লোক রচনা করিয়া একটি বিরাট সংস্কৃত কাব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অতি সুন্দর ভঙ্গিতে এই কাব্যটি রচনা করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগে সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা একটি অসাধারণ মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হইবে। ভক্তিতীর্থ মহাশয় একজন পণ্ডিত এবং শিক্ষক, এজন্য ইঁহার পক্ষে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সামর্থ্য নাই। ভারত সরকারের "সাহিত্য একাডেমী" এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যপারে সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু সংস্কৃত বিশারদ, প্রখ্যাত শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থটির ভুরি-ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। এবং এই গ্রন্থটির যে সকল অংশ আমার গোচরে আনা হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া আমিও অন্যান্য পণ্ডিতেব সহিত একমত পোষণ করি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব যদি "সাহিত্য একাডেমী" অথবা অন্য যে কোন সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এই গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে উদ্‌যোগী হন। ভারত সরকার সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের সহায়তা করিবার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব ভারত সরকার যদি এই গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভারত সরকারের নীতির যোগ্য ব্যবস্থাই হইবে।

আমার বিশ্বাস পণ্ডিত শ্রীভক্তিতীর্থ মহাশয়ের আবেদন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা হইবে !

স্বাঃ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ॐ हरिरोम्

विद्वत् कविवर श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ कृत श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्य प्रदत्त प्रशस्तिपत्रम्।

भाषासुदैवतगवी किल भारतस्य, सर्व्वार्थवोधनविधौ शरणं पुरासीत्।
वेदास्तथास्मृति समूह मुखानि शास्त्रानितां गिरं
समुपजीव्य चरन्ति लोके॥ १

अद्यापि भारतपदे विषये पवित्रे पूजादिके शरणतामियमेव याति।
स्तोत्राणि दैवकवचानि च मङ्गलानि नाद्यापि किं
सुरगिरैव पठन्ति सन्तः॥ २

राष्ट्रेऽपि सम्प्रति विशेषविधि प्रवृत्तौ
दैव्या गिरैव मनुजाः शुभमाचरन्ति।
भाषान्तरादिहगुणो यदि नास्ति कश्चिद्
विज्ञान निष्ठित युगेऽपि कथं तदेवम्॥ ३

अस्त्रैव शक्तिरसमा सुरवाचि सिद्धा
मन्त्रादयः क्लिलतयैव ततो निबद्धाः।
तत् प्रत्ययादमरवाङ्मय मेव काव्यं
रामेन्द्रसुन्दर कविः किमपि प्रचक्रे॥ ४

श्रीमद्भागवतं व्यधत्त भगवान् व्यासः पवित्रं यथा
श्रीकृष्णस्य चरित्रमुज्वलरसं संश्रित्य चित्रक्रमम्।
तद्वद्वृत्तमुपाश्रितः परतरं श्रीरामकृष्णाश्रयं
नव्यं भागवतं व्यधात् सुमधुरं रामेन्द्र विद्वत् कविः॥ ५

सम्पूर्णं तदिदं मया रसमयं संवीक्षितं सादरं
येनान्तःकरणेऽजनिष्ट परमानन्दः सतां वाञ्छितः।
सत्काव्यं नियतं मतं मतिमतां तच्चेन्महामानवं
किञ्चित्संश्रयते तदाहि परमं तत् कोविदैरुच्यते॥ ६

Felicitation on Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, from Mahamahopadyaya Sri Kalipada Tarkacharya. In ancient times, of all the languages, Sanskrit was the shelter of all knowledge and learning. The Vedas, the Smriti and all others shastras are propagated through the medium of Sanskrit, Even to-day, all holy rites and worship of gods are performed by using Sanskrit. Do not the devotees chant and recite hymns to gods in Sanskrit, even to-day ? Even now, all inaugural ceremonies sponsored by Government are staried with recital of hymns in Sanskrit. Why should it be so in this age of science, if Sanskrit do not command superiority to all other languages ? It is, therefore a self-evident truth that Sanskrit has some inherent uncommon qualitjes. That is why all incantations have been formed and embodied in Sanskrit. With this confidance in the force of Sanskrit language, Sri Ramendra Sunder has composed a poetical work in Sanskrit. Just as His Holiness Vyasdev composed Srimadbhagabatam with the brilliant and wonderful episodes of life and character of Shri Krishna, so also poet Ramendra Sunder has composed a wonderful epic poem on the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. I, Kalipada Tarkacharya, have gone through this book and thereby my heart has been filled with divine joy which is longed for by all pious men. Good poetical works are always welcomed

by all wise and learned men. And if these are based on the life and character of a great man, scholars find greatest satisfaction in them. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত কবি চূড়ামণি রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বকালে সমগ্র ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমগ্রবিষয়ের জ্ঞানের পক্ষে আশ্রয়স্থানীয় ছিল! বেদ এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হয়।১

আজ ও ভরেতবর্ষে পবিত্র দেব পূজাদি কার্য্যে এই সংস্কৃত ভাষাই অবলম্বন! দেবতা প্রভৃতির মঙ্গলময় স্তোত্র কবচাদি আজ ও কি সাধুগণ সংস্কৃত ভাষায়ই পাঠ করেন না। ২

সম্প্রতি রাষ্ট্রে ও বিশেষ কোনও উৎসবাদিকার্য্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষাতেই জনগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অপর ভাষা অপেক্ষা যদি এই সংস্কৃত ভাষায় কোনও বিশেষত্ব না থাকে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে ও এরূপ হইবে কেন? ।৩

অতএব সংস্কৃত ভাষায় যে অতুলনীয় শক্তি আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সেই কারণে মন্ত্রাদি সকল ঐ ভাষায়ই নিবদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার সেই শক্তিতে বিশ্বস্ত হইয়াই কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর সংস্কৃত ভাষায়ই একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ৪

ভগবান ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময় আশ্চর্য্যজনক ক্রমযুক্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিবর রামেন্দ্র সুন্দর সুমধুর অভিনব ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।৫

এই রসাল কাব্যগ্রন্থখানি আমি শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য অতি আদরের সহিত সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়াছি। যাহাতে আমার অন্তঃকরণে সাধুজনকাম্য

অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকাব্য নিয়তই সুধীগণের আদরের বস্তু, তারপর যদি ঐ কাব্য কোনও মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়, তবে তাহা পরম উপাদেয় বলিয়া মনে করেন। ৬

के वा नैव विदन्ति चित्रचरितं श्रीरामकृष्णं गुरुं
संसिद्धिं किल दक्षिणेश्वरपदे श्रीभारतान्तर्गते।
आद्यासिद्धिमुपेयुषो भगवतस्तस्याति चित्रक्रमा
सर्व्वत्रैव वसुन्धरा परिसरे कीर्त्तिः प्रतिष्ठां गता॥ ७
सर्व्वं तच्चरितं महत्त्वकलितं सगृह्य यत्नै रसौ
रामेन्द्रः कविशेखरः स्थविरतां यातोऽप्यशीर्णोद्यमः।
कृत्वा संस्कृत भारतीमय मिदं काव्यं समां मेदिनीं
संनिन्ये कृत वेदितां सुरगवी सर्व्वत्र लब्धोदया॥ ८
काव्येऽस्मिन् कविना श्रितातिसुगमा भाषा सरस्य क्रमा
स्वल्पज्ञा अपि येन काव्य विषयान् वोद्धुं भवेयुः क्षमाः।
सर्व्वं वस्तु विवक्षितं स्फुटमभूद् वक्तुर्वचः कौशलात्
संस्कारो वचसां तथा न पचितश्छन्दः स्थितिः सुश्रवा॥ ९
श्रीमन्नरेन्द्र प्रमुखा महान्त. श्रीरामकृष्णस्य गुरोर्हि शिष्याः
सुविस्तृतं तच्चरितञ्च काव्ये निवद्धमस्मिन् कविनाति यत्नात्॥ १०

Is there anyone in India, who has not heard of Sri Ramakrishna's achievements at Dakshineswar, which have received wide appreciation all over the world. With undaunted energy, even though bent with age, the eminent poet, Ramendra Sunder, has obliged mankind by composing a great poem in Sanskrit by compiling with great care the facts of the holy life of Sri Ramakrishna, for the influence of Sanskrit prevails evenly everywhere. 7 to 8

The language of this poem is lucid and simple. It does not fail to appeal even to people having most ordinary knowladge of this language. By very skilful use of words the author has been successful in expressing fully and clearly what he has to say. Correctness of expression has not been impaired anywhere. Versification is also very nice. This book also depicts the life and character of Sri Narendra (Swami Vivekananda) and other renowned disciples of Sri Ramakrishna.

9 to 10

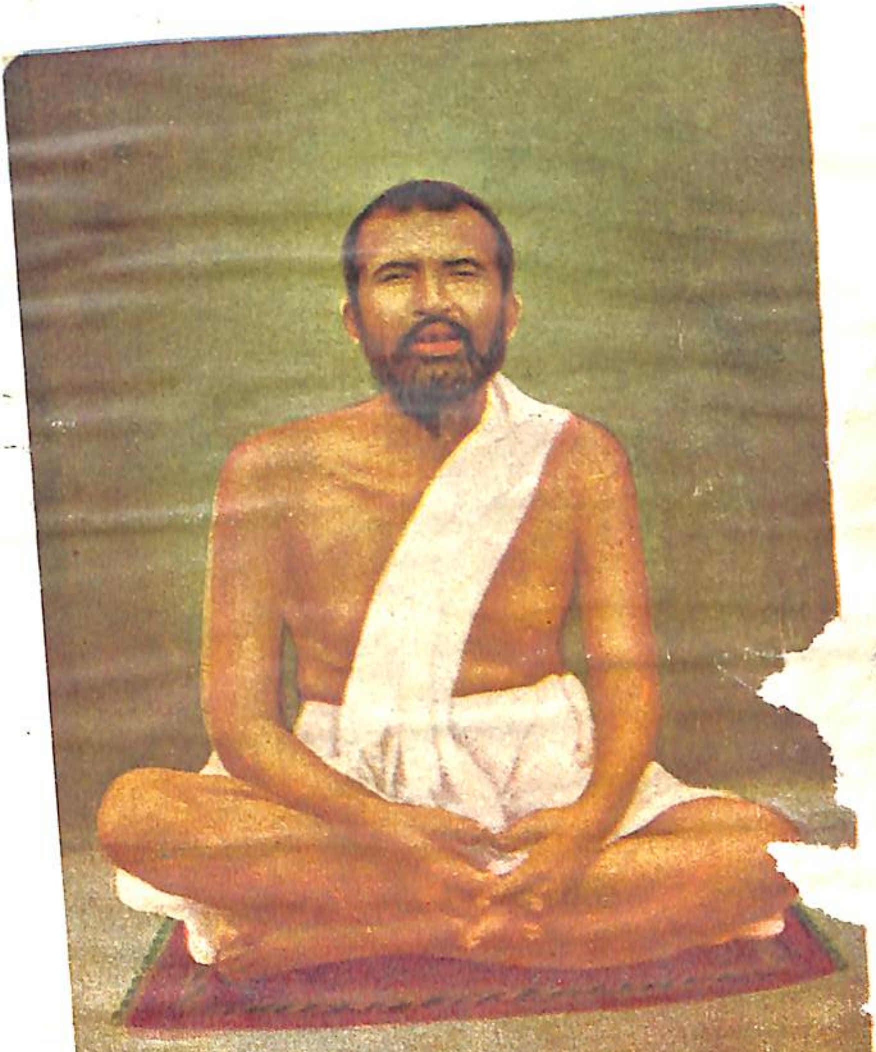
বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গুরুর চরিত্র অতি বিস্ময়কর, 'যনি ভারতবর্ষের ...র্গত দক্ষিণেশ্বর পুণ্যস্থানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আত্মাশক্তির ...য় সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিস্ময়করী অপূর্ব্বকীর্ত্তি সমগ্র ...রায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ৭

বৃদ্ধাবস্থায় ও অতি উদ্যমী উত্তম কবি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর যত্নসহকারে সেই ...ষ্ণ পরমহংসদেবের মহিমময় সমগ্র চরিত্র সংগ্রহ করিয়া এই সংস্কৃত ভাষা-...াপূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ...ংস্কৃত ভাষার প্রভাব সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। ৮

...ই কাব্যে কবি অতি সরল সুশৃঙ্খলভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে ... ব্যক্তিগণ ও কাব্যের বিষয়বস্তু অনায়াসে বুঝিতে পারেন। কবির ...শলে তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্ফুট ভাবেই প্রকাশিত ...য়াছে। কোথাও বাক্যের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় নাই। ইহার ছন্দঃ সমূহও ...াব্য। ৯

শ্রীমান নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) প্রভৃতি যাঁহারা গুরু শ্রীরামকৃ... তাঁহাদেরও সুবিস্তৃত চরিত্র এই কাব্যে কবি ... ...য়া করিয়াছেন। ১০



CO...

...RISHNA PARAMAHANSA

be derived by following the foot-steps of that great man; when the very act of hearing his life and character makes us blessed, The author of this book, therefore, commands all praise, because of his youthful energy in his old age, his likeness to Jupitor in wisdom and efficient expositiong of the meanin of the Sashtras. The rendering of English version for them who does not know Sanskrit but understand English is also very commendable. 11 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

নিপুণ বুদ্ধি নরেন্দ্র ( বিবেকানন্দ ) বিদেশে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মহা বিভূতিবলে সভায় বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক যেভাবে ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্তও ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় অতি সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া যাঁহারা ভাষান্তরের সাহায্যে উহা বুঝিতে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় ঐ সকল বস্তু জানাইয়া এই কবি তাঁহাদের অত্যন্ত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১১।১২

এই পবিত্র বৃত্তান্তময় কাব্যের শান্তিপ্রদ আলোচনা জনগণেরচিত্তে সংসার তাপনাশিনী অনাবিলা ভক্তিদান করে। এই দুরন্ত কলিকালে ঐরূপ মহাজনের চরিত্র অতি দুর্লভ। যে চরিত্রের শ্রবণমাত্রেই কল্যাণ দান করে, ঐ চরিত্র আশ্রয় করার আর কথা কি? ।১৩

অতএব এই কাব্যের কবি অতি প্রশংসনীয়। যে কবির বৃদ্ধাবস্থায়ও যুবকের ন্যায় প্রভূত উদ্যম, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, শাস্ত্রব্যাখ্যানাদি কার্য্যে তিনি অতি বিচক্ষণ। ১৪

যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বুঝিতে অক্ষম, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁহাদের বোধনার্থে এতৎকৃত পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনুবাদও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৫

तदस्य काव्यस्य पवित्र वस्तुनः क्वापि प्रचारे नहि विघ्न सम्भवः।
सर्व्वे ततो विश्वजना निवेदितं वृत्तं विदित्वास्य भजन्तु सम्पदम्॥ १६

नैवं पुरा संस्कृत भाषायान्यः श्रीराम कृष्णस्य पवित्र वृत्तम्।
काव्ये समारोप्यदिदेश कश्चित् कविस्ततोऽसौ नव मार्गदेष्टा॥ १७

तेन प्रणीतस्य गुणैर्वरस्य काव्यस्य भूयाद् बहुलः प्रचारः।
कवेःश्रमो येन फलं प्रयायाद् दिव्यञ्च भव्यं वृणुयाद् धरित्री॥ १८

अस्य प्रकाशाय कृतोपकारं प्रशस्तिभाग् भारतवर्ष राष्ट्रम्।
राष्ट्रस्य याते गणतन्त्रभावे तस्यैव तादृग् विषयेऽधिकारः॥ १९

देहं निरामयमयं कविरत्न विन्दन्
दीर्घायुषा परिगतः स्वजनैः समेतः।
नित्यं परेश कृपया सुखितां दधानः
कृत्यं तथैव रचयन्नुपयातु वृद्धिं॥ २०

इति महामहोपाध्याय श्रीकालीपद तर्काचार्यस्य।

Hence, any impediment in the wide publicity of this holy book is not possible anywhere. Men all over the world therefore, may get the invaluable treasure by virtue of their knowledge of holy matters laid down in this book. The author of this epic poem is a pioneer in a sense that he is the first to venture to write a book in Sanskrit verses on the holy life of Sri Ramakrishna. May this holy book receive wide publication so that the perseverence of the poet may be fruitful and the world benefitted with heavenly bliss. The Government of India who have helped publication of this book are worth all praise. When a country becomes Republic, it acquires such rights. May the

poet flourish in composing such poems by the grace of of God with his body free from all ailments and a long prosperous life enjoying all comforts with all his friends and relatives. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ ঃ —

অতএব এই পবিত্র বস্তুময় কাব্যের প্রচারে কোথাও বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে সমগ্র জনসমাজ এই কাব্যের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্যাণময় সম্পদের অধিকারী হউন। ১৬

ইতিপূর্ব্বে কেহ এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের কাব্যারূঢ় করিয়া প্রচার করেন নাই। অতএব এই কবি উক্ত বিষয়ে নূতন পথিকৃৎ। ১৭

উক্ত কবির রচিত গুণ গরিষ্ঠ এই কাব্যের বহুল প্রচার হউক। যাহাতে কবির শ্রম সফল হইবে এবং পৃথিবী দিব্য কল্যাণের অধিকারী হইবে। ১৮

এই কাব্যের প্রকাশার্থ যে ভারত রাষ্ট্র উপকার করিয়াছেন সেই ভারত রাষ্ট্র প্রশংসার্হ।

রাষ্ট্রগণতন্ত্র হইলে তাহারই ঐ জাতীয় বিষয়ে অধিকার।১৯

এই কবি স্বজনগণের সহিত সুখভোগকরতঃ নিরাময় দেহ ও সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া প্রতিদিন পরমেশ্বরানুগ্রহে ঐরূপ কাব্যের রচনাদিকার্য্যসাধন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ করিতে থাকুন। ২০

এইটি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ।।

---

परम माननीय महामहोपाध्याय श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्य
महोदयस्य सविधे ग्रन्थकारस्य कृतज्ञता प्रकाश: ।

तर्काचार्य्य महामहोपाध्याय: पण्डितोमहान् ।
श्रीकालीपद नामासौ महाचार्य्य शिरोमणि: ॥ १
वहव: पण्डितास्तेन स्वपाण्डित्येन निर्मिता: ।
पण्डितेषु च वात्सल्ये साक्षादेष गुरो: सम: ॥ २

मम्रास्य काव्यस्य विलोकने मुदा
सुदीर्घकालः चपितो महात्मना।
विशुद्धये चास्य महान् परिश्रमः
कृतोऽनुकम्पासचिवेन मां प्रति। २

इत्थं न कष्टं महदभ्युपेत्य काव्यं मयैतत् कृतमादरेण।
परं तदीयैव कृपावलं मे पुरः प्रचारे सुधियाममुष्य॥ ४
काव्यं तदेतत् कृतमात्रमेव कृपां तदीयां यदि नागमिष्यत्।
तदा समीपे विदुषां कदापि प्रचारयोग्यं न किला भविष्यत्॥ ५

Author's gratefulness to the most respected Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, who is the greatest of Sanskrit scholars of modern times. His own sholarship has helped many to become great scholars. His affection towards scholars are like that of Brihaspati, the preceptor of the gods. He has gladly spent much of his valuable time in going through my book and laboured hard to weed out all errors. I have taken great pains to compose this poem at this good old age, But it is solely due to his untiring benevolent assistance that my book has got appreciation from scholars. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :—

পরম মাননীয় বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থের কৃতজ্ঞতা পরিচয়। মহাচার্য্যশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় তর্কাচার্য্য কালীপদ নামধারী ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ১

ইনি পাণ্ডিত্য বলে বহুতর পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁর পণ্ডিত বাৎসল্য সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির সদৃশ।

এই মহাত্মা আমার গ্রন্থটির পরিদর্শন জন্য তাঁহার অমূল্য সুদীর্ঘ সময়

আনন্দের সহিত নষ্ট করিয়াছেন। এবং কৃপাবিস্তার পূর্ব্বক গ্রন্থটির বিশুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। ৩

আমি (৮৮) অতি বৃদ্ধ বয়সে বহুতর কষ্টে এই গ্রন্থটি ঠাকুরের আদেশ বা কৃপায় আনন্দের সহিত রচনা করিয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত বর্গের সমীপে প্রচারের জন্য এই তর্কাচার্য্যই আমার একমাত্র সম্বল হইয়াছেন। ৪

কাব্যটি আমি লিখিয়াছি মাত্র কিন্তু তর্কাচার্য্যের কৃপা যদি না হইত তবে পণ্ডিতবর্গের সমীপে প্রচারের যোগ্য কখনই হইতে পারিত না ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

सम्पूर्णं मुक्तोऽस्मि भयादिदानीमाचार्य्य बन्धोरनुकम्पयाहम् ।
कृतज्ञतां तेन निवेदयामि मन्नोपकारेण विनम्रचेताः ॥ ৬
जानन्ति ये पण्डितवर्य्यमेनं त एव तस्याति गुणैर्विमुग्धाः ।
ज्ञानेन शीलेन च तं वरेण्यं वृद्धोऽभिनन्दामि शुभाशिषातः ॥ ৭
नैतादृशं भारतवर्षं भूमावाचार्य्य मन्यं परिलोकयामि ।
यो देव वाण्यां निपुणः प्रवक्ता तर्कादिशास्त्रेष्वपि लब्धकीर्त्तिः ॥ ৮
अतोऽहमासे वयसा प्रवीनस्तेनाधिकारेण मुदा वदामि ।
चिरं स जीव्यात् स्वजनैः समेतः सुखी च भूयाद् यशसा समृद्धः ॥ ৯
निरामयं तस्य शरीरमास्तां विद्या तदीयास्तु परोपकृत्यै ।
तत् कीर्त्तिमालाधवलाचिराय गोष्ठीविदामस्तुन्नत प्रतिष्ठा ॥ ১০

Now, by the unbounded kindness of Tarkacharya, I venture to give wide publicity to my book. I, therefore, give expression to my thankful gratitude with all the sincerity of my heart to him. Those who know him are charmed with his goodly and godly qualities. But I who am a good old man, adore him with all my blessings. In the whole of India I have not come across

any scholar who could be equal to him in profound erudition and efficiency in speaking Sanskrit. Older as I am in age, I wish him a long happy and prosperous life, Be his body free from all ailments and let his kowledge and learning flourish for the welfare of mankind, And let his achievements remain ever unimpaired in the assembly of scholars. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি আমি তর্কাচার্য্য বন্ধুর কৃপায় নির্ভীক চিত্তে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অতএব এই মহান উপকারের জন্য আমি তর্কাচার্য্যের নিকটে নতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৬

অন্যান্য পণ্ডিতসকল ইহাঁর এইরূপ সদগুণে মুগ্ধ হইয়া তর্কাচার্য্য মহাশয়কে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেছেন। কিন্তু এই অতি বৃদ্ধ আমি আমার জ্ঞানতঃ ও স্বভাবতঃ এই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ৭

আমি ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু তর্কাদিশাস্ত্রের প্রযোজক সদৃশ পণ্ডিত তর্কাচার্য্যের মত কোথাও দেখি নাই। ৮

আমি বয়সে বড় তজ্জন্যই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছি যে দৈব শক্তি বিশিষ্ট অলৌকিক পণ্ডিত তর্কাচার্য্য মহাশয় আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সুস্থ শরীরে বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকুন। ৯

এবং ভগবন্নির্ভরতা সহকারে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ও অত্যুচ্চ যশস্বী হইয়া সুখী হউন। দেহ নিরাময় হউক বিদ্যা পরোপকারের জন্যই হউক। এবং ইহাঁর বিশুদ্ধ কীর্ত্তিমালা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর তাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় প্রতিষ্ঠিত হউক। ১০

**Pandit Ramchhabila Shastri**
Sankhya-Vyakaran Tirth,
Lecturer, Calcutta University.

6, Mandir Street,
Calcutta-7
Date 10-7-61

पण्डित श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ (हातीबागान निवासी) को मैं वहुतदिनों से जानता हुँ। इनका पाण्डित्य सराँहनीय है। इन्होंने श्रीश्रीरामकृष्णभागत नाम का ग्रन्थ रचना किया हैं। इस ग्रन्थकी पेज संख्या (५००) पासी है। ग्रन्थ अत्यन्त सुमनोहर है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारीवर्ग इस ग्रन्थ को प्रकाशि कर राष्ट्र को एक अमूल्य रत्न भेंट करेंगे। भक्तितीर्थ गरीव है। अतः इस आपने में समर्थ नहीं है। यह संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरी आशा पर्ण करेंगे।

आपका—
श्रीरामछविला शास्त्री

MINISTER OF STATE
In Charge
Department of Health
Government of West Bengal
The 7th July, 1961

Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha of 56/4. Grey Street, Calcutta has been running Hatibagan Chatuspathi with Government aid for a very long time,

His reputation as a Sanskrit Scholar has reached far and wide in this country.

I have known him intimately for the last four years and very much impressed with his erudition and sholarship.

He has composed 5000 (Five thousand) slokas in Sanskrit on Shri Shri Rama Krishna Bhagbat. This composition is really a master piece of its kind,

Scholars like Pandit Ramendra Sundar preeminently deserves recognition and if his work on Rama Krishna Bhagbat can see the light of the day through Private or public charities. I am sure, it will be a great boon to the literary world.

(A, B. Ray)

June, 5, 1957.

Sri Ramakrishna Bhagavatam, a poetical composition on the life of the saint of Dakshineswar, from the pen of the octogenerian Sanskrit scholar Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha justifies in an abundant measure the appreciation and admiration of tha academic world. The writer has not spared himself in unfolding the spiritual career of Paramahamsa in a style which is lucid and intelligible. The various aspects of the divine life has been delineated with much ease. The cultural upliftment of Bengal during the last half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth cannot be properly understood without a consummate study of the career of this illustrious personality, and as such Sanskrit scholars all over India and outside will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for affording them an opportunity for studying a most outstanding event of modern times.

Sd/- G. Sastri,
Principal,
Sanskrit College, Calcutta.

सत्यमेव जयते

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কাশী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সালার পণ্ডিত চূড়ামণি
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য।

অশীতিবর্ষের অধিক বৃদ্ধ সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি-তীর্থের লেখনী নিঃসৃত সংস্কৃত কাব্যে রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের জীবনী শিক্ষাজগতে যথার্থই অনুভূতির ও প্রশংসার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশ করিতে লেখক তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে নিজেকে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেব চরিত্র নানা দিক দিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমে বঙ্গদেশের কৃষ্টির উন্নতি কিরূপ ছিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের চরিত্র যথার্থরূপে অনুশীলন ব্যতীত হয় না। সুতরাং সমগ্র ভরেত ও বহির্ভারতের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আধুনিক জগতের এই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলির পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ভক্তিতীর্থের নিকট চির কাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইতি—

ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রিন্সিপাল
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

RAMAKRISHNA MATH
P.O. Belur Math, Dt. Howrah
8-6-1967.

सत्यमेव जयते

Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha has written a life of Sri Ramakrishna in Sanskrit verses which is very melodious and can be easily understood by all who have a little knowledge of this language. His attempt is a success both as a biography of a great spiritual personality and also as a means for the spread of Sanskrit language and culture. I pray that the book, Vol. I of which is ready for circulation, in its entirety sees the light of day before long.

Sd/- Swami Vireswarananda
President,

## গ্রন্থটির পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিতবর্গ ঃ—

জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র নাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায়, এডভোকেট সুশীল চন্দ্র দত্ত, ভুপেন্দ্রনাথ রায়, কাউন্সিলার স্নেহেশ সুর, প্রফেসার রমা সুর, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ডাঃ রমা চৌধুরী, প্রিন্সিপাল কালীচরণ শাস্ত্রী, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ননীলাল সেনগুপ্ত, পণ্ডিত শিবনন্দন পাণ্ডে রুদ্রদত্ত পাঠক, রামেশ সপ্ততীর্থ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম এ, মহাচার্য্য নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ, মহাচার্য্য চারুচন্দ্র দর্শনাচার্য্য, ৺কৈলাস চন্দ্র কাটজুর কন্যা, সুভদ্রা দেবী, ডাঃ ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোবিন্‌ চাঁদ মল্লিক, পণ্ডিত অবোধ বিহারী ত্রিপাঠি, শ্রীনরেশ চন্দ্র বণিক, রাইটাস বিল্‌ডিং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গভর্ণমেণ্ট আঞ্চলিক প্রধান শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় জীউর পরিচারক বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ রায়, মেদিনীপুর অলিগঞ্জ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅমূল্যচরণ তর্কতীর্থ, নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীঅচিন্ত্যপদ শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসীতারাম কাব্যতীর্থ, গড়বেতা ফতেসিংপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅনাথনাথ স্মৃতিতীর্থ, তদীয় ভ্রাতা পণ্ডিত গোপীনাথ কাব্যতীর্থ, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সুদর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ,

শ্রীশিবকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার শাস্ত্রী, বগড়ী কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ স্মৃতিরত্ন, গভর্ণমেণ্ট টোল পরিদর্শক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত তর্কবেদতীর্থ, সংস্কৃতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রুদ্রদত্ত পাঠক, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখার্জ্জী, এস, পি, পণ্ডিত ত্র্যম্বক কুমার মিশ্র পঞ্চতীর্থ, রাণীসাহী প্রসন্নচতুষ্পাঠী, শ্রীভবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জি ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ এম, এ।

I owe my gratitude to the following personalities for their kind and valuable assistance :—

World renowned Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, Dr. Gourinath Shastri, Mahamahopadhyaya, Jogendranath Tarka-Vedantatirtha, Swami Bireswarananda Maharaj, Principal, Belur Ramakrishna Math, Chief Minister Dr. Bidhan Chandra Roy, Dr. Anathbandhu Roy, Minister for Health, Sri Susil Ch. Datta, Advocate. Sri Bhupendranath Roy, Sri Snehesh Sur, Councillor, Professor Rama Sur, Dr. Jatindra Bimal Choudhuri, Dr. Rama Choudhuri, Principal Kalicharan Shastri, Sri Nani Gopal Sen Gupta, Secretary

Calcutta Govt. Sanskrit Shiksha Parisad, Pandit Siva Nandan Panday, Pt. Rudra Dutta Pathak, Pt. Ramesh Saptatirtha. Pt. Srijiv Nyayatirtha, M.A. Mahacharya Nrityagopal Panchatirtha, Mahacharya Charukrishna Darsanacharya, Sm. Suvadra Devi, daughter of late Kailashnath Katju. Dr. Bhavanicharan Bhattacharya, Sri Govin Chanda Mullick, Pt. Abodh Behari Tripathi, Sri Naresh Chandra Banik, Head Assistant Admin-stration Branch, Directorate of Health Services, Writers Buildings, Sri Paresh Nath Roy, Anchal Pradhan Govt. of West Bengal, and Pradhan Sevait, Sri Sri Krishnaroy Jiu Estate, Bagri Krishnanagar, Garbeta, Pt. Amulyacharan Tarkatirtha, Adhyapak Aligunj Chatuspathi, Medinipur, Pt. Rajendranath Tarkatirtha, Adhyapak, Govt. Sanskrit College, Navadwip, Pt. Achintapada Shastri, Pt. Sitaram Kavyatirtha, Pt. Anathbandhu Smrititirtha, Pt. Banikantha Kavyatirtha, Adhyapak Sudarsan chatuspathi, Bishnupur, Bankura, Pt. Siva Krishna Kavyatirtha, Pt. Amiya Kumar Shastri, Pt. Janakinath Smritiratna, Ahyapak, Bagri Krishnanagar, Pt. Nalinikanta Tarkatirtha, Inspector of Tols, Govt. of West Bengal, Pt.

उत्सर्ग लिपिरियं

All glory to Swami Vivekananda who was a great eye-opener to the Indians, who embraced asceticism by renouncing all earthly comforts and pleasures, who won world-wide fame for his uncommon merits, and who glorified his preceptor, Sri Ramakrishna, by preaching his message all over the world. 1.

All glory to Swami Vivekananda, who travelled far to the country of Western Hemisphere to establish the unique greatness of the Vedic religion of India among the religions of the world, in the great congress of Religions, by lucid exposition of its transcending sublimity which was hitherto not known to the people of the Western countries. 2.

All glory to Swami Vivekananda, formerly Narendranath, who was greatly honoured by his own countrymen on his return from foreign land, and who founded many charitable religious institutions, called Maths, with the help of his disciple, Nivedita, to preach the motto promulgated by Sri Ramakrishna, "Service is worship." 3

With all my humility and devotion, I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, who have become a poet

by the grace of Sri Ramakrishna, dedicate my poetical work on the life and teachings of Sri Ramakrishna to Swami Vivekananda who was honoured and adored by the world for his uncommon spiritual and intellectual power bestowed upon him by his great preceptor, Sri Ramakrishna. 4,

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে মহামানব এই ভারতবর্ষে এবং ইয়োরোপে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে দেবতাদিগের মত অসাধারণ গুণে সুপূজিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এবং যে বীর যুবাবস্থায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই সর্ব্ব জগতে প্রসিদ্ধ ভারতের চক্ষুদানকারী সূর্য্য-সদৃশ স্বামী বিবেকানন্দ জয়যুক্ত হউন। ১

যে মহামানব পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্রের অসমোর্দ্ধ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অতুলনীয় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেসকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া সেই পাশ্চাত্যসভায় অধিষ্ঠিত পৃথিবীর ধর্মযাজকগণ ভারতীয় আর্য্য ধর্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা যাঁহার কৃপায় অবগত হইয়াছেন সেই ভারতসূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়। ২

এবং যে কৃতীপুরুষ পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুনরায় নিজদেশ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় মহাজনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান শ্রীরাকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত দরিদ্রনারায়ণ সেবাধর্ম প্রচারার্থে বহু

মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। এবং মঠাদি স্থাপনে যে মহাপুরুষের জগদ্বিখ্যাতা শিষ্যা নিবেদিতা বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছেন সেই পৃথিবী বিজেতা ভারতসূর্য্য নরাবতার নরেন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩

যিনি ভগমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অলৌকিক শক্তিমান বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত সেই স্বামিজী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে এই রামকৃষ্ণ চরিত্র সম্বলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক মহাকাব্য তদীয় প্রিয় কবি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিলেন। ৪

# PREFACE

The Absolute Being manifested Himself in human form as Sri Ramakrishna, to solve the problem of reconciliation of divergent religions of the world, to reform the prevailing mode of Vedic religion, and to save the non-believers and so-called religious leaders who were self-centred and addicted to luxury and lust. He blessed the Goddess Earth, the consort of Lord Vishnu, in remodelling the structure of the Vedic religion to achieve the end of realising God through the stages of penance traditionally followed by his predecessors by showing His Divine self to others. It is at the behest of Sri Ramakrishna Hismelf that this holy book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been written. 1,

This book not only depicts the life and character of Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Narendranath (Swami Vivekananda) and Rani Rasmani, but also is conducive to divine joy as it has been enriched with the divine grace of Thakur which leads to intuitive devotion and relief from all worldly sufferings. It is why this book has become worth reading for people all over the world and specially for the educated men and women. 2.

Ascetics known as Giri, Puri, Bharati, Swami, Acharya and others attained salvation through penance performed in their own respective ways. But the ways of Thakur in regard to his study, training, penance, trance and achievement were quite different from others. He never thought of any benefit for himself. He liked that everybody should be prosperous, free from all ailments, fortunate and happy. He liked nothing for himself. He not only did forego the divine merits, acqufred by him through his life-long penance, for the well-fare of the suffering humanity, but also dedicated his corporal body as well for completion of the mission of his life. 3.

The worldly-minded people, with the development of their sense of earthly pleasure and comfort, become victims of Mammon and Cupid and madly strive for sexual pleasure and riches, till death. Sri Ramakrishna discarded them as abominable and untouchable things. He has opened up a new avenue for realisation of Divinity by lucid exposition of axiomatic truth and inferences of the Vedas and Purans in easy and simple mother tongue. 4.

Thakur advised an intellectual turn of our mind. He meant that in all our services and dealings with our friends and relatives we should always bear in mind that our relationship with them is most transient even when we behave as their nearest and dearest.

This is also enjoined in the .Vedas, the Purans, and is the essence of all religions. Mind is the root cause of bondage and salvation. So long mind is bent on earthly enjoyment, we feel ourselves tied. When earthly things cease to prevail on our mind, we become free from all bondages and realise Divinity. So a wise man should restrain his mind, 5.

The instructions of Thakur were the same as were imparted by Lord Krishna to Uddhav. .'Those who avoid company with women and even men attached to women and renounce the world with a view to attain salvation, are regarded as the best of men and worshipped as a god." 6.

In the Brihadaranyak Upanishad, the great saint Yagnabalka said to Gargi that a holy man should avoid riches which were the root cause of all evils, and that the grace of God could not be purchased by money. It is why Thakur restrained his mind and discarded women and money. 7

The immortal sayings of Thakur will be the source of divine joy for all times. The significance of his utterings cannot be fully understood in spite of efforts for hundreds of years. It is understood only by him who dedicates himself to Thakur. 8

I cannot express in words the immense benefit done to me by seeing Thakur only once in my life by virtue of merits acquired by me in my previous

births. Yet, I think, it is due to my father having been very close friend of Thakur in his boyhood that Thakur became so kind to give his blessings and also his behest to write this book. At the age of eight years I had been to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar with my father, who bowed down to Thakur with great devotion and also placed my head at his feet. Thakur touched my head with his hand and said, "May you live long and be a good scholar." On hearing this I remained senseless for some time, but ths words of Thakur rang in my ears many times thereafter. 9.

It was four years after I had seen Thakur that he passed away from this mortal world. Thereafter at intervals of one or two years he used to pay visit to me at night .in my sleep and say, "My boy, I hope all is well with you. I now retire." Such vists in my dream would cause a very awful sensation in me and make me groan in fear. Thus, when I became fifty years old, I established myself as one of the rnowned scholars and speakers of the times. Some ten to fifteen students having free food and lodging in my Chatuspathi were being taught various subjects by me. After examinations the sfudents had gone home, I was the only one left to guard my library at night. Once just after mid-nihgt when I was fast asleep. Thakur appeared before me in my sleep and said, "My

boy, it is all well with you, I think. Listen to what I say. You write a book about myself in Sanskrit. I shall guide you. Don't lose your nerve. You are a good scholar," He repeated this thrice so that I could remember it ever after. Then he disappeared. 10.

On waking from my sleep I lost no time to light a lantern and note down what I was told. After thinking over the matter for some time I realised that it was the command of Thakur to write in Sanskrit a book on his life and teachings. Could it be possible for me who had seen him once only. and had no occasion to know anything about him all these years during which I was busy in study, teaching and maintaining my family ? The answer was that it quite possible as I was a scholar. Poets like Kalidas could depict the character of hills, mountains,the sky, the wind and birds and beasts. Thakur was, after all, a human being. So, to write a book on his life and character could not be a very difficult task, for a good scholar. Yet, in case of any doubt or difficulty, Thakur himself would guide me with his advice. I realised ths unbounded kindness of Thakur towards my humble self who was so poor, unholy and addicted to earthly pleasure and comforts. I shed tears of joy and dedicated myself to him. I went to Kamarpukur, the birth place of Thakur, the temple of Dakshineswar and other places to collect the requisite materials. I then sought the wise counse

of the chiefs of Ramakrishna Institution, and completed my book which was highly appreciated by great scholars and educationists of our times. The book has been printed and published mainly with the financial assistance of the Govt. of India. 11.

Some of the topics which I have collected and written, such as famous tours of Swami Vivekananda in western countries, his speeches at Chicago, the life of Balaram Basu, Kalpataru, the considered views of Girish Candra Ghosh, etc. have not been incorporated in this book, It is due to my extreme old age, about 93 years at present, that I have not ventuerd to complete the book in all respects and went ahead to finish the book hurriedly for its printing and publication during my life time. 12.

I leave it to my only son, Sri Kashi Nath Shastri Vedantatirtha. M.A., who is entitled to perform my last rites after my death. to complete the book by an appendix containing the omitted subjects. On the other hand, if I live for some more years, I can do what has not been possible so far, 13.

## The author an his ancestors.

We are Western Vedic Bramhins, descedants of Goutam, who hailed from Kanya-Kubja. I have little house in the village of Khunbera in the neighbourhood ofBagri Krishnanagar at Garbeta in the district of

Medinipur. There is the famous temple of Sri Sri Krishna Roy Jiu, at Bagri Krishnanagar. A chronological account of our family is recordedin the Royal Asiatic Society at Calcutta because my learned ancestors had written many religious books. Among them, Mahamahopadhyaya Govindananda, the son of world-renowned Ganapati Bhatta, had written twenty-eight books on Smriti, explanatory notes on Astrological works and Vedanta philosophy and thereby established his reputation as one of the great scholars of the world. 14.

My great grand father, Ramchandra Siromoni, was one of the outstanding Logicians of the times. My grand father Nilmoni Vidyaratna was well-versed in all branches of shastras.My father Jadunath Sarbabhauma was a great scholar in Smriti. Some other members of our family viz. Haradhan Tarkabagish, Ramamrita Smrititirtha, Jogendranath Smrititirtha, Achintapada Shastri, etc. were the court pandits of thekings of Ramagarh, Simlapal and Manglapata etc. 15.

I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, son of Sri Jadunath Sarbabhauma, stood first in the degree Examinations of Vaishanab Philosophy and was awarded the title of Bhaktitirtha with Gold medal. I have been running the Govt. aided Hatibagan Chatuspathi and teaching various subjects for about seventy years, as Pradhan Adhyapak of ihe Chatuspathi. 16.

It is a great satisfaction to me that I have been able to write this book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, in Sanskrit with translation in Bengali and English to improve the study and culture of Sanskrit language and literature, ahd to add to the glorious tradition of Bengal in this regard. I cannot express the unbounded joy that I shall have if this book brings joy and satisfaction to a reader. 17.

বঙ্গানুবাদ :—

## পাঠকবর্গের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ সমস্যা সমাধানার্থে শ্রুত্যুক্ত সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারার্থে ভগবদ্বিমুখ কামকিঙ্কর ধর্ম্মধ্বজী ভোগবিলাসী যথেচ্ছাচারী নাস্তিক জনগণের উদ্ধারার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে যে ঠাকুরের পূর্ণতম আবির্ভাব। যিনি স্বকীয় পূর্ব্বজগণের সনাতন পন্থায় অনুষ্ঠিত তপস্যার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মভাবের পরাকাষ্ঠা বা শেষপর্য্যাপ্তি ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যকেও ভগবদ্দর্শন করাইয়া বেদোক্ত ধর্মের নব কলেবর নির্মাণে বিষ্ণু পত্নী ধরিত্রী দেবীকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ১

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুরের জগন্মাতা সারদা দেবীর নরাবতার নরেন্দ্র নাথের অর্থাৎ স্বামিজী বিবেকানন্দের রাণী রাসমণি প্রভৃতির শিক্ষনীয় মহনীয় আদর্শচরিত্র এবং ঠাকুরের অহৈতুকী অনাবিলা সংসার তাপনাশিনী ভক্তিপ্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকারমোচনী অলৌকিকী কৃপা-সম্বলিত বশতঃ পৃথিবীর জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত নরনারী

সমূহের পঠনীয় সমাদরনীয় উপাদেয়াদি বৈশিষ্টে ব্রহ্মানন্দপ্রসূ হইতেছে। ২

গিরী পুরী ভারতী আচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী সাধকসকল নিজ নিজ সাধনে সিদ্ধ হইয়া সংসার মুক্ত হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু আমাদের যুগাবতার ঠাকুরের শিক্ষা দীক্ষা সাধন সমাধি অন্যরূপ অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান শূন্য বা এইরূপ—সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বেসন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম যত কিছু জীব আছে তাহাদের সকলের মঙ্গল বা শুভ হোক্। সকলে রোগশূন্য হোক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে। আমার নিজের জন্য কিছুই আবশ্যক নাই। কেবমাত্র যে তপস্যার ফলই জীব জগৎকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা নয়। নিজের দেহটি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া প্রকট লীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ৩

জাগতিক জনগণ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরণান্ত যে দুইটি বস্তু পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ঠাকুর সেই দুইটি বস্তু কামিনী আর কাঞ্চনকে অভোগ্যা ও অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া বেদ পুরাণাদি সম্মত বাক্যসকল অতি সরল ভাবে মাতৃভাষায় সমলঙ্কৃত করিয়া সাধারণ কথায় অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নূতন পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। ৪

ঠাকুরের যেসকল বাণীর অনুশীলন মাত্রে সাধকগণের অতি কঠোরতর আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ছাই ভস্ম মাখা বৃক্ষতলে বাস, জটাজুট ধারণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সর্বত্যাগ কিছুই আবশ্যক হয় না।

ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশ মোড় ফিরাণ অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে এরা তোমার কেও নয়। এই কথাটি বেদ পুরাণ সম্মত কথা বা যত রকম ধর্মের মত আছে সকলেরই সার কথা। যদি শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়া সক্তং মুক্তৈ্য নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ নায়ং জনো মে সুখ দুখঃ হেতুঃ। মনঃ পরং কারণ মা মনন্তি। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহান মনো ধিয়া। ভাগবতে ১১ স্কঃ ২৩ অঃ। অর্থাৎ মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ বিষয়ে মন দিলে বন্ধন হয় মনকে বিষয় শূন্য করাতে পারিলেই মুক্তির বা ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মনকে সংযত করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ৫

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছেন ঠাকুরেরও মত তাহাই। স্ত্রীনাং স্ত্রী স'ঙ্গনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥ অর্থাৎ সাধকগণ বা মোক্ষকামী সন্ন্যাসীসকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গ দূর হতে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানকে বা ব্রহ্মবস্তুকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন তবে তিনি নরোত্তম বা দেবতার মত সকলের পূজ্য হন। ৬

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যোগীশ্বর যাজ্ঞ্যবল্ক সংবাদে গার্গীকে বলিয়াছেন—অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন॥ অর্থাৎ অর্থের দ্বারা ভগবানকে পাইবার আশা পর্য্যন্ত নাই। তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োহর্থী দূরত স্ত্যজেৎ॥ ভাঃ ১১। অর্থাৎ অর্থরূপ যে অনর্থ তাহাকে মুক্তিকামী ব্যক্তি দূর হতে ত্যাগ করিবে। তাই আমাদের বেদ পুরাণের প্রতীক ঠাকুর মনকে সংযত ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছেন। ৭

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী যথার্থই অমৃত দান করেন। এক একটি কথার ভাবার্থ যে কি তাহা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। যশ্চ তৎ শরণং গতঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া একান্ত মনে শরণাপন্ন হন্ তিনিই তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন। ৮

যদিও আমি বহুতর জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্য কর্ম্মের ফলে একদিন একবার মাত্র ঠাকুরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি তাহাতেই আমি যে কি হইয়াছি তাহা অবক্তব্য বা মুখে বলা যায় না। তথাপি আমার মনে হয় আমার জন্মদাতা পিত্য ঠাকুরের বাল্যলীলার সহচর বা বন্ধু ছিলেন তজ্জন্যই আমার প্রতি এত দয়া এত অনুগ্রহ এত আগ্রহ এবং গ্রন্থরচনার আদেশ। আমি অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত যেদিন রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যে পঞ্চবটীর তলায় যাইয়াছিলাম তখন আমার পিতা সসম্ভ্রমে কাতরভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমার মস্তকেও পদধূলি দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের পদযুগলের মধ্যে মস্তকটি নত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমিও একপ্রকার সাষ্টাঙ্গভাবে ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া থাকিলে ঠাকুরও আমার মস্তকে করপদ্ম অর্পণ করিয়া বলিলেন "তুই দীর্ঘ জীবী ও পণ্ডিত হবি।" এই কথা শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তথাপি ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্যটি যেন আমার কর্ণে বহুবার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। ৯

ঠাকুর দর্শনের প্রায় ৪বৎসর পরে ঠাকুর লীলা অপ্রকট করিলেও প্রায় ২।১ বৎসর পরে পরে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বলিতেন "ওহে ছেলে ভাল আছিস্ ত আমি চললাম"। সেই রূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতাম এবং অাঁ অাঁ শব্দ

করিতাম এইরূপ ভাবে যখন আমার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন আমি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ও বক্তা হইয়াছি। আমার চতুষ্পাঠীতে ১০।১৫টী ছাত্র আবাসিক ভাবে থাকিয়া নানাবিষয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। পরীক্ষার পর ছাত্রসকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে আমি একা গ্রন্থাদি রক্ষার্থ চতুষ্পাঠীতে রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। প্রায় রাত্রি ২ টার সময় ঠাকুর পূর্ব্বের মত আসিয়া বলিলেন ভাল আছিস ত আজ ভাল করে শোন এই বলিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন শ্লোকটি এইরূপ—"মল্লীলাং বিলিখ ত্বং ভো দেব ভাষা যুতাং সুধীঃ। ত্বামহং সংবদিষ্যামি মাভৈষীঃ পণ্ডিতো ভবান্। এই শ্লোকটি আমাকে আস্তে আস্তে তিনবার বলিয়া মুখস্থ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১০

তৎপরে সসব্যস্তে জাগ্রত হইয়া হ্যারিক্যান জ্বালিয়া শ্লোকটি লিখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম ঠাকুর বলিলেন ওহে পণ্ডিত তুমি আমার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখ। যদি বল বাল্যাবস্থায় একবার মাত্র আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি তৎপরে পাঠ্যাবস্থা, অধ্যাপনা, সংসার, আপনার লীলার কণামাত্রও অনুশীলন করিনাই, জানি নাই, যাই নাই, দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, অতএব কিভাবে কি লিখিব? তদুত্তরে বলিলেন তুমি পণ্ডিত অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাহাড় পর্ব্বত আকাশ বাতাস এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন আর আমি মানুষ আমার বর্ণনা তুমি নিশ্চয় করিতে পারিবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই। তথাপি সন্দেহ হইলে আমি আমার লীলা তোমাকে বলিয়া দিব। এইরূপ ঠাকুরের উক্তিসকল চিন্তা করিয়া চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলাম। "অপার করুণা তব" আমার প্রতি আপনার দয়ার শেষ নাই। আমার মত দীন দরিদ্র সংসারী দোষদুষ্ট প্রতিষ্ঠাকামী নরাধম পণ্ডিতাধমের প্রতি অসংখ্য কৃপা। অগত্যা ভীতমনে কাতর প্রাণে

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের পাদপদ্মে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিন্দু দিয়া শরণাপন্ন হইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজগণের উপদেশে গ্রন্থটি লিখিয়া পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতবর্গকে পরিদর্শন করাইলে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্রে বেলুড়মঠ উদ্বোধন অদ্বৈত আশ্রমের মহারাজগণের উৎসাহ-দানে চরিতার্থ হইয়া সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বহু কষ্টে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১১

আমার সংগৃহীত লিখিত ঠাকুরের বহুবিষয়, স্বামিজী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় চিকাগো বক্তৃতা, বলরাম বসুর জীবনী, কল্পতরু কথা, গিরীশ ঘোষের সিদ্ধান্ত বাক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে নিবেশিত না হইবার কারণ আমি একপ্রকার মুমূর্ষুঃ অর্থাৎ আমি বয়ঃক্রমে প্রায় ৯৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি অতএব মৃত্যু সন্নিকট বশতঃই আমার জীবনে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে গ্রন্থটির সংকলন অসম্ভব মনে করিয়াই কোন প্রকারে অর্থাভাবে বহু কষ্টে উক্ত বিষয় সকল বাদ দিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। ১২

যদি ২য় সংস্করণ সম্ভব হয় তবে আমার শেষকৃত্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর কাশীনাথ শাস্ত্রি বেদান্ততীর্থ এম, এ, ইনিই পরিশিষ্টাংশ নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিবেন। অথবা ঠাকুরের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি তবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ১৩

## গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়

আমরা কান্যকুব্জ দেশীয় গৌতম গোত্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আমাদের বাসভূমি মেদিনীপুর প্রদেশের গড়বেতার অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় জীউর পাদমূলে বগড়ী কৃষ্ণনগর সংলগ্ন খুনীবেড়া গ্রামে আমার একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট

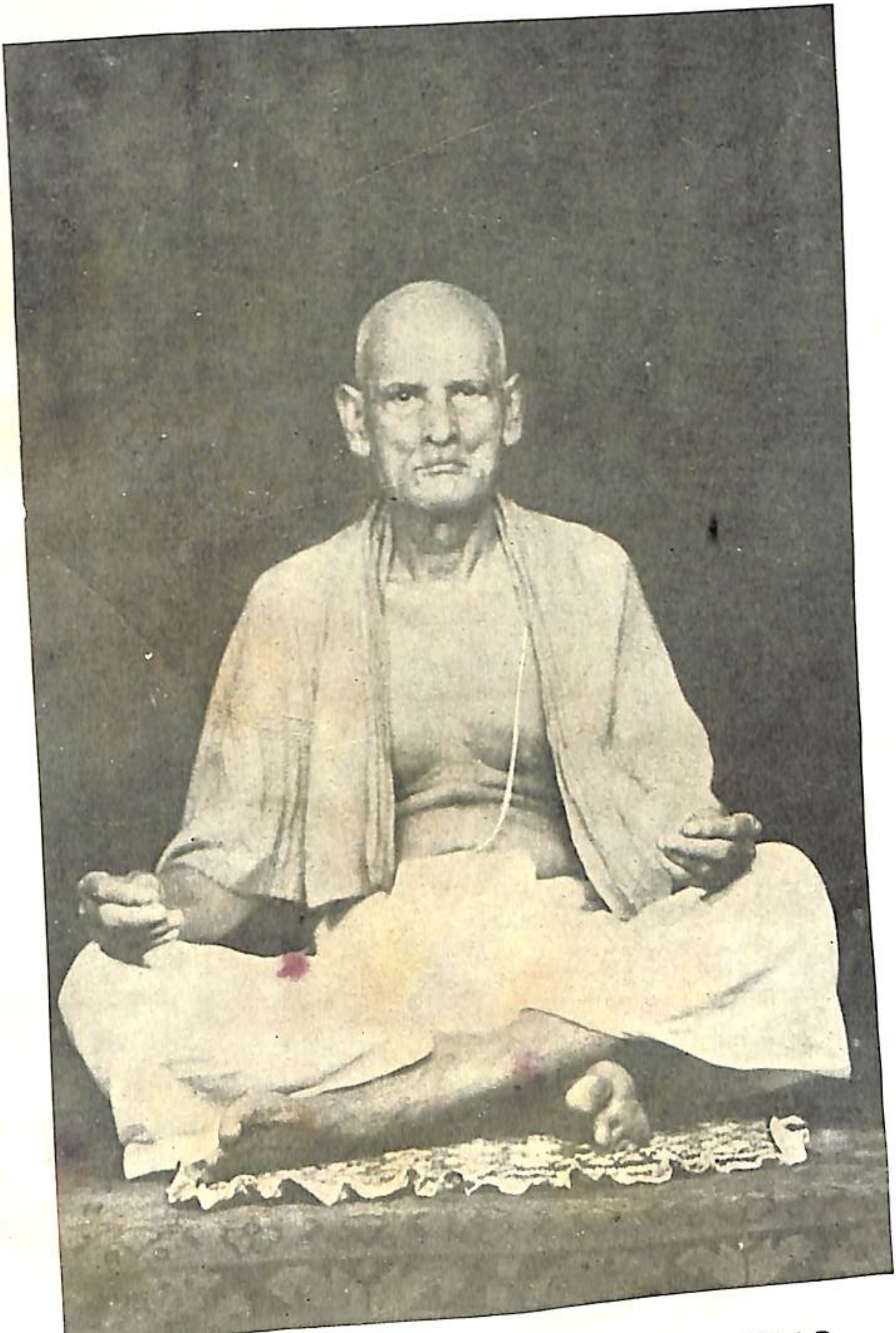
এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আমাদের বংশপরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের পূর্ব্বজ পণ্ডিতবর্গ বহুতর ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত গণপতি ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দানন্দ ২৮ খানি তিথি কৌমুদী প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থরচনা করেন ভাস্বতী প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৪

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্র শিরোমণি তৎকালে বঙ্গদেশে এমত নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতি বিরল ছিলেন। পিতামহ নীলমণি বিদ্যারত্ন ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতা যদুনাথ সার্ব্বভৌম। ইনি কৃত্যতত্ত্ববিশারদ ছিলেন। এবং আমাদের বংশের হারাধন তর্কবাগীশ রামামৃত স্মৃতিতীর্থ যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতি-রত্ন অচিন্ত্য পদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামগড় লালগড় সিমলাপাল ও মংলাপাতা প্রভৃতি রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫

যদুনাথ সার্ব্বভৌমের পুত্র আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ গভর্ণমেণ্ট বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক সহ ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভঃ রেজিষ্ট্রীকৃত এডিয়েড হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ৭০ বৎসর দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছি। ১৬

ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে আদেশে অনুগ্রহে বাৎসল্যে ও উপদেশে রামকৃষ্ণভাগবত নামক তদীয় চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া পূর্ব্বজগণের দেশের দশের সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইরাজী শিক্ষিত মহোদয়গণের সুবিধার জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদসহ রচনা করিয়া ধন্য হইবাছি। যদি কেহ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুস্ট বা আনন্দিত হন তবে যে কত সৌভাগ্য তাহা অনুমানেরও অগোচর। ১৭

# সূচীপত্রম্



*Author*—PANDIT RAMENDRA SUNDAR BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী
পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ

## श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

## मुखवन्धः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द मूर्त्तये ।
ब्रह्मवंशावताराय जगद्धिताय ते नमः ॥ १
निखिल गुणगभीरो रामकृष्णो दयालुः
स्वकुल कुमुदचन्द्रो दीनवन्धुः शरण्यः ।
कलिहत जनमुक्त्यै कर्म्मकाराख्य सिन्धोः
समुदयदतिशुद्धो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २
सप्तदश गते शाके सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३
आवीरासीत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।
कलेर्जीवान् समुद्धर्त्तुं कामारपुकुरीदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a bramhin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar. In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

বঙ্গানুবাদ—

জগতের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণ বংশে অবতীর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে নম- করি। ১

## প্রথমোঽঙ্কঃ

ব্রাহ্মণকুলোজ্জ্বল সকলসদ্গুণসাগর দীনবন্ধু দয়ালু শরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালদোষে নষ্টপ্রায় জীবগণের মুক্তির জন্য কর্ম্মকার নামক সমুদ্রে অতি বিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

গত সতের শত ১৭৫৭ শকাব্দায় ৬ই ফাল্গুন বুধবারে শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিজীবের উদ্ধারার্থে কামারপুকুরে। ৩।৪

ত্রিষট্ শত গতে শাকে বসুসংখ্যাধিকে রবৌ।
নৃসিংহঃ সিংহসংক্রান্ত্যাং স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৫
শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত লিখ মেতত্
শ্রীরামকৃষ্ণ কথয়াধিগতং পুরাণং।
শ্রীরামকৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
শ্রীরামকৃষ্ণদয়িত প্রিয়মস্তু নিত্যং ॥ ৬
শ্রীরামকৃষ্ণং শিরসা নমামি শ্রীরামকৃষ্ণং বচসা গৃণামি।
শ্রীরামকৃষ্ণং মনসা স্মরামি শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭
বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগঃ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগতঃ শরীরী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। ৮

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head, I utter his name with my lips. I meditate upon him with my mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowldge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

## প্রথমোঽঙ্কঃ

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Ramakrishna. 5 to 8.

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার ৩০শে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রবিবারে নৃসিংহ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথামৃত লিপ্ত কলির পাপ-নাশক এই রামকৃষ্ণ গ্রন্থ তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হউক। ৬

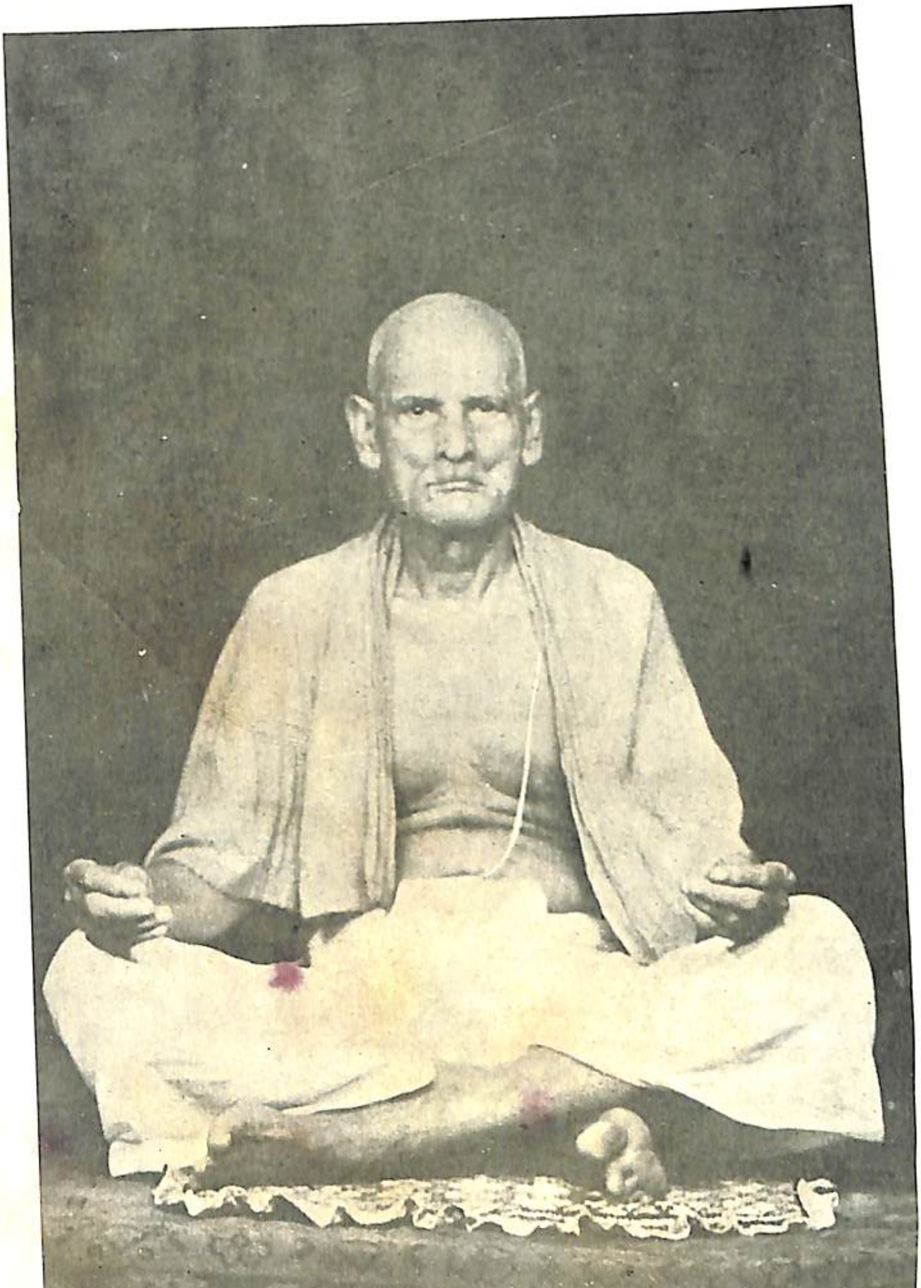
আমি মস্তক দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করি এবং আমার সর্ব্ববিষয়ে শান্তির জন্য তাঁহারই শরণ লইলাম। ৭

যে ত্রিকালসত্য নিত্য পুরাণপুরুষ জগতের জীবসমূহকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবিভূর্ত হইয়াছিলেন সেই দুইটি তত্ত্বই একত্র মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণমূর্ত্তিতে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন আমি সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইলাম। ৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সদৃশঃ পরমার্থদানে
শ্রীগৌরসুন্দর গুরুঃ পরিপূর্ণ শক্তিঃ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রিকমলং জনকাঙ্ঘ্রি যুগ্মং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবচ্চরিতং বদামি ॥ ৫

যোঽসৌদৈত্যপতের্বধায় ভগবানাশ্চর্য্যরূপঃ স্বয়ং
ধৃত্বা শ্রীনরসিংহ মূর্ত্তি মমলাং সত্যাবতারো বশী।
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং সহসুতং রক্ষঃ কুলঞ্চাবধীৎ
বীরো দাশরথিঃ সুখৈকনিলয়ঃ শ্রীরামচন্দ্রোহরিঃ ॥ ১০

———



*Author*—PANDIT RAMENDRA SUNDAR BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ

## श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य
## मुखबन्धः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द मूर्त्तये ।
ब्रह्मवंशावताराय जगद्धिताय ते नमः ॥ १
निखिल गुणगभीरो रामकृष्णो दयालुः
स्वकुल कुमुदचन्द्रो दीनवन्धुः शरण्यः ।
कलिहत जनमुक्त्यै कर्म्मकाराख्य सिन्धोः
समुदयदतिशुद्धो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २
सप्तदश शते शाके सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३
आवीरासीत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।
कलेर्जीवान् समुद्धर्त्तुं कामारपुकुरोदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a bramhin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar, In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

বঙ্গানুবাদ—

জগতের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণ বংশে অবতীর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে ন... করি । ১

## প্রথমোঽঙ্কঃ

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সকলসদ্‌গুণসাগর দীনবন্ধু দয়ালু শরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালদোষে নষ্টপ্রায় জীবগণের মুক্তির জন্য কর্ম্মকার নামক সমুদ্রে অতি বিশুদ্ধ পূর্ণব্রহ্ম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ২

গত সতের শত ১৭৫৭ শকাব্দায় ৬ই ফাল্গুন বুধবারে শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কলিজীবের উদ্ধারার্থে কামারপুকুরে। ৩।৪

त्रिषट्शत गते शाके वसुसंख्याधिके रवौ ।
नृसिंहः सिंहसंक्रान्त्यां स्वधाम समपद्यत ॥ ५
श्रीरामकृष्ण वचनामृत लिप्त मेतत्
श्रीरामकृष्ण कथयाधिगतं पुराणं ।
श्रीरामकृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं
श्रीरामकृष्णार्दयत प्रियमस्तु नित्यं ॥ ६
श्रीरामकृष्णं शिरसा नमामि श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।
श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ ७
वैराग्यविद्या निज भक्तियोगः शिक्षार्थमेकः पुरुषःपुराणः ।
श्रीरामकृष्णो क्ष्यगतः शरीरी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये । ८

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head, I utter his name with my lips. I meditate upon him with my mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowldge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

## প্রথমোঽঙ্কঃ

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Ramakrishna. 5 to 8.

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার ৩০শে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে রবিবারে নৃসিংহ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজধামে গমন করিয়াছিলেন। ৫

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথামৃত লিপ্ত কলির পাপ-নাশক এই রামকৃষ্ণ গ্রন্থ তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হউক। ৬

আমি মস্তক দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করি এবং আমার সর্ব্ববিষয়ে শান্তির জন্য তাঁহারই শরণ লইলাম। ৭

যে ত্রিকালসত্য নিত্য পুরাণপুরুষ জগতের জীবসমূহকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই দুইটি তত্ত্বই একত্র মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণমূর্ত্তিতে এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন আমি সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইলাম। ৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সদৃশঃ পরমার্থদানে
শ্রীগৌরসুন্দর গুরুঃ পরিপূর্ণ শক্তিঃ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রিকমলং জনকাঙ্ঘ্রি যুগ্মং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবচ্চরিতং বদামি ॥ ৯

যোঽসৌদৈত্যপতির্বধায় ভগবান্নাশ্চর্য্যরূপঃ স্বয়ং
ধৃত্বা শ্রীনরসিংহ মূর্ত্তি মমলাং সত্যাবতারো বশী।
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং সহসুতং রক্ষঃ কুলঞ্চাবধীৎ
বীরো দাশরথিঃ সুখৈকনিলয়ঃ শ্রীরামচন্দ্রোহরিঃ ॥ ১০

## प्रथमोऽङ्कः

Paying my homage to my preceptor, Sri Gour Sundar, I endeavour to compose this epic poem on the life and teachings of Sri Ramakrishna, "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam." He who assumed the shape of Narasingha to kill the king of demons in Satya Yuga, the avatara of Ramachandra to kill the ten-headed Ravana in Treta Yuga, the appearance of Sri Krishna to teach love and devotion in the Dwapar Yuga, manifested himself as Sri Ramakrishna to purge mankind of their sins in the Kali Yuga. 9 to 11.

**বঙ্গানুবাদ :—**

ভক্তিদানে ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ শ্রীগৌরসুন্দর গুরুর এবং আমার জন্মদাতা পিতার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জ্ঞানানন্দপ্রদ রামকৃষ্ণভাগবতনামক গ্রন্থ সুপবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র বর্ণন করিতেছি। ৯

যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই ত্রিলোক বিজেতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধের জন্য অত্যাশ্চর্য্য নরসিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্বক সত্যযুগে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং যে রামকৃষ্ণই ত্রেতাযুগে আনন্দঘনবিগ্রহ অলৌকিক শক্তিশালী দশরথ পুত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দশানন রাবণের পুত্রপৌত্রাদিসহ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া রামাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০

आसीद्द्वापर आगते व्रजवधूकान्तो नितान्तं हरि
स्वप्रेमामृत दानदश्च सुतनुःकृष्णावतार स्वयं।
घोरेऽस्मिन् युगशेष सङ्कट दिने श्रीरामकृष्णो हरि
राविर्भूय कलावगाध कलुषा त्राता जनानामसौ ॥ ११
विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् सङ्गं समुत्सृज्य विशुद्धमानसाः
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं सुदुर्लभां श्रीरामकृष्णाय सुखात्मने नमः ॥१२

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्ण वचसां नहि तुल्यमस्ति
श्रीरामकृष्ण मनसामभयं सदैव।
श्रीरामकृष्ण भगवानखिलार्थ दाता
श्रीरामकृष्णपदमेव गतिर्ममास्तु ॥ १३

The wisest of men attains salvation by worshipping the feet of Sri Ramakrishna, I bow down to him. The words that came out of the lips of Sri Ramarkrishna are unparalleled. To call up the name of Sri Ramakrishna is sufficient to remove all fears. He brings fulfilment of desire to all. I submit myself at his feet. 12 to 13.

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং দ্বাপর যুগে রামকৃষ্ণদেবই ব্রজবধূবর্গের পতি হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম দানের জন্য প্রেমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্বক কৃষ্ণাবতার হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণই এই শেষ যুগ কলিযুগের ভয়ঙ্কর দিনে আবির্ভূত হইয়া জীবসকলের অশেষ পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগের পরিত্রাণকারী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যাঁহার চরণ সেবার ফলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া সুদুর্লভ ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন সেই সুমঙ্গলময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণে মনোনিবেশকারী জনগণের কোনরূপ ভয় নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত সর্ব্বার্থ দাতা অর্থাৎ যে যাহা চাহিবে সে তাহা পাইবে এইরূপ দ্বিতীয় আর কেহই নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বদা মতি থাকে বা তিনিই আমার একমাত্র গতি হউন। ১৩

प्रथमोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णचरितं रामकृष्णानुकम्पया।
यथासाध्यं प्रवक्ष्यामि संक्षेपेण मनीषिषु ॥ १४
दोषा मे बहवः सन्ति त्रुटिरस्ति पदे पदे।
क्षन्तव्यं कृपया सर्वं श्रीरामकृष्ण सेवकैः ॥ १५
परमहंसरूपेण दक्षिणेश्वरधामनि।
श्रीरामकृष्णदेवेन या लीलाः प्रकटीकृताः ॥ १६
भक्तितीर्थोपाधिकेन वकद्वीपनिवासिना।
श्रीरामेन्द्रसुन्दरेण वर्ण्यन्ते ता यथामति ॥ १७

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते रामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रणतिरूप मङ्गलाचरणं नाम प्रथमोऽङ्कः ॥१

I endeavour to write in this book the brief history of the life of Sri Ramakrishna for the satisfaction of the learned scholars. My failings are many but I hope the devotees of Sri Ramakrishna will very kindly forgive them. The revelations of Sri Ramakrishna in Dakshineswar are being narrated by Ramendra Sunder Bhaktitirtha who hails from Bagri Khunbera in the District of Midnapur.

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় এই রামকৃষ্ণভাগবত গ্রন্থ পণ্ডিতগণের নিকটে সংক্ষেপে যথাসাধ্য বলিতেছি। ১৪

আমার গ্রন্থ লিখনে বহু দোষ নানাপ্রকার অনবধানতা আছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। ১৫

## प्रथमोऽङ्कः

দক্ষিণেশ্বরধামে পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬

বগড়ীখুনবেড়া নিবাসী শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ তাহার বুদ্ধি অনুসারে বর্ণন করিতেছেন। ১৭

ভগবান রামকৃষ্ণের প্রণামাদি এই প্রথম অঙ্কে বলা হইল।

### ग्रन्थकर्त्तुः परिचयः श्लः २

गोविन्दानन्दनामा गणपतितनयः सर्व्वशास्त्रार्थ कर्त्ता
प्राज्ञाचार्य्यः सदासौ हरिपदकमलेन्यस्तचित्तो विवेकी ।
श्रीगोविन्दे तथासीत् सकलजनगणान् दत्तवान् भक्तिपूत
स्तद्वंश्योभक्तितीर्थी गु .गणरहितो रामकृष्णाश्रयाहं ॥ १
श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रीतये विदुषामपि ।
रामकृष्णभागवतं वच्मि तद्भक्तिदायकं ॥ २
वङ्गागताः कान्यकुब्जाद्दक्षा ब्राह्मणोत्तमाः ।
गौतमान्वयजास्तेऽत्रपाश्चात्यावैदिकाः स्मृताः ॥ ३

I, the descendent of Govindananda Bhattacharyya, who was the son of Mahamahopadhyaya Ganapati Bhatta, well renowned for his knowledge in all branches of Sanskrita Shastra, and who dedicated his life and all to the services of Shri Govinda, set myself to write this book, entitled "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" to preach devotion to Sri Ramakrishna and to bring pleasure to learned Pandits. Some high-ranking bramhins of Goutam race who were well-versed in the Vedas, hailed from Kanya Kubja and settled in Bengal. They are now known as Western Vedic Bramhins of Bengal.

২য়: অ:

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পরমপণ্ডিত গণপতি ভট্টের পুত্র গোবিন্দা-নন্দ ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদা ভগবৎ পদে মনোনিবেশকারী এবং শ্রীগোবিন্দে স্ব জনাদি সমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র দেহধারী এইরূপ মহাপুরুষগণের বংশসম্ভূত ভক্তিতীর্থ সকল সদগুণবর্জিত হইলেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদে ও আদেশানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও পণ্ডিতগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদারবিন্দে ভক্তিপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থ বলিতেছি। ১।২

কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে গৌতম গোত্রীয় বেদজ্ঞ সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইয়া পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩

बङ्गदेशोत्तमेदेशे मेदिनीपुर मध्यतः।
शिलावती नदीतीरे कृष्ण नगर पत्तने ॥ ४
यत्र विराजितः साक्षात् श्रीकृष्णोभगवान स्वयं।
राधया सहितः कृष्णरायजीति सुविश्रुतः ॥ ५
प्रसादात्तस्य कृष्णस्य तत्रास्मत् पूर्व्वजा जनाः।
कृतवासा गौतमास्ते कृतं क्षुद्रोटजं मया ॥ ६
तस्यां स्वजन्मभूम्यां श्रीकृष्णराय समाश्रयात्।
स्वर्गादप्यधिका प्रीतिर्जाता मे भक्तियोगतः ॥ ७

A holy place, called Krishnanagar, is situated on the northern bank of the river Shilavati in the district of Medinipur. There is a temple of Shri Radha and Krishnarayji by whose grace our great forefathers lived in a neighbouring village called Khunbera, and I have also built an humble dwelling there. It is due to close proximity to Shri Krishna-ray-ji that we prefer to live in that village to a life in heaven, as we are

২য়ঃ অঃ

blessed by the sight and touch of Krishna-ray-ji and also by taking share of eatables offered to Him.

Here ends the second chapter showing the details of the race and ancestors of the writer.

বঙ্গানুবাদ :—

বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রদেশ মেদিনীপুর নামক প্রদেশের অন্তর্গত শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে কৃষ্ণনগর নামে একটি সুবিশিষ্ট লোকালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ৪

সেই কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়জী-নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার সহিত বিরাজিত আছেন। ৫

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণরায়জীর কৃপায় তাঁহারই সান্নিধ্যে খুনবেড়া নামক গ্রামে আমাদের পূর্ব্বতম পণ্ডিতগণ বাস করেন এবং আমিও সেই গ্রামে ১টি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করি। ৬

শ্রীভগবান কৃষ্ণরায়জীর দর্শন স্পর্শন ও প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজনাদি দ্বারা পবিত্রান্তঃকরণ আমাদের সেই জন্মভূমিতে স্বর্গবাস অপেক্ষাও সুখবাস বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য ॥ ৭

এইটি গ্রন্থ লেখকের পরিচয়। ৮

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

কলিমাগতমাম্নায় নৈমিশে মুনিপুঙ্গবাঃ।
পরস্পর কথাশ্চক্রুর্ভগবন্তং সমাশ্রিতাঃ ॥ ১
নাড়ী জঙ্ঘেতি নামাত্র মুনিঃ শৌনকমব্রবীত্।
সাম্প্রতং কলিযুগেঽস্মিন্ কো জনানুদ্ধরিষ্যতি ॥ ২
কিমাচারঃ কথং রূপঃ কুত্র চাবির্ভবিষ্যতি।
কা বা তস্য সাধনা চ কথয়স্ব মহামুনে। ৩
শ্রুত্বৈবং শৌনকো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সাধুবত্সলঃ।
কলৌ সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ॥ ৪

৩য়ঃ অঃ

## CHAPTER—III

The advent of Sri Ramkrishna as indicated in mythology. While the sages in the forest called Naimisha were engaged in a discourse on the manifestation of the Supreme Being, in the beginning of Kali yuga, Nadijangha asked Sounak, "Please tell us who will appear in this Kali yuga to bring redemption to mankind. Where will he be born? What will be his appearance and activities? What also will be his merit?" At this, Saunaka told him very kindly all about the appearance of Sri Ramakrishna, the incarnation of God in the Kali yuga. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বহু পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে ভগবদনুভবী ঋষিসকল কলিযুগ আসিয়াছে জানিয়া পরস্পর ভগবানের কথায় রত হইলে তন্মধ্যে নাড়ীজঙ্ঘ নামক কোন একটি ঋষি মহামুনি শৌনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১

হে মহামুনি সম্প্রতি এই কলিযুগে কলিগ্রস্ত জীবগণকে কে উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ কলির জীবসমূহ কাহার নাম উচ্চারণ মাত্রে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইবে। ২

তাঁহার স্বরূপ কি, আচরণই বা কেমন, কোথায় আবির্ভূত হইবেন, তাঁহার সাধনা কি! তাহা আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ সাধুবৎসল শৌনকদেব বলিয়াছিলেন এই কলিযুগে ॥ ৩।৪

স্বরূপং তস্য লীলা চ কৃপয়োবাচ তং তদা।
শৃণু বৎস বদিষ্যামি সর্ব্বলোকমলাপহম্ ॥ ৫
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতং যং ন জানন্তি যোগিনঃ।
পুরাহং ব্রহ্মণঃ সত্রে ব্রহ্মকুণ্ডে যদাগমং ॥ ৬

২য়: অ:

যত্র স্বয়ং পদ্মযোনী রাজর্ষিমমিতপ্রভং।
ভগীরথং মহাভাগং গঙ্গানয়নতৎপরং ॥ ৭
ত্রেতাদ্বাপর মাহাত্ম্যং রামকৃষ্ণ কথাশ্রয়ং।
তয়োশ্চরিতং সম্যগুক্তান্তে কলিকালজং ॥ ৮

"Dear child, listen to what I say about Sri Ramkrishna who is beyond the reach of knowledge of the greatest of sages. Once in Treta Yuga I had been to Haridwar where I found Bhagiratha, who had come up to bring the Ganga down to the earth to bring salvation to the souls of the sixty thousand sons of the king Sagar. There I also heard Lotus-born Brahma describing the glory of Rama of Treta yuga and Krishna of Dwapur yuga to the king Bhagiratha. ॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ ও লীলা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন। ত্রিলোকের পাপনাশক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র বলিতেছি তুমি শোন যে চরিত্র যোগিগণও সম্পূর্ণ অবিদিত। ৫

আমি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞক্ষেত্র হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে যে সময়ে যাইয়াছিলাম। সেই সময়ে সেই স্থানে পিতামহ ষষ্ঠি সহস্র সগর সন্তানগণের উদ্ধারার্থে গঙ্গানয়ন তৎপর সূর্য্যবংশীয় মহাভাগ্যবান রাজর্ষি ভগীরথকে। ৬।৭

স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মহাত্ম্য ও চরিত্র শ্রবণ করাইয়া। ৮

জীব দুঃখং হৃদিস্মৃত্বা ক্ষণং বাক্‌শূন্যতাং গতঃ।
ততঃ পরমমানন্দং প্রাপ্যাসৌ বিশ্বকৃত্তদা ॥ ৯
ভগীরথমুবাচেদং শৃণু রাজর্ষি সত্তম।
কলের্দোষনিধের্দোষাস্তাবদ্বৈ বোজিতাধ্রুবং ॥ ১০

३यः अः

यावदेव भविष्यन्ति श्रीरामकृष्ण नाम दृक् ।
नाविर्भूतः स भगवान चिन्त्यानन्तशक्तिकः ॥ ११
राढ़े ब्रह्मकुले चन्द्रोदरे प्रादुर्भविष्यति ।
लीलाश्च त्रिविधास्तस्य आदिमध्यान्तरूपकाः ॥ १२

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhagiratha in great joy, "Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a bramhin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল বাক্‌শূন্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন। ৯

ওহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর। দোষযুক্ত কলির ততক্ষণই দোষ সকল প্রাণীগণকে প্রবলভাবে পীড়ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব না হয়। ১০।১১

কলিযুগের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে বঙ্গের রাঢ় দেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে চন্দ্রাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন। এবং তাঁহার লীলাসকলও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত আদিলীলা মধ্যলীলা এবং অন্ত্য লীলারূপে ত্রিবিধ। ১২

भविष्यत्यच्युताद्याख्या मध्या मङ्गलदायिका ।
अभयाख्यान्तरूपा च याम्यी यमभयं गतम् ॥ १३
भविष्यत्येवजीवानामाविर्भाव स्तदा भवेत् ।
प्रायेन पञ्चसाहस्रे कल्यब्दे विगते सति ॥ १४

३यः अः।

रामकृष्ण मुखोद्‌गीर्णं ग्रन्थं सर्व्वाङ्गसुन्दरम्।
सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्वर्णयिष्यति पण्डितः॥ १५
मङ्गलाचरणञ्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परं।
प्रणतिः श्रीभगवतो रामकृष्णस्य योगिनः॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle "Mangala" (Blissful) and the last "Abhaya" (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) bramhin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যেমন আদিলীলা বৃন্দাবনে মধ্যলীলা মথুরায় এবং শেষলীলা দ্বারকায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও আদিলীলা কামারপুকুরে মধ্যলীলা কলিকাতায় শেষলীলা দক্ষিণেশ্বরে আদিলীলা অমৃতরূপা মধ্যলীলা ক্ষেমরূপা বা মঙ্গলদায়িকা অন্তলীলা অভয়রূপা অর্থাৎ "অমৃতং ক্ষেমভয়ং" এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ যেসকল লীলা শ্রবণ করিলে যমভয় দূরীভূত হয়) ১৩।১৪

অতঃপর তাঁহার চরিত্র শ্রবণ কর। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখারবিন্দ নির্গত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ তাঁহার কৃপালব্ধ সুন্দর ব্রাহ্মণ রচনা করিবেন। ১৫

গ্রন্থের প্রথমে মঙ্গলাচরণ তৎপর সেই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও কৃপা প্রাপ্তি এবং নানাপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা। ১৬

ग्रन्थकृता पण्डितेन स्वान्वयस्यानुकीर्त्तनं।
कृतं श्रीरामकृष्णस्य स्वगणस्य विवेचनम्॥ १७

৩য়ঃ অঃ

যাবদেব ভবিষ্যন্তি শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ধৃক্।
নাবির্ভূতঃ স ভগবান চিন্ত্যানন্তশক্তিকঃ॥ ১১
রাঢ়ে ব্রহ্মকুলে চন্দ্রোদরে প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
লীলাশ্চ ত্রিবিধাস্তস্য আদিমধ্যান্তরূপকাঃ॥ ১২

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhagiratha in great joy, "Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a bramhin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল বাক্‌শূন্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন। ৯

ওহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর। দোষযুক্ত কলির ততক্ষণই দোষ সকল প্রাণীগণকে প্রবলভাবে পীড়ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব না হয়। ১০।১১

কলিযুগের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে বঙ্গের রাঢ় দেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে চন্দ্রাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন। এবং তাঁহার লীলাসকলও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত আদিলীলা মধ্যলীলা এবং অন্ত্য লীলারূপে ত্রিবিধ। ১২

ভবিষ্যত্যস্যতাদ্যাখ্যা মধ্যা মঙ্গলদায়িকা।
অভয়াখ্যান্তরূপা চ যাম্যী যমভয়ং গতম্॥ ১৩
ভবিষ্যত্যেবজীবানামাবির্ভাব স্তদা ভবেত্।
প্রায়েন পঞ্চসাহস্রে কল্যব্দে বিগতে সতি॥ ১৪

३यः अः।

रामकृष्ण मुखोद्गीर्णं ग्रन्थं सर्व्वाङ्गसुन्दरम्।
सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्वर्णयिष्यति पण्डितः ॥ १५
मङ्गलाचरणञ्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परं।
प्रणतिः श्रीभगवतो रामकृष्णस्य योगिनः ॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle "Mangala" (Blissful) and the last "Abhaya" (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) bramhin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যেমন আদিলীলা বৃন্দাবনে মধ্যলীলা মথুরায় এবং শেষলীলা দ্বারকায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও আদিলীলা কামারপুকুরে মধ্যলীলা কলিকাতায় শেষলীলা দক্ষিণেশ্বরে আদিলীলা অমৃতরূপা মধ্যলীলা ক্ষেমরূপা বা মঙ্গলদায়িকা অন্তলীলা অভয়রূপা অর্থাৎ "অমৃতং ক্ষেমভয়ং" এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ যেসকল লীলা শ্রবণ করিলে যমভয় দূরীভূত হয়) ১০।১৪

অতঃপর তাঁহার চরিত্র শ্রবণ কর। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখারবিন্দ নির্গত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ তাঁহার কৃপাসক্ত সুন্দর ব্রাহ্মণ রচনা করিবেন। ১৫

গ্রন্থের প্রথমে মঙ্গলাচরণ তৎপর সেই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও কৃপা প্রাপ্তি এবং নানাপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা। ১৬

ग्रन्थकर्ता पण्डितेन स्वान्वयस्यानुकीर्त्तनं।
कृतं श्रीरामकृष्णस्य स्वगणस्य विवेचनम् ॥ १७

३यः अः।

ततस्तस्यापरोक्षेण त्रिसत्यं प्रतिपादितम्।
भगवद्रामकृष्णस्य भक्तवर्गस्य पादयोः। १८
क्षमा लाभार्थं मत्यर्थं याच्ञा तस्य विशेषतः।
पित्रासह दर्शनञ्च दक्षिणेश्वर मन्दिरे॥ १९
श्रीरामकृष्णदेवस्य पौगण्डे पुण्यवासरे।
बहुपुण्यफलादस्य श्रीरामकृष्ण पादयोः॥ २०

The detailed account of the family of the writer, and the devotees of Sri Ramkrishna; His transcendentalism; obeisance to his devotees; meeting with Sri Ramakrishna and his blessing. "17 to 20"

বঙ্গানুবাদ:—

গ্রন্থ রচয়িতার বংশ পরিচয়। ভগবানের পার্ষদ নির্ণয়। ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রৈকালিক সত্যত্ব বা ত্রিসত্য প্রতিপাদন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও ভক্তমহারাজগণের কৃপালাভের জন্য গ্রন্থকারের তাঁহাদের পাদপদ্মে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা। ১৮

গ্রন্থরচয়িতার অষ্টম বর্ষবয়সে পিতার সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণের দর্শন এবং বহু জন্মের বহু পুণ্য সঞ্চিত বশতঃ গ্রন্থকারের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদযুগলে মস্তক লুণ্ঠিত হইলে ভগবানও নিজ পুত্রের মত মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন। ১৯।২০।২১

मस्तकं लुण्ठितञ्चासीत्तेन तस्य कृतार्थता।
तन्मस्तके न्यस्तहस्तो भगवान् करुणानिधिः॥ २१
आशीर्वादं ददौ तस्मै बालकाय स्वपुत्रवत्।
प्रागाविर्भावतस्तस्य श्रीरामकृष्ण योगिनः॥ २२

३य अः

पितुः पूर्व्वाश्रमस्यास्य वर्णनं दुखसूचकं ।
दुष्ट भूस्वामिनः पापाचरणाद् गृहविच्युतिः ॥ २३
वन्ध दर्शनं स्तस्य सुखलालस्य धीमतः ।
साह्यतः चुदिरामस्य कामारपुकुरे स्थितिः ॥ २४

An account of Khudiram's original habitation : his departure from his native place in destitute condition ; his meeting with an old friend, named Sukhalal Goswami and settling at Kamarpukur. "21 to 24"

বঙ্গানুবাদঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে পিতা ক্ষুদিরামের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়। দুষ্ট জমিদারের চক্রান্তে ক্ষুদিরামের সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় গৃহ হইতে বহির্গতের পর পথিমধ্যে পূর্ব্ববন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দর্শন এবং গোস্বামীর সাহায্যে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে বাসগৃহস্থাপন। ২২।২৩।২৪

रघुवीर शिलाप्राप्ति गयायां गमनं तथा ।
चुदिरामं गयाचेत्रे स्वप्ने साचात् गदाधरः ॥ २५
उवाचावतरिष्यामि भवत् चेत्रे न संशयः ।
गया पत्यागतो विप्रो भगवद्भावभावितः ॥ २६
गर्भोऽभवच्चन्द्रादेव्यां स्तत्र श्रीभगवान स्वयं ।
आविर्भूतो गर्भमध्ये देवानामागमादिकं ॥ २७
ततो गते कियत्काले भगवान् श्रीगदाधरः ।
आविर्भूतः सूतिगृहे जन्माख्यान मुवाच सः ॥ २८

Getting the holy stone of Raghubir ; Journey to Gaya ; His dream in Gaya about the birth of Gadadhar;

## ३यः अः

Return to Kamarpukur; Holy conception of Chandra Devi; Visit of the gods; the birth of God in His own Self. "25 to 28"

**বঙ্গানুবাদ :—**

রঘুবীর নামক শালগ্রাম শিলা প্রাপ্তির পর ক্ষুদিরামের গয়াধামে গমন তথায় ভগবান গদাধর স্বপ্নে ক্ষুদিরামকে আমি শীঘ্রই তোমার পত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হইব। ২৫

এইরূপে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত ক্ষুদিরাম গয়াধাম হইতে নিজগৃহে প্রত্যাগমনান্তে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইলে পত্নী চন্দ্রাদেবীর পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে গর্ভলক্ষণ হইয়াছিল। এবং সেই গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষুদিরামের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ২৬।২৭

এইরূপভাবে প্রসবকালীন ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্বরূপ তাঁহার পিতামাতাকে নিজ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিটিও দেখাইয়াছিলেন। ২৮

स्व चतुर्भुजमूर्त्तिञ्च पितरौ समदर्शयत् ।
ततस्तद्‌बाल्य लीलायां विज्ञन मत्यलौकिकं ॥ २९
अन्नाशनं पाठगेहे प्रवेशः पाठहेतवे ।
तत्र छात्रपरीक्षार्थं मागते राजपण्डिते ॥ ३०
स्वरूपं दर्शयामास नवदूर्वादलद्युति ।
सर्व्वभावस्याविर्भावो बाल्ये तस्य निरूपितः ॥ ३१
ततो भागिनेय गेहे पितुर्मृत्योरनन्तरं ।
गदाधरोपनयनं सर्व्वथालौकिकं मतम् ॥ ३२

Gadadhar's revelation of his appearance with four hands; his uncommon activities in his boyhood; his rice taking ceremony; initiation to the study and

३यः अः

learning; revelation of his own divine self to the visiting Government officer; soaring up to higher spiritual plane at times even in his boyhood; death of Khudiram in his nephew's house; performance of the sacred-thread ceremony of Gadadhar in a very uncommon way. 29 to 32

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপর বাল্যলীলা অলৌকিকভাবে হইয়াছিল। অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ এবং পাঠশালায় রাজপুরুষকে অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টরকে স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

২৯।৩০।৩১

তারপর ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহে মৃত্যু হইলে কিছুদিন পরে গদাধরের উপনয়ন কার্য্য অলৌকিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। ০২

धात्रीमातुर्धनीनाम्नयाः प्राग्भिक्षा ग्रहणं तथा।
पूजनं रघुवीरादेर्भावाविष्टस्य चेतसः॥ ३३
एवं ब्राह्मण सिद्धान्त पर्य्यन्तमादिकाण्डकं।
मध्यकाण्डस्य प्रागस्य कलिकाता समागमः॥ ३४
भ्रातुर्विद्यालयं प्राप्य तत्र शास्त्रानुशीलनं।
अत्रान्तरे रासमनेः प्रजारक्षण कौशलम्॥ ३५
राज्ञ्यास्तीर्थगतेः काले दक्षिणेश्वर संस्थितिः।
रात्रौ काली कृपालाभा तत्रदेवालयः कृतः॥ ३६

Taking alms from a mid-wife named Dhani; worship of Raghubir in a mood of deep meditation; a bramhin's recovery from illness; here ends the first part of the

book. The Middle part begins with Thakur's arrival in Calcutta ; then his study of shastras under the tutorship ot his elder brother ; the stratagey of Rani Rasmoni to protect her subjects ; on the eve of pilgrimage her stay at Dakshineswar ; Kali's blessing on her ; establishment of temples at Dakshineswar. 33 to 36

বঙ্গানুবাদ:—

অর্থাৎ ধনী নামে কর্ম্মকারের পত্নী ধাত্রীমাতার নিকটে উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারী অবস্থায় সর্ব্ব প্রথমে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। তৎপরে গৃহদেবতা রঘুবীরাদি দেবতার পূজা করিতেন ভাবাবিষ্ট হইয়া। ৩৩

এইরূপভাবে ব্রাহ্মণের রোগমুক্তিপর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হয়। মধ্যলীলার প্রারম্ভে ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের বিদ্যালয়ে শাস্ত্র চর্চ্চা ইহার মধ্যে রাণী রাসমণির প্রজাদিগের রক্ষা কৌশল রাণী রাসমণির তীর্থগমনের সময় দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান এবং নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিকালে জগদম্বার কৃপালাভ ও মন্দির নির্ম্মাণাদি। ৩৪।৩৫।৩৬

ভোগদানবিধৌ তত্র বিধিপত্র প্রসঙ্গতঃ।
পণ্ডিতপ্রবরেণাপি শ্রীরামকুমারেণ বৈ॥ ৩৭

উপদিষ্টা তদা রাজ্ঞী কৃতার্থাভূত্ সুনিশ্চিতা।
তন্মন্দির প্রতিষ্ঠায়াং পূজাকার্য্যে বিশেষতঃ॥ ৩৮

পণ্ডিতঃ সুষ্ঠু লিপ্তোঽভূদ্রাজ্ঞ্যাস্তত্র সমাদরাত্।
দৃষ্ট্বা তন্নিন্দিতং কর্ম্ম ক্রোধ লিপ্তো গদাধরঃ॥ ৩৯

দৈবানুষ্ঠান তস্তস্য ক্রোধো নির্ব্বাণতাং গতঃ।
হৃদয়াগমনাত্তত্র কৃতং তেন শিবার্চ্চনং॥ ৪০

३य. अ:

Counsel of Pandit Ramkumar regarding distribution of the rice; services of Ramkumar in the foundation ceremony of the temples; Gadadhar's resentment; his appeasement by holy rites; Hridaya's arrival; worship of Lord Shiva. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রাসমণির মন্দির নির্ম্মাণ ও দেবতাসকলের সংগ্রহ হইলেও ভোগদান বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত না হওয়ায় একমাত্র রামকুমার পণ্ডিতই ভোগদান সম্বন্ধে রাণীকে আশ্বস্ত করেন এবং রাণীও রামকুমারের উপদেশে কৃতকার্য্য হন। রামকুমার পণ্ডিতই প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং রাণীর আগ্রহবশতঃ রামকুমার পণ্ডিতই পূজাকার্য্যে ব্রতী হন। তাহা দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু দৈবানুষ্ঠান বশতঃ ক্রোধ দূরীভূত হয়। এবং সেই সময় ভাগিনেয় হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর স্বহস্তে শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০

साचान्मातुः कृपालाभो जन्मभूदर्शनं ततः।
ततोद्वाहः सारदया पुनः स्वस्थानदर्शनं ॥ ४१
राज्ञ्या रासमणि मृत्यु भैरव्या गमनं शुभं।
पूर्णाभिषिक्तो भैरव्या साधनासिद्धि वर्णनं ॥ ४२
गदाधर स्वरूपञ्च निर्विकल्प समाधिना।
दृष्ट्वा श्रीभैरवीदेवी चकार नाम पावनम् ॥ ४३
श्रीरामकृष्णदेवेति रामकृष्णैक्यरूपकं।
साधनं बहु देवानां तथा प्रकृति साधनम् ॥ ४४

Appearance of the Goddess before Gadadhar and Her blessing on him; his visit to his native village and

**২য়: অ:**

his marriage with Sarada; his return to Dakshineswar; death of Rani Rashmoni; Bhairabi's arrival; Initiation by Bhairabi and attainment of success; her realisation of the true self of Gadadhar as one unified entity of Sri Ramachandra and Sri Krishna; the naming of Sri Ramakrishna by Bhairabi; his worship of various gods and attainment of divine power. 41 to 44

**বঙ্গানুবাদ :—**

তৎপরে ভগবতীর কৃপালাভ, কামারপুকুরে গমন, সারদার সহিত বিবাহের পর পুনর্ব্বার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪১

রাণী রাসমণির মৃত্যু, ভৈরবীর আগমন। ভৈরবী ঠাকুরকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন এবং ঠাকুরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ৪২

তৎপরে শ্রীভৈরবীদেবী নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় গদাধরের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়া; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের একতা রূপ নাম করণ করেন। পরে বহু দেবতার সাধনা ও প্রকৃতি বা শক্তি সাধন করেন। ৪৩।৪৪

सुद्राणां मृत्तिकातुल्यं साधनं कृतवान् प्रभुः।
जटाधारी प्रसङ्गश्च तोतापुरी समागमः।॥ ४५
इसलामादि धर्म्म सिद्धि भैरव्या सहितस्तथा।
अजगाम पितुर्गेहे भैरव्याश्च पलायनं॥ ४६
ततोषित्वा कियत् कालं कामारपुकुरात् पुनः।
आगतस्तत् प्रिय स्थाने दक्षिणेश्वर धामनि॥ ४७
एवमन्तर लीलेयं श्रीरामकृष्ण योगिनः।
यस्यां वै श्रूयमानायां रामकृष्णे रतिर्भवेत्॥ ४८

২য়ঃ অঃ

His realisation of oneness between earth and coins ; the story about Jatadhari ; the appearance of Totapuri at Dakshineswar ; his practice as an Islam ; his visit to Kamarpukur with Bhairabi ; Bhairabi's escape ; his return to Dakshineswar ; Here ends the Middle Part.

40 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ--

তৎপরে ঠাকুর মৃত্তিকাতুল্য মুদ্রাসাধন সম্পন্ন করেন। জটাধারী সাধুর প্রসঙ্গ তোতাপুরী সন্ন্যাসীর আগমন। ৪৫

ইস্‌লামাদি যাবনিক ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের পর পুনরায় ভৈরবীদেবীর সহিত কামারপুকুরে গমন। এবং ঐস্থান হইতেই ভৈরবীদেবীর পলায়ন। ৪৬

কিছুকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক কামারপুকুর হইতে পুনরায় তাঁহার অতি প্রিয় দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ৪৭

এইরূপভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যলীলা হইয়াছিল। যে লীলা শ্রবণ করিলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবে রতি জন্মে। ৪৮

अन्तलीला प्रारम्भे च नानाजनसमागमः।
तत्र तस्य पार्षदानां नामान्यत्र प्रगीयते ॥ ४९

निजधामागतैर्येर्हि लीलात्र प्रकटीकृता।
नरेन्द्रनाथ राखाल योगीन्द्रनाथ तारक ॥ ५०

गङ्गाधर बाबुराम गिरीशचन्द्र सारदाः।
बलरामोपेन्द्रनाथौ शशिभूषण भूपती ॥ ५१

काली लाटुहरिनाथ शरच्चन्द्र निरञ्जनाः।
नामका रामकृष्णस्य सिद्धभक्ता भवन्त्यमी ॥ ५२

३यः अः

In the beginning of the Last Part, many people gathered around him. Of them, the names of his followers worth mention are as follow: Narendra Nath Rakhal, Jogindra Nath, Taraka, Gangadhara, Baburam, Girishchandra, Sarada, Balaram, Upendra Nath, Sashibhushan, Bhupati, Kali, Latu, Harinath, Saratchandra, Niranjan. These are the constantly attached followers of Sri Ramakrishna. 49 to 52

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবানের শেষ লীলার প্রথমে বহু বক্তির সমাগম হয়। তন্মধ্যে যেসকল ভক্ত তাঁহার নিজ ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিত্য লীলা প্রচারার্থে আসিয়াছেন তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নাম বলা হইতেছে। যথা নরেন্দ্রনাথ রাখালরাজ, যোগীন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, গিরিশচন্দ্র, সারদা, বলরাম, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপতি, কালী লাটু হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জন এই সকল ভক্তই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধ ভক্ত। ৪৯।৫০।৫১।৫২

एतद्रूपाःसन्तिचान्ये तदा शत सहस्रशः।<br>
अद्य रसातले मर्त्ये स्वर्गे च दृश्यते स्फुटं ॥ ५३

अनन्त भक्त प्रवरा विद्यन्ते च जले स्थले।<br>
एवन्तद् भक्तवर्गाणामन्येषां विदुषामपि ॥ ५४

मेलनं बहुधाह्यासीत् श्रीरामकृष्ण योगिना।<br>
तन्नामान्यत्र संक्षेपात् कथ्यते कौतुकात् किल ॥ ५५

श्रीतर्करत्न वेदान्तवागीश पद्मलोचन।<br>
महर्षि देवेन्द्रनाथ गौरी पण्डित संज्ञकाः ॥ ५६

২য়ঃ অ:

Such devotees are seen in the heaven, the earth and the lower regions even to-day. Beside these, there are also innumerable devotees in land and water. They meet Sri Ramakrisha in various ways. To cite a few examples, we may mention Sri Padma Lochan Tarkaratna Vedantabagish, Maharshi Devendra Nath Pandit Gouri. 53 to 56

বঙ্গানুবাদঃ—

আজ পর্য্যন্ত এইরূপ অসংখ্য ভক্ত স্বর্গে ও মর্ত্তে ও পাতালে প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্য হয়। ৫৩

এবং ইহা ছাড়াও জলে স্থলে অনন্ত ভক্ত আছে। এইরূপভাবে ভগবানের অনন্ত ভক্তবর্গ এবং অন্য পণ্ডিতবর্গেরও ভগবানের সহিত বহু প্রকারে মিলন হয় কৌতুহলবশতঃ এইস্থলে তাঁহাদের নামও বলিতেছি। তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি। ৫৪।৫৫।৫৬

विद्यासागर विजयकृष्ण गोस्वामि पण्डितौ।
केशवचन्द्र सेनश्च ब्राह्मधर्म्म प्रचारकः॥ ५७
श्रीरामकृष्णदेवेन चैषामासीत् समागमः।
येन ते पण्डिताः सर्व्वे ह्यस्य दर्शनमात्रतः॥ ५८
जीवनं सफलं ज्ञात्वा कृतकृत्याः किलाभवन्।
ततः श्रीसारदादेवी गङ्गास्नानाय तस्य च॥ ५९
दर्शनार्थं गता मध्ये पथि सङ्गविवर्ज्जिता।
दस्युहस्ताद्विमुक्ता सा दक्षिणेश्वर सङ्गता॥ ६०

Vidyasagar, Vijoykrishna Goswami, Keshab Chandra Sen, the preacher of Bramha religion. Such great scholars became blessed even at the very sight of

Sri Ramakrishna. Then while proceeding on her journey with a view to taking a bath in the holy Ganga and also paying a visit to her husband, without any companion she fell into the hands of robbers but she reached Dakshineswar without any harm. 57 to 60

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র সেন। ৫৭

এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন হয়। এবং তাহার জন্য সেইসকল পণ্ডিতগণ ঠাকুরের দর্শনমাত্রে নিজনিজ জীবনকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫৮

তৎপর শ্রীমতী সারদাদেবী গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের দর্শন জন্য কামারপুকুর হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সঙ্গশূন্য হইয়া দস্যু হস্তে পতিতা হন তৎপরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। ৫৯।৬০

मथुरेण भगवत स्तीर्थयात्रा समागमः।
तीर्थं प्रत्यागतश्चासौ स्वकान्तां सारदां तदा ॥ ६१
स्वरूप ज्ञानदानेन कृतार्थामकरोच्च तां।
रामेश्वरस्य निर्याणं तत्पुत्रः पूजकोऽभवत् ॥ ६२
केशवचन्द्र सेनस्य ठाकुरेण समागमः।
विजयकृष्ण गोस्वामी यदनुग्रहतः प्रभुः ॥ ६३
ब्राह्मधर्म्मं परित्यज्य कृष्णसेवां चकार ह।
स्वमातुर्मरणं प्रेतकृत्यं सर्व्वमकारयत् ॥ ६४

Then Thakur's pilgrimage to various holy places with Mathur; On his return, revelation of his real self

২য়ঃ অঃ

to Sarada ; after the death of Rameswar appointment of son as the priest; Keshab Chandra Sen's visit to Thakur ; by grace of Thakur, conversion of Vijoy Krishna Goswami from Bramha religion and his initiation to the holy services of Lord Krishna ; after the death of Chandra Devi, performance of her last rites by Thakur's nephew. 61 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরের সহিত ঠাকুর তীর্থ যাত্রা করেন এবং তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী সারদাদেবীকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি কি তাহা জানাইয়াছেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামলাল ভবতারিণীর পূজক হন। ৬১।৬২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হন। এবং প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা ভগবান কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তৎপরে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হইলে ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করাইয়াছিলেন। ৬৩।৬৪

তত্র কোলাহলো নানা নানাজনসমাগমাত্।
শিষ্যাহ্বানং নির্ব্বানঞ্চ নরেন্দ্রস্য কৃতার্থতা ॥ ৬৫

ঠাকুরস্যান্তলীলেবং বর্ণিতাস্তজ্জনৈঃ পুরা।
নিবেশিতা মহাভাগা স্তদ্ ভক্তাঃচন্তমর্হথ ॥ ৬৬

এবন্তদ্গ্রন্থ সম্পূর্ণং কৃতবান্ গ্রন্থকৃত্ স্বয়ং।
যুগাবতার চরিতং যদুক্তং পদ্মযোনিনা। ৬৭

তদেবোক্তং ময়াপ্যত্র নৈমিষে সবিধে চ বঃ।
তমেব পুরুষং ধ্যেয়ং কলৌ নিত্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৮

২য়ঃ স্ব:

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তির সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর শিষ্যবর্গকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিজধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসবল মহাভাগ্যবান মহাত্মাজন আমায় ক্ষমা করিবেন। ৬৫।৬৬

গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ডে রাজর্ষি ভগীরথকে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা যাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাদের নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

श्रीरामकृष्णदेवं हि भगवन्तं जनार्द्दनं।
ऐश्वर्य्य माधुर्य्य रसाधाररूपं सनातनम्॥ ६९
कामिनीकाञ्चनत्यागाद्वर्णोत्तम समुद्भवात्।
षाड्गुण्य परिपूर्णाञ्च भजेत्तं मधुसूदनम्॥ ৭০

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजन वार्त्तारूपो लीला-विलासाख्यस्तृतीयोऽङ्कः। ३

३यः अः

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

অতএব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ ও ষাড়্গুণ্য পরিপূর্ণ হেতু ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের আধার সনাতন জনার্দ্দন মধুসূদন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই কলিযুগে ভজনীয়। ৬৯।৭০

ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবার্ত্তা রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पिनः
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः।
तदीय पादाम्बुज धूलिधूसरं
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १
व्योमग्रहाधिक द्विषट्शत वङ्गाब्द माधवे।
पित्रासहागमं स्तस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २
तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम।
दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य तं ॥ ३
पुनः पुनः पादधूलिं पानिभ्यां प्रतिगृह्य सः।
स्वमस्तके सुविन्यस्य धन्योऽहमिति चोक्तवान् ॥ ४

I look forward to that day when I shall be blessed with the dust of the feet of those great men who treasure the uttering of Sri Ramkrishna in their heart. Once early in the month of Vaisakh in the Bengali

year 1290. I had been to Dakshineswar with my father. As soon as my father met Sri Ramakrishna, he fell at his feet, took the dust of his feet on his head and felt blessed. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতই যাঁহাদিগের কথা জনগণের দুঃখ মোচন কারী যেসকল মহারাজগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধূসর বর্ণে রঞ্জিত হইবে। ১

বঙ্গীয় সন ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি পিতৃদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির মন্দিরে যাইয়াছিলাম। ২

সেই স্থানে আমার পিতৃদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দুইটি হস্তে ঠাকুরের পদধূলি পুনঃপুনর্ব্বার নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩।৪

ततस्तयोः पूर्व्ववृत्त संवादानन्तरं पिता ।
पुनर्भगवतस्तस्य पादधूलिं प्रगृह्य सः ॥ ५
मम मूर्द्ध्नि ददौ भक्त्या वसुवर्षं वयःक्रमे ।
पानिभ्यामपि तत्पादौ विधृत्य जगतो पतेः ॥ ६
तत्र स्वमस्तकं न्यस्तं पुण्यपुञ्ज वलेन हि ।
तदा न चालनेशक्त स्तत् पादपद्ममस्पृभिः ॥ ७
ततः स्वहस्तं मम मूर्द्ध्नि दत्वा
प्रोवाच यत्तन्न मया विवोद्धुं ।
शक्यं मुहूर्त्तं गत चेतनं हि
कृपाकणा तेन विसर्जिता मे ॥ ८

৪র্থঃ অঃ

After they had exchanged greetings and talked on matters relating to friends and relatives, my father bent my head down to his feet. By virtue of merits acquired in my previous births, I had been fortunate enough to have the feet of Sri Ramkrishna placed on my head. He blessed me with his hand on my head. I was then a boy of eight years and so I could not understand what he said, nor could wash his feet with my tears. I remember to have lost my sense for a while. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ ঃ

ঠাকুর এবং পিতা উভয়ের পূর্ব্ব কথা অর্থাৎ কে কেমন আছে ইত্যাদি সাংসারিক বৃত্তান্ত আলোচনার পর আমার পিতা আমার মস্তকেও ঠাকুরের পদধূলি দিয়া ভগবানের পাদযুগলের মধ্যে আমার মস্তকও নত করাইয়াছিলেন। তখন আমার বয়স ৮ বৎসর আমিও পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জবশতঃ দুইটি হস্তে ঠাকুরের দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম কিন্তু তখন আমি বালক বশতঃ তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রু বিধৌত করিতে পারি নাই। ৫।৬।৭

তৎপরে ঠাকুর আমার মস্তকে করপদ্ম দিয়া কি বলিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে আমাকে কৃপা করিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। এবং অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম।

तया ज्ञातं मया किन्तु ह्यस्याशीर्व्वाद शक्तितः।
पण्डितोऽहं भविष्यामि दीर्घायुश्च न संशयः॥ ৯
समाप्नोति वयोवर्ष गतः प्रायोऽधुना मम।
पण्डितैराहृतत्वाच्च प्रत्यक्षाशीः प्रदर्शिता॥ १०
ततः प्रसादीय सुमिष्ट मिष्ट द्रव्याणि पित्रे मम देवदेवः।
दत्वा महाहर्षयुतो महात्मा विसर्जयामास सुदुःखचित्तः॥১১

४र्थः अः

ततः पिता तत्र सरिद्वरायां घट्टे समानीय हि तत् प्रदत्तं ।
भोज्यं मयासार्द्ध महीपवित्रं संभोजयामास जलञ्च गाङ्गं ॥ १२

Afterwards I understood that he had blessed me to the ef fect that I should be a scholar and live a long life. Now at this age of eighty seven years, admired as I am by many a great scholar, I feel to-day the infallible effect of his blessing. He gave us sweets and felt sorry that we could not stay longer that day. We then, went to the river and shared the sweets and quenched our thirst with the holy water of the Ganga. 9 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে বুঝিলাম ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমি দীর্ঘায়ুঃ ও পণ্ডিত হইব। অতএব উপস্থিত আমার বয়স প্রায় ৮৭ সপ্তাশীতি ইহা দীর্ঘায়ুর পূর্ণ লক্ষণ এবং পণ্ডিতবর্গ আমাকে শ্রদ্ধা করেন ইহাও পণ্ডিতের লক্ষণ অতএব ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৯।১০

তৎপরে ঠাকুর প্রসাদীয় মিষ্টান্ন আমার পিতাকে আনন্দের সহিত দিলেন কিন্তু পিতা সেদিন সেখানে না থাকায় দুঃখের সহিত আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ১১

তৎপরে পিতা গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমার সহিত ঠাকুরের প্রদত্ত মিষ্টদ্রব্য ভোজন ও গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন। ১২

ततस्तस्या रासमणेर्मन्दिराद्वहिरागतः ।
बाल्यचापलतस्त्वाहं पितरं स्पृष्टवांस्तदा ॥ १३
ननामदण्डवद्भक्त्या भवान् यं मन्दिरान्तरे ।
कोऽयं जनः पितृव्यः किं भवतः कथ्यतां मम ॥ १४

४र्थः अः

श्रुत्वैव सुतं भो पुत्र सर्व्वेषां नः पिताह्ययं ।
यथाकाशस्थितश्चन्द्रः सर्व्वेषां मातुलो भवेत् ॥ १५
तथा श्रीरामकृष्णोऽयं भगवान् जगतः पिता ।
वैकुण्ठादवतीर्णोऽत्र जनमङ्गल हेतवे ॥ १६

On coming out of the temple premises. "Who is he whom you so honoured in the temple? Is he your father or so?" At this my father replied, "Dear son, he is father to all, just as the moon is everybody's uncle. He is God Himself descended from heaven to the earth for the good of humanity, and is known as Sri Ramakrishna." 13 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে রাণী রাসমণির মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া সেই সময় আমি বাল্য চপলতা বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ১৩

আপনি মন্দির মধ্যে যাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ইনি কি আপনার পিতা জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত ইঁহাদের মধ্যে কে তাহা আমাকে বলুন। ১৪

আমার এই কথা শুনিবামাত্র পিতা বলিলেন ওহে ছেলে ইনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতা যেমন আকাশে চন্দ্রদেব উদিত হইলে তিনি সকলেরই মাতুল হন। অর্থাৎ পিতা পুত্র নাতি যে কেহ থাকে সকলেই চাঁদা মামা বলে। সেইরূপ জগতের মঙ্গলের জন্য জগৎ পিতা স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজ ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে এইস্থানে অর্থাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৫।১৬

यस्य देवं न पश्येत्तु यश्चदेवो न पश्यति ।
निन्दित स्त्रिषु लोकेषु स्वात्मान्येन विगर्हयेत् ॥ १७

४र्थः अः

एवं ग्रेशवतस्तस्य भगवद्भाव चिन्तनात् ।
नान्य देवे दृढ़ा भक्तिर्भवेन्मेऽत्र कदाचन ॥ १८
सचल प्राण संयुक्त दिव्यमूर्त्तेः समीक्षणात् ।
परन्तु स्वापकाले मां प्रायशो निजमूर्त्ति धृक् ॥ १९
पुरुषः सुसमायातः सहास्यमवदच्च सः ।
कुशलं तव भो पुत्र गमिष्यामि यथागतम् ॥ २०

Those who do not see Sri Ramkrishna and who are not seen by him live a miserable life. From that time onwards to this ripe old age no other gods save Sri Ramkrishna can command my devotion so profoundly. From time to time in my sleep, I often would see him standing before me and saying, "Dear son, I think all is well with you. I now go off to the place from where I had come." Yet I thought that it was a dream and might be an effect of constant thinking. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করেন এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও যাঁহাকে না দেখেন সেই সকল লোক ত্রিলোকে নিন্দিত অর্থাৎ তাহাদের দেহ মৃতদেহসদৃশ। ১৭

এইরূপভাবে বাল্যকাল হতে আজ পর্য্যন্ত সেই জীবন্ত ভগবদ্বিগ্রহ চিন্তা করিয়া অন্য কোন দেবতাতেই তাদৃশ ভক্তি কখনও হয় না এবং সেই বাল্যকাল হতে অদ্যাবধি আমার নিদ্রিতা অবস্থায় প্রায়ই ঠাকুর সেই মূর্ত্তিতে আসিয়া সহাস্য বদনে বলেন ওহে পুত্র তুমি ভাল আছত আমি চলিলাম যেখান হতে আসিয়াছি সেইখানে এইরূপভাবে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিলেও আমি ভাবিতাম ইহা আমার মনের বিকার। ১৯।২০

४र्थः अः

पूर्व्ववन्निद्रितावस्थां गतं प्रत्यक्षतां गतः ।
एवं बहु तिथि वर्षं गते देवोऽवदश्च मां ॥ २१
मल्लीलां विलिख त्वं भो देवभाषायुतां सुधीः ।
त्वामहं संवदिष्यामि माभैषीः पण्डितो भवान् ॥ २२
तदादेशमिमं प्राप्य समायं परमोद्यमः ।
धन्योऽहमिति मत्वा तच्चरितं रचितं मया ॥ २३
अतोऽत्र यः प्रमादो मे त्रुटि र्वा या भविष्यति ।
ते क्षन्तव्ये महाभागैस्तद्भक्तैः करुणापरैः ॥ २४

When I was about fifty years old, one night he appeared before me and said, "Oh scholar, write a book on my life in Sanskrit. I shall guide you. Don't fear. You are a scholar." It is at his behest that I have lunched upon this venture. I consider myself to have been blessed by him and accordingly I have ventured to compose this book. Hence I hope to be excused for any omission or commision by his most kind-hearted and benevolent devotees.

21 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

যখন আমার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ তখন একদিন শেষরাত্রে আমার চতুষ্পাঠীতে একা নিদ্রিত অবস্থায় পূর্ব্বের মত আসিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলেন তুমি আমার লীলা দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় লিখ। তুমি পণ্ডিত অতএব ভয় পাইবার কারণ কিছুমাত্র নাই। যদি বল আমি আপনার লীলা জানি নাই তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার লীলা জানাইয়া দিব। ২১।২২

ঠাকুরের এইরূপ আদেশ পাইয়া আমার উত্তম সাহস হইয়াছে যাহার ফলে আমি আমাকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহার লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ২৩

৪র্থঃ অঃ

অতএব আমার এই লেখার মধ্যে বহুপ্রকার ভুলভ্রান্তিগুলি ঠাকুরের দয়াশীল ভক্তবর্গ মহারাজগণ ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৪

अधुना ग्रन्थरूपस्य रूपस्य परमात्मनः।
तत् पादमस्तुभिः सिक्त्वा धन्योऽस्मि तत् कृपाप्तितः॥ २५
प्राक प्रत्यक्षीकृतं यद्धि भगवत् पादपङ्कजं।
तच्चिन्तया यातु कालं वासनेयं सदा मम॥ २६
इति श्रीग्रन्थकर्त्तुर्भगवद्दर्शनपरिचय रूपा चतुर्थ वल्ली॥ ४

I wash his feet with tears of gratitude as I have been blessed by his grace and see him enshrined in my book. I long for the day when I shall breathe my last meditating on those feet which I had seen in my childhood. 25 to 26

Here ends the Fourth chapter describing the writer's personal experience and meeting with Sri Ramakrishna.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি গ্রন্থরূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইতেছি। ২৫

পূর্বে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় যে পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই পাদপদ্ম দুটি আমার জীবনান্ত কালের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হই ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ২৬

এইটি লেখকের ভগবানের দর্শনের পরিচয়। চতুর্থ বল্লী।

अथ स्वगण निर्देशरूपा पञ्चमावल्ली॥ ५

त्रेतायुगे दाशरथिः श्रीरामोभगवान् स्वयं।
वैकुण्ठं सम्परित्यज्यायोध्यायां मुक्तिधामनि॥ १

১ম: অ:

আবিরাসীদ্বধায়ৈব রাক্ষসানাং দুরাত্মনাং।
সদ্ধর্ম্মসংরক্ষণায় প্রজানাং রঞ্জনায় চ॥ ২
আবিরাসীত্ কলৌ তদ্বত্ কামারপুকুরে প্রভুঃ।
গদাধর ইতি খ্যাতো লীলার্থং রঘুনন্দনঃ॥ ৩
অতীত দ্বাপরযুগে যথা শ্রীভগবান্ স্বয়ং।
গোলোকাদাব্রজত্ কৃষ্ণঃ স্বধাম ব্রজমণ্ডলং॥ ৪

In the Treta Yuga God manifested Himself as Ramchandra, son of King Dasarath of Ayodhya to kill demons, uphold religion and make the people rich and prosperous. In the same way. God appeared as Gadadhar at Kamarpukur in this Kali Yuga to do His own will. In the Dwapar Yuga God appeared as Sri Krishna and did all he intended to do in Brajadham and Dwaraka. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং তাঁহার স্বজনগণের পরিচয় বলা হইতেছে।

সনাতন ধর্মসংরক্ষণ ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দদান এবং দুষ্ট রাক্ষসকুল নির্মুল করিবার জন্য ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক মর্ত্যলোকে মুক্তিক্ষেত্রে অযোধ্যাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই কলিযুগে লীলার জন্য কামারপুকুরে গদাধর নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৷২৷৩

তৎপরে দ্বাপরযুগে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যধাম গোলক হইতে ব্রজমণ্ডলে। ৪

১ম: অ:

पित्रादिस्वगणैर्युक्तः सच्चिदानन्द विग्रहः ।
या या लीलास्वकारासौ व्रजे मधुपुरे तथा ॥ ५
द्वारकायां विशेषेण महिषीवृन्द संवृतः ।
वङ्गदेशान्तरेचात्र कामारपुकुरे प्रभुः ॥ ६
कलिकाता नगर्य्याञ्च तथा श्री दक्षिण स्वरे ।
आदि मध्यान्त्र लीलास्वतद्रूपा. कृतवान् स्वय ॥ ७
भगवान रामकृष्णस्तु पूर्व्वैः परिकरैः सह ।
क्षुदिरामः पिताचास्य वसुदेवोऽस्य देवकी ॥ ८

In the same way God appeared as Sri Ramkrishna at Kamarpukur in Bengal and performed his activities in three stages, early, middle and late, in the city of Calcutta and at Dakshineswar. Here again he was accompanied with his previous associates. Basudev who was father of Krishna in the Dwapar Yuga appeared as Khudiram, so also Devaki as Chandra Devi.

বঙ্গানুবাদঃ—

পিত্রাদি নিজ পরিজনের সহিত আবির্ভূত হইয়া বৃন্দাবনে মথুরায় ও বহুতর পত্নী সমবেত দ্বারকাধামে লীলা করিয়াছিলেন। এই ঘোর কলিযুগে ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে কামারপুকুরে সেই রাম এবং কৃষ্ণ একতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বেকার স্বজনবৃন্দের সহিত গদাধর বা রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া কামার পুকুরে আদ্যলীলা, কলিকাতায় মধ্যলীলা এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে শেষ লীলা করিয়াছেন। ৫।৬।৭

५मः अ:

चन्द्रादेव्यस्य जननी ज्येष्ठ भ्राता महाबलः ।
श्रीरामकुमारस्त्वात्र बलभद्रो न संशयः ॥ ৫
रामेश्वरो महादेवः श्रीगोपिश्वर संज्ञकः ।
व्रजे नित्या स्थितिर्यस्य कृष्णलीलेक्षणाय च ॥ १०
कात्यायनी महामाया श्रीकृष्ण भगिनी च या ।
श्रीमत्तः जानकी देवी श्रीमती या च राधिका ॥ ११
त एव सारदादेवी लीलासम्पूर्त्तिकारिणी ।
यशोदा भैरवीदेवी वात्सल्याधाररूपिणी ॥ १२

Balavadra as Ramkumar, Sri Gopeswara as Rameswara, Katyayani, sister of Sri Krishna, as Janaki Devi, Radhika as Sarada Devi, Jasoda as Bhairabi.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বসুদেবই গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম। এবং মাতা চন্দ্রাদেবীই বসুদেব পত্নী দেবকী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীরামকুমার পণ্ডিতই মহাবল বলভদ্র বা বলরাম। ইহা নিঃসন্দেহ। ৮।৯

ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরেই ভগবান গোপেশ্বর মহাদেব যিনি কৃষ্ণলীলা দর্শনার্থে নিত্য ব্রজধামে বাস করেন॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী যোগমায়াই ঠাকুরের ভগিনী কাত্যায়নী। জনকনন্দিনী সীতা ও বৃষভানুনন্দিনী রাধা এই দুইটি শক্তির একাধারে প্রকাশ লীলাসম্পূর্ত্তি-কারিণী সাক্ষাৎ গদাধর কান্তা মহাভাব স্বরূপিণী ভগবতী শ্রীমতী সারদাদেবী এবং বাৎসল্যভাবের আধার স্থানীয়া ভৈরবী দেবীই যশোদা। ১১।১২

भगिनी रामकृष्णस्य साक्षात् श्रीः सर्व्वमङ्गला ।
जटाधारी रामलालाविग्रहस्य सुसिद्धिदः ॥ १३

৭মঃ অঃ

শ্রীরামচন্দ্রমন্ত্রন্তুযস্মাজ্জগ্রাহ মে প্রভুঃ।
ব্রহ্মর্ষিঃ শ্রীবশিষ্ঠস্তু তোতাপুরীতি নামকঃ॥ ১৪
শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য গুরুর্যোঽদ্বৈত সাধকঃ।
হৃদয়ো হলধারী চ মুখ্যভাবেন সঙ্গতৌ॥ ১৫
শ্রীদামঃ শ্রীলক্ষ্মণশ্চ মিলিতৌ তৎসহায়কৌ।
যথা শ্রীরামলীলায়াং সাগরং শত যোজনম্॥ ১৬

Lakshmi as Sarbamangala, sister of Sri Ramkrishna Sage Agasta as Jatadhari, Vashistha as Totapuri. Sri Dama and Sri Lakshmana as Hridaya and Haladhari respectively. 13 to 16

## বঙ্গানুবাদ ঃ

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা দেবীই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মীস্বরূপা। রামলালা বিগ্রহ সেবী জটাধারী সাধুই অগস্ত্য মুনি। যিনি ঠাকুরকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সিদ্ধিদান করান। ১৩

তোতাপুরী সন্ন্যাসীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। যিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবর অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনার গুরু। ১৪

হৃদয় এবং হলধারী ঠাকুরের বিলাস মূর্ত্তি বিশেষ অর্থাৎ শ্রীদাম ও রামানুজ লক্ষ্মণ ছিলেন। ইঁহারাই প্রধান লীলা সহচর। ১৫

যেরূপ রামলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষাও শক্তিশালী কপিকুলচূড়ামণি মহাবীর রামদাস হনুমান শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক রামকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বপ্রধান সহচর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম মূর্ত্তি বিশেষ দয়ানিধি শ্রীনরেন্দ্রনাথ সমুদ্রের পর পারে গমন পূর্বক জড়বাদী শ্বেতাঙ্গদিগকে ঠাকুরের কথামৃতে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব দান করিয়াছিলেন বা শ্বেতাঙ্গসকল যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। ১৬।১৭।১৮।১৯

लङ्घयित्वा राम कार्य्यमकरोत् स महाकपिः ।
महावीरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिधृक् ॥ १७
तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८
गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकथामृतं ।
ददौ तज्जड़वादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १९
स्वयंरूपेनावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।
अभवद्धर्म्मरक्षार्थं जीवानां भुक्ति हेतवे ॥ २०
कलौ पीतावतारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।
यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वगण निर्द्देशरूपा पञ्चमा-वल्ली ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

৪র্থঃ অ:

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হইয়া কলিহত জীবসকলের সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও মুক্তিদানের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ৩০

যাঁহার নাম লইবামাত্র মুক্তি হয় ইহা বেদ পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মত বা সর্বোত্তম সাধন বলিয়া মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন। ২১

ইহাই শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বগণ নির্দ্দেশরূপ পঞ্চমবল্লী সমাপ্ত হইল।৫॥

ग्रन्थारम्भे श्रीरामकृष्ण देवस्य प्रणामादिना मङ्गलाचरणरूपा
षष्ठ वल्ली। ६

प्रणम्य श्रीरामकृष्णदेवं वाचामगोचरं।
बुद्धेर्मान्द्यान्मया भक्त्या स च वाग्‌विषयी कृतः ॥ १

विगत बहुसमाग्रे वीरसिंहो यशस्वान्
अजनपुर निवासी वेणीराजसिंहः।
अकृत परम भक्त्या यस्य मूर्त्तेः प्रतिष्ठां
निखिल जनशरण्यो रामकृष्णः स जीयात्। २

श्रीरामकृष्णदेवस्य माहात्म्यमधुनापि च।
दृश्यते महदाश्चर्य्यं तत्रस्थैर्बहुभिर्जनैः॥ ३
आकाशचार वेलायां श्रीमन्दिर विलङ्घने।
प्राणात्ययः पतङ्गानां भवेदेव न संशयः॥ ४

I bow down to Sri Ramakrishna. It is due to my folly that I try to catch Him in the net of letters even though no words can reach Him Some.

eight hundred years ago. Birsinha, King of Bishnupur, founded the stony image of Sri Sri Ramakrishna. Occasionally the glory of His divine presence is felt even now by the people of the locality. Any bird that attempts to fly over the the temple falls down and dies. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর গ্রন্থারম্ভের প্রারম্ভে ষষ্ঠবল্লীতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম ও কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। বাক্যাতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম পূর্বক আমার অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ আমি তাঁহাকে বাক্যের বিষয়ীভূত করিতেছি। ১

প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া প্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর নামক রাজধানী নিবাসী যশোবন্ত পরম বৈষ্ণবরাজকুলচূড়ামণি বীরসিংহ নামক বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের একটি শিলাময়ী জীবন্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সমগ্র জনগণের মঙ্গলদাতা শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেব জয়যুক্ত হউন। ৩

এই রামকৃষ্ণ বিগ্রহের মহিমা অতীব আশ্চর্য্য। অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের বহুব্যক্তি প্রায় দর্শন করেন। পক্ষিগণের আকাশ পথে গমন সময়ে মন্দিরের চূড়া বা চক্র লঙ্ঘিত হইলে তৎক্ষাৎ মন্দিরের সম্মুখে পতিত হইয়া মৃত্যু হয় যদি সেই সময় পূজারী ব্রাহ্মণ দেখিয়া পক্ষীর মুখে চরণামৃত দেন তবে তৎক্ষণাৎ সেই পক্ষী জীবিত হইয়া উড়িয়া যায়। ২।৪

চরণামৃত সংস্পর্শাজ্জীবনং প্রাপ্নুবন্তি তে।
করাঙ্গুলিস্পর্শচিহ্নং ভোগান্নে দৃশ্যতে স্ফুটং॥ ৫

६ष्ठः अ:

अतस्त्रिकालसत्यत्वात्त्रिसत्यमभिधीयते ।
रमन्ते योगिनोयत्र निर्व्विकल्प समाधिना ॥ ६
सोऽयं श्रीरामकृष्णस्तु विग्रहान्तर धारकः ।
नराकृति परब्रह्मस्वरूपो नात्र संशयः ॥ ७
या लीलाश्चरितास्तेनाप्यचिन्त्यानन्तशक्तिकाः ।
अतः श्रीरामकृष्णोऽयं पूर्ण श्रीभगवान् स्वयं ॥ ८

But if the holy water of Sri Ramakrishna is sprinkled on its body, it comes back to life. Again on the rice offered to the God, marks of fingers are distinctly seen. God Ramakrishna manifested Himself in human form at Kamarpukur. So our Sri Rama krishna is undoubtedly God's own Self. 5 to 8

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং বিগ্রহের অন্নভোগদান সময়ে অন্নের উপরিভাগে পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায়। ৫

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ত্রৈকালিক সত্তা বশতঃ ইঁহার নাম ত্রিসত্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে। যে রামকৃষ্ণে যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন। ৬

এবং ঠাকুর যে সকল লীলা করিয়াছেন সেই সকল অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তির প্রকাশক বশতঃ এইঠাকুর রামকৃষ্ণদেবই পূর্ণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান॥ ৮

शिवब्रह्मादयो ये च तन्त्र वेद प्रवर्त्तकाः ।
श्रीरामकृष्ण माहात्म्य वर्णने तेऽपि न क्षमाः ॥ ९

६ष्ठः अः

तत् कृपालेश प्रासर्थं तदादेशाद्विलिख्यते ।
तद्भक्तैः श्रीमहाभागैः चन्तव्य स्खलन मम ॥ १०

नाहं कवियशः प्रार्थी न मे चार्थागमे स्पृहा ।
आत्म संशोधनार्थाय ममायं परमोद्यमः ॥ ११

घुणाक्षरमिवै तेन यदि कस्यापि वा भवेत् ।
स्वल्पानन्दो ममैवासौ सौभाग्योदय उत्तमः ॥ १२

Lord Shiva and Bramha who are the makers of Tantra and Vedas are not capable of describing the glory of Sri Ramakrishna, I endeavour to scribble a sketch of his life at his behest that I may be favoured with a bit of his grace. Hence I hope thai his kind-hearted devotees will graciously forgive me for my faults. I have no ambitIon for fame ora fortune, It is all for self-purification that I have laboured on this book. I shall deem it a great fortune of mine if any words of this book are found to be worth appreciation by anybody, just as one gets delighted to see the shape of a letter among the innumberable dots on a piece of wood caused by wood worm.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তন্ত্র এবং বেদশাস্ত্রের প্রকাশক যেসকল শিব ব্রহ্মাদি দেবতা আছেন তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা বর্ণনে সমর্থ হন না। ৯

षष्ठः अः

ঠাকুরের কৃপাকণা পাইবার জন্য তাঁহারই আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেছি। মহাভাগ্যবান ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ আমার ভ্রমপ্রমাদে ক্ষমা করিবেন। ১০

আমি লেখকগণের মত সুখ্যাতি প্রার্থনা করি নাই। এবং এজন্য আমার অর্থাগমেও স্পৃহা নাই। আমি আমার অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি কামনায় এই গ্রন্থ লিখিতেছি। ঘুণ নামক কীটের কাষ্ঠ দংশন বিন্দুর মধ্যে ২।১টি বর্ণবিন্যাসের মত আমারও নানাপ্রকার অসঙ্গত কথার মধ্যে যদি একটিও ভাল কথা দেখিয়া ভগবদ্ভক্ত আনন্দ লাভ করেন ইহাই আমার উত্তম সৌভাগ্য মনে করিব। ১১।১২

वाक्येषु यदि मालिन्यं वाक्यज्ञै र्दृश्यते यदि।
तन्मार्ज्जनेन मन्दोऽहमनुग्राह्योमहात्मभिः ॥ १३
जाह्नव्या विमलेतीरे ध्यानयोगाश्रिताय वै।
विश्वपावनकर्त्रे श्रीरामकृष्णाय ते नमः ॥ १४
अचलां सचलां कर्त्तुं यस्य शक्तः सुसाधनैः।
क्रीडापुत्तलिकां कालीं रामकृष्णं नमामि तं। १५
दक्षिणां कालिकां देवीं दक्षिणेश्वर पत्तने।
चकार जाग्रतीं यो हि रामकृष्णं नमामि तं ॥ १६

I bow down to Sri Ramakrishna who seated himself on the bank of the holy Ganga with his spiritual self poised on profound meditation and thought. I prostrate myself with great reverence to Sri Ramakrishna who made the stony image move with life and

played with the Goddess Kali like boy with a doll. I bend my head down to the feet of Sri Ramakrishna who could make the stony image of Dakshina Kali throb with life and consciousness. 13 to 16.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বাক্যজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আমার বাক্যের মধ্যে দোষদর্শন করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১৩

ভাগীরথীর বিশুদ্ধ তীরে ধ্যানযোগাবলম্বী জগৎপবিত্রকারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি,। যিনি অত্যুত্তম সাধনবলে প্রস্তরময়ী অচলা কালিকাদেবীকে সচলা ও ক্রীড়াপুত্তলিকার মত করিয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। এবং দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালিকাকে জাগ্রতা অর্থাৎ সাধারণ নারীমূর্ত্তির মত ভোজনাদি করাইয়াছিলেন আমি সেই রামকৃষ্ণ দেবকে নমস্কার করি। ১৪।১৫।১৬

स्वभक्तगण प्रत्यत्तामपिचक्रे सल्लीलया।
चिन्मयीं मातृरूपेण यो देव स्तमहं भजे॥ १७
श्रीरामकृष्णरूपी यो सच्चिदानन्द विग्रही।
तयोरैक्यमभूद्‌यत्र रामकृष्णं नमामि तं। १८
श्रीरामेण कृतः सेतुर्दुस्तरे लवनार्णवे।
रावणस्य वधार्थाय शतयोजन विस्तृते॥ १९
भवार्णवोत्तारणाययत्कथामृत सेतुना।
भवान्धकूप मग्नानां भवपारं प्रदर्शिनं॥ २०

ষষ্ঠ. অ:

I worship Sri Ramakrishna who could bring down the Divine Mother to this world of physical reality and show Her to his devotees. I pay my homage to Shri Ramakrishna who is the unified self of Sri Ramachandra and Sri Krishna. Shri Ramachandra made a bridge to cross the sea to kill Ravana, Sri Ramakrishna showed us by his divine knowledge the way to bridge over the sea of suffering and to reach the land of eternal bliss.

17 to 20

**বঙ্গানুবাদঃ—**

যে রামকৃষ্ণ নিজ ভক্তবৃন্দকে ও স্বকীয়া গর্ভধারিণীর ন্যায় চিন্ময়ী জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে ভজনা করি। ১৭

জ্ঞানানন্দস্বরূপ রাম এবং কৃষ্ণ এই দুইটি বিগ্রহ যে গদাধরে একতাপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব রূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ হইয়াছেন আমি সেই রামকৃষ্ণকে নমস্কার করি। ১৮

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শত যোজন বিস্তৃত দুরতিক্রমনীয় লবন সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ১৯

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসাররূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত জনগণের ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য যাঁহার কথারূপ অমৃতের সেতুদ্বারা আনন্দময় ভগবৎ ধাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০

भूभारहरणार्थाय वृन्दावनविहारिणा।
स्तव'ग्रस्यापिविध्वंसः कृतो भगवता स्वयं ॥ २१

६ष्ठः अः

जीवबन्ध विनाशाय श्रीरामकृष्ण देहिना।
संसारमार्गः सन्त्यक्तो जगतः शान्तिहेतवे ॥ २२

वेदे पुराणे तन्त्रे च मन्त्रे च भारते तथा।
श्रीरामकृष्ण नामैव गीतं सर्व्वत्र सर्व्वदा ॥ २३

वेदवदुत्तमा शिक्षा भवेदेव सुनिश्चिता।
यत् कथामृत शिक्षातो रामकृष्णं नतोऽस्मि तं ॥ २४

इति श्रीरामकृष्णभागवते प्रणत्यादिरूपा षष्ठवल्ली । ६

Sri Krishna annihilated his own race to relieve the earth of her miseries. Shri Ramakrishna avoided the way to family life for the peace of the world and to relieve humanity of bondage to this mortal world. The name of Sri Ramakrisha has been extolled in the Vedas, Tantra, Mantra, the Mahabharata and everywhere else. The utterings of Sri Ramakrishna are as good as the Vedas. I bow down to him. 21 to 24.

Here ends the Sixth Chapter of Sri Ramakrishna Bhagabatam expressing salutations to Him.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বৃন্দাবনবিহারী স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর দুঃখভার মুক্তির জন্য নিজ বংশ অর্থাৎ যদুবংশ ধ্বংশ করিয়াছেন তদ্রূপ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবও জগৎকে শান্তি দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সংসার পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

২১।২২

৬ষ্ঠঃ অঃ

বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র ও মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামই গীত হইয়াছে। ২৩

যে রামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে বেদতুল্য শিক্ষা হয় ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। আমি সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কোটি কোটি নমস্কার করি। ২৪

এইটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনাদি ষষ্ঠবল্লী।

# श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্ ।

## আদিলীলা

### প্রথমোঽধ্যায়

सत्यनिष्ठः सदाचारः सत्यवादी सदाशुचिः ।
जितक्रोध स्तपस्वी च धार्म्मिकः प्रियदर्शनः ॥ १
भक्तो साक्षाद्रामदासः श्रीरामचन्द्रसेवकः ।
हरिश्चन्द्रसमस्त्यागी दाने दैत्यपतिर्यथा ॥ २
बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्य आकाश ईव निर्म्मलः ।
स्वयम्भुसदृशः सृष्टौ ज्ञाने देवो महेश्वरः ॥ ३
श्रीक्षुदिरामनामैको ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणोत्तमः ।
स्वभावकुलीनश्चासौ चट्टोपाध्यायवंशजः ॥ ४

## PART—1

### Chapter—I

There was a bramhin, named Khudiram, who came of chattopadhyaya family. He ranked high among the bramhins. He possessed divine wisdom. He was as great as Lord Shiva in knowledge, and the Eternal Being in his creative ability. He was as pure as the sky, and as learned as Vrihaspati, the Instructor of the gods. He equalled the Lord of Demons in charitableness, Harishchandra in renunciation, and Hanuman,

devotee of Shri Ramchandra in his devotion. He was good-looking, pious, given to penance, self-controlled, purged of all impurity, truthful and adhering to truth and goodness. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী সত্যবাদী সর্ব্বদা পবিত্র মধুর দৃশ্য ত্যাগশীল ধাম্মিক সর্ব্বদা পবিত্র মহাবীর রামদাসসদৃশ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সেবক ত্যাগে রাজা হরিশ্চন্দ্র দানে দৈত্যপতি বলিরাজ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সৃষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মা জ্ঞানে সাক্ষাৎ শঙ্করের সদৃশ বর্ণোত্তম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূতস্বভাবকুলীন ক্ষুদিরাম নামে জগৎ পবিত্রকারী একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ॥ ১।২।৩।৪ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

चन्द्रादेवी तस्य पत्नी सारल्यप्रतिमूर्तिका ।
सहास्यवदना देवी पत्युरेकान्तवल्लभा ॥ ५
गङ्गायाः पश्चिमे भागे हुगलीप्रदेशसंज्ञके ।
तस्य प्रान्ते देरेग्रामे पितृपैतामहो महान् ॥६
वसतिःक्षुदिरामस्य सम्पत्तिश्चापि विस्तरा ।
आसीद्विद्यालयस्तत्र तथा देवालयो महान् ॥७
तत्रत्यभूपतिर्योऽसौ पापिष्ठो दस्युवृत्तिकः ।
राजद्वाराभियुक्तः स क्षुदिरामं ससम्भ्रमम् ॥ ८
मिथ्यासाक्ष्यप्रदानार्थं प्रार्थयामास तं स्वयम् ।
प्रत्याख्यातस्तु विप्रेण सत्यनिष्ठाच्युतेर्भयात् ॥ ९

Chandra Devi was his wife. She was the very embodiment of simplicity with her face always smiling. Her unflincting devotion to her husband

was remarkable. In the district of Hooghly which is situated on the western side of the Ganga, there is a village named Derreh where lived the ancestors of Khudiram. They had there considerable property including a schcol and a temple. The Land-holder of the Place was notorious for his crimes and deeds of robbery. On being charged of misdeeds in the court of the king, he tried to persuade Khudiram to bear false witness in his favour. Khudiram, however, refused to do so lest he would lose his truthfulness.

॥ 5 to 9 ॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুদিরামের সরলতার প্রতিমূর্ত্তি হাস্যমুখী দেবপত্নীতুল্যা চন্দ্রাদেবী নামে একটি অতিপ্রিয়া পত্নী ছিলেন। ॥ ৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম দিকে হুগলী জেলার শেষভাগে দেরে গ্রামে পুরুষানুক্রমে বৃহৎ বসতবাটী সুবৃহৎ শিবালয় অত্যুচ্চ বিদ্যালয় ও বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। ৬।৭ সেই দেরে গ্রামের মহাপাপী দস্যুবৃত্তি জমিদার ক্ষুদিরামকে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য স্বয়ং অনুরোধ করিলে ক্ষুদিরাম সত্যভ্রষ্টভয়ে জমিদারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥ ৬।৭ ॥

সর্ব্বস্বান্তঃ কৃতস্তেন ক্রোধাগ্নিদীপিতেন সঃ।
পত্নীপুত্রযুতস্তস্মাদ্ গৃহাদপি বহিষ্কৃতঃ॥ ১০
কেবলং সম্বলং তেষাং বস্ত্রং পরিহিতঞ্চ যত্।
দিগ্‌ভ্রান্তোভগ্নহৃদয়ঃ সর্ব্বস্বান্তো দ্বিজোত্তমঃ॥ ১১

किञ्चिद्दूरं गतस्यासौ मेने शून्यमिदं जगत् !
दुःखाश्रुधारयाप्यार्द्रीकृतहृद्वसनो द्विजः ॥ १२
हा राम कुत्र यास्यामि स्थास्यामि कुत्र वा वद ।
कुत्र चान्नं गृहं कुत्र प्राप्स्यामि तद् वद प्रभो ॥ १३
एवं संक्रन्दतस्तस्य दिव्यज्ञानमभूत्तदा ।
उन्नाम्नात्र हि कस्यापि दोषो नास्ति कथञ्चन ॥ १४

At this, the land-lord flew into a rage and drove Khudiram with his son and wife out of their hearth and home after robbing them of their all. Deprived of all but the cloth in which they were clad, Khudiram went away from the village with a very sorrowful heart. The world appeared to him to be like an empty dream. His trears wetted the cloth which covered his breast. He cried, "Ha Rama ! where am I going ? Where shall I stay ? Oh tell me where I shall find a home and food." As he was crying so, divine wisdom dawned upon him ; and he said that none was to blame for this mishap. ॥ 10 to 14 ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এজন্য জমিদার অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত ক্ষুদিরামকে সর্ব্বস্বান্ত করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়াছিল। ॥ ১০ ॥

পরিধানে বস্ত্র মাত্র সম্বল ভগ্নহৃদয় দিগ্‌ভ্রান্ত সর্ব্বস্বান্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু দূরে যাইয়া পৃথিবীশূন্য মনে করিয়াছিলেন। এবং চক্ষের জলে বক্ষঃ ও বস্ত্র প্লাবিত হইয়াছিল। ॥ ১১।১২ ॥

এবং বলিয়াছিলেন, "হে রাম, আমি এখন কোথায় যাইব কোথায় থাকিব, কোন স্থানে অন্ন পাইব গৃহই বা কোথায় মিলিবে। হে প্রভু, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন। ॥ ১৩ ॥

এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া যাইতে যাইতে সেই সময় ক্ষুদিরামের দিব্যজ্ঞান হইলে বলিয়াছিলেন এবিষয়ে কাহারও কিছু-মাত্র দোষ নাই। ॥ ১৪ ॥

न कस्य दुःखदः कोऽपि सुखदो वा न कश्चन ?
न तत्र दोषलेशोऽस्ति स्व-कर्म्मफलभुक् पुमान् ॥ १५
अहो ब्रह्मण्यदेवस्य रामस्यानुग्रहो महान् ।
सर्व्वतो मां परीक्ष्यैव पादपद्मं स दास्यति ॥ १६

विषयाविष्टचित्तानां रामचिन्ता सुदुर्लभा ।
तस्मान्मां हृतसर्व्वस्वं कृतवान् भगवान् स्वयम् ॥ १७
एवं चिन्तयतस्तस्य भगवान् भक्तभक्तिमान् ।
क्षुदिरामस्य रक्षार्थं वैकुण्ठादपि प्रस्थितः ॥ १८
आविर्भूयान्तःकरणे संशुद्धमनसस्तदा ।
दूर्व्वादलश्यामरामो मा भैरिति तमुक्तवान् ॥ १९

"None can be the cause of joy or sorrow of another. None is to praise or blame for that. Man reaps according as he sows. Oh, how blessed am I by the unbounding grace of Lord Ramchandra that I am destined to be led to His feet after I have passed through these ordeals. Lord Himself has relieved me from all earthly

holdings, because one who has to think of wealth and earthly pleasure can hardly concentrate one's mind on God." When Khudiram was absorbed in such thoughts, Lord came down from His abode to save Khudiram, and appeared in his heart with the lustre of green grass. and said, "Don't be afraid." ॥ 15 to 19 ॥

**বঙ্গানুবাদ।** কেহ কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দিতে পারে না। কারণ প্রতি জীবই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করেন। ॥১৫॥

বিষয়ী ব্যক্তির ভগবানের চিন্তা দুর্লভ। এজন্যই ভগবান আমাকে কৃপা করিয়া কপর্দ্দকশূন্য করিয়াছেন। ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আমার প্রতি অপার করুণা যেহেতু তিনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া পাদপদ্ম দিলেন। ॥১৭॥

এইরূপ চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের রক্ষার্থে ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছিলেন। ॥১৮॥

সেই সময়ে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বিশুদ্ধমন ক্ষুদিরামের হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদিরামকে ভয় নাই এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥১৯॥

परन्तु मत्स्वरूपं ते सत्वरं दर्शयाम्यहम्।
एवं भगवतीवाक्यं श्रुत्वानन्दाश्रुसंप्लुतः॥ २०
गच्छन् पथि तदापश्यत् पूर्व्वबन्धुं दयापरम्।
कामारपुकुरावास श्रीसुखलालसंज्ञकम्॥ २१

गोस्वामिप्रवरं वर्द्धमानराजगुरुं द्विजे।
किमिदमित्युक्तवति गोस्वामी विस्मितोऽभवत्॥ २२
परस्परं समालिङ्ग्य कुशलं परिपृच्छ्य च।
गतसर्व्वस्वबन्धञ्च ज्ञात्वा गोस्वामी दुःखितः॥ २३
बन्धुकृत्यावकाशोऽयमिति सञ्चिन्त्य धार्म्मिकः।
स्त्रीकन्यापुत्रसंयुक्तं च्छुदिरामं ससम्भ्रमम्॥ २४

ससम्मानं गृहं नीत्वा गुरुवत्तमपूजयत्।
वासगेहादियुक्तञ्च धान्यच्चेत्रं ददौ मुदा॥ २५
कामारपुकुरे ग्रामे तञ्च वासमकारयत्।
तत्र च्चेत्रजशस्येन श्रीरामानुग्रहेण च॥ २६

सुसम्पन्ना जीविका च चिन्ताशून्योऽभवत्तथा।
ततःकर्म्मानुरोधेन ग्रामान्तरगतो द्विजः॥ २७

"Very soon I shall also show you my real self." On hearing this divine message, he was all drenched with tears of joy. On his way he came across his old kind-hearted friend, named

১মঃ অঃ।

Sri Sukhalal Goswami, who was an inhabitant of the village of Kamarpukur, and the religious preceptor of the King of Burdwan. When Goswami was addressed by Khudiram with the words "How is it", he became much surprised. They exchanged their greetings and embraced each other. When Goswami came to know of the most distressing condition of his friend, he became very sorry and made up his mind to take this opportunity for discharging his duties to a friend in distress. At once he took Khudiram with his wife and children to his home and treated him with great honour as his own respectable superior. ॥ 20 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ। পরন্তু আমি তোমাকে শীঘ্র আমার স্বরূপ দেখাইব এইরূপ ভগবানের আদেশ শুনিয়া ক্ষুদিরাম আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। ॥২০॥

এইভাবে পথিমধ্যে যাইতে যাইতে কামারপুকুরনিবাসী গোস্বামী শ্রেষ্ঠ বর্দ্ধমানের রাজার গুরু দয়াশীল পূর্ব্ববন্ধু সুখলাল গোস্বামীকে দেখিয়াছিলেন। ২১ উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া গোস্বামী বন্ধুকে নিঃস্ব জানিয়া দুঃখিত হইলেন। ॥২২।২৩॥

পরম ধার্ম্মিক সুখলাল গোস্বামী বন্ধুর উপকারের এইটিই উত্তম সময় মনে করিয়া সসম্মানে সম্ভ্রমের সহিত। ॥২৪॥

আদি কাণ্ডং ১মঃ অঃ।

प्रत्यागमनवेलायां वृक्षमूलमुपाश्रितः ।
विश्रामसमये वृक्षच्छायाया: शैत्ययोगतः ॥ २৮
मलयानिलसम्पर्कादिन्द्रियोपरमात्तथा ।
ततृक्षणान्निद्रितो भूत्वा ददर्श स्वप्नमुत्तमम् ॥ २৯

Goswami gave him very gladly a dwelling house and also some cultivated land, and thus established his friend in Kamarpukur. Khudiram maintained himself and his family quite well with the corn of the field and by the grace of Lord Ramchandra. Once on his way back from a distant village where he had been on business, he took rest in the shade of a tree and felt greatly relieved and refreshed by the touch of cool breeze. Gradually he fell asleep and had a very good dream. ॥ 25 to 29 ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ক্ষুদিরামকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত সকলকে গুরুর মত পূজা করিয়াছিলেন এবং একটি বাসগৃহ ও কিছু ধান্যক্ষেত্র দিয়া কামারপুকুরে বসবাস করাইয়াছিলেন। ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপায় ক্ষেত্রজ ধান্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। অতএব ক্ষুদিরাম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ॥২৬॥

পরে ক্ষুদিরাম কোন একটি ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদানের জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইয়াছিলেন। ॥২৭॥

আদিকাণ্ডং ১মঃ অঃ।

সেই স্থান হইতে পুনরায় স্বগৃহে আগমনের সময় একটি বৃক্ষের মূলদেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বিশ্রাম সময়ে বৃক্ষচ্ছায়ার শীতলতায় এবং মলয়মারুত সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যক্রিয়া উপশমিত হইবামাত্র ক্ষুদিরাম নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ॥২৮।২৯॥

नवदूर्व्वादलश्यामः श्रीरामो भगवान् स्वयम्।
धृत्वा बालकवेशन्तु सम्मुखे समुपस्थितः॥ ३०
उवाचाहं बहोः कालादनाहारप्रपीड़ितः।
स्थानादस्माद् गृहीत्वा मां स्वगृहं नय भक्तितः॥ ३१

त्वत्सेवाग्रहणार्थं मे व्यग्राशा वर्द्धते सदा।
अद्भुतस्वप्न संदृष्टेः परं निद्रा गता च सा॥ ३२
जागरेऽपि तदादेशः कर्णयोः प्रतिनादितः।
चक्षुषोर्मार्जनं कृत्वा धान्यक्षेत्रं ददर्श सः॥

He dreamt that God Himself appeared before him in the guise of a boy and said, "I am conttnuing to be hungry for a very long time. Take me to your house with great care. My longtng for your services is increasing more and more." After having dreamt this wonderful dream he woke up. Even though he was awake the divine words sounded in his ears. He rubbed his eyes and saw the paddy fields stretching before him. 30 to 33

বঙ্গানুবাদ—

যেন নবদূর্ব্বাদলবশ্যাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের

মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুদিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে বলিয়াছিলেন, আমি বহুকাল হইতে এইস্থানে অনাহারে আছি। তুমি আমাকে এইস্থান হইতে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া চল। তোমার পূজা পাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা। ৩০।৩১

এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিবার পরই ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগ্রত অবস্থায় ও ভগবানের আদেশ ক্ষুদিরামের কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তৎপরে চক্ষুদ্বয় পরিষ্কার পূর্ব্বক সম্মুখে একটি ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন। ৩২।৩৩

স্বপ্নে ধান্যক্ষেত্রমধ্যে বালকং দৃষ্টবান্ দ্বিজঃ।
স্বেষ্টদেবানুসন্ধিৎসুঃ ক্ষেত্রমধ্যং গতস্তদা ॥ ৩৪
দদর্শ ভীষণং সর্পং শালগ্রামশিলোপরি।
স্বফনং বিস্তৃতং কৃত্বা তাপহানিং করোতি হি ॥ ৩৫

শিলাদর্শনতঃ সাধুর্ভুজঙ্গদংশভীতিহৃত্।
রামনাম সমুচ্চার্য্য দ্রুতং তত্র জগাম সঃ ॥ ৩৬
শ্রুত্বা সর্পো রামনাম বিবেশ গর্ত্তমধ্যতঃ।
বিবরপ্রান্তদেশস্থাং শালগ্রামশিলাং ততঃ ॥ ৩৭

He went into the paddy-field in search of the boy whom he had seen in his dream. He found there a deadly snake standing with its hood spread out to protect "Salagram Shila" a divine stone from the scorching rays of the sun. On seeing the stone he lost all fear of snak-bite and hurried forward to it uttering the names of Rama·

The snake entered into a hole' From the side of the hole he picked up the stone. ॥ 34-37 ॥

বঙ্গানুবাদ—

স্বপ্ন সময়ে ক্ষুদিরাম ধান্য ক্ষেত্র মধ্যেই বালক বেশধারী ভগবানকে দেখিয়াছিলেন তদ্রূপ নিজ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে ধান্য ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন সেইস্থানে একটি ভয়ঙ্কর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বৃহদাকার শালগ্রাম শিলার রৌদ্রতাপ দূরীভূত করিতেছে। ৩৪।৩৫

ক্ষুদিরাম শিলা দেখিয়া সর্প দংশন ভয় নাশক রামনাম উচ্চারণ করতঃ দ্রুত পদে সেইস্থানে যাইয়াছিলেন। ৩৬

সর্পরাজ রামনাম শুনিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুদিরাম গর্ত্তের উপরিভাগে অবস্থিত শালগ্রাম শিলাটিকে লইলেন। ৩৭

आनीय लक्षणे ज्ञात्वा रघुवीर-शिलेति ताम्।
रघुवीर जयेत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दप्रविप्लुतः ॥ ३८
शिलां स्वगेहे संस्थाप्या-भिषेकं यत्नतोऽभ्यधात्।
तदारभ्य ब्राह्मणस्यालयः सर्व्वसमृद्धिमान् ॥ ३९
रघुवीरस्य सान्निध्याद्रमाक्रीड़ो ह्यभूत्तदा।
दरिद्राणामतिथीनामाश्रयः सुमहानभूत् ॥ ४०
भोज्यभोज्यप्रदानाच्च रघुवीर-प्रसादतः।
गोधूमचूर्णपिष्टादि सूपान्नं पायसान्तिकम् ॥ ४१

He noticed the signs of the stone carefully and recognised it to be a "Raghubir" stone. He was beside himself with joy as he uttered, "Glory to

Raghubir." He placed the stone in his house after performing necessary rites. From that day onwards he began to prosper in every way and because of the presence of Ragubir, the Goddes of wealth aed fortune also made his house her own abode. His house also became a great shelter for the paor and the weak, as they were well fed with the offering of Raghubir. ॥ 38 41 ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং ঐ শালগ্রাম শিলার চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা রঘুবীর শিলা স্থির নিশ্চয় করিয়া নিজগৃহে সেই রঘুবীর শিলাটিকে স্থাপন পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র অভিষে কাদিকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই ক্ষুদিরামের গৃহ সর্ব্বদা নানা দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

রঘুবীরের সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং কমলার বাসভূমি তুল্য হইয়াছিল রঘুবীরের কৃপায় এবং ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান বশতঃ ক্ষুদিরামের গৃহ দরিদ্র এবং অতিথি গণের বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। ৪০।৪১

गन्धपुष्पादि द्रव्यञ्च भोज्यद्रव्य' विशेषत:।
रघुवीरस्य सेवायाँ चन्द्रादेवी सुसंयुता॥ ४२

कृत्वा सर्व्वं सुसम्पन्न' रघुवीरस्य सम्मुखे।
प्रददौ तत्प्रसादार्थमेकान्तमनसा सदा॥ ४३

कर्म्मान्तरं परित्यज्य सेवायां केवला रतिः।
कामारपुकुरे विप्र: सर्व्वेषां भक्तिभाजनम्॥ ४४

तपोवलसमायुक्तो महर्षिरिव पूजित:।
बभूव तद्गेहकृत्यसाधिका सहधर्म्मिणी॥ ४५

Chandra Devi presented with great care and devotion sandal paste, flowers, and varieties of delicious dishes before Raghubir by way of services to him. With undiverted mind she entirely dedicated herself to the service of Raghubir. Khudiram was adored like a saint by the people of Kamarpukur for his piety and spiritual power. His wife managed his household affairs. ॥ 42-45 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রা দেবী বিশেষ ভাবে সংযতা হইয়া রঘুবীরের সেবার উপযোগী গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গোধূম চূর্ণ পিষ্টক সূপান্ন পায়সাদি ভোগদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে রঘুবীরের কৃপালাভার্থে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা সময়ে রঘুবীরের সমীপে প্রদান করিতেন ॥ ৪২।৪৩

এবং ক্ষুদিরাম কামারপুকুর নিবাসী সকলেরই অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ও তপোবল সম্পন্ন মহর্ষি তুল্য পূজিত হইতেন। এবং ক্ষুদিরামের ধর্ম্মপত্নী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা দেবী-ও সকলের গর্ভ-ধারিণী মাতার মত হইয়াছিলেন। ৪৪।৪৫

देवी चन्द्रमुखी चन्द्रा सर्व्वेषां मातृरूपिणी।
प्रसादीयं स्वकीयान्नं दत्वा चातिथये मुदा॥ ४२
उपवासं स्वयं कृत्वा परमानन्दमाप सा।
अत्रागमनवेलायां ज्येष्ठो रामकुमारकः॥ ४७
दशवर्षवयाः पुत्रः कन्या कात्यायनी तथा।
द्विवर्षसम्मिता सा तु कात्यायनीव सुन्दरी॥ ४८

एवं पुत्रपत्नीकन्यायुतस्तत्रावसद्द्विजः ।
दिग्वर्षे तु गते तत्र पुनः पुत्रो व्यजायत ॥ ४८

Chandra Devi, whose face was like the full moon and was honoured by all as their mother, would have unbounded joy in distributing all the offered rice among the guests withcut leaving anything to eat for herself. When Khudiram came to Kamarpukur he had a ten-year old son named Ramkumar and a two-year old daughter, named Katyayani. After ten years another son was bcrm to him. 46-49.

বঙ্গানুবাদ—

চন্দ্রাদেবীর নিজের ভোজনার্থে ভগবৎ প্রসাদীয় যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ থাকিত সেই প্রসাদীয় অন্নের ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অতিথি বা অভ্যাগত ব্যক্তি উপস্থিত হইত তবে সেই অন্ন তাহাকে দিয়া আনন্দ মনে স্বয়ং উপবাস দিয়া থাকিতেন। ৪৬

কামার পুকুরে যখন ক্ষুদিরাম প্রথম আসেন তখন তাঁহার দশম বর্ষ বয়স জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার এবং দুই বৎসর বয়স্কা মা দুর্গার মত কাত্যায়নী নামে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। ৪৭।৪৮

এইরূপে কামার পুকুরে স্ত্রী পুত্র ও কন্যার সহিত দশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমানন্দে অতিবাহিত হইলে ক্ষুদিরামের রামেশ্বর তীর্থ হইতে আসিবার পর পুনর্ব্বার আর একটি পুত্র হইয়াছিল। ৪৯

श्रीरामेश्वर इत्येव' तन्नाम व्यदधात्सौ ।
प्रामद्वादशवर्षीयाः कन्याया व्याधिकारणात् ॥ ५०

भावान्तरप्रकाशाच्च क्षुदिरामो व्यचिन्तयत् ।
रोगलक्षणविज्ञैस्तु नान्यरोगो विलक्षितः ॥ ५१
कन्याया हृत्पद्ममध्ये प्रेतावासः सुनिश्चितः ।
वैद्यासाध्यं सुविज्ञाय रघुवीरं समाश्रितः ॥ ५२
रघुवीरस्य पादाब्जं ध्यात्वैकमनसा द्विजः ।
उवाच प्रेतमुद्दिश्य याहि त्वमविलम्बतः ॥ ५३

This newborn son was named Shri Rameswar At the age of twelve years his daughter fell ill. The physicians, however, could not diagonise the the disease. When it was confirmed that she was passessed by a ghost, he prayed for the grace ot Raghubir and with an undiverted mind meditating on the glory af Ragnubir he said to the ghost "Go away from here." 50-53.

বঙ্গানুবাদ—

এজন্যই ছেলেটির নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। ক্ষুদিরামের কত্যায়নী কন্যা দ্বাদশ বর্ষ বয়সে রোগাক্রান্তা হইয়া অন্য ভাবে আবিষ্টা হইলে ক্ষুদিরাম উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। রোগ লক্ষণ পরীক্ষক বৈদ্যবর্গ দ্বারা অন্য রোগ লক্ষিত হয় নাই।৫০।৫১

বৈদ্যসকল কন্যার অন্তরে প্রেতভাব হইয়াছে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। তখন ক্ষুদিরাম কন্যার রোগমুক্তি বৈদ্যবর্গের অসাধ্য মনে করিয়া ইষ্টদেবতা রঘুবীরের শরণাপন্ন হইয়া রঘুবীরের পাদপদ্ম একাগ্রমনে ধ্যান করতঃ প্রেতোদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "ওহে প্রেত ? তুমি আমার কন্যার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র অন্যত্র পলায়ন কর ॥"৫২।৫৩

कन्यादेहं परित्यज्य रघुवीरस्य शासनात् ।
कन्यामुखेन प्रेतात्मा बाष्प गद्गदया गिरा ॥ ५४
उवाच क्षुदिरामन्तु यास्याम्येव न संशयः ।
किन्तु मत्प्रार्थनामेकां पूरय त्वं द्विजोत्तम ॥ ५५
नारकीं मां नरश्रेष्ठ नरकादुद्धर प्रभो ।
गयापिण्डप्रदानेन प्रेतत्वं मम मोचय ॥ ५६
भवतः पादमूले मे भिक्षेयं ब्राह्मणोत्तम ।
प्रेतस्य प्रार्थनां श्रुत्वा क्षुदिरामस्तु सम्मतः ॥ ५७

"It is the command of Raghubir that you should discard thts body of the girl" The ghost spoke through the mouth of the girl with choked voice, "I will surely go away from here. But I have one prayer for you to accede to. Be kind enough to redeem me from this life of ghost by offering "Pindas" in the holy Gaya. This is what I must humbly beg of you" Khudiaam acceded to the reguest of the ghost 54-57

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপই ভগবান্ রঘুবীরের আদেশ। এই কথা শুনিয়া প্রেতাত্মা বাষ্প গদ্‌গদ্ স্বরে কন্যার মুখে ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিল আমি নিশ্চয় যাইব এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ করুন। ৫৪।৫৫

হে মহামানব, নরকগ্রস্ত আমাকে নরক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি করুন। গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আমাকে

প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করুণ। আপনার পাদপদ্মে আমার এই ভিক্ষা।৫৬।৫৭

प्रेतमाह सत्वरं ते गयापिण्डं ददाम्यहम्।
क्षुदिरामस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा प्रेतोऽतिहर्षितः॥ ५८
कन्यास्त्र संपरित्यज्य स्वस्थानमगमत्तदा
तदा तीर्थगतिः क्लेशसाध्यत्वेऽपि हि स द्विजः॥ ५৯
प्रेतप्रतिश्रुतिं स्मृत्वा गयायात्रां, चकार ह।
यथाकालं गयाधाम्नि प्रेतमुद्दिश्य यत्नतः॥ ६०
पिण्डदानं कृतं तेन गदाधर-पदाब्जयोः।
ततः स्वपितृकृत्यन्तु कृतवान् सुमहामतिः॥ ६१

He also said, "I shall do so very soon." At this the ghost became very glad and left the body of the girl. To keep his promise to the ghost, Khudiram set out on the long and tiresome journey to Gaya. In due course he reached Gaya, offerd Pindas to the ghost and also performed rites to appease the spirits of his forefathers. 58-61

বঙ্গানুবাদ—

প্রেতের প্রার্থনা শুনিয়া ক্ষুদিরাম সম্মতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন আমি শীঘ্রই তোমার উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিব। ক্ষুদিরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রেতাত্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কন্যার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৮

তদানীন্তন তীর্থ গমনের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও প্রেতের

নিকট প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম গয়া ধামে যাত্রা করিয়াছিলেন।৬০

তৎপরে যথা সময়ে প্রেতোদ্দেশে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবার পর ক্ষুদিরাম নিজের পিতৃকৃত্য ও আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ড দান করিয়াছিলেন।৬১

पिण्डान् पितृमातृबन्धु-स्वजनेभ्योऽपिदत्त वान् ।
यस्मिन्नहनि चैतस्य कृत्यं सम्पूर्णताङ्गतम् ॥ ६२
तन्निशायां गयाधाम्नि दृष्टवान् स्वप्नमुत्तमं ।
दिव्यमूर्त्तिधराः सर्व्वे स्वपूर्व्वपुरुषाश्च ये ॥ ६३
दिव्यज्योतिः समाच्छन्नाः श्रीगदाधरमन्दिरे ।
तज्ज्योतिःमध्य आसीनो नवदूर्व्वादल-द्युतिः ॥ ६४
सिंहासने समारूढ़ः सुप्रसन्नोऽवदच्च सः ।
प्रियभक्तगृहं गत्वा तत्र मां संविभावय ॥ ६५

He also offered "Pindas" in the names of his parents, and his dead friends and relatives. On the very day he finished his rituals in the holy place of Gaya, he had a very auspicious dream He dreamt that shri Gadadhar with the lustre of new green grass was seated on the throne surrounded by divinely brilliant presences including his forefathers. Lord Gadadhar was greatly pleased with him and said, "Dear devotee, go home and think of me." 62-55

বঙ্গানুবাদ—

এবং যেদিন ক্ষুদিরামের গয়ার কার্য্যশেষ হইয়াছিল সেই রাত্রে গয়া ধামে একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।৬২

যেন গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গনে ক্ষুদিরামের পূর্ব্ব পুরুষ সকল দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত দেবতার মত মূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত সেই সকল পূর্ব্ব পুরুষ গণের মধ্যে সিংহাসনে সমারূঢ় নব দূর্ব্বাদল শ্যাম-বর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক সুপ্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন। আপনি নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক আমার এই মূর্ত্তিটির হৃদয়ে চিন্তা করুণ ॥৬৩।৬৪।৬৫

तवैवपुत्ररूपेणावतरिष्यामि सत्वरम्।
गतनिद्रोऽपि सः स्वप्नो नेत्रयोरग्रतः स्थितः॥ ६६

तदावहुक्षणं यावन्नेत्रयोरश्रु-विन्दवः।
पतितास्तस्य रोमाञ्च स्वेदाद्यैः स परिप्लुतः॥ ६७

आनन्दसंप्लवे लीनो गयातो गृहमागतः।
सुस्वप्नस्तत्र यो दृष्टो न कस्यापि प्रकाशितः॥ ६८

चन्द्रादेव्यपि तत्काले दिव्यदर्शन-विस्मिता।
पञ्चचत्वारिंशद्वर्षे पत्नया गर्भोऽभवत् पुनः॥ ६৯

"I shall soon manifest myself as your son." He woke up and yet he could clearly visualise the dream before his eyes. Tears of joy came out of his eyes and he became quite wet with sweat. He returned home with great joy but never disclosed his dream to any body. At that

time Chandra Devi also had a wonderful divine vision. In the forty-fifth year she become pregnant again.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি আপনার পুত্র রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইব। তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও স্বপ্নটি যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল।৬৬

সেই সময় বহুক্ষণ যাবৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে ছিল। এবং স্বেদ রোমাঞ্চ ও পুলকাদি দ্বারা আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া গয়াক্ষেত্র হইতে কামার পুকুরে পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম গয়া ধামে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।৬৮

চন্দ্রাদেবীও সেই সময় বহু প্রকার দিব্য দর্শন করিয়াছিলেন।৬৯

ज्ञानवान् क्षुदिरामस्तु वाह्यलक्षणतस्तथा।
स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः स्मृत्वा पुराण पुरुषस्य च ॥ ७०
आविर्भावं सुनिश्चित्य परमानन्द संप्लुतः।
क्वाहं मन्दमतिः क्षुद्रः क्व तवेयं दया प्रभो ॥ ७१
मामुद्दिश्यावतारोऽयं सशैलवनपादपां।
पवित्रयति भगवान् ससागरवसुन्धराम् ॥ ७१
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुनस्तुभ्यं नमो नमः।
तवैवापूर्व्वलीलेयं रघुवीर दयानिधे ॥ ७२

Khudiram came to know of this from the outward symptoms. He was much delighted at the surer indications of the manifestation of the

Supreme Being. He mused in himself, "Oh Lord! I am so mean and insignificant, whereas your kindness is so vast and great. I wonder how could you make me instrumental to your appearance which will purify the earth with its hills, forest and seas. Oh the ocean of kindness! inscrutable are your ways. I bow down to you again and again.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পঞ্চচত্বারিং-শৎ বর্ষ বয়সে পত্নী চন্দ্রাদেবী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়াছেন তাহার বাহ্য লক্ষণের দ্বারা ক্ষুদিরাম বুঝিয়াছিলেন।৩০ গয়া ধামের স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ পুরাণ পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে প্রভু দরিদ্র পাতকী আমিই বা কে এবং আপনার এইরূপ দয়াই বা কি ? ।৭১

আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাগর ভূধর বন ও উপবনাদি সহ সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করিবেন।৭২

আপনার এই লীলা অত্যাশ্চর্য্য অতএব হে দয়া নিধে রঘুবীর তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি।৭২

बभूवात्यद्भूतं दृश्यं ज्योत्स्नायुक्ताप्यमा तदा ।
तत्र गन्धर्व्वनागाश्च सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ६४
यातायातं प्रकुर्व्वन्ति ब्रह्मपञ्चाननादयः ।
निशागमनत-स्तेषां गात्रकान्त्या गृहं मम ॥ ७५
भवत्यालोकितं सर्व्वं कोटिचन्द्रकरैरिव ।
एवं चिन्तयती पत्नी क्षुदिरामस्य धीमतः ॥ ७६

আদিলীলা ১মঃ অঃ

अपूर्व्वरूपलावण्या चन्द्रा चन्द्र-समाभवत् ।
सर्व्वास्तुनार्य्यः यां दृष्ट्वा चमत्कारयुताभवन् ॥ ৩৩

The wife of Khudiram thought in herself, "How strange that the sky is seen to be illuminated in the moon-less night. Gods like Bramha, Shiva, angels and unearthly beings are visiting my room at the fall of night and making it bright as if with the light of innumerable moons," All the women of the locality wondered at the development of divine beauty and complexion of Chandra Devi who glowed like the full moon.

॥ 74th 77 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় অমাবশ্যার রাত্রিতে জ্যোৎস্না বশতঃ অতিশয় অদ্ভূত দৃশ্য হইয়াছিল। এবং সেই।সময় ক্ষুদিরামের গৃহে হা হা হু হু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব গণ বাসুকি আদি নাগ গণ ব্রহ্মর্ষি চতুরানন পঞ্চানন যাতায়াত করিতেন।৭৪

রাত্রিকালে আগমন বশতঃ সেই সকল দেবতার গাত্র কান্তি দ্বারা আমার সমস্ত গৃহ কোটি চন্দ্রের কিরণের মত আলোকিত হয়।৭৫

এই রূপে চিন্তিতা ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী তৎকালে চন্দ্রের মত অপূর্ব্ব রূপবতী হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়া অন্য নারী সকল অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৭৭ ॥

আদিলীলা ১ অঃ।

चन्द्रादेव्यपि ताः प्राह कथं मेऽपूर्व्वगोचराः।
नानामूर्त्तिधरा देवा गृहमायान्ति यान्ति च॥ ৭৮
मूर्त्तिमतां देवतानां स्वरूपं वा कदाचन।
न प्रत्यक्षीकृतश्चैवं बहुगर्भाधृता मया॥ ৭৯
दिवसेवा निशायां वा सर्व्वदा भयशङ्किता।
ततः स्वामि-सकाशे सा देववार्त्ताव्य-चोकशत्॥ ৮০
प्रोक्तञ्च किमिदं स्वामिन् भूतैरेवं कृतं मनः।
न केवलं प्रपश्यामि वार्त्तामपि शृनोम्यहं॥ ৮১

Chandra Devi also said to them, "How is it that I am seeing wonderful visions. Gods of various appearances are visiting my chamber. During my previous conceptions I had never seen gods with such appearances. By day or by night I always feel very uneasy." She disclosed the facts of these unusual visitations of gods to her husband and said, "Oh Dear, am I possessed by spirits that I not only see these visions but also hear what they say. 78 to 81

বঙ্গানুবাদ :—

চন্দ্রাদেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন। সাধারণের অপ্রত্যক্ষে নানামূর্ত্তিধারী দেবতা সকল আমার ঘরে যাতায়াত করেন আমি বহু গর্ভ ধারণ করিয়াছি কিন্তু কখনও এরূপভাবে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই ভয় শঙ্কিতা হইয়া দেবতাগণের প্রত্যক্ষ করি নাই।
৭।৮।৭৯

তৎপরে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকটে দেবতাদিগের বিষয় প্রকাশ

প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া ছিলেন হে স্বামিন্ কোন একটি প্রেতমূর্তি আমার মনকে এইরূপ করিয়াছে কেবল মাত্র যে দেবমুর্ত্তি দর্শন করি তাহা নয় পরন্ত সেই দেবতা সকলের কথাবার্ত্তাও শুনিতে পাই। ॥ ৮০।৮১ ॥

तेषां दिव्यसुगन्धेन पूर्णं क्षुद्रगृहं मम।
किं ममेदं-रोगचिह्न-मथवा प्रेतदर्शनात्॥ ८२
विकारो जायते नित्यं वद त्वं भीतिनाशकं।
श्रुत्वैवं पत्नीवाक्यन्तु मनसैवं प्रजल्पितं॥ ८३
स्वीयाँ वाचमृतां कर्त्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे।
जनार्द्दनः स्वयंरूपः श्रीहरिस्त्वं गदाधरः। ८४
यान्येव स्वाभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव।
तानि तानि दधास्येव स्वभक्तानामरूपिणः॥ ८५

"This small chamber of mine is filled with their divine fragrance. Do I see all these due to some disease or due to some unusual changes in me because of the adverse influence of ghosts? Please tell me how it is and remove my fears." On hearing all these from his wife, Khudiram said to himself, God himself has appeared in my house to keep, "His own words. Oh God! Thou dost assume various appearances for the sake of Thy devotees, even though thou hast no shape." ॥ 82 to 85 ॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

পরন্ত তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়।

ইহা কি আমার রোগচিহ্ন অথবা প্রেত দৃষ্টি বশতঃ এইরূপ বিকৃত অবস্থা হয়। হে ভয়নাশকারী স্বামিন আপনি তাহা বলুন। ইহা কি ?

এইরূপে চন্দ্রাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম এখন মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। ৮৩

হে গদাধর আপনি স্বয়ং রূপ জনার্দ্দন শ্রীহরি। আপনি নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আবির্ভূত হইতেছেন। ৮৪
হে ভগবান আপনার অভিপ্রেত যে সকল রূপ আছে আপনি নিজে রূপ শূন্য হইলেও ভক্তের জন্য সেই সকল রূপ ধারণ করেন। ৮৫

त्वां ज्ञानिभिस्तत्त्व-विबोधनार्थं सदाभिवादार्हणपादपद्मं।
ऐश्वर्य्य वैराग्य यशोऽवबोध वीर्य्यादिभिः पूर्णमहं प्रपद्ये ॥ ८६
एवं गोप्तुं न शक्तोऽभूद्रघुवीरं स्मरन् द्विजः।
उवाच स्वप्नवृत्तान्तं गयायां दृष्टवान् यथा ॥ ८७
प्राणेभ्योऽपि प्रियतरां भक्ति गद्गदयागिरा।
त्वं देवि परमा धन्या साध्वी त्वं पतिवल्लभा ॥ ८८

"Oh Lord! I dedicate myself to your feet which are covetable by those who seek truth and knowledge and which are full of divine brilliance, aversion to transient things, all prevailing glory and wisdom, and unlimited strength." He could not help narrating all about his dream in the holy Gaya, to his wife who was dearer than his life. He also said, "Oh Dear! devcted as you are to your husband, you are blessed with divine grace."

॥ 86 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ জানিবার জন্য সর্ব্বদা বন্দনীয় আপনার পাদপদ্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যশ ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ আপনার আমি শরণ লইলাম। ৮৬

ক্ষুদিরাম তখন আর গোপন করিতে না পারিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করতঃ গয়া ক্ষেত্রে যে ভাবে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত চন্দ্রাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন। ৮৭

প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পত্নী চন্দ্রাদেবীকে শ্রদ্ধা সহকারে গদগদ স্বরে ক্ষুদিরাম বলিলেন হে দেবি তুমি সাধ্বী পতিব্রতা অতীব ধন্যা। ৮৮

कृतानि यानि पुण्यानि कोटि जन्मसु वै त्वया।
तत् पुण्यफल दानार्थं त्वत् कुक्षिमध्यगोहरिः॥ ৮৯

रघुवीरो हि यः साक्षात् यश्च साक्षाद् गदाधरः।
कृपया त्वद् गर्भमध्ये तावुभा-वेकताङ्गती॥ ৯০

अतो देवाः सगन्धर्व्वा भक्ता राजर्षय स्तथा।
यातायातं प्रकुर्व्वन्ति वैकुण्ठपति-तुष्टये॥ ৯১

अतस्त्वमवधानेन गर्भरक्षां कुरुष्व वै।
नो चिन्ता ना-पि शङ्का च रघुवीर प्रसादतः॥ ৯২

"The merits you have earned in your innumerable previous births have now been fruitful and caused the birth of God as your son. The child you have concieved is Raghubir and Gadadhar united together. So, the gods, Gandharvas,

devotees and the greatest of saints are visiting our house to have a look at the Lord of the universe. You, therefore, very carefully protect the growth of the child in you. By the grace of Raghubir you shall have no cause for fear or anxiety. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তুমি কোটি জন্মে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফল দানের জন্য ভগবান তোমার গর্ভগত হইয়াছেন। ৮৯

অতএব আমার মনে হয় ভগবান রঘুবীর বা রামচন্দ্র এবং যিনি সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি তত্ত্বই তোমার গর্ভ মধ্যে একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯০

এজন্যই নৃত্য গীতাজ্ঞ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণ শিবব্রহ্মাদির সহিত দেবতাগণ বৈকুণ্ঠ পতি ভগবান নারায়ণের দর্শন জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে যাতায়াত করেন। ৯১

অতএব তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর। রঘুবীরের অনুগ্রহে কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই। ৯২

चन्द्रादेवी पतिप्राणा पतिवाक्येन यन्त्रिता।
भावाविष्ट बभूवाद्वै वो स्वात्मानं विस्मरत्यसौ ॥ ९३

सर्व्वानन्द प्रदं देवं स्वामिनं कुलदैवतम्।
रघुवीरं समुद्दिश्य पूतां वाणीमुवाच ह ॥

किमेष वद भो स्वामिन् जगन्मङ्गल हेतवे।
पुराण पुरुषः साक्षात् प्रादुर्भूय ममोदरे ॥ ९५

त्वाञ्च माञ्च जगत् सर्व्वं स्थावरं जङ्गमं स्तथा।
पवित्रयति देवेशो भगवान् पुरुषोत्तमः॥ ॥

On hearing the words of her husband, Chandra Devi became beside herself with joy and said addressing Raghubir, the presiding diety of her family. "How is it that I have conceived the Lord of the universe for the welfare of the world and for the purification cf the animate and inanimate objects of the world." ॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পতিবাক্য পালিতা পতিপ্রাণা চন্দ্রা দেবী তন্ময়তা বশতঃ আত্মহারা হইয়া বা নিজকে ভুলিয়া গিয়া পরমানন্দ দাতা কুলদেবতা জগৎপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া পবিত্র বাক্য বলিয়াছিলেন। ৯৩।৯৪

হে স্বামিন্ জগতের মঙ্গল বিধানের জন্যই কি এই স্বপ্ন! সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ কি আমার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে আমাকে এবং স্থাবর জঙ্গম সকলকে দেব-দেব ভগবান পবিত্র করিবেন। ৯৫।৯৬

क्षुद्रेऽस्मिन् उटजे मे स कृपया-वतरिष्यति।
धन्यः श्रीरघुवीरस्त्व मपारकरुणा तव॥ ৯৭

कश्यपादितिरूपौ ता वभुवा वय्यच्युत प्रियौ।
प्रतीक्ष्य भगवज्जन्म दम्पतौ मुदमापतुः॥ ৯৮

আদিলীলা ১মঃ অঃ

**इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थविरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते**
**पारमहंस्यां संहितायां भगवतो गदाधरस्या ।**
**विर्भावाभासरूपः प्रथमोऽध्यायः ॥ १**

"All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine." They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

**বঙ্গানুবাদ :—**

তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য ক্ষুদিরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

**ऋतौर्हिमा-ख्यस्य यदा हि पूर्णता**
**माधुर्य्य युक्ता मधुना सुसिक्ता ।**
**आम्रादि वृक्षा मुकुलान्विताश्च**
**प्रपान मत्ता इव मत्तभृङ्गाः ॥१**

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

सदा सदा-नन्द-मया महोत्सवाः
पतन्ति संघा मधुरं रुवन्तः।
ये किं-चन स्थावरजङ्गमास्त्र
प्रोल्लासितास्ते मधुभाव मात्रा ॥२

मधुर मधुर मूर्त्तिः सर्व्वदुःखा-पहारी
भव-जलधिसुपोतो भानुकोटि-प्रकाशः।
जलधिशर समुद्रे चन्द्र पूर्व्वे शकाब्दे
रसमित वुधवारे शुक्लपक्षे तपस्ये ॥३

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudiram. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আম্রাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপাণ শালায় অর্থাৎ মদের দোকানে মত্ত ব্যক্তির মত ভ্রমরগণ সর্ব্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ২য়ঃ অঃ।

মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়া মধুরধ্বনি করতঃ স্থাবর জঙ্গম যে কেহ সকল প্রাণীকেই অত্যধিক উল্লসিত করিয়া মধুভাবে লিপ্ত করিয়া ছিল।

১৭৫৭ শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ষষ্ঠ দিবসে বুধবারে শুক্লপক্ষে মধুর হতে-ও মধুর মূর্ত্তি জগতের জীবের দুঃখ নাশক ভবসমুদ্রে একমাত্র নৌকা কোটী চন্দ্রতুল্যকান্তি। ৩

द्वितीयायां सिद्धियोगे चाविर्भूतः स्वयं हरिः।
क्षुदिराम-गृहे साक्षाद् भगवान् धर्म्मगुव् विभुः ॥४

चन्द्रादेवी निशा शेषे प्रसूयाश्चर्य्य-बालकं।
पतिमाहूय सा साध्वी पुत्रं तं समदर्शयत् ॥५
पुष्कलेन्दुर्यथा भाति प्राच्यां राकातिथौ निशि।
आविरासीत्तथा देवो भगवान् भक्त-वत्सलः ॥६

तमद्भुतं पद्मदलायतेक्षणं
हास्याननं चारु विशाल-वक्षसं।
श्रीवत्स चिन्हं गल-कौस्तुभा-न्वितं
पीताम्बरं सान्द्र-पयोद-सौभगम् ॥

Chandra Devi gave birth to a wonderful child at the close of the night and called for her husband to show the child. God manifested Himself like the full moon on the eastern horizon. His eyes were as beautiful as lotuses. His face was bright with a smile. His wide chest had the mark of Sribatsa. The Kaustava diamond hung round his neck. Clad in blue skirt, He assumed—the hue of dense clouds. ॥ 4 to 7 ॥

দ্বিতীয়া তিথিতে সিদ্ধযোগে ধর্ম্মরক্ষক সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরি ক্ষুদিরামের গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪

প্রভাত সময়ের কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রাদেবী একটি আশ্চর্য্য শিশু প্রসব করিয়া স্বামী ক্ষুদিরামকে ডাকিয়া সেই পুত্রটিকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা তিথিতে যেরূপ প্রকাশিত হন ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৬

সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় পদ্মপলাশ নয়ন সহাস্য মুখারবিন্দ শ্রীবৎস চিহ্নিত সুন্দর ও বিস্তৃত বক্ষস্থল গলদেশে কৌস্তুভমনি বিরাজিত পীতবস্ত্র পরিহিত নিবিড় মেঘতুল্য সৌন্দর্য্যযুক্ত। ৭

महामनि वृहद किरीट कुण्डल
त्विषा परिव्याप्त सहस्र कुण्डलं।
भुजैश्चतुर्भिः सुविराजितं प्रभुं
धृताब्ज शङ्खादि लसन्नि-जायुधं ॥८

दृष्ट्वा तदा तं सहसा हरिं सुतं
ननाम विप्रः प्रणतः कृताञ्जलिः।
तद्रोचिषा तत्र निशा-पतिर्यथा
सहस्रकान्त्येव विराजितः स्वयं ॥९
स वै द्विज स्तस्य हि रूप दर्शनात्
विज्ञानजानन्द मवाप तत्क्षणात्।
मायामया-हङ्करणादि बन्धनात्
सद्योविमुक्तो भगवत् समीक्षणात् ॥१०

He had the crown and other ornaments dubbed with great diamonds. He was also

holding conch. wheel, club and lotus in his four hands. On seeing this divine appearance of God. Khudiram bowed down with great devotion and became beside himself with great joy. He at once attained salvation and freedom from the bondages of this world because of his sight of God's self. ॥ 8 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

অপ্রাকৃত বহুতর মনিমাণিক্য দ্বারা রচিত কিরীটি কুণ্ডলাদি শোভিত কুণ্ডলসমূহ চারিটি হস্তে শঙ্খ চক্রাদি নিজ অস্ত্রাদি শোভিত হঠাৎ এবম্ভুত পুত্ররূপী সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া ক্ষুদিরাম প্রণত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং ভগবানের দেহজ্যোতিতে সেইস্থানে চন্দ্রদেব যেন সহস্র কান্তিদ্বারা স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৮।৯

সেই ক্ষুদিরাম ভগবানের স্বরূপ দর্শন জন্য সেই সময়ে ভগবানের দর্শন জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং মায়াময় অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন। ১০

सर्व्वग्रहा स्तत्र सुदक्षिणास्च
कालस्च लग्नस्च सुदक्षिण स्तथा ।
नक्षत्रवारौ तिथि-शुभ्र-पक्षौ
तथानुकूलौ शुभ योग-युक्तौ ॥ ११

दृष्ट्वा श्रीभगवानाह विस्मितं पितरं तथा ।
भवन्तौ पितरावास्तां द्वापरे मम जन्मनि ॥ १२

आदिलीला २यः अः ।

नाम्नानक दुन्दुभिस्त्वं देवकी गर्भ धारिणी ।
युवा-भ्यान्तु पुनर्जातः प्राग् जन्म स्मरणादहं ॥ १३
पूर्णब्रह्म स्वरूपेण भवद्भ्यां ब्रह्म जन्मना ।
कलौ जीवान् परित्रातुं धर्म्मसंरक्षनाय च ॥ १४

The planets, the stars and the moon combined to make the moment most auspicious and benedictory. On seeing the father wonder-struck, God, said, "In the Dwapara yuga you were my parents who were called Basudev and Devaki. I am born again as your son to purge mankind of their sin and to restore faith in religion. ॥ 11 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ—

সেই সময়ে গ্রহসকল কাল লগ্ন বারতিথি যোগ ও নক্ষত্রাদি সকলই অনুকূল হইয়াছিল। ১১

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরামকে সেইরূপভাবে বিস্মিত হইতে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে আপনারাই আমার জন্ম সময়ে পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আপনাদের স্মরণার্থে আমি পুনর্ব্বার কলিযুগের জীব সমুহের উদ্ধারার্থে এবং 'সনাতন ভগবদ্ধর্ম্ম রক্ষার্থে পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হইলাম। ১২।১৩।১৪

इत्थ मुक्त्वा स भगवां स्तुष्णीमासीत् स्वमायया ।
पश्यतो स्तत्क्षणात् पित्री र्बभूव प्राकृतः शिशुः ॥ १५

आदिलीला २य: अ:।

किन्तु दृग्गोचरत्यागाच्छिशो स्तौ पितरौ तदा।
हा हेति संरुवन्तौ तौ हतचित्तौ बभूवतुः ॥ १६

निखिलजन शरण्यो लोकदुःखापहारी
न भवति खलु वासो लोकवन्मेऽत्र सत्यं।
निजभवन विशून्यं कारयित्वा विरास
इति गिरिश शरीरा-लङ्कति खोचकार ॥ १७

चुल्लिकाभ्यन्तराद्धन्या धात्रया स सुवह्निकृतः।
विभूत्या लिप्तसर्व्वाङ्गं बालकं हृदिसंस्थितम् ॥ १८

On saying this, God ceased to speak and turned into an ordinary human child before the eyes of his parents. Next moment even the child could not be seen and the parents burst into tears At last the attending nurse brought the child out of an oven, with its body all covered with ashes. ॥ 15 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ বলিয়া সেই ভগবান তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতা উভয়ের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাবে সদ্যোজাত শিশু মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু হঠাৎ পুত্রটি অদৃশ্য হইলে পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতের মত হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জনগণের একমাত্র স্মরণীয় শোক দুঃখ বিনাশকারী ভগবান সাধারণ ব্যক্তির মত আমার মর্ত্তধামে থাকা অসম্ভব এই জন্য তিনি চুল্লিকা মধ্যে অর্থাৎ রাঁধিবার উননের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মলিপ্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ১৭

आदिलीला २यः अः।

সেই সময় ধাত্রী মাতা ধনী উনোন হইতে ভগবানকে বহির্গত করিয়া ভস্মলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ বালককে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক। ১৮

धृत्वा तौ दर्शयामास धनी धात्री महाधनम्।
एवं स्वाविर्भावकाले न्यासिनां परमागतिः॥ १९
लीलातनुः स भगवां स्त्यागलीला मदर्शयत्।
ततः शिशोर्जातकर्म्म चकार कर्म्मवित् पिता॥ २०
गयायाः स्वप्नवृत्तान्तं क्षुदिरामोऽपि संस्मरन्।
गदाधरेति तन्नामकृतवान बालकस्य हि॥ २१
यदा गदाधरो जात स्तद्दिनावधि नो गृहं।
धनधान्येन सम्पूर्णं लक्षितं सुविशेषतः॥ २२

Thus even at the time of His birth His appearance in a body smeared with ashes signified His renunciation and aloofness from all earthly things. Khudiram then performed the birth ceremony of the child and named it Gadadhar in recollection of the dream in Gaya. From the day Gadadhar was born, the family of Khudiram began to grow rich and prosperous. 19 to 22

বঙ্গানুবাদঃ—

মহাধন অর্থাৎ লক্ষ্মী পতি ভগবানকে পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন এইরূপভাবে সর্ব্বস্বত্যাগী ভক্তগণের একমাত্র গতি ভগবান নিজের আবির্ভাব সময়ে ত্যাগলীলা দেখাইয়াছিলেন। ১৯

আদিলীলা ২য়: অ:।

তৎপরে পিতা ক্ষুদিরাম পুত্রের যথাশাস্ত্র জাতকর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং গয়া ক্ষেত্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বালকের নাম গদাধর বলিয়া নাম করণ করিয়া ছিলেন। ২০।২১

আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যেদিন হইতে গদাধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ২২

मन्ये गदाधर: साक्षात् कृपयास्मद् गृहागत: ।
इत्थं पितु: सकाशे सोऽवदद्राम कुमारकः ॥ २३
श्रुत्वैवं क्षुदिरामस्तु पुत्रं प्रोवाच तत्क्षणात् ।
नैतत् परस्मा आख्येयं तेनाभद्रं भविष्यति ॥ २४
बालस्य तल्पगमेकं सुदीर्घपुरुषं क्वचित् ।
दृष्ट्वातार स्वरैर्युक्ता चन्द्रा भीति समाकुला ॥ २५
गृहाद्बहिर्विनिष्क्रान्ता स्वामिन मवदत् सती ।
पत्न्यासह गृहं गत्वा शय्यायां केवलं सुतम् ॥ २६

Ramkumar also realised that Lord Gadadhar Himself had appeard in their house. Khudiram however, advised him not to reveal the matter to any body else, as some mischief might come out of it. Once Chandra Devi got frightened at the sight of a very tall person by the side of the bed of the child. She called in her husband who found none but the child. 23 to 26

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব আমার মনে হয় সাক্ষাৎ ভগবান গদাধরই কৃপাপূর্ব্বক

আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কুমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ২৩

ক্ষুদিরাম রাম কুমারের এইরূপ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন এই সকল কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ করিওনা ইহাতে আমাদের ভাল হইবেনা ॥ ২৪

কোন সময়ে বালকের শয্যা মধ্যে একটি সুদীর্ঘ পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহের বহির্ভাগে স্বামীকে বলিয়াছিলেন ক্ষুদিরাম শ্রবণ মাত্রে গৃহমধ্যে যাইয়া কেবল মাত্র পুত্রকে শয্যাতে নিদ্রিত দেখিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন কিছু মাত্র ভয় নাই। ২৫।২৬

निद्रितं वीक्ष्य तामाह भयं किञ्चिन्न विद्यते ।
एवमद्भूत दृश्यं हि नित्यञ्चात्र न नूतनम् ॥ २७
अप्रकाश्यमिदं देवि देवगुह्यं सुसंवृतम् ।
भयं मा कुरु देवि त्वं बह्वेवं दृश्यते मया ॥ २८
तथापि माता पुत्रस्य प्रेतागमन शङ्कया ।
शीघ्र मानय भो स्वामिन् गुनिनं भूत-घातकं ॥ २৯
इति गिरा मधुरयो वाच देवीं द्विजोत्तमः ।
उक्तञ्चात्र कथं देवि भूत-शङ्का प्रवर्त्तते ॥ ३०

Khudirm said to his wife, "Don't fear. I have been seeing such things often and on." But his wife feared that their house must have been hunted by ghosts At this Khudiram said, "How can you be afraid of ghosts ?" 27 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি একথা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ শাস্ত্রে দেখা

যায় দেবতাদিগের বিষয় সর্ব্বতো ভাবে গোপনীয়। অতএব তুমি ভয় করিও না এরূপ আশ্চর্য্য আমার গৃহে নিত্যই হয়। ইহা নূতন নয় আমি প্রায়ই এরূপ দেখি।২৭।২৮

ক্ষুদিরাম এই রূপ বলিলেও চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রেতাবেশ আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন হে স্বামিন শীঘ্রই আপনি ভূত ঘাতক-গুনী বা রোজা আনুন ॥ ২৯

তখন ক্ষুদিরাম মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন হে দেবি আমাদের গৃহে ভূতের আশঙ্কা কি কখনও হইতে পারে।৩০

यन्नाम स्मरणात् सर्व्वे भूत-प्रेत पिशाचकाः ।
विद्रवन्ति भयार्त्तावै विष्णु पद्मे रिवासुराः ॥ ३१

मृत्योरप्यन्तकोयत्र साक्षाद्रघुवरः प्रभुः ।
तदङ्घ्रि कमलं देवि सर्व्वापद्विनिवारकम् ॥ ३२

रघुवीरस्य सेवैव सर्व्वशान्ति फलप्रसूः ।
अन्यस्मै न समाख्येयं भ्रमाद्वापि कथञ्चन ॥ ३३

इत्युवाच पतिः पत्नीं सान्त्वयित्वा द्विजोत्तमः ।
ततः कालो गतस्तत्र पञ्चमासात्मकं शुभं ॥ ३४

"So long Raghubir is in our house, no ghosts or evil spirits can hunt our house, since the name of Raghubir is sufficient to avert all evils." Thus he consoled his wife. Thereafter five months passed peacefully. 31 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

বিষ্ণুপক্ষ দেবতাগণ দ্বারা অসুর পক্ষ যেমন নিত্য পরাজিত তদ্রূপ যে ভগবানের নাম স্মরণ মাত্রে ভূত প্রেত ও পিশাচাদি ভয়ে পীড়িত হইয়া দ্রুত বেগে অন্যত্র পলায়ন করে। ৩১

যমেরও যম সাক্ষাৎ রঘুবীর যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ভয়? হে দেবি, রঘুবীরের পাদপদ্মই যাবদীয় বিপদ বিনাশক।৩২

এবং রঘুবীরের সেবাই সর্ব্ব প্রকার শান্তি দান করেন। এ সকল বিষয় অন্য কাহাকেও ভ্রমে ও বলিও না। ৩৩

ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীকে এই রূপ ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তৎপরে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল।। ৩৪

षान्मासिकस्य बालस्य विज्ञन मत्यलौकिकम्।
अकस्मादुदितश्चासीद यस्य तस्य गृहाङ्गने॥ ३५
कलभाषण पूर्व्वन्तु हस्तमुत्तोल्य संस्थित:।
अद्‌भूतागमनं तस्य दृष्ट्वा नारी सुविस्मिता॥ ३६
पादमित क्रोशवाटं लङ्घयित्वा गत: कथं।
बालकं क्रोड़ मारोप्य चुम्वनादि सुतोषितं॥ ३७
सुमिष्ट लड्डुकं दत्वा चन्द्राया गृहमागता।
कर्म्मान्तरे नियुक्ता सा वालस्यै दृक्‌विधां गतिं॥ ३८

When the child was only six month old, he crawled a distance of half a mile. A lady was surprised to see the child all alone. She

took the child to Chandra Devi who could not keep a watch on the child due to household work. 35 to 38

বঙ্গানুবাদ :—

ছয়মাসের বালক গদাধরের হামাগুড়ি দিয়া যেখানে সেখানে যাওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। অর্থাৎ যার তার ঘরের উঠানে যাইয়া অস্ফুট মধুর ধ্বনি সহকারে একটি হস্ত ভূমিতে রাখিয়া অন্য হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকের মুখের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিত। সেই বালকের আশ্চর্য্য আগমন দেখিয়া অর্থাৎ প্রায় এক পোয়া পথ লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এই রূপে বিস্মিতা নারী বালকটিকে নিজ ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক চুম্বনাদি দ্বারা, সন্তুষ্ট করতঃ সুমধুর লড্ডুকাদি খাওয়াইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাইয়া ছিলেন ।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

ज्ञातुं न शक्ता श्रुत्वैवाश्चर्य्य युक्ता तदाभवत् ।
तयोक्तं बन्धनं कृत्वा सुतं रक्ष गृहे तव ॥ ३८
तद्गतिर्निवरुद्धाच बन्धनेऽपि कृते शिशौ ।
न चान्तरं वहिर्यस्य तस्य किं बन्धनं भवेत् ।
प्रागाविर्भावत स्तस्य सर्व्वालौकिक भावतः ।
पुत्रं प्रति सदा पित्रोर्भगवद्भाव दर्शनात् ॥ ४१
गदाधर स्यातिशिशोर्घनानन्द स्वरूपतः ।
तद् ग्रामवासि लोकाना मसौ प्रियतरोऽभवत् ॥ ४२

Chandra Devi was very much astonished to know this from the lady who advised her

to keep the child tied in her house. Due to divine indications prior to the birth of the child and divine joyousness of the child, he became an object of great endearment of the pople of the locality. 39 to 42

**বঙ্গানুবাদ—**

অন্য গৃহ কর্ম্মে ব্যস্তা চন্দ্রাদেবী সেই স্ত্রীলোকটির মুখে পুত্রের কথা শুনিয়াই বালকের এই রূপ আশ্চর্য্য ভাবে অন্যত্র গমন কি রূপে সম্ভব হয় তাহা জানিতে না পারিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

পরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিলেন তোমার ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখ।৩৯

যে ভগবানের বাহ্য বা অভ্যন্তর বলিয়া কিছু নাই বা সর্ব্ব ব্যাপক বহু অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার বন্ধন দ্বারা কি গতিরোধ করা যায়।৪০

গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অলৌকিক ভাবের প্রকাশ বশতঃ পিতামাতার সর্ব্বদা ভগবদ্ভাব দর্শন জন্য এবং শিশু গদাধরের আনন্দ ঘন বিগ্রহ বশতঃ বালক গদাধর কামার পুকুর নিবাসী জন গণের অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়াছিলেন।৪১।৪২

অপরাহ্ণে গ্রামবাসি নরনারী সমাগমাত্।
তীর্থতুল্যং গৃহঞ্চাভূদ্রঘুবীর প্রসাদতঃ॥ ৪৩

পুত্রস্যান্নপ্রাশনার্থং ক্ষুদিরামস্য ধীমতঃ।
চিন্তা সুমহতী জাতা গ্রামস্যামন্ত্রণায় বৈ॥ ৪৪

अद्रिलीला २यः अः।

ग्राम्यानां भोज्यदानार्थं तादृगर्थो न विद्यते।
प्रार्थना पूरणं तेषां रघुवीर कुरुष्व भोः॥ ४५

एवं चिन्तयत स्तस्य बन्धु प्रवर आगत.।
प्रेरितो रघुवीरेण भक्ताभिष्ट प्रपूरणात्॥ ४६

Every evening the villagers used to crowd the premises of the house of Khudiram as pilgrims in a holy place. Khudiram was to perfrom the rice giving ceremony of the child, accompanied with a feast in which a very large number of people was to be invited. It would cost him a lot of money. He prayed to Raghubir for the fulfilment of his desire. To meet the requirement a friend of Khudiram's called at his house. 43 to 46

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রতিদিন অপরাহ্নে গ্রামবাসী নরনারী সকলের সমাগম জন্য ভগবান রঘুবীরের অনুগ্রহে ক্ষুদিরামের গৃহ একটি মুক্তি ক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইয়াছিল।৪৩

ক্ষুদিরাম গদাধরের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবার জন্য এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জনগণের নিমন্ত্রণ জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন।৪৪

গ্রামস্থ ব্যক্তি সকলকে ভোজন করাইবার মত আমার তাদৃশ অর্থ নাই অথচ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আমরা গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিন সকলেই প্রসাদ পাইব এইরূপ প্রার্থনা পুরণ আমা দ্বারা

অসম্ভব অতএব হে রঘুবীর আপনিই তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করুণ।৪৫

ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান রঘুবীরের দ্বারা প্রেরিত এইরূপ ভাবে চিন্তাযুক্ত ক্ষুদিরামের নিকটে তাঁহার পরম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।৪৬

लाहाव'शावत'सः स धर्म्मदासाभिधो महान्।
सर्व्वत्र सदनुष्ठाने सहाय स्वातिधार्म्मिकः॥ ४७

राजतुल्यः सुविख्यातो देवब्राह्मणसेवकः।
गुणग्राही गुणी मानी धनी सर्व्वजनादृतः॥ ४८

श्रुत्वा बन्धु सुतस्यान्न प्राशनं सत्वरं भवेत्।
भोज्यार्थं ग्राम वास्तव्य जनानां प्रार्थना मपि॥ ४९

ज्ञात्वा पुन र्गृहं गत्वा द्रव्य सम्भारकं वहु।
गृहीत्वैव गृहे बन्धोश्चरणेषु समार्पयत्॥ ५०

He was Dharmadas Laha. famous fcr his riches as well as piety. On learning the ceremony to be performed very soon, he returned home and again went back to Khudiram's house with large quantities of things required on the occasion. He placed them at the feet of Khudiram. 47 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

এই বন্ধুটি লাহা বংশের রত্ন স্বরূপ ইহার নাম ধর্ম্মদাস ইনি সর্ব্বত্র সদনুষ্ঠানে সাহায্য করেন অতি ধার্ম্মিক। ৪৭

আদিলীলা ২য়: অ:।

এবং ইনি রাজাদের মত প্রতাপশালী ও বিখ্যাত দেবতা এবং ব্রাহ্মণ গণের ভক্ত গুণ গ্রাহী গুণবান মান্যবান ধনবান ও সাধারণ জন গণের দ্বারা আদরনীয়। ৪৮

ধর্ম্মদাসবাবু ক্ষুদিরামের পুত্রের ২।১ দিনের মধ্যেই অন্নপ্রাশন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জন সাধারণের ভোজনাদি ব্যাপার এই সকল বৃত্তান্ত ক্ষুদিরামের নিকট অবগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার বন্ধুত্ব-ভাবে ক্ষুদিরামের গৃহে আনিয়া ক্ষুদিরামের নিকটে সমর্পন করিয়াছিলেন। ৪৯।৫০

अयाचिता हृत्तं ग्राह्यं द्रव्यं शास्त्रप्रमाणतः।
अतस्तद्रव्य सम्भारो गृहीत स्तेन सादरं॥ ५१
कुलाचारवसात् पित्रा तद्दिने बालकस्य च।
श्रीमद्गदाधर इति प्रदत्तं पूर्व्वं नाम च॥ ५२
अधिवासादिकं कृत्वा पितृदेवार्च्चनादिकं।
समाप्य विधिवद् विप्रो रघुवीरं समार्च्चयत्॥ ५३
तद्दिने रघुवीरस्य पूजाद्रव्यं विशेषतः।
नाना व्यञ्जन संयुक्तं सूपान्नं पायसान्तिकं॥

As, such offerings were acceptable according to religious codes, Khudiram gladly accepted them. According to the prevailing usages all the rites were performed and Raghubir was also worshipped and offerd well cooked rice with various dishes. 51 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও জাতি যদি স্বেচ্ছায় উত্তম বর্ণের গৃহে ভোজ্য

আদিলীলা ২য়: অ: ।

ভোজ্য আনয়ন করে তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ বশতঃ ক্ষুদিরাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও সেই সকল দ্রব্য সম্ভার বন্ধু ধর্ম্মদাসের নিকট হইতে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫১

পুত্র গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিনে ক্ষুদিরাম কুলাচার বশতঃ অধিবাসাদিনান্দীমুখ কার্য্য সমাধা করিয়া নাম করণ অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত গদাধর এই নাম করণ করিয়া অন্নপ্রাশনের হোমাদি কার্য্যান্তে রঘুবীরের অর্চ্চনা বিশেষ ভাবে সমাপন পূর্ব্বক ভোগদ্রব্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসংযুক্ত সূপান্ন পায়সাদি। ৫২।৫৩।৫৪

निवेद्य रघुवीराय तत् प्रसादेन स द्विज: ।
पुत्रस्यान्नाशनं दत्वा मोदमान: स्वबन्धु-भि: ॥ ५५
दत्वा वन्धोर्धन्यवादं पुत्र-पत्नी युतञ्च तं ।
प्रसादं प्रापयामास स्वकुटुम्बं तथा द्विज: ॥ ५६
अहर्निशं भोजनञ्च सवपरग्रामवासिनां ।
समाप्य कृत कृत्योऽभू द्ब्राह्मण: सह भार्य्यक: ॥ ५७
सरस्वतुरदिता ह्यासीदन्न प्राशनत: परम् ।
कृतं वाक्योच्चारणन्तु मातृक्रोड़स्थितेन वै ॥ ५८

The child was fed with the offered rice of Raghubir. All the friends and relatives, the villagers and guests were well fed and entertained. Shortly after this ceremony the child, now named Gadadhar, started speaking. 55 to 58

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গোধূম চূর্ণ পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি রঘুবীরকে নিবেদন করিয়া

আদিলীলা ২য়: অঃ

প্রসাদীয় অন্নদ্বারা বালক গদাধরের অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ক্ষুদিরাম আত্মীয় ও স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৫

তৎপরে ক্ষুদিরাম অত্যুচ্চহৃদয় পরম বন্ধু ধর্ম্মদাস মহাত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুকে কুটুম্ব বর্গ ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির সহিত পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে স্বগ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রাম বাসী জন সাধারণকে দিবারাত্র ভোজন করাইয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সহিত ক্ষুদিরাম লোক সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন। ৫৭

অন্নপ্রাশনের পরই গদাধরের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মাতার কোলে অবস্থান করিয়া গদাধর নানাকথা বলিতেন। ৫৮

देवदेवी स्तव ध्यान नमस्कारादिकञ्च यत्।
पठितं मातृदेव्या तत् पठितं बालकेन तु ॥ ५९

द्विवर्षाभ्यन्तरे तु पुराणाख्यान मुत्तमं।
श्रुतिमात्रेण चाभ्यस्त मात्मज्ञाति-श्रयेन च ॥ ६०

अङ्क संख्यादि शास्त्रादेरभ्यासं विषवज्जही।
कदापि न शृणोत्येव ग्राम्यवार्त्तां गदाधरः ॥ ६१

चतुःपञ्चवर्षमित गदाधर मुखात्तदा।
देव भाषायुतं स्तोत्रं श्रुत्वा सर्व्वे सुविस्मिताः ॥ ६२

Gadadhar could recite the hymns which his mother used to read out. At the age of two

to three yers he could commit to memory the stories of mythology at first hearing. He however, avoided arithmetic and local news. At the age of four to five years he could recite Sanskrit hymns and thereby commanded admiration of all. 59 to 62

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

মাতা চন্দ্রাদেবী যে সকল দেব দেবীর ধ্যান স্তব এবং নমস্কারাদি পাঠ করিতেন বালক গদাধরও তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাঠ করিতেন। ৫৯

গদাধর ছুইতিন বৎসর বয়ক্রমে উত্তম পৌরাণিক বার্তা শ্রবণ মাত্রে আগ্রহাতিশয্যে স্বায়ত্ত করিয়া লইতেন। গদাধর কড়া গণ্ডা প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের অভ্যাস কে বিষবৎত্যাগ করিতেন। এবং গ্রাম্য বার্তা কখনও শুনিতেন না। ৬০।৬১

চার পাঁচ বৎসরের গদাধরের মুখ হইতে দেব ভাষায় দেব দেবীর স্তব ও স্তোত্রদি শ্রবণ করিয়া কামার পুকুর নিবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। ৬২

ततः पञ्चम वर्षे च बालस्य विधिवद्दिजः ।
विद्यारम्भं कारयित्वा पाठागारे तमार्पयत् ॥ ६३

तत्र तुल्यवयोपेतान् बालकान् प्राप्य बालकः ।
विद्यार्थिनः शिक्षकां स्व माधुर्य्य गुण तोषितः ॥ ६४

लीला प्रेमा सत्यनिष्ठा दयातुर जनेषु च ।
समता सर्व्वभूतेषु गुणाः पञ्च गदाधरे ॥ ६५

आदिलीला २यः अः।

अस्ति भाति प्रियानाञ्च स्वरूपं श्रीगदाधरः।
निर्भीकः साहसी सत्यवादी धर्म्मरतः शुचिः॥ ६६

At the age of five he was initiated to study and sent to pathshala. By his sweet conduct he could please all the boys and teachers. The best of virtues began to find expression in him. He became uncommonly prominent for his piety, truth fulness and kindness. 63 to 66

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে ক্ষুদিরাম গদাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ করাইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ৬৩

পাঠশালায় সমবয়স্ক বালকগণকে পাইয়া এবং বয়োধিক শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দকে গদাধর স্বকীয় মাধুর্য্য গুণে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৬৪

অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ গদাধরের লীলা, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, আতুর জনে দয়া ও সর্ব্ব জীবে সমবুদ্ধি এই পাঁচটি গুণ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। ৬৫

এবং শ্রীযুক্তগদাধর সাহসী নির্ভীক সত্যবাদী ধার্ম্মিক ও পবিত্র ছিলেন। ৬৬

न विमातुं गुणा स्तस्य शक्ता ब्रह्मशिवादयः।
परेषा-मूपकारार्थं स्वप्राणानपि यच्छति॥ ६७

भावाविष्टः सुकुमार एवं वदति सन्ततम्॥
नाहं कुमारः पौगण्डो न किशोरो युवापि वा॥ ६८

आदिलीला २य: अ: ।

सर्व्वथा सुसमर्थोऽस्मि सर्व्वं कर्त्तुमसं शयम् ।
दुःख हर्षभयक्रोध लोभ मोहमदादयः ॥ ६८

अज्ञानल्लिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि ।
ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहं सर्व्वं जानामि सन्ततम् ॥ ७०

Even Bramha and Shiva cannot describe his virtues. He would offer his own life for the benefit of others. In his divine mood he would give out that he was neither a child nor a boy nor a man but an embodiment of joy and knowledge, and that he was capable of knowing and doing everything. 67 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের গুণ সকলের সংখ্যা করিতে শিব ব্রহ্মাদি ও সমর্থ হইতেন না। গদাধর পরোপকারার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। ৬৭

সেই পঞ্চম বর্ষীয় গদাধর মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কুমার পৌগণ্ড কিশোর বা যুবা নয় আমি সর্ব্বদা সকলকার্য সম্পাদন করিতে সুসমর্থ। অভাবজনিত দুঃখ বৈষয়িক আনন্দ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ গর্ব্ব ও মাৎ সর্য্যাদি ভাব অজ্ঞানের চিহ্ন। এইসকল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আমাতে থাকা কি সম্ভব হয়। আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। অতএব আমি সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় অবগত আছি। ৬৮। ৬৯। ৭০

आदिलीला २यः अः।

तद्ग्राम सन्निधा वस्ति काचिदुद्यान वाटिका।
तत्र प्रेतनिवासाद्धि नैकलः कोऽपि गच्छति॥ ७१

तत्र गदाधरः क्रीड़ां करोति बन्धुभिः सह।
रात्रा वप्येकलो याति भूतदर्शन हेतवे॥ ७२

पितृस्वसृरमादेव्या शीतलाविशत स्तदा।
दृष्ट्वा तद्विकृतावस्थां प्रार्थना मकरोच्च सः॥ ७३

मम मूर्द्धि हि सा माता शीतला प्रविशेद् यदि।
तदा पूर्णसुखी भूत्वा नृत्यामि च पुनः पुनः॥ ७४

There was a garden near the village. It was a general belief in the locality that it was haunted by ghosts, and hence none would dare to go into it. Gadadhar with his friends used to play games in that garden and sometimes used to go there without any companion to see ghosts at night. On seeing the unbalanced condition of his aunt Rama Devi, possessed by the Goddess, Sitala, he would say that he would dance in joy if the goddess entered his head. 71 to 74

বঙ্গানুবাদ—

সেই কামার পুকুরের প্রান্তভাগে একটি বাগানবাটি আছে সেখানে ভূতের বাসস্থান বলিয়া কেহ কখনও যায় নাই। সেই বাগানে বন্ধু গণের সহিত গদাধর খেলা ধুলা করিতেন। এবং রাত্রি

কালে ভূত দেখিবার জন্য গদাধর একাই সেই বাগানে যাইতেন। ৭১।৭২

সেই সময়ে গদাধরের পিসিমাতা রমাদেবীর হৃদয়ে শীতলা দেবীর আবেশ বশতঃ তাঁহার বিকৃতাবস্থা দেখিয়া গদাধর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি মা শীতলা আমার মস্তকে প্রবিষ্টা হন তাহা হইলে আমি পূর্ণসুখী হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিব। ৭৩।৭৪।

এবং বহুবিধং তস্য সাহসং পরিলক্ষিতম্।
গ্রামবাসিভি রত্যন্তং তথা স্বজন বান্ধবৈঃ॥ ৭৫
বৃহদ্বিদ্যালয়স্তত্র ভূস্বামিনো গৃহান্তিকে।
পাঠার্থং সাসীদ্বালানাং বহ্বাসন বিভূষিতঃ॥ ৭৬
একদা পাঠশালায়া মাগতো রাজপুরুষঃ।
ছাত্রানাং সুপরীক্ষার্থং দাতুঞ্চ পারিতোষিকম্॥ ৭৭
গুরুশিষ্যাদয় স্তত্র লোকসংখ্যাঃ সহস্রশঃ।
নানাগ্রামাগতা স্ছাত্রাঃ পরীক্ষাদান হেতবে॥ ৭৮

Such were the instances of his courage witnessed by all his friends, relatives and others There was a large school close to the house of the Zeminder. Once the Inspector of schools came there to examine the boys and also to award rewards. All the teachers, students and visitors gathered there. 75 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

কামার পুকুর নিবাসী সাধারণ জনগণ এবং অত্মীয় স্বজন

आदिलीला २यः अः ।

গদাধরের এই নানা প্রকার ভাবে অত্যন্ত সাহসের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ৭৫

কামার পুকুরের বিশিষ্ট জমিদার বাবুদের প্রায় গৃহ সংলগ্ন স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বহুতর কাষ্ঠাসন অর্থাৎ চেয়ার বেঞ্চি যুক্ত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় বা পাঠশালা ছিল। কোনও একদিন সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষাপূর্ব্বক পারিতোষিক দিবার জন্য রাজ পুরুষ বা স্কুল ইনিস্পেক্টর আসিয়াছিলেন। এবং সেই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বহুতর গ্রাম হইতে অসংখ্য ছাত্র তাহাদের শিক্ষক ও দর্শকাদি লোক সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ৭৬।৭৭।৭৮

क्रम पर्य्यायत स्तेषां परीक्षा ग्रहणे क्रमे ।
पर्य्यायेनागतस्तत्र बालकः श्रीगदाधरः ॥ ৭৯

सराजपुरुषस्तन्तु दृष्ट्वा स्नेहपरिप्लुतः ।
सुस्निग्ध' बालकं रम्य माकृत्या विनयेन च ॥ ৮০

पप्रच्छ कथ्यतां तद्धि यदधीतं गुरौ स्त्वया ।
विद्याभ्यास विधौ यत्नं कुरुष्व भो गदाधर ॥ ৮১

त्वत् पिता पण्डितो मानी सोदर्य्याश्चापि पण्डिताः ।
सुखं नास्ति धनं नास्ति विद्याहीनजनस्य हि ॥ ৮২

The boys were being examined one after another. When Sri Gadadhar came up in his turn, the Inspector became very much charmed by his sweet appearance, and asked him to say something of what he had been taught. He also advised Gadadhar to get on with his

studies well for his father and brothers were all great scholars. and none without knowledge and learning could be happy and rich. 79 to 82

বঙ্গানুবাদ :—

পর্য্যায় ক্রমে এক একটি ছাত্রের পরীক্ষা কালে গদাধর পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইলে আকৃতি ও বিনয়ের দ্বারা সুকোমল রমণীয় গদাধরকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র চিত্তে পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে গদাধর গুরুর নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহা কিছু বল ? এবং পরম যত্নের সহিত বিদ্যাঅভ্যাস কর দেখ তোমার পিতা সর্ব্বজনাদৃত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সহোদরগণও সুপণ্ডিত। বিদ্যাহীন ব্যক্তির সুখ বা ধন কিছুই হয় নাই। ৭৯।৮০।৮১।৮২

गदाधरेण सोऽपुष्टो निर्भयेनान्तरात्मना।
तां शिक्षां साधु नो मन्ये भवद्भिः शिक्षिता च या॥ ८३

विषय विषलिप्ताभिर्विद्याभिः किं प्रयोजनम्।
परवञ्चन हेतुर्य्या विद्या सर्व्वत्र गर्हिता॥ ८४

तां शिक्षां न करिष्यामि यत्फलं कदलीफलम्।
इह चात्मोपतापाय प्रेत्य वै नरकाय च॥ ८५

ययैव विद्यया जीवोऽमृत मश्नाति नित्यशः।
सैव विद्या स धर्म्मश्च सा शान्तिः सा परा गतिः ८६

At this, Gadadhar fearlessly replied what he had been taught was not worth learning.

आदिलीला २य: अः

What was the necessity of that learning which was based on worldly affairs. That learning which would lead to deceiving others was abominable, as it would result in suffering in this world and in the Hell after death. The learning that would lead to the eternal truth and peace should be covetable.
83 to 86

গদাধর রাজপুরুষের কথা শুনিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন আপনারা যে বিদ্যাশিক্ষা করেন আমি সে শিক্ষাকে উত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি নাই। ৮৩

বিষয় বিষ লিপ্ত বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। কারণ আমি কি প্রকারে অন্যকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এই রূপ বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৮৪

সেরূপ বিদ্যা আমি শিক্ষা করিব না যে শিক্ষার ফল কচু আর কলা কারণ ইহলোকে প্রাণপাত পরিশ্রম। আর পরলোকে নরকে গমন। ৮৫

যে বিদ্যা দ্বারা জীবগণ নিত্য অমৃত আস্বাদন করেন সেই বিদ্যাই-বিদ্যা সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম তাহাই শান্তি এবং সেইটিই উত্তম গতি। ৮৬

वेदैरप्येव मुक्तान्तु त्यागेनामृतमश्नुते ।
धनेना धमतां याति स्नेहवान् दह्यतेऽनिशं ॥ ८७
अतः स्नेहं परित्यज्य पुत्रदारगृहादिषु ।
तत्त्यागी मतिमाधत्त यदि कल्याण मिच्छथ ॥ ८८
भवद्भिर्लिख्यतां द्वारि जाम्बुनदरसेन वै ।
इयमष्टाक्षरी भाषा सा विद्या तन्मतिर्यया ॥ ८९

आदिलीला २य: अ: ।

किमनेन बहूक्तेन सुष्ठु जानीत पण्डिता: ।
विद्यालाभस्य मूलं हि भगवच्चरणार्च्चनम् ॥ ९०

"It is said in the Vedas that eternal bliss can be attained by renunciation, riches are the root of all evils and affection sets us on fire. We should, therefore, do away with our affection for family and bend our mind on renunciation, if we wish good to ourselves. Let these words be written in letters of gold, "That is real learning which turns our mind to God." Suffice it to say that learning is acquired through worship of God. ॥ 87 to 90 ॥

বঙ্গানুবাদ—

ধনের দ্বারাই মানুষের অধঃপতন হয় ত্যাগের দ্বারাই অমৃত উপভুক্ত হয় বা অমৃতত্ব লাভ হয় এই কথা বেদে বলে। আসক্তিই মানুষকে দিবারাত্র তাপভোগ করায়। ৮৭

অতএব পত্নী পুত্র দেহ গেহাদিতে ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সকলের ত্যাগে মনোনিবেশ করুন যদি নিজের মঙ্গল চাও। ৮৮

এবং আপনারা স্বর্ণাক্ষরে নিজ নিজ গৃহের দ্বারদেশে এই আটটি অক্ষর লিখিয়া রাখুন "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" অর্থাৎ সেই বিদ্যাই বিদ্যা যে বিদ্যাদ্বারা ভগবানে মতি হয়। ৮৯

আমার এরূপ বহু বিস্তর বলিবার আবশ্যক নাই। আপনারা ভালভাবে ইহাই জানুন বিদ্যালাভের মূল একমাত্র ভগবানের চরণ সেবাই। ৯০

आदिलीला २यः अः ।

श्रुत्वा वेदान्तवेद्यन्तद्वचो वाचामगोचरं ।
बाल मुखाद्विनिष्क्रान्तं किमितन्नाव बुध्यते ॥ ৫১

किमसौ भगवान् विष्णु रुद्रोवा ज्ञानिनां वरः ।
किम्वा चतुर्म्मुखः साक्षाद्वेदस्मर्त्ता पितामहः ॥ ৫২

एवं संवदतां तेषां मध्ये साक्षाद् गदाधरः ।
स्वरूपं दर्शयामास नवदूर्व्वादल द्युति ॥ ৫৩

शङ्खचक्र गदापद्म हेमाम्बर विभूषितः ।
पादाङ्गुष्ठा द्विनिष्क्रान्ता गङ्गा हिमवतः सुता ॥ ৫৪

All were astonished to hear these deepty significant utterings from a child. Was he Lord Vishnu Himself? Or Rudra, the wisest of all gods? Or, the four faced Bramha, the grandfather of all living beings, and the preacher of the Vedas? When all were musing thus, Gadadhar showed his divine self with four hands holding conch, wheel, club and lotus, with the lustre of new grass and with the Ganges, the daughter of the Himalayas, coming out of His toe.

॥ 91 to 94 ॥

বঙ্গানুবাদ—

বালক গদাধরের মুখনিঃসৃত সাধারণ বাক্যের অতীত বেদান্ত-বেদ্য সেইরূপ কথা শুনিয়া ইহা কি? এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন ইনি কি স্বয়ং ভগবান

আদিলীলা ২য়: অ: ।

নারায়ণ অথবা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর কিংবা সাক্ষাৎ বেদ স্মরণকারী পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ৯১

এইরূপ বলিতেছেন সেই সকল জনসাধারণের মধ্যে নব দূর্ব্বাদল শ্যামল সাক্ষাৎ গদাধর অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার স্বরূপ দেখইয়াছিলেন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভূজ এবং হিমালয়ের কন্যা গঙ্গা। ৯২

नूपुरौ विमलौ भान्तौ सशब्दौ चरणाब्धयोः ।
चन्दन तुलसीगन्धं कोटि चन्द्र नखद्युतिं ॥ ९५

दृष्ट्वैव भगवद्रूपं परमानन्द निर्वृताः ।
प्रणम्य भक्तिभावेन तुष्टुवुस्तं जना मुदा ॥ ९६

देव देव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम ।
त्रातुं घोरान् कलेर्जीवानवतीर्णोऽसि मायया ॥ ९७

मादृशैर्ज्ञानभक्तिभ्यां विहिनैः पुरुषाधमैः ।
यत् प्रत्यक्षौ कृतं रूपं त्वत् कृपैव हि केवलम् ॥ ९८

On seeing the appearance of the Divinity, all prayed for His grace and felt glad to have been blessed by Him. ॥ 95 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্গতা চরণদ্বয়ে সশব্দে নূপুর শোভিত সচন্দন তুলসীযুক্ত নখকান্তি কোটিচন্দ্র কান্তিসদৃশ এবম্ভূতভগবৎস্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক জনসমূহ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তিভাবে প্রণামকরতঃ তাঁহারা আনন্দে গদাধরকে স্তব করিয়াছিলেন। ৯৫।৯৬

আদিলীলা ২য়: অ:।

হে পুরাণ পুরুষোত্তম দেবদেব জগন্নাথ এই ভয়ঙ্কর কলিকালের জীবসকলের পরিত্রাণের জন্য মায়াবল হনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯৭

জ্ঞান ভক্তি শূন্য পুরুষাধম আমরা আপনার যে অপূর্ব্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা কেবলমাত্র আপনার কৃপায়। ৯৮

एवं स्तुवद्भिस्तत्रस्थैः प्राग् दृष्टो यो गदाधरः।
स एव पुरतो भाति परोक्षार्थी क्षणेन हि॥ ९९

अपूर्व्वेयं हरेर्माया यां न जानन्ति योगिनः।
एवमुक्त्वा ततः सर्व्वे स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा॥ १००

रीतिरासीत्तदानीं वै बालकानामियं ध्रुवा।
तृण निर्म्मित पात्रेषु केचिद्वस्त्राञ्चलेषु च॥ १०१

नीत्वा भृष्ट तण्डुलांश्च बालाश्चानन्द सं प्लुताः।
ग्रामाद् ग्रामान्तरं यान्ति खादन्तः पथिमध्यतः॥ १०२

Soon Gadadhar withdrew his divine appearance and reverted back to his human form of the child. All were puzzled with these mysterious transformations of Gadadhar and dispersed. It was the habit in those days that the children while going from one village to another, used to eat fried rice which they used to carry in an earthen pot or the skrit of their cloth. ॥ 99 to 102 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপে সেইস্থানে স্তবকারী জনগন পূর্ব্বে যে গদাধরকে

পরীক্ষার্থীরূপে দেখিয়াছিলেন ক্ষণমাত্রে সেই গদাধরই তাঁহাদের নিকটে পরীক্ষার্থীরূপে প্রকাশিত হইলেন। ৯৯

ভগবানের মায়া অত্যাশ্চর্য যোগিগণও যে মায়ার স্বরূপ অবগত নহেন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল লোক প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ১০০

তদানীন্তন বালকগণের এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল কোন কোন বালক তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে কেহ কেহ বা বস্ত্রাঞ্চলে মুড়ি লইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত খাইতে খাইতে নিজ গ্রাম হইতে ভিন্ন-গ্রামে যাইত। ১০১।১০২

एकदा वामहस्तेन धृत्वा टोकीं मुदा युतः।
दक्षेण पाणिना खादन् समिष्ट भृष्ट तण्डुलान्॥ १०३
ग्रामाद्बहिः क्षेत्रमध्ये याति तत्र गदाधरः।
प्रतीच्यामुदितो मेघ शब्दस्तुरग शब्दवत्॥ १०४
छादयित्वा महाकाशं मेघो यथा चमूपतिः।
सौदामन्यम्बुद क्रोड़े सैन्यास्त्र ज्योतिषा समा॥ १०५
दृष्ट्वासौ दूर्द्ध दृष्टिः स भावा वेशाद् गतस्मृतिः।
वाह्यसंज्ञा विहीनोऽयं न्यपतत् क्षेत्र मध्य ग.॥ १०६

When, one day, Gadadhar was going through paddy fields away from the village, he beheld a great thundering cloud coming towards him, and fell there senseless. ॥ 103 to 106 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন আনন্দচিত্তে বালকগণ টোকী অর্থাৎ তৃণ নির্ম্মিত পাত্রে

গুড় মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে গ্রামের বহির্ভাগে মাঠের মধ্যে যাইতেছে তন্মধ্যে গদাধরও আছেন। এমত সময়ে রণ শব্দের মত মেঘ শব্দ পশ্চিমদিকে উত্থিত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ সৈন্যদ্বারা যেরূপ ভূমিতল আচ্ছাদন পূর্ব্বক গমন করেন তদ্রূপ মেঘনায়ক মহাকাশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক সৈন্যগণের অস্ত্র জ্যোতিসদৃশ মেঘের ক্রোড়ে বিদ্যুৎদৃষ্ট হইলে ঊর্দ্ধদৃষ্টি গদাধর ভাবাবেশ বশতঃ নষ্ট স্মৃতি হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় সেইস্থানে অর্থাৎ মাঠের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। ১০৩।১০৪।১০৫।১০৬

भोज्यद्रवं सपात्रञ्च विच्छिन्नं भुविलुण्ठितम्।
बहुक्षणा गतास्वास्थ्य वाह्य ज्ञानास्थितस्य च॥ १०७

भावाविष्टोऽय माद्यो वै सप्तवर्ष वयःक्रमे।
जातोमहात्मन स्तस्य व्योमसौन्दर्य दर्शनात्॥ १०८

तत्रस्थकर्षकैः सर्व्वैः समुत्तोल्यातियत्नतः।
तद्‌गृहं प्रापितः क्षिप्रं पित्रेथ्यास्त्र समर्पितः॥ १०९

बालकस्य स्मृतिः शक्तिरलौकिकीमता तथा।
श्रीरामकृष्ण गीतिश्च श्रीकाली कीर्त्तनादिकम्॥ ११०

The food with the pot lay scattered on the ground and he remained senseless for a long time. Thus at the age of seven years he realised Divinity for the first time, at the sight of the over whelming beauty of the clouds and the sky. He was picked up by some peasants and carried to his father. The uncommon memory of the

boy was very astonishing. He could commit to memory any scng hymn or story from mythology as soon as he had heard it. ॥ 107 to 100

বঙ্গানুবাদ ঃ—

খাদ্য দ্রব্য অর্থাৎ গুড় মুড়ি পাত্রের সহিত হস্তচ্যুত হইয়া সেই স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য গদাধরের বহুতর সময় গত হইয়াছিল। ১০৭

আকাশের শোভাসন্দর্শনে গদাধরের সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমে এইটিই প্রথম ভাবাবেশ বা সমাধি হইয়াছিল। ১০৮

যেখানে মহাপুরুষ গদাধর পতিত হইয়াছিলেন সেইস্থানের কৃষকগণ যত্নপূর্ব্বক তদবস্থ গদাধরকে ক্ষুদিরামের গৃহে আনয়ন-পূর্ব্বক পিতামাতার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১০৯

বালকের যেরূপ তন্ময়তা তদ্রূপ স্মৃতিশক্তিও আলৌকিক শ্রীরামায়ণগান বা কৃষ্ণযাত্রা অথবা কালীকীর্ত্তনাদি। ১১০

उत पौराणिकी वार्त्ता चाभ्यस्त' श्रुति मात्रतः ।
नाभ्यस्तं केवलं तन्तुसुरताल लयादिकम् ॥ १११

युक्तं सुमधुरं गीतं श्रुत्वा मुग्धा जनास्तदा ।
प्रशशंसु विंशेषेण बालस्य भावदर्शनात् ॥ ११२

नागा नामक भिक्षुणा माविर्भावो ह्यभूत्तदा ।
दीर्घजटा भस्मलिप्त दीर्घकृष्ण वपूंषि च ॥ ११३

दृष्ट्वा बालाः स्त्रियो भीताः प्रोचुरन्तर्गृहङ्गताः ।
स्त्रीबाल खादकास्त्वेते राक्षसा नात्र संशयः ॥ ११४

He could recite them with the exact tune and intonation. His divine moods also received

great appreciation from everybody. Once a class of beggars appeared in the locality. They had long matted hair and tall dark figures smeared with ashes. On seeing them, the women and children would run into houses with the thought that these must be demons who ate women and children. ॥ 111 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

বা পৌরাণিক কথা শ্রবণমাত্রে অভ্যাস হইত। কেবলমাত্র যে অভ্যাস হইত তাহা নয় সুর তাল ও লয়াদিযুক্ত সেই সকল গান সুমধুরভাবে শ্রবণ করাইয়া জনগণকে মুগ্ধ করিতেন। এবং জনগণ ও বালকের অত্যুচ্চ ভাব দেখিয়া ভুরি ভুরি প্রসংশা করিতেন। ১১২

সেই সময় নাগা নামক সন্ন্যাসীগণের কামারপুকুরে আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত ভস্মলিপ্তদীর্ঘাকার ও কৃষ্ণবর্ণ দেহসকল দেখিয়া স্ত্রী ও বালকগণ ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিত ইহারা স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে দেখিবামাত্র খাইয়া ফেলে। অতএব এই সকল সন্নাসী রাক্ষস এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১১৩।১১৪

अजातभय बालस्तु तन्मध्ये श्रीगदाधरः।
मिलित्वा स्तोत्रगीतादि तान् विश्राव्य सुहास्ययुक्॥ ११५

सन्न्यासिभिर्भो गद्रव्यं भगवत्यर्पितञ्च यत्।
भुक्तं तद् भक्तियुक्तेन गदाधरेण तत्क्षणम्॥ ११६

आदिलीला २यः अः।

एकदा नववस्त्रञ्च छित्वा सन्न्यासिसन्निधौ।
कौपीनबन्धनं कट्यां बहिर्वासो धृतं मुदा ॥११७

भस्मना लिप्त सर्व्वाङ्गं ललाटे दीर्घपुण्ड्रकम्।
वक्षोऽक्षमालया युक्तं धृतदण्डकमण्डलुं ॥११८

The boy Gadadhar would sing songs and hymns to them without any fear. He would also partake of the eatables offered to the gods by the Sannyasis. Once he dressed himself like a Sannyasi with body smeared with ashes, clad with strips of cloth and holy marks on the forehead. He had also a stick, a Kamandalu and a garland made of holy nuts. 115॥ to 118॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভয়শূন্য বালক গদাধর সেই সকল সন্ন্যাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের স্তব ও গানাদিশ্রবণ করাইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন। ১১৫

সন্ন্যাসীগণ ভগবদুদ্দেশে যে সকল ভোগ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন গদাধর সেইসকল প্রসাদীয় দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ১১৬

একদিন গদাধর নিজ পরিধেয় নূতন বস্ত্রটি সন্ন্যাসী গণের নিকট ছিন্ন করিয়া কটিদেশে কৌপিন বন্ধন এবং আনন্দের সহিত বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন। ১১৭

সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ললাটে দীর্ঘপুণ্ড্র, বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা ও হস্তে কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক। ১১৮

दृष्ट्वा सुविस्मिताः सर्व्वे गच्छन्तं हर्षगद्गदं।
वयस्यादिजनोपेतं स्वगृहं तं गदाधरम् ॥११९

আদিলীলা ২য়: অ: ।

দৃষ্ট্বা মাতার্ত্তনাদেন বালকং সমপৃচ্ছত ।
কথমেবম্বিধো বেশ: কেন বা বেশিতোঽধুনা ॥১২০

তেন চোক্তং মুদা মাত: সাধুভি: সজ্জিতো হ্যহং ।
বেশোঽয়ং সাধুভক্তানাং সন্মার্গস্য প্রদর্শক: ॥১২১

তেন লীলাতনুর্বাল্যে লীলার্থে প্রকটীকৃতা ।
বভূবু বিবিধা লীলা বহুনাং দৃষ্টিগোচরা: ॥১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য বাল্যলীলা বর্ণনরূপো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

He came home in great joy. It, however, greatly pained his mother to see him in that guise. On being asked by his mother he said that he was so dressed by the Sannyasis who were devotees to God and could guide men to Truth and eternal bliss. In this way he revealed his Divine Self in various ways in his childhood.

Thus, in the Sri Sri Ramakrishna, Bhagabatam depicting the life history of Sri Sri Ramakrishna, ends the second chapter entitled, "The mysterious revelations by Gadadhar in his childhood."119॥122

বঙ্গানুবাদ :—

বন্ধুবর্গ বেষ্টিত হর্ষ গদগদ চিত্তে গৃহ গমন কারী গদাধরকে দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১১৯

মাতা চন্দ্রাদেবীও তদবস্থ বালককে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এরূপ বেশ কেন! কে তোমাকে এরূপ বেশ করাইয়াছেন। ১২০

আনন্দের সহিত গদাধর বলিয়াছিলেন সাধুগণ আমাকে এইরূপ

ভাবে সাজাইয়াছেন। সাধুভক্তগণেরই এইরূপ বেশ। এবং সাধুগণের সৎপথই আমি অবলম্বন করিয়াছি। এইরূপে বাল্যকালে লীলার জন্য লীলাময় গদাধর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবের বহু প্রকার লীলা তদানীন্তন বহুলোকে বহুবার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ১২১।১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতায় গদাধরের বাল্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইল। ২অঃ।

আদিলীলা ৩য়: অ:।

अष्टाशीतितमे वर्षे शारदीय महोत्सवे।
गतः श्रीक्षुदिरामस्तु भागिनेय गृहं शुभम् ॥१

पीड़ितः क्षुदिरामस्तु तत्र पीड़ा व्यवर्द्धत।
सद्वैद्यौषधिशुश्रुषा पथ्यादेर्न त्रुटिः कृता ॥२

नाम्ना श्रीरामचाँदेन भागिनेयेन केनचित्।
मातुलस्यान्तिमा यात्रा मद्गृहे नात्र संशयः ॥३

भवेदेवं विनिश्चित्य कामारपुकुरात्तदा।
आनीतो मातुलसुतो ज्येष्ठो रामकुमारकः ॥४

On the occasion of Saradiya Puja Festival in the year when Khudiram attained the age of eighty years, he went to the house of his nephew. He fell ill there and his condition began to grow more and more serious in spite of every effort, and arrangements for treatment by good physicians and careful nursing. Thinking that his uncle would

surely breathe his last, his nephew. Ramachand by name, sent for his eldest son, Ramakumar, from Kamarpukur. 1 ॥ to ॥ 4

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শুভ শারদীয় মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাশীতিবর্ষ বয়সে ক্ষুদিরাম তাঁহার রাম চাঁদ নামে ভাগিনার বাড়ীতে গিয়া ছিলেন। ১

এবং সেই স্থানে ক্ষুদিরাম বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে পীড়ার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভাগিনেয় রামচাঁদ মাতুল ক্ষুদিরামের পীড়ার উপশমের জন্য উত্তম বৈদ্য ঔষধ সেবাশুশ্রূষা ও পথ্যাদির কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। ২।৩

মাতুলের আমার গৃহে এই শেষ আগমন ওইরূপ ভাবিয়া কামার পুকুর হইতে মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে আনাইয়াছিলেন। ৪

एवं कृच्छ्रगतोदेव्याः पूजनं त्रिदिनं कृतम् ।
दशम्यान्तु प्रातरेव कृतं देव्या विसर्ज्जनम् ॥५

निमज्याम्भसि मध्याह्ने देव्यास्तां प्रतिमां शुभां ।
आगतं रामचाँदन्तु दृष्ट्वा कम्पस्वरेण च ॥६

उक्तं श्रीक्षुदिरामेन प्रतिमा किं विसर्जिता ।
विसर्ज्जनं समाप्यैव शेषकृत्यं कुरूस्व भो ॥७

आशीर्व्वादं प्रयच्छामि श्रीरामे मतिरस्तु ते ।
पुत्रानां यः कनिष्ठो मे तदर्थं चिन्तितोऽधुना ॥८

Thus with a sorrowful heart, Ramchand performed three days' worship of the Goddess and in the noon of the fourth day immersed the image in

the water. After the immersion ceremony when he returned home, Khudiram said to him. "Now that the image has been immersed, you shall have to perform my last rites. I bless you that you may have unflinching devotion to Shri Rama. I am now worried about my youngest son." 5 ॥ 8

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ ভাবে রামচাঁদ তিন দিন দুঃখের সহিত দুর্গাপূজা করিয়া ৺বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে দেবীর বিসর্জনের পর সেই সর্ব্বমঙ্গলা মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমা জলমগ্ন করিয়া মধ্যাহ্নে আগত রামচাঁদকে দেখিয়া ক্ষুদিরাম কম্পিত স্বরে বলিয়া ছিলেন রামচাঁদ মা জগদম্বার প্রতিমা বিসর্জন করিলে! এইবার আমার শেষকৃত্য বিসর্জন কর ৫।৬।৭

আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার পুর্ণব্রহ্মনারায়ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে মতি হউক। উপস্থিত আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যই বিশেষ চিন্তা। ৮

কুরু তস্য সুকল্যানং রঘুবীর দয়ানিধে।
ভবতঃ পাদয়োর্নস্য তং যামি ভবদন্তিকে ॥৯

কৃত্বা শয্যোত্থিতং মান্তু সমুত্তোল্যাতি যত্নতঃ।
শুদ্ধাসনে স্থাপয়িত্বা কুরু পদ্মাসনং মম ॥১০

তত্ক্ষণাত্তত্কৃতং তেন চোপবিশ্যাতি কৃচ্ছ্রতঃ।
অঞ্জলিং মস্তকেবদ্ধা শ্রীরামং ধ্যাতবান্ দ্বিজঃ ॥১১

ভবভয়হরমেকং ভানুকোটি প্রকাশং
করধৃত শরচাপং কালমেঘাবভাসম্।

आदिलीला ২য়: अ:।

कणकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं
कमलविशदनेत्रं जानकी राममीड़े ॥१२

"Oh Raghubir, be pleased to protect him from all evils. Placing him at your feet, I leave this world. Please raise me up and make me seated in Padmasana." When it was so done, Khudiram meditated upon Sri Ramachandra with his folded hands placed on his forehead. "I pray to Sri Rama chandra, the consort of Janaki, having wide lotus like eyes, ear-ring studded with jewels, clothes emiting golden lustre, complexion of black clouds, hands holding bow and arrows and brilliance of million suns." ॥ 9 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে রঘুবীর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান কর। হে দয়ানিধি আপনার পাদপদ্মে আমার গদাধরকে সমর্পণ করিয়া আমি আপনার নিকটেই যাইতেছি।

॥ ৯ ॥

রামচাঁদ ; আমাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া অতি সাবধানে ধারণ পূর্ব্বক অন্য একটি পবিত্র আসনে পদ্মাসন করিয়া বসাইয়া দাও।১০

রামচাঁদ তৎক্ষণাৎ সেইরূপে মাতুলকে বসাইলে ক্ষুদিরাম বহু কষ্টে বসিয়া মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন। ১১

হে ভবভয় নাশক কোটি সূর্য্যতুল্য জ্যোতিঃপুঞ্জ কর ধৃত্র ধনুর্ব্বাণ নূতন মেঘের মত দেহ বর্ণ মনোহর স্বর্ণবস্ত্র পরিধান কারী বহু

রত্নবিশিষ্ট কুন্তলশোভিত মা জানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট পদ্ম পলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রের শেষ যাত্রাকালে শরণ লইলাম। ১২

राम' रामानुज' सीतां भरत' भरतानुज' ।
सुग्रीव' वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुन: पुन: ॥१३

एव' ध्यात्वा गद्गदेन स्वरेण नेत्रवारिणा ।
आर्द्रीभूतो राम नाम रघूवीरस्य मङ्गलम् ॥१४

वदन् प्रारब्धजं देह' तत्याज पाञ्चभौतिक' ।
ततः शुद्धां भागवतीं सच्चिदानन्दरूपिनीं ॥१५

तनु' लब्धा गतो विप्र स्तद्विष्णोः परम' पद' ।
वैकुण्ठाख्य' पूर्ण ब्रह्म श्रीराम: सीतया सह ॥१६

"I bow down to Rama. Lakshmana, Sita Bharat, Satrughna, Sugriba, and Hanuman." Thus meditating on Sri Rama and Raghubir, he, left this mortal world. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামলক্ষণ, সীতা, ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বায়ুপুত্র হনুমানকে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রণাম করি ॥ ১৩

এইরূপভাবে ক্ষুদিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া গদগদ স্বরে ভগবান রামচন্দ্রের তারক ব্রহ্মনাম রাম নাম বলিতে বলিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম জনিত এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগদ্দেহ লাভ করিয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় দেহে ক্ষুদিরাম বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া ছিলেন।

যে বৈকুণ্ঠে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নিত্য বিরাজিত সেই স্থানে যাইয়া সীতা রামের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ক্ষুদিরামের অত্যুত্তম আশ্চর্যরূপে মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।

॥ ১৪--১৭

विराजितौ यत्र तत्र तत्सेवां प्राप्तवान् द्विजः।
एवमद्भुत संयानमभूत्तस्योत्तमोत्तमं ॥१७

निशीथे शवदेहन्तु सङ्कीर्त्तन पुरःसरं।
नीत्वानद्यास्तीरभूमि मन्त्येष्टिं सुसमाप्य च ॥१८

पराह्ने शोकसन्तप्तः पुत्रो रामकुमारकः।
स्वगेहे पुनरागम्य पितुः स्वर्गति मुक्तवान् ॥१९

हाहारवैः पूर्णमासीत् कामार पुकुरस्तदा।
तद् ग्रामवासिनः सर्व्वे शोक-संविग्नमानसाः ॥२०

His dead body accompanied with the chanting of holy names was taken to the bank of the river and hts last rites were performed. Next day Ramkumar returned home and gave out the news of his father's death. The people of the village of Kamarpukur became very sad and lamented the death of Khudiram.

॥ 17 to 20 ॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ**

ক্ষুদিরামের মৃত দেহ অর্দ্ধরাত্রে সঙ্কীর্ত্তন সহকারে নদী তীরে লইয়া যাইয়া শ্মশানক্রিয়া অর্থাৎ চিতাপিণ্ড ও দাহাদি করিয়া পর দিনে শোক সন্তপ্ত রামকুমার কামারপুকুরে পিতার স্বর্গলাভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮ ॥ ১৯

কামার পুকুর নিবাসী জনগণ ক্ষুদিরামের মৃত্যু অবগত হইয়া শোক নিমগ্ন পূর্ব্বক স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র হাহাকার রবে গ্রাম পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০

বালবৃদ্ধযুবানশ্চ স্নানাহার বিবর্জ্জিতাঃ।
পিতুঃ প্রেতত্বমুক্ত্যর্থং স্বর্লোকগমনায় চ ॥২১

বৃষোৎসর্গঃ কৃতো রামচাঁদস্য সহযোগতঃ।
বেদজ্ঞ বহুবিপ্রাণাং দানমানাদিভিস্তথা ॥২২

পূজনং ভোজনং তত্র কারয়ামাস সুব্রতঃ।
পিতৃকৃত্যে সুসম্পন্নে শ্রীরামকুমারোপরি ॥২৩

সংসারভারঃ পতিতঃ কুলধর্ম্মানুসারতঃ।
তদা তন্মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামেশ্বর নামকঃ ॥২৪

With the help of Ramachand, the Sradh ceremony was performed under guidance and supervision of many bramhins well versed in the Vedas Thereafter Sri Ramkumar had to shoulder the burden of the family. ॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পিতার প্রেতভাবের মুক্তি ও স্বর্গলোকে গমন কামনা করিয়া রামকুমার রামচাঁদের সাহায্যে বৃষোৎ সর্গশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে পণ্ডিত রামকুমার বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান ও সম্মানাদি দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি সাধন এবং ভোজন পূজন করাইয়াছিলেন পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন হইলে কুলধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ

আদিলীলা ३য়ঃ অ: ।

ভ্রাতা রামকুমারের উপরই সংসার রক্ষার ভার সম্যকরূপে পড়িয়া ছিল। সেই সময়ে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শি পণ্ডিত রামেশ্বর নামে রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা এবং আট বৎসরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর নামে রামকুমারের ২টি ভ্রাতা ও মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন॥ ২১।২৫

अष्टादशवयःप्राप्तः स्मृतिज्योतिषपारगः ।
पितुर्वियोगसन्तप्तश्चाष्टवर्षो गदाधरः ॥२५
ज्ञातः साधारणैः किन्तु विशोकोऽयं गदाधरः ।
विद्याभ्यासे तदारभ्य प्रायेन यत्नहीनता ॥२६
निर्जनप्रियता चिन्ताशीलता परिलक्षिताः ।
राजोद्याने भूति खाले मोड़लस्य मृतालये ॥२७
उपविश्योर्द्ध दृष्टिः स सदाचिन्तापरोऽभवत् ।
शीतवर्षादिभिर्बालो न किञ्चिदपि चालितः ॥२८

Rameswar, the second son, who was at that time eighteen years old and well-versed in the Smriti and Jyotish shastras, was much bereaved. But the youngest son, Gadahar, did not appear to have been affected by any sense of bereavement. He was seen to be fond of lonelinees and thoughtfulness but careless of his studies. In the King's garden, or the crematory ground of Mondal, or by the Bhuti cannal he was often found to be sitting in a meditative mood with his eyes turned upwards. Neither cold nor rain could prevail upon him. ॥ 25 to 28॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পিতার মৃত্যুর জন্য শোকাতুর গদাধরকে সাধারণ লোক সকল শোক মুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময় গদাধরের বিদ্যা শিক্ষায় যত্ন হীনতা নির্জন প্রিয়তা ও চিন্তা শীলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ২৬

রাজার বাগানে ভূতির খালে মোড়লের মহা শ্মশানে বসিয়া গদাধর উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন।

শীত বর্ষা বা প্রখরতর রৌদ্র হইলেও গদাধর কিছু মাত্র বিচলিত হইতেন না। ২৭।২৮

दिवा किम्वा निशीयम्वा न जानाति गदाधर:।
धर्म्मदाससुतो वाल: श्रीगयाविष्णु नामक: ॥२९

वन्धुत्व मुभयोरासीन्नाम साहृश्यतस्तयो:।
ग्राममात्रं भोज्यद्रव्यं मिष्टान्नं वा फलादिकं ॥३०

अकृत्वा वन्धुसात् क्वापि न तदास्वादनं कृतम्।
पूर्णे तु नवमे वर्षे उपनीत्यर्थमुद्यम: ॥३१

कृतो रामकुमारेण भ्रातुर्गदाधरस्य हि।
श्रुत्वैवं स्वोपनयनं प्रोक्ता माता प्रतिश्रुति: ॥३२

Gadadhar had no sense of day and night. Gayavishnu, son of Dharmadas was his fast friend. Neither of them would eat anything without sharing it with the other. When Gadadhar became nine years old, Ramkumar began to make preparation for the sacred thread ceremony.

When he came to know of this he reminded his mother of his promise. 29 to 32

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পরন্তু এইটি দিন কি রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকিত না। পিতৃ বন্ধু ধর্ম্মদাসের গয়া বিষ্ণু নামে একটি নাবালক পুত্র ছিল, গদাধর ও গয়া বিষ্ণুর নামের প্রায় সমতা বশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ২৯

খাদ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন বা ফলমূলাদি পাইলে কেহ কখনও বন্ধুকে না দিয়া খাইত না। গদাধরের নবম বর্ষ পূর্ণ হইলে রামকুমার গদাধরের পৈতা বা উপনয়ন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ৩০।৩১

গদাধর উপনয়ন হইবে শুনিয়া ধাত্রীমাতা ধনীকে যাহা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মাতা চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন। ৩২

या दत्ता ह्युपमात्रे च बालगदाधरेण वै ।
धनीनाम्न्युपमाता मे भिक्षामग्रे प्रदास्यति ॥३३

नोचेदहं न गृह्णामि यज्ञसूत्रं कदाचन ।
श्रुत्वारामकुमारस्तु दुःखितोऽभुद्विशेषतः ॥३४

वेदारम्भात् परं सूर्य्यं शूद्रं साधारणस्त्रियं ।
दिनत्रयं न द्रष्टव्यमिति शास्त्रस्य शासनम् ॥३५

शास्त्राचार परित्यागी स्वजनैर्निन्दितो भवेत् ।
तत्कर्म्मदिन पूर्व्वाह्ने धर्म्मदासे गृहागते ॥३६

He said,"I will not take the sacred thread, tf I am not allowed to take alms first from my midwife

named Dhani. At this Ramakumar became very sorry because after initiation to the Vedas a bramhin should not see the non-bramhins for three days, and any disregard of this rule would be condemned by all friends and relatives. When Dharmadas came up on the day previous to the day of ceremony, Ramakumar represented the matter before him for his decision. 33 to 36

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ধনী নামে ধাত্রীমাতা আমার উপণয়নের সময় সর্ব্ব প্রথমে আমাকে ভিক্ষা দিবেন। ৩৩

তাহা না হইলে আমি কখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না। রামকুমার গদাধরের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। ৩৪

কারণ ব্রহ্মচারী বেদারম্ভের পর সূর্য্য শূদ্র এবং সাধারণ স্ত্রীলোক কে ন্যূনকল্পে তিন দিন দেখিবেন না এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ। ৩৫

শাস্ত্রোক্ত সদাচার না মানিলে সকলের নিকট নিন্দিত হইতে হয়। পরন্তু পাপ হয়। ৩৬

राजतुल्यो विद्वन्धी मीमांसाभार आह्वितः।
उक्तं रामकुमारेण शूद्रकन्या धनी कथं ॥३७

भिक्षां दास्यति सर्व्वाग्रे श्रुत्तं मातुःसमीपतः।
अतोऽत्र सुविधेयं यत् तदुपादिश नो वुधः ॥३८

प्राचीनः कर्म्मकुशलो भवान् वृद्धोऽति धार्म्मिकः।
श्रुत्वैवं सकलं रामकुमारमवदत्तदा ॥३९

आदिलीला ३य: अ: ।

यद्यप्यस्मिन्कुलेनास्ति शूद्रभिक्षा कदाचन ।
किन्तु ब्राह्मणपुत्रस्य बालकब्रह्मचारिणः ॥४०

Ramakumar said, "It is learnt from my mother that Dhani, a nonbramhin woman, will be the first to give alms to Gadahar. I place the matter before you for decision. At this Dharmadas said, "Even though this goes against the custom of of your family, it obtains very often elsewhere."
37 to 40

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গদাধরের উপনয়নের পূর্ব্বদিনে মহাধনী পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস রামকুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর এই বিষয়টির মীমাংসার ভার দিয়া রামকুমার বলিয়াছিলেন শূদ্রকন্যা ধনী সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবেন ইহা আমি মায়ের কাছে শুনিয়াছি অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি উপদেশ দিন।
৩৭।৩৮

যেহেতু আপনি ধার্ম্মিক বয়োবৃদ্ধ কর্ম্মকুশল ও পিতৃবন্ধু। ধর্ম্মদাস রামকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যদ্যপি আপনাদের বংশে কখনও শূদ্রভিক্ষা হয় নাই। ৩৯

তথাপি ব্রাহ্মণ পুত্র বালক ব্রহ্মচারী বহুস্থলে শূদ্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৪০

बहुत्र शूद्रभिक्षाया ग्रहणं दृश्यते मया ।
प्रतिश्रुतेःपालनार्थं बालेच्छापूरणाय च ॥४१

अतोऽत्रशूद्रभिक्षाया न तादृग् दोष उच्यते ।
तन्मतेनैव सा साध्वी धनी श्रीब्रह्मचारिणि ॥४२

मेखलाजिन संयुक्त यज्ञसूत्र धराय च ।
विल्वदण्ड वंशदण्ड काष्ठ पादुका धारिणे ॥४३

मातर्भिक्षां प्रयच्छेति भिक्षार्थमुद्यताय च ।
दत्वा भिक्षां धनी माता प्रणम्य श्रीगदाधरम् ॥४४

"In this act of taking alms from a non-bramhin the question of any grave concern cannot arise specially when it is so done to keep a promise and also to fulfil the desire of a young boy. Accordingly Dhani, the mid-wife was allowed to give alms to Gadadhar on the day of the ceremony. ॥ 41 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব এস্থলে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন ও বালকের ইচ্ছা পূরণ জন্য শূদ্র ভিক্ষায় সেরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। ৪১।৪২
সেই ধর্ম্মদাস বাবুর মতানুসারে গদাধরের উপনয়নের সময় সাধ্বী ধনী নাম্নী ধাত্রীমাতা মুণ্ডিত মস্তক মেখলাজিন যুক্ত কাষ্ঠ পাদুকা যুগল ও গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী গদাধর মাতা আমাকে ভিক্ষাদান করুন এইরূপ ভাবে ভিক্ষার ঝুলি উন্মুক্ত করিলে ধনীমাতা সর্ব্বাগ্রে গদাধরকে ভিক্ষা দান করিয়া এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন।
৪৩।৪৪

आह चैवं कृतार्थाहं कृपया तव हे प्रभो ।
त्वमेव जगतां त्राता भगवान् विष्णुरव्ययः ॥४५
अतो हे त्वां नमस्यामि भुयोभूयो नमाम्यहं ।
सावित्रीग्रहणञ्चैवं सुसम्पन्न मलौकिकं ॥४६

आदिलीला ३यः अः।

श्रीरामकुमार एव वेदारम्भ मकारयत्।
ततः श्रीरघुवीरस्य शीतलाया घटस्य च। ४७

पूजनं सुष्टुभावेन कृतं गदाधरेण वै।
पूजाकाले भक्तिनिष्ठाभावार्द्रहृदयेन तु॥४८

After performance of the sacred thread ceremony, Ramkumar initiated Gadahar to the study of the Vedas, and made him worship Sri Raghubir and Goddess Sitala. 45 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে প্রভো আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম। তুমিই জগতের জীবের পরিত্রাণকারী সনাতন ভগবান নারায়ণ। ৪৫

অতএব তোমাকে নমস্কার করি পুনঃ পুনর্ব্বার তোমার চরণে অনন্ত কোটী নমস্কার করি। এই প্রকারে অলৌকিক ভাবে গদাধরের সাবিত্রী গ্রহণ বা উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬

গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারই বেদারম্ভ গায়ত্রী দানাদি যাবদীয় কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনয়নের পর গদাধর কুলদেবতা রঘুবীর ও শীতলা ঘটের সুন্দর ভাবে পূজা করিতেন। ৪৭।৪৮

साक्षात्कृत. समाधिना सच्चिदानन्द विग्रहः।
भावभावितचित्तेन यदुक्तं सत्यमेवतत्॥४९

तत्क्षणात्तद्भवत्येव दृष्ट्वा सर्व्वे सुविस्मिताः।
एकदा राजतुल्यानां बहुमानवतां सतां॥५०

आदिलीला ३यः अः ।

तेजो-बल-समृद्धानां   विप्रदेवत-मानिनां ।
प्रायेन  गृह-संलग्न सुदीर्घ मण्डपे शुभे ॥ ५१ ॥

दानसागर श्राद्धाह्ने सभा-शोभा-समायुते ।
स्वर्णरौप्य-मयैर्दान द्रव्यैस्तु बहु-विस्तरैः ॥ ५२ ॥

Whatever he would say in his divine mood, came to be true. All were surprised to witness this. Once, on the occasion of Dan-sagar (i.e. the sea of gifts) Sradh ceremony to be performed by a very rich man, great scholars and respectable guests gathered together and huge quantities of costly gifts were kept ready for distribution.

॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজাকালীন ভক্তি নিষ্ঠা ও ভাব বিগলিত হৃদয় বশতঃ—সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ সাক্ষাৎ করিতেন। তজ্জন্য পূজাকালীন যাহাকে যাহা বলিতেন সেই সকল বিষয় তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইত। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত।৪৯

কোনও সময়ে রাজ তুল্য ধনী অত্যুচ্চ সম্মান সমন্বিত তেজো বল সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত জমিদারগণের প্রায় গৃহ সংলগ্ন সুদীর্ঘ মণ্ডপে দানসাগর নামক শ্রাদ্ধ দিবসে বহুবিস্তর স্বর্ণরৌপ্যাদি দানীয় দ্রব্য বিশিষ্ট।৫।৫১।৫২

अत्युच्च  कलशै रत्नपात्रैश्च  परिपुरिते ।
बहवः पण्डितास्तत्र समासीना महाशयाः ॥ ५३ ॥

आदिलीला ३यः अः।

मीमांसान्याय स्मृत्यादि धर्मशास्त्र विशारदाः ।
नाना देशागतास्तैतु सशिष्य भृत्य वाहनाः ॥ ५४ ॥
तत्तच्छास्त्र विचारेषु निविष्टाः शुद्ध-बुद्धयः ।
तत्र कश्चिद् ब्राह्मणस्तु कुलीनो यष्टिधारकः ॥ ५५ ॥
कंङ्काल मात्र सारस्तु कम्पान्वित-कलेवरः ।
शूलव्याधि-समायुक्तः क्षीणकण्ठस्वरी युवा ॥ ५६ ॥

In that meeting, a young bramhin, who had been very much emaciated due to some incurable chronic disease, stood up supporting on a stick with a trembling body, and addressed the great pandits and said, with folded hands placed on his head. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতি উচ্চ কলস ও অন্নপাত্রাদি বহুতর দ্রব্য শোভিত সভা মধ্যে ন্যায়স্মৃতি মীমাংসাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ শিষ্য ভৃত্য যানবাহনাদিসহ এবং বহু দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বহুতর সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলে নির্ম্মলান্তঃকরণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকিলে ।৫৩।৫৪

সেই সভা মধ্যে কোন একটি কঙ্কাল মাত্র সার কম্পান্বিত কলেবর শূল ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যষ্টিধারী যুবা কুলীন ব্রাহ্মণ মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধপূর্ব্বক সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিয়াছিলেন।৫৬।৫৭

मूर्द्धन्यञ्जलिं समारोप्य पण्डितानवदच्च तान् ।
भो भो ब्रह्मविदो विप्राः शृणुध्वं कृपया वचः ॥ ५७ ॥

आदिकाण्डे २य: अ: ।
विंशत्यधिक-वर्षाणि शूलरोग-प्रपीड़ितः ।
रोगमुक्ति र्न मे जाता सर्व-च्यौषधि सेवनात् ॥ ५८ ॥
पुत्र-पत्न्युपदेशेन सर्वरोग-विमुक्तिदम् ।
देव-देवं समासाद्य तारकेश्वरमीश्वरम् ॥ ५९ ॥
स्नान-पूजादिकां कृत्वा मन्दिरे पतितोऽह्यहम् ।
मरणं रोगमुक्तिं वा देहि मे तारकेश्वर ॥ ६० ॥

"Oh bramhins, please listen to what I have to say. I have been suffering from some incurable disease for the last twenty years. No medicine could cure me. At last according to the advice of my son and wife I went to the temple of Tarakeswar and lay there praying to Him for his grace.
॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার বক্তব্য বিষয় শুনুন ।৫৭ আমি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক কাল শূল রোগে বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইতেছি। প্রধান প্রধান বৈদ্যগণের ঔষধ সেবনেও আমার রোগ মুক্তি হয় নাই ।৫৭।৫৮

সম্প্রতি পত্নীপুত্রাদির উপদেশ মত সর্ব্ব রোগ বিনাশক দেবাদিদেব ভগবান তারকেশ্বর মহাদেবের নিকটে যাইয়া স্নান ও পূজাদি করিয়া তাঁহার মন্দিরে আমি ভক্তিপূর্ব্বক পতিত হইয়া বলিয়াছিলাম হে তারকেশ্বর আমার রোগ-মুক্তি অথবা মৃত্যু দেন ॥৫৯।৬০

निश्चित्यैवं तदा किञ्चित् सुस्थतामुपलब्धवान् ।
निद्राविष्ट मनुप्राप्तो दृष्टवान् स्वप्नमुत्तमम् ॥ ६१ ॥

आदिकाण्डे ३यः अः ।

यथा मत्सन्निधौ कश्चिदायाति पुरुषोत्तमः ।
तत् पादुकाध्वनिं श्रुत्वा नेत्रमुन्मील्य दृष्टवान् ॥ ६२ ॥
सुवर्ण पादुका युक्ते तस्यैव चरणे शुभे ।
व्याघ्र चर्म्मावृत कटि स्तुन्दिलः शूलहस्तकः ॥ ६३ ॥
अर्द्धचन्द्रो ललाटे च त्रिनेत्रः सुविराजितः ।
सुदीर्घ विग्रह युतो भस्म लिप्तो जटान्वितः ॥ ६४ ॥

As I lay there asleep. I had a wonderful dream. In my dream I saw a divine being with golden slippers, clad with tiger skin holding a javelin in his hand, half moon on his head, having three eyes on his forehead, body smeared with ashes and head covered with matted hair.

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ সেই সময় সুস্থতা অনুভব করিয়াছিলাম। এবং নিদ্রিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ৬১

আমার নিকটে যেন কোন একটি মহাপুরুষ আসিতেছেন তাঁহার পাদুকার শব্দ শুনিয়া দুইটি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম।৬২

তাঁহার মঙ্গলময় অপূর্ব্ব রক্তাভ দুইটি পাদপদ্মে দুইটি সুবর্ণ পাদুকা ছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত বিশালোদর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি মনোহর ত্রিনেত্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভস্মলিপ্ত জটাধারী।৬৩।৬৪

विश्व-चक्षु दीनबन्धु र्भक्त-दुःखेन दुःखितः ।
दृष्ट्वा मां समुवा-चेदं गच्छ विप्र निजं गृहम् ॥ ६५ ॥

भवद् ग्राम प्रान्त-भागी कश्चिद् गोमांस-भक्षकः ।
युवा नाम्ना जटाधारी चर्म्म-पादुका-कारकः ॥ ६६ ॥

स्नानाद्यन्ते भक्तियुतः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य तम् ।
पीत्वा पादोदकं तस्य भक्त्या प्रब्रूहि कातरम् ॥ ६७ ॥

भिक्षां मे देहि तात त्वं मद्वाञ्छा पूरणं कुरु ।
भव दुच्छिष्ट भक्तं मे कृपया देहि जीवनम् ॥ ६८ ॥

He said, "Oh bramhin, go back to your home. There is a cobler named Jatadhari at the further end of your village. He takes beef. After taking your bath you approach him with great respect and pray for the remains of his meal. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বিশ্বচক্ষু দীনবন্ধু সর্ব্বদা ভক্ত দুঃখে দুঃখী ভগবান তারকেশ্বর আমাকে দেখিয়া বলিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি নিজ গৃহে যান।৬৫

আপনার গ্রামের শেষভাগে কোনও যুবক চর্ম্মপাদুকাকারী গোমাংসভোজী জাতিতে মুচি বা চামার জটাধারী নামে একটা লোক আছে।৬৬

তুমি স্নান আহ্নিক ও পূজাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জটাধারী মুচিকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত তাহার পাদোদক পান করিয়া বিনীতভাবে বলিবে।৬৭

আমার জীবন রক্ষাকারী আপনার উচ্ছিষ্ট ভাত আমাকে দিন। হে ব্রাহ্মণ ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভাত খাইবে এইরূপ করিলে তুমি রোগ মুক্তি ও শতায়ুঃ হইবে ৬৮ ! ৬৯

আদিলীলা ২য়: অঃ

तद्भक्त भोजनं विप्र नैर्घृन्येन कुरुष्व भो ।
एवं कृते रोगमुक्तिः शतायुश्च भविष्यति ॥ ६৯ ॥
एवमुक्त्वा स भगवां स्तत्रैवान्तरधीयत ।
अतोऽत्र यद्विधेयं मे वेदज्ञा स्तद् वदन्तु भो ॥ ৭০ ॥
येन मे रोग मुक्तिस्यान्न वा जाति च्युतिर्भवेत् ।
श्रुत्वैवं पण्डिता स्तत्र केचिदाहु स्तथा कुरु ॥ ৭১ ॥
प्रायश्चित्तं ततः कृत्वा भक्ष्यपापं व्यपोहतु ।
केचिदाहु र्यदिपुनर्व्याधिः समुत्थितो भवेत् ॥ ৭২ ॥

You eat it up without any scruple and you will be cured cf your disease and live hundred years. "On saying this the divine presence disappeared. Oh learned pandits, please advise me as to how I may be cured without losing my status in society." Some one said, "Do so and then perform the rites for the atonement of the sin." Some other pandit argued, "Subsequent performance for the atonement has not been advised and may cause to revive the disease." ॥ 69 to 72 ॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপ বলিয়া বাবা তারকেশ্বর মহাদেব সেইস্থানেই অদৃশ্য হইলেন। অতএব হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনারা আমাকে কি করা উচিত তাহা বলুন।৭০

যাহাতে আমার রোগ-মুক্তি হয় অথচ জাতি-চ্যুতি না হয়। পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাহাই হোক অর্থাৎ চর্ম্মকারের উচ্ছিষ্ট ভাত খাও।৭১

আদিলীলা ২য়: অ: ।

পরে রোগমুক্ত হইলে অভক্ষ্য ভোজনজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যদি পুনরায় ব্যাধি আক্রমণ করে।৭২

কো জানাতি কিমুদ্দিশ্য ভগবদ্ বাক্য মুত্থিতম্ ।
এবং বহুবিধৈ স্তর্কৈ র্ন সিদ্ধান্তঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥
তদা কৈশোরকবয়ঃ ক্ষুদিরামাত্মজো দ্বিজঃ ।
নাম্না গদাধরঃ খ্যাতঃ সুবিজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৭৪ ॥
বহুভিঃ পণ্ডিতৈর্যুক্তে সভামধ্যে সমুত্থিতঃ ।
প্রণম্য পণ্ডিতান্ সর্বান্ কৃত্বাঞ্জলিপুটঃ সুধীঃ ॥ ৭৫ ॥
উবাচ তান্ মহাভাগান্ গিরা মধুরয়া নতঃ ।
ভো ভো পণ্ডিত পঞ্চাস্যা বিদ্যাবন-বিচারিণঃ ॥ ৭৬ ॥

Such arguments continued and no decision could be arrived at. At last Gadadhar, son of Khudiram, who was then a very young boy, stood up addressing the pandits with great respect.

॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কারণ মহাদেব ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন নাই। অতএব কে জানে কি উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত না হইল।৭৩

তখন কিশোর বয়স্ক ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন অসাধারণ প্রতিভাশালী গদাধর বহুতর পণ্ডিতমণ্ডলী মণ্ডিত সভামধ্যে উত্থিত হইয়া সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-

ভাবে মধুর বাক্যে সেই সকল বিদ্বদ্ বরেণ্য পণ্ডিত বর্গকে বলিয়াছিলেন।৭৪।৭৫

অবিদ্যাহস্তি বিঘাতক বিদ্যাবন বিচরণকারী সুবিচারক হে পণ্ডিত ব্যাঘ্র আপনারা এরূপ অবস্থায় আমার যাহা যাহা সিদ্ধান্ত বাক্য তাহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।৭৬।৭৭

अविद्या-करिवर्गानां नाशकाः सुविचारकाः।
मीमांसा यात्र मे सैषा श्रूयतां सुसमाहितैः ॥ ৭৭ ॥
विप्रोऽयं चर्मकारेण सहितः चेत्र सुत्तमं।
जगन्नाथस्य गत्वा हि प्रसादान्नं प्रगृह्य च ॥ ৭৮ ॥
चर्मकारं भोजयित्वा तदुच्छिष्टं स्वयं यदि।
भुङ्क्ते वै भक्तिभावेन न तत्र दोष उच्यते ॥ ৭৯ ॥
जगन्नाथ प्रसादान्न मुच्छिष्टं कुक्कुरै यदि।
कृतं तद्देव भक्ष्यं स्यादिति शास्त्र विनिर्णयः ॥ ৮০ ॥

He said, "Here this is my humble suggestion. The cobler may be taken to Puri, the holy place of Jagannath. There he may be well fed and the remains of his meal may be taken by the bramhin.

It is enjoined by the shastras that the offered rice of Lord Jagannath is eatable even though touched with the mouth of dogs." ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারের সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সেই উচ্ছিষ্টান্ন যদি ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভোজন করেন তাহা হইলে কোনরূপ দোষাবহ হইবে না।৭৮।৭৯

কারণ জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন যদি কুক্কুরাদি দ্বারাও উচ্ছিষ্ট হয় তবে সেই অন্ন দেবতাদিগেরও সাদরে ভোজনীয় হইয়া থাকে এইরূপই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদাচার প্রতিপালিত বাক্য ।৮০

एवं कृते रोगमुक्ति र्नवा जाति च्युति र्भवेत् ।
एतन्मम मतं पूज्या भवदभ्यो यदि रोचते ॥ ८१ ॥
तच्छीघ्रं तत्र गत्वायं करोत्वेवं द्विजोत्तमः ।
श्रुत्वैवं बहुसाहस्राः सभास्थ ब्राह्मणादयः ॥ ८२ ॥
प्रधान पण्डितास्चापि स्वासनेभ्यः समुत्थिताः ।
बहुशो धन्यवादश्च दत्वा गदाधराय वै ॥ ८३ ॥
आशीर्वादः कृतस्तैश्च विद्वद्भिर्ब्राह्मणोत्तमैः ।
अयं गदाधरः श्रीमान् गदाधर समोगुणैः ॥ ८४ ॥

"If so done, there is hardly any fear of losing status in society". On hearing this, all the pandits showered all praises and blessings on Gadadhar who was possessed with the divine power of Lord Gadadhar Himself.
॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইবেন জাতিচ্যুতও হইবেন না। পরন্তু শিববাক্যও লঙ্ঘিত হইবে না। হে পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ ইহাই আমার সমীচিন মত বলিয়া মনে হয়। যদি আমার বাক্য আপনাদের রুচিকর বলিয়া বোধ হয়। তবে এই ব্রাহ্মণোত্তম শীঘ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপ অনুষ্ঠান করুন ।৮১।৮২

বালক গদাধরের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিযুক্ত সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ শত সহস্র ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মহোদয়-

আদিলীলা ৩য়: অ:।

গণ এবং সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া গদাধরকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন।৮৩।৮৪

जगद्वासि जनानान्तु गुरुताँ याति निश्चितम्।
पृथिव्यां भगवत्तुल्यः पूजितश्च भविष्यति ॥ ८५ ॥
स्वर्ण रौप्यादिभिर्द्दानै र्यजमानेन पूजिताः।
भुदेवाः पंडिताः सर्वे स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा। ८६ ॥

इति श्री रामेन्द्र सुन्दरभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्री रामकृष्णभागवते पारमहंस्याँ संहितायां गदाधरस्यादि लीला समाप्ति रूप तृतीयोऽध्यायः ३ अ०

They also predicted that Gadadhar would be adored as the wisest man of the world and also an incarnation of God. Then the pandits went to their respective places with the gifts of gold and silver. ‖ 85 to 86 ‖

Here ends the Third Chapter concluding the early life of Sri Ramakrishna in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গদাধর সাক্ষাৎ নারায়ণ গদাধরের মত গুণবিশিষ্ট এই গদাধর ভবিষ্যতে সমগ্র জগদ্বাসি জন সমূহের গুরু হইবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।৮৫

তৎপরে রাজতুল্য ধনীগণ কর্ত্তৃক স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও নানাবিধ

দ্রব্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া ধরামর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গৃহে আনন্দের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।৮৬

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের আদি লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত আদিলীলা সমাপ্ত হইল। আঃ ৩য় অঃ।

মধ্যলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

पितुर्मृत्योः परं रामकुमारेण विपश्चिता।
नगर्य्याः कलिकातायां झामापुकुरके पटे ॥ १ ॥
चतुष्पाठी कृता नानाधार्म्मिकानां समीक्षया।
तत्र स्वनाम प्रख्यातो राजा मित्रो दिगम्बरः ॥ २ ॥
स प्रातः स्मरणीयात्मा छात्रानां पोषणात्तथा।
पण्डितानां पालनाच्च राजर्षिं मिव तं विदुः ॥ ३ ॥
अध्यापकस्याध्यापनां श्रीरामकुमारस्य हि।
अध्ययनञ्च छात्रानां दृष्ट्वा राजाति हर्षितः ॥ ४ ॥

After the death of his father, Pandit Ramakumar founded a Sanskrit Institution at Jhamapukur in Calcutta. At that time there was Raja Digamber Mitra who was famous for his charities to students as well as Pandits. He was very glad to see the teaching of Ramakumar and also the studies of his pupils.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পণ্ডিত রামকুমার পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা নগরীর ঝামাপুকুর পল্লীতে কয়েকটি ধনী ও ধার্ম্মিকগণের সাহায্যে একটি চতুষ্পাঠী বা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিদ্যালয় করিয়াছিলেন। সেই

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অ: ।

ঝামাপুকুরে স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ছাত্রগণের পোষণ ও অধ্যাপকগণের পালন জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ রাজর্ষি বলিয়া অভিহিত করিতেন ।১।২।৩

অধ্যাপক রামকুমারের অধ্যাপনা এবং ছাত্র সকলের অধ্যয়ন জন্য রাজর্ষি দিগম্বর মিত্র অতিশয় আনন্দিত হইতেন ।৪

परीक्षान्ते छात्रवर्गे स्व स्वालयगते सति ।
विज्ञातुं गृहवार्ताञ्च पण्डितोऽपि गृहं गतः ॥ ५ ॥
शिक्षाशिथिलतां दृष्ट्वा तत्र गदाधरस्य ताम् ।
क्षुब्धो रामकुमारस्तु दुःखाक्रान्तो ह्यभुत्तदा ॥ ६ ॥
परन्तु निर्जनागार प्रान्तरोद्यान-वाटके ।
वयस्यै र्बंहुभिः सार्द्धं गीताभिनयकारिणा ॥ ७ ॥
तं तं गृहं समागम्य स्त्रिय आहुय यत्नतः ।
पुराणादीनि शास्त्राणि गद्यपद्यादिकानि च ॥ ८ ॥

When the pupils went home after their examinations Ramakumar also came home. He became very sorry to find Gadadhar neglecting his studies. He would indulge in dramatic performances with his companions in a solitary place, field or garden, and some times call out the women folk of the village and recite songs and poems from Indian mythologies to them.

6 to 8

বঙ্গানুবাদ :—

পরীক্ষার পর ছাত্র সকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পণ্ডিত

রামকুমারও শুভাশুভ জানিবার জন্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন ।৫

এবং সেইখানে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা শূন্যতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ।৬

পরন্তু নির্জন গৃহে, খোলামাঠে, বাগান বাটীতে বহুসংখ্যক সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যাত্রাভিনয় করে। এবং বহু গৃহে যাইয়া যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া গদ্য পদ্য ও পুরাণাদিশাস্ত্র এবং নানাবিধ কাব্য দিবারাত্র শ্রবণ করাইয়া থাকে ।৭।৮।৯

নানা বিধানি বাক্যাণি শ্রাবিতানি দিবানিশম্ ।
শিক্ষা বিঘাতকান্যেব' করোতি স গদাধরঃ ॥ ৯ ॥
নিশম্য সকলং রামকুমারো মাতৃসন্নিধৌ ।
সমালোচ্য সুসিদ্ধান্ত মিদং চক্রে মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
মদীয় কলিকাতাস্থ বিদ্যালয়ে গদাধরম্ ।
শিক্ষয়িষ্যামি যত্নেন যেন মানুষতাং ব্রজেত্ ॥ ১১ ॥
তস্য পণ্ডিত বর্য্যস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুঃ সুকল্পনম্ ।
এব' গদাধরেণাপি তন্মতসুরীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

Ramkumar learnt all these disheartening news about Gadadhar's delinquency from his mother and at last made up his mind to take him to his Institution in Calcutta and teach him there. Gadadhar also agreed to this proposal ॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই সকল আচরণ বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন ঘটায় এইরূপ মনে করিয়া মহামতি রামকুমার মাতার নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া আলোচনা পূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ।৯।১০

মধ্যলীলায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ । ২ অঃ

যে আমার কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে লইয়া যাইয়া গদাধরকে শিক্ষাদান করিব। তাহা হইলে গদাধর মানুষ হইবে।১১

পণ্ডিত প্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের তাদৃশ ব্যবস্থায় গদাধর স্বীকৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ আমি ও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব বলিয়াছিলেন।১২

ततः शुभे दिने शुद्धलग्ने सर्वग्रहे शुभे ।
सुभे क्षणे तदा शुद्ध वस्त्रोत्तरीय संयुतः ॥ १३ ॥
साष्टाङ्गं प्रणिपातञ्च भावाविष्ट पुरःसरम् ।
विधाय रघुवीराग्रे संप्रार्थ्य भक्तिमुत्तमाम् ॥ १४ ॥
तत्पादयुगले सर्व्वं समर्प्य श्रीगदाधरः ।
धन्योऽहमितिचाप्युक्त्वा नन्दयुक्तः समुत्थितः ॥ १५ ॥
ततः पादयुगं मातुर्धृत्वा स्वमस्तकोपरि ।
विधौतमश्रुभिः कृत्वा स क्रन्दनस्वरेण च ॥ १६ ॥

Then on an auspicious day with purified body and mind after due obeisance to Raghubir, Gadadhar bowed his head down to the feet of his mother and said with tearful eyes. ॥13 to 16॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে অনুকূল গ্রহে শুভলগ্নে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধাম পূর্ব্বক কুলদেবতা রঘুবীরকে ভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীমান্ গদাধর রঘুবীরের পাদপদ্মে দেহ গেহাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণ

করিয়া আমি ধন্য হইলাম এইরূপ বলিয়া সানন্দে উত্থিত হইয়াছিলেন ।১৩।১৪।১৫

পরে গর্ভধারিণী মাতার দুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজলে সিক্ত করতঃ ক্রন্দন স্বরে বীরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক করযোড়ে বলিয়াছিলেন ।১৬

वीरासनेचोपविश्य कृत्वा चैवाञ्जलिं ततः ।
उवाच देहि मे मातस्त्वत्पादकमले मतिम् ॥ १७ ॥
यस्यां समर्चितायां हि सर्व्व देवार्च्चनं भवेत् ।
सर्व्वदेवस्वरूपायै तस्यै मात्रे नमोनमः ॥ १८ ॥
या मत् पीड़ा प्रशान्त्यर्थं सिषेवे स्वयमौषधम् ।
स्नानाशने परित्यज्य तस्यै मात्रे नमोनमः ॥ १९ ॥
एवमग्रजयोः पादधुलिं धृत्वा स्वमस्तके ।
सहरामकुमारेण सुयात्रां कृतवान् सुधीः ॥ २० ॥

"Bless me with unflinching devotion to you, who are the very embodiment of all divine beings." Then he took the dust from the feet of Ramkumar and started on his journey. ॥17 to 20

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে মাতঃ আপনার পাদপদ্মে আমার মতি দাও ।১৭

যে মাতাকে পূজা করিলে সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয় সর্ব্বদেব স্বরূপিণী আমার সেই গর্ভধারিণী মাতাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি ।১৯

তৎপরে গদাধর রামকুমার ও রামেশ্বরের পদধুলি গ্রহণপূর্ব্বক

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলেন।২০

दिक्‌पतिं हृदि सञ्चिन्त्य मन्त्रपाठपुरःसरम्।
रघुवीरस्य निर्म्माल्यं धृत्वा शिरसि यत्नतः॥ २१॥
गृहाद्बहिर्गतश्चासौ गच्छन् पथि गदाधरः।
स्वग्राम्य देवताः सर्व्वा नमस्कृत्य यथाविधि॥ २२॥
खेटवाटी पुरग्रामान् स्फीतान् जनपदान् बहुन्।
अतीत्य वरदा ग्रामे सायाह्ने चण्डिकालयम्॥ २३॥
प्राप्य व्युष्य तदा रात्रिं रात्रिशेषे समुत्थितौ।
घाटालघ्य नगरीं प्राप्य तत्र पौर्वाह्णिकीं क्रियाम्॥ २४॥

He came aut of the house with the offered flowers of Raghubir on hts head. He offered obeisance to the gods of the village on his way. After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ॥22 to 28॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

যাত্রাকালীন দিক্‌পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর রঘুবীরের নির্ম্মাল্য ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম নদী ও চত্বর অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে দুই সহোদরে উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান আহ্নিক পূর্ব্বক।২১।২২।২৩।২৪

कृत्वा शिलावती-नद्यां वाष्पीय-जलयानतः।
समारुह्य प्रातरेव गत्वा चाहर्निशं ततः॥ २५॥
पराह्णे कलिकाताख्य गङ्गातीरेऽवतीर्य्य च।
प्रातः कृत्यस्नान-संध्या जपपूजादिकानि च॥ २६॥
कृतानि तेन सर्वाणि साग्रजेन यथाविधि।
ततो गङ्गां नमस्कृत्य प्रार्थनां कृतवांश्च सः॥ २७॥
क्षमस्व लङ्घनं गङ्गे याम्यहं शान्ति-हेतवे।
तत्तीरे सततं वासं देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ २८॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank."                ॥25 to 28॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হোরমিলার কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া দিবা-রাত্রি গমন পূর্ব্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্নান পূজা জপাদি কৃত্যসকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া গদাধর গঙ্গাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন।২৫।২৬।২৭

হে মাতঃ গঙ্গে তোমার লঙ্ঘন জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি

শান্তি কামনায় যাইতেছি আপনার তীরে আমার যেন সর্ব্বদা থাকা হয় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।২৮

एवं पुन: पुनश्चोक्त्वा प्रणम्य च पुन: पुन: ।
धन्योऽहमिति चाप्युक्त्वा ग्रजमन्व-गमत्तदा ॥ २९ ॥
चतुष्पाठीं समागम्य छात्राणां सहयोगत: ।
गदाधरो मुदं लेभे शास्त्र-चर्चा प्रसङ्गत: ॥ ३० ॥
गर्गाचार्य्यो ज्योति: शास्त्रे स्मृतौ साक्षान्मनु: स्वयम् ।
कालिदास: कवित्वे च बुद्धौ साक्षाद् वृहस्पति: ॥ ३१ ॥
विस्मृत्य स विश्व-वार्त्तामध्यापनमहर्निशम् ।
कृत्वान्तेवासि पोषण व्ययभार प्रपीड़ित: ॥ ३२

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smriti Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Sashtras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া এবং পুনপুনর্ব্বার

নমস্কারপূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াছিলেন।২৯

পরে চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।৩০

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে গর্গাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রে মনু কবিত্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যপনা করিয়া ছাত্রবর্গের আহারাদি ব্যয়ভার প্রপীড়িভ হইয়া অর্থের জন্য স্বয়ং দেবতাদিগের নিত্য সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।৩২।৩৩

দেবতানাং নিত্য সেবাং পণ্ডিতপ্রবরো মহান্।
শ্রীলরামকুমারস্তু বিত্তার্থ কৃতবান্ স্বয়ং ॥ ৩৩ ॥
পত্নী রামকুমারস্য পুত্র-প্রসবতঃ পরম্।
স্বর্গতাং শোকযুক্তস্য কেবলং শোকমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥
গদাধরঃ সহায়োঽভূদগ্রজস্য শিশোরপি।
সেবাকার্য্যং দেবতানাং যজমান গৃহেষু চ ॥ ৩৫ ॥
গদাধরে সুবিন্যস্য ছাত্রাণাং পাঠনে রতঃ।
যতশ্ছাত্রাধ্যাপনঞ্চ পণ্ডিতানাং তপঃস্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.

॥ 33 to 36 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের পত্নী একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। শোকাতুর রামকুমারের শোকমুক্তির জন্য এবং শিশুপুত্রের পালনার্থে গদাধরই একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন। যজমান সকলের দেবতাদিগের নিত্যসেবার ভার গদাধরে দিয়া রামকুমার অধ্যাপনায় রত থাকিতেন যেহেতু অধ্যাপনাই পণ্ডিতবর্গের তপস্যা।

৩৪।৩৫।৩৬

গদাধরো দেবসেবাং সমাপ্যাগ্রজসন্নিধৌ।
পাঠাভ্যাস বিধৌ যত্নং কৃতবান্ সুমহামতি ॥ ৩৭ ॥
কালেনাল্পীয়সাশেষযজমান প্রিয়োঽভবত্।
কামারপুকুরে পূর্বমাবালবনিতাদিকং ॥ ৩৮ ॥
যথা যত্নয়া মোহিতশ্চ শক্তিরত্রাপি সাঽভবত্।
সুনির্ম্মল চরিত্রেণাকাপট্য মিষ্টভাষয়া ॥ ৩৯ ॥
সরল ব্যবহারেণ মাধুর্য ভাব নিষ্ঠয়া।
আহৃতো যজমানাদ্যৈর্গদাধর-সমো গুণী ॥ ৪০ ॥

After performing his daily rounds of holy services. Gadadhar would take great pains to get on with his studies. Within a very short time he became an object of endearment of the people of the locality by virtue of his stainless character, simplicity, sweet words and pleasing behaviour, in the same way as he was in Kamarpukur.

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মহামতি গদাধর যথাসময়ে দেব সেবা সমাপন পূর্ব্বক অগ্রজের নিকটে শাস্ত্রাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতেন।৩৭

মধ্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর যজমানগণের অতি প্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কামারপুকুরে বালবনিতাদি সকলকে যে শক্তিতে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই শক্তি এখানেও প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ কপটতা শূন্য নির্ম্মল চরিত্র অত্যন্ত মধুরভাষী সারল্য ব্যবহার এবং মাধুর্য্যভাব নিষ্ঠায় ভগবত্তুল্য গদাধর যজমামাদি সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছিলেন।৩৮।৩৯।৪০

सुसभ्या शिक्षिता साध्वी कुमारी तरुणी तथा।
वृद्धा प्रौढ़ा धनवतः पत्नी राजमहिष्यपि॥ ४१
धनाढ्यो मध्यवित्तश्च गृहस्थो बालको युवा।
वधिरः खञ्ज-वृद्धी च ये चान्ये पशुपक्षिणः॥ ४२
नवागत सुकुमार तरुण ब्राह्मणस्य च।
दर्शनार्थं जनाः सर्व्वे ह्यासन् उत्कण्ठिता भृशं॥ ४३
सर्व्वेषां स्नेहकमलं हृत्सरोवर संस्थितम्।
आलोड़ितं यथा नद्यां वर्षधारा प्रपातने॥ ४४

Everybody irrespective of the rich or poor, the young or old, the deaf or dumb. would be glad to meet him at any time. Just as showers of rain swell the heart of the river, so also he caused to grow the lotus-like affection in the heart of all.
॥ 41 to 44 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সুসভ্যা, শিক্ষিতা, সাধ্বী, তরুণী, কুমারী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, ধনবানের পত্নী, এমন কি রাজরাণী প্রভৃতি এবং ধনবান, মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ,

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

বালক, যুবা, বধির, খঞ্জ, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব ব্রাহ্মণের দর্শন জন্য সকলেই সর্ব্বদা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন ।৪১।৪২।৪৩

পূর্ব্বোক্ত সকলের হৃদয় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে বর্ষার ধারা পতনের মত উদ্বেলিত হইত ।৪৪

न विश्वासी न सन्देही न सङ्कोचो मनागपि ।
यद्‌गुह्यं परमं यस्य तत्तस्मै विनिवेदितम् ॥ ४५
युवकेन युवत्या वा बालेनापक्क-बुद्धिना ।
वृद्धेन वृद्धया वापि यथादिष्टस्तथा-करोत् ॥ ४६
तथाकालेऽप्यकाले वा यत्रतत्र यदा तदा ।
माधुर्य्यामृतकण्ठस्य कीर्त्तनं शुश्रूवुर्जनाः ॥ ४७
मातृपितृपुत्रपत्नी देहगेहादिकेषु च ।
न तथा जायते प्रीतिर्यथाप्रीतिर्गदाधरे ॥ ४८

All would unhesitatingly confide their secrets to Gadadhar, who was obedient to all, young or old, men or women. Now and then, here and there he would often sing holy songs. The people liked Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না। যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা গদাধরকে জানাইয়া কৃতার্থ হইত ।৪৫

मध्यलीलायां १मः अः ।

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাহা বলিতেন গদাধর তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন ।৪৬

যখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অমৃতময় কণ্ঠ গদাধরের কীর্ত্তন জনগণ শুনিতেন ।৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে তাদৃশ ভালবাসা ছিল না। গদাধরের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা হইয়াছিল ।৪৮

एवं दृष्ट्वा ग्रजोरामकुमारः खेदसंयुत ।
हा कष्टमितिचोक्त्वा च किमिदं दैवकारणं ॥ ४९
अथवा मे ऽनुजस्यास्य शुद्धानैसर्गिका मतिः ।
ययाशेषं पुमान् स्त्री च वचसा बध्यताङ्गतो ॥ ५०
विमृश्यैवं सुविदुषारहस्युक्तो गदाधरः ।
अध्ययनं छात्रतपो विज्ञैरेवं विनिश्चितम् ॥ ५१
अन्येषामुपकारेण मनसो रञ्जनेन वा ।
त्व स्वाध्यायं परित्यज्य वृथाकालक्षयः कृतः ॥ ५२

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is wisely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others" ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক বুদ্ধি যে বুদ্ধি বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় ।৪৯।৫০

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্যা। পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন ।৫১

অতএব পড়াশুনায় তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা মনোরঞ্জনে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? ।৫২

वृथामोदं परित्यज्य स्वाध्याये सुमतिं कुरु।
तेना शेषजनानाञ्च स्वस्यापि मङ्गलं भवेत् ॥ ५३
श्रुत्वाग्रजस्य तद्वाक्यमवधान पुरःसरम्।
तत्पादकमले नत्वा प्रत्युवाच गदाधरः ॥ ५४
कर्म्ममयोति या विद्या भवद्भिरनुशीलिता।
सांसारिकी त्वियं विद्या त्रिवर्गस्योपपादिका ॥ ५५
सत्यंज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनं।
एवं शुद्धात्मविज्ञानं स्वाध्यायो वेदसम्मतः ॥ ५६

You should avoid such useless pleasures and mind your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Godadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benifits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."

॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও। তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই ধ্রুব সত্য।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন।৫৪

আপনারা যে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্ম্মময়ী বিদ্যা অর্থাৎ সংসার ভার নাশক বিদ্যা ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের সাধক।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মৈকত্ব দর্শন বা শুদ্ধাত্ম বিজ্ঞানই বেদ সম্মত স্বাধ্যায়।৫৬

শ্রুতিরপ্যাহ তদ্বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
ত্যাগেনৈব তদাপ্নোতি কর্ম্মণা ন কদাচন॥ ৫৭
নাহং স্পৃশামি পশ্যামি কামিনীকাঞ্চনাদিকং।
ত্যজামি দূরতঃ সর্ব্বমেতন্মে ব্রতমাহিতম্॥ ৫৮
ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ।
শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারঃ সম পিত্রাগ্রজো মম॥ ৫৯
শ্রুত্বানুজস্য তদ্বাক্যং সাধুভিঃ পর্য্যুপাসিতং।
গদাধরস্য শিক্ষায়াং মচ্চেষ্টা ব্যর্থতাং গতা॥ ৬০

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar. Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অনুভূত হয়। কর্ম্মের দ্বারা কখনও জানা যায় না।৫৭

আমি কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্কল্প ব্রত।৫২

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনার নিকটে যাহা বলিলাম ক্ষমা করুন। গদাধরের বেদানু-মোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চেষ্টা বিফল হইল।৫৯।৬০

किङ्करोमीतिसञ्चिन्त्य रघूवीरः स्मृतस्तदा ।
उक्तञ्च रघूवीर त्वं विद्यां देहि गदाधरे ॥ ६१
त्वत् प्रसादादिदं सर्व्वं जगत्स्थावर जङ्गमं ।
दृग्गोचरं भवत्येव त्वं हि नः परमा गतिः ॥ ६२
समर्पितोऽनुजः श्रीमान भवतः पादपद्मयोः ।
विद्यमन्त्रं न जानामि यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३
दुरदृष्टवशादस्य पण्डितस्यार्थकृच्चकृता ।
न यताध्यापनाकार्य्यमपि सन्तुष्टचेतसा ॥ ६४

"What I can do." Ramkumar then prayed to Raghubir and said, "Oh Raghubir, be pleased to

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a sholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কি করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলদেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অন্তরে জ্ঞান দান করুন ।৬১

আপনারই একমাত্র অনুগ্রহে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল ।৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদযুগলে সমর্পণ করিলান। পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন ।৬৩

এইরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দূরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই ।৬৪

चकारमतिमान्नित्यमार्य्यभावपुरःसरं ।
एवं क्षामापुष्करिण्या गतमब्दत्रयं यदा ॥ ६५
तदैव रघुवीरस्य दृष्टिर्दुःख विनाशिनी ।
पतिता कुल देवस्य श्रीरामकुमारो परि ॥ ५६

মধ্যলীলায়া ১মঃ অঃ।

এতস্মিন্নেব কালেতু বিধিপত্র প্রসঙ্গতঃ।
ভ্রাতৃদ্বয় কর্ম্মক্ষেত্রং রূপান্তরমশিশ্রিয়ৎ॥ ৬৭
কলিকাতা নগর্য্যাস্তু জানবাজার মধ্যতঃ।
বৃহদট্টালিকায়াং যা কৃতবাসা মনস্বিনী॥ ৬৮

When three years had passed in this way, Raghubir, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispute over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ঝামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল। তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল। ৬৫। ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গদাধরের কর্ম্মস্থল অন্যরূপ হইয়াছিল। ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী রাণী রাসমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন। ৬৮

রাজ্ঞী রাসমণিঃ খ্যাতা বঙ্গদেশ বিভূষণা।
নারী কুলোত্তমা রাজ্ঞী বিপুলৈশ্বর্য্যশালিনী॥ ৬৯
কর্ণেন সদৃশী দানে পাতিব্রাত্যেঽপ্যরুন্ধতী।
মাতৃতুল্যা পূজনীয়া সর্ব্বতো মহিমান্বিতা॥ ৭০

मध्यलीलायां १मः अः ।

प्रजावत्सलतायान्तु श्रीरामसदृशीमता ।
कालाग्निसदृशी क्रोधे क्षमायां पृथिवी समा ॥ ७१
सर्व्वभूते तुल्य दृष्टिः सहास्या प्रियदर्शना ।
ब्राह्मण्यधर्म्मरक्षायै बहु वेदज्ञ पालिका ॥ ७२

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchndra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়স্বরূপা সেই রাণী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুন্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্য পূজনীয়া সর্ব্বসদ্‌গুণ বিভূষিতা ।৬৯।৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশী সহ্যগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সহাস্যবদনা সুন্দরাকৃতি বিশিষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-কারিণী ।৭১।৭২

दरिद्रविधवादीनां साक्षान्मातृसमा च सा ।
स्मरणीया-भिधाप्रातर्दैव-सेवापरायना ॥ ७३
जनानां हितकार्य्यार्थं मुक्तहस्ता सदा भवत् ।
सन्तान प्रतिमास्तस्या एकदा धीवर-प्रजाः ॥ ७४

মধ্যলীলায়াং ৩য়ঃ অঃ।

ক্রন্দনেন সমাযুক্তা ঊচুস্তে দুঃখকারণম্।
মাতস্তুভ্যং নমোঽস্মাকং রক্ষাং কুরু সুতাস্তব ॥ ৭৫
ইংরাজ রাজানুচরৈর্বয়ং সর্ব্বে প্রপীড়িতাঃ।
তৈরুক্তং রাজনদ্যান্তু গঙ্গায়াং মৎস্যমারণং ॥ ৭৬

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers. They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীয়া।৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুল্য ধীবর প্রজা সকল কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্ব্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।৭৪।৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অন্যায় কার্য্য।৭৬

मध्यलीलायां १मः अः।

मत्स्यजीविगणैर्नित्यमविधेयं सुनिश्चितम्।
राज्ञे करमदत्वाचेन्मत्स्यान्धर्त्तुमिहेच्छथ ॥ ७७
भविष्यथ विशेषेण दण्डनीया न संशयः।
श्रुत्वैवं धीवराणां तां वाणीं राज्ञी सुदुःखिता ॥ ७८
अपूर्वं कौशलं किञ्चिच्चकार प्रतिभाबलात्।
कलिकातास्थ गङ्गाया जलाधिकारयोग्यता ॥ ७९
राज्ञे बहुतरामुद्रा दत्वा राज्ञ्या क्रीता तदा।
गङ्गागर्भे लौहयन्त्रे बद्ध्वाचायसशृङ्खलान् ॥ ८०

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she look recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে যথাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ বুদ্ধিসত্তা বলে একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন।৭৯

मध्यलीलाया १मः अः।

क्रन्दनेन समायुक्ता उचुस्ते दुःखकारणम्।
मातस्तुभ्यं नमोऽस्माकं रक्षां कुरु सुतास्तव ॥ ७५
इंराज राजानुचरैर्वयं सर्व्वे प्रपीड़िताः।
तैरुक्तं राजनद्यान्तु गङ्गायां मत्स्यमारणं ॥ ७६

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers. They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীয়া।৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুল্য ধীবর প্রজা সকল কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্ব্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।৭৪।৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অন্যায় কার্য্য।৭৬

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

মত্স্যজীবিগণৈর্নিত্যমবিধেয়ং সুনিশ্চিতম্।
রাজ্ঞে করমদত্ত্বাচেন্মত্স্যান্ধর্ত্তুমিহেচ্ছথ॥ ৭৭
ভবিষ্যথ বিশেষেণ দণ্ডনীয়া ন সংশয়ঃ।
শ্রুত্বৈবং ধীবরাণাং তাং বাণীং রাজ্ঞী সুদুঃখিতা॥ ৭৮
অপূর্বং কৌশলং কিঞ্চিচ্চকার প্রতিভাবলাত্।
কলিকাতাস্থ গঙ্গায়া জলাধিকারযোগ্যতা॥ ৭৯
রাজ্ঞে বহুতরামুদ্রা দত্ত্বা রাজ্ঞ্যা ক্রীতা তদা।
গঙ্গাগর্ভে লৌহযন্ত্রে বদ্ধ্বাচায়সশৃঙ্খলান্॥ ৮০

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she look recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে যথাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ বুদ্ধিসত্তা বলে একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন।৭৯

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

তৎপরে ধীবরগণ গঙ্গাগর্ভস্থ লৌহযন্ত্রে অর্থাৎ বয়া নামক লৌহ পিণ্ডে দৃঢ়তরভাবে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়াছিল ।৮০

जलयान गते रोधं चक्रुस्ता धीवर-प्रजाः ।
विदेशीया वणिग्वर्गाः क्रोधाग्नि दीपितास्ततः ॥ ८१
राजद्वारं गताः सर्वे राज्ञ्या दण्डार्थमुद्यताः ।
उक्ताश्च कथमस्माभिः कृता राज्ञ्या विरोधिता ॥ ८२
एवन्तैरभियुक्ता सा राज्ञी रासमणिस्तदा ।
ततः सा विदुषी राज्ञी राजनीत्यनुसारतः ॥८३
बिचारकान् समाहूय स्वगेहे विनयान्विता ।
उवाच तान् कथञ्चैवं वणिग्वर्गैः सुकोपितैः ॥ ८४

At this the foreign merchants flew into a rage and lodged a complaint in the court against her. She invited the Judge to her house and said, "I wonder why these merchants have ventured to accuse me in the court. ॥ 81 to 83 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য ষ্টীমার জল যানাদির গতি অবরোধ হইলে বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌বর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীর দণ্ডের জন্য বিচারালয়ে সকলে মিলিত হইয়া বিচারক বর্গকে বলিয়াছিলেন। রাণী আমাদের সহিত কেন এরূপ অন্যায় আচরণ করেন ।৮১।৮২

এইভাবে রাণী রাসমণি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বুদ্ধিমতী রাণী রাজার আইন অনুসারে নিজ গৃহে বিচারকবর্গকে আহ্বান-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন। বিদেশীয় বণিকবর্গ কি জন্য অতিশয় কুপিত হইয়া ।৮৩।৮৪

मध्यलीलायां १म: अ: ।

नानाविधा दुष्ट चर्च्चाः कृता मे ते निरर्थकाः ।
धर्म्माधिकरणे ते मामदोषा दोषशालिनीं ॥ ८५ ॥
कर्त्तुं समुद्यताः सर्व्वे दण्डनीया मतिर्म्मम ।
तेषान्तु जलयानानि यातुं शक्तानि वा न वा ॥ ८६
न क्षतिः काचिदस्माकं नीत्वा तानि व्रजन्तु ते ।
वित्तक्रीतं गङ्गाजलं मया तु विधिपूर्व्वकं ॥ ८७
समुद्रगामिनी गङ्गासागरे यत्र मिश्रिता ।
तत आरभ्य गङ्गाया स्त्रिवेण्यत्रधिकं जलं ॥ ८८

As I am not guilty of breach of law, they are liable to punishment. I am not concerned as to movements of their boats and ships. I have got the legal ownership of the water of the Ganges extending from Tribeni to the mouth of the river at sea. ॥ 85 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নানা প্রকার অনধিকার চর্চ্চা নিরর্থক করিতেছেন। কি জন্যই বা সম্পূর্ণ দোষশূন্যা আমাকে তাঁহারা বিচারালয়ে দোষযুক্তা করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছেন ।৮৫

অতএব আমার মতে তাঁহারা দণ্ডনীয় তাঁহাদিগের বাণিজ্য জলযান গঙ্গাগর্ভে গমনাগমন করিতে সমর্থ হউক বা নাই হউক তাহাতে আমাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই ।৮৬

তাঁহারা সেই সকল বাণিজ্যপোত গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠাইয়া লইয়া শীঘ্র অন্যত্র গমন করুন। আমি উত্তরে ত্রিবেণী গঙ্গা হইতে আরম্ভ

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সরকার বাহাদুর বা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি ।৮৭।৮৮

मम़ाधिकारः सम्पूर्ण स्तज्जले नात्र संशयः ।
अत्र यज्जलयानादि वर्त्तते वणिजां प्रियं ॥ ८९
चूर्णयाम्यधुनैवाहं मज्जलस्यावरोधतः ।
सत्यं सत्यं मयोक्तं यत्तत्करिष्यामि सत्वरम् ॥ ९०
मत्स्यग्रहे धीवराणां यतो विघ्नः प्रजायते ।
एवं राज्ञ्याः सदर्पोक्तिं श्रुत्वा तत्र विचारकाः ॥ ९१
स्तवादि मिष्टवाक्येन राज्ञीं सन्तोष्य यत्नतः ।
राज्ञ्याः प्रदत्त वित्तानि प्रत्यर्पितानि तानि तैः ॥ ९२

Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removep by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work." The Judges took great pains to pacify the warth of Rani. All the money was paid back to her. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব গঙ্গাগর্ভে বণিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন তাঁহারা আমার জল অধিকার করেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

শীঘ্রই করিব। যেহেতু ধীবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জলযানই বাধা দিতেছে।৮৯.৯০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সঙ্গত রাজনীতি অনুসারে নির্ভীক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া স্তবস্তুতি পূর্ব্বক কোমল বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত অর্থ সকল মায় সুদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।৯১ ৯২

विना करं धींवराणां गङ्गायां मत्स्य संग्रहः।
एवं मीमांसया राज्ञी त्वदीयै धींवरैस्तदा॥ ९३
वत्सो भागीरथ्यास्तु कृतं बन्ध विमोचणम्।
धन्या राज्ञी रासमणि धंन्या तद्‌बुद्धिचातुरी॥ ९४
धन्या प्रजावत्सलता धन्या दारिद्र्य साह्यता।
एवं राज्ञ्यास्वतुंद्दिक्षु विख्याता ख्याति विस्तृतिः॥ ९५
यया-शेष नरा नार्य्यो विस्मयाब्धौ निमज्जिताः।
हट्टे गोष्टे सभायाञ्च राजद्वारे विशेषतः॥ ९६

It was also decided that the fishermen would be allowed to fish in the river without payment of any taxes. She ordered her men to take away the chains and allow navigation as before. Thus the fame and glory of Rani spread far and wide.

॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ধীবরগণ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া গঙ্গায় ইচ্ছামত অবাধে মৎস্য ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

৫ জ্যষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিয়াছিলেন।২০

দিক্‌পতিং হৃদি সঞ্চিন্ত্য মন্ত্রপাঠপুরঃসরম্।
রঘুবীরস্য নির্ম্মাল্যং ধৃত্বা শিরসি যত্নতঃ॥ ২১॥
গৃহাদ্বহির্গতস্ত্বাসৌ গচ্ছন্ পথি গদাধরঃ।
স্বগ্রাম্য দেবতাঃ সর্ব্বা নমস্কৃত্য যথাবিধি॥ ২২॥
খেটবাটী পুরগ্রামান্ স্ফীতান্ জনপদান্ বহূন্।
অতীত্য বরদা গ্রামে সায়াহ্নে চণ্ডিকালয়ম্॥ ২৩॥
প্রাপ্য ব্যুষ্য তদা রাত্রিং রাত্রিশেষে সমুত্থিতৌ।
ঘাটালখ্য নগরীং প্রাপ্য তত্র পৌর্বাহ্লিকী ক্রিয়াম্॥ ২৪॥

He came aut of the house with the offered flowers of Raghubir on hts head. He offered obeisance to the gods of the village on his way. After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ॥22 to 28॥

বঙ্গানুবাদঃ—

যাত্রাকালীন দিক্‌পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ পুরঃসর রঘুবীরের নির্ম্মাল্য ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে যাইতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম নদী ও চত্বর অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে দুই সহোদরে উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান আহ্নিক পূর্ব্বক।২১।২২।২৩।২৪

मध्यलीलायां १मः अः।

कृत्वा शिलावती-नद्यां वाष्पीय-जलयानतः।
समारुह्य प्रातरेव गत्वा चाहर्निशं ततः॥ २५॥
पराह्णे कलिकाताख्य गङ्गातीरेऽवतीर्य्य च।
प्रातः कृत्यस्नान-संध्या जपपूजादिकानि च॥ २६॥
कृतानि तेन सर्वाणि साग्रजेन यथाविधि।
ततो गङ्गां नमस्कृत्य प्रार्थनां कृतवांश्च सः॥ २७॥
क्षमस्व लङ्घनं गङ्गे याम्यहं शान्ति-हेतवे।
तत्तीरे सततं वासं देहि मातर्नमोऽस्तु ते॥ २८॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank." ॥25 to 28॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হোরমিলার কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া দিবা-রাত্রি গমন পূর্ব্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া গঙ্গাস্নান পূজা জপাদি কৃত্যসকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া গদাধর গঙ্গাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন।২৫।২৬।২৭

হে মাতঃ গঙ্গে তোমার লঙ্ঘন জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আমি

শান্তি কামনায় যাইতেছি আপনার তীরে আমার যেন সর্ব্বদা থাকা হয় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।২৮

एवं पुनः पुनश्चोक्त्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ।
धन्योऽहमिति चाप्युक्त्वा ग्रजमन्व-गमत्तदा ॥ २९ ॥
चतुष्पाठीं समागम्य छात्राणां सहयोगतः ।
गदाधरो मुदं लेभे शास्त्र-चर्च्चा प्रसङ्गतः ॥ ३० ॥
गर्गाचार्य्यो ज्योतिः शास्त्रे स्मृतौ साक्षान्मनुः स्वयम् ।
कालिदासः कवित्वे च बुद्धौ साक्षाद् बृहस्पतिः ॥ ३१ ॥
विस्मृत्य स विश्व-वार्त्तामध्यापनमहर्निशम् ।
कृत्वान्तेवासि पोषण व्ययभार प्रपीड़ितः ॥ ३२

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smriti Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Sashtras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে পুনঃ পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া এবং পুনপুনর্ব্বার

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

নমস্কারপূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াছিলেন।২৯

পরে চতুষ্পাঠীতে যাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।৩০

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে গর্গাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রে মনু কবিত্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যপনা করিয়া ছাত্রবর্গের আহারাদি ব্যয়ভার প্রপীড়িভ হইয়া অর্থের জন্য স্বয়ং দেবতাদিগের নিত্য সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।৩২।৩৩

देवतानां नित्य सेवां पण्डितप्रवरो महान्।
श्रीलरामकुमारस्तु वित्ताय कृतवान् स्वयं ॥ ३३ ॥
पत्नी रामकुमारस्य पुत्र-प्रसवतः परम्।
स्वर्गतां शोकयुक्तस्य केवलं शोकमुक्तये ॥ ३४ ॥
गदाधरः सहायोऽभूदग्रजस्य शिशोरपि।
सेवाकार्य्यं देवतानां यजमान गृहेषु च ॥ ३५ ॥
गदाधरे सुविन्यस्य छात्राणां पाठने रतः।
यतश्छात्राध्यापनञ्च पण्डितानां तपःस्मृतम्॥ ३६ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.
‖ 33 to 36 ‖

বালক, যুবা, বধির, খঞ্জ, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব ব্রাহ্মণের দর্শন জন্য সকলেই সর্ব্বদা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন ।৪১।৪২।৪৩

পূর্ব্বোক্ত সকলের হৃদয় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে বর্ষার ধারা পতনের মত উদ্বেলিত হইত ।৪৪

न विश्वासी न सन्देहो न सङ्कोचो मनागपि ।
यद्गुह्यं परमं यस्य तत्तस्मै विनिवेदितम् ॥ ४५
युवकेन युवत्या वा बालेनापक्क-बुद्धिना ।
वृद्धेन वृद्धया वापि यथादिष्टस्तथा-करोत् ॥ ४६
तथाकालेऽप्यकाले वा यत्रतत्र यदा तदा ।
माधुर्य्यामृतकण्ठस्य कीर्त्तनं शुश्रुवुर्जनाः ॥ ४७
मातृपितृपुत्रपत्नी देहगेहादिकेषु च ।
न तथा जायते प्रीतिर्यथाप्रीतिर्गदाधरे ॥ ४८

All would unhesitatingly confide their secrets to Gadadhar, who was obedient to all, young or old, men or women. Now and then, here and there he would often sing holy songs. The people liked Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না। যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা গদাধরকে জানাইয়া কৃতার্থ হইত ।৪৫

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাহা বলিতেন গদাধর তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন ।৪৬

যখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অমৃতময় কণ্ঠ গদাধরের কীর্ত্তন জনগণ শুনিতেন ।৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে তাদৃশ ভালবাসা ছিল না। গদাধরের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা হইয়াছিল ।৪৮

एवं दृष्ट्वा ग्रजोरामकुमारः खेदसंयुत ।
हा कष्टमितिचोक्त्वा च किमिदं दैवकारणं ॥ ४৯
अथवा मे ऽनुजस्यास्य शुद्धानैसर्गिका मतिः ।
ययाशिषं पुमान् स्त्री च वचसा बध्यताङ्गतौ ॥ ५०
विमृश्यैवं सुविदुषारहस्युक्तो गदाधरः ।
अध्ययनं छात्रतपो विज्ञैरेवं विनिश्चितम् ॥ ५१
अन्येषामुपकारेण मनसो रञ्जनेन वा ।
त्व स्वाध्यायं परित्यज्य वृथाकालक्षयः कृतः ॥ ५२

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is wisely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others" ॥ 49 to 52 ॥

মধ্যলীলায়াং ৎম: অ: ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক বুদ্ধি যে বুদ্ধি বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় ।৪৯।৫০

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্যা। পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন ।৫১

অতএব পড়াশুনায় তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা মনোরঞ্জনে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? ।৫২

বৃথামোদং পরিত্যজ্য স্বাধ্যায়ে সুমতিং কুরু ।
তেন হ্যশেষজনানাঞ্চ স্বস্যাপি মঙ্গলং ভবেৎ ॥ ৫৩
শ্রুত্বাগ্রজস্য তদ্বাক্যমবধান পুরঃসরম্ ।
তৎপাদকমলে নত্বা প্রত্যুবাচ গদাধরঃ ॥ ৫৪
কর্ম্মময়ীতি যা বিদ্যা ভবদ্ভিরনুশীলিতা ।
সাংসারিকী ত্বিয়ং বিদ্যা ত্রিবর্গস্যোপপাদিকা ॥ ৫৫
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনং ।
এবং শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানং স্বাধ্যায়ো বেদসম্মতঃ ॥ ৫৬

You should avoid such useless pleasures and mind your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Gadadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benifits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."

॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও। তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই ধ্রুব সত্য।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন।৫৪

আপনারা যে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্ম্মময়ী বিদ্যা অর্থাৎ সংসার ভার নাশক বিদ্যা ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গের সাধক।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মৈকত্ব দর্শন বা শুদ্ধাত্ম বিজ্ঞানই বেদ সম্মত স্বাধ্যায়।৫৬

श्रुतिरप्याह तद्वस्तु सच्चिदानन्दमद्वयं।
त्यागेनैव तदाप्नोति कर्म्मणा न कदाचन॥ ५७
नाहं स्पृशामि पश्यामि कामिनीकाञ्चनादिकं।
त्यजामि दुरतः सर्व्वमेतन्मे व्रतमाहितम्॥ ५८
क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ।
शास्त्रज्ञानी सदाचारः सम पित्राग्रजो मम॥ ५९
श्रुत्वानुजस्य तद्वाक्यं साधुभिः पर्य्युपासितं।
गदाधरस्य शिक्षायां मच्चेष्टा व्यर्थतां गता॥ ६०

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar. Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." ॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অনুভূত হয়। কর্ম্মের দ্বারা কখনও জানা যায় না।৫৭

আমি কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্কল্প ব্রত।৫২

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনার নিকটে যাহা বলিলাম ক্ষমা করুন। গদাধরের বেদানুমোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চেষ্টা বিফল হইল।৫৯।৬০

किङ्करोमीतिसञ्चिन्त्य रघुवीरः स्मृतस्तदा।
उक्तञ्च रघुवीर त्वं विद्यां देहि गदाधरे ॥ ६१
त्वत् प्रसादादिदं सर्व्वं जगत्स्थावर जङ्गमं।
दृग्गोचरं भवत्येव त्वं हि नः परमा गतिः ॥ ६२
समर्पितोऽनुजः श्रीमान भवतः पादपद्मयोः।
विज्ञमन्त्रं न जानामि यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३
दुरदृष्टवशादस्य पण्डितस्यार्थकृचक्षुता।
न यातोध्यापनाकार्य्यमपि सन्तुष्टचेतसा ॥ ६४

"What I can do." Ramkumar then prayed to Raghubir and said, "Oh Raghubir, be pleased to

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a sholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কি করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলদেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অন্তরে জ্ঞান দান করুন ।৬১

আপনারই একমাত্র অনুগ্রহে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল ।৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদযুগলে সমর্পণ করিলাম। পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন ।৬৩

এইরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দূরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই ।৬৪

চকারমতিমান্নিত্যমার্য্যভাবপুরঃসরং ।
এবং ঝামাপুষ্করিণ্যা গতমব্দত্রয়ং যদা ॥ ৬৫
তদৈব রঘুবীরস্য দৃষ্টির্দুঃখ বিনাশিনী ।
পতিতা কুল দেবস্ত শ্রীরামকুমারো পরি ॥ ৬৬

মধ্যলীলায়া ১মঃ অঃ।

एतस्मिन्नेव कालेतु विधिपत्र प्रसङ्गतः।
भ्रातृद्वय कर्म्मक्षेत्रं रूपान्तरमशिश्रियत्॥ ६৭
कलिकाता नगर्य्यास्तु जानवाजार मध्यतः।
बृहदट्टालिकायां या कृतवासा मनस्विनी॥ ६৮

When three years had passed in this way, Raghubir, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispute over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে ঝামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল। তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল। ৬৫। ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গদাধরের কর্ম্মস্থল অন্যরূপ হইয়াছিল। ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্ম্মিকা বুদ্ধিমতী রাণী রাসমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন। ৬৮

राज्ञी रासमणिः ख्याता वङ्गदेश विभूषणा।
नारी कुलोत्तमा राज्ञी विपुलैश्वर्य्य शालिनी॥ ६৯
कर्णेन सदृशी दाने पातिव्रात्येऽप्यरुन्धती।
मातृतुल्या पूजनीया सर्व्वतो महिमान्विता॥ ৭०

मध्यलीलायां १मः अः ।

प्रजावत्सलतायान्तु श्रीरामसदृशीमता ।
कालाग्निसदृशी क्रोधे क्षमायां पृथिवी समा ॥ ७१
सर्व्वभूते तुल्य दृष्टिः सहास्या प्रियदर्शना ।
ब्राह्मण्यधर्म्मरक्षायै बहु वेदज्ञ पालिका ॥ ७२

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchndra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

নারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়স্বরূপা সেই রাণী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুন্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্য পূজনীয়া সর্ব্বসদ্‌গুণ বিভূষিতা ।৬৯।৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালাগ্নি সদৃশী সহ্যগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সহাস্যবদনা সুন্দরাকৃতি বিশিষ্টা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-কারিণী ।৭১।৭২

दरिद्रविधवादीनां साक्षान्मातृसमा च सा ।
स्मरणीया-भिधाप्रातर्दैव-सेवापरायना ॥ ७३
जनानां हितकार्य्यार्थं मुक्तहस्ता सदा भवत् ।
सन्तान प्रतिमास्तस्या एकदा धीवर-प्रजाः ॥ ७४

মধ্যলীলায়া ১ম: অ:।

ক্রন্দনেন সমাযুক্তা ঊচুস্তে দুঃখকারণম্।
মাতস্তুভ্য নমোঽস্মাকং রক্ষাং কুরু সুতাস্তব ॥ ৭৫
ইংরাজ রাজানুচরৈর্বয়ং সর্ব্বে প্রপীড়িতাঃ।
নৈরন্তং রাজনদ্যান্তু গঙ্গায়াঁ মৎস্যমারণং ॥ ৭৬

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers. They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :—

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীয়া।৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদা মুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রাসমণির পুত্র তুল্য ধীবর প্রজা সকল কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্ব্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।৭৪।৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অন্যায় কার্য্য।৭৬

मत्स्यजीविगणैर्नित्यमविधेयं सुनिश्चितम्।
राज्ञे करमदत्वाचेन्मत्स्यान्धर्त्तुमिहेच्छथ ॥ ৩৭
भविष्यथ विशेषण दण्डनीया न संशयः।
श्रुत्वैवं धीवराणां तां वाणीं राज्ञी सुदुःखिता ॥ ৩৮
अपूर्वं कौशलं किञ्चिच्चकार प्रतिभावलात्।
कलिकाताख्य गङ्गाया जलाधिकारयोग्यता ॥ ৩৯
राज्ञे वहुतरामुद्रा दत्वा राज्ञ्या क्रीता तदा।
गङ्गागर्भे लौहयन्त्रे बद्धाचायसशृङ्खलान् ॥ ৮০

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she look recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ওহে অজ্ঞ ধীবরগণ রাজাকে যথাযোগ্য কর না দিয়া যদি মাছ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের জেল খাটিতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজ বুদ্ধিসত্তা বলে একটি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া গঙ্গার জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন।৭৯

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সরকার বাহাদুর বা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি ।৮৭।৮৮

मदाधिकारः सम्पूर्णं स्तज्जले नात्र संशयः।
अत्र यज्जलयानादि वर्त्तते वणिजां प्रियं ॥ ८९
चूर्णयाम्यधुनैवाहं मज्जलस्यावरोधतः।
सत्यं सत्यं मयोक्तं यत्तत्करिष्यामि सत्वरम् ॥ ९०
मत्स्यग्रहे धीवराणां यतो विघ्नः प्रजायते।
एवं राज्ञ्याः सदर्पोक्तिं श्रुत्वा तत्र विचारकाः ॥ ९१
स्तवादि मिष्टवाक्येन राज्ञीं सन्तोष्य यत्नतः।
राज्ञ्याः प्रदत्त वित्तानि प्रत्यर्पितानि तानि तैः ॥ ९२

Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removep by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work." The Judges took great pains to pacify the warth of Rani. All the money was paid back to her. ॥ 89 to 92 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব গঙ্গাগর্ভে বণিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন তাঁহারা আমার জল অধিকার করেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

শীঘ্রই করিব। যেহেতু ধীবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জলযানই বাধা দিতেছে।৮৯.৯০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সঙ্গত রাজনীতি অনুসারে নির্ভীক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া স্তবস্তুতি পূর্ব্বক কোমল বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত অর্থ সকল মায় সুদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।৯১ ৯২

विना करै धीवराणां गङ्गायां मत्स्य संग्रहः ।
एवं सीमा स्वया राज्ञी त्वदीयै धीवरैस्तदा ॥ ९३
वक्षसो भागीरथ्यास्तु कृतं बन्ध विमोचनम् ।
धन्या राज्ञी रासमणि र्धन्या तद्बुद्धिचातुरी ॥ ९४
धन्या प्रजावत्सलता धन्या दारिद्र्य साह्यता ।
एवं राज्ञ्यास्चतुर्दिक्षु विख्याता ख्याति विस्तृतिः ॥ ९५
यया-शेष नरा नार्यो विस्मयाब्धौ निमज्जिताः ।
हट्टे गोष्ठे सभायाञ्च राजद्वारे विशेषतः ॥ ९६

It was also decided that the fishermen would be allowed to fish in the river without payment of any taxes. She ordered her men to take away the chains and allow navigation as before. Thus the fame and glory of Rani spread far and wide.

॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ধীবরগণ গভর্ণমেন্ট বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া গঙ্গায় ইচ্ছামত অবাধে মৎস্য ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া মীমাংসা হইলে তখনই রাণীর আদিষ্ট ভৃত্যবর্গ লৌহশৃঙ্খলে ভাগীরথীর বক্ষের বন্ধন বিমুক্ত করিয়াছিল।৯৩

ধন্যা রাণী রাসমণি ধন্য তাঁহার বুদ্ধি কৌশল ধন্য তাঁহার প্রজা-বৎসলতা এবং অতি ধন্য দরিদ্রগণের সাহায্য। এইরূপভাবে রাণীর অপূর্ব্ব বুদ্ধি প্রতিভা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।৯৪।৯৫

এমন কি নরনারী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হট্টেগোষ্ঠে সভায় বিশেষ ভাবে বিচারালয়ে রাণীর প্রশংসা সকলেই করিয়াছিলেন।৯৬

সর্ব্বত্র বঙ্গদেশে চ ধ্বনির্ধন্যে ত্যভূত্তদা।
প্রজা সঙ্কট শঙ্কা চ সম্পূর্ণং বিনিবর্ত্তিতা॥ ৫৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে রামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং মধ্যলীলায়াং গদাধরস্য কলিকাতায়ামাগমনং, রাজ্ঞ্যা রাসমণেশ্চপরিচয়রূপঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

The grievance of her subjects was redressed. ॥ 97 ॥

Here depictingGadadhar's arrival in Calcutta and Rani Rasmoni's character and fame ends first chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna-bhagabatam, written by Sri Bhrktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রজাবর্গের বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন এইরূপে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাণীকে ধন্য ধন্য শব্দে অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন।৯৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের গদাধরের মধ্য লীলায় কলিকাতায় আগমন এবং রাণী রাসমণির পরিচয়াদি প্রথমাধ্যায়ে বলা হইল। ১ মঃ অঃ সমাপ্ত॥

अपुत्रवत्यास्तद्राज्ञ्या आसीत् कन्या-चतुष्टयं।
सत्पात्रेभ्योऽर्पिता तिस्रः कनिष्ठा तु कुमारिका १
जगदम्वेति नाम्ना सा जगदम्वा समाभवत्।
चतुश्चत्वारिंशद्वर्षे राज्ञीयं विधवा भवत्॥ २
वुद्धिमत्ताबलेनैव बर्द्धिता राजसम्पदः।
जामातृ ज्येष्ठ मथुरानाथ विश्वाससञ्ज्ञकः॥ ३
गुणवान् रूपवान् धीमान् सर्व्वकार्य्यं पटु र्महान्।
तस्य प्रसूयैव सुतं स्वर्गता सहधर्म्मिनी॥ ४

Rani had four daughters and no son. Three of daughters were married and the youngest was yet to be married. Her name was Jagadamba. Rani became a widow at the age of forty-four. By virtue of her uncommon intelligence she made a great fortune. Her oldest son-in-law, was Mathuranath Biswas who was a man of parts. His wife expired after giving birth to a son.

॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী রাসমণির মাত্র চারিটি কন্যা ছিল ৩টি কন্যার বিবাহের পর ৪৪ বর্ষে রাণী বিধবা হন এবং অবিবাহিতা কন্যা জগদম্বা নামে মা দুর্গার মত সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী নিজ বুদ্ধিসত্তা বলে রাজ ষ্টেটের বহুতর ভাবে উন্নতি সাধন করেন। জামাতাগণের মধ্যে মথুরা নাথ নামে জ্যেষ্ঠ জামাতাই বুদ্ধিমান গুণবান শিক্ষিত ও সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। সেই মথুরা নাথের

সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রসব করিয়াই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।১।৩।৪

दत्वा राज्ञी पुनः कन्यां जगदम्बेति नामिकां।
राज्यरक्षा भारमपि ददौ तस्मै प्रयत्नतः॥ ५
परन्तु निज सम्पत्तेर्भारं न्यस्य सुधार्म्मिका।
धर्म्मार्थं मकरोद्राज्ञी तीर्थपर्यटने मतिं॥ ६
गदाधरागमात्पूर्व्वं यावद्वर्षचतुष्टयं।
द्विषट् शत बङ्गीयाब्दे पञ्चपञ्चाशदुत्तरे॥ ७
अदभ्रद्रव्यसम्भार सशस्त्र सैनिकान् बहून्।
प्राज्य प्रजापरिजन धनरत्नादिकां स्तथा॥ ८

Rani married him with her youngest daughter. Jagadamba, and also gave him the charge of the management of her estate. There after she resolved to go on pilgrimage. In the Bengali year, 1255, i.e. four years before Gadadhar came to Calcutta.

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী পুনরায় জগদম্বা নামে কনিষ্ঠা কন্যাকে মথুরানাথের সহিত বিবাহ দেন এবং রাজ্য রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই অর্পণ করেন।৫

পরন্তু অত্যন্ত ধর্ম্ম স্বভাবা মহারাণী রাসমণি নিজের যাবতীয় ধন সম্পত্তির রক্ষার ভারও মথুরানাথের উপরেই ন্যস্ত করিয়া তীর্থ গমনে মানস করিয়াছিলেন।৬

मध्यलीलायां २यः अः।

গদাধরের কলিকাতায় আসিবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাংলা ১২৫৫ সালে বহুতর দ্রব্যসম্ভার সশস্ত্র সৈনিকগণ বহুতর পরিজন প্রজাবর্গ বহুমূল্য ধন রত্নাদি দ্রব্যসকল ।৭।৮

नाना देशागतान् पोतैश्चातुर्ब्बर्ण्यान् बहून् जनान् ।
वारानस्यामन्नपूर्णा-श्रीविश्वनाथ-दर्शने ॥ ८
नरनारी जनाः सर्व्वं शुभेऽह्नि समये शुभे ।
वैशाखेऽचय संज्ञायां तिथौ भागीरथी जले ॥ १०
आरुह्यासंख्य-नौका-सु पुन्यभावपरिप्लुताः ।
सहराज्ञ्या शुभां यात्रां कृत्वा सर्व्वं यथाविधि ॥ ११
विश्वनाथान्नपूर्णयोः कृत्वा नाम्ना जयध्वनिं ।
गच्छन्त्यौ नरनार्य्यश्च कलिकाताख्यपत्तनात् ॥ १२

In the month of Vaisakh on a very auspicious day Rani set out on her journey to Varanasi to offer holy services to Goddess Annapurna and Sri Viswanath. She was accompanied with a large number of men, women and armed guards, in innumberable boats. She also took with her large quantities of requisite things. The pilgrims shouted the names of Viswanath and Annapurna as they started along the river from Calcutta,

॥ 8 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং বহু দেশ হইতে জলযানে আগত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্গের বহু স্ত্রী পুরুষ বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে সত্যযুগাদ্যা

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

অক্ষয়াতৃতীয়া মহাপুণ্য দিনে বৈশাখ মাসে শুভ সময়ে পুণ্যভাবে পরিপ্লুত হইয়া সকলে অসংখ্য নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক মহারাণীর সহিত যথা বিধি শুভ যাত্রা করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার জয় এইরূপভাবে জয়ধ্বনি করিয়া নরনারীগণ কলিকাতা নগরী হইতে ।৯।১ ।১১।১২

कलिकातां परित्यज्य नौकाश्रेणी यदागता ।
दक्षिणेश्वर गङ्गायां तदा सन्ध्या समागता ॥ १३
दक्षिणेश्वर इत्याख्या ग्रामस्य स्वर्नदीतटे ।
नित्यं सन्निहिता यत्र देवी दक्षिण कालिका ॥ १४
मेघजाल समाच्छन्नं तदैवाकाशमण्डलं ।
झञ्झावात परिव्याप्तं चञ्चलं तरिमन्डलम् ॥ १५
तरणी-यात्रिणां तस्मादन्तरे भयमुत्थितम् ।
दुर्योगं भीषणं दृष्ट्वा राज्ञी चिन्तान्वितात्रवीत् ॥ १६

Evening came down when the fleet reached Dakshineswer, which is the abode of Goddess Dakshina Kali. The sky became cloudy and a furious storm caused a great panic among the passengers of the boats. Seeing that inclement weather Rani became much perturbed and said.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গঙ্গাগর্ভে গমন করিতে করিতে নৌকা সকল যে সময় কলিকাতা মহানগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

সন্ধ্যা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মাতা দক্ষিণা কালিকা সর্ব্বদাই অবস্থান করেন।১৩।১৪

সেই সময় আকাশমণ্ডল মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাসকল চঞ্চল হইয়াছিল।১৫

তীর্থযাত্রী সকলের মনে ভয় হইয়াছিল। সেইরূপ ভীষণ দুর্যোগ দেখিয়া মহারাণী চিন্তান্বিতা হইয়া বলিয়াছিলেন।১৬

নৌচালকান্ সমাহ্বয় ক্ষিপতাথা-সকন্টকম্।
শর্ব্বরীং ক্ষপয়িষ্যামো বয়মত্রৈব নিশ্চিতম্॥ ১৭
এবন্তে নাবিকা: সর্ব্বে শ্রুতিমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ।
বিশ্বনাথান্নপূর্ণয়োর্নাম্না কৃত্বা জয়ধ্বনিং॥ ১৮
কণ্টকান্ প্রোথিতান্ কৃত্বা ভোজনাদীন্ সমাপ্য চ।
শয়নং স্বে স্বে শয্যায়াং কৃত্বা নিদ্রামুপাগমন্॥ ১৯
মহানিশা সুপ্তিমগ্না নিস্তব্ধা দিগচেতনা।
কেবলং ভাগীরথ্যাস্তু তরঙ্গভঙ্গিমা বহু:॥ ২০

"Let the boatmen anchor their boats here and halt for the night." It was done and all lay down to sleep after they had taken their supper. It was the dead of the night. All were fast asleep. Profound calmness reigned everywhere. Only the water of the river were flowing in a turbulent and boisterous way. ॥ 17 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং নাবিকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন তোমরা শীঘ্র

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ।

নোঙ্গর প্রোথিত কর অর্থাৎ নৌকা সকল স্থিরভাবে রক্ষা কর অদ্য আমরা সকলেই এইস্থানে রাত্রিতে থাকিব।১৭

নাবিকগণ মহারাণীর এইরূপ আদেশ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার নামে জয়ধ্বনি দিয়া লৌহযন্ত্র সকল প্রোথিত করিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল।১৮।১৯

সেই মহানিশাকালে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত চৈতন্যশূন্য প্রাণিগণ দিকসকল নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গিমা বহুতর ভাবে প্রবাহিত।২০

ছলৎ ছলৎ শব্দমাত্রং নৌকাসুপ্রতিঘাতজং।
রাজ্ঞী রাসমণিশ্চাপি শয্যায়াং গাঢ় নিদ্রিতা॥ ২১
তদা সা তদবস্থায়ামপূর্ব্বং স্বপ্নমুত্তমং।
দদর্শ যেন স্বপ্নেন ত্রিকোটীকুলমুদ্ধৃতম্॥ ২২
পরন্তু পৃথিবীপূতা প্রাকট্যাদীশ্বরস্য হি।
তপসঃ পরিপাকোঽয়ং জগতঃ শান্তি হেতবে॥ ২৩
স্বপ্নে সাক্ষাদন্নপূর্ণা তদা মূর্ত্তিমতী সতী।
রাজ্ঞীমাহ মহাদেবী গিরা মাধুর্য্যযুক্তয়া॥ ২৪

Only the splashing sound of the waves breaking against the boats could be heard. Rani also fell asleep, and had a wonderful dream. It was a dream which caused salvation of all her race, redemption of mankind by manifestation of God, and restoration of peace on the earth and faith

মধ্যলীলায়াং ষ২: অ:।

in religion and God. Ranj was blessed with this dream because of her austere penance. Goddess Annapurna appeared before Rani and said,

॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং গঙ্গার তরঙ্গে উত্থিত জল সকল ছলৎ ছলৎ শব্দে নৌকা-সমূহে আঘাত করিতেছে। সেই সময় রাণী রাসমণিও গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতাবস্থায় একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যে স্বপ্নের ফলে রাণীর ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হইয়াছিল।২১।২২

পরন্তু ভগবানের আবির্ভাব বশতঃ পৃথিবী ধন্যা ও পবিত্রা হইয়া-ছিলেন। এই স্বপ্নটি রাণীর কঠোর সাধনার ফল স্বরূপ এবং সমগ্র জগতের শান্তির কারণ।২৩

স্বপ্ন সময়ে সাক্ষাৎ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবী প্রত্যক্ষা হইয়া মধুর বাক্যে রাণীকে বলিয়াছিলেন।২৪

तव रासमणे मात गमने नाल-मन्यत:।
वाराणस्यामन्नपूर्णा श्रीविश्वनाथ दृष्टये ॥ २५
अस्मिन् भागीरथी तीरे निर्म्माय मम मन्दिरं।
स्वाभीष्टदेवता मूर्त्तेः प्रतिष्ठां कुरु भक्तित: ॥ २६
तस्मै नित्यमन्नभोगप्रदानैः प्रीणयस्व मां।
भुक्त्वाहन्तद्भोगद्रव्यं प्रसन्नमनसा सदा ॥ २७
तवाभिलाषं सम्पूर्णं पूरयिष्यामि सुव्रते।
मातस्त्वं मत्प्रसादेन मामेवैष्यस्यसंशयं ॥ २८

"Dear Rasmoni! you need not go to Varanasi. You build a temple here on the bank of the Ganges and place in it the image of your own diety, You try to propitiate the goddess by offering cooked rice. By doing so all of your desires will bə fulfilled and you will have my blessings."
॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মা রাসমণি তোমার কাশীক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শনে যাইবার প্রয়োজন নাই।২৫

তুমি এই দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে আমার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে তোমার ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ভবতারিণী কালী মন্দির স্থাপন কর।২৬

তুমি সেই দেবীর নিত্য অন্ন ভোগ দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। আমি প্রতিদিন পরমানন্দে সেই অন্নভোগ স্বয়ং ভোজন করিয়া হে সুব্রতে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিব। হে মাতঃ রাসমণি তুমি আমার প্রসাদে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে।২৭।২৮

উক্ত্বৈবং মস্তকে হস্তং দত্বাশীর্ব্বাদ তৎপরা।
যদৃচ্ছয়া গতা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৯
আদেশমেবং তং দেব্যাস্তথা দিব্যপ্রদর্শণং।
লব্ধ্বৈব তৎক্ষণাদ্রাজ্ঞ্যা নিদ্রাভঙ্গো হ্যভূন্নিশি ॥ ৩০
ভগ্ননিদ্রা চ সা রাজ্ঞী শয্যায়াং সমুপাবিশৎ।
তদাপি সা দিব্যবাণী কর্ণয়োঃ প্রতিনাদিতা ।॥ ৩১
রোমাঞ্চ স্বেদসংযুক্তা সাশ্রুনেত্রা সুকম্পিতা।
ভক্ত্যা প্রগাঢ়য়া দেবীং প্রণম্য জগদম্বিকাং ॥ ৩২

On saying this the Goddess placed her hand on the head of Rani and disappeared. Rani woke up. The divine words were still ringing in her ears. She sweated and her eyes became wet with tears. With great devotion she bowed down to the mother of the universe. ॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা বলিয়া রাণীর মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ তৎপরা হইয়া রাণীর ভাগ্য বশতঃ আগমন করিয়া সেই স্থানেই অদৃশ্যা হইলেন ।২৯

এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রত্যাদেশ এবং তদ্রূপে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া রাত্রিকালে রাণীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল ।৩০

এবং জাগ্রতাবস্থায় রাণী শয্যাতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও রাণীর কর্ণে সেই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ।৩১

এখন স্বেদ পুলকাদি বিশিষ্টা কম্পান্বিত কলেবরা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা রাণী প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জগদম্বা দেবী কালিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন ।৩২

उवाच स्वप्नेनैवायं साक्षाद्दृष्टमिहाद्भुतम् ।
स्वप्ने यदनुभूतन्त्वं सौरभं पारिजातजं ॥ ३३
इदानीमपि शय्यायां सुगन्धः सुसमुत्थितः ।
चन्दनेन समायुक्तं कुङ्कुमेन विलेपितम् ॥ ३४
किमिदं लोहितं दृष्टं मम वस्त्राञ्चलेषु च ।
तथा मे शुभ्र शय्यायां पादाङ्कस्त्वारुण प्रभः ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

এতৈর্হি লক্ষণৈর্মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মরূপিণী।
অত্রাগতা ন সন্দেহো নান্যা কাপি মতির্মম ॥৩৬

She said, "It is a true fact and not a dream that the Goddess herself appeared here. I even now smell the divine fragrance of heavenly flowers. How is it that the skirts of my cloth are bearing red spot of sandle and kumkum paste? Whose may be these red foot-prints on my bed? It is evident from all these that Goddess Rudrani was here. It was none but she. There is no doubt about it." ॥ 33 to 36 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহা স্বপ্ন নয়। এই আশ্চর্য্য বিষয়টি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বপ্ন সময়ে যে পারিজাত প্রসূনের সৌগন্ধ অনুভব করিয়াছি। এখনও সেই সদ্‌গন্ধ আমার এই শয্যায় সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি।৩৩

কুঙ্কুম বিলেপিত হরিচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ আমার পরিধেয় বস্ত্রে ইহা কি দেখিতেছি। এবং ইহা কাহারই বা রক্তবর্ণ পদচিহ্ন আমার শুভ্র শয্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মময়ী যে এখানে আসিয়াছিলেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাছাড়া অন্য কিছুই নয়। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। ৩৪।৩৫।৩৬

নমস্তস্যৈ মহাদেব্যৈ তদীয় প্রীতি হেতবে।
যতিষ্যেঽহং জগন্মাতঃ কৃপৈব তব মে গতিঃ ॥ ৩৭
এবং সদ্‌ভাবভাবিন্যাঃ শর্ব্বরীশেষিতা ভবৎ।
কূজনৈঃ কোকিলাদীনাং প্রভাতং সূচিতং তদা ॥ ৩৮

पद्मिनीपालकः प्राच्यामुदितोऽरुणवर्णयुक्।
शय्योत्थिता तदा राज्ञी समाहूयाहतान् जनान्॥ ३९
नाधुना मे तीर्थगतिः शक्तिः का च न विद्यते।
भवन्तस्तत्र गच्छन्तु क्षमां कुर्व्वन्तु धार्म्मिकाः॥ ४०

"Oh Goddess! I bow down to you. I shall spare no pains to carry out thy command and to please you. I depend entirely on your kindness." At day-break Rani got up from her bed and said to her companions, "I have become too weak to endure the hardship of the journey. You may proceed. Be kind enough to excuse me."

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে মহাদেবি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার আদেশানুসারে ও আপনার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।৩৭

এইরূপে দেবীভাবে বিভাবিতা রাণীর রাত্রি শেষ হইলে অর্থাৎ কোকিলাদির কূজনে প্রভাতের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।৩৮

পূর্ব্বদিকে পদ্মিনী নায়ক উদিত হইলে রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই সকল তীর্থযাত্রিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন।৩৯

হে পবিত্র নরনারীগণ উপস্থিত আমার তীর্থগমনের শক্তি কিছু মাত্র নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনারা সকলে তীর্থে গমন করুন।৪০

पुरोहितामात्य भृत्य कुटुम्ब पाचकादयः।
मदीय द्रव्यसम्भारान् धनरत्नादिकांस्तथा॥ ४१

मध्यलीलाया २य: अ: ।

सैनिकानस्त्रशस्त्रादीन् नीत्वा सर्व्वे व्रजन्तु ते ।
विल्वपत्रे विश्वनाथं सहस्रैस्तु हिरन्मयैः ॥ ४२
यथाविधि सुसङ्कल्पय पुरोधाः पूजयिष्यति ।
अन्नपूर्णां तथा देवीं समभ्यर्च्चय प्रयत्नतः ॥ ४३
भोगद्रव्यं बहुविधं सूपान्नं पायसान्तिकं ।
निवेद्य बहुभूदेवान् दण्डिसन्न्यासि वैष्णवान् ॥

"Priest, minister, friends and relatives,—all of you along with servants, cooks and soldiers may proceed with all these goods and money. These thousand gold Bilwa leaves may be offered to Lord Viswanath. Goddess Annapurna may also be worshipped with great devotion and offered various dishes of rice and palatable things. Thereafter bramhins, Sannyasis, Vaisnabs, the poor and even the untouchables should be well fed and given cloth and utensils." ॥ 41 to44 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমার পুরোহিত মন্ত্রী ভৃত্য কুটুম্ব পাচকাদি এবং যাবদীয় ধন-রত্নাদি দ্রব্য সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আপনারা সকলে কাশী ক্ষেত্রে গমন করুন। সেই স্থানে আমার পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত সহস্র বিল্ব পত্র দ্বারা যথা বিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক বাবা বিশ্বনাথের পূজা করিবেন। তদ্রূপ মা অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমার প্রদত্ত স্বর্ণ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিশেষভাবে অর্চ্চনা করতঃ সূপান্ন পায়স পর্য্যন্ত বহুবিধ ভোগ দ্রব্য নিবেদন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দণ্ডি ও সন্ন্যাসি ।৪১।৪২।৪ ।৪৪

दरिद्रानाञ्चपाकादीन् भोजयित्वा यथाविधि ।
वस्त्रान्नजलपात्रादीन् दत्वा तेभ्यः समादरात् ॥ ४५
काशीस्थ देवताः सर्व्वा विविधै रुपचारकैः ।
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या पुनः शीघ्रं समेष्यथ ॥ ४६
विधायैवं तथा राज्ञी सर्व्वान् सम्प्रेष्य यत्नतः ।
दक्षिणेश्वर गङ्गायां कृतवासा मनस्विनी ॥ ४७
कस्येयं वा तीरभूमिः कथं क्रीता भविष्यति ।
एवं दिवानिशं राज्ञी चिन्ताक्रान्ताभवत्तदा ॥ ४८

"All other gods and goddesses of Varanasi should be also worshipped with great devotion and with requisite things. Then you should lose no time to come back and meet me." After setting them on their journey to Varanasi, Rani continued to stay on the bank of the Ganges at Dakshineswar. She began to enquire as to who was the owner of the bank at Dakshineswar, and how and at what cost this land could be purchased. She thought and thought and had no rest in the day or in the night.
॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

দরিদ্র চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকলকে যথা শাস্ত্র দক্ষিণার সহিত ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে অন্নপাত্র জলপাত্র ও বস্ত্রাদি দিয়া কাশীস্থ যাবদীয় দেবতা সমূহকে বিবিধ উপচারে পূজা ও যথা সম্ভব দানীয় দ্রব্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া

শীঘ্রই এই দক্ষিণেশ্বরে পুনর্ব্বার আপনারা আমার সহিত সম্মিলিত হইবেন।৪৫।৪৬

এইরূপভাবে অতি উদারচেতা রাণী রাসমণি তীর্থযাত্রি সকলকে যত্নপূর্ব্বক কাশীধামে পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরেই বাস করিয়া এই তীরভূমি কিভাবেই বা ক্রয় করা হইবে এইরূপভাবে দিবারাত্রি চিন্তান্বিতা হইয়া মা ভগবতী দক্ষিণা কালিকার শরণ লইয়াছিলেন।

৪৭।৪৮

ততো মথুরানাথেন প্রয়াসৈর্বিপুলৈ স্তথা।
তত্র ভাগীরথী তীরে ভূভাগো বহু বিস্তৃতঃ। ৪৯
ক্রীতো দেবালয়স্যৈব নির্ম্মাণোদ্যোগ পর্ব্বণঃ।
সমারম্ভঃ কৃতো রাজ্ঞ্যা বহুবিত্তব্যয়েন হি ॥ ৫০
মহাশ্মশানভূঃ সৈব শক্তিসাধনরূপিনী।
শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে সুনির্দ্দিষ্টা সুসাধকৈঃ ॥ ৫১
সোপানশ্রেণিযুক্তঞ্চ নির্ম্মিতং স্নানঘট্টকং।
শিবলিঙ্গ সমাযুক্তং সূর্য্যসংখ্যং শিবালয়ং ॥ ৫২

At last she purchased the desired land with great efforts. She spent a very huge sum of money to build the temples. It was a burial place and she was advised to build a temple of Goddess Kali. She built a bathing ghat and twelve temples of Siva with Trisuls at the tops. ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মথুরা নাথ বহু পরিশ্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে বহু বিস্তৃত ভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।৪৯

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

রাণীর বহুতর অর্থ ব্যয়ে দেবালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন।৫০

সেই মহাশ্মশানভূমি শক্তিসাধনার সর্ব্বোত্তম স্থান। তজ্জন্য শক্তি সাধকগণ শক্তি মন্দির নির্ম্মাণে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।৫১

সোপান শ্রেণীবদ্ধ স্নানের ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই ঘাটের উত্তর দক্ষিণে শিবলিঙ্গযুক্ত দ্বাদশ সংখ্যক শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৫২

कृत्वा त्रिशूल शीर्षञ्च घट्टस्योत्तर दक्षिणे।
चक्र-चिह्नित-चूड़-श्रीविष्णुमन्दिरमुत्तमं॥ ५३
कृतं यत्र कृष्णचन्द्रो मोदते राधया सह।
तद्वैवस्वतदिग्भागे सौरमण्डलचुम्बितं॥ ५४
जगदम्बामहादेव्या नवचूड़विभूषितम्।
सुभद्रं भवतारिण्या मन्दिरञ्चातिशोभनं॥ ५५
तन्मध्येऽधिष्ठिता माता काली कैवल्यदायिनी।
महाकाल समारूढ़ा त्रिनेत्रा वरदा शुभा॥ ५६

She built the temple of Radhakrishna with the wheel at the top, and the temple of Goddess Kali with nine towers. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সকল মন্দিরের মস্তকে ত্রিশূলযুক্ত চূড়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এবং চক্রচিহ্নিত চূড়াবিশিষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মিত হইলে সেই মন্দিরে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বিরাজিত বিদ্যমান আছেন। এবং সেই বিষ্ণু মন্দিরের দক্ষিণদিকে অত্যুচ্চ আকাশ স্পর্শী নয়টি

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

চূড়া শোভিত জগন্মাতা মহাদেবী ভবতারিণীর সর্ববশ্রেষ্ঠ সুমঙ্গল শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।৫২।৫৩।৫৫

এই মন্দিরের অভ্যন্তরে মহাকাল সমারূঢ়া ত্রিনয়না খড়্গমুণ্ড বরাভয় করা বরদা শিবাণী।৫৬

खड़्गमुण्डधरा देवी वराभयधराकरा।
सच्चिदानन्दरूपा सा परब्रह्म स्वरूपिनी॥ ५७
यस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्मानन्दं गता जनाः।
एवं श्रीभवतारिण्या मन्दिरं निर्म्मितं तया॥ ५८
अर्थ सामर्थ्य प्राचुर्य्यान्निर्म्मितेऽपि सुमन्दिरे।
भोगार्थं भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च॥ ५९
महत्यासीत्तदाचिन्ता राज्ञ्यन्तरे सुदारुणा।
विग्रहार्चन वेलयामन्नभोग प्रवर्त्तने॥ ६०

Goddess Kali having three eyes and four hands stands on the body of Lord Siva lying on his back. She is the embodiment of the powers of the supreme Being. To see Her image is a divine joy. Even though Rani could build beautiful temples because of her ability to spend as much as she liked, she became worried as to how to offer cooked rice to the gods and goddesses of the temples.

॥ 57 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দরূপা পরব্রহ্ম স্বরূপিণী কালী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা আছেন।৫৭

যাঁহার দর্শন মাত্রে জীব সকল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। এইরূপ মহারাণী মাতা ভবতারিণী কালী মূর্ত্তির মন্দির নির্ম্মাণ করেন।৫৮

রাণী রাসমণির অর্থশক্তির আধিক্য বশতঃ সুন্দর ভাবে মন্দির নির্ম্মাণ হইলেও কালিকা দেবীর এবং রাধাবল্লভ বিগ্রহের অন্নভোগের জন্য রাণী বিশেষভাবে চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন।৫৯,৬০

येनान्धसा ब्राह्मणानां भोजनं सम्भविष्यति ।
एवमान्तरिकीच्छायां प्रत्यूहः समजायत ॥ ६१
जातीनां वेद बाह्यानां देवदेवो समच्च ने ।
अन्न भोगी न दातव्य इति शास्त्रानुशासनं ॥ ६२
किन्तु साक्षादन्नपूर्णा ससूपव्यञ्जनादिभिः ।
अन्नभोग प्रदानार्थं स्वप्ने मां समुपादिशत् ॥ ६३
अतोऽत्र किं विधेयं मे येनात्मासुप्रसीदति ।
एवं राज्ञ्या महाचिन्ता भोगार्थं चेतसि वभौ ॥ ६४

Rani earnestly desired that bramhins would be fed with that offered rice. But an obstacle stood on the way. According to the religious code she was debarred from offering cooked rice to the gods. She mused in herself, "I have been asked by Goddess Annapurna Herself to offer cooked rice with curries. So, what should be done to achieve my end". Thus, the thought made Rani restless, ॥ 61 to 64 ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অর্থাৎ বিগ্রহ সেবা সময়ে অন্নভোগ সম্পাদিত হইলে সেই অন্নভোগের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবাদির ভোজন হইবে এইরূপভাবে

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

রাণীর ঐকান্তিক ইচ্ছা হইলেও তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ভিন্ন অন্যজাতির দেবদেবীর পূজাতে অন্নভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ ।৬১।৬২

কিন্তু স্বপ্ন সময়ে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সূপব্যঞ্জনাদির সহিত অন্নভোগ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন ।৬৩

অতএব এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি ? যাহাতে আমার মনের শান্তি হয়। রাণীর মনোমধ্যে ভোগ দিবার জন্য এইরূপ ভাবে মহাচিন্তা হইয়াছিল ।৬৪

काशी काञ्ची नवद्वीप मिथिला देशत स्ततः ।
धर्म्मशास्त्राध्यापकानां पण्डितानां समीपतः ॥ ६५
आनीता बहु यत्नेन राज्ञ्या या विधिपत्रिका ।
अन्नभोगन्तु कुत्रापि शूद्रस्थापित विग्रहे ॥ ६६
ऐकमत्येन लिखितं विद्वद्भिर्न भवेदिति ।
श्रुत्वा राज्ञी वैधपत्र-भाषणं मूर्च्छिता भवत् ॥ ६७
शास्त्रवाक्यं समुल्लङ्घ्य भोगदाने न मे स्पृहा ।
स्वेच्छया यदि दास्यामि तदन्नं गर्हितं भवेत् ॥ ६८

She called for a ruling from great pandits of Kasi. Kanchi Nabadwip Mithila and other places. But all of them unanimously declared that cooked rice could not be offered to gods placed in temples built by sudras. At this Rani became sorely aggrieved. She thought, "If I offer cooked rice to my gods, none will honour it". ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ অবস্থায় রাণী কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা ও নবদ্বীপ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বহু চেষ্টায় বহুতর ভাষপত্র অর্থাৎ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপত্র সংগৃহীত হইলে সেই সকল পত্রে পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, যে শূদ্রস্থাপিত বিগ্রহের অন্নভোগ হইতে পারেনা।৬৫।৬৬

রাণী রাসমণি ভাষপত্রের ভাষা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন।৬৭

এবং বলিয়াছিলেন যদি শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমি ইচ্ছামত অন্নভোগ দান করি তবে সেই অন্নভোগ নিন্দিত হইবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।৬৮

एवं सञ्चिन्त्य सा राज्ञी सिद्धिदात्रीं भयापहां।
अश्रुजलाभिषिक्ता सा सर्व्वथा शरणं गता॥ ६৯
उवाचैवं जगन्मात स्तवादेशान्मयाकृतं।
देवमन्दिर निर्म्माणं तव मूर्त्तिरधिष्ठिता॥ ७०
अन्नभोग व्यवस्था च सुनिर्द्दिष्टा त्वयैव हि।
त्वदिच्छा पूरणं मात स्त्वमेव कुरु कालिके॥ ७१
अङ्ग वङ्ग कलिङ्गेभ्यो विधानेऽपि समाहृते।
अन्नभोगो न दातव्य इति पण्डितभाषणं॥ ७२

Rani prayed to the Goddess for redress and said, "Oh Mother! it is at your behest that I have built the temples and placed your image, It is also thy desire that I should offer cooked rice. But the pandits do not approve it. So Thou shouldst find a way out to fulfil thy own will".
|| 69 to 72 ||

মধ্যলীলায়া' :২য় অ: ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই রাণী রাসমণি এইরূপভাবে দুশ্চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়হারিণী সিদ্ধিদাত্রী মা অন্নপূর্ণার সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্না হইয়া বলিয়াছিলেন ।৬৯

এবং বলিয়াছিলেন হে জগন্মাতঃ আপনার আদেশেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছি ।৭০

আপনিই আমাকে অন্নভোগ দিবার অনুমতি দিয়াছেন। অতএব আপনার ইচ্ছা আপনিই পূরণ করুন ।৭১

অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে শাস্ত্রবিধি সংগৃহীত হইলেও আমাদের অন্নভোগ দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এইরূপই পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রানুমোদিত মত ।৭২

किङ्करोमि क्व गच्छामि केनाशा पूरिता भवेत् ।
भृशमेवं महाराज्ञी सन्तप्ता सा तदा भवत् ॥ ७३
कलिकाता नगर्य्यांस्तु सर्व्वै र्ब्राह्मण पण्डितैः ।
विधिपत्रं महाराज्ञया दृष्टमालोचितं सुतम् ॥ ७४
एवं रामकुमारोऽपि प्रवरः स्मार्त्तपण्डितः ।
राज्ञ्या बन्धुं समाहूय कश्चिदेकं तदा सुधीः । ७५
प्रोवाचेयं भोगचिन्ता राज्ञ्या कार्य्या कदापि न ।
ददाम्यहं वैधपत्रं नीत्वा राज्ञीं प्रदर्शय ॥ ७६

"What to do," "Where should I go," How can I achieve my object," all these thoughts troubled her day and night. The decision of the learned pandits in the matter was widely circulated and discussed among the pandits of Calcutta. At

last Ramkumar contacted a friend of Rani and gave him a letter conveying his instructions and said, "Rani need not worry in the matter of offering cooked rice to her gods. Take this letter to her and she will know what to do". || 73 to 76 ||

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এখন আমি কি করি কোথায় যাই কোন মহাপুরুষই বা আমার এই বাসনা পূরণ করিবেন। এইরূপভাবে মহারাণী সেই সময় অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন।৭৩

কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাও মহারাণী রাসমণির বিধিপত্র দৃষ্ট আলোচিত ও শ্রুত হইয়াছিল।৭৪

কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামকুমারও রাণীর বিধিপত্রের বিষয় জানিয়া রাণীর কোন একটি বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন রাণী রাসমণি যেন অন্নভোগ দিবার জন্য চিন্তা না করেন। আমি একটি বিধিপত্র দিতেছি এইটি লইয়া রাণীকে দেখাও।৭৫।৭৬

শ্রুত্বাচৈবং তদা রাজ্ঞী সদ্যস্তত্রাগতা স্বয়ং ।
গললগ্নীকৃতবাসাঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৭
ব্রহ্মন্ কেন বিধানেন্ বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেন্মম ।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ ত্বমেকৈকাগতির্ধ্রুবা ॥ ৭৮
ততো রামকুমারেণ পূর্ব্বং বিলিখিতঞ্চ যৎ ।
তদ্বিধপত্রং স রাজ্ঞীং শ্রাবয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৭৯
সমন্দিরং বিগ্রহঞ্চ দেববিত্তাদিকঞ্চ যৎ ।
প্রাগ্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়া সর্ব্বঞ্চেদ্ বিপ্রসাদ্ভবেৎ ॥ ৮০

On hearing this, Rani herself appeared before Ramkumar and said with great humility and reverence, "Please tell me how my desire can be fulfilled. You alone can remove my difficulties" Ramkumar explained to her the meaning of his instructions. In brief, Rani should have to forego her right of ownership of the gods, the temples and the estate attached to them and make a deed of gift to a bramhin, before the foundation of the temples and the images. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর মহারাণী বন্ধুর নিকটে বিধিপত্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামকুমার পণ্ডিতের টোলে আসিয়া গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিলেন হে পণ্ডিত কুলতিলক ব্রাহ্মণ যেরূপ বিধানে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় তাহা করুন। হে মহাভাগ আপনিই আমার একমাত্র সম্বল।
৭৭।৭৮

তখন রামকুমার পণ্ডিত পূর্ব্বে যাহা বিধি লিখিয়াছিলেন তাহা রাণীকে যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন।৭৯

বিধি পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মন্দিরের সহিত বিগ্রহ এবং দেবতার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করা হয়।৮০

तद्विग्रह प्रतिष्ठाञ्चेद् ब्राह्मणः संविधास्यति ।
नैवमन्नप्रदाने तु शास्त्रबाधा भविष्यति ॥ ८१
तदन्नभोजनं विप्राः करिष्यन्त्यकुतोभया. ।
सुदृढेयं व्यवस्था मे शास्त्रवाक्यानुसारिणी ॥ ८२

श्रुत्वा राज्ञी पण्डितस्य भाषपत्रमचिन्तयत्।
व्यवस्थेयमिष्टसिद्धेरनुकूला मता मम॥ ८३
मद्वाञ्छा पूरणं मातुरन्नदायाः प्रसादतः।
भविष्यति न सन्देहो हेतुस्त्वायं सुपण्डितः॥ ८४

The foundation ceremony should be performed by that bramhin. In this way the prohibitary rules could be avoided, and no bramhin would hesitate to accept the cooked rice. These instructions were strictly based on the codal rules of religion. At this, Rani thought that the instructions of Ramkumar were quite favourable to the fulfilment of her desire which would surely come about by the grace of Annapurna, and this learned Ramkumar was instrumental to it. ॥ 81 to 84 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য ব্রাহ্মণই স্বয়ং সম্পাদন করেন তবে বিগ্রহের অন্নভোগ প্রদানে শাস্ত্র বাধা কিছুমাত্র হইবে না।৮১

পরন্তু সেই অন্নভোগ কুলীন ব্রাহ্মণগণ ও নির্ভয়ে ভোজন করিবেন। ইহাই আমার শাস্ত্রানুমোদিত সুদৃঢ় ব্যবস্থা।৮২

রাণী রামকুমার পণ্ডিতের ভাষপত্র শুনিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থাই আমার ইষ্ট সিদ্ধির অনুকূল হইতেছে।৮৩

মাতা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার ইষ্ট সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ। ইহার হেতু একমাত্র সুপণ্ডিত রামকুমার।৮৪

मध्यलीलायां २यः अः।

एवमुत्फुल्ल हृदयास्वानुकूले शुभे दिने।
त्रिलक्ष मुद्रा क्रीतेन स्थानेन सह मन्दिरं॥ ८५
यथा शास्त्रं तदा राज्ञी गुरवे सम्प्रदाय च।
सेवातत्त्वावधानस्य भारः स्वस्मै समर्पितः॥ ८६
तथापि तदनुष्ठाने नाना विघ्नः समुत्थितः।
विद्वांसं कर्म्मकुशलं प्राप्स्यामि कुत्र वा कथं॥ ८७
विद्याहीनो गुरोर्वंशो ये चास्माकं पुरोहिताः।
नित्यपूजां न जानन्ति प्रतिष्ठा तैः कथं भवेत्॥ ८८

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient bramhins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারাণী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অনুকূল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূভাগ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্য্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন।৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে কর্ম্ম-কুশল সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিজ্ঞ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ।৮৭।৮৮

तेषां प्राप्यानि दास्यामि करिष्यामि सुपण्डितैः ।
प्रतिष्ठां भवतारिण्याः श्रीराधावल्लभस्य च ॥ ८९
सहसा तन्मनोमध्ये भाग्ययोगात्तदोदिता ।
विधानदातुः श्रीरामकुमारस्य सुयोग्यता ॥ ९०
कालक्षेपमकृत्वैव झामापुस्करिणीं गता ।
विद्वान् रामकुमारोऽसौ यत्राध्ययनयुक् सदा ॥ ९१
कृत्वाभिवन्दनं राज्ञी तत्पादलुण्ठिता सती ।
उवाच कुरु मे ब्रह्मन् वाञ्छा पूरणमाशु भो ॥ ९२

Learned bramhins would be appcinted on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব। কিন্তু ভবতারিণী এবং রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিয়া করাইব ।৮৯

সেই সময় রাণীর সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার যেস্থানে অধ্যাপনা করেন সেই ঝামাপুকুর পল্লীতে গমন করিয়া

া করিয়া বলিয়াছিলেন
মনোবাঞ্ছা পূরণ

ান্
হ ল
গ
ে

your
hip of the
hin.
dly be performed
kumar was much
Rani and acceded
॥ 93 to 96 ॥

হের প্রতিষ্ঠার একমাত্র

ড় পণ্ডিত কেহ আছেন,

আপনার বিধা

অর্থ মন্দির ও অ

অতঃপর প্রতিষ্ঠা

আপনি শাস্ত্রানুসা

রাণীর এইরূপ

লিয়াছিলেন হে ম

শাস্ত্র পূরণ করিব।

इत्थं सा

प्रतिष्ठोद्यो

द्विषट् मन

श्रील राम

श्रीमूर्त्तिं भ

प्रतिष्ठां का

The fou

Godde

performed by

many able and

freely on that

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রামকুমারের এ

আয়োজন আরম্ভ ক

मध्यलीलाया' २य: अ:।

রামকুমার পণ্ডিতের পাদসমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।৯০।৯১।৯২

सविग्रह देवगृह प्रतिमाया गतिर्भवान् ।
भवत: पण्डित: कोऽपि नासमोद्गौ हि लक्ष्यते ॥ ९३
देव देवी देवभूमि वित्त मन्दिर भूषण' ।
भवद्‌ भाषानुसारेण ब्राह्मणाय समर्पितम् ॥ ९४
अत:परं प्रतिष्ठादिकृत्यं यदवशेषितं ।
भवताध्यक्षरूपेण सम्पाद्यं शास्त्रचक्षुषा ॥ ९५
दृष्ट्वावदत् पण्डितोऽपि राज्ञ्या आग्रहमुत्तमं ।
मा भैषी स्त्वं मातृतुल्ये पूरयिष्यामि तद्व्रतम् ॥ ९६

Rani said, "According to your instructions I have made over my right of ownership of the temples and the estate to a bramhin. Now the foundation ceremonies may kindly be performed by you as the chief priest." Ramkumar was much pleased, by the eagerness of Rani and acceded to her request.

|| 93 to 96 ||

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আপনিই আমার দেবগৃহের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আপনার মত বা আপনার হইতে বড় পণ্ডিত কেহ আছেন, বলিয়া আমার মনে হয় না। ৯৩

আপনার বিধান মত দেব দেবী দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দেবতার অর্থ মন্দির ও অলঙ্কারাদি সমস্ত ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছি। অতঃপর প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য যাহা অবশিষ্ট আছে সেইসকল কার্য্য আপনি শাস্ত্রানুসারে অধ্যক্ষ রূপে সুসম্পন্ন করুন। ৯৪ ৯৫

রাণীর এইরূপ অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া রামকুমার পণ্ডিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ মহারাণী ভয় নাই আপনার সঙ্কল্প আমি যথা শাস্ত্র পূরর্ণ করিব। ৯৬

इत्थं सा भयवाणीत्व लब्ध्वा पंडित वर्य्य तः।
प्रतिष्ठोद्‌योगपर्व्वाणि समारेभे यथाविधि ॥ ९७
द्विषट्‌ शत द्विषष्ठिमें साले ज्यैष्ठे राकातिथौ।
श्रील रामकुमार: स स्मार्त्ताचार्य्य शिरोमणिः ॥ ९८
श्रीमूर्त्ते भवतारिण्या: श्रीराधावल्लभस्य च।
प्रतिष्ठां कारयामास विद्वद्भि र्ब्राह्मणै: सह ॥ ९९
तस्मिन् पुण्य दिने राज्ञी कल्पपादपवत् सदा।
प्रार्थिणां प्रार्थना पूर्त्तावासीद्दानावलिर्यथा॥ १००

Every thing was arranged accoraing to rules and the foundation cerencnies of the images of Goddess Bhabatarini and Radha Vallava were performed by Ramkumar with the assistance of many able and learned pandits. Rani gave away freely on that day whatever was asked of her. ॥ 97 to 100 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের এইরূপ অভয়বাণী লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র দ্রব্যাদির আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৯৭

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ।

স্মার্ত্তাচার্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবতারিণী কালী ও রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরাসমনি দানবীর দৈত্যপতি বলিরাজের মত প্রার্থিগণের প্রার্থনাপূরণ কল্পতরুর মত অকাতরে আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সমপান করিয়াছিলেন।। ১০০

काशी काञ्ची नवद्वीप श्रीहट्ट चट्टलादितः।
कलिङ्ग कान्यकुब्जादि विक्रमपुरत स्तथा॥ १०१
पञ्चशताधिका स्तत्र पंडिताः सुसमागताः।
पट्टवस्त्र स्वर्णमुद्रा रौप्यस्य कलसानि च॥ १०२
पंडितेभ्यो ददौ राज्ञी छात्रेभ्योऽपि यथाविधि।
तथाहूताननाहूतान् जनान् बहुसहस्रशः॥ १०३
व्यवहार्य्य बहु द्रव्यदानेन पर्य्यतोषयत्।
एवमलौकिको राज्ञ्या दानयज्ञः स्वनुष्ठितः॥ १०४

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কাশী কাঞ্চী কর্ণাট ও কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাধিক

मध्यलीलायां २य: अ: ।

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস সুবর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহূত অনাহূত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর অলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল! ১০৩।১০৪

तथा भोजन यज्ञस्तु पूर्व्वं य: सुष्टु वाञ्छित: ।
तत् पूरणं तथा भूतं राज्ञ्यानन्द विवर्द्धकं ॥ १०५
दीयतां भुज्यतां शब्दैरसंख्यै: परिचारकै: ।
मुखरीकृतमत्यन्तं विशालं मन्दिराङ्गनम् ॥ १०६
अहोरात्रं न जानन्ति भोजनार्थं समुत्सुका: ।
श्वपाकांश्च दरिद्रांश्च ग्राम्याश्च विविधा जना: ॥ १०७
देवालय विनिर्म्माणे तत्प्रतिष्ठादि कर्म्मणि ।
सानन्दं व्ययिता राज्ञी मुद्रा हि नवलक्षका: ॥ १०८

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়াং :২য় অঃ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীর আনন্দ বর্দ্ধক সেই ভোজন যজ্ঞও সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়াছিল। ১০৫

প্রায় সহস্র পরিচারকবর্গ আন দাও নাও খাও ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরাট মন্দির প্রাঙ্গন তুমুলধ্বনি যুক্ত করিয়াছিল গ্রামবাসী নরনারী দরিদ্র ও চণ্ডালাদি বিবিধ। ১০৬

ব্যক্তির ভোজনে ব্যাপৃত থাকায় কর্ম্মচারীগণের পরিচারক বর্গের দিবারাত্রি কিছুই জ্ঞান ছিল না। ১০৭

দেবালয় নির্ম্মাণে এবং দেবতা সকলের প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে রাণী অকাতরে নব লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১০৮

तथा त्रिलक्ष मुद्राभिः क्रीता या भूमिरुत्तम।
देवसेवासुरक्षार्थं देवताभ्यः समर्पयत् ॥ १०९
एवं श्रीभवतारिण्याः स्वेष्टदेव्या यथाविधि।
प्रतिष्ठा सुकृता राज्ञ्याः स्वप्नः सत्योह्यभूत्तदा ॥ ११०

इति श्रीभक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां राज्ञ्या रासमण्याः साक्षादन्नपूर्णाया आदेशतः श्रीमन्दिर प्रतिष्ठादि रूपो मध्य लीलाया द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ मः २

She purchased also landed property worth three lakhs and dedicated it to the service of the gods. Thus the dream of Rani was translated into reality when the foundation ceremony of Goddess Bhabatarini was completed.

Here ends the second chapter of Madhyalila in the Sri Ramakrishna Bhagabatam narrating the incidents leading to the foundation of temples at Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ:।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পরন্তু আরও তিনলক্ষ মুদ্রা ক্রীত ভূসম্পত্তি দেবতাগণের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছিলেন। ১০৯

এই রূপে নিজ ইষ্টদেবী ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাদিকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন হইলে সেইদিন রাণীর স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ১১০

রাণী রাসমণির কাশী ক্ষেত্রে গমন সময়ে দক্ষিনেশ্বরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ কাশী না যাইয়া দক্ষিনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ ভবতারিণী প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাদি রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাহইল। মধ্য ২য় সমাপ্ত।

मध्यलीलायां ३यः अः ।

अपूर्व्व देवालय मन्दिरान्तरे श्रीविष्णु कालीशिवसन्निधानात् ।
शाक्तास्तथावैष्णवरुद्रभक्ताः सर्व्वे कृतार्थाः समुपागता ये ॥ १
वाराणसी चेत्र गतिर्यदा स्यात् स्वप्नेऽन्नपर्णा निजसेवनार्थं ।
तथादिदेशैव सुशान्तिदात्री राज्ञीं कृपाबिन्दु विसर्ज्जनाय ॥ २
स्वप्नोऽद्य सत्यः स च दिव्यदर्शनं सत्यञ्च राज्ञ्या बहुपुण्यसञ्चयात् ।
तपः सुसिद्धं विमलं सुकीर्त्तिजं बभुव बङ्गाय जनस्य गौरवं ॥ ३
सहाग्रजस्तत्र गदाधरो महानत्यन्त लिप्तोऽपि महामहोत्सवे ।
स्वाहार निष्ठा परिरक्षणार्थमुपोष्य साय पथि भृष्टतण्डुलान् ॥ ४

Due to the presence of the images of Vishnu Kali, Shiva in the temples close to one another, the Vaishnavas the Shaktas and the Shaivas would come to meet together. What Goddess Annapurna had expressed to Rani in her dream on her way to Varanasi, had now been fulfilled and the achi-

evement of Rani brought glory to her country and country men. Even though Godadhar had been working hard all day long with his elder brother in that great festival, he observed fasting till evening. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মহারাণী রাসমণির অভূতপূর্ব্ব দেবতা সকলের মন্দির মধ্যে কালী মূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও শিব মূর্ত্তির অধিষ্ঠান বশতঃ শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবাদি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে কোনও ভক্ত মন্দির মধ্যে আসিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন।১

ঐহিক পারত্রিক শান্তিদাত্রী মা অন্নপূর্ণা রাণীর বারাণসী ক্ষেত্র গমন সময়ে স্বপ্ন সময়ে নিজ সেবার জন্য রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণার্থে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।২

আজ রাণীর বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন সত্যে পরিণত হইল। অদ্য রাণীর সাধনার ফল সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং রাণীর অত্যুচ্চ সুকীর্ত্তি বঙ্গীয় জনগণের যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চিরকালের জন্য অত্যুচ্চ পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিল।৩

সেইদিন গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত রাণীর মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে অত্যন্ত লিপ্ত হইলেও নিজ ভোজন বিষয়ে নিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময়ে।৪

খাদন্ স লভ্যান্ কতিভির্বরাবটঙ্কৈঃ সানন্দচিত্তেন পদব্রজেন।
ভূয়োঽপি তং পাঠগৃহং সমেত্য সুখেন নিদ্রাং গতবান্ মহাত্মা ॥ ৫
প্রাতঃ পরেদ্যুঃস্বপ্নে চ গতে শ্রীমান্ গদাধরঃ।
গচ্ছন্ পথিঃ পুনঃ পল্লীং সন্দেশায়াগ্রজস্য চ ॥ ৬

दक्षिणेश्वरमागत्य ज्ञातवानिति निश्चितम् ॥ ।
पुनर्झामापुष्करिण्या श्चतुष्पाठ्यां समाग्रजः ॥ ७
अध्यापनार्थं छात्राणां देवसेवार्थमेव वा ।
न कस्मिन्नपि काले तु प्रतियास्यति पण्डितः ॥ ८

He purchased some fried rice and began to eat it as he proceeded on foot to his residence in Jhamapukur. After he had slept there in the night, he again walked down to Dakshineswar next morning. Soon he realised that his elder brother would not come back to Jhamapukur to teach his pupils and to resume his holy services.
॥ 5 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি কড়ি দিয়া মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে সানন্দ চিত্তে পদব্রজে গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার ঝামাপুকুরে রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া মহাপুরুষ গদাধর আনন্দ মনে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ।৫

রাত্রি শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের মনোভাব জানিবার জন্য পুনর্ব্বার পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিশ্চিত ভাবে ইহাই জানিয়াছিলেন যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণের পড়াইবার জন্য এবং দেব সেবা রক্ষার্থে পুনরায় কলিকাতায় কখনও যাইবেন না ।৬।৭।৮

रात्र्यामहातिमय्येन दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
श्रीभवतारिणीदेव्याः पूजकस्य पदे व्रती ॥ ९

मध्यलीलाया' ३यः अः ।

भूत्वात्र चाध्यापनञ्च करिष्यामीति तन्मतिः ।
ज्ञात्वैव मति विक्षुब्धो जातस्तत्र गदाधरः ॥ १०
एकान्तेऽग्रजमाहूय प्रोवाच ते मतिभ्रमः ।
सञ्जातः स्वकुलाचारं स्वेच्छया नाशयिष्यति ॥ ११
वयं कौलीन्य धर्माणः प्रतिग्रहपराङ् मुखाः ।
ईदृशाः ब्राह्मणाः सन्तोऽधम शूद्रस्य पूजकाः । १२

Ramkumar made up his mind to work as the priest of Goddess Bhavatarini in the temple of Dakshineswar and also carry on with his practice as teacher there. When Godadhar came to know of it, he became very sorry. He took his elder brother to a lonely place and said, "It is a matter of great regret that you now deliberately strike at the root of your family dignity and pedigree. We are the highest of bramhins in rank and cannot become so low as to serve the gods of the sudras.

|| 9 to 12 ||

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রাসমণির বিশেষভাবে প্রার্থনা বশতঃ প্রতিষ্ঠিতা দক্ষিণা কালিকা ভবতারিণীর পূজক পদে ব্রতী হইয়া দক্ষিণেশ্বরেই অধ্যাপনা করিবেন এইরূপ অগ্রজ রামকুমারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাধর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।৯'১০

এবং তজ্জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমারকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন আপনার কি বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে আপনি আপনার কুলাচার ইচ্ছা করিয়া নাশ করিতেছেন।১১

আমরা স্বভাব কুলীন অতএব আমাদের কৌলীন্য ধর্ম্ম রক্ষা করাই বংশানুসারে ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং আমরা অদ্যাবধি কখনও কাহারও দান গ্রহণ করি নাই। এইরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইয়া অধম শূদ্রের দেবতার সেবা করিব? ১২

भविष्यासीधिगस्माकं कुलं विद्यां वहुस्तुतं ।
सदाचारं क्रियादाक्ष्यं वित्तलोभ विमुग्धता ॥ १३
तदलं त्यज्यतामिष निस्वय: पाप निस्वय: ।
त्वद्विधै: पण्डितै: क्वापि नैवं विधमनुष्ठितम् ॥ १४
एवमुक्तोऽग्रजो धीमान्नानाशास्त्रविशारद: ।
प्रोवाच पापं नो किञ्चिदत्र प्रपूजने क्वति ॥ १५
शूद्रान्नं शूद्रसम्पर्कं त्यजन्ति हि सुपण्डिताः ।
वदन्त्येवं ब्राह्मणानां धर्मं धर्मप्रयोजका: १६

Fie on your family prestige, your scholarship aud fame and your religious habits and efficiency Such greed for gold is surely a sin. No pandit like you has ever done so" At this Ramkumar replied, "In my doing services here. I have committed no sin. Learned pandits always avcid rice offered by sudras. Such are the instructions of the religious authorities. ॥ 13 to 16 ॥

**বঙ্গানুবাদ :—**

অতএব যে বংশে সদাচারী সুপণ্ডিত নির্লোভ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশের সন্তান হইয়া আমাদের এইরূপ নীচ

কর্ম্মে প্রবৃত্তি অতএব আমাদের বংশ বিদ্যা সদাচার শিক্ষা ও ক্রিয়া পটুতা প্রভৃতিকে ধিক। এইরূপ পাপাধারিত পাপ বিষয় শীঘ্র পরিত্যাগ করুন। আপনার মত পণ্ডিত কেহ কখনও এরূপ দেব সেবা করেন নাই।১৩।১৪

এইরূপ ভাবে গদাধর বলিলে বহুতর শাস্ত্র বিশারদ রামকুমার বলিয়াছিলেন পাপাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। এইস্থানে দেবদেবীর পূজা করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শূদ্রান্ন বা শূদ্র সম্পর্ক বর্জনীয়। মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা সময়ে রাণীর নাম গন্ধও ছিল না।১৬।১৬

देवदेवी मन्दिराणां प्रतिष्ठादिककर्म्मसु ।
न राज्ञी नामगन्धोऽपि सङ्कल्पसमये स्मृत: ॥ १७
प्रतिष्ठाया: पूर्व्वमेव देवदेवी सुमन्दिरं ।
देवत्तभूविभागादि गुरवे तत् समर्पितम् ॥ १८
अतो देवालये राज्ञ्या स्वत्वं किञ्चिन्न विद्यते ।
अग्रजेनैव मुक्तोऽपि नानुजे नानुमोदितं ॥ १९
एवं विरुद्धमुभयोर्म्मतं ज्ञात्वा सुपण्डित: ।
कनिष्ठं प्रत्युवाचास्य सुमीमांसा तदा भवेत् ॥ २०

Here, the name of the Rani was never uttered in the foundation ceremonies of the temples, because the right of ownership of the entire property attached with these temples, had already been duly passed on to the preceptor of the Rani. Hence the Rani has now no concern with any thing of these temples. But Gadadhar

...তেছেন।১১

could not endorse the views of his elder brother. At last Ramkumar proposed the test of God's will according to the practice in vogue. | 17 to 20

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই দেবদেবী মন্দির দেবোত্তর ভূসম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে দান করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই দেবালয়ে রাণীর কিছুমাত্র অধিকার নাই।

এইরূপভাবে রামকুমার গদাধরকে বলিলেও গদাধর সে কথায় সম্মত হন নাই।১৭।১৮।১৯

এইরূপ উভয়ের একমত না হইলে পণ্ডিত রামকুমার গদাধরকে বলিয়াছিলেন। আমাদের এ বিষয়ের সুমীমাংসা তখন হইবে।২০

रघुवीरं समुद्दिश्य ह्यस्माकं कुलदैवतम्।
धर्म्मपत्रं करिष्यामि पूर्व्वाचार्य्यानुसारि च॥ २१
कृत्वा जनाः समुत्तीर्णा बभूवुर्धर्म्मसङ्कटात्।
प्राप्स्याम्यत्रयदादेशं धर्म्मपत्र परीक्षया॥ २२
तदहं दैवमाश्रित्य करिष्ये पूजनं ध्रुवं।
दैवादेशे ह्यलब्धे च न करिष्यामि पूजनम्॥ २३
एवं व्यवसायमती सानन्देन सहदरौ।
लिखित्वा धर्म्मं पत्रन्तौ प्रक्षिप्यकलसान्तरे॥ २४

Ramkumar said, "This is the way by which people find the right thing in a doubtful issue. If I am favoured with divine orders I shall continue my services here other wise I shall leave this

place." Thus the two brothers wrote the Dharma patrasi ( holy writings ) and placed them in a jar. ॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যখন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের মত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে বহু বিষয়ে বহুতর পণ্ডিতগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষা দ্বারা বিপদ মুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও পূর্ব্বাচার্য্য-গণের মতানুসারে কুলদেবতা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম পত্র করিব যদি সেই ধর্ম্ম পত্রে নিষেধ বাক্য উঠে তবে পূজা করিব না আর যদি আদেশ বাক্য উত্থিত হয় তবে পূজা করিব এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া একটি কলসের মধ্যে পারিবে পারিবে না এইরূপ প্রায় অসংখ্য পত্র লিখিয়া ১টি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে সমাদর পূর্ব্বক ডাকিয়া।২১। ২।২৩।২৪

पञ्चवर्षमितं बालं समाहूयादरेण वै।
तेनैवोत्थापितं धर्म्मपत्रं कलस मध्यत: ॥२५
तत्र चैवम्विधं वाक्यमुत्थितं रोमहर्षणम्।
अत्र रामकुमारेण स्वीकृते विग्रहार्च्चने ॥ २६
जगद्वासि जनानां वै भविष्यति सुमङ्गलम्।
तत् पूर्व्वपुरुषा: सर्व्वे स्वर्गे नृत्यन्ति निश्चितं ॥२७
दृष्ट्वा गदाधरः सुस्थो धर्म्मपत्रस्य भाषणम्॥
द्वैधभावो गतस्तस्य परमानन्दमाप सः ॥ २८

Then a boy of five years was invited to take out a letter from inside the jar. When it was so done, it was found to read to the effect that if

Ramkumar continued his servies here, the people of the world would be benefitted by it, and their forefathers would dance in joy in Heaven. With this Gadadhar became free from all doubts and also very glad. ॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই স্থানে আসিয়া সেই বালকের দ্বারা কলসের মধ্য হইতে ধর্ম্মপত্র উত্থাপিত করাইলে সেই ধর্ম্ম পত্রে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য উত্থিত হইয়াছিল যে এই দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত রামকুমার বিগ্রহ পূজা স্বীকার করিলে জগদ্বাসি জনসাধারণের অতীব মঙ্গল হইবে।২৫।২৬

পরন্তু রামকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিবেন।২৭

ধর্ম্মপত্রের তাদৃশ উক্তি পাঠ করিয়া গদাধর সুস্থ হইয়াছিলেন। দ্বিধাভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।২৮

ततोऽग्रजः प्राह गदाधरं मुदा शिवालये पक्वमिदं शिवाम्नतैः।
निवेदितं भागवतीयमोदनं सुखेन तत्तस्य कुरुष्व भोजनं॥ २९
गदाधरस्तस्य सुयुक्तिपूर्णं वाक्यं निशम्यापि न साधु मेने।
शूद्रापदत्तं भगवत् प्रसादं विशुद्धमन्नं न भवेत् कदापि॥ ३०
एवं स्वानुज सिद्धान्तं श्रुत्वा रामकुमारकः।
उवाच शास्त्रीय वचः स्वसिद्धान्त पुरःसरम्॥ ३१
गृहीत्वा नहिं मद्दत्तं भोज्यं पञ्चवटी गृहे।
गङ्गातीरे स्वहस्तेन पाकं सम्पाद्य यत्नतः॥ ३२

Then Ramkumar asked Gadadhar to take cooked rice duly offered to the Goddess. But Gadadhar still held that rice offered by Sudras

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

could not be taken by Bramhins. So Ramkumar proposed to give Gadadhar rice with vegetables spices etc. for cooking them with his own hand in his cottage at panchabati. ॥ 29 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে রামকুমার আনন্দের সহিত গদাধরকে বলিয়াছিলেন এই দেবালয়ে গঙ্গাজলে পাক করা ভগবৎ প্রসাদীয় অন্ন তুমি স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার।২৯

গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা উত্তম বাক্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন না। কারণ শূদ্র প্রদত্ত ভগবৎ প্রসাদ কখনও বিশুদ্ধ হইতে পারে না।৩০

এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সিদ্ধান্ত শুনিয়া স্বসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়াছিলেন।৩১

তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা তণ্ডুলাদি ভোজনীয় দ্রব্য দিব তাহা লইয়া গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী গৃহে যত্নপূর্ব্বক নিজ হস্তে পাক করিয়া।৩২

ভোজনং কুরু নিঃশঙ্কং পবিত্রান্নমসংশয়ম্।
গঙ্গাজলৈঃ সুপক্কান্নং দৈবতানাং সুদুর্লভং ॥ ৩৩
এবং গদাধরেণাপি স্বীকৃতং ভ্রাতৃ ভাষিতম্।
ভক্তি বিশ্বাসয়োঃ চৈতৎ সর্ব্বথা সাধু সম্মতম্ ॥ ৩৪
সমাশ্রিতঃ পঞ্চবটীং তত্র পঞ্চবটী তলে।
তদ্দিনাবধি তত্রস্থোদ্যানে ভাগীরথী তটে ॥ ৩৫
সর্ব্বসন্তাপহারিণ্যা গঙ্গায়া রূপ মাধুরী।
বীক্ষ্য তস্যাঃ স্বরূপঞ্চ চিন্তয়ামাস চিদ্ঘনঃ ॥ ৩৬

He also said that rice cooked with the water of the Ganges would be the most sacred food which is rarely available to gods, Gadadhar agreed and from that day onwards he used to live in the cottage at Panchabati and enjoy the beauty of the holy Ganges. ॥ 33 to 36 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শঙ্কা বা সন্দেহ শূন্য হইয়া বিশুদ্ধান্ন ভোজন কর। গঙ্গাজল পাককরা অন্ন দেবতাগণেরও দুর্লভ। ৩৩

ভক্তি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্র সর্ব্বদা সাধু সম্মত হইয়া থাকে অতএব গঙ্গাভক্তির প্রাবল্যে গদাধর শাস্ত্রোক্ত মত স্বীকার করিলেন। ৩৪

সেইদিন হইতে সেই দক্ষিনেশ্বরের বাগানে গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী স্থলে পর্ণকুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথীর গঙ্গার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের আধার স্বরূপ গদাধর গঙ্গার স্বরূপ অর্থাৎ গঙ্গা মাহাত্ম্য চিন্তা করিতেন। ৩৫,৩৬

नित्य शुद्ध चिदानन्द परब्रह्म मयो हरिः ।
नीराकारा स्वहोत्वैव भाति नास्त्यत्र संशयः । ২৭
स्नानं दानं पूजनञ्च श्राद्धं वा पितृतर्पनं ।
गङ्गायां यः करोत्यस्यां विष्णुलोके महीयते ॥ ২৮
अत्र सुविस्तृतो दिव्य देवालयो ह्यनुत्तमः ।
नित्यं नियमित देवसेवा भक्तजनैः कृता ॥ ২৯
पितृ तुल्याग्रज स्नेही राज्ञ्या रासमणि स्तथा ।
एवं मथुरानाथस्य प्रगाढ़ भक्ति योगतः । ৪০

মধ্যলীলায়াং ৩য়: অ:।

He thought that God himself had taken the shape of the holy water of the Ganges. One who takes his bath in the Ganges and performs worship Sradh and tarpan with this holy water, is sure to go to Heaven. Moreover there were the spacious temples, regular holy services. care and affection of his elder brother and also of Rani Rasmoni, and profound devotion of Mathuranath. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নিত্যশুদ্ধ চিদানন্দ পরব্রহ্ম ভগবানই এই গঙ্গার জলরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৭

এই গঙ্গায় স্নান দান পূজা শ্রাদ্ধ বা তর্পনাদি যে ব্যক্তি করেন তিনি বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হয়েন। ৩৮

এইরূপ দক্ষিনেশ্বরে সুবিস্তৃত দেবালয় নিত্য নিয়মিত দেবসেবা রাণী রাসমণির এবং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্নেহ তদুপরি মথুরানাথের দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ যোগী গদাধরের দক্ষিণেশ্বর নিজ জন্মভূমি তুল্য অতি প্রিয় হইয়াছিল। ৩৯।৪০।৪১

স্বজন্মভূমি তুল্যন্তু দক্ষিণেশ্বর পত্তনম্।
অতি প্রিয়মভূত্তস্য শ্রীগদাধর যোগিন: ॥ ৪১
দেবালয়স্য সর্ব্বেষাং জনানাং চিত্ত সংগ্রহং।
অত্যল্পকাল মধ্যেতু কৃতবান্ শ্রীগদাধর: ॥ ৪২
কাকথান্য জনানান্তু রাজ্ঞ্যা রাসমণেরপি।
স্থিতং মথুরানাথস্য মন: প্রায়ো গদাধরে ॥ ৪৩
উদ্যানে মন্দিরে গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীসু চ!
চরন্ত ভাবনাযুক্ত চিত্তং ভাবেন গদ্গদং ॥ ৪৪

All these combined together to make Dakshineswar as holy to Gadadhar as his own native place. In a very short time Gadadhar won over the hearts of the residents of the temples. Not to speak of others, even Rani and Mathuranath had great affection for him. He used to move in a thoughtful mood in the garden, the temples, Panchabati or on the bank of the Ganges. ‖ 41 to 44 ‖

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর দেবালয়ের জন সমূহের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৪২

অন্য সাধারণ জন যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এ বিষয়ে আর কি বলিব। মথুরানাথ ও রাণী রাসমণির মন ও প্রায় গদাধরেই থাকিত। ৪৩

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গঙ্গাতীরে ও পঞ্চবটীতে বিচরণ সময়ে চিন্তাযুক্ত ভাব গদগদ চিত্ত আকাশের প্রান্তভাগে চালিত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত স্বার্থশূন্য নিষ্কাম বিশুদ্ধ নির্জন প্রিয় নির্লিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দান্ত দৃঢ় ব্রত দিবাতেও দীপহস্তে প্রচলিত। ৪৪।৪৫।৪৬

দিগন্তক্রোড় বিন্যিস্তদৃষ্টিভঙ্গীযুতঞ্চ তং ।
স্বার্থশূন্যং স্পৃহাহীনং বিশুদ্ধং নির্জন প্রিয়ং ॥ ৪৫
নির্লিপ্তং সঙ্গরহিতং শান্তং দান্তং দৃঢ় ব্রতম্ ।
দিবাপি দীপহস্তঞ্চ প্রচলন্তং গদাধরং ॥ ৪৬

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

দৃষ্টৈবং মথুরানাথো ভাবুকং তমলৌকিকং ।
প্রাহ শ্রীরামকুমারং ভ্রাতা যোগীশ্বরস্তব ॥ ৪৭
কিন্ত্বস্মিন্ বয়সিস্বল্পে যোগিভাবোঽশুভপ্রদ: ।
অসৌ কর্ম্মণি লিপ্তশ্চেত্তদা শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৮

On seeing Gadadhar keeping himself aloof from every thing Mathuranath advised Ramkumar to give Gadadhar some duties to be performed so that he would not go astray at this tender age. ॥ 45 to 48 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল অলৌকিক ভাবনা বিশেষ ভাবুক গদাধরকে দেখিয়া মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার ভ্রাতা যোগীশ্বর। ৪৭

কিন্তু এইরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস ভাব ভাল নয়। অতএব ইনি যদি কর্ম্মে লিপ্ত হন তবে আপনাদের তাহাতে মঙ্গলই হইবে। ৪৮

মমিচ্ছা ভবতাবিপ্রা বেশ্ম কার্য্যে ব্রতে সতি ।
ঔদাসীন্যমপাস্তন্তুভবেদেব সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৯
শ্রুত্বৈবং পণ্ডিতস্তন্তু চিরকাঙ্ক্ষিত ভাষণম্ ।
গদাধরং সমাহুয় দেবাগারেঽতি নির্জনে ॥ ৫০
উবাচ পরয়া প্রীত্যা সুভদ্রং ভ্রাতরং বচ: ।
ভ্রাতস্ত্বয়ার্জিতে বিত্তে সর্ব্বেষাংসুখং ভবেৎ ॥ ৫১
কর্ম্মৈব হি দরিদ্রানামভাব মোচনে গতি ।
অত স্ত্বং কর্ম্মকুশলো ভবেতি মম বাসনা । ৫২

মধ্যলীলায়াং ৩য়: অ:।

"I desire that he should be given the job of dressing Bhavatarini which, I am sure, will remove his disinterestedness. At this Ramkumar became very glad and called for Gadadhar. He took Gadadhar to a lonely place in the temple and said, "I like that you should earn something by doing a job, for the poor should work to fight against poverty. ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমার মনে হয় ইনি ভবতারিণীর বেশ কার্য্যে ব্রতী হইলে ইহার ঔদাসীন্য ভাব বা নির্লিপ্ত ভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। ৪৯

রামকুমারের বহুকালের অভিলষিত মথুরানাথের উক্তি শুনিয়া দেবগৃহের নির্জনে গদাধরকে ডাকিয়া অতি আনন্দের সহিত পরম মঙ্গল বাক্য বলিয়াছিলেন। ৫০

ভাই গদাধর তুমি যদি কিছু অর্থাগম কর তবে আমাদের সকলেরই অতিশয় আনন্দ হইবে। ৫১

যেহেতু দরিদ্রগণের কর্ম্মই অভাব মোচন করে। অতএব তুমি কর্ম্ম কর ইহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা। ৫২

শ্রুত্বৈবং তত্ক্ষণাদেব পণ্ডিতাগ্রজসন্নিধৌ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা স্বাধীন: শ্রীগদাধর: ॥ ৫৩

ভবতামপি নান্যেষাং মত্তো নাস্তি সুখাল্পকং।
কস্যাপি ন করিষ্যামি দাসত্বমোশ্বরাদৃতে ॥ ৫৪

মধ্যলীলায়াং ৩য়ঃ অঃ।

एवमुक्त्वाग्रजं नत्वा नीत्वा चरणजं रजः।
पञ्चवट्या गृहं गत्वा तातं स्मृत्वा पुनःपुनः ॥ ५५
श्वासत्यागेन सुस्थोऽहं किमद्य समुपस्थितं।
एवमुक्त्वा ततस्तत्र निःशङ्कमुपविष्टवान् ॥ ५६

Gadadhar at once replied, "I am not capable of bringing such relief to you or any other. I shall not serve anybody but God." Saying this he took the dust from the feet of his elder brother and went to his cottage at the Panchabati. There he rested and felt relieved. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমারের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অতুলনীয় স্বাধীন চেতা গদাধর তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে অগ্রজকে বলিয়াছিলেন। ৫৩

আপনাদের অথবা আমার যে কোন আত্মীয় স্বজনের আমার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ শান্তি অথবা বৈষয়িক সুখ শান্তির কোনরূপ আশা কিছুমাত্র নাই। আমি ভগবান ভিন্ন অন্য কাহারও দাসত্ব করিব না। ৫৪

এই কথা বলিয়া অগ্রজকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া পঞ্চবটি গৃহে গমন পূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার বাপরে বাপ এইরূপ বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। এবং বলিয়াছিলেন আজ আমার এ কি অবস্থা হইয়াছিল। এই বলিয়া সেই পঞ্চবটী গৃহে নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৫৫।৫৬

गत्वा रामकुमारस्तु मथुरानाथमुक्तवान् ।
ईश्वरस्यैव दासत्वं करिष्यति ममानुजः ॥ ५७
तच्छ्रुत्वा मथुरानाथः परं विस्मयमाप्तवान् ।
निःस्वेन निरुपायेन तरुणेन विशेषतः ॥ ५८
किमेतद्वाञ्छितं पदं सन्त्यक्तमवलीलया ।
परन्तु वित्तनिर्लोभे युवके ब्राह्मणोपरि ॥ ५९
श्रद्धाधिक्यं मह्ज्जातं कर्म्मणस्त्यागकारणात् ।
किन्त्वेनं कर्म्मसंयुक्तं करिष्यामीति तन्मतिः ॥ ६०
कालानुकूलतामेव तस्थौ तत् कार्य्य साधने ।
प्रतीक्षमाणो मथुरानाथ स्तेषां महासुहृत् ॥ ६१

Ramkumar came back to Mathuranath and told him that Gadadhar was unwilling to serve anybody but God. Mathuranath became surprised to learn this. But he began to respect Gadadhar all the more for his ungreediness, and awaited an opportunity to engage him in some work.
॥ 57 to 61 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে রামকুমার মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা ভগবানেরই দাসত্ব করিবেন। ৫৭

মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতের নিকট এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেম নিঃস্ব নিরূপায় তরুণ বালক ব্রাহ্মণ দ্বারা এইরূপ অভিলষিত পদ অবলীলা ক্রমে পরিত্যক্ত হইল। ইহাতে মথুরানাথের নির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণ গদাধরের প্রতি প্রগাঢ়

মধ্যলীলায়া' ২য়: অ: ।

শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এবং গদাধরকে আমি কর্ম্মলিপ্ত করিব এইরূপ ইচ্ছাও হইয়াছিল। ৫৮,৫৯।৬০

গদাধরাদির পরমবন্ধু মথুরানাথ উক্ত কার্য্যের সাধন সম্বন্ধে সময়ের অনুকূলতা অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬১

ततः कतिपयाहःसु गतेषु काल आगतः ।
पितुर्भगिनी कन्याया हेमाङ्गिन्याः सुत स्तदा ॥ ६२
यदा श्रीहृदयराम सुखोपाध्याय सञ्ज्ञकः ।
गदाधर भागिनेय आगतो दक्षिणेश्वरे ॥ ६३
यस्यासीत् शैशवे पूर्व्वं कामारपुकुरे महान् ।
अभिन्नहृदयोबन्धुर्हृदयो हृदयं यथा ॥ ६४
प्रायोन्यूनैकवर्षन्तु हृदयः श्रीगदाधरात् ।
तदा गदाधर वय एकविंशति वत्सरम् ॥ ६५
गदाधर श्रीहृदयं विधृत्य हृदये सदा ।
आनन्दाम्बुधिमग्नोऽभूत्तद्दिनावधि तस्य च ॥ ६६

At last the much expected opportunity came when Sri Hridayram Mukhopadhyaya, the son of Gadadhar's aunt came to Dakshineswar. Gadadhar and Hridayram were very fast friends in their childhood at Kamarpukur. Hridayram was younger than Gadadhar by one year, the latter was then twenty one years of age. Their joy knew no bounds when they met together again at Dakshineswar.

॥ 62 to 66 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অনন্তর কয়েকদিন মাত্র গত হইলেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে সময়ে গদাধরের পিস্তত ভগিনী হেমাঙ্গিনীর পুত্র গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় আসিয়াছিলেন। ৬২।৬৩

পূর্ব্বে বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুরের প্রাণের তুল্য অভিন্ন হৃদয় হৃদয়রাম সর্ব্বোত্তম বন্ধু ছিলেন। ৬৪

এই হৃদয়রাম গদাধরের অপেক্ষা একবৎসরের ছোট ছিলেন। সেই সময় গদাধরের বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল। ৬৫

ঠাকুর হৃদয়রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই দিন হতে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৬৬

দক্ষিণেশ্বরসংবাস: সর্ব্বদা দক্ষিণেঽভবত্।
স্বসহায়ং মন্যমানো হৃদয়ং প্রাপ্য মাতুল: ॥ ৬৭
যাবৎ্টি: স্তবস্য যচ্ছিদ্রমন্তরায়াদিকঞ্চ যত্।
তত্ সর্ব্বং বিলয়ং প্রাপ্তং হৃদয়াগমমাত্রতঃ ॥ ৬৮
হৃদয়োঽপি মহাত্মানং মাতুলং প্রাপ্য সর্ব্বদা।
অভূতপূর্ব্বমানন্দং লেভে তত্সঙ্গত: সুধী: ॥ ৬৯
মহতঃ শ্রীমাতুলস্য ছায়েবানুগত স্তদা।
ভ্রমণে ভোজনে স্নানে শয়নে চোপবেশনে ॥ ৭০
সান্নিধ্যমুভয়োর্নিত্যং বিচ্ছেদো ন কথঞ্চন।
সঙ্গহীনো মুহূর্ত্তন্তু ন কোঽপিস্থাতুমিচ্ছতি ॥ ৭১

From that day onwards they began to live very happily at Dakshineswar. All sense of dis-

contedness and uneasiness of Gadadhar vanished. Hridaya also became very glad and kept constant company with Gadadhar in walking, dining, bathing, sleeping and sitting. ॥ 67 to 71 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং সেই দিন হইতে গদাধরের দক্ষিনেশ্বরের বাস বিশেষভাবে অনুকূল হইয়াছিল। এবং নিজের সংশয় ভেদবুদ্ধি ও বিঘ্নাদি যাহা কিছু ছিল সেই সকল হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বর আগমন মাত্রেই দূরীভূত হইয়াছিল। ৬৭।৬৮

এবং মাতুল ভাগিনেয়কে নিজের সহায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হৃদয়রামও মহাত্মা মাতুলকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গবশতঃ সর্ব্বতো ভাবে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬৯

ভ্রমণে ভোজনে শয়নে বা উপবেশনে সর্ব্বদা দুই জনের একত্র অবস্থান হইত। কখনও বিচ্ছেদ হইত না। এবং সঙ্গরহিত অবস্থায় মূহুর্ত্তকালও কেহ কোথায় থাকিতে পারিতেন না। ৭০।৭১

পাকদ্রব্যং স্থালী চুল্লী কাষ্ঠাদি তণ্ডুলানি চ।
মাতুলস্য স্বপাকার্থং হৃদয়েন ব্যবস্থিতম্॥ ৭২
এবং স্বহস্ত পাকান্নভোজনেঽপি কৃতে তদা।
নিষ্ঠা প্রাবল্যতঃ শান্তিং নাপ নৈষ্ঠিক ঠাকুরঃ॥ ৭৩
রাজ্ঞী শ্রীভবতারিণ্যাঃ প্রসাদীয়ং প্রগৃহ্য সঃ।
অশ্রুভিঃ প্লাবিতো ভূত্বা স্মৃত্বা তাং জগদম্বিকাং॥ ৭৪
উবাচ মাং জগন্মাতঃ কৈবর্ত্তান্নং প্রযচ্ছসি।
এবমাহারনিষ্ঠায়াঃ প্রাবল্যমভবত্তদা॥ ৭৫
তদ্দিনাবধি সুপ্রীতো যদক্ষিহৃদয়াগমঃ।
বভূব সর্ব্বকার্যেষু সযত্নঃ স গদাধরঃ॥ ৭৬

Hriday used to make all arrangements for cooking meals of Gadadhar, even then Gadadhar felt very uneasy due to his strong sense of austerity When in the night he would be given the offered food of Bhabatarini he would take it with tearful eyes and say, "Oh Mother of the universe why dost thou give the food of Kaivartas"? From the day Hridayram came to Dakshineswar, Gadadhar felt much pleased and found interest in all his activities. ॥ 72 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের রন্ধন দ্রব্য হাঁড়ি উনোন কাষ্ঠ অগ্নি চাউল তরকারি প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই হৃদয়রাম ব্যবস্থা করিতেন। ৭২

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নিজ হস্তে পাক করিয়া ভোজন করিলেও নিষ্ঠাধিক্য বশতঃ নিষ্ঠাবান পুরুষ শান্তি পাইতেন না। ৭৩

রাত্রিকালে ভবতারিণী কালীর প্রসাদ লুচি তরকারিও মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখাশ্রু প্লাবিত হইয়া জগজ্জননী কালিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন হে জগন্মাতঃ তুমি আমাকে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়াইতেছ। সেই সময় গদাধরের আহার নিষ্ঠার প্রাবল্য এইরূপ হইয়াছিল। ৭৪।৭৫

যে দিন হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল সেই দিন হইতেই গদাধর পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৬

यवीयसो मातुलस्य हृदयोपरि सर्व्वतः ।
स्नेहाधिक्यं महज्जातं ज्ञातं तद्धृदयेन हि ॥ ৭৭

মধ্যলীলায়াং ৩য়: অ: ।

एवं क्रमपि नीत्वा च सहसैवान्तरान्तरा ।
गुप्तोऽभूद्धि त्रियामार्द्धं कुत्र गादाधरो स्थितिः ॥ ৭৮
ज्ञातेऽप्यन्वेषणे तत्र बुधैरपि न बुध्यते ।
एवमद्भूतरूपेण ह्यात्मगुप्तेश्च कारणं ॥ ৭৯
न च बोद्धुं समर्थः स हृदयो वा परोऽपि वा ।
प्रातर्मध्याह्न सायाह्न समये देवमन्दिरे ॥ ৮০
सेवासाह्याय हृदये ज्यैष्ठस्य मातुलस्य च ।
गते तत्तत्क्षणे यातस्मान्तर्द्धानं गदाधरः ॥ ৮১

Gadadhar became very fond of Hridayram. It was also known to Hriday .For some two or three hours Gadadhar would disappear, and none could find him out. Even Hriday also could not know the reasons for such disappearance. When Hriday was gone to the temples in the morning, noon and evening to render some services, Gadadhar used to disappear. ॥ 77 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের হৃদয়রামের উপর বিশেষ ভাবে স্নেহ হইয়াছিল। তাহা হৃদয়রামও জানিতে পারিয়াছিলেন। ৭৭

গদাধর মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ প্রায় তিন চার ঘণ্টা অদৃশ্য হইতেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে কোথায় গদাধর থাকিতেন তাহা বুদ্ধিমানেরও বোধগম্য হইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিবার কারণ হৃদয়রাম বা অন্য কেহই জানিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারের দেব সেবার সাহায্যার্থে

मध्यलीलायां ३यः अः ।

প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে সায়াহ্ন সময়ে দেব মন্দিরে হৃদয়রাম যাইলে গদাধর সেই সময়ে অন্তর্ধান হইতেন। ৭৮।৭৯।৮০।৮১

पुनः प्रत्यागते तत्र गतिं जिज्ञासिते सति ।
ददौ प्रत्युत्तरं तेभ्यः स्थितिरत्रैवमामकी ॥ ८२
व्रजेन्द्रनन्दनः कृष्णो भाति वृन्दावनान्तरे ।
वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ॥८३
तथा मे सर्व्वदा ज्ञेया संस्थिति दक्षिणेश्वरे ।
यत्र तत्र न यास्यामि सन्तज्य दक्षिणेश्वरम् ॥ ८४

इति भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकुमार पण्डितस्य पूजकपदग्रहणान्तरं भागिनेयस्य हृदयरामस्य दक्षिणेश्वरागमनात् भगवतो गदाधरस्योल्लासरूप मध्य लीलायास्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

When Gadadhar was asked of his disappearance he would say that he had not been elsewhere, nor did he intend to go away from Dakshineswar just as Krishna would never go a step beyond Brindavana. ॥ 82 to 84 ॥

Here ends the third chapter of Madhya'ila in Sri Ramkrishna Bhagabatam narrating the appointment of Ramkumar as the priest and Gadadhar's joy due to arrival of Hriday at Dakshineswar. ॥ 3 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পুনর্ব্বার সেইস্থানে গদাধর ফিরিয়া আসিলে আপনি কোথায় যাইয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিতেন আমি কোথাও যাই নাই এই খানেই ছিলাম। ৮২

মধ্যলীলায়াং ৩য়: অ: ।

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও কখনও এক পাও যান না। ৮৩

সেইরূপ এই দক্ষিণেশ্বরেই সর্ব্বদাই আমার অবস্থিতি জানিবে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনও কোথাও যাই না। ৮৪

এই মধ্য লীলার তৃতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত প্রবর রামকুমারের ভবতারিণী কালীর পূজক পদ গ্রহণ। তজ্জন্য ঠাকুরের ক্ষোভ হইলে দৈবাদেশে শান্তি। এবং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্য ঠাকুরের উল্লাসাদি বলা হইল। মঃ ৩য়

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ: অ: ।

कामारपुकुरे वाल्ये मूर्त्तिं निर्म्माय यत्नतः ।
देवतानां व्यधात् पूजां वयस्यैर्बहुभिर्व्रतः ॥ १
कृतवान् बहुशस्तत्र हृदयेन गदाधरः ।
अत्रापि हृदयं प्राप्य वाल्यलीलोदिता स्मृतौ ॥ २
हृदयं प्रत्युवाचेदं मृन्मयं शिवविग्रहं ।
निर्म्माय पूजयिष्यामि मम वाञ्छाधुनोदिता ॥ ३
कामनान्तरं कार्य्यमुदितं साहचर्य्यतः ।
हृदयस्य सुयत्नेन गङ्गागर्भान्मृदाहृतिः ॥ ४
ततो गदाधरेणाशु शिवमूर्त्ति विनिर्म्मिता ।
दिव्य वृषभ पृष्ठे श्रीशङ्करः सुष्ठु शोभितः ॥ ५

Gadadhar had made images many times and worshipped them with the assistance of Hriday and others in Kamarpukur. Remembering those activi ties of his early boyhood, Gadadhar expressed his desire to make an image of Shiva for worship,

Hriday gathered the required earth from the bed of the Ganges. Gadadhar made a beautiful image of Shiva mounted on an ox. ॥ 1 to 5 ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গদাধর বাল্যকালে কামারপুকুরে বহু বাল্যবন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া বহু দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া বহুবার হৃদয়ের সহিত পূজা করিয়া ছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়কে পাইয়া সেই সকল বাল্য লীলা মন মধ্যে উদিত হইলে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, মৃত্তিকা দ্বারা শিব বিগ্রহ গড়িয়া পূজা করিব এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। ১।২।৩

সহায়তা বশতঃ ইচ্ছামাত্রে কার্য্যের প্রকাশ হৃদয়ের চেষ্টায় গঙ্গা গর্ভ হইতে মৃত্তিকা আনিলে গদাধর তৎক্ষণাৎ শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অলৌকিক বৃষভ পৃষ্ঠে সুন্দর শিবমূর্ত্তি শোভিত। ৪।৫

कोटिचन्द्र प्रतीकाशो देही रजतसन्निभः ।
अपूर्व्वारुणकान्तिश्च विग्रहस्यपदा ज्जयोः ॥ ६
व्याघ्रचर्म्मावृत कटिस्तुन्दिलःफणिसंयुतः ।
त्रिशूल डमरुभ्याञ्च मण्डितोदक्षसव्ययोः ॥ ७
भाल' चन्द्रार्द्ध युक्तञ्च वक्षोऽक्षमालयायुत' ।
जटाजुटसमायुक्त' नयनत्रितयान्वित' ॥ ८
भस्मलिप्तं कालसर्पैर्वेष्टित'ःसुभयङ्करैः ।
एवन्देवादिदेवन्त' निर्म्माय स गदाधरः ॥ ९
पूजोपचार' स'गृह्य भक्तिभावेन शङ्कर' ।
स्वयं सम्पूजयामास रम्ये पञ्चवटीतले ॥ १०

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

This image of Shiva had the lustre of innumer. able moons and the feet had the hue of the rising sun. Shiva was clad with tiger's skin. His huge belly was girdled by a snake, He was holding Trisul in his right hand and Damaru (bugle) in his left. He was adorned with the half moon on his forehead. garland of akshas round his neck, matted hair on his head, three eyes, body besmear ed. with ashes.and girdled with terrible poisonous snakes. Thus making the image Gadadhar worshipped it with great devotion at Panchabati.

॥ 6 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সুবিমার্জিত রজত তুল্য দেহ কোটি চন্দ্র সদৃশ দেহকান্তি—বিগ্রহের দুইটি পাদপদ্মের অপূর্ব্ব অরুণ বর্ণ রঞ্জিত সুবিশাল উদর সর্পবেষ্টিত বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু বিভূষিত ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বক্ষঃস্থলে রুদ্রাক্ষ মালা মস্তকে জটাজুট ত্রিনয়ন যুক্ত ভস্ম-লিপ্ত অতি ভয়ঙ্কর কালসর্প বেষ্টিত এইরূপ ভাবে বৃষোপরি বিরাজিত গদাধর শিবমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমণীয় পঞ্চবটী তলে স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজাকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

৬।৭।৮।৯।১০

যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র সেবকো মথুরো মহান্।
অপূর্ব্বং শিবমূর্ত্তিং তাং তস্য পূজামলৌকিকীং ॥ ১১
অর্চ্চকস্য তন্ময়তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ।
তদ্ভাবেনৈব তত্রস্থং হৃদয়ং স্পৃষ্টবান্ মুদা ॥ ১২

কুত্রৈষা প্রতিমা প্রাপ্তা কেন বা ঘটিতা বদ।
হৃদয়োঽঙ্গুলিমুত্তোল্য তন্তু তন্ময়তাং গতং ॥ ১৩
দর্শয়িত্বোক্তমেতেন ঘটিতা শিব মূর্ত্তিকা।
শ্রুত্বাতিবিস্ময়াবিষ্টো মথুরানাথ উক্তবান্ ॥ ১৪
ভট্টাচার্য্যস্যাবরজ এতাং ঘটয়িতুং ক্ষমঃ।
শ্রুত্বা সসম্ভ্রমশ্চোক্তং হৃদয়েন তদৈব হি ॥ ১৫

Mathurnath happened to come to the spot and was astonished to see Gadadhar lost in divine mood. Mathuranath asked Hriday, "Where did you get this image from? who has made it?" Hriday pointed Gadadhar with his finger and said, "He has mads it". Mathuranath was astonished to learn that the younger brother of the priest Ramkumar could make such an wonderful image. Hriday also said to him, ॥ 11 to 15 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এমন সময়ে হঠাৎ সেই পূজাস্থলে ভক্ত মথুরানাথ স্বয়ং আসিয়া ছিলেন। সেই অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি পূজকের অসাধারণ পূজা ও তন্ময়তা দেখিয়া অতি বিস্মিত সহকারে সেইস্থানে অবস্থিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১১।১১

এই শিব বিগ্রহ কোথায় পাইলে। কেবা এই শিব মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুর বাবু এইরূপ বলিলে হৃদয় অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক পূজাকালে তন্ময়তা বিশিষ্ট গদাধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনিই এই শিবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৩।১৪

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের মূর্ত্তি গঠনে সমর্থ? এই কথা শুনিয়া হৃদয় সমব্যস্তে তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন। ১৫

अयन्तु सर्व्व देवता प्रतिमा घटनेपटुः।
परन्तु भग्न प्रतिमां सन्धातुं सर्व्वथा क्षमः॥ १६
एवं यस्य गुणग्राम उभाभ्यां परिकीर्त्तितः।
तस्य समाध्यवस्था सा मथुरेण सुलक्षितः॥ १७
एकदृष्टातिमुग्धः स तदात्मानं नियम्य च।
प्रोवाच हृदयं शुद्धभावेन विनयान्विना॥ १८
दास्यसीमां पूजान्ते मे प्रतिमां शुभलक्षणां।
श्रुत्वा तां प्रार्थनां साध्वीं हृदयेनोररीकृतम्॥ १९
पूज्यास्याः पूजाविरमे ततः संगृह्य विग्रहम्।
ददौ मथुरानाथाय गत्वा तद्भवनं सुधीः॥ २०

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. ॥ 16 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইনি সর্ব্বদেবতার মূর্ত্তি ভাল রূপে গড়তে পারেন পরন্তু ভগ্ন বিগ্রহকেও পূর্ব্ববৎ করিতে পারেন। ১৬

मध्यलीलायां ४र्थ अः ।

এইরূপ ভাবে ঠাকুরের গুণগ্রাম হৃদয়ও মথুরানাথে আলোচিত হইতেছিল। সেই সময় গদাধরের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মথুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মথুরানাথ নিজেকে সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন। হৃদয় মথুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯

তৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মথুরানাথের গৃহে গমন পূর্ব্বক সমাদর পূর্ব্ব মথুরানাথকে দিয়াছিলেন। ২০

मुग्धः श्रीमथुरानाथस्तन्मूर्त्तिं प्राप्य तत्क्षणात् ।
श्वश्रूदेव्या गृहं गत्वा तस्यै तां समदर्शयत् ॥ २१
भक्तिमती तदा राज्ञी विम्बाभिरूप्य दर्शनात् ।
चमत्कृता मुक्तकण्ठं चकार सुप्रशंसनं ॥ २२
निर्म्मातुर्भगवद्भावं विशिष्टं समवर्णयत् ।
उवाच मथुरानाथ एवं राज्ञीं ससम्भ्रमं ॥ २३
भट्टाचार्य्य कनिष्ठेन सृष्टः शिवविग्रहः ।
घटितोऽयं महाभावात् सप्राण इव लक्ष्यते ॥ १४
राज्ञ्या गुणानुरागिन्याः श्रीलगदाधरोपरि ।
श्रद्धापूर्णं मनस्तस्याः सञ्जातं प्रथमं तदा ॥ २५

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের মূর্ত্তি গঠনে সমর্থ? এই কথা শুনিয়া হৃদয় সসব্যস্তে তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন। ১৫

अयन्तु सर्व्व देवता प्रतिमा घटनेपटुः।
परन्तु भग्न प्रतिमां सन्धातुं सर्व्वथा क्षमः॥ १६
एवं यस्य गुणग्राम उभाभ्यां परिकीर्त्तितः।
तस्य समाध्यवस्था सा मथुरेण सुलक्षितः॥ १७
एकदृष्टातिमुग्धः स तदात्मानं नियम्य च।
प्रोवाच हृदयं शुद्धभावेन विनयान्विता॥ १८
दास्यसीमां पूजान्ते मे प्रतिमां शुभलक्षणां।
श्रुत्वा तां प्रार्थनां साध्वीं हृदयेनोररीकृतम्॥ १९
पूज्यास्याः पूजाविरमे ततः संगृह्य विग्रहम्।
ददौ मथुरानाथाय गत्वा तद्भवनं सुधीः॥ २०

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. ॥ 16 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ইনি সর্ব্বদেবতার মূর্ত্তি ভাল রূপে গড়তে পারেন পরন্তু ভগ্ন বিগ্রকেও পূর্ব্ববৎ করিতে পারেন। ১৬

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অ:।

এইরূপ ভাবে ঠাকুরের গুণগ্রাম হৃদয়ও মথুরানাথে আলোচিত হইতেছিল। সেই সময় গদাধরের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মথুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মথুরানাথ নিজেকে সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন। হৃদয় মথুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯

তৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মথুরানাথের গৃহে গমন পুর্ব্বক সমাদর পূর্ব্ব মথূরানাথকে দিয়াছিলেন। ২০

মুগ্ধঃ শ্রীমথুরানাথস্তন্মূর্ত্তিং প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ।
শ্বশ্রূদেব্যা গৃহং গত্বা তস্যৈ তাং সমদর্শয়ৎ॥ ২১
ভক্তিমতী তদা রাজ্ঞী বিগ্রহমিদম্ দর্শনাৎ।
চমৎকৃতা মুক্তকণ্ঠং চকার সুপ্রশংসনং॥ ২২
নির্ম্মাতুর্ভগবদ্ভাবং বিশিষ্টং সমবর্ণয়ৎ।
উবাচ মথুরানাথ এবং রাজ্ঞীং সসম্ভ্রমং॥ ২৩
ভট্টাচার্য্যকনিষ্ঠেন রচিতঃ শিববিগ্রহঃ।
ঘটিতোঽয়ং মহাভাবাৎ সপ্রাণ ইব লক্ষ্যতে॥ ২৪
রাজ্ঞ্যা গুণানুরাগিন্যাঃ শ্রীলগদাধরোপরি।
শ্রদ্ধাপূর্ণং মনস্তস্যাঃ সঞ্জাতং প্রথমং তদা॥ ২৫

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

virtues of its maker, and remarked that the image appeared to be infused with life. When she was told that the younger brother of Ramkumar had made it, she became full of regard for Gadadhar, for the first time. ॥ 21 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মুগ্ধ মথুরানাথ সেই শিবমূর্ত্তিটি প্রাপ্তি মাত্রে শ্বশ্রূমাতা রাসমণীর গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সেই শিবমূর্ত্তিটি দেখাইয়াছিলেন। ২১

ভক্তিমতী মহারাণী প্রতিমার সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া মুক্ত কণ্ঠে গঠনকারীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২২

পরন্তু নির্ম্মাণকারীর ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মথুরানাথ সেই সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন। ২৩

কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই সবৃষ শিব বিগ্রহ গঠন করিয়াছেন। এই বিগ্রহের মহাভাব বশতঃ জীবন্তের মত। ২৪

গুণানুরাগিণী মহারাণী রাসমণির সেই দিন হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের উপর সর্ব্ব প্রথম শ্রদ্ধাপূর্ণ মন বিশেষ ভাবে উদিত হইয়াছিল। ২৫

ইতঃ প্রাক্ মথুরানাথো দেবালয়ে গদাধরং।
কর্ম্মযুক্তং কারয়িতুমাগ্রহাতিশয়ান্বিতঃ ॥ ২৬
তদ্ভাবমধুনা জ্ঞাত্বা রাজ্ঞী সানন্দমব্রবীৎ।
যদ্রস্তনির্ম্মিতা মূর্ত্তির্ভগবদ্ভাবভাবিকা ॥ ২৭
তদ্বস্ত্রাদ্বস্ত্রভূষাদি গৃহীত্বা ভবতারিণী।
সর্ব্বথা প্রীতিমাগন্তা নিশ্চিতেতি মতির্মম ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

অতঃ সন্তোষ্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যং নিয়োজয়।
বেশকার্য্যে জগন্মাতুস্তেন মে মঙ্গলং ভবেৎ॥ ২৯
তৎপরেহ্নি পরাহ্নে তু হৃদয়েন গদাধরঃ।
পঞ্চবট্যা ক্রীড়ে তিষ্ঠন্নাহুতো মথুরেণ হি॥ ৩০

When Rani came to know that Mathuranath was eager to engage Gadadhar in the holy services, she glady approved the appointment of Gadadhar as the dress maker of Bhabatarini, for she believed that by this appointment the Godess would be pleased to bless her. Next day in the afternoon when Hriday and Gadadhar were at Panchavati, Mathuranath called for Gadadhar. ॥ 26 to 30 ॥

বঙ্গানুবাদ:—

ইহার পূর্ব্বে গদাধরকে দেবালয়ে কর্ম্মলিপ্ত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাণী মথুরানাথের তদ্রূপ ইচ্ছা জানিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। যাঁহার হস্ত নির্ম্মিত বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপের প্রকাশক তাঁহার হস্ত হইতে মা ভবতারিণী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় বিশেষ ভাবে প্রীতিলাভ করিবেন। ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা। ২৬।২৭।২৮

অতএব কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগদম্বার বেশ কার্য্যে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে। ২৯

তৎপর দিবসে গদাধর অপরাহ্নে হৃদয়ের সহিত পঞ্চবটির উদ্যানে

যে সময়ে ছিলেন। এমত সময়ে মথুরানাথ গদাধরকে দেখা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ৩০

भृत्यं दृष्टा सचकितं सशङ्कं प्राह ठाकुरः ।
यत् पूर्व्वं चिन्तितं मेऽद्य तत् साक्षात् समुपस्थितं ॥ ३१
गच्छ भो हृदय त्वं हि यत्र नो परवश्यता ।
तत्र नाहं गमिष्यामि मथुरानाथ सद्मनि ॥ ३१
मथुरानाथ सविधे गन्तुं श्रीमातुलस्य तां ।
कुण्ठां दृष्टा हृदयेन जिज्ञासितो गदाधरः ॥ ३२
उवाचाप्यतिकृच्छ्रेन फलं तत्र गतस्य मे ।
दासत्वं गर्हितं लोके तत्र मां योजयिष्यति ॥ ३४
श्रुत्वैवं हृदयः प्राह को दोषस्तत्र मातुलः ।
वयन्तु ब्राह्मणास्तात देव सेवैव नो गतिः ॥ ३५

Seeing the messenger before him Gadadhar felt very uneasy and said, "This is what I was expecting. Hriday you may go to serve the will of others. I am not going to the place of Mathura nath." When Hriday wanted to know the reasons for it, Gadadhar said, "If I go there, I shall be yoked with a service which is an abominable thing At this Hriday said, "There is no harm in it. We are bramhins and holy services should be our occupation." ॥ 31 to 35 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভৃত্যকে দেখিয়া গদাধর অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিয়া ছিলেন পূর্ব্বে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম অদ্য তাহা সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। ৩১

ওরে হৃদু তুই আজ সেখানে যা যেখানে আমাদের পরাধীন বৃত্তি চাকুরি আছে। আমি সেই মথুরানাথের গৃহে যাইব না। ৩২

পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের মথুরানাথের নিকটে গমন জন্য সেইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া হৃদয় মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর অতিকষ্টের সহিত বলিয়াছিলেন। মথুরানাথের নিকটে যাইবার ফল দাসত্ব লাভ যাহা জগতে সর্ব্বত্র নিন্দিত বলিয়া কথিত হয়। সেই দাসত্ব কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিবে। ৩৩।৩৪

মাতুলের কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বলিয়াছিলেন হে মাতুল তাহাতে দোষ কি? আমরা ব্রাহ্মণ আমাদিগের দেব সেবাই অবলম্বনীয়। ৩৫

অত্র ভাগীরথী তীরে মহতী দেবমন্দিরে।
দেবতা পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বথা মঙ্গলং ভবেৎ॥ ৩৬
ততো গদাধরেণোক্ত মনিচ্ছা দাস কর্ম্মণি।
পরন্তু জগদম্বায়া মণিমুক্তাদি ভূষণং॥ ৩৭
অন্যত্র বহুমস্তেষাং রক্ষণমতি দারুণম্।
মাদৃশেন রত্নরক্ষা ন সম্ভাব্যা কদাচন॥ ৩৮
মাতুলেনৈব মুক্তোঽপি হৃদয়ঃ পুনরব্রবীৎ।
ন কাপি ভবতাং চিন্তা চিন্ময্যা রত্নরক্ষণে॥ ৩৯
সদা পটুতরাশক্তিরস্তি তে কৃপয়া মম।
ভবতস্তু কর্ম্মলিপ্সেষু সর্ব্বদা নঃ সুখং ভবেৎ॥ ৪০

"It will surely bring us great merit to render holy services to the gods in these great temples on the bank of the Ganges. Gadadhar replied, "I do not like to be a servant. Moreover there

are valuable ornaments of the Goddess. It is not possible for me to keep them under proper care." Hriday promptly said, "you should not bother about the ornaments. I am competent enough to take proper care of them. We shall be glad if you enter into a service." ॥ 36 to 40 ॥

**বঙ্গানুবাদ :—**

এই ভাগীরথীতীরে মহৎ ব্যক্তির দেবালয়ে দেবসেবা করিলে ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৬

গদাধর বলিয়াছিলেন দাসত্ব কর্ম্মে আমার ইচ্ছা নাই। পরন্তু দেবীর মণিমুক্তার অলঙ্কার বহুতর আছে। সেই সকল রত্ন রক্ষা অতি কঠিন। বিশেষতঃ আমার মত লোকের রত্নরক্ষা কখনও সম্ভব হয় না। ৩৭।৩৮

গদাধর এইরূপ বলিলে হৃদয় পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন। চিন্ময়ীর অলঙ্কারাদি দ্রব্য রক্ষণার্থে আপনাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই। আপনাদের কৃপায় আমার রত্নরক্ষা বিষয়ে দৃঢ়শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। আপনি কর্ম্মে লিপ্ত হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হইবে। ৩৯।৪০

हृदयाग्रहवाक्यन्तच्छ्रुत्वा वाक्यविशारदः।
प्रोवाच हृदयं प्रेम्ना चेदेवं सम्मतिर्मम ॥ ४१
सर्व्वदात्र यदि स्थित्वा जगदम्बाधनं महत्।
रक्षिष्यसि तदा वाधा नास्ति मे कार्य्यसाधने ॥ ४२
हृदयागमनश्चात्र कर्म्मणः प्राप्ति काम्यया।
अत स्तन्मातुलवचः श्रुत्वा स नन्दितोऽभवत् ॥ ४३

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

ततो मथुरानाथस्तु सश्रद्ध' समुपस्थित'।
गदाधर' देवदेवी वेशकार्य्ये न्ययोजयत्॥ ४४
तद्दिनावधि तत्राय' वाञ्छाकल्पतरुः स्वय'।
भक्ताभीष्ट पूरणार्थ' भवतारिणी मन्दिरे॥ ४५

On seeing the eagerness of Hriday to take up a job, G idadhar said, "If you take the charge of the safe keeping of the ornaments I have no objection to do the job." Hriday came to Dakshineswar on the look-out for a job. So he was glad that Gadadhar agreed. Soon Mathuranath appointed Gadadhar to do the dress work of the gods. ॥ 41 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বাক্য কুশল ঠাকুর হৃদয়ের এইরূপ আগ্রহযুক্ত বাক্য শুনিয়া স্নেহের সহিত হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। যদি এরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে। ৪১

যদি তুমি দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা থাকিয়া দেবতার বহু মূল্য রত্না লঙ্কারাদি রক্ষা কর তবে কর্ম্ম করিতে কোন বাধা নাই। ৪২

হৃদয়ের কর্ম্ম লাভের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আগমন। অতএব মাতুলের সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৪৩

অতঃপর গদাধর মথুরানাথের নিকটে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ গদাধরকে দেবদেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তগণের বাঞ্ছা পূরণার্থে ভবতারিণী মন্দিরে। ৪৫

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

साक्षाद् गदाधर इव वेशकार्य्येऽभवद्व्रती।
हृदय स्तन्मातुलयोः साहाय्यार्थं नियोजितः॥ ४६
स्वेच्छा रामकुमारस्य तदैव पूर्णतां गता।
कनिष्ठस्य कर्म्मयोगात् किञ्चिद्वित्तागमात्तथा॥ ४७
निष्ठावत्या रासमणेर्नास्ति सेवाविरुद्धता।
श्रीभवतारिणी देव्या या सेवा तन्महोत्सवे॥ ४८
श्रीगोविन्दस्य तद्रूपं सेवाधिक्यं तदुत्सवे।
द्विषष्टिद्वादशशते वर्षे जन्माष्टमी तिथौ॥ ४९
श्रीगोविन्दस्य तत् कृत्यं वाहुल्येन समापितम्।
नन्दोत्सवे तत् परेऽह्नि सुबृहद्देवमन्दिरे॥ ५०

Hriday was also appointed to assist his two uncles in performing their services. By this appointment of his younger brother and the consequent income Ramkumar's desire was fulfilled. Rani had no differential attitude in rendering services to the gods of the temples. The services in the festival of Sri Govinda were rendered in the same scale as in the festival of Bhabatarini. In the Bengali year 1262, the grand Janmastami festival of Sri Govinda was duly performed. Next day in the Nandotsava fesival when the spacious compound of the temples

॥ 46 to 50 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

স্বয়ং গদাধর তুল্য গদাধর বেশকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অ: ।

এবং হৃদয়রাম ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মাতুলদ্বয়ের সাহায্যার্থে দেব সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৬

কনিষ্ঠের কর্ম্মলিপ্ত ও তজ্জন্য কিছু অর্থাগম জনিত রামকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৭

নিষ্ঠাবতী মহারাণীর দেব সেবা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্য ছিলনা ভবতারিণী কালিকার মহোৎসব সময়ে যেরূপ বিশেষ পূজা হইত সেইরূপ রাধাগোবিন্দের মহোৎসব বিশেষ ভাবে হইত। বাংলা সন ১২৬২ সালে জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা বিশেষ ভাবে সমাপ্ত হইলে তৎ পর দিবসে সুবৃহৎ দেবালয়ের প্রাঙ্গনে। ৪৮।৪৯।৫০

গীত নৃত্যাদিবাদিত্রৈ র্হরি সঙ্কীর্ত্তনাদিনা।
দক্ষিণেশ্বর পল্লী সা গোকুলেন সমাভবত্॥ ৫১
হরিদ্রা দধি তৈলাদেঃ ক্ষেপনাচ্চ পরস্পরং।
দেবোদ্যানং প্রাঙ্গনঞ্চ তথা ভাগীরথী তটং॥ ৫২
অভূদ্ধরিদ্রাতৈলাদি লিপ্তং ভাগীরথী জলম্।
সর্ব্বত্র পীত বর্ণাভং পিচ্ছিলং দেবতাঙ্গনং॥ ৫৩
সম্পাদ্য গোবিন্দ পূজাং মধ্যাহ্ন ভোগমুত্তমম্।
দত্ত্বা নাম্না ক্ষেত্রনাথঃ পূজকো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ ৫৪
শ্রীরাধাং শয়নে ন্যস্য ততো গোবিন্দ বিগ্রহং।
নীত্বা গচ্ছন্ সতৈলত্বাত্ স্খলনাত্ পথি পাদয়োঃ॥ ৫৫

was resounded with dance, song and music the village of Dakshineswar appeared to have been transformed into Gokul at the appearance

of Sri Krishna in the palace of Nanda. Due to throwing of yellow paste, oil and curd at one another the temple compound and the garden were all yellow and slippery. The bank as well as the water of the Ganges turned yellow. After performing mid-day worship, Kshetranath, the priest of Sri Govinda, took Sri Radha to her bed. Then as he was carrying Sri Govinda, he slipped on the oily floor. ॥ 51 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নৃত্য গীত বাদ্য হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিতে দক্ষিনেশ্বরের পল্লী গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সদৃশ নন্দগোপের গৃহের মত হইয়াছিল। ৫১

হরিদ্রা দধি ও তৈলাদির পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষেপন বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগান মন্দির প্রাঙ্গন গঙ্গার জল ও গঙ্গার তীর ভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র পীতবর্ণ ও দেবালয় বিশেষ ভাবে পিচ্ছিল হইয়াছিল। ৫২।৫৩

ক্ষেত্রনাথ নামক অত্যুত্তম পূজক ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের পূজা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিয়া শ্রীমতী রাধাকে শয়ন দিয়া তৎপরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে দুইটি হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক যথা রীতি বক্ষে লইয়া পূজাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গন পূর্ব্বরূপে পিচ্ছিল বশতঃ পদস্খলন হইয়া। ৫৪।৫৫

শ্রীগোবিন্দো হস্তচ্যুতঃ পতিতো ধরণীতলে।
প্রাসাদাতো বিশেষেণ পতিতঃ পূজকোঽপি চ। ৫৬

मध्यलीलायां ४र्थ अः।

तदा सङ्कीर्त्तनरवः सहसा लुप्ततां गतः।
द्रुतं तत्रागतैः सर्व्वैर्जनैः सुपरिलक्षितं ॥ ५७
श्रीगोविन्दस्य चरणं दक्षिणं भग्नतां गतं।
महान् कोलाहलो जातो गोविन्द पादभङ्गतः ॥ ५८
मथुरस्यार्त्तनादाच्च राज्ञ्याः क्रन्दन शब्दतः।
हाहारवो महानासी दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ५९
अर्थप्राचुर्य्यतस्तत्र विधेयस्य विनिश्चये।
शीघ्रं महानगर्य्यास्तु वैधपत्रं सुगृहीतम् ॥ ६०

Sri Govinda fell from his hands. The priest also was wounded. Instantly the song and the dance stopped; and the people rushed to the spot and found that the right leg of Sri Govinda was broken. Shouts of lamentation spread all around. Mathuranath and Rani had no end of their tears. At once religious instructions as to what should be done were obtained from the pandits of the city. ॥ 56 to 60 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

বিগ্রহের সহিত ক্ষেত্রনাথ পতিত হইলে হস্তচ্যুত হইয়া শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও পতিত হইলেন পূজক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ৫৬

তদ্রূপ ঘটনা হইবা মাত্র হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনাদি সমস্ত বন্ধ হইয়াছিল। মন্দিরস্থ জন সমূহ ঘটনাস্থলে দ্রুততর বেগে আগমন করিয়া শ্রীগোবিন্দের ডান পাটি দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে দেখিয়াছিল ৫৭।৫৮

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

মথুরানাথের আর্ত্তনাদে রাণীর রাসমণির ক্রন্দন ধ্বনিতে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। ৫৯

এমত অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য ইহার নিশ্চয়ের জন্য রাণীর অর্থ প্রাচুর্য্য বশতঃ তৎক্ষণাৎ কলিকাতা মহানগরী হইতে বিধিপত্র আনীত হইয়াছিল। ৬০

सर्व्वैः पण्डित वर्य्यै स्तदैक मत्येन भाषितं।
गङ्गामध्ये विनिःक्षिप्य भग्न गोविन्द विग्रहं ॥ ६१
अत्रान्य विग्रहः कश्चित् प्रतिष्ठाप्यो यथाविधि।
दृष्ट्वैवं पण्डित मतं मथुरानाथ सेवकः ॥ ६२
क्रयार्थं नव गोविन्द मूर्त्तेश्चिन्तां दुरत्ययां।
प्राप्य तत्क्षण एवैकं भृत्यं प्रेरितवान् स्वयं ॥६३
कालेऽस्मिन् मथुरानाथ मनसीदं समुत्थितं।
अत्रास्ति भगवत्तुल्यो दिव्यभावो गदाधरः ॥ ६४
न स पृष्टो मया किञ्चिदस्यां गुरु परिस्थितौ।
विग्रहचरणे भग्ने मन्दिरे बहु दूरतः ॥ ६५

All the great pandits unanimously advised replacement of the broken image by another and throwing it into the water of the Gangas. Mathuranath sent one of his servants on the look-out for another image. Then it struck him that he had not asked any advice of Gadadhar in this grave situation. People had come from very far off places to discuss about this sad accident. But Gadadhar was not seen by him. ॥61 to 65॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

বিধি পত্রে সকল পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভগ্ন গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া অন্য একটি নূতন গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। মথুরা নাথ পণ্ডিত গণের এইরূপ মত শুনিয়া পুনর্ব্বার অন্য একটি গোবিন্দ মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটি ভৃত্যকে গোবিন্দ বিগ্রহের অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৬১।৬২।৬৩

এমত সময়ে মথুরা নাথের মনে হইল এখানে দিব্যভাব সম্পন্ন ভগবত্তুল্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য বিদ্যমান আছেন এইরূপ একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিলেও তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। মন্দিরে বিগ্রহের চরণ ভগ্ন হইলে ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ বহুদূর হইতে। ৬৪।৬৫

धर्म्म प्राणा जनाः सर्व्वेऽप्यत्रागत्यानि दुःखिताः।
युक्तितर्कैः समाकीर्नं दक्षिणेश्वर पत्तर्णं॥ ६६
किन्त्वत्र न समायातो महाज्ञानी गदाधरः।
एवं मथुरानाथस्य चित्तमान्दोलितं तदा॥ ६७
तथा पूर्व्व प्रतिष्ठित भग्न गोविन्द विग्रहं।
गङ्गा गर्भे विनिःक्षेप्तु मिच्छा तस्य न जायते॥ ६८
दुश्चिन्तया शङ्कया च व्यथया पीड़ितान्तरः।
विक्षुब्धो मथुरानाथो राज्ञ्याः सान्निध्यमागतः॥ ६९
मातस्तुभ्यं नमस्यामि शृणु मे परमं वचः।
सङ्कटेऽस्मिन् महाघोरे विघ्नकारि महात्मनः॥ ७०

Mathuranath had not the heart to throw the broken image of Sri Govinda into the water of

the Ganges. With a mind agitated by anxiety fear and sorrow he came to Rani and said, "In this grave situation I have not yet asked for the opinion of the bramhin who is in charge of the dress work of the images of the temples. I don't find any harm in consulting him." || 66 to 70 ||

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইস্থানে আসিয়া দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার যুক্তি তর্কদ্বারা দক্ষিণেশ্বর পল্লীর চতুর্দ্দিকে চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ৬৬

কিন্তু ঘটনাস্থলে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য আসেন নাই। এইরূপ ভাবে সেই সময় মথুরা নাথের মন চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৭

এক পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ৬৮

এইরূপ ভয়ে দুঃখে দুশ্চিন্তায় পীড়িতান্তকঃরণ বিক্ষুব্ধ মথুরা-নাথ মহারাণীর নিকটে যাইয়াছিলেন। ৬৯

বলিলেন, হে মাতঃ আপনাকে নমস্কার করি। আমার একটি কথা শুনুন। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে বেশকারী মহাত্মা কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যের। ৭০

মতী জিজ্ঞাসিতায়াং নঃ কা হানি স্তত্র জায়তে।
রাজ্ঞ্যাপ্যুক্তমথুনৈব গত্বা তং পৃচ্ছ যত্নতঃ॥ ৭১
প্রাপ্যাজ্ঞাং মথুরানাথঃ শ্রীগদাধর দৃষ্টয়ে।
গত্বা পঞ্চবটী মধ্যে স্বগৃহাভ্যন্তরে স্থিতং॥ ৭২
ভাবভাবিত ভাবেশ ভাবনাস্তুবিভাবিতং।
ভাবাবিষ্টং তথালোক্য তদৈব শ্রীগদাধরং॥ ৭৩

श्रावयामास तद्वार्त्तां गोविन्द पाद भञ्जनां।
पण्डित प्रवराणाञ्च विधानं शास्त्र सम्मतम्॥ ৭৪
भवत: किं मतञ्चात्र प्रकटी कुरु पावन।
श्रुत्वै वं तत्क्षणाद्दत्तं भावुकेन सदुत्तरं॥ ৭৫

Rani agreed with him. Mathuranath went to Panchavati to meet Gadadhar. There he found Gadadhar absorbed in deep thought. He duly informed Gadadhar of the incident and also the instructions of the pandits, and solicited the favour of his opinion. At once Gadadhar replied. ॥ 71 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? রাণী বলিয়াছিলেন এখনই তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। ৭১

মথুরানাথ রাণীর অনুমতি পাইয়া কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের দর্শনার্থে ঠাকুরের পঞ্চবটি মধ্যে নিজ গৃহে ভক্তিলভ্য ভগবানের ভাবনা দ্বারা বিভাবিত ভাবাবিষ্ট গদাধরকে দর্শন করিয়া এখনই গোবিন্দের পদ ভগ্নের বার্ত্তা এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমূহের শাস্ত্র সম্মত তাহাদের বিধান বলিয়াছিলেন। ৭২।৭৩।৭৪

এবং বলিলেন হে জগৎ পবিত্রকারী ভগবান আপনার এবিষয়ে মত কি তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। ভাবুক গদাধর এইরূপ শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন। ৭৫

राज्ञ्या जामातृषु प्राप्ते कस्यचित् पाद भञ्जने ।
किं तदीयस्य पादस्य चिकित्सां न विधास्यति ॥ ७६
अथवा तं परित्यज्य नूतनं वरयिष्यति ।
तद्रूपात्रापि सा वार्त्ता सुदृढ़ा शास्त्रसम्मता ॥ ७७
भग्नपादं सुसन्धातुं व्यवस्थां कुरु यत्नत: ।
पूर्ब्बतुल्यो भवेद्देव: सुसंहित पदे सति: ॥७८
वर्त्तते यादृशी पूजा विग्रहस्य तदात्मिका ।
पूजांनित्यं प्रचलतु न त्यागो विदुषाम्मत: ॥ ७৯
एवं तेजो द्दप्त वच: स्पष्टमभ्रान्तमुत्तरं ।
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथ: परं विस्मयमाप्तवान् ॥ ৮০

"If one of the sons-in-law of Rani happens to break his leg, will not Rani arrange for his medical treatment or will she bring in a new son-in-law to replace the broken one? This is a similar case. You arrange for repairs to the broken image. It will be as good as the original, and its worship will continue as usual. It should not be discarded." Mathuranath was greatly astonished to hear this reply which was so forceful, straight, clear and infallible. ॥ 76 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

দেখ রাণীর জামাতাগণের মধ্যে যদি কাহারও পা ভাঙিয়া যায়। তবে কি সেই পায়ের চিকিৎসা করাইবে না অথবা সেই জামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একটি নূতন জামাতাকে বরণ করিবেন। সেইরূপ এস্থলেও শাস্ত্র সম্মত সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত। ৭৬।৭৭

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

বিগ্রহের ভগ্ন চরণটি যাহাতে পূর্ব্বের মত হয় সেইরূপ ভাবে সন্ধিত হইলে বা জোড়া লাগিলে দেবতা পূর্ব্বের মতই হইবেন। ৭৮

উপস্থিত দেবতার উদ্দেশে যে ভাবে পূজা চলিতেছে সেই ভাবেই হউক। বিগ্রহ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৭৯

এইরূপ সুস্পষ্ট তেজোদৃপ্ত অভ্রান্ত প্রত্যুত্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া মথুরানাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

अलौकिक जनस्यास्याद् गोविन्द विग्रहः स्वयं।
अस्यैवोत्तरवाचो याप्यनेन प्रकटौ कृता॥ ८१
एवं मीमासांवाक्येन राज्ञी मथुरयोस्तदा।
हृदयाभ्यन्तरेऽपूर्व्व आनन्दः सुप्रवाहितः।
एक वाक्येन तत्रस्था जनाः सर्व्वं गदाधरं।
अमर्त्तं देवतां मत्वा धन्यवादं ददुस्तदा॥ ८३
भग्नपाद संस्कारार्थं राज्ञी चिन्तान्विता यदा।
तदा मथुरानाथेन राज्ञ्युक्ता मा भयं कुरु॥ ८४
योऽसौ विधानदाता तु स एव संस्करिष्यति।
तदा गदाधरेनैव गोविन्द विग्रहस्य तु॥

Mathuranath felt that Sri Govinda himself had given out his own message through the mouth of Gadadhar. This decision of Gadadhar brought great satisfaction and joy to Rani and Mathuranath, and all those who heard it regarded Gadadhar as a God and highly thanked him. When Rani became worried with the thought of repair work, Mathuranath assured her that the adviser himself would carry out the work.

॥ 81 to 85 ॥

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ: অ:।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং বলিয়াছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ বিগ্রহই এই ভগবানের সদৃশ ব্যক্তির মুখারবিন্দ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর ইহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন। ৮১

এই প্রকার মীমাংসা বাক্য দ্বারা রাণী এবং মথুরানাথের হৃদয় মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল। ৮২

এবং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী জনগণ ঠাকুরকে বৈকুণ্ঠের ভগবান বলে জ্ঞান করিয়া সকলে একবাক্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ৮৩

রাণী গোবিন্দের ভগ্নাপদের সংস্কারের জন্য চিন্তান্বিতা হইলে মথুরানাথ রাণীকে বলিয়াছিলেন ভয়ের কারণ নাই। ৮৪

যে মহাপুরুষ বিধান দিয়াছেন তিনি সংস্কার করিবেন। পরে ঠাকুর গোবিন্দের ভগ্ন চরণটি এইরূপভাবে জোড়া লাগাইয়াছিলেন যেন অভগ্ন সদৃশ হইয়াছিল। ৮৫। ৮৬

भग्न पादस्य सन्धानमभग्नसादृश्यं कृतं।
तद्दिनावधि श्रीराधागोविन्द पूजकोऽभवत् ॥ ८६
गदाधर: श्रीहृदयो वेशकारि पदे व्रती।
एवं कर्म्मणि लिप्तौ तौ परमां मुदमापतु ॥ ८७
तत एकस्मिन्दिवसे श्रीगदाधर साधकः।
दशमहाविद्या मूर्त्ति दर्शनस्य कुतूहलात् ॥ ८८
वराह नगरं गत्वा तत: प्रत्यागतौ यदा।
पथि कश्चित् सुसम्भ्रान्तो राजतुल्यो महाधनी ॥ ८९
साधकं पूजकं दृष्ट्वा कौतूहल समुत्थित:।
पृष्टवान् किं रासमणे गोँविन्दो भग्नविग्रह:। ९०

Then Gadadhar carried out the repairs and restored the original condition of the image. From that day onwards Gadadhar was appointed as the worshipper of Sri Radha Govinda, and Hriday as the dresser, At this both of them were very glad to be so engaged in the holy services, Once Gadadhar had been to Baranagar to see the images of ten Mahavidya. i-e,ten different manifestations of the Mother of the universe. On his way back a certain rich man asked him, "Is Rasmoni's Govinda a broken image ?" ॥ 86 to 90

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেইদিন হইতেই ঠাকুর রাধা গোবিন্দের পূজক হইয়াছিলেন এবং হৃদয়রাম বিগ্রহ সকলের বেশকারীর পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গদাধর ও হৃদয় ইহাঁরা দুইজনে কর্ম্মলিপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৮৭

তৎপরে একদিন সাধক গদাধর কৌতূহল বশতঃ দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বরাহনগরে গিয়াছিলেন। এবং বরাহনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথি মধ্যে কোন একটি রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি রাণী রাসমনির গোবিন্দের পূজক গদাধরকে দেখিয়া কৌতুহল পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাণী রাসমনির গোবিন্দ বিগ্রহ কি ভগ্ন বিগ্রহ ? ৮৮.৮৯।৯০

सद्यः प्रत्युत्तरं दत्तं साधकेन सयुक्तिकं।
भवता मन्दबुद्धित्वादेवमत्र प्रजल्पितं ॥ ৫৭

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারী বিগ্রহো ভগ্নবিগ্রহঃ।
এবমজ্ঞ প্রলাপোঽয়ং ন পণ্ডিত বচস্ত্বিতি ॥ ৫২
শ্রুত্বৈবং স মহামানী চমৎকার প্রদোত্তরং।
তৎ পাদৌ শিরসা ধৃত্বা ক্ষমাভিক্ষাং চকার হ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি তীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য শিব পূজন বেশকর্ম্ম গ্রহণ গোবিন্দ সেবাদি রূপো মধ্যলীলায়া শ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

At once Gadadhar replied, "It is certainly due to your ignorance that you think so. Govinda is an undivided whole. How can his image be broken. The wise can never think so." On hearing this wonderful reply that rich man fell at his feet and begged his forgiveness.

Here ends the fourth chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Bhaktitirtha narrating Gadadhar's worship of Siva acceptance of the job of a dresser, and services to Govinda.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইকথা শুনিয়া সাধক গদাধর তৎক্ষণাৎ যুক্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন যে আপনি বুদ্ধিহীন বশতঃ এইরূপ বলিতেছেন অখণ্ড মণ্ডলাকার গোবিন্দ বিগ্রহের কি ভগ্ন বিগ্রহ হয়? এইরূপ ভাষা অজ্ঞদিগেরই হয় পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণ এই রকম বলেন নাই। ৯১।৯২

मध्यलीलायां ४र्थ अ: ।

সেই সম্ভ্রান্ত জমিদার এইরূপ চমৎকারপ্রদ উত্তর শুনিয়া ঠাকুরের দুইটি পাদ পদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন। ৯৩

এই মঃ ৪র্থ অধ্যায়ে গদাধরের শিবপূজা বেশকারি পদে ব্রতী হওয়া এবং রাধাগোবিন্দের পূজক পদ গ্রহণাদি বলা হইল। মঃ ৪

मध्यलीलाया: पञ्चमोऽध्याय: ।

यदा गदाधर: साक्षाद्गदाधरसमो महान् ।
श्रीराधागोविन्द सेवामकरोद्भक्तिभावत: ॥ १
राज्ञया गता तस्य पूजां संद्रष्टुं देवमन्दिरे ।
असमोर्द्ध साधकानां बहूनां देवतार्च्चनम् ॥ २
दृष्ट्वा सुशिक्षिता राज्ञी देवतानां समर्च्चने ।
किन्त्वत्र साधक पूजां दृष्ट्वा वाक्शून्यतां गता ॥ ३
पूजाकाले पूजकस्य तेजोदीप्त कलेवरात् ।
उद्गम्य सुमहत्तेजो गोविन्दे समलीयत ॥ ४
दृष्ट्वैवन्तं तदा राज्ञी मनस्येतदचिन्तयत् ।
साक्षाद्कृष्णदेवोऽयं धृत्वा मानुषविग्रहं ॥ ५

When Gadadhar was performing his worship of Sri Radha Govinda, Rani came into the temple to see his performance, Rani had seen the worship by many able and learned worshippers and thus acquired much knowledge in the manner and method of worship. But she became spell bound to see the worship performed by Gadadhar. She saw Gadadhar emitting a fiery bri-

মধ্যলীলায়াং ৫ম অ: ।

lliance from his body into the image of Govinda On seeing this Rani felt that Gadadhar was God Himself in the shape of a man. ॥ 1 to 5 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায় বলা হইতেছে।

যে সময় সাক্ষাৎ গদাধরের মত মহাত্মা গদাধর ভক্তি ভাবে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে ছিলেন সে সময়ে রাণী রাসমণি গোবিন্দ মন্দিরে গদাধরের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির বড় বড় বহু সাধক সমূহের পূজা দেখিয়া দেবতাগণের পূজায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন কিন্তু এই গোবিন্দ—মন্দিরে সাধক গদাধরের পূজা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। ১।২।৩

পূজার সময় পূজক গদাধরের তেজ পুঞ্জ কলেবর হইতে একটি মহান জ্যোতি উদগত হইয়া গোবিন্দ বিগ্রহে পতিত হইতেছে। ৪

এইরূপ দেখিয়া সেই মহারাণী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। এই পূজক কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব মনুষ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক। ৫

মর্ত্তলোকমুপাশ্রিত্য পূজাকার্য্যং করোতি হি।
জগদ্বাসি পূজকেষু কদাপী দৃক্ ন সম্ভবেৎ॥ ৬
যদ্যস্য সন্নিধৌ কশ্চিৎ স্থিত্বা বাচ মুদিরয়েৎ।
তন্ময়ত্বান্নজানাতি গমনা-গমনেঽপি বা॥ ৭
আরাধ্য দেবতায়াশ্চারাধনা কার্য্যং কারকাৎ।
দ্বিতীয়ঃ কোঽপি নাস্ত্যন্যোমন্দিরাভ্যন্তরে তদা॥ ৮
অস্যাদ্ভূত পূজকস্য পূজার্থঞ্চোত্তমোত্তম।
প্রাণারাম সুকণ্ঠেন মধুরং গানমুত্তমং॥ ৯
সুকণ্ঠ নিসৃতং গানং বারমেকং শ্রুতং যদি।
পুণ্যবতা জনৈনৈব জীবিতে নাস্তি বিস্মৃতিঃ॥ ১০

He had descended to the Earth and was performing the worship which was not possible for any human being. As he was lost in his divine mood, he could not hear any body speaking to him nor could know who came in and who went out. At that time the presence of any body other than the worshipper and the worshipped was not felt. He who had heard his sweet song would never forget it in his life. After hearing his sweet song and seeing his wonderful worship Rani returned home with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :—

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূজা কার্য্য করিতেছেন। কারণ এরূপ পূজা জগদ্বাসী পূজকগণের মধ্যে কোন পূজকের এরূপ করা সম্ভব হয়না। ৬

যদি পূজকের নিকটে কোন লোক আসিয়া কথা বলে—পূজক তন্ময়ত্ব বশতঃ সেই সকল কথা বা সেখানে কে আসিল কে যাইল কিছুই জানিতে পারিতেন না। ৭

সেই সময় মন্দির মধ্যে আরাধ্য দেবতা এবং আরাধনাকারী পূজক ভিন্ন তৃতীয় কেহ ছিল না। ৮

এইরূপ আশ্চর্য্য পূজকের অত্যুত্তম পূজা এবং তৎসহ মধুর কণ্ঠে প্রাণারাম গান যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রবণ করেন তবে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ১০

मध्यलीलायां ५म अः।

अभूत पूर्व्वार्च्चक देवपूजां दृष्ट्वातिरम्यां मधुरां सुगीतिं।
श्रुत्वैव राज्ञी सु चमत्कृता सती ह्यानन्दमग्ना स्वगृह प्रयाता॥ ११
परन्तु सा जान विपक्षगीहतः प्रायेन तन्नूतन पूजकस्य।
द्रष्टुं सुपूजां मधुकण्ठगीतिं श्रोतुञ्च प्राप्ता निज देवमन्दिरं॥ १२
धन्याद्य मे मन्दिर सुप्रतिष्ठा धन्याहमद्यार्च्चक सन्नियोगात्।
धन्याद्य पृथ्वी भगवत् प्रसादात् धन्यातिधन्या महतोऽस्य पूजा॥ १३
उवाचैवं श्रीहृदयस्तदा तद्भाव भावितः।
ठाकुरस्य हि पूजेयं सर्व्वेषां प्रीतिदायिका॥ १४
दृष्टिमात्रेण मुग्धा वे नरनारीजना स्तदा।
तथा पुजावकाशे च मधुरस्वर गीतितः॥ १६
आत्मविस्मृत भावोऽयं न कुत्राप्यच्चि गोचरः।
नेयं पूजा पूजकस्य स्वरूपेन व्यवस्थितिः॥ १६

Now Rani would often come to her temples in Dakshineswar from her palace in Janbazar to see the worship and hear the song of the new priest, Gadadhar. "Foundation of my temples has been well done. I also feel my self blessed due to my being so near to this uncommon worshipper. Earth has also become blessed by the grace of God. Above all the holy services of this great worshipper deserve all merits and praise." It was also said by Hridayram that it was the loss of all sense of duality between the worshipper and the worshipped that made his worship so very charming. ॥ 12 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কখনও যাহা হয় নাই বা হইবে না এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবপূজা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া রাণী আনন্দ ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১১

পরন্তু রাণী রাজগৃহ হইতে প্রায়ই নূতন পূজকের পূজা ও সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য নিজে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া এইরূপ ভাবিতেন। ১২

আজ আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক। এতাদৃশ সাধকের সান্নিধ্য বশতঃ আমি ধন্য। অদ্য ভগবানের প্রকাশ বশতঃ পৃথিবী ধন্যা। এবং এই মহতের পূজা ভগবদ্ভাবে ভাবিত। হৃদয়রাম ও বলিতেন ঠাকুরের পূজা সাধারণের প্রীতি সম্পাদন করেন। ১৩-১৪

পূজক গদাধরের পূজাদর্শন ও মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ মাত্রে নরনারী সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ১৫

এবং পূজার পর মধুর স্বরে গানের সহিত এরূপ আত্ম বিস্মৃতি ভাব অন্য কোন পূজকে দেখা যায় না। পূজকের এই পূজা পূজা নয় ইহা স্ব স্বরূপে অবস্থান মাত্র। ১৬

यदा गतो रामकुमार पण्डितो देवालये सज्जन सन्निधौ सुधीः।
तदास्य सांसारिक वित्तहीनता भागीरथीतीर समाश्रयादगता ॥ १७
किन्त्वस्य साधोस्तु निजानुजाते कर्त्तव्य चिन्ता मनसि प्रजाता।
दृष्ट्वानुजस्यास्य विराग भावात् संसार सौख्ये च न सारदृष्टिं ॥ १८
एवं सदौदास्यकभावयुक्त चित्तस्य चाञ्चल्य मतीव जातं।
सुयोग्य स्नेहास्पद भ्रातृभावः सुलच्छितस्तेन तदास्यभावः ॥ १९
तथापि तस्मिन्समुरस्य राज्ञ्याः श्रद्धां गभीरामवलोक्य विद्वान्।
एवं तदात्मा परिवर्द्धि ताभून्ममासनं पास्यति सोदरोऽयं ॥ २०

मध्यलीलायां ५म अः ।

वयसः परिणामेन चैतस्य शक्तिह्रासतः ।
दैव सेवाविधौ रामकुमारोऽपटुतां गतः ॥ २१

From that day when Ramkumar entered the temples on the bank of the Ganga at Dakshineswar and came into contact with such respectable personalities as Mathuranath and others, he got relief from financial stringency. But the indifference of his younger brother to worldly affairs caused great anxiety for him. On seeing however the profound regard of the Rani and Mathuranath towards Gadadhar he was much comforted with the thought that Gadadhar would step into his position after his death.. ॥ 17 to 21 ॥

বঙ্গানুবাদ —ঃ

সে সময় হইতে রামকুমার পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে মথুরানাথ প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট আসিয়া ছিলেন সেই সময় হইতেই গঙ্গাতীরে আশ্রয় বশতঃ আর্থিক কষ্ট নষ্ট হইয়াছিল। ১৭

কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য চিন্তা মনো মধ্যে এইরূপ ভাবে উদিত হইয়াছিল যে সর্ব্বদা নির্জন বাস সংসার অসার বুদ্ধি এবং সর্ব্বদা উদাসীনতা দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮

এবং অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সর্ব্বদা গদাধরের দেব সেবা লক্ষ্য করিতেন এইরূপ ভাবে গদাধরের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়াও— ১৯

মথুরানাথ এবং রাণীর গদাধরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আশা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে গদাধরই আমার আসন অলঙ্কৃত করিবে। ২০

মধ্যলীলায়াং ৭ম অ: ।

ততঃ স শ্রীমন্ত্বনুজং গদাধরং পুরাণশাস্ত্র স্মৃতি সংহিতাদিকং ।
অধ্যাপয়ামাস সুধীঃ যত্নতঃ শ্রীব্রহ্মসূত্রস্য চ ভাষ্যসঙ্ঘকং ॥ ২২
অত্যল্পকালেন তু সর্ব্বশাস্ত্রাধীতাত্পরং তস্য গুরোর্ব্যবস্থা ।
মতা যতোঽদীক্ষিত বিপ্রজাতিঃ শক্ত্যর্চ্চনায়ামধিকারহানিঃ । ২৩
অতোঽত্র দেবালয় সন্নিধৌ স্থিতাত্পূর্ণাভিষিক্তান্মহতঃ সুপণ্ডিতাৎ ।
সুহৃত্তমাদ্রামকুমার সম্মতি গদাধরস্যাপি তথানুমোদনাত্ ॥ ২৪
কেনারাম ভট্টাচার্য্য শক্তিসাধক বর্য্যতঃ ।
গৃহীত দীক্ষো ভগবানাসীদ্গদাধরঃ স্বয়ং ॥ ২৫
দীক্ষা কালে তস্য গুরোঃসকাশে শিষ্যস্য কর্ণে জগদম্বিকায়াঃ ।
মন্ত্রে প্রবিষ্টে সহসা সশিষ্যঃ সমাধিনা শোভিত বিগ্রহোঽভূত্ ॥ ২৬

Due to old age when Ramkumar began to grow more and more weak to dischage his duties, he taught Gadadhar Purans, Smriti, Kavya and theology. After completing his studies, Gadadhar had to be initiated to Saktimantra to make himself fit for the worship of Sakti. So Gadadhar was initiated by Kenaram Bhattacherjya, a friend of Ramkumar. At the time of initiation as soon as the mantra was uttered into the ear of Gadadhar, he lost all sense of physical reality.
॥ 22 to 26 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অধিক বয়স এবং দেহের তাদৃশ শক্তি না থাকায় রামকুমার দেব সেবায় অপটু হইলে গদাধরকে সাহিত্য স্মৃতি পুরান এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন । ২১।২২

मध्यलीलायां ५म अः।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গদাধরের শক্তি পূজায় অধিকার হয়। ২৩

অতএব পূর্ণাভিষিক্ত সুপণ্ডিত রামকুমারের পরম বন্ধু গদাধরের ও অনুমোদন বশতঃ সর্ব্বোচ্চ শক্তি সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট এই দক্ষিণেশ্বরে দেবোদ্যানে স্বয়ং গদাধরতুল্য গদাধর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ২৪।২৫

দীক্ষাকালে শিষ্যের কর্ণে শক্তি মন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ সেই শিষ্য নির্বিকল্প সমাধি শোভিত দেহ হইয়াছিলেন। ২৬

प्राणस्य वायोश्चालनं निवृत्तं मन्त्रेण सार्द्धं मिलितं स्वचित्तं ।
एवं महाभावयुतन्तु शिष्यं दृष्ट्वा चमत्कारयुतो गुरुर्भृशं ॥ २७
तन्मस्तके न्यस्तहस्तो जगाद लभस्व वत्साचिरमिष्टसिद्धिं ।
समाध्यवस्थं सुखबोधरूपमाशीर्वचोभिर्बहुभिः स्वशिष्यं ॥ २८
सम्बोध्य शिष्येन प्रदत्त द्रव्यं तथा तदीयां महतीञ्च पूजां ।
संगृह्य मार्गानुगतो महात्मा मन्त्रप्रदाता गतवान् स्वगेहं ॥ २९
अतःपरं नूतन दीक्षितस्य दिव्येन भावेन युतस्य तस्य ।
पूजां ग्रहीतुं भवतारिणीच्छा जाता तदा चिन्मय विग्रहस्य ॥ ३०
तदैव मथुरानाथ स्तत्रागत्योक्तवान् स्वयं ।
शृणु ज्येष्ठ भट्टाचार्य्य मदीयं परमं वचः ॥ ३१

The preceptor was very much astonished to see this dormant condition of his disciple. He blessed Gadadhar and brought him back to life and consciousness. Thereafter Goddess Bhavatarini desired to be worshipped by Gadadhar who has attained divine power by his initiation to the cult of Sakti. Mathuranath came to Ramkumar and said. ॥ 27 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সমাধির অবস্থায় প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া ছিল না। মন্ত্র ময় দেবতার সহিত চিত্ত মিলিত হইয়াছিল। এইরূপ মহাভাব যুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরু অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন তখন গুরু মুগ্ধ চিত্তে শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন। ২৭

হে বৎস তুমি অচিরে ইষ্ট সিদ্ধিলাভ কর এইরূপ বহুতর আশীর্ব্বাদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমাধি যুক্ত গদাধরকে সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া শিষ্য প্রদত্ত দ্রব্য ও মহতী পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রদাতা মহাত্মা কেনারাম ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ২৮।২৯

অনন্তর দিব্যভাব বিশিষ্ট চিণ্ময় বিগ্রহ নূতন দীক্ষিত সেই গদাধরের পূজা গ্রহণার্থ ভবতারিণী কালিকার ইচ্ছা হইয়াছিল। ৩০

সেই সময় মথুরানাথ সেই মন্দিরে আসিয়া রামকুমারকে বলিয়াছিলেন আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৩১

भवतः स्थविरावस्था प्रायेन समुपागता ।
सञ्जातं सुमहत्कष्टं दृष्टं श्रीकालिकार्च्चने ॥ ३२
अतोऽस्माकमियं वाञ्छा गोविन्दस्यार्च्चनं कुरु ।
शक्तियुक्तेन पटुना कनिष्ठेनानुजेन च ॥ ३३
कृते श्रीभवतारिण्याः पूजने नः सुखं भवेत् ।
भवतोऽपि लघुर्भारो भविष्यति न संशयः ॥ ३४
निशम्य माथुर वचो मधुरं चिरकांक्षितं ।
आनन्द संप्लवेलीनः श्रीरामकुमारः सुधीः ॥ ३५
गदाधरादिनामानि सर्व्वाणि संपरित्यजन् ।
अद्यारभ्य श्रीमथुरस्तात नाम प्रदत्तवान् ॥ ३६

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

যদাহনি জগন্মাতুঃ পূজকোঽভূজ্জগদ্গুরুঃ।
তদ্দিনে মথুর শ্বশ্রূরতীবানন্দিতা ভবেৎ ॥ ৩৭

"It seems that due to your old age the strain caused by the worship of Goddess Kali tells heavily upon you. So we propose that you may perform services to Sri Radha Govinda and Gadadhar worship the Goddess Bhavatarini. By this arrangement you will surely find some relief, and we also will feel very happy". Ramkumar became very glad to see his long expected desire fulfilled. From that day Mathuranath called Gadadhar "Baba". ॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আপনার বৃদ্ধাবস্থায় কালী পূজা করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি। ৩২

তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজে রাধাগোবিন্দের সেবা করুন। শক্তিযুক্ত আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ভবতারিণীর পূজা করিলে আমাদের আনন্দ হইবে। এবং আপনার কার্য্যভার ও লঘু হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৩,৩৪

সুপণ্ডিত রামকুমার চিরাভিলষিত মথুরানাথের মধুর কথা শুনিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৫

অদ্য হইতে মথুরানাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ভাবুক, যোগীশ্বর ইত্যাদি নাম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের বাবা নাম দিয়াছিলেন। ৩৬

এবং যেদিন জগদ্গুরু গদাধর জগদম্বার পূজক হইয়াছিলেন সে দিন রাণী রাসমণি ও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ৩৭

उवाच तां श्रीमथुरो भवत्या भवतारिणी।
शिलामयी जगन्माता जीविता प्रतिभाति मे ॥ ३८
कियद्दिन गते रामकुमारः पण्डितो महान्।
भागिनेयं श्रीहृदयं मथुरमनुरुध्य च॥ ३९
गोविन्दस्यार्च्चने युक्तं कृत्वा निर्लिप्ततां गतः।
कामारपुकुरे तस्य प्रत्यागमन व्यग्रता ॥ ४०
जाता किन्तु जन्मभूमि परिदर्शन योग्यता।
न जातादृष्ट वैरूप्यात्तस्येच्छा विफला भवेत्।
अतःपरं रामकुमार पण्डितः कर्म्मानुरोधेन मुलाजड़ङ्गतः।
तत्रैव जन्मान्तर कर्म्मयोगतो भागीरथीतीरसमाश्रितोऽमृतः ॥ ४२

On the day when Gadadhar performed the worship of the Goddess Bhavatarini Mathuranath said to the Rani. "The stony image of Bhavatarini appears to have been infused with life". After some time Ramkumar became very eager to go back to his native village of Kamarpukur making over his charge of Sri Radha Govinda to his nephew, Sri Hridayram. But his desire was not fulfilled. He breathed his last in Moolajorh where he had been on some business.

॥ 38 to 42 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং মথুরানাথ শ্বশ্রু মাতাকে বলিয়াছিলেন মা আপনার শিলাময়ী জগদম্বা ভবতারিণী জীবিতা বলিয়া মনে হইতেছে। ৩৮

তৎপরে কিছুদিন গত হইলে গদাধরের সহিত রামকুমার মথুরানাথকে অনুরোধ করিয়া ভাগিনেয় হৃদয়রামকে রাধাগোবিন্দের

পূজায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়া কামার পুকুরে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেও জন্ম ভূমির পুনর্ব্বার পরিদর্শন যোগ্যতা অদৃষ্টে না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। ৩৯।৪০।৪১

অতঃপর পণ্ডিত রামকুমার কোনও একটি কার্য্যোপলক্ষ্যে নিকট বর্ত্তী মূলাজোড় নামক গ্রামে গমন করিলে জন্মান্তরের কর্ম্ম যোগবশতঃ সেই স্থানেই ভাগীরথী তীরে সমাশ্রিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। ৪২

अद्यात वर्षावधि दक्षिणेश्वरे समर्च्चनं श्रीजगदम्बिकायाः।
कृतं त्रिषष्ठ्युत्तर सूर्य्य संख्यके शते साले स्वर्गगतो महात्मा ॥ ४३
ततोऽग्रजस्याति वियोगयोगादत्यन्त शोकान्वित मानसस्य।
द्वन्द्वस्य पारं विगतस्य तस्य स्वबन्धु युक्तस्य गदाधरस्य ॥ ४४
तथा च राज्ञ्या महिमान्वितायाः आकस्मिकात्तदपि संप्रयानात्।
परन्तु राज्ञ्याः स्वसंतोषमस्य जामातुरेकस्य महाशयस्य ॥ ४५
ब्राह्मण्य धर्म्म प्रतिपालकस्य प्रयानतः शोकयुतो महात्मा।
हृद्ग्रन्थि भेदात् सकलं विशून्यं मत्वाभवत् प्राण विहीन तुल्यः॥४६
एवं रामकुमारस्य सदाचार युतस्य च।
पण्डितस्य प्रयानेन दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ४৭

Ramkumar died in the Bengali year 1263 after he had done services to the Goddess Bhavatarini for about a year. Gadadhar was not moved by joy or sorrow. The great pious lady Rasmoni, Mathuranath and all the people at Dakshineswar were all beside themselves with grief at the death of Ramkumar. ॥ 43 to 47 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজা প্রায় এক বৎসর করিয়া সন ১৩৬২ সালের শেষভাগে স্বর্গত হইয়াছিলেন। ৪৩

সুখ দুঃখ অতীত হইলেও অগ্রজ রামকুমারের বিয়োগ বশতঃ শোক মগ্ন গদাধরের এবং মহিমান্বিতা ধার্ম্মিকা মহারাণীর পরম মঙ্গল দাতা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু বশতঃ বিয়োগ সন্তপ্তারাণীর এবং নিজ পুত্রতুল্য জ্যেষ্ঠ জামাতা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষক রামকুমারের মহা প্রয়াণ বশতঃ শোকগ্রস্ত মথুরানাথের এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে সদাচারী রামকুমারের মহা প্রয়াণে জন সমূহের চিত্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

স্থিতানাং মানসং তেষাং দুঃখসিন্ধৌ নিমজ্জিতম্।
এবমুক্তং মহাপ্রাজ্ঞে গতং পণ্ডিতভূষণম্॥ ৪৮
একত্রিংশদ্বর্ষাধিকবয়োজ্যেষ্ঠসহোদরঃ।
গদাধরাত্তত স্তস্মিন্ পিতৃভক্তিঃ সুসংস্থিতা॥ ৪৯
গদাধরো ভ্রাতৃস্নেহং বহুকাল মবাপ্তবান্।
পিতুর্মরণতঃ পশ্চাৎ পিতৃতুল্যাগ্রজস্য চ॥ ৫০
পরিবার পোষণার্থং সংসারাভাব মোচনে।
স্নেহধন্যানুজস্যাস্য শিক্ষার্থং চিন্তিতস্য চ॥ ৫১
আদর্শং পুরুষস্যাস্য স্বসুখত্যাগ পূর্ব্বিকা।
সংসার সাধনা সা তু সর্ব্বথা লৌকিকো মতা॥ ৫২

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য দীক্ষান্তরং শ্রীভবতারিণী দেব্যাঃ পূজকপদ গ্রহণং রামকুমারাদে র্মহাপ্রয়াণরূপ মধ্যলীলায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।৫॥

The great scholars of those days lamented the loss of the greatest of them all. Gadadhar had the fortune of enjoying the brotherly affection of Ramkumar who was older by thirty one years. Ramkumar's struggle to discharge his duties and responsibilities after the death of his faiher, his anxieties for the education of his youngest brother his unselfishness were examplary. Here ends the fifth chapter of Madhyalila narrating the initiation of Gadadhar, his appointment as the priest of Goddess Bhavatarini and the death of Ramkumar.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তজ্জন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ সেই সময় বলিয়াছিলেন একটি পণ্ডিত চূড়ামণি গত হইলেন। রামকুমার গদাধর হতে একত্রিশ বৎসর বয়সে বড় অতএব পিতৃতুল্য ভক্তিযুক্ত গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহুকাল ভ্রাতৃ স্নেহ পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতুল্য অগ্রজের পরিবার বর্গের পোষণ জন্য সংসারের অভাব মোচনে স্নেহধন্য গদাধরের শিক্ষার্থে উদগ্রীব আদর্শ পুরুষ এই রাম কুমারের নিজ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার পরিচালনা অত্যন্ত অলৌকিক ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

এই মধ্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে গদাধরের ভবতারিণীর পূজক পদ গ্রহণ হৃদয় রামের রাধাগোবিন্দ সেবায় যোগদান রামকুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণ বলা হইল। মঃ ৫ শেষ

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

মৃত্যোঃ পরমগ্রজস্য শ্রীমদ্গদাধরস্য হি।
মনসোঽপূর্ব্বং রূপঞ্চ ভাবান্তরমুপস্থিতম্॥ ১
তল্লক্ষিতং হৃদয়েন সিদ্ধস্য মাতুলস্য চ।
দৈনন্দিনন্তন্মনসো বহুশঃ পরিবর্ত্তনং। ২
আহারে সা রুচির্নাস্তি মুখে মধুর হাস্যতা।
মিষ্টালাপে মতির্নাস্তি কেবলং পূজনে রতিঃ॥ ৩
পূজাপি নো পূর্ব্ববিধানুষ্ঠিতা দেবার্চ্চনা কাল বিবেক লোপতঃ।
পূর্ব্বং যথাশাস্ত্র বিনিশ্চিতে ক্ষণে কর্ত্তুর্নিদেশাৎ কৃতমর্চ্চনং শুভং॥ ৪

Since the death of Ramkumar, Gadadhar had a change of mind. Hridayram only perceived this change. He lost all relish in his food. He ceased to smile, and would not talk. He devoted himself entirely to worship. He failed to observe appointed time of worship, due to loss of his sense of physical reality. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরের মনের অবস্থা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১

এবং সিদ্ধ মাতুলের সেই ভাবান্তর হৃদয় রামই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দিন দিন মাতুলের মনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। ২

আহারে তাদৃশ রুচি নাই মুখে হাসি নাই মিষ্টালাপে মতি নাই। কেবল দেবতার সেবায় রতি। ৩

পূর্ব্বে যেরূপ কর্ত্তাদের আদেশ অনুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজাকার্য্য সুসম্পন্ন হইত তাহা হয় নাই। দেবতার পূজার সময়ে পূজকের চৈতন্য শূন্য হইলে পূর্ব্বের মত পূজা কার্য্য হইত না। ৪

मध्यलीलाया ६ष्ठ अः।

पूजारम्भे शीर्षके स्वस्य पुष्पं
दत्वा देवीं मानसै र्द्रव्यजातैः।
पूजां कृत्वा न्यस्य हस्तौ हृदि स्वे
योगे मग्नो लोचने मुद्रयित्वा॥ ५
समाधि योगेन ततः सुयोगिनो
वाह्यार्चना तत्र विलीनता गता
पूज्यस्य पूजा विरमात्तदैव
कालस्य चिन्ताकथमत्र जाता॥ ६
मध्याह्न भोगानयनावकाशे
समाधिभङ्गे विनिवेदितान्ने।
सुभोजनं त्वं कुरु देवी मात
मयातिहीनेन प्रदत्तमन्नं॥ ७

Gadahar started worship with a flower placed on his head, hands on his breast, eyes closed in profound meditation. At that stage he lost all sense of time and place, and the distinction between the worshipper and the worshipped. When cooked rice with dishes was brought at mid-day, he came to his senses, and said to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take this rice now being offered to you by my humble self."

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজার প্রারম্ভে পূজক নিজ মস্তকে পুষ্পদিয়া মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া উভয় করতল হৃদয়ে সংলগ্ন করতঃ এবং নেত্র

মুদ্রিত করিয়া পরম যোগযুক্ত সমাধি দ্বারা বাহ্য পূজা বিলুপ্ত হইত। পূজনীয় দেবতারই যদি পূজা নিবৃত্তি হইল তখন আর সময়ের চিন্তা পূজকরে চিত্তে কিরূপে উদিত হইবে। ৫।৬

দেবীর মধ্যাহ্ন ভোগ আনয়নের সময়ে পূজকের সমাধি ভঙ্গ হইলে দেবীকে যথাবিধি অন্ন নিবেদন পূর্ব্বক হে দেবী হে মাতঃ আমি অতি নীচ আপনাকে এই অন্ন দিতেছি আপনি আনন্দ চিত্তে আমার প্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করুন। ৭

এবং গদিত্বা পুনরাপ তুষ্ণীং
স্থাবং মহাত্মা সুবহুক্ষণং তথা।
তথা পরাহ্নে মধুরা স্বগীতি
গীঁতা হি তেন শ্রবণায় দেব্যাঃ॥ ৮
তদ্রূপ মাধুর্য্য বিলীন চিত্ত
স্তদ্ গাণত স্তন্ময়তাং গতঃ সঃ।
প্রেমাশ্রুণাপ্লাবিতহৃন্মুখোদব
স্তদ্ ভাবমগ্নো বিললাপ বিস্তৃতম্॥ ৯
দিবসে সমতীতে চ যোগী তত্র গদাধরঃ।
গতেঽপরারত্রিকে কালে নির্বিকারঃ সুপূজকঃ॥ ১০
ভক্ত রামপ্রসাদস্য সর্ব্বে সাধক বর্য্যতঃ
গায়ন্ গীতিং সুমধুরাং ব্যাকুলোঽভূদ্ গদাধরঃ। ১১

On saying this he remained speechless for a long time. Then in the evening he sang sweet songs to the Goddess. Tears trickled down his cheeks as he sorely wailed for the grace of the Goddess. The day passed and the night came. He forgot all about evening services, and conti.

nued to sing a song of Ramprasad in a sorrowful mood. ॥ 8 to 11 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন। এইরূপভাবে দেবীকে শোনাইবার জন্য অপরাহ্নে মধুর অত্যুত্তম গান করিয়াছিলেন।

সেই গানের দ্বারা দেবীর রূপমাধুর্য্যে গায়কের চিত্ত বিলীন হইলে তন্ময়তা প্রাপ্ত গদাধর প্রেমাশ্রু প্লাবিত ও দেবী ভাবে বিভাবিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিয়াছিলেন। ৯

এই অপরূপভাবে সমস্তদিন এবং সন্ধ্যায় আরত্রিকের সময় ও গত হইলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধক নির্ব্বিকার সুপূজক গদাধর ভক্ত রাম প্রসাদের একটি সুমধুর গান গাহিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। ১০। ১

सहसा दर्शनाकांखी जगन्मातुरुवाच तां ।
रामप्रसादस्य मातः स्वरूपः प्रकटी कृतः ॥ १२
कथं तहि त्वया देवी न मे रूपं प्रदर्शितम् ।
नैव धनं जनो भोगः सुखं वान्यस्पृहा तथा ॥ १२
संप्रार्थयति मया मातः प्रार्थयति तव दर्शनं ।
ब्रुवत स्तत् समुत्कण्ठा दर्शनार्थं विवर्द्धिता ॥ १४
अश्रूणां धारया वक्षः प्लावितं तस्य रोदनात् ।
अत्युच्च स्वरयुक्तेनाप्युक्तं न त्वं शृनोषि किं ॥ १५
न दास्यसि दर्शनं किं चिन्मयि भवसुन्दरि ।
एवं श्रीभवतारिण्याः प्रत्यक्ष दर्शनेच्छया ॥ १६
युक्तोऽपि सात्त्विकैर्भावै र्न लेभे दर्शनं तदा ।
उक्तञ्च जीवितं त्याज्यं जीवितैः किं प्रयोजनं ॥ १७

He lamented , "Oh Mother, you had revealed yourself to Ramprasad. Why do you not show yourself to me who am averse to all earthly pleasure. I desire only to see you." As he said this his eagerness grew more and more, and he began to cry bitterly, saying, "Oh Mother ! do you hear ? Will you not be pleased to appear before me ?" In spite of his yearning and lamentations he received no response. At last he said, "My life is not worth living. I should cease to live." ॥ 12 to 17 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সহসা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপের দর্শন জন্য দেবীকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ তুমি ভক্ত রামপ্রসাদকে তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছিলে তবে কিজন্য আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাইতেছ না। আমার ধন জন বা বিষয় ভোগে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। ১২।১৩

আমি অন্য কিছুই চাই না কেবল মাত্র তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবীর দর্শন জন্য গদাধরের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৪

এবং অতিশয় ক্রন্দন জন্য অশ্রু ধারার বন্যায় প্লাবিত হইয়া অতি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন তুমি শুনিতে পাইতেছ না। ১৫

হে সচ্চিন্ময়ী ভবসুন্দরী দেখা কি দিবে না? এইরূপে ভব-তারিণীর প্রতক্ষ্য দর্শন কামনায় সাত্বিক বিকার প্রাপ্ত হইলে ও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাই এবং বলিয়াছিলেন এ জীবন ত্যাগ করিব বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? ১৬।১৭

मध्यलीलायां ६ष्ठ अ: ।

एवमुन्मत्ततां प्राप्य सहसैव गदाधरः ।
दृष्ट्वा मातु स्तीक्ष्णधारं खड्‌ग मानन्दसंप्लुतः ॥ १८
अनुग्रहं मन्यमानो महादेव्या स्तदैव हि ।
खड्‌गेन जीवितस्यान्तं करिष्याम्यद्य निश्चितं ॥ १९
एवमुन्मत्तभावेन यदा खड्‌गं समस्पृशत् ।
तदा गदाधरो मातुःस्वरूपं सन्ददर्शतत् ॥ २०
एवं गृहं गृहद्वारं मन्दिरं देवतादिकं ॥
सर्व्वन्तद् विलयं जातं न किञ्चिदवभासते ॥ २१
नास्ति कुत्रापि किञ्चिच्च सर्व्वं शून्यमिदं जगत् ।
घटाकाशमठाकाशौ महाकाशेन संयुतौ ॥ २२
आनन्दघन सामुद्रतरङ्गेनाभिघातितः ।
तद् गाढ़ परमानन्द ज्योतिः सिन्धौ निमज्जितः । २३

He caught sight of the sharp sword of the Goddess. In his eagerness to make an end to his life, as he touched the holy sword Goddess revealed Herself to him. The physical world melted into nothingness. The world appeared to be a vast vacuum. He felt himself lost in the ocean of divine light and joy. ॥ 18 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে গদাধর হঠাৎ উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালিকা দেবীর তীক্ষ্ণ ধার খড়গ দর্শন করিয়া মহাদেবীর অনুগ্রহ মনে করিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন আজ এই খড়গ দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিব।

এইরূপে উন্মাদের অবস্থায় সে সময়ে দেবীর খড়গ স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই সময় গদাধর মাতার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলন। ২০

সেই সময় গদাধরের গৃহ দেবতা মন্দির প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১

এমন কি ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতি মহাকাশে মিলিত হইলে জগৎ শূণ্যময় দেখিয়াছিল। ২২

কেবল মাত্র আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার মধ্যে আনন্দময়ী কালিকার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৩

तन्मध्ये जगदम्बायाः कृपामय्याः कृपाकणां ।
लब्धमात्रस्तु धन्यः स परमानन्द निर्वृतः ॥ २४
एवं मातुः सच्चिदानन्दमय्या नित्यं शुद्धं वुद्धमुक्तस्वरूपं ।
दृष्ट्वा किञ्चिद्भाषितुं नो समर्थो मामित्युक्त्वा ज्ञानशून्यो वभूव ॥ २५
रूपं देव्या दर्शनेनापितस्य नाप्तापूर्णा चेतसो व्याकुलस्य ।
नैरन्तर्येण त्वन स्यैवहेतोश्चित्तं शक्तं नैवचार्थेषु किञ्चित् ॥ २६
भाविन भङ्ग्या व्यवहारतोऽस्य पूजादिका प्राक्तन शास्त्ररीत्या ।
सम्पूर्ण भिन्ना गिरिजा प्रसादात् गदाधरोऽयं न स पूर्व्वमानुषः ॥२७
मातुलस्याद्भूतां चेष्टां कालेऽस्मिन्नवलोक्य च ।
अतीव चिन्तया युक्तो हृदयोऽधीरतां गतः ॥ २८

When Gadadhar attained the plane of spiritual reality he only uttered the words, "Mother," "Mother" and lost his sense. When he regained his sense, he lost all his relish for earthly things and longed for continuous sense ot divine bliss. From that time onwards his habits changed and

he could not perform his duties properly according to rules. He completely turned over a new leaf. Hriday also became very much purturbed and impatient at such unusual changes in the habits and conduct of his youngest uncle, Gadadhar. ॥ 24 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই জ্যোতি মধ্যে কৃপাময়ী জগদম্বার কৃপাকণা পাইবা মাত্র গদাধর ধন্য ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৪

এইরূপভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মাতার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপটি দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃ স্বরে কেবল মাত্র মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। ২৫

সেইরূপভাবে দেবীর স্বরূপের দর্শন করিলে ও তাঁহার ব্যাকুল মনের আশা পূর্ণ হয় নাই। কারণ কেবল মাত্র সর্ব্বদা দর্শন করিব এইরূপ মনের অবস্থা হইলে তাঁহার আর কি বিষয়ে মন ধাবিত হয়। ২৬

এখন গদাধরের ভাব ভঙ্গীও ব্যবহারাদি পূর্ব্বের মত যথাশাস্ত্র পূজাদির নিয়ম সম্পূর্নরূপে অন্য প্রকার হইয়াছিল। দেবীর কৃপায় গদাধর তখন একটি নূতন মানুষ হইয়াছিলেন। ২৭

এই সময়ে হৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের অত্যাশ্চর্য কায়িক ব্যাপার দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২৮

स्वर्गतौ मातुलौ ज्येष्ठौ तादृशान्य जनोऽपि वा।
नास्त्यत्र स्वजनः कोऽपि यं गुह्यं विनिवेदये ॥ २९

मध्यलीलायां ६ष्ठ अः।

मन्दिर प्राङ्गने गङ्गा-गर्भे कालीगृहान्तरे।
यत्र कुत्रोस्थितो वापि सिंहविक्रम ठाकुरः॥ ३०
अनिर्व्वाच्य दिव्यभावाविष्ट' दृष्ट्वा भयेन वै।
पुनर्द्रष्टुं न शक्नोमि तेजःपुञ्ज कलेवर'॥ ३१
पूजाकाले ठाकुरस्य पूजादर्शनजस्पृहा।
प्रलोभयति मां नित्य' त्यक्तु' न पारयामि तां॥ ३२
मयि प्रविष्टे सहसा मन्दिराभ्यन्तरे क्वचित्।
तत्र दृग्गोचर' मे स्यात्तेनाप्तो बहुविस्मयः॥ ३३

Hridaya thought and thought, but could not find anyone like his oldest uncle who was dead, whom he could confide in this matter. In the premises of the temple, in the water of the Ganges or inside the temple of the Goddess, everywhere Thakur ( Gadadhar ) moved like a lion in an inexpressible divine mood and with a body emitting divine lustre. Hridaya was so charmed with the worship of Thakur that he would not fail to see Thakur performing the worship. If he entered the temple on a sudden he would be wonder-struck with what he saw. ॥ 29 to 33 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং ভাবিয়া ছিলেন জ্যেষ্ঠ মাতুল পণ্ডিত রামকুমার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কেহ নাই, কাহাকেই বা এই সকল গোপনীয় বিষয় জানাইব। ২৯

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা গর্ভে কালী গৃহে পঞ্চবটীতে অথবা যে কোন স্থানেই হউক ঠাকুর অবস্থান করুন না কেন সিংহবিক্রম বিশিষ্ট ঠাকুরের অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবাবেশ দর্শন করিয়া ভয় বশতঃ পুনর্ব্বার সেই তেজঃপুঞ্জ দিব্য কলেবর দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছ না। ৩০।৩১

ঠাকুরেব পূজার সময়ে পূজাদর্শন আশায় আমাকে নিত্যই প্রলোভিত করে অর্থাৎ ঠাকুরের পূজার আকর্ষণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ৩২

কোন সময়ে মন্দির মধ্যে হঠাৎ যদি আমি প্রবেশ করি এবং সেই মন্দির মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে বহুতরভাবে বিস্মিত হই। ৩৩

वहिरागत्य तत् सर्व्वं विचर्य्य च पुनः पुनः।
इदमेव सुनिष्पन्नं पागलो मातुलो मम ॥ ३४
अन्यथा चरणञ्च दृष्ट्वा पूजाकाले कथङ्कृतं।
सरक्तचन्दनं जवा विल्वपत्राच्चतादिकं ॥ ३५
करे विधृत्य तमर्घ्यं दत्वा स्वमूर्द्धि वक्षसि।
तथा स्वपादयोर्न्यस्य भावाविष्टः सुपूजकः ॥ ३६
ततो देव्याः श्रीचरणे तदर्घ्यं व्यतरत्तदा।
एवमलौकिकीं पूजां दृष्ट्वा सोऽभूच्चमत्कृतः ॥ ३७
कदापि मद्यपस्येव नेत्रे द्वे रक्ततां गते।
वेपमानः सुसर्व्वाङ्गः प्रायेन पतितश्च सः ॥ ३८
टलन् पूजासनं त्यक्त्वा देव्याः सिंहासनोपरि।
उत्थितः स्वहतो मातुर्विधृत्य चिवुकं तदा ॥ ३९

On coming out of temple Hridaya thought over the matter and came to the conclusion that his uncle had become mad. Otherwise he would not have worshipped himself in stead of the Goddess, nor he would have stood upon the throne of the Goddess, leaving his own seat like a reeling drunkard with blood-shot eyes, and would chatter affectionately holding the chin of the Goddess. ॥ 34 to 39 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপর মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সকল অবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমার কনিষ্ঠ মাতুল গদাধর বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল। ৩৪

যদি মাতুল পাগল না হয় তবে পূজার সময় এইরূপ আচরণ কি করিতে পারেন। অর্থাৎ রক্ত চন্দন মিশ্রিত জবা পুষ্প বিল্বপত্র আতপ চাউল ও দুর্ব্বাদি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকেও বক্ষে ধারণ করিয়া সেই অর্ঘ্য নিজ পাদদ্বয়ে ক্ষেপন পূর্ব্বক ভাবাবিশিষ্ট সুপূজক মাতুল সেই অর্ঘ্য দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এইরূপ অলৌকিক পূজা দেখিয়া হৃদয়রাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

৩৫।৩৬।৩৭

কখনও বা মদ্যপায়ী মত্তব্যক্তির মত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ কম্পন অবস্থায় টলিতে টলিতে প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায় পূজার আসন ত্যাগ করিয়া দেবীর সিংহাসনে উঠিয়া দেবীর চিবুক ধরিয়া মা মা এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া অর্থাৎ যেমন বিদেশাগত গৃহী

মধ্যলীলায়াং ६ष्ठ अः।

কুমারী কন্যাকে দেখিয়া স্নেহ সূচকাদি বাক্য বলিয়া চুম্বনাদি করেন তদ্রূপ ঠাকুর ও কালী মাতাকে বহুতর বিস্তর ভাবে মধুরতর বাক্য বলিতেন। ৩৮।২৯।৪০

मामिति मधुरं वाक्य मुक्त्वांष्ठाकुरो वहु।
प्राप्य कुमारिकां कन्यां प्रोष्यागत पिता यथा ॥ ४०
अन्येद्युर्भोग वेलायां देव्या भोगं ददन् मुदा।
पात्रादन्नव्यञ्जन सन्नञ्च गृहीत्वैवोत्थितः सुखं ॥ ४१
मातुरास्यं विदार्य्यैव तदन्नं तत्र दत्तवान्।
प्रोवाच भुङ्क्ष्व मातस्त्वं सुखं भुङ्क्ष्व मदीयकं ॥ ४२
अन्नमेवं गद्गदयावाल्या तां परितोष्य च।
पुनरुक्तं वदसि मां भोजनार्थं जगन्मयि ॥ ४३
एवं भवतु भो मातः खादामि पश्य मे सुखं।
वदन्नेवं प्रसादीयं किञ्चिद् भुक्त्वा स्वयं तदा ॥ ४४
भुक्तशेषं तदन्नञ्च पुनर्मातुर्मुखे ददौ।
भुक्तमन्नं मया देवि भुङ्क्ष्व सर्व्वं मतःपरं ॥ ४५

On some other day, he would try to put rice and curry into the mouth of the Goddess saying, "Oh Mother, be pleased to take rice offered by me." After that he would say, "Oh Mother, do you ask me to take the rice ? Please look at my face." With this, he would take portion of the offered rice and put the remains into the mouth of the Goddess, saying, "Oh Mother I have taken and you may now take the rest.' ॥ 40 to 45 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং অন্য একদিন দেবীর ভোগদানের সময়ে পরমানন্দে ভোগ দান করিতে করিতে অন্ন পাত্র হইতে কিছু অন্নব্যঞ্জন লইয়া উঠে দাঁড়াইয়া দেবীর মুখ বিবর বিদারিতের মত করিয়া সেই তরকারির সহিত ভাত দেবীর মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন হে মাতঃ তুমি প্রদত্ত অন্ন আনন্দের সহিত ভোজন কর। এইরূপ গদগদ বাক্যে দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন হে জগন্মাত হে দেবী তুমি আমাকে ভোজন করিতে বলিতেছ। ৪১।৪২।৪৩

হে দেবী তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। এইরূপ বলিয়া তখন কিছু প্রসাদীয় অন্ন নিজে খাইয়া সেই উচ্ছিষ্ট শেষ অন্ন দেবীর মুখে দিয়া বলিয়াছিলেন মা! আমি অন্ন খাইয়াছি অতঃপর যে সকল অন্ন আছে তাহা তুমি খাও। ৪৪।৪৫

এইরূপভাবে সাধারণ বালকের মত বলিতেন। হৃদয় রাম মাতুলের এই প্রকার দেব সেবা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতেন। ৪৬

এবং প্রাকৃতবদ্দেবী মুবাচ জগদম্বিকাং।
মাতুলস্য দেবসেবাং দৃষ্ট্বা বাঢ়াতি বিস্মিতঃ॥ ৪৬
অর্চ্চনীয়ং কথম্মাতা মাতুং নৈষা কথঞ্চন।
পুনরন্য দিনেঽপশ্যদ্ ভোগদানার্থমাসনে॥ ৪৭
উপবিশ্য মাতুলোঽয়ং মার্জ্জারং ক্রন সংরবং।
আহূয় ভগবত্যম্ব ভুঙ্‌ক্ষ ভুঙ্‌ক্ষ্বাব্রবীদ্বচঃ॥ ৪৮
ভোগ দ্রব্যং স্বহস্তেন মার্জ্জারং তমভোজয়ৎ।
এবং বালাবিকদাহমপশ্য মদ্ভুতং মহৎ॥ ৪৯

দেব্যাঃ শয়ন কালেতু ন দত্বা শয়নং তদা।
রৌপ্য নির্ম্মিত খট্বায়াং মাতুলঃ স্বয়মেব হি ॥ ৫০
শেতে তত্র সুখেনৈব গাঢ় নিদ্রা পুরঃসরং।
গত নিদ্রোবদন্নুচ্চৈর্দেবীমুদ্দিশ্য মাতুলঃ ৫১

Such a manner of worship caused a great surprise to Hridaya, who failed to understand how his uncle could behave in such a way. Anoiher day when Thakur was seated to offer rice to the Goddess, a cat entered the temple and Thakur at once fed the cat with the rice intended for the Goddess, and said to it, "Oh Mother, please take as much as you like." Again in night he himself lay down on the bed of the Goddess and slept there soundly. When he woke up, he said loudly to the Goddess. ॥ 46 to 51 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের এই দেব পূজা কিরূপ ইহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য আর একদিন মাতুল দেবীর ভোগদানের জন্য আসনে বসিয়া মেও মেও শব্দ করিতেছে একটি বিড়ালকে ডাকিয়া হে মাত ভগবতী খাও খাও বলিয়া ছিলেন। ৪৭।৪৮

পায়সাদি ভোগদ্রব্য সেই বিড়ালটিকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া ছিলেন। এবং এক দিন রাত্রি কালে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ছিলাম। শয়ন সময়ে দেবীকে শয়ন না দিয়া রূপার খাটে মাতুল নিজে

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তৎপরে নিদ্রা ভঙ্গের পর উচ্চৈঃস্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে বলিয়া ছিলেন। ৪৯।৫০।৫১

শয়নার্থং সকাশে তে মাং ব্রবীষি জগন্ময়ি।
আদেশস্তব ভো মাতঃ সর্ব্বতঃ পরিপালিতঃ ॥ ৫২
মাতুলস্য দশাং দৃষ্ট্বা হৃদয়শ্চিন্তিতো ভৃশং।
বিষয়স্যাস্য জিজ্ঞাসা মথবাস্য প্রতিক্রিয়া ॥ ৫৩
অসমর্থং সংবিধাতুং যতো গুহ্যতমস্ত্বয়ং।
মত্তো বা মাতুলাদন্যো যদি জানাতি কশ্চন ॥ ৫৪
তদ্ধ্যস্মাকং মহদ্দুঃখমথবা প্রাণসংশয়ং।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কিং করিষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৫
বিজ্ঞাতি মন্দিরাধ্যক্ষে মৃত্যুর্নো ভবিতাধ্রুবং।
এবং হৃদয়রামেন কৃতে সংগোপনেঽপি চ ॥
অশাস্ত্রীয়ার্চ্চনা দেব্যাস্তত্রস্থ পরিচারকৈঃ ॥ ৫৬
অচিরেনৈব বিজ্ঞাতা দক্ষিণেশ্বর বাসিভিঃ ॥ ৫৭

"Oh Mother, you asked me to lie dowu near you. I have obeyed you." Such a behaviour of his uncle caused great anxiety to Hridaya. He was at a loss tofind the remedy. He was sure to be put into great troubles and even to run the risk of life, if such things were known to anyone else. However, in spite of every effort on the part of Hridaya, these acts of so called misconduct of Thakur became exposed to the inmates of the temples, as well as to the people of Dakshineswar. ॥ 52 to 57 ॥

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

বঙ্গানুবাদঃ—

হে জগন্মাতঃ আমাকে আপনার নিকটে শয়ন করিয়ার জন্য বলিতেছ। মা আপনার আদেশ আমি সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ৫২

হৃদয় রাম মাতুলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা বা প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ এইরূপ ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয় :যদি আমি বা আমার মাতুল ভিন্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারে আমাদের ভয়ঙ্কর দুঃখ অথবা প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে। অতঃপর এইরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। ৫৩।৫৪।৫৫

মন্দিরাধ্যক্ষ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে মাতুলের ও আমার মৃত্যু ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপ ভাবে মাতুলের অনাচার হৃদয় রাম গোপন করিলেও মন্দিরের পরিচারক বর্গ ও দক্ষিণেশ্বরের লোক সকল গদাধরের এইরূপ আশাস্ত্রীয় পূজা ও অনাচারের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিয়াছিলেন। ৫৬।৫৬

উচুস্তেঽপি পূজকোঽয় ক্ষিপ্ততাং প্রাপ্তবান্ ধ্রুবং।
অথবোপদেবতাস্য স্কন্ধারূঢ়েতি নিশ্চিতং ॥ ৫৮
অন্যথা ব্রাহ্মণ যুবাপ্যাচারং বিলঙ্ঘ্য চ।
চিদানন্দময়ীং কালীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং ৫৯
শিববক্ষঃসমারূঢ়াং মাতরং ভবতারিণীং।
ক্রীড়াপুত্তলিকাং কৃত্বা যথেচ্ছাচারমাশ্রিতঃ ॥ ৬০
এবং বহু বিজল্পৈব ততস্থাঃ কর্ম্মচারিণঃ।
স্বেচ্ছাচারমিমং রাজ্ঞীং বিজ্ঞাপয়িতুমুদ্যতাঃ ॥৬১

तदासीन्मथुरानाथः स्वश्रूदेव्याः सकाशे हि।
जानवाजार भवने लिप्तौ विषयकर्म्मणि॥ ६२
कमपीत्रक वैषयिक व्यापारमवलम्ब्य च।
राजद्वारे विचारार्थं तावुभौ चिन्तितौ भृशम्॥ ६३

All were of the opinion that Thakur had gone mad or some ghost had possessed him. Otherwise this young bramhin would have observed the approved manner and method of worship and would not behave with the Goddess like a doll in his hand. The employees of the temples decided to report the matter to Rani Rasmoni. At that time Rani along with Mathuranath was busy over a matter to be placed before the Court for judgment. ॥ 58 to 63 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সকলেই বলিয়াছিলেন এই পূজারী পাগল হইয়াছিলেন। অথবা কোনও ভূত বা ব্রহ্মদৈত্যাদি পূজারীর স্কন্ধে চাপিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। ৫৮

তাহা না হইলে এই যুবক ব্রাহ্মণ সদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদানন্দময়ী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী শিববক্ষসমারূঢ়া ভবতারিণী কালিকাকে খেলার পুতুলের মত মনে করিয়া ইহার প্রতি যথেচ্ছাচার করেন। ৫৯।৬০

এইরূপে নানা জল্পনা করিয়াই মন্দিরস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই পূজারীর বিষয় রাণী রাসমণিকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।৬১

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ।

সেই সময়ে জানবাজারস্থ রাজপ্রসাদে মথুরানাথ শ্বশ্রূ মাতা রাণীর সহিত কোন একটি বৈষয়িক ব্যাপারে রাজ দ্বারে বিচারের জন্য উভয়েই চিন্তিত ছিলেন। ৬২।৬৩

तस्माद्राज्ञी जामाता च दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
आगन्तुं न समर्थौ तौ बह्वहः सुगतेषु च॥ ६४
अनाचारः पूजकस्य ह्यध्यक्षस्यानुपस्थितिः।
सर्व्वेऽप्येवं सुनिश्चित्य तत्रस्थाः कर्म्मचारिणः॥ ६৫
जानवाजारमागत्य मथुराय न्यवेदयन्।
इमं हि पूजकं शीघ्रमनाचाररतं ध्रुवं॥ ६६
दूरमुत्सृज्य वातुलं सदाचाररतं द्विजं।
नूतनं पूजकं तत्र नियोजयतु भो भवान्॥ ६৭
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथ स्तेषां वाचः सयुक्तिकाः।
उवाचाहं तत्र गत्वा पूजां दृष्ट्वा विशेषतः॥ ६৮
करिष्यामि सुव्यवस्थामधुना यात तत्र हि।
परन्तु तत्र यावन्मे न गतिः सम्भविष्यति॥ ६৯

So, Rani and Mathuranath could not come to the temples at Dakshineswar for quite a long time. It was admitted on all hands that such misconduct on the part of Thakur was due to the absence of of Rani and Mathura nath, the managiug Director of the temples. The employees of the temples, therefore, approached Mathuranath and prayed that this mad and misbehaving pujari (worshipper) should be dismissed from service and another new pujari appointed in his place.

At this Mathuranath said "I myself will go there and personally enquire into the matter. You may go back to attend to your duties. But so long I do not go there, the youngest Bhattacharjya may continue to do the services as he likes. None of you should interfere in the matter". ॥ 68 to 69 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই জন্য বহুদিন গত হইলেও রাণী রাসমণি ও জামাতা মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিতে পারেন নাই। ৬৪

মন্দিরের অধ্যক্ষের অনুপস্থিতি বশতঃই পূজারীর এইরূপ অনাচার। মন্দিরস্থ কর্ম্মচারী সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জান বাজারে রাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা মথুরানাথকে এইরূপভাবে নিবেদন করিয়া ছিল যে এই অনাচাররত পাগল পূজারীকে দূরীভুত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র একটি সদাচারী নুতন পূজক ভবতারিণীর মন্দিরে নিযুক্ত করুন ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক ভাবে বিনীত প্রার্থনা। ৬৫।৬৬.৬৭

মথুরানাথ সেই সকল কর্ম্মচারি গণের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পূজারীর পূজা বিশেষভাবে দেখিয়া সুব্যবস্থা করিব। উপস্থিত আপনারা সেই স্থানে যান। কিন্তু আমার যতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সম্ভাবনা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভটাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজা করিতেছেন সেই ভাবেই করুন তাহাতে কোনরূপ কেহ বাধা দিবেন না। ৬৮।৬৯।৭০

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

करोति यादृशीं पूजां भट्टाचार्य्य महोदयः।
पूजां करोतु तद्रूपां वाधां तत्र न दापय ॥ ৭০
भट्टाचार्य्य मते नैव पूजाकार्य्यं ध्रुवं भवेत्।
एवं श्रीमथुरानाथेनोक्तास्ते कर्म्मचारिणः ॥ ৭১
पुनः प्रत्यागताः सर्व्वे तस्यागमनकांक्षया
कालक्षेपं प्रकुर्व्वन्तो दिनानि गणयन्ति ते ॥ ৭২
परस्परं प्रजल्पन्ति पूजकं प्रति ते तदा।
पागलं पूजकं त्यक्त्वा नूतने पूजके व्रते। ৭৩
देवमन्दिरमर्य्यादारक्षा तेन भविष्यति।
सहसाहनि कस्मिंश्चिन्नोक्ता कमपि किञ्चन ॥ ৭৪
आगतो मथुरानाथो दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
तदाशिषश्रद्धापात्र तातो गदाधरः स्वयं ॥ ৭৫

The employees of the temples came back and counted their days awaiting the visit of Mathuranath to the temples, and indulging in talks about the appointment of a new pujari in place of the present one who was a confirmed lunatic. All on a sudden without any prior notice Mathuranath came to the temple. ॥ 70 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভটাচার্য্য মহাশয়ের মতেই পূজা কার্য্য হইবে এইরূপভাবে মথুরানাথ বলিলে সেই সকল কর্ম্মচারীগণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহারা মথুরানাথের আগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করতঃ দিন গণনা করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেই সময় কর্ম্মচারী সকল এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিত যে পাগল পূজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নুতন পূজক আনিলে তাঁহা দ্বারাই দেব মন্দিরের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে।

হঠাৎ কোনও একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৩

मन्दिराभ्यन्तरे पूजासने पद्मासने स्थितः।
नेत्रे निमील्य पद्मानि विधृत्य करपद्मयोः॥ ৩৬
अश्रुभिर्बहुभिस्तस्य सिक्तं हृदुदरं तथा
दृष्ट्वैवं मथुरानाथः सभयो देवमन्दिरे॥ ৩৭
प्रवेशमात्रतस्तस्य हृत्कम्प समुपस्थितः।
उवाच विस्मयाविष्टो मथुरः सुकृते बलात्॥ ৩৮
कोऽयन्तु विश्वब्रह्माण्डस्तम्भकारी स्थिरस्थितिः।
महाभावेन सम्पूर्ण उज्वलीकृत मन्दिरः॥ ৩৯
पाषाण प्रतिमेयं किं सत्यं सचेतना सती।
पूजकस्याग्रतः साद्य स्वरूपेनावभाषते॥ ৮০
अहो वदनमण्डलस्याद्यकामधुर प्रभा।
त्रिनयन प्रभा देव्याः कोटिसूर्य्य समप्रभा॥ ৮১

At that time Gadadhar was sitting inside the temple with his eyes closed and hands on his breast. Tears were streaming down his cheeks. On seeing the worship Mathuranath was struck with awe and his heart began to palpitate very fast. He mused within himself, "Who may be this pujari who illuminates the temple with his

own brilliance, who appears to be so profound and solemn and capable of arresting the speed and progress of the universe. This stony image appears to be infused with life. Its face is unusually bright. ‖ 76 to 81 ‖

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে অসীম শ্রদ্ধা পাত্র পরম পূজনীয় গদাধর মন্দির মধ্যে পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও দুইটি করপদ্মে পদ্ম ধারণ করিয়া বহুতর নেত্রজলে হৃদয় ও উদর প্লাবিত করিতেছেন। ৭৫।৭৬

পূজকের এইরূপ পূজা দর্শন করিয়া ভয়ে ভয়ে মথুরানাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ মাত্রে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে মথুরানাথ বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্তম্ভকারী সুগম্ভীর বিরাটভাবে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলীকৃত মন্দির ইনি কে? ৭৭।৭৮।৭৯

এবং এই প্রস্তর প্রতিমা কি যথার্থভাবে জীবিতা হইয়া চিন্ময়ী রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন।৮০

অহো অদ্য মাতা ভবতারিণী কালিকার মুখমণ্ডলের কি অপরূপ মাধুরী। এবং তিনটি নয়নের কান্তি কোটি সূর্য্যের কিরণের মত দেখা যাইতেছে। ৮১

বহুবারং বহুদিনং মন্দিরাভ্যন্তরেঽপ্যহং।
অপশ্যমম্বিকা মূর্ত্তিং সাধারণতয়া পুরা॥ ৮২
কিন্তু তামেব পশ্যামি জীবিতামধুনাস্ফুটং।
শ্বাসপ্রশ্বাসসংযুক্তাং কম্পমানং খড়্গমুণ্ডয়োঃ॥ ৮৩

मन्दिराभ्यन्तरे कोऽपि को वात्रायाति याति वा ।
तत्रस्थ चपनस्यास्य नास्त्यन्तर्दृष्टि योगत: ॥ ८४
एवन्तत् शुद्धचैतन्य' मात्मसायुज्यताङ्गत' ।
ईदृक् साधक वर्य्यस्य सम्भवत्येव लक्षण' ।। ८५
एवमाराधनाधारा प्रेमभक्ति प्रदायिका ।
ययाशेष साधकानां सुलभ' साध्यवस्तु च ॥ ८६
एव' श्रीजगदम्बाया: सकाशे बालको यथा ।
परन्तु विगलिताश्रुधारयाकुलितो भृश' ।। ८७

'I have seen this image many times. But never before, I have seen it so alive. It appears to be breathing with iife. I also can see the quivering head and the sword in her hand. The pujari is so absorbed in his meditation that he does not feel the presence of anybody here. He appears to have lost his own existence in the Goddess. Such is the way of profound devotion which leads to the attainment of divine grace." Like a simple child Gadadhar offered handfuls of flowers to the Goddess with great eagerness and and tearful eyes and said, ॥ 82 to 88 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি মন্দির মধ্যে এই দেবী মূর্ত্তি বহুদিন বহুবার দেখিয়াছি তখন সাধারণ শিলাময়ী মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। ৮২

কিন্তু অদ্য সেই মূর্ত্তিই জীবন্তের মত প্রতীয়মান হইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ও খড়্গ মুণ্ডের কম্পন প্রত্যক্ষ হইতেছে। ৮৩

মধ্যলীলায়া ৬ষ্ঠ অঃ।

এই পূজকের অন্তর্দৃষ্টি বশতঃ মন্দির মধ্যে কে আসিতেছে যাইতেছে অথবা কে এখানে আছে পূজকের এই সকল জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। ৮৪

এবং পূজকের শুদ্ধ চৈতন্য দেবীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে এতাদৃশ্য সাধকেরই এইরূপ লক্ষণ সম্ভব হয়। ৮৫

এইরূপ সাধন প্রাণালীই প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। যে প্রেম ভক্তি দ্বারা সাধক সকলের সাধ্য বস্তু সুখলভ্য হয়। ৮৬

এইরূপভাবে জগন্মাতার সমীপে বালকের মত বিগলিত অশ্রু ধারায় অত্যন্ত আকুলিত কখন ও বা অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া দেবীর চরণ কমলে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রেমার্দ্র হইয়া বলিতেছেন। ৮৭।৮৮

উদ্দামোল্লাসযুক্তোঽসৌ দেব্যঙ্ঘ্রি কমলে বহু।
পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায়ৈবং ব্রবীতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥৮৮
গৃহাণেদং শুভং মাতস্তথা মেঽপ্যশুভং নয়।
জ্ঞানাজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপাদিকাংস্তথা ॥ ৮৯
সর্ব্বং গৃহাণ মে দেবি ত্বয়ি ভক্তিং প্রযচ্ছ মে।
ব্রুবন্নেবং মহাযোগী সমাধিমগমত্তদা ॥ ৯০
পূজকস্য তন্ময়তাং ভাবভঙ্গ্যাদিকঞ্চ নঃ।
স্বাত্মার্পণং ব্যাকুলতামালোক্য মথুরো মহান্ ॥ ৯১
কন্টকীকৃত সর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুচক্ষু বিচক্ষণঃ।
মন্যতে স্ম তদৈবং হি শ্রীজগজ্জননীং প্রতি ॥ ৯২
সুবিশুদ্ধ মাতৃভক্তেঃ প্রবল প্রেরণাং বিনা।
বৈধিভক্তিমতিক্রম্য প্রেমভক্তিঃ কথং ভবেত্ ॥ ৯৩

"Oh Mother, loss or gain, ignorace or knowledge, virtue or vice, merit or demerit, every

thing you take away from me. Give me only devotion to you." So saying he lost all sense of his physical existence. On seeing this divine mood of Gadadhar, Mathuranath thought, "Without such strong motherly devotion to the Goddess, how devotion which surpasses codal procedure can be possible." ॥ 88 to 93 ॥

বঙ্গানুবাদ

হে মাতঃ তুমি আমার শুভ অশুভ জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও পুণ্য পাপাদি সকল গ্রহণ কর কেবল মাত্র তোমার চরণে ভক্তি দাও এইরূপ বলিতে মহাযোগী গদাধর নির্ব্বিকল্প সমাধি মগ্ন হইয়া ছিলেন । ৮৯।৯০

পূজকের আত্মনিবেন ব্যাকুলতা এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রোমাঞ্চ অশ্রুচক্ষুঃ বিচক্ষণ মথুরানাথ সেই সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে জগদম্বার প্রতি বিশুদ্ধ মাতৃভক্তির প্রেরণা ভিন্ন বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি কি হইতে পারে। ৯১।৯২।৯৩

नेदृग्‌ विधि भक्तिमये सूक्ष्ममार्गे सुदुर्लभे ।
समर्थः साधकः कोऽन्यः प्रविष्टुं पूजकोऽपि वा ॥ ९४
अपूर्व्वं पूजकस्यास्याकापत्य प्र समागतः ।
स्वरूपं किं विजानन्ति भृत्याः सङ्कीर्णचेतसः ॥ ९५
नास्तीदृक् साधकः कोऽपि नातो मे पूर्व्वसाधकः ।
सिद्धः पथि साधनेयं धाविता द्रुतवेगतः ॥ ९६
जगन्मातुः कृपाप्राप्त्या धन्योऽस्मूत् साधकोत्तमः ।
एवं श्रीमथुरानाथो भावभावित मानसः ॥ ९७

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

সাত্ত্বকস্য সাধনায়াং সন্তুষ্টোঽভূত্ সুসজ্জনঃ।
পরন্তু কৃপয়া তস্য মাতৃভক্তির্দৃঢ়াভবত্॥ ৫৮
তদা সাধকবর্য্যোঽপি মাতরং সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
অদূরাত্তাং নমস্কৃত্য তদ্ভাবিনৈব ভাবিতঃ॥ ৫৫

Such rare devotion is not attainable by ordinary pujaris. The sincerity and devotion of this pujari can hardly be appreciated by these narrow minded servants. He is moving fast towards attainment of success. This pujari has been blessed by the grace of the Goddess." Mathuranath was greatly pleased and his devotion to the Goddess grew stronger. At that time Gadadhar prostrated himself before the Goddess and said. ॥ 94 to 99 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যুচ্চ সুদুর্লভ ভক্তিপথে এতাদৃশ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বা পূজক কে সমর্থ হয় ৯৪।

এই অপূর্ব্ব পূজকের অকৈতব প্রেমের স্বরূপ কি ক্ষুদ্রচিত্ত ভৃত্য বর্গ জানিতে সমর্থ হয়।৯৫

এমন সাধক আর দ্বিতীয় কেহ নাই বাবা আমার অপূর্ব্ব সাধক ইহার এই সাধনা সিদ্ধিলাভের পথে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে। ৯৬

এই সাধকোত্তম জগন্মাতার দয়ায় ধন্য হইয়াছেন। এইরূপে মহামতি মথুরানাথ পূজারী সাধক গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকের সাধনায় পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। পরন্তু পূজকের কৃপায় মথুরানাথের ও দেবী ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৯৭ ৯৮

তখন সাধক শ্রেষ্ঠ গদাধর ও সম্মুখস্থ সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী জগদম্বাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া দেবী ভাবে বিভাবিত চিত্তে বলিয়াছিলেন। ৯৯

প্রোবাচ ভো জগন্মাত স্ত্বত্ প্রতিষ্ঠাদ্য সার্থিকা।
প্রতিষ্ঠাতুরগ্রজস্য সাধনা শক্তিতো মম ॥ ১০০
ভবত্ কৃপাভবদ্দেবি ভূতয়ে ভবগেহিনী।
পূর্ব্বজানাং প্রভাবাদ্ধি পরজাঃ প্রভবন্তি হি ॥ ১০১
পাগলস্য পূজকস্য নিগ্রহং দ্রষ্টুমীপ্সবঃ।
সর্ব্বভৃত্যাঃ প্রতীক্ষন্তো মন্দির প্রাঙ্গনে স্থিতাঃ ॥ ১০২
নিঃশব্দং মথুরং কিন্তু মন্দিরাদ্বহিরাগতং।
দৃষ্ট্বা ভবন্ বিস্ময়াপন্নাঃ প্রভোরাদেশ কাংক্ষিণঃ। ১০৩
কর্ত্তাতু কমপি কিঞ্চিন্নোক্ত্বা রাজগৃহং গতঃ।
তদীয়ং যানমারুহ্য ব্যগ্রভাব পুরঃসরম্ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়া গদাধরস্য দেবীপূজাকালে মথুরানাথস্য দেব্যাঃ প্রত্যক্ষদর্শন রূপো মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

"Oh Mother, the foundation of your image has been fruitful. It is due to the great merit of my elder brother I have been able to be blessed by you." In the meantime the servants were all awaiting outside to witness the humiliation of the pujari. But they were surprised to see Mathuranath coming out of the temple silently ; and without uttering a word to anyone he hurriedly got into his vehicle and left the place. ॥ 100 to 104 ॥

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

Here ends tne sixth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ

হে জগন্মাতঃ আজ তোমার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। হে ভবসুন্দরী প্রতিষ্ঠাকারী আমার অগ্রজের সাধনা শক্তি বশতঃ আমার মঙ্গলের জন্যই আপনার কৃপা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাত মহাজনের প্রভাবেই পরাজিত জনগণ প্রভাব বিশিষ্ট হল। ১০০।১০১

এদিকে মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত ভৃত্যবর্গ পাগল পূজকের নিগ্রহ দেখিবার জন্য প্রতিক্ষা করিতেছিল। ১০২

কিন্তু নিঃশব্দে মথুরানাথ মন্দির বাহিরে আক্ষেপন দেখিয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থী ভৃত্য সকল বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১০৩

কিন্তু মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যানে আরোহন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়ালেন। ১০৪

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে মধ্য লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদাধরের দেবী পূজার সময়ে হঠাৎ মথুরাবাবু মন্দিরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকাকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

দৃষ্ট্বৈবং রাজভৃত্যাস্তু পরস্পর মথাব্রুবন্
মুখ্যাদৈশো রাজগৃহাদাগমিষ্যতি নিশ্চিতম্। ১
পরেঽহ্নি মথুরানাথস্যাদেশো হ্যন্যরূপকঃ।
সমায়াতঃ সুপ্রধান কর্ম্মচারিজনং প্রতি॥ ২

मध्यलीलायां ७म अ: ।

स्वेच्छाचारं समाश्रित्य भट्टाचार्य महोदयः ।
मातुः श्रीभवतारिण्याः पूजाकार्यं करोत्विति ॥ ३
तत्रस्थाः केचन जना मा विघ्नं जनयन्तु हि ।
एवं विरुद्धमादेशं प्राप्य ते कर्म्मचारिणः ॥ ४
विस्मितास्ते गर्हयन्तः प्रतिवक्तुं न सेहिरे ।
राज्ञी रासमणिश्चापि वार्त्तां तां पूजकस्य च ॥ ५
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथं प्रपच्छ कौतुकान्विता ।
किं तात पूजकश्छोटभट्टाचार्य कनिष्ठकः ॥ ६

On seeing this, the servants of the temples held that the orders would come from the palace. In fact the orders came next day. But it was not what they expected. The orders came to the managing staff to the effect that the youngest Bhattacharyya would carry on his duties as he would like ; none should interfere. All were much astonished at these adverse orders. They all blamed Mathuranath but could not disobey the orders, Rani Rasmoni also had heard the reports against Gadadhar. She, therefore, asked Mathurnath, "Is the youngest Bhattacharyya losing his sanity due to some disease ?" ॥ 1 to 6 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় মন্দিরের কর্ম্মচারিসকল পরস্পার এইরূপভাবে জল্পনা করিয়াছিলেন যে প্রধান আদেশ রাজবাটী হইতেই আসিবে ইহা নিশ্চিত। ১

মধ্যলীলায়াং ৩য় অ:।

বস্তুতঃ তৎপর দিবস প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি মথুরবাবুর অনুরূপ আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। ২

মথুরবাবুর অনুমতি এই যে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের ইচ্ছামিত পূজাকার্য্য করিবেন। ৩

মা ভবতারিণীর মন্দিরস্থ কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার বাধা বা কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেন।

এইরূপ প্রতিকূল আদেশ পাইয়া কর্ম্মচারিসকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মথুরবাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না। ৪

রাণী রাসমণিও পূজকের সেইসকল পূজার বিষয় শুনিয়া কৌতুহল বশতঃ মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য কি বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫।৬

বায়ুবৈষম্যদোষেণাক্রান্তো বাতুলতাং গতঃ।
শ্রুত্বা বাক্যং তদা রাজ্ঞ্যা মথুরো মহিমান্বিতঃ॥ ৭
উবাচ পরয়া প্রীত্যা দিব্যভাব পরিপ্লুতঃ।
প্রতিষ্ঠা ভবতারিণ্যাঃ শিলাময্যা ত্বয়া কৃতা। ৮
সাম্প্রতং বাতুলস্যৈব পূজায়াঃ সুব্যবস্থয়া।
চৈতন্যাপাদিতা সা তু সম্পূর্ণা জাগ্রতী বভৌ॥ ৯
এতদ্রূপং ময়া মাতঃ কৃতং সাক্ষাৎ সুপুণ্যতঃ।
এতাদৃশ্যদ্ভুতা পূজা ন কস্যাপ্যক্ষিগোচরা॥ ১০
ধন্যোঽয়ং পূজকস্ত্বাদ্য ধন্যা ত্বং পৃথিবীতলে।
কৈলাস শিখরাদ্বাপি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্ব্বতাৎ॥ ১২
আগত্যাবিরভূৎ সাদ্য দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে।
অর্চকস্য তপো যোগাৎ ভবত্যাঃ সুকৃতেন চ॥ ১২

At this Mathuranath replied, "You have founded the stony image of Bhavatarini. Now it is this madpujari that has made it alive. I have seen it throbing with life. The way of worship is also wonderful. None has seen the like of it anywhere. Both you and the pujari are blessed. Goddess herself has come down from the Kailas mountain, or the Vindhyas, or the Himalayas, and appeared in your temple at Dakshineswar."

॥ 7 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতি সদাশয় মথুরানাথ মহারাণীর কথা শুনিয়া দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। ৭

মা আপনি ভবতারিণী কালিকার শিলাময়ী মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আজ বাতুলেরই পূজার শক্তিতে সেই শিলাময়ী ভবতারিণী মূর্ত্তিই প্রাণবন্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছেন। ৮।৯

হে মাতঃ আমার বহুতর পুণ্যবশতঃ আমি চিন্ময়ী মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়াছি। এরূপ অত্যাশ্চর্য পূজা কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। ১০

আজ পৃথিবীমধ্যে এই পূজক ও আপনি ধন্য হইলেন। পূজকের সাধনাশক্তিতে এবং আপনার পুণ্যপ্রভাবে বিন্ধ্যাচল, হিমাচল অথবা কৈলাস পর্ব্বত হইতে সেই ব্রহ্মময়ী ভবগেহিনী ভবতারিণীরূপে আজ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। ১১।১২

श्रुत्वा राज्ञी माथुरीं तां मनोज्ञां वाचं चिन्ताशून्यतां प्राप सद्यः ।
द्रष्टुं पूजान्तस्य सत्पूजकस्य जातोत्कण्ठा मन्दिरं सा जगाम । १३

स्नात्वा राज्ञी जाह्नवी पुण्यतोये
देव्यास्तस्या मन्दिरं सम्प्रविष्टा ।
तस्मिन्नेव व्याकुलीके मुहुर्त्ते
देवीमूर्त्तिं भूयसा कम्पमानां ॥ १४

अलं चमत्कारयुता ननाम
साष्टाङ्गरूपेण पुनः पुनः सा ।
यद्दर्शनार्थं सुसमागतात्र
स पूजकस्तत् परिपूरकोऽभूत् ॥ १५

समाप्य मातुः सुखबोधरूपिकां
पूजां सुवेशादिक मध्यलौकिकं ।
तद्भक्तिभावेन विभावितात्मना
गानेन देव्याः प्रचकार तोषणं ॥ १६

On hearing this from Mathuranath, Rani got herself relieved from her worries, and went to Dakshineswar to see that wonderful worship. After taking her bath in the Ganges she entered the temple and found the image of the Goddess quaking. She felt blessed and bent down before the Goddess with great devotion. In the mean-time Gadadhar had finished his worship and began to appease the Goddess with sweet songs.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী মথুরানাথের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ চিন্তা-শূন্য হইাছিলেন। এবং ভবতারিণীর উত্তম পূজা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রাণী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। ১৩

তৎপরে রাণী পাপনাশিনী পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া ভবতারিণীর মন্দির মধ্যে প্রবেশমাত্রে দেবীকে দোদুল্যমানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৪

তখন রাণী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া দেবীকে পুনঃ পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন।

এবং যাহা দেখিবার জন্য মন্দির মধ্যে আসিয়াছিলেন সেই পূজক তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল। তখন পূজাকার্য্য শেষ করিয়া এবং ভবতারিণীর বেশাদি কার্য্যও সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ গদাধর গানের দ্বারা দেবীর তুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। ১৫।১৬

শ্রুত্বৈব রাজ্ঞী তদপূর্ব্বগীতিং
পূজাবিধাতুঃ স্ববিবেক শূন্যাং।
দৃষ্ট্বা চ ভাবং তমপূর্ব্বরূপং
তদা কিলাভূৎ সুখ সিন্ধুমগ্না॥ ১৭
পূর্ব্বং রাজ্ঞ্যা গায়কৈঃ সুপ্রবীণৈঃ
গীতং রম্যং রাজগেহে বিশালে।
গানং প্রীত্যাকর্ণিতং ভূরিরূপং
নানা বাদ্যধ্বনিতালানুবৃত্তং॥ ১৮
এবম্বিধং কিন্তু কদাপি ন শ্রুতং
সাক্ষাদ্ভবান্যা উপলব্ধিরূপং।

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

গায়ন্তমুচ্চৈস্তদপূর্ব্বগানং
বিশ্রুত্য রাজ্ঞী সুবিমোহিতাভূৎ॥ ১৯

On seeing the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী পূজকের আত্মজ্ঞান শূন্যকারী সেই অপূর্ব্ব গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রাণীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। ১৭

পূর্ব্বে রাণী নিজ রাজ প্রাসাদে অত্যুচ্চ শ্রেণীর গায়কগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলব্ধি স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনেন নাই। গান যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব গান শুনিয়া রাণী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন। ১৮।১৯

গায়কারব্ধ গানস্য সমাপ্তেঃ পরমেব সা।
পুনস্বাপরগানস্য শ্রবণার্থং সমুৎসুকাঃ॥ ২০
পূজকং গায়কং রাজ্ঞী সমুপচ্ছন্দ্য যত্নতঃ।
গানস্য সুপ্রসংশাং সা প্রচুরামকরোত্তদা॥ ২১
ততঃপরং বাহ্যদৃষ্টিঃ সঞ্জাতা গায়কস্য তু।
পূজার্থিনী জগন্মাতু রাজ্ঞী মন্দিরং আগতা॥ ২২

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

तद्गेतोश्चित्तचाञ्चल्यं न जातं पूजकस्य हि।
केवलं वारमेकन्तु दृष्ट्वा राज्ञीं सुपूजकः॥ २३
तत्क्षणात् प्रतिमायां स दृष्टिंन्यस्य सुगायकः।
हृदयग्राहि माधुर्यस्वरं गीतमवर्त्तयत्॥ २४
मत्पितुर्वक्षसि त्वं हि दत्वा पादं जगन्मयि।
दण्डायमाना वै देवि नात्र लज्जा कथञ्चन॥ २५

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any chage in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইবা মাত্র রাণী পুনর্ব্বার অন্য আর একটি গান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্ব্বক গানের ভূরিভূরি প্রসংশা করিয়াছিলেন। ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী জগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই। ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিমায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

গায়ন্তমুচ্চৈস্তদপূর্ব্বগানং
বিশ্রুত্য রাজ্ঞী সুবিমোহিতাভূৎ ॥ ১৯

On seeing the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী পূজকের আত্মজ্ঞান শূন্যকারী সেই অপূর্ব্ব গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রাণীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। ১৭

পূর্ব্বে রাণী নিজ রাজ প্রাসাদে অত্যুচ্চ শ্রেণীর গায়কগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলব্ধি স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনেন নাই। গান যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব গান শুনিয়া রাণী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন। ১৮।১৯

গায়কারব্ধ গানস্য সমাপ্তঃ পরমেব সা।
পুনস্তাপরগানস্য শ্রবণার্থং সমুৎসুকা ॥ ২০
পূজকং গায়কং রাজ্ঞী তমুপচ্ছন্দ্য যত্নতঃ।
গানস্য সুপ্রসংশাং সা প্রচুরামকরোত্তদা ॥ ২১
ততঃপরং বাহ্যদৃষ্টিঃ সঞ্জাতা গায়কস্য তু।
পূজার্থিনী জগন্মাতু রাজ্ঞী মন্দির আগতা ॥ ২২

तद्वैतोश्चित्तचाञ्चल्यं न जातं पूजकस्य हि।
केवलं वारमेकन्तु दृष्ट्वा राज्ञीं सुपूजकः॥ २३
तत्क्षणात् प्रतिमायां स दृष्टिंन्यस्य सुगायकः।
हृदयग्राहि माधुर्यस्वरं गीतमवर्त्तयत्॥ २४
मत्पितुर्वक्षसि त्वं हि दत्वा पादं जगन्मयि।
दण्डायमाना वै देवि नात्र लज्जा कथञ्चन॥ २५

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any chage in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইবা মাত্র রাণী পুনর্ব্বার অন্য আর একটি গান শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্ব্বক গানের ভূরিভূরি প্রসংশা করিয়াছিলেন। ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী জগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার জন্য আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য হয় নাই। ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিমায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

গানের মর্ম্মার্থ এই যে হে দেবি জগন্ময়ি তুমি সর্বদাই শিবের বক্ষে পদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছ এ জন্য তোমার কি কিছু মাত্র লজ্জা হয় না? ২৫

जिह्वा व्यादनरूपेण लज्जितेव प्रदृश्यते।
ज्ञातमेवं मया देवि सम्पूर्णं ज्ञात मेव हि॥ २६
त्वत् पितुर्वक्षसि तव माता पद्भ्यां कृताक्रमा।
गलदश्रु लोचनाभ्यां गायं स्तन्मयतां गतः॥ २७
श्रोत्रयुग्मं महादेव्या गानेषु सन्निवेशितं।
चित्तन्तु कलिकाताख्य विषयस्यान्तरे स्थितं॥ २८
धर्म्माधिकरणेऽस्माकं फलं किमिति चिन्तितं।
तेनैव तद् गायकस्य कण्ठरोधो बभूव ह॥ २९
परन्तु तेन तद्राज्ञ्याः कोमलाङ्गे सुयोगिना।
भीषणाद् भीषणतरं कराघातः कृत स्तदा॥ ३०
उन्मत्त्वात्यन्त दुःखेनात्रापि चिन्ता महीयसी।
राजद्वारं फलस्यैव क्रियते मातृमन्दिरे॥ ३१

"You have thrown out your tongue to show that you feel ashamed. I have also come to know with all certainty that your mother is also standing with her feet on the breast of your father." Even though Rani was hearing the song with her ears her mind became diverted with the thought of a court case. Instantly, Gadadhar got his voice choked and had to stop his song. Gadadhar beaame furious and giving a violent slap on the body of

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

Rani said, "How do you indulge in the thought of court case in the temple of the Goddess ?"
॥ 26 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জিহ্বাব্যাদন করিয়া তুমি যেন অত্যন্ত লজ্জিতা হইতেছ। অতএব হে দেবি আমি জানিয়াছি বা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি তোমার মাতা কি তোমার পিতার বক্ষে এইরূপ পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ২৬

এইরূপ ভাবে বিগলিত অশ্রু লোচনে গান করিতে করিতে পূজক সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ২৭

রাণীর কর্ণ যুগল গানে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু মনটি কলিকাতার বিষয় কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া বিচারালয়ে আমার মোকর্দ্দমার ফল কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন। রাণীর সেইরূপ চিন্তার জন্য গায়ক পূজকের তৎক্ষণাৎ কণ্ঠরোধ হইলে গায়ক আর গান গাহিতে পারিয়াছিলেন না। ২৮।২৯

পরন্তু পূজারী এ জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মহারাণীর পৃষ্ঠ দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ৩০

এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন এই মায়ের মন্দিরেও বিচারালয়ের ফলের জন্য গুরুতর ভাবে ভাবিতেছে। ৩১

মন্দির দ্বার দেশস্থা রাজ্ঞ্যা যা পরিচারিকাঃ।
তা দৃষ্ট্বাশোভনং কর্ম্ম পূজকস্য তু তদ্বিধং ॥ ৩২
সর্ব্বাস্তা চঞ্চলা ভূত্বা রক্ষিভ্যস্ত ন্যবেদয়ন্।
শস্ত্রাস্ত্রধারিণো রাজ্ঞ্যা রক্ষিণো যে মহাবলাঃ। ৩৩

पूजकं वीक्षते सर्व्वे क्रोध संरक्त लोचनाः ।
द्रुतवेगागतास्तत्र बन्धुं तं लोहशृङ्खलैः ॥ ३४
ग्रहीतुमुद्यतास्त्रास्ते तादृशमपराधिनं ।
सर्व्वे संविग्न मनसस्तत्र ये कर्म्मचारिणः ॥ ३५
कर्म्मणा विपरीतेन चक्रुर्हित्तुमं हारवं ।
हन्तुकामाः पूजकं तं नाना वादाःकृतास्तदा ॥ ३६
मारयैनं वधानैनं कुर्व्वैनं मन्दिराद्वहिः ।
एवं नाना जनानान्तु नाना सिद्धान्त कारिणाम् ॥ ३७

On seeing this act of violence on the person of Rani. the attending maid servants raised an alarm and called for the body-guards of Rani. They came to the spot in great fury to get Gadadhar chained. The managing staff of the temples also were greatly perturbed. Hot-headed discussions over the matter caused a great tumult and such shouts as "shame", "shame". 'Fie on him", "Give him a good thrashing", "kill him", and "Turn him out of the temple". Everybody put forth his own decision over the matter.

॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মন্দিরের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান রাণীর পরিচারিকা সকল পূজকের তাদৃশ অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া রাণীর পৃষ্ঠ রক্ষক সকলকে জানাইয়াছিল। ৩২

অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবল রক্ষী সকল শ্রুত মাত্রে দ্রুত বেগে ঘটনা স্থলে আসিয়া পূজককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ সংরক্ত চক্ষুতে সেইরূপ অপরাধীকে দেখিয়া ধরিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল। ৩৩।৩৪

এবং সেইস্থানে যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও তাদৃশ নিন্দিত ব্যাপারে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল করিয়াছিল। ৩৫

এবং তাদৃশ পূজককে বিশেষভাবে প্রহারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল পূজককে বন্ধন করিয়া কারা গৃহে লইয়া যাও অথবা মেরে ফেল।

কিংবা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দূর কর এই রূপভাবে বহু প্রকার সিদ্ধান্তকারী বহুতর ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক দ্বারা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এবং বহুলোক পূজককে ধিক্কার দিয়াছিল। ৬।৩৭।৩৮

নানাতর্কবিতর্কৈন ধ্বনিতং মন্দিরং ভৃশং।
পূজকস্যাপি ধিক্কার মদদুর্বহুলা জনাঃ॥ ৩৮
তয়োর্বিষয়মালম্ব্য নানা জল্পন কল্পনে।
তৌ তু মন্দির মধ্যে হি ধৈর্য্যং গাম্ভীর্য্য সংযুতৌ॥ ৩৯
পূজকস্য ন ভীতিশ্চ ন বা চিন্তা কথঞ্চন।
তদ্বৃত্তান্ত চ চাঞ্চল্যং নগস্য বায়ুনা যথা॥ ৪০
অনাচার রতং শিষ্যং গুরুর্দণ্ডয়তি ধ্রুবং।
অবাধ্যীভূত পুত্রস্য পিতা হি করতাড়নম্॥ ৪১

মধ্যলীলায়াং ৩য় অঃ।

করোতি তন্মঙ্গলার্থং নিঃশঙ্কেন যথা তথা।
রাজ্ঞ্যঙ্গে ন করাঘাতঃ কৃতোঽনেন মহাত্মনা ॥ ৪২
চপেটাঘাততস্থাপি পূজকস্য মুখোদিতং।
বাক্যং রাজ্ঞ্যা মর্ম্মভেদ মত্যন্ত মকরোত্তদা ॥ ৪৩

But both of them about whom all these tumultuous discussions were being made were sitting in the temple with profound gravity. Gadadhar was not moved by any sense of fear or anxiety and remained firm. Just as a teacher punishes his pupil for misconduct or father punishes his son for an act of disobedience, so also Gadadhar gave her the slap to prevent her mind going astray. The heart-rending words of Gadadhar caused more pains to her than his slap. ||38 to 43||

বঙ্গানুবাদ :—

যেদুইজনের ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। সেই দুইজন অর্থাৎ পূজক ও মহারাণী ধীর ও গম্ভীর ভাবে মন্দির মধ্যে বসিয়া ছিলেন। ৩৯

যেরূপ বায়ুর প্রবল বেগ হইলেও তজ্জন্য পর্বত বিচলিত হয় না তদ্রূপ অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিলেও পূজকের ভয় চিন্তা বা কিছু মাত্র চাঞ্চল্য ঘটে নাই। ৪০

সদাচার বিহীন শিষ্যকে গুরু যে ভাবে শাসন করেন বা অবাধ্য পুত্রকে পিতা তাহার মঙ্গলার্থে যেরূপ করাঘাত করেন সেইরূপ এই মহাত্মা রাণীর মনঃ শুদ্ধির জন্য পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন। ৪১।৪২

কিন্তু চপেটাঘাত অপেক্ষাও পূজকের মুখ নিঃসৃত বাণী রাণীর অত্যন্ত মর্ম্মাঘাত করিয়াছিলেন। ৪৩

विचारालय चिन्तां मे कथं जानाति पुजकः ।
दिव्यदृष्टि प्रभावेन ज्ञातमेतन्न संशयः ॥ ४४
अतो मे भूषणं दण्डो दूषणं न कदाचन ।
निर्द्दोषोऽयं सदोषाहं ततो दण्डः शुभावहः ॥ ४५
अनुतप्ता महाराज्ञी कठोर वचसा भृशं ।
दूरीकृत भृत्यवर्गा पूजकं समपूजयत् ॥ ४६
एवं श्रीमथुरानाथः श्रुत्वा तद्विषयं सुधीः ।
द्रुतं मन्दिरमागत्य श्वश्रूं संस्पृष्टवान् स्वयं । ४७
प्रत्युत्तरं तदा राज्ञ्या प्रदत्तं मन्दिरे च या ।
घटना पूजक कृता सर्व्वास्ता वर्णिता स्फुटं ॥ ४८
ततोऽब्रवीत्तदा राज्ञी मथुरं गद्गदैः स्वरैः ।
मातुः श्रीभवतारिण्या गानश्रवणमात्रतः ॥ ४৯

She was convinced that due to some divine power Gadadhar could know of her thought about the Court case. She was guilty and was therefore. rightly punished. Rani who sorely repented for her fault, scared away the servants by her stern order. When the matter was reported to Mathuranath, he rushed into the temple and asked his mother-in-law to tell him how it happened. Rani narrated all about it and concluded saying, "As I was listening to the holy song, I was thinking of the Court case. ॥ 44 to 49 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাণী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে আমার বিচারালয়ের চিন্তা পূজক কি প্রকারে জানিতে পারিলেন বোধ হয় দিব্য দৃষ্টি প্রভাবেই ইহা অবগত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছু মাত্র নাই। ৪৪

অতএব আমার এই দণ্ড অলঙ্কার স্বরূপ ইহা কখনই দূষিত হইতে পারে না পূজক নির্দ্দোষ আমিই অত্যন্ত দূষিতা অতএব এই দণ্ড আমার শুভদায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই। ৪৫

এইরূপ ভাবে সেই সময়ে অনুতপ্তা রাণী অত্যন্ত কঠোর বাক্যে ভৃত্যবর্গকে দূরীভূত করিয়া পূজকের বিশেষ ভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ৪৬

তৎপরে মথুরানাথ পূজকের রাণীর প্রতি এতাদৃশ অন্যায় আচরণ শুনিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আগমন করিয়া শ্বশ্রূমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন মহারাণীও মন্দির মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৪৭।৪৮

অতঃপর মহারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে মথুরানাথকে বলিলেন মাতা ভবতারিণীর গান শুনিবা মাত্র। ৪৯

कथं वैषयिकी चिन्ता कृता तत्र तदा मया।
अतोऽत्र मे महान् दोषः सञ्जातः सत्यमेव हि ॥ ५०
भो तात मथुर त्वन्तु पूजकं रक्ष सर्व्वतः।
न पीड़ितो येन केन कदापि स्यात् सुपूजकः ॥ ५१
श्रुत्वैवं मथुरानाथः सिद्धान्तः कृतवांस्तदा।
दिव्योन्माददशेयं हि तातस्य मम सङ्गता ॥ ५२
भावराज्ये हि कस्यापि त्रुटिः स्वल्पापि चेद्भवेत्।
दृष्टानामग्निकल्पः स ज्वलितो भवति ध्रुवं ॥ ५३

मध्यलीलायां ७म अ: ।

वराहनगरे पूर्व्वगङ्गाघट्टेऽप्यनेन हि ।
जापक ब्राह्मणस्यान्यमनस्कस्य च कोपिना ॥ ५४
कृतश्चपेटाघातोऽपि गण्डदेशे महात्मना ।
तातस्य सुतरा मेतद्विरुद्धाचरणं बहु ॥ ५५

"So I have committed a very sinful act. Dear son, take every step to protect Gadadhar from any pains from any source. On hearing this Mathuranath came to the conclusion that it was a stage of divine madness which would cause great fury even for a very negligible offence. Some time back, on the bank of the Ganges at Baranagar, Gadadhar slapped on the cheek of a bramhin who became absent-minded in his act of counting holy names. Such feats of anger on the part of Gadadhar were seen on many other occasions.

॥ 50 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে কেন আমি বৈষয়িক চিন্তা করিয়াছিলাম। অতএব এস্থলে আমার ভয়ঙ্কর দোষ হইয়াছে। ৫০

হে পুত্র মথুর! তুমি স্বয়ং পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। যেন তাঁহাকে কেহ কখনও কোনরূপ নিপীড়িত না করেন। ৫১

তখন মথুরানাথ রাণীর কথা শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন যে ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ আমার বাবাতে আজ এই লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ৫২

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

যদি কাহারও ভাবাবস্থায় স্বল্পমাত্রও ত্রুটি হয় বাবা তাহা দেখিয়া অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠেন। ৫৩

ইতিপূর্বে বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে কোনও একটি জাপক ব্রাহ্মণের অন্যমনস্ক দেখিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে করাঘাত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবার এমত অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ বহুস্থলে দেখিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

বায়ুরোগ পূর্ব্বচিহ্নং মত্বা শ্রীমথুরো মহান্।
কলিকাতাস্থ বিখ্যাত বৈদ্যরাজ মহর্ষিণম্॥ ৫৬
কুমারটুলি বাস্তব্য বৈদ্যশাস্ত্র বিশারদং।
গঙ্গাপ্রসাদমাহূয় চিকিত্সাং সমকারয়ত্॥ ৫৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং গদাধরস্য পূজানন্তরং গানং তচ্ছ্রবনেন রাজ্ঞ্যা মনস্যান্তরং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞ্যঙ্গে চপেটাঘাতরূপো মধ্যলীলায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

Mathuranath thought that this might be due to some disease. So he got Gadadhar treated by Ganga Prasad, the best physician of the times.

॥ 56 to 57 ॥

Here ends the seventh Chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam" written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ:—

অতএব ইহা বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ। মথুরানাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজমহর্ষি গঙ্গা প্রসাদ সেন নামক কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

মধ্যলীলায়াং ৭ম অঃ।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে রাণী অন্যমনস্কা হইলে গদাধর রাণীর গাত্রে ভয়ঙ্করভাবে করাঘাত করেন ইহাই বর্ণিত হইল। (মঃ ৭ম অঃ সমাপ্ত)

## মধ্যলীলায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা বিধায় দেব্যাস্তদ পূর্ব্বসাধনং।
দৈনন্দিনাধ্যাত্মিকভাবান্বিতঃকর্ত্তুং ন শক্তঃ কৃতকৃত্যশেষতঃ॥ ১

ভাবাবেশাৎ সর্ব্বদা তন্ময়ত্বাৎ
বাহ্যা পূজা বর্জিতা বৈধরূপা।
পূর্ব্বং ভোগং যত্নতঃ সম্প্রদায়
তৎ পশ্চাত্তৎ পাদ্যদানং চকার॥ ২
কদাপি বা ধ্যাননিমগ্ন চিত্তো
বিস্মৃত্য পূজাং জগদম্বিকায়াঃ।
দেব্যাপ্রসূনৈঃ শিব বিল্বপত্রৈ
গন্ধাদিভিঃ প্রার্চ্য নিজাং হি মূর্ত্তিং॥ ৩

Goddess revealed her own divine self to Gadadhar. From now onwards Gadadhar failed to perform servtces in regular order due to his divine preoccupation. ॥ 1 to 3 ॥

### বঙ্গানুবাদ

অতঃপর জগতের মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলময় গদাধর দেবীর অলৌকিক সাধনা করিয়া যে দেবীকে যোগিগণ সর্বদা ব্রহ্মময়ী বলেন। সেই দেবীর অলৌকিক স্বরূপ গদাধর প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ১

মধ্যলীলায়া দশম অ:।

সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত অন্তঃকরণ গদাধরের প্রতিদিন আধ্যাত্মিকভাবের বৃদ্ধিবশতঃ এবং কর্ম্মকাণ্ডের পরপারে অবস্থিত বশতঃ ভবতারিণীর পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। সর্ব্বদা ভাবাবেশে তন্ময়ত্ব হেতু নিয়মিতভাবে সাধারণ পূজা হয় নাই অগ্রে ভোগদান করিয়া তৎ পরে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেন। ২

কোন সময়ে বা ধ্যান নিমগ্নচিত্তে ভগবতীর পূজা ভুলিয়া গিয়া দেবীর বিল্বপত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া নিজের পূজা করিতেন। ৩

भोग्यद्रव्ये भोजनं स्वंविधाय
स्वोच्छिष्टान्नैर्भोगदानं समर्प्य।
विस्मृत्यासा वर्च्चकार्च्यादि भावं
तस्थौ स्तब्धो बुद्धमुक्तस्वभावः॥ ४
दशायामस्यां तातस्य महादेव्याःप्रपूजनं।
असम्भाव्यमहं मन्ये सेवाया वाह्यरूपतः॥ ५
तातान्तःकरणं वाह्य विषया द्विनिवर्त्तितं।
अतोऽस्य पूजनं वाह्यं विषतुल्यं हि निश्चितं॥ ६
विमृश्यैव श्रीमथुरः पूजकार्थं प्रयत्नवान्।
कृपया भवतारिण्याः पूजकं प्रापतत्क्षणात्॥ ७
गदाधरस्य कालेऽस्मिन् पितृव्य तनयः सुधीः।
सुपण्डितः सदाचारः कर्म्मठो रामतारकः॥ ८

Gadahar himself would eat a portion of the cooked rice and dishes intended for the Goddess and offer the remaining portion to the Goddess. He lost all sense of the difference between the worshipper and the worshipped, and remained unconcerned with a vacant mind. Mathuranath mused in himself, "In this state of mind, I think, it

is not possible for Gadadhar to perform the services to the Goddess which are, with him, as avoidable as poison." So Mathuranath made up his mind to appoint another priest in the place of Gadadhar. Just at that time pandit Ramtarak, the son of Gadadhar's uncle, was available for the job. He was a good scholar and came to Dakshineswar on the look-out for a job. ॥ 4 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং দেবীর ভোগ্যদ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট অন্নাদি দ্বারা দেবীর ভোগ দিয়া পূজ্য পূজকভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব গদাধর শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন। ৪

সেবার স্বরূপ সাধারণভাবে নিয়মিত থাকায় এমত অবস্থায় বাবা গদাধরের মহাদেবীর পূজা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি বাবার অন্তকরণ সম্প্রতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত। অতএব বাবার বাহ্য পূজা বিষতুল্য ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫ ৬

এইপ্রকার আলোচনা করিয়া মথুরবাবু অন্য একটি পূজকের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় গদাধরের খুল্লতাত রামকানাইয়ের পুত্র জ্ঞানী সদাচারী কর্ম্মকুশল সুপণ্ডিত রামতারক কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ৭।৮

আগতঃ কর্ম্মলাভায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
গদাধরস্য রোগোঽয়ং যাবন্ন যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯
তাবদ্বৈ পূজনং মাতুঃ করোতু রামতারকঃ।
হলধারীতিনামাস্য প্রদত্তং ঠাকুরেণ বৈ ॥ ১০

तेनात्र हलधारीति नाम्नैव विदितो जनैः ।
हलधारी व्रतो भूत्वा पूजकस्य पदेऽपि तं ॥ ११
स्वाहारार्थं श्रीमथुरं विज्ञापित मथाकरोत् ।
स्वपाकं भक्षयिष्यामि नान्यपाकं कदाचन ॥ १२
श्रुत्वातन्मथुरानाथोऽप्युवाच हलधारिणं ।
कथमेवं तव भ्राता भागिनेयोऽपि पंडितः ॥ १३

At once Ramtarak was appointed to do the services to the Goddess till Gadadhar was cured of his disease Previously Ramtarak was named as Haladhari by Gadadhar. Accordingly here also he was known as Haladhari. On his appointment he gave out to Mathuranath that he would prepare his cwn meal as he never took rice cooked by others. Mathuranath argued, "Why, then, do your brother and the learned nephew take the cooked rice offered to the Goddess".

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের এই বায়ূরোগ যতদিন পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয় ততদিন রামতারকই ভবতারিণীর পূজাকার্য্য করুন। এইরূপ নির্দ্ধারিত বা ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯

এই রামতারকের নাম পূর্বে কামারপুকুরে ঠাকুর হলধারী রাখিয়াছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেও রামতারককে হলধারী নামেই পরিচিত হইতে হইয়াছিল। ১০

হলধারী পূজকের পদে ব্রতী হইয়া নিজের আহারের জন্য মথুরানাথকে জানাইয়াছিলেন যে আমি অন্যের পাককরা দ্রব্য খাই নাই। অতএব আমি নিজে পাক করিয়া খাইব। ১১।১২

মথুরবাবু হলধারীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ কেন? তোর ভ্রাতা এবং পণ্ডিত ভাগিনেয় ইঁহারা দেবীর প্রসাদীয় অন্ন ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করেন। ১৩

प्रसादीयान्नं देव्यास्तौ भक्त्या भक्षयतो ध्रुवं ।
मथुरेनैव मुक्तोऽपि श्रीरामतारकोऽब्रवीत् ॥ १४
भ्रातुर्म्मेऽभेद बुद्धित्वादुच्चमार्गावलम्बनात् ।
न दोषस्तस्य तद्रूपे प्रसादीयान्न भोजने ॥ १५
भागिनेयोऽपि तस्यैव वश्यताप्राप्ति हेतुतः ।
गदाधरस्य मद् भ्रातुर्मतं तन्मतमेव हि ॥ १६
कण्ठं गतेषु प्राणेषु तथा न करवाम वै ।
ब्रह्मण्यधर्म्मनिष्ठायास्तेन मे स्खलनं भवेत् ॥ १७
हलधारि मतेनैवा भवद्देव्याः प्रपूजनम् ।
किन्त्वलौकिक भावस्य भ्रातुर्गदाधरस्य च ॥ १८

Ramtarak replied, "As my brother has raised himself far above all such limitations he can do as he likes with impunity. My nephew is subservient to him and has no separate entity. As to myself I shall never do it to the last day of my life, as I believe that my religious austerity will be impaired if I do so." In absence of any other alternative, Haladhari was allowed to have his own way. He however, could not be free from all doubts as to the uncommon spiritual achievement of his brother, Gadadhar. ॥ 14 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ

মথুরবাবু এই রূপ বলিলেও রামতারক বলিয়াছিলেন আমার ভ্রাতা গদাধরের অভেদ বুদ্ধি বশতঃ এবং উচ্চ মার্গ অবলম্বন বশতঃ তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রসাদীয় অন্ন ভোজন জন্য দোষ হয় না। ১৪।১৫

ভাগিনেয় হৃদয়ও আমার ভ্রাতার বশ্যতা প্রাপ্তি হেতু তাঁহার যেরূপ মত হৃদয়রামেরও সেইরূপ মত। ১৬

কিন্তু আমাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও আমরা ঐরূপ আচরণ করিব না তাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার হানি হইবে। ১৭

এই রূপ ভাবে ভোজন নিষ্ঠারক্ষা পূর্ব্বক হলধারী দেবীর পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু হলধারী আলৌকিক ভাবে ভাবে অবস্থিত গদাধরের সাধনায় বিশেষ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন না। ১৮

साधनायां सुविश्वासः कर्त्तुं न सर्व्वथा चक्षमः।
कदापि वा तदाचारे संशयः प्रकटीकृतः॥ १९
एकदा वा सुप्रशंसां भूरिरूपामथाकरोत्।
एवमहनि कस्मिंश्चिद्भाविन तन्मयात्मना॥ २०
देव्या सह मातृभावं कुर्व्वता ठाकुरेण हि।
स्तन्यपानं कृतं देव्याः पुत्रेण शिशुना यथा॥ २१
कदापि वा पादमूले पतितः क्रन्दनस्वरैः।
क्रोड़े कुरु महादेवि पुत्रं मां पुत्रवत्सले॥ २२
एवमुक्त्वा महादेव्याः पदौस्पृष्ट्वा स्ववक्षसा।
अश्रुभिःसिक्त पादौ तौ दृढ़रूपमधारयत्॥ २३

Some times the conduct of Gadadhar seemd to be quite unbecoming. At other times it appeared to be deserving unreserved praise. Some times again he was seen to behave like a son to his mother. He would suck the breast of the Goddess like an infant. Some times again he would fall at the feet of the Goddess and cry aloud saying, "Oh Mother, be kind to take me on your lap." He would wet the feet of the Goddess with his tears and hold them firmly. ॥ 19 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

কখনওবা গদাধরের সদাচারে সন্দেহ করিতেন কখনওবা ভূরি ভূরি প্রসংশা করিতেন এবং কোনসময়ে দেখিতেন ঠাকুর তন্ময় ভাবে দেবীর সহিত গর্ভ ধারিণী মাতার মত ব্যবহার করিতে-ছেন কখন ও বা শিশু পুত্রবৎ দেবীর স্তনপান করিতেছেন।
১৯।২০।২১

অন্য কোন সময়ে দেবীর পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতেছেন হে পুত্র বৎ সলে মহাদেবি আমি তোমার পুত্র। আমাকে কোলে করুন।২২

এই বলিয়া নিজ বক্ষস্থল দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া অশ্রু সিক্ত পাদযুগল দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিতেন। ২৩

ভাবোচ্ছাসমিমং দৃষ্ট্বা হলধারী সুবিস্মিত:।
অবদদুচ্চকণ্ঠেন ঠাকুরং ভাববিগ্রহম্ ॥ ২৪
অরে ত্বামদ্য জানামি ব্রহ্মরূপিণমীশ্বরং।
শ্রুত্বৈবং প্রত্যুবাচেদং ঠাকুরো হলধারিণম্ ॥ ২৫

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

सावधानो भव त्वं भो न पुनर्विस्मृतो भव।
श्रुत्वा गादाधरी वाचं हलधार्यब्रवीद्वचः॥ २६
त्वत्स्वरूपं पुनस्त्वं मे गोप्तुं नालमसि ध्रुवं।
ऐश्वरिकी महाशक्ति स्त्वयि नूनं समागता॥ २७
कृपया करुणामय्या ज्ञातमद्य मया दृढ़म्।
ततो गदाधरेणोक्तं वसात्र दक्षिणेश्वरे॥ २८
कञ्चित्कालं मया सार्द्धं ततो ज्ञास्यामि ते मतं।
एवमुक्त्वा महातेजास्तुष्णीम्भावं गतः स हि॥ २९

On seeing such outburst of spiritual exuberance Haladhari spoke out to Gadadhar, I have realised to-day that you are none but God's own self." At this Gadadhar replied, "Be careful not to forget again." Haladhari said, "you shall not be able to conceal your true self from me. It is now beyond all doubt that you are now bestowed with the divine power. I have learnt this to-day by the grace of the Goddess." Then Gadadhar said, "Oh Haladhari, if you so please you may stay here for some time so that I may know of your views." On saying this Gadadhar kept silent. 28 to 29

বঙ্গানুবাদঃ—

হলধারী গদাধর ঐ রূপ মহাভাব দেখিয়া ভাব বিগ্রহ ঠাকুরকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ওরে আজ আমি তোমাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বলিয়া জানিলাম। ২৪

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হলধারীকে বলিয়াছিলেন ওহে তুমি সাবধান হও পুনর্ব্বার ভুলিয়া যাইও না। হলধারী গদাধরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকটে পুনরায় গোপন করিতে পারিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য যে ঐশ্বরিকী মহাশক্তি তোমার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। করুণাময়ীর কৃপায় আমি আজ বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ২৬।২৭

তৎ পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে হলধারী কিছু কাল আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কর তাহা হইলে তোমার যথার্থ মত কি জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ঠাকুর মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২৮।২৯

ततः कतिपयाहःसु गतेषु हलधारिणः।
ठाकुराचरणं दृष्ट्वा भावान्तरमुपस्थितं॥ ३०
योऽसौ गदाधरः पूर्व्वं प्रसादीयान्न भोजने।
कृतवान् वहुशस्तर्कं पण्डितेनाग्रजेन हि॥ ३१
दीनत्वस्यैव संसिद्धे वधुना देव एव सः।
साधनार्थं साधारण स्यास्पृश्यमशुभञ्च यत्॥ ३२
स्थानं तद्धौतकरणे स्वहस्तेन न कुण्ठितः।
विधृत्योच्छिष्टपत्राणि मस्तके वै गदाधरः॥ ३३
स्वस्त्रम्भिति दरिद्राणां गङ्गागर्भे न्यपातयत्।
सम्मार्जनीं स्वयं नीत्वोच्छिष्ट स्थानममार्ज्जयत्॥ ३४

After some days, on seeing the peculiar conduct of Gadadhar, Haladhari revised his opinion about Gadadhar. He observed that

Gadadhar, who entered into unending arguments with his learned elder brother against accepting offered rice, could now wash with his own hand the place covered with the untouchable remains of meals, and carry them on his head to the Ganges. 30 to 34

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎ পরে কিছু দিন গত হইলে ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হলধারীর মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। ৩০

অর্থাৎ হলধারী ভাবিয়াছিল যে গদাধর ভবতারিণীর প্রসাদের গ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন আজ সেই গদাধর দীনতা সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণের। ৩১

অস্পৃশ্য অনিষ্ট কারক উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জিত এবং উচ্ছিষ্ট পত্র মস্তকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেছেন। ৩২। ৩৩। ৩৪

पुनरन्यदिने साधुः समबुद्धिमदर्शयत् ।
सर्व्वजीवे शिवज्ञान साधनसिद्धये सुधीः ॥ ३५
दरिद्रोच्छिष्ट भक्तानामकरोद्भोजनं स्वयं ।
महाप्रसाद बोधेन मस्तकोपरिधारयन् ॥ ३६
कृत्वैवमानन्दयुतो नृत्यतिस्म गदाधर ।
यथा धनी लब्धधनः परमानन्द निर्वृतः ॥ ३७
दृष्ट्वा धैर्य्यच्युतिः प्राप्तो हलधारी गदाधरम् ।
सक्रोध मुक्तवांस्तन्तु किं कृतं भोः कुबुद्धिना ॥ ३८

मध्यलीलायां ८म अः।

ज्ञानतः पतितोच्छिष्ट गलाधःकरणङ्कृतम्।
तेन त्वं पतितो भूत्वा चण्डालत्वं गतोऽधुना ॥ ३९

परन्तु ते पुत्रकन्या विवाहो न भविष्यति।
सामाजिकजनै स्त्वन्तु वर्ज्जितो नात्र संशयः ॥ ४०

On some other day Gadadhar showed his sense of equality in all beings disregarding all difference between himself and the poor lepers. He also ate the remains of meals left by the lowest classes of people, with great devotion as if these were the gifts of God. He also danced in joy like a poor man suddenly growing rich. At this Haladhart lost his patience and said, "Oh Gadadhar what a fool you are? Don't you see that you have lost your rank and status by deliberately taking the remains of meals of the untouchable classes of people. You and your posterity will surely be condemned by society.

35 to 40

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর অন্য একদিন দরিদ্র ও কুষ্ঠাদি রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত নিজকে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি না করিয়া সর্ব্ব জীবের সমবুদ্ধি দেখাইতেছেন। এবং সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞানে ঐরূপ অত্যন্ত অপবিত্র মহাপাতকী গণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনেরও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ।

এবং মহাপ্রসাদ বোধে মস্তকে ধারণ করতঃ দরিদ্রের ধনলাভের মত পরমানন্দ বোধে নৃত্য করিতেছেন। ৩৫। ৩৬

ঠাকুরের এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া হলধারী অধৈর্য্য হইয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়াছিলেন তুমি কুবুদ্ধি বশতঃ এসকল কি করিতেছ। ৩৭। ৩৮

দেখ জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালাদির অন্ন খাইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অতএব তুমি চণ্ডাল হইয়াছ। ৩৯

সামাজিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তুমি পরিত্যক্ত হইতেছ। তোমার পুত্রকন্যাদির বিবাহ হওয়া কঠিন। বা তুমি অদ্য হইতে জাতিচ্যুত হইলে। ৪০

संसारकूप मग्नस्य वाक्येन हलधारिणः।
अपारधैर्यंत्र गाम्भीर्य्या धारकूपस्य योगिनः॥ ४१
निःशेषं भग्नतामाप धैर्यंत्र सेतुर्महात्मनः।
सुतीदनस्वरसंयुक्त क्रोधप्रस्फुरिताधरः॥ ४२
प्रोवाच ठाकुरस्तन्तु पण्डितं हलधारिणम्।
त्वया श्रीभगवद्गीता धीताचाध्यापिता ध्रुवं॥ ४३
वेदान्तवाक्य स्तोमस्य विचारोऽपि कृत स्त्वया।
शास्त्रव्याख्यानकाले तु जगन्मिथ्येति भन्यते॥ ४४
सर्व्वं ब्रह्ममयं जगदिति किं नाभिभाष्यते।
सर्व्वभूते ब्रह्मदृष्टिः कर्त्तव्येति सदोच्यते॥ ४५
नारायण स्वरूपस्य दरिद्रस्यान्नभोजनात्।
जाताद्य मे चित्तशुद्धिः साधुनासुपदेशतः॥ ४६

These words made Gadadhar furious. He at once replied, "You have not only read but

taught others that God is the only reality and every thing else that you see and feel is false. To-day all impurities of my mind have been removed by taking the remains of meals left over by the poor untouchables who are but manifestations of the one and undivided" 41 to 46

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

সংসার কূপে নিমগ্ন হলধারীর কথা শুনিয়া অসীম গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের আধার হইলেও মহাযোগী গদাধর অধৈর্য্য হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে মুখ বিকৃত করিয়া হলধারীকে বলিয়াছিলেন। ৪১ ৪২

তুমি নয় গীতা পাঠ কর ছাত্রগণকেও গীতা পড়াও বেদান্ত দর্শনের অনুশীলন কর শাস্ত্র ব্যাখ্যার সময়ে অতি দৃঢ়ভাবে বল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ব্রহ্মই সত্যবস্তু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় সর্ব্ব জীবে ব্রহ্ম দৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য। এই সকল কথা পুনঃপুনর্বার বলিয়া থাক না? ৪৩।৪৪।৪৫

দরিদ্র নারায়ণস্বরূপ এইরূপই সাধুগণের উপদেশ। অতএব দরিদ্রগণের প্রসাদীয় অন্নভোজন করিয়া আজ আমার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে। ৪৬

अत्रेदं भगवद्वाक्यं स्मर्त्तव्यं पण्डितैः सदा ।
शुनिचैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ৪৭
किन्त्वया चिन्तितञ्चेत्थं तादृशोऽहं शठः सुधी ।
ब्रह्म सत्यं वदिष्यामि करिष्यामि प्रियाप्रियं ॥ ৪৮
शास्त्रानुशीलिनं त्वां धिङ्मूर्खं पण्डितमानिनं ।
शास्त्राध्ययन साफल्यं विफलं प्रतिभाति ते ॥ ৪৯

मध्यलीलाया ८म अः।

श्रुत्वैवं हलधारी तु शास्त्रसिद्धान्त मुत्तमं।
स्वपांडित्यस्याभिमानं सर्व्वं समजहात्तदा॥ ५०
स्थूनात्वेनावस्थितस्य विदुषो हलधारिणः।
जातश्चैवं सुसिद्धान्तो जीवन्मुक्तो गदाधरः॥ ५१

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते मध्यलीलायां प्रारमहंसां संहितायां गदाधरस्य सर्व्वजीवे शिवज्ञान साधनरूपोऽष्टमोऽध्यायः॥ ८

"Those who have realised the truth never find any difference between a dog and a man. All your studies have been in vain. There is a wide gulf between what you say and what you do." On hearing this wise saying of Gadadhar, Haladhari ceased to boast of his erudition, and came to conclusion that Gadadhar had attained salvation even though he was alive. 47 to 51

Here ends the eighth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam composed by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha 8

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব এইরূপ অবস্থায় ভগবানের বাক্যই প্রমাণ বা পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ ভগবদ্বাক্য এই যে বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণেগবিহস্তিনি।

মধ্যলীলায়াং ৮ম অ: ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা ৫অঃ ১৮ শ্লোক অর্থাৎ যথার্থ পণ্ডিত যিনি হবেন তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও যেরূপ দেখিবেন গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডালকেও সেইরূপ দেখিবেন। তুমি আমাকে তোমাদের মতই ভাবিয়াছ। তোমরা যেমন মুখে তোতা পাখীর মত ব্রহ্মই সত্যবস্তু মুখে সর্ব্বদা বল। আর কেবল মাত্র পত্নীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাক। ৪৭।৪৮

তোমাদের মত শঠতা বুদ্ধি আমার নয়? শাস্ত্রানুশীলনকারী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তোমাকে ধিক তোমার শাস্ত্র পড়া নিষ্ফল ইহা আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি। ৪৯

হলধারী ঠাকুরের এইরূপ সর্ব্বোত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ণ কথা শুনিয়া নিজের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। ৫০

এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত পণ্ডিত হলধারীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে গদাধর জীবন্মুক্ত পুরুষ। ৫১।৫২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ে গদাধরের খুড়তত ভাই রামতারক বা হলধারীর ভবতারিণী কালিকার পূজায় ব্রতী হওয়া এবং গদাধরের সর্বভাবে শিবজ্ঞান সাধনা বলা হইল। মঃ ৮মঃ সমাপ্ত

মধ্যলীলায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ

মন্দিরস্য প্রতিষ্ঠাতো গতং বর্ষচতুষ্টয়ং।
কিন্তু গদাধরস্যায়ং দিব্যোন্মাদো গতো ন হি ॥ ১
শাস্ত্রবিজ্ঞৈ বিশেষজ্ঞৈরেবমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
ন যাবদ্ ব্রহ্মচর্য্যস্য স্খলনং ভবতি ধ্রুবং ॥ ২
তাবদুন্মাদভাবস্য ন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনং।
ভবিষ্যতীতি নঃ শাস্ত্রসম্মতাধারণা মতা ॥ ৩

मध्यलीलायां ८म अ: ।

उन्मादरोगमुक्त्यर्थं मथुरो चिन्तितो भृश' ।
हृदयेन समालोच्याविधोपायः समाश्रितः ।। ४
आरोग्य स्यानुरोधेन रूपेणा प्रतिमां भुवि: ।
आनीय तरुणीं काञ्चि त्तस्य शय्या समीपत: ॥ ५
अरत्तदुपभोगार्थं शीघ्रन्तद्रोगमुक्तये ।
तदा गदाधरोऽन्यत्रा वस्थितो ध्यानमास्थित: ॥ ६

It was four years since the temples had been founded, but Gadadhar could not be cured of his divine madness. At last the physicians declared that he could be cured of his madness by sexual intercourse. Accordingly, in consultation with Hriday, Mathuranath managed one night to keep a beautiful women by the side of the bed of Gadadhar who happened to be away from his room. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৪ বৎসর গত হইলেও গদাধরের দিব্যোন্মাদ বা সাধারণ লোকের নিকটে পাগল ভাব নষ্ট হইয়াছিল না। ১

বহুতর চিকিৎসকগণ গদাধরকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া ছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত গদাধরের স্ত্রী সংসর্গ না হইবে ততদিন পর্যন্ত উন্মাদরোগ আরোগ্য হইবে না ইহাই আমাদের শাস্ত্রাচার মত।

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

মথুরবাবু চিকিৎসকগণের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া হৃদয়রামের সহিত যুক্তি করিয়া ঠাকুরের রোগ আরোগ্যের জন্য একটি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৪

অর্থাৎ কোনও একটি পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে ঠাকুরের উপভোগের জন্য সন্ধ্যার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। ৬

प्रविश्य तरुणीं दृष्ट्वा सायाह्ने तां गृहान्तरे।
अपूर्व्वोल्लासतः सूच्चकण्ठं हृदयमाह्वयत् ॥ ७
अरे हृदु हृदु इति वारं वारं वदंश्च सः।
एह्येहि पश्य शीघ्रं नो गेहे केयं समागता ॥ ८
हृदयोऽपि त्वरा धावंस्तत्रागत्य सविस्मयः।
स्तब्धीभूत स्तां तरुणीं ददर्शाश्चर्य्यवत्तदा ॥ ९
गलदश्रुलोचनेभ्योमुन्मत्तो मातुलो महान्
प्रणम्य तरुणीं तान्तुगद्गदेन स्वरेण वै ॥ १०
मा मा मेति वदनभुरि बद्धाञ्जलि पुरःसरं।
श्रीरासनेनोपविश्य प्रार्थना मकरोत्तदा ॥ ११
कृपयास्मद् गृहे यस्मादागता भवसुन्दरि।
अतस्त्वं दीनहीन पुत्राय देहि चाशिषम् ॥ १२

At night on entering his room Gadadhar found the woman standing. He at once shouted in great joy and called in Hriday who feigned to be greatly surprised. Gadadhar knelt down with folded hands and prayed to her with tearful

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

eyes, "Oh Mother, if thou hast been pleased to come to my cottage, be pleased to give your blessing to my humble and wretched self."

7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে রাত্রিতে ঠাকুর পঞ্চবটীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়াই আনন্দের সহিত অতি উচ্চ কণ্ঠে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়রামকে ডাকিয়াছিলেন। ৭

অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু হৃদু হৃদু শীঘ্র এখানে আয়রে শীঘ্র আয়। আসিয়া দেখ, আমাদের কুঁড়ে ঘরে কে একটি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভাবে বারম্বার হৃদয়কে ডাকিবা মাত্র হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া যেন কিছুই জানেন না অত্যন্ত আশ্চর্য্যের মত হইয়াছিলেন। ৮।৯

তৎপরে দেখিলেন সেই পাগল মাতুল চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মা, মা, মা এইরূপ পুনঃ পুনর্ব্বার গদ গদ স্বরে বলিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১০।১১

হে ভবসুন্দরি যদি কৃপাপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছ তবে তোমার এই দীন হীন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর। ১২

যেন মে মনসো বাঞ্ছাং পূরয়েজ্জগদম্বিকা।
নারীমাত্রে মাতৃবুদ্ধিদৃষ্ট্বা সা মুগ্ধতাং গতা॥ ১৩

ठाकुरस्य परीक्षार्थं वैद्योपदेशतोऽथवा।
रोगशून्य कारयित्वा विषयास्वादसंयुतं ॥ १४
कर्तुं स मथुरेणिट्युपायश्चावलम्बितः।
किन्त्वत्राद्भुत चर्य्यां स दृष्ट्वे मां ज्ञातवांस्तदा ॥ १५
स्पर्शमनेः स्पर्शहेतोरायसं याति हेमतां।
आयसस्य तु संस्पर्शान्नभवे दायसं मणिः॥ १६
तथेयं सुस्वसंस्पर्शा तरुणी कोमलात्मिका।
अतीव सौन्दर्य्ययुता कामुक प्रीतिदायिका ॥ १७
असीम संयमप्राप्त साधनासिद्ध योगिनः।
दर्शनेनैव निर्धूत पापाद्रूपान्तरं गता ॥ १८

"Bless me that the Mother of the universe fulfils my desire." The woman became surprised to hear all this. Mathuranath took recourse to this plan to cure Gadadhar of his madness and to tempt him to family life, or it might be that he did so to test his holy innocence. When iron comes into contact with the magic stone it turns into gold but the magic stone dose not change into iron. The words of Gadadhar roused the holiness in the woman and she fell at the feet of Gadadhar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

যেন জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন সেই যুবতী ঠাকুরের নারী মাত্রে মাতৃভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১৩

মধ্যলীলায়া ৮ম অঃ।

ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যবর্গের উপদেশ অনুসারে অথবা ঠাকুরের পরীক্ষার জন্যই বা হউক যে কোন ও প্রকারে ঠাকুরকে বিষয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য মথুরবাবু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ঠাকুরের অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মথুরবাবুর এইরূপ মনে হইয়াছিল যে স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ স্বর্ণ হয়। কিন্তু লৌহের স্পর্শে স্পর্শমণি লৌহ হয় নাই। ১৫।১৬

সেইরূপ এই কোমলাঙ্গিনী স্পর্শ মাত্রে সুখদায়িনী কামুক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত প্রীতিদায়িকা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য যুক্ত তরুণী হইলে ও অসীম সংযমী সাধনা সিদ্ধ যোগীর দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তা হইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিতা হইয়া ক্রন্দনস্বরে বলিয়াছিলেন। ১৭।১৮

সা পদোর্লুণ্ঠিতা সদ্য উবাচ করুণস্বরৈঃ।
পিত স্তে বহবো বিজ্ঞাঃ স্বরূপং ন বিদন্তি বৈ ॥ ১৯
কথং জানামি তে রূপং সর্ব্বৈ র্যা নিন্দিতাহ্যহং।
ক্ষমস্ব কৃপয়া দেব মামুদ্ধর দয়ানিধে ॥ ২০
এবমুক্ত্বা তদা নারী সর্ব্বস্বং পরিহায় সা।
গললগ্নীকৃতাবাসা তৎ পাদলুণ্ঠিতা সতী ॥ ২১
প্রণম্য দেব দেবেশং জ্ঞাত্বা নারায়ণং হরিং।
তদ্দিনাবধি তত্রৈব সাধনায়াং রতা ভবৎ ॥ ২২
তদা মথুরানাথেন মনস্যেতদ্ বিচিন্তিতং।
ঠাকুরেণ সুবিজ্ঞাতং মমেদং দুষ্টচেষ্টিতং ॥ ২৩
চেতো বিকার বার্ত্তাযং দেবস্য বহুভির্জনৈঃ।
কৃতা পল্লবিতা তত্র যত্র জাতো গদাধরঃ ॥ ২৪

"Oh Father, hated as I am, how can I know your greatness. Be pleased to forgive me and save me from my sins." From that day onwards, she left her all and dedicated herself to holy services. Mathuranath felt himself exposed to Gadadhar and repented for his folly. Gradually the news of his madness spread far and wide and reached Kamarpukur. 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

হে পিতঃ আপনার স্বরূপ বহু বহু জ্ঞানী ব্যক্তি অবধারণে অসমর্থ। এই সর্ব্বলোক নিন্দিতা মহাপাপাচারিণী আমি কি আপনার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইব। এইরূপ বলিয়া গলায় কাপড় বাঁধিয়া সেই অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্যবতী যুবতী ঠাকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ দর্শন করিয়া করজোড়ে বলিয়াছিলেন।

হে ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে উদ্ধার করুন। এই বলিয়া সেই নারী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দক্ষিণেশ্বরেই সাধন ভজনে রতা হইয়াছিলেন। ২১ ২২

এবং মথুরবাবুও বুঝিয়া ছিলেন যে আমার এইরূপ দুষ্ট চেষ্টা ঠাকুর নিশ্চয় জানিয়াছেন। এবং তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ২৩

ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃতের কথা ক্রমে ক্রমে লোক মুখে বাহুল্য ভাবে কামার পুকুরে মাতা চন্দ্রাদেবী ও জানিয়াছিলেন।

এবং তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া একটি লোককে কামার পুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। ২৪

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

चन्द्रादेव्यपि पुत्रस्य चिन्तयाकुलिता भृशं।
सविधे संरक्षणाय शुश्रूषा यत्न हेतवे ॥ २५
माता संप्रेरितः कश्चित् कामारपुकुराज्जनः।
शीघ्रं तत्र समागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ २६
गदाधरं तत्र नेतुं मथुराय न्यवेदयत्।
आकर्ण्य मथुरानाथः शुभं मत्वा व्यचिन्तयत् ॥ २७
सम्भावना रोगमुक्तेः स्थानस्य परिवर्त्तनात्।
स्नेहमय्या जनन्यास्तु सर्व्वदा परिचर्य्यया ॥ २८
एवं तुष्टेन मनसा दातुं मात्रे धनं बहु।
वस्त्रयं सदभृत्ययुतं गोयानेन समन्वितं ॥ २९
अस्त्रशस्त्रद एडधारि संरक्षक जनैर्वृतं।
वाष्प संरुद्धकण्ठस्तु मथुरः साश्रुलोचनः ॥ ३०

On hearing the news, Chandra Devi became much perturbed and sent a man to Dakshineswar to bring Gadadhar to Kamarpukur. The man delivered the message to Mathuranath who was glad to receive it ; for he thought that the change of place and climate might be beneficial to Gadadhar. So he gave a very large sum of money and sent Gadadhar in a cart escorted by a large number of armed guards. He also said with tearful eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই লোকটিকে বলিয়াছিলেন যে আমি আমার গদাধরকে কাছে রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। মাতা চন্দ্রাদেবীর এইরূপ

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ।

আদেশ লইয়া সেই লোকটি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া মথুরবাবুকে জানাইয়াছিলেন। মথুরবাবু ও ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।
২৫।২৬।২৭

স্থান পরিবর্ত্তনে এবং মাতৃস্নেহে রোগমুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা অতএব জন্মভূমিতে যাইলে বাবার ভালই হইবে। ২৮

মথুরানাথ এইরূপ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে বহুতর অর্থ ও নানা প্রকার বস্ত্র তৈজসাদি দিয়া বহু গোশকটে বহুতর প্রহরীর সহিত বাবা গদাধরকে পাঠাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিয়াছিলেন। ২৯।৩০

উবাচেদং সবিনয়ং গচ্ছন্তং তং গদাধরং।
শীঘ্রং প্রত্যাগমং যাচে তবাহং ক্ষুদ্র কিঙ্করঃ॥ ৩১
তদঙ্ঘ্রি ধূলি মাগৃহ্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
সাধুং সং প্রেষয়ামাস জন্মভূদর্শনায় সঃ॥ ৩২
এবং পঞ্চষষ্ঠ্যধিক দ্বাদশ শতসংখ্যকে।
বঙ্গাব্দস্য মধ্যভাগে ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রমে॥ ৩৩
পৈতৃকভবনে জন্মস্থানে দীর্ঘদিনাৎ পরং।
পুনস্তেহং সমাগত্য সুখচিত্তো গদাধরঃ॥ ৩৪
গ্রামবাসিজনৈঃ সার্দ্ধমুবাসানন্দযুক্ সদা।
দক্ষিণেশ্বর বার্ত্তাশ্চৌ বাচ সর্ব্বান সুহৃজ্জনান্॥ ৩৫
এবং কিয়দ্দিনে যাতে যো ভাবো দক্ষিণেশ্বরে।
তদ্ভাবঃ পুনরত্রৈবাগতস্তত্ পিতৃসদ্মনি॥ ৩৬

"I, your humble servant, pray for your early return." With these words, Mathuranath took

the dust from the feet of Gadadhar and sent him to his native place. In the Bengali year, 1265, at the age of twenty three, Gadadhar returned to his home in his native village and felt very happy. He enjoyed the company of the villagers very much and told his friends all about Dakshineswar. After some days he however, relapsed to the state of mind whieh he had at Dakshineswar.

31 to 36

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

বাবা আপনার অতি অধম এই দাসানুদাস দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন প্রার্থনা করে। ৩১

এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে পুনঃ পুনর্ব্বার ধারণ পূর্ব্বক জন্মভূমি পরিদর্শন জন্য বাংলা সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে গদাধরের তেইশ বৎসর বয়সে পাঠাইয়াছিলেন। ৩২।৩৩

নিজের জন্মভূমিতে পিতার গৃহে—বহু দিনের পর আসিয়া গদাধর বেশ সাধারণ লোকের মত সুস্থ অবস্থায় গ্রামবাসি লোক সকলের সহিত দক্ষিণেশ্বরের বৃত্তান্ত আলাপ আলোচনায় সর্ব্বদাই আনন্দে থাকিতেন। ৪।৩৫

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইত সেইরূপ এই পিত্রালয়ে হইল। ৩৬

मामेति उच्चध्वनिना व्याकुला क्रन्दनेन च ।
भावाविष्टास्तदा ग्रामी बाह्यज्ञान विलुप्ततां ॥ ३७
आतङ्किताः परिजना श्चान्योऽपि भयविह्वलाः ।
तत् पल्लीवासिनश्चापि बभूवुः शङ्किता भृशं ॥ ३८

যদা ব্যাকুলিতো ভাবো নাযাত ঠাকুরস্য হি ।
তদা ভূতির্খাল ইতি বুধুই মোড়ল ইত্যপি ॥ ৩৯
নাম্না মহা শ্মশানে দ্বে পল্লীপ্রান্তদ্বয়ে স্থিতে ।
অত্যুচ্চশক্তিমন্তোঽপি পুরুষা দিবসেঽপি চ ॥ ৪০
যাতুং পিতৃবনে তেঽপি ভৃশং ভীতা ভবন্তি বৈ ।
অমানিশান্ধকারে স একলঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ৪১
প্রোষ্য রাত্রিং প্রাতঃস্নাত্বা পুষ্প হস্তো গৃহেঽবিশত্ ।
কস্যাঞ্চিদপি বা রাত্র্যাং তদোর্যোমধ্যমাগ্রজঃ ॥ ৪২

Gadadhar would very often cry out, "Mother" and fall into a swoon. All his friends, relatives and also the villagers got frightened. When Gadadhar was not agitated by the stroke of divine madness he would go in the moonless night to the burning grounds of Budhui Mandal and Bhuti's canal and after passing the night there all alone he would return home in the morning with flowers in his hand. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ

মা মা বলিয়া উচ্চৈঃ শব্দে ব্যাকুলিত হইয়া ক্রন্দন। এবং ভাবাবেশে তন্ময়তা বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা এইরূপ দেখিয়া পল্লীবাসী ও আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা প্রকার ভাবে ভীত হইয়াছিলেন। ৩৭।৩৮

যে সময় গদাধরের ব্যাকুলিত ভাব না হইত তখন কামারপুকুরে দুই দিকের দুই শ্মশানে অর্থাৎ একটি বুধুই মোড়লের শ্মশান।

মধ্যলীলায়াং৮ম অ:।

অন্যদিকে ভূতির খাল বলিয়া শ্মশান এই দুইটি শ্মশানে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে একা গদাধর সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া পুষ্প হস্তে ঘরে আসিতেন। যে দুইটি শ্মশানে অতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও দিবাভাগেও একা যাইতে পারিতেন না।

৩৯।৪০।৪১

रामेश्वर स्तदन्वेषी जपदीपयुत: सुधी:।
गदाधरेतिनाम्ना च श्मशानस्था विदूरत: ॥ ४२
आह्वतवान् साग्रहं तं भ्रातरं श्रीगदाधरं।
श्रुत्वैवं तत्क्षणादूचे गच्छामि शीघ्रमेव हि ॥ ४४
त्वमस्यां दिशिमागच्छ तवानिष्टं भविष्यति।
एवं तत्तदाचरणं दृष्ट्वा तत्स्थानवासिन: ॥ ४५
सर्व्वेऽपि मेनिरे तत्र साधनार्थं गदाधरः।
रात्रौ श्मशानमध्येति साधनासिद्धये सुधी: ॥ ४६
प्रायेन प्रकृतिस्थं तं गदाधरं मत:परं।
पश्यन्ति स्नेहसंयुक्त चक्षुषा ग्रामवासिन: ॥ ४৭
अपूर्व्व मानवस्यास्य यस्यार्थे व्याकुलं मन:।
मर्म्मस्पर्शी सदोच्छ्वासो रोदनञ्च निरन्तरं ॥ ४৮

In some nights Rameswar, the elder brother of Gadadhar would go towards the burning grounds in search of Gadadhar and call him from a distance. At once Gadadhar would reply, "I am coming presently. Please do not come nearer, for mischief may come to you." Every body was convinced that Gadadhar went to the

burning place to attain the finale of his penance. Gadadhar became the object of affection of all. It was a general belief that Gadadhar must have already seen the Goddess for whom he cried with so much agony and ardour. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কোনও একটি রাত্রে গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে গদাধর শ্মশানে গিয়াছে। তখন ২।১টি লোক এবং হ্যারিকেন আলোক সঙ্গে লইয়া শ্মশানের কিছু দূর হইতে গদাধর গদাধর বলিয়া ডাকিলে সসব্যস্তে অতি উচ্চস্বরে গদাধর বলিলেন ওগো দাদা তুমি এদিকে এসো না তোমার অনিষ্ট হবে। আমি এখুনি যাচ্চি। ৪২।৪৩।৪৪

গদাধরের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া কামারপুকুর নিবাসী লোক সকল মনে করিয়াছিলেন যে গদাধর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যই শ্মশানে যায়। ৪৫।৪৬

এবং যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন তখন গ্রামবাসী সকলেই গদাধরকে স্নেহ করেন। ৪৭

এই অলৌকিক মানবের যাঁহার জন্য সর্ব্বদাই মন ব্যাকুলিত উচ্ছসিত ও মর্ম্মস্পর্শকারী ক্রন্দন ইত্যাদি ভাব প্রবণতার লক্ষণ দেখিয়া লোক সকল মনে করিতেন বোধ হয় গদাধর সাধনামৃত পানে সুতৃপ্ত হইয়াছেন। ৪৮।৪৯

দৃষ্টা বিলীনং তৎ সর্ব্বং বিদুঃ সর্ব্বে সুনিশ্চিতং।
সাধনামৃতপানেন সুতৃপ্তোঽয়ং গদাধরঃ ॥ ৪৫

মধ্যলীলায়াং ৯ম অঃ।

साधकानुग्रहार्थाय भक्ताभिष्ट प्रदायिनी।
चिदानन्दमयी काली स्वमूर्त्तिं तमदर्शयत्॥ ५०
यन्महासाधकानां हि काम्यमेकान्त दुर्लभं।
तदायत्तमभूत्तस्य दुष्प्रापमपि दैवतैः॥ ५१
साधकस्यैकनिष्ठस्य साधनाशक्तिशाखिनः।
सुधाफलं समुद्भूतं भविष्यति न संशयः॥ ५२
पूर्व्वं साधनकालेतु दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
जगन्मातुः स्वरूपस्य सकृद्दर्शनतः परं॥ ५३
याकाङ्क्षा साधकमनः करोत्युद्वेजितं सदा।
अत्र महाश्मशाने तां साधना समपूरयत्॥ ५४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां गदाधरस्य दक्षिणेश्वरात् जन्मस्थान प्रासनन्तरं श्मशाने देव्याः साक्षाद्दर्शनरूप मध्यलीलाया नवमोध्यायः। ९ सः।

It was very probable that Goddess Kali had been pleased to show her real self to Gadadhar and to fulfil his desire. Having seen the Goddess once at Dakshineswar. Gadadhar went frequently to the burning place to pacify his mental agitation. 49 to 58

Here ends the ninth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধক গদাধরকে ভক্তবাঞ্ছাপ্রদাত্রী জ্ঞানানন্দ স্বরূপিনী কালিকা দেবী নিজমূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ৫০

মধ্যলীলায়াং ৯ম অঃ।

যে দর্শন মহা মহা সাধকগণও নিত্য কামনা করেন। এবং অত্যন্ত দুর্লভ দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য সেই ভগবতীর দর্শন তিনি করিয়াছিলেন। ৫১

একনিষ্ঠ গদাধরের সাধনা রূপশক্তি বৃক্ষের যে সুধাফল সমুদভূত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৫২

ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনাকালে জগদম্বার একবার প্রত্যক্ষের পর যে আশা সাধকের মনকে উদ্বেজিত করিয়াছিল এই কামারপুকুরের মহাশ্মশানে সাধনা দ্বারাই সেই আশা সম্যক রূপে পূরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সর্ব্বদাই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৩।৫৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার নবম অধ্যায় গদাধরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মস্থান কামারপুকুরে আগমন এবং ঐ স্থানের শ্মশানে সিদ্ধিলাভ বলা হইল। মঃ ৯ অঃ সমাপ্ত।

## মধ্যলীলায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ

শান্তান্তঃকরণং পুত্রং দৃষ্ট্বা মাতা ব্যচিন্তয়ত্।
নোন্মত্তেনাধুনা তুল্যঃ সুতো মামেতি রোদিতি ॥১
নাতঃপরং শ্মশানং স যাতি রাত্রৌ যদা তদা।
উত্তমঃ সহজোভাবঃ সারল্য প্রতিমূর্ত্তিকঃ ॥ ২
মাত্রা জ্ঞাতং হি মত্ পুত্রো রোগমুক্তো ন সংশয়ঃ।
পুত্রো মে যদি ভূয়োঽপি পীড্যতে পরতোরুজা ॥ ৩
ইত্যাশঙ্ক্যা লোচনার্থং স্ত্রিয়ঃ স্নিগ্ধা নিমন্ত্রিতাঃ।
গদাধর বিবাহার্থং সূচিরে তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৪

মধ্যলীলায়াং ১০ম অ:।

सदारमतिशीघ्रं त्वं कुरु देवि गदाधरं।
विवाहयोग्य वयस: पुतस्य दारकर्म्मणि ॥ ५
नानिष्पन्ने सांसारिकी मतिः सुद्रा भविष्यति।
वायुरोगेनापि पुनराक्रान्तो न भवेदिति ॥ ६

After some days it was observed by Gadadhar's mother that he did not lose his balance of mind any more, nor frequent the burning place as before. He was now quite easy-going and plain-living. So she was convinced that he was cured of his disease. But with the fear that Gadadhar might be attacked again with the disease, she held a meeting with the wise ladies of the village for a discussion in the matter. All of them opined that Gadadhar had attained marriageable age and it was high time that he should be married which would settle his mind and permanently cure him of the disease. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দিন কয়েক পরে মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে শান্তভাব স্বরূপ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন সম্প্রতি গদাধর পাগলের মত আর মা মা বলে কাঁদে না। এবং যখন তখন রাত্রি কালে শ্মশানে যায় না অতি উত্তম স্বাভাবিক ভাব। সর্ব্বদা সারল্য পূর্ণ দেহ। ১।২

অতএব গদাধর রোগমুক্ত ইহা নিঃসন্দেহ মাতা এইরূপ জানিয়াও যদি পুনর্ব্বার পীড়িত হয় এই রূপ ভাবিয়া কর্ত্তব্য পটু স্ত্রীলোক সকলকে আলোচনার জন্য ডাকিয়া ছিলেন। সেই বরাঙ্গনাগণও গদাধরের বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৩।৪

मध्यलीलायां १०म अः ।

গদাধরকে শীঘ্র শীঘ্র পত্নী যুক্ত কর। বিবাহযোগ্য সুতের বিবাহ না দিলে সংসারিক বুদ্ধি ভালভাবে হয় না। বিবাহ দিলে বায়ুরোগও ভাল হইবে। ইহাই আমাদিগের যথার্থ শুভদায়ক মত। ৫।৬

एवमस्मन्मतं देवि सुदृढ़ं शुभदायकं।
तासामिवं मनःपूता वाचश्चन्द्रा मनस्विनी ॥ ७
श्रुत्वा मध्यम पुत्रेण सहोवाह्रे समुत्सुका।
गदाधरो यदि ज्ञात्वा स्व विवाह विनिश्चयं ॥ ८
कृत्वा मतान्तरं बाधां पदास्यतीति शङ्कया।
स्थिरीकृते तु सम्बन्धे न किञ्चिद्वक्तुमर्हति ॥ ९
यस्मात् संगोपनं मात्रा कृतं पुत्र विमर्शनं।
एकेन दिवसेनैव तदभूत् सुविनिश्चितं ॥ १०
तदा श्रीहृदयरामो दक्षिणेश्वर मन्दिरात्।
प्रत्यागतो मातुलस्य वार्त्तां विज्ञातुमात्मना ॥ ११
सर्व्वाग्रे मातुलो दृष्ट्वा हृदयं प्राह सस्मितं।
अरे हृदु किं श्रृणोषि वार्त्तामतितरां शुभां ॥ १२

According to the advice of the wise ladies, Chandra Devi discussed the matter with her second son, and made up her mind to get Gadadhar married. She however, thought it wise not to disclose the matter to Gadadhar before the negotiation was finally settled. On that very day Hridayram came to Kamarpukur from Dakshineswar to see his uncle. He was first seen by Gadadhar who at once said to him with a

laugh, "Oh Hridu have you heard the good news? Every effort is being made to get me married." 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল স্ত্রীলোকের মন্তব্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের সহিত আলোচনা করিয়া গদাধরের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ৭

কিন্তু গদাধর যদি নিজের বিবাহ জানিতে পারিয়া অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা বাধা দেয় তজ্জন্য আমরা এক প্রকার স্থির করিলে আর কিছু বলিতে পারিবে না। ৮।৯

এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া চন্দ্রাদেবী যে সকল পরামর্শ অত্যন্ত গোপন করিয়াছিলেন। গদাধরই সেই সকল যুক্তির সুমীমাংসা করিয়াছিলেন। ১০

অর্থাৎ এই সময়ে হৃদয়রাম মাতুলের শুভাশুভ সংবাদ লইবার জন্য কামারপুকুরে মাতুলের গৃহে আসিলে সর্ব্বাগ্রে গদাধর হৃদয়রাম ভাগনেয়কে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ওরে হৃদু তুই কি শুনিয়াছিস একটি অতিশয় শুভাবহ কথা। ১১।১২

সর্ব্বৈর্মম বিবাহার্থং মহোরালং বিচেষ্টিতং।
একামপি সুকন্যান্তু প্রাপ্নুবন্তি ন তে ক্বচিৎ॥ ১৩
প্রাপ্যা বা কথমেতৈর্হি সা কন্যা যত্র বিদ্যতে।
জয়রামবাটী গ্রাম বাস্তব্যাতি সদাশ্রয়॥ ১৪
রামচন্দ্র দেবশর্ম্ম মুখোপাধ্যায় পুত্রিকা।
ষড়বর্ষিয়া সারদাখ্যা সা মে ভার্য্যা ভবিষ্যতি॥ ১৫

मध्यलीलायां १०म अ:।

मनोवचनयो र्वीक्ष्यन्तद्वाक्यं मातुलास्यतः।
श्रुत्वा श्रीहृदयरामः क्षणं वाक्‌शून्यतां गतः॥ १७
योषित् सङ्गी मातुलस्य यादृशो दक्षिणेश्वरे।
दृष्टो हृदयरामेन तस्यै वेदृक् सुभाषणम्॥ १७
अद्यापि व्यवहारः स नेत्रयोः प्रतिभाति मे।
अस्यादभूत मातुलस्य क्वेदमद्भूत भाषणम्॥ १८
केवलं स्व विवाहेऽस्य नानिच्छा विद्यते ध्रुवं।
भाविन्या सहधर्म्मिण्या गदितं प्राप्तिकारणम्॥ १९

"But no girl has been found to be suitable. How can they find the bride if they do not go to the place where she lives? The six-year old girl, named Saroda, who is the daughter of Ramchandra Mukhopadhyaya of the village of Jayrambati, will be my wife." Hriday, who could distinctly remember the attitude of his uncle to women folk at Dakshineswar, could not imagine such words from him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ এখানে সকলেই আমার বিবাহের জন্য দিবারাত্র বহুতর চেষ্টা করিয়াও কোথাও একটি ভাল মেয়ে পাইতেছে না। ১৩

কি করেই বা পাবে সেই কন্যা যেখানে আছে বলছি শোন জয়রাম বাটী গ্রামে খুব ভাল লোক রামচন্দ্র মুখুজ্যের মাত্র ছ বছর বয়সের একটি কন্যা সারদা নামে আছে। সেইটিই আমার স্ত্রী হইবে। আমার জন্যই সেই মেয়েটিকে কুটো বেঁধে রেখেছে।

১৪।১৫

মধ্যলীলায়া ১০ম অ:।

মাতুলের মুখে বাক্য মনের অতীত সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম মুখে কথা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে এই মাতুলের দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই সকল ব্যবহার আমার চক্ষের সামনে ভাসচে। সেই মাতুলের মুখে এইরূপ কথা ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৬।১৭।১৮

ततः साधारणजने वार्त्तेयं सुप्रचारिता।
चतुर्दिक्षु ततस्तस्याः कन्याया मार्गनं कृते ॥ २०
गत्वाऽऽसीत् मात्रे जयरामवाटी
ग्रामे हि कामारपुरात् स्ववासात्।
श्रीरामचन्द्रस्य सुतास्ति काचि
दित्थं व्यजानीत गदाधराम्बा ॥ २१
वयसा षड्वर्षमिता सुरूपा सत्कुलोद्भवा।
सम्वादमिममश्रौषीज्जननी पुत्रवत्सला ॥ २२
संसारवैराग्ययुतस्य साधोः पुत्रस्य वैवाहिक बन्धनार्थं।
माता तथा तत् स्वजनादिभिश्च कन्या युवत्येव सुकाङ्क्षनीया ॥ २३

Hriday understood that Gadadhar was not only willing to marry but also speaking of the way to get the bride. However Chandra Devi got the news of the bride, the daughter of Ramchandra at Joyrambati. Even though a grown-up girl was desired by all to attract Gadadhar to family life, all agreed to marry Gadadhar to this six-year old girl in view of Gadadhar's forecast and Chandra Devi's willingness. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কেবলমাত্র নিজের বিবাহেসম্পূর্ণ মত আছে তাহা নয় ভাবী পত্নী কোথায় আছে তাহাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাও বলিতেছেন। ১৯

ইহাও অত্যাশ্চর্য্য পরে সকলে এই কথা জানিয়াছিল যে গদাধরের বিবাহ বিষয়ে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। গদাধরের মাতা এবং আত্মীয় সকল বহুস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অবগত হইল যে কামারপুকুরের দুই ক্রোশ দূরে জয়রাম বাটী নামক গ্রামে সদাচারী সদ্গুনান্বিত সুপণ্ডিত মূখ্য কুলীন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ষড়বর্ষ বয়স্কা সুরূপা সদগুণবতী সুকুমারী কন্যা আছে। এই সংবাদটি মাতা চন্দ্রাদেবী শুনিয়া ছিলেন। ২০।২১।২২

সংসার বিরাগী সাধু পুত্রের বিবাহ বন্ধনার্থে যুবতী কন্যাই আত্মীয়গণের প্রার্থণীয়া কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সাধু পুত্রের বাক্য ও মাতা চন্দ্রাদেবীর ইচ্ছা বশতঃ অল্প বয়স্কা ঐ কন্যাটিকেই সকলেই মনস্থ করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

কিন্ত্বেতদ্দিব্যস্য সুতস্য বাক্যৈস্তথা স্বকীয়ানুভবাচ্চ মাত্রা।
একান্তমত্যাল্পবয়াশ্চ কন্যা নির্দ্ধারিতা তত্র সদৈব সর্ব্বৈঃ॥ ২৪

ষট্ষষ্ট্যধিকদ্বিষটশত সালে মিথুং গতে রবৌ।
গুরৌ সারদয়া দেব্যা শরচ্চন্দ্র নিভস্য চ॥ ২৫
গদাধরস্য সম্পন্নো দারকর্ম্মমহোৎসবঃ।
সাধারণৈরসাধ্যৈয়ং শুভা বৈবাহিকী ক্রিয়া॥ ২৬
দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈ স্তদ্দেশং পরিপূরিতং।
কামারকুরস্থানাং মহামোদোহ্যভূত্তদা॥ ২৭

मध्यलीलायां १०म अः।

भूतः पाणिग्रहस्यास्य चतुर्विंश वयःक्रमे।
विवाहात् परतस्तत्रैकोनविंशति संख्यकान्॥ २८
मासान् समवसद्योगी कामारपुकुरे महान्।
सुसम्पन्नाभगवतः शुभा वैवाहिकी क्रिया॥ २९

The marriage ceremony was held in the month of Vaisakh of the Bengali year 1266. The extravagance on this occasion was enormous. The din and noise of the festivity on this occasion filled the entire village of Kamarpukur. Gadadhar was married at the age of twenty-four, and stayed at Kamarpukur for one year seven months after his marriage.

24 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৬৬ সালে বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে শারদীয় চন্দ্র সদৃশ গদাধরের সারদা দেবীর সহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

যে ভাবে বিবাহ কার্য্য হইয়াছিল তাহা সাধারণের সাধ্যের অতীত। ২৬

অর্থাৎ দাও, খাও, নাও, ইত্যাদি শব্দে—কামার পুকুর ও জয়রাম বাটীস্থ লোক সকলের ঐরূপ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ কামার পুকুর নিবাসী জনগণের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। ২৭

২৪ চব্বিশ বৎসর বয়সে গদাধরের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহাযোগী গদাধর বিবাহের পর ১ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত কামার পুকুরে ছিলেন। ২৮।২৯

मध्यलीलायां १०म अः ।

श्रीमती शारदादेवी सप्तवर्षवयःक्रमे ।
कुलप्रथानुसारेण श्वशुरस्य च सद्मनि ॥ ३०
द्विरागमनरूपेणागता पितृगृहाद् यदा ।
तदा स पुनरागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ३१
ठाकुरो भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्व्रती ।
ततः कतिपयाहःसु गतेषु साधको महान् ॥ ३२
पुनस्तन्मयतामाप वाह्यज्ञान विनाशिनीं ।
न माता नाग्रजः पत्नी न देशो ग्राम एव वा ॥ ३३
तत्सर्व्वं तन्मनोमध्ये न किञ्चिदवभाषते ।
सच्चिन्मय्याः साधनेयमैहिकस्मृ त गोपिका ॥ ३४
व्रह्मादिस्तम्व पर्य्यन्त सर्व्वासुजीवजातिषु ।
व्रह्ममय्याः स्वरूपं मे कथमिन्द्रिय गोचरं ॥ ३५

When Sarada Devi came to her father-in-law's house at the the age of seven years Gadadhar went to Dakshineswer and resumed his holy services to the goddess Bhavatarini. After some days he again lost all sense of reality of this physical world including his own mother, wife, village and animate or inanimate obects. He now breathed only to see the Goddess with his own eyes. 30 to 35

বঙ্গানুবাদ

বঙ্গানুবাদ :—

বিবাহের এক বৎসর পরে সারদা দেবী সাত বৎসর বয়সে কুল প্রথানুসারে দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী গৃহে যখন আসিয়া ছিলেন

मध्यलीलाया १०म अ: ।

ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনরায় ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ৩০।৩১

তাহার পর কিছু দিন গত হইলে মহা সাধক গদাধর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত বাহ্য জ্ঞান বিলোপিকা তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি গ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাহাতে সেই মহাযোগীর মনো মধ্যে মাতা ভ্রাতা, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি কোনটিই স্থান পাইয়া ছিল না। ৩২

সচ্চিদানন্দময়ী কালীর সাধনাই ইহ জগতের সমস্ত ভুলাইয়া দেয়। ৩৩

এমন কি ব্রহ্মাদি তৃণ গুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবদীয় জীব সকলের বিদ্যমানতা বিলীন হয়। ব্রহ্মময়ীর স্বরূপটি আমার সর্ব্বদা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে এই সম্বন্ধে ঠাকুরের সর্ব্বদাই মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৪।৩৫

भवेत्तत्र महाचिन्ता ठाकुरस्यैव सर्व्वदा ।
तदा पुण्यवती राज्ञी गङ्गायां दक्षिणेश्वरे ॥ ३६

ध्यायन्ती भवतारिण्याः पादपद्मयुगं मुदा ।
स्वेष्टमन्त्रं जपन्ती सा चरमश्वसितावधि ॥ ३७

पश्यन्ती परमानन्दस्वरूपं रूपमव्ययं ।
भीष्मान्तकालवद्राज्ञी तद्रूपं ठाकुरस्य च ॥ ३८

साश्रुनेत्रा रासमणिर्नश्वरं तं कलेवरं ।
त्यक्त्वागात् भगवल्लोकं पुनरावृत्तिवर्जितं ॥ ३९

परलोक गतायान्तु रासमण्यां तदाभवत् ।
मथुरः सर्व्वतोऽधीशस्तस्य देवालयस्य हि ॥ ४०

ততস্তেনাদিত্যবর্ষান্ তাতাঙ্ঘ্রি পরিচর্য্যয়া।
ঐকান্তিক্যা শুদ্ধভক্ত্যানন্তপুণ্যমুপার্জ্জিতং ॥ ৪১

At this time Rani Rasmani left this mortal world. Mathurnath now became the all in all in the mangement of the temples, and rendered his services for twelve years. 36 to 41

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় পুণ্যবতী রাণী রাসমনি ভবতারিণীর চরণ যুগল চিন্তা পূর্ব্বক নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভীষ্মের দেহত্যাগের মত ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃত্তি বর্জিত বিশুদ্ধ ভগবত্তুল্য সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ধামে গমন করিয়া ছিলেন। ৩৭।৩৮।৩৯

রাণী রাসমণির পরলোকে গমনের পর মথুরানাথই দেবালয়ের সর্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৪০

তৎপরে মথুরানাথ একান্ত ভক্তি সহকারে বাবার পাদ সেবা প্রায় ১২ বৎসর কাল করিয়া অনন্ত পুণ্য উপার্জন করেন। ৪১

তত্রৈকাশ্চর্য্য ঘটনা রাজ্ঞ্যাঃ স্বর্গগমাৎ পরং।
ঘটিতা ভৈরবী দেব্যা আবির্ভাবাত্মিবাত্মিকা ॥ ৪২
যস্যাঃ সাহ্যেন পূর্ণাসীৎ সাধনা সিদ্ধযোগিনঃ।
আবির্ভূতা মহাদেবী ভৈরবী ভূতিদায়িকা ॥ ৪৩
একদাহমুখো পুষ্পোদ্যানে যোগী গদাধরঃ।
পুষ্পানাং চয়নং কুর্ব্বন্নপশ্যত্তরণীং শুভাং ॥ ৪৪

मध्यलीलायां १०म अः।

वकुलतल घट्टे सावरुद्धा नाविकेन हि।
तत्रैका सुन्दरी ह्येका नारी भैरववेशिना ॥ ४५
तप्तकाञ्चन वर्णाभा जटामण्डलमण्डिता।
ललाटे दीर्घ सिन्दूर तिलकेन च दीपिता ॥ ४६
शूलेन भूषिता सव्ये करे दक्षेऽक्षमालया।
नौकाया अवतीर्यैव दक्षिणेश्वर मन्दिरं ॥ ४७

During this time, the appearance of Bhairavi Devi at Dakshineswer was a remarkable event. She helped Gadadhar to attain the ultimate end of his spiritual striving. One morning, as Gadadhar was plucking flowers in the garden on the bank of the Ganges, he found a very beautiful woman with very fair complexion, having matted hair on her head, broad marks of vermilion on her forehead, a three-pronged spear in her left hand, and a thread of holly beads in her right, alight from a boat and proceed to the temple with slow and heavy steps. 42 to 47.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আবির্ভাব রূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য মহোৎসব ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল। ৪২

যে ভৈরবীর সাহায্যে দিব্য যোগী ঠাকুরের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সর্ব্ব শক্তিদায়িনী মহাদেবী ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ৪৩

মধ্যলীলায়াং ১০ম অ:।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ একদিন খুব সকালে গঙ্গাতীরে ফুলের বাগানে ঠাকুর ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন একটি নৌকা ক্রমশঃ বকুল তলার ঘাটে মাজি অর্থাৎ নৌকা চালক নৌকাটি বাঁধিয়া রাখিল। ৪৪।৪৫

সেই নৌকার মধ্যে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাজুট ধারিণী ললাটে সুদীর্ঘ সিন্দূরের তিলক বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ভৈরবী বেশ ধারিণী একটি রমণী বসিয়া আছেন। ৪৬

তিনি নৌকা হতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই গজ গামিনী দেবী মন্দিরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

৪৭

অবলোক্য তদা দেবী চলিতা গজগামিনী।
চত্বারিংশদ্বর্ষমিতা যদ্যপি বয়সাধিকা ॥ ৪৮
তথাপি ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রভাববশতঃ সদা।
যুবত্যাঃ পূর্ণসৌন্দর্য্যং শরীরে প্রতিভাতি হি ॥ ৪৯
তামেবমবলোক্যৈব মহাযোগী গদাধরঃ।
এষা কাপি মমাত্মীয়া মিলিতা দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৫০
ত্যক্ত্বোদ্যানং বিচিন্ত্যৈবং প্রবিশ্য স্বালয়ং মুদা।
প্রোবাচাহূয় হৃদয়ং গচ্ছ দেবালয়ং দ্রুতং ॥ ৫১
তত্রৈকা ভৈরবী দেবী দর্শনার্থং সমাগতা।
তামানয় সসম্মানং মদীয়ে ক্ষুদ্র বেশ্মনি ॥ ৫২
মাতুলাস্যাদিমাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা শ্রীহৃদয়স্তদা।
পরিপ্লুতো বিস্ময়াব্ধৌ মনস্যেতদচিন্তয়ৎ ॥ ৫৩

Even though she was forty to forty-two year old, she looked youthful by virtue of her holy practices and austerities. Gadadhar took her to

be one of his relatives. He came back to his cottage and asked Hriday to hasten to the temple and bring the Bhairavi to his cottage. At this Hriday became greatly surprised and mused in himself. 48 to 53

বঙ্গানুবাদ :—

যদিও ভৈরবীর বয়স ৪০/৪২ বৎসর তথাপি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বশতঃ তাঁহার দেহে যুবতীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতেছিল। ৪৮।৪৯

এইরূপ দেখিয়া মহাযোগী গদাধর ভাবিলেন ইনি বোধ হয় আমার কোন আত্মীয় হইবেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে আমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ৫০

তৎপরে মহাযোগী পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভজন কুটীরে আসিয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন ওরে হৃদু তুই শীঘ্র মন্দিরে যা। ৫১

মন্দিরে একটি ভৈরবী আমার দর্শন জন্য আসিয়াছেন। সেই ভৈরবী দেবীকে সসম্মানে আমার এই ক্ষুদ্র। ৫২

কুটীরে লইয়া এস। মাতুলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনেমনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ৫৩

জহাতি মাতুলো যো মে নারীসঙ্গং ভুজঙ্গবৎ।
স এব ভৈরবীং নারীং স্বগৃহং নেতুমিচ্ছতি॥ ৫৪
এবন্তং মাতুলং দেবমুবাচ সংশয়ান্বিতঃ।
আহূতা ভৈরবী দেবী কথমত্র গমিষ্যতি॥ ৫৫

गदाधरोऽपि हृदय मुक्तवां स्तत्क्षणादिति ।
मन्नाम श्रवणादेव त्वरयात्रागमिष्यति ॥ ५६

एवं सा भैरवी रवनै पृष्ठतो हृदयस्य च ।
गदाधरालयं प्राप्य दृष्ट्वा तं विस्मिता सती ॥ ५७

स्नेहप्लुतस्वरेनैव प्रोवाच सहसा सुखं ।
त्वमत्र वर्त्तसे तात न जानामि कथञ्चन ॥ ५८

कृते तवानुसन्धाने न प्राप्तमपि दर्शनं ।
श्रुत्वा गदाधरोऽप्याह मद्वार्त्तां भवसुन्दरि ॥ ५९

"How is it that my uncle who avoids all women like snakes desires to have the Bhairavi in his cottage". He hesitated and said, "Why should she come here at my request?" Gadadhar replied, "She will hasten to this place on hearing my name." Bhairavi followed Hriday and came into the cottage. She became surprised to see Gadadhar and said, "you are here and I did not know it. I travelled far and wide to meet you but could not trace your where abouts. 54 to 59

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে মাতুল নারী সঙ্গকে কাল সর্পের মত ত্যাগ করেন তিনি এই ভৈরবীকে নিজ কুটীরে আসিবার জন্য বলিতেছেন। ৫৪

এইরূপ সন্দেহ যুক্ত হৃদয়রাম মাতুলকে বলিয়াছিলেন ভৈরবী দেবীকে ডাকিলেই বা তিনি কেন এখানে আসিবেন। ৫৫

এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন।

ভৈরবী দেবী আমার নাম শুনিবা মাত্র শীঘ্রই এই স্থানে আসিবেন। ৫৬

এইরূপ ভাবে সেই ভৈরবী দেবী হৃদয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঠাকুরকে কুটীর মধ্যে দর্শন পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সহসা স্নেহ সম্বলিত স্বরে বলিয়াছিলেন বাবা? তুমি এখানে আছ আমি তাহা জানিতে পারি নাই। ৫৭।৫৮

তোমার অনুসন্ধান করিয়া ও কোথাও পাই নাই। ৫৯

ज्ञात्वा त्वया कथं मातः कथ्यतां भक्तवत्सले।
भैरवुवाच भोः पुत्र भवद्भिः साधकै स्त्रिभिः॥ ६०
सम्मिलनार्थमादिष्टा प्रागेव जगदम्बया।
पूर्व्ववङ्गेषु द्वाभ्यां हि पूर्व्वं सम्मिलितं मया॥ ६१
अद्याहं त्वां प्रपश्यामि दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
जगदम्बेच्छया मेऽद्य फलितं चिरकाङ्क्षितं॥ ६२
ततो गदाधरो भक्त्या भैरव्याः सविधेवसन्।
जनन्याः स्नेहमय्यास्तु सविधे बालको यथा॥ ६३
सानन्दं मनसो वार्त्तामवददह्नरूपतः।
यद्रूपां स्वस्यमनसो ये भावाः साधनोत्थिताः॥ ६४
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन बाह्यज्ञानविलुप्तता।
गात्रदाहो विनिद्रा च दर्शनान्याप्यलौकिकं॥ ६५

Bhairabi said, "I had to visit three holy men at the behest of Goddess Jagadamba. I have already met two of them, in East Bengal. To-day I see you here at Dakshineswar and complete my mission. Gadadhar frankly talked with her like a child with his mother. He told her all about

his moods and feelings, loss of sense of physical reality while meditating, burning sensation on skin, sleeplessness, and unearthly visions.

60 to 65

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভৈরবী বলিয়াছিলেন বাবা তোমার মত তিনটি সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মা জগদম্বা অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেবী বহু পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি সাধকের সহিত পূর্ববঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। ৬০।৬১

আজ আমি এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতেছি। জগদম্বার ইচ্ছায় আজ আমার বহু দিনের আশা পরিপূর্ণ হইল।

৬২

তৎপরে বালক পুত্র যেমন স্নেহময়ী মাতার নিকটে বসিয়া থাকে গদাধর সেই মত ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর নিকটে বসিয়া আনন্দের সহিত মানসিক ব্যাপার বহুরূপে বলিয়াছিলেন। ৬৩

যে সকল সাধন সমুদ্ভুত ভাব মনো মধ্যে উন্মিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গে বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা গাত্র দাহ নিদ্রা ত্যাগ অলৌকিক দর্শন শারীরিক বিকার ইত্যাদি যে সকল ভাব অনুভূত হয় সেই সকল অবস্থা বলিয়াছিলেন। ৬৪।৬৫।৬৬

विक्रियाश्च शरीरस्यानुभूताः प्रत्यहञ्च याः।
सर्व्वमेतत्तत्समीपे प्रकटीकृतवांश्च सः॥ ६६

परन्तु साग्रहं साधुः पृष्टवां स्ता' पुनः पुनः।
भो मातः किमयं भाव उन्मादस्यैवलक्षणं॥ ६७

कालिकाराधनात् किं मे महाव्याधिरुपस्थितः ।
स्वरूपमस्य देवि त्वं प्रकटी कुरु पावने ॥ ६८
गदाधरस्य कुर्व्वत्यास्तत्तद्भाव श्रवं यदा ।
नानाभावस्याविर्भावो भैरव्या सम्बभूवह ॥६৯

Gadadhar anxiously asked her. "Mother, do you think that these are all due to my insanity? Will my worship of Goddess Kalika make me mad? Please tell me what it is." Bhairabi was thrilled to hear all this. 66 to 69

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ঠাকুর অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন হে মাতঃ আমার এই সকল ভাব কি পাগলের লক্ষণ। ৬৭

কালিকার আরাধনা বশতঃই কি আমার এই মহারোগ উপস্থিত হইয়াছে। হে মাতঃ ইহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাকে ধন্য করুন। ৬৮

গদাধরের এই সকল অবস্থার বিষয় যে সময়ে ভৈরবী শুনিতে ছিলেন। সেই সময় ভৈরবী দেবীর নানা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ৬৯

कदा वीत्तजनाभावः कदा वोल्लासम्भवः ।
स्नेहमय्या जनन्या वा कदापि चेष्टित मिव ॥ ७०
गदाधरं समाश्वास्य प्रोवाच भैरवी ततः ।
त्वां ते वदन्ति प्रोन्मत्तं तात त्वां न विदन्ति ये ॥ ७१
उन्मत्तस्य दृशा नेयं महाभावस्य लक्षणं ।
सोऽयं शुद्ध महाभावस्तयैव वर्त्ततेऽधुना ॥ ७२

मध्यलीलाया'१०म अ: ।

ग्राम्या: साधनहीना ये दारीदारपरायणा: ।
कथं जानन्ति ते मूढ़ा: संसार वशवर्त्तिन: ॥ ७३
वृन्दावने राधिकायास्त्वतुल्याभवद्दशा ।
श्रीकृष्णचैतन्यप्रभोर्दशेयं घटिता तथा ॥ ७४
भक्तिशास्त्रे विलिखिता तच्छास्त्रं विद्यते मम ।
त्वामहं दर्शयिष्यामि दृष्ट्वा त्वं शान्ति मेष्यसि ॥ ७५

She felt excited, cheerful, affectionate and sympathetic. At last she consoled him saying, "Those who do not know you, call you mad. These indicate that Divinity has dawned upon you. Those who are uneducated, devoid of all penance and self-centred, are quite incapable of realising your greatness. Only Shri Radhika in Brindavana, and Shri Krishna Chaitanya attained that stage where you are. It is all laid down in the holy books of Devotion which will give you great satisfaction and peace of mind when I shall show them to you. 70 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন সময় ক্রোধ ভাব কোন সময় উল্লাস ভাব বা কখনও স্নেহময়ী জননীর মত বাৎসল্য ভাব হইয়াছিল। ৭০

তৎপরে ভৈরবী দেবী গদাধরকে আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন হে পুত্র তোমাকে যাঁহারা জানেন নাই তাঁহারাই পাগল বলেন।

এই সকল ভাব পাগলের লক্ষণ নয় ইহা মহা ভাবের লক্ষণ

কেবল মাত্র তোমাতেই এই সকল বিশুদ্ধ ভাবের লক্ষণ উদিত হইয়াছে। ৭১।৭২

সাধন ভজন হীন দারোদর পরায়ণ মূঢ় জনগণ কিরূপে এই সাধন লভ্য ভাব সকল বুঝিবার জন্য সমর্থ হইবে। ৭৩

বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তা শ্রীমতী রাধিকার তোমার মত ভাব হইয়াছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। ৭৪

এই সকল মহাভাবের লক্ষণ ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। সেইসকল শাস্ত্র আমার নিকটেই আছে। তোমাকে দেখাইব দেখিয়া তুমি শান্তিলাভ করিবে। ৭৫

ये चोत्तमा भक्तिमन्तो नारद प्रमुखाः स्मृताः ।
सर्व्वेषा मेव तेषां वै दृष्टेयं सुविनिश्चिताः ॥ ७६
तयोः संवदतो रेवं प्रायेनार्द्ध दिनं गतम् ।
समोपि भैरवी देव्याः क्षुद्र पेटिका सन्निभः ॥ ७७
वस्त्रवन्धन मध्येतु धर्म्मग्रन्थ समुच्चयः ।
विद्यते साधकवरै रोप्सितो वहु यत्नतः ॥ ७८
कण्ठे शालग्रामशिला वस्त्रवद्धाति शोभना ।
ततः सा भैरवी देवी दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ७९
अवस्थिता योगयुता पूजायान्तु मनोदधे ।
तदा हृदय माहूय प्रोवाच श्रीगदाधरः ॥ ८०
भोजार्थं भैरवी देव्या सघृतं तण्डुलादिकं ।
भाण्डागारात् समानीय तत्र प्रेरय सत्वरं ॥ ८१

"Great devotees like Gopikas, Narada and Uddhava etc. had all these feelings." As they

were talking, half the day was past. Bhairabi had a small baggage containing holy books and a holy stone fastened with cloth to her neck. She then set herself to do her religious rites in the temple of Dakshineswar. In the meantime Gadadhar asked Hriday to fetch some rice, ghee etc. from the store for her. 76 to 81

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গোপিকাগণের এবং নারদ উদ্ধব প্রভৃতি বিশুদ্ধ ভক্ত বৃন্দ সকলেরই এইরূপ তোমার মত ভাব হইয়াছিল। ৭৬

ভৈরবী ও গদাধরের এইরূপ কথোপকথনে প্রায় বেলা দ্বি প্রহর হইয়াছিল। ভৈরবীর নিকটে একটি ক্ষুদ্র পেটিকায় কাপড়ে বাঁধা সাধকগণের অতি প্রিয় একটি ধর্ম গ্রন্থ ছিল। এবং একটি শালগ্রাম শিলা বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে অতি যত্নের সহিত গল দেশে বাঁধা ছিল। ৭৭।৭৮

তৎপরে ভৈরবী দেবী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে যাইয়া যোগ যুক্তা হইয়া পূজাতে মনো নিবেশ করিলে সেই সময়ে ঠাকুর হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন। ৭৯।৮০

হৃদু? তুমি শীঘ্র ভাঁড়ারে যাইয়া ভৈরবী দেবীর ভোজনোপযোগী চাউল ঘৃত তরকারি ও মিষ্টান্নাদির সহিত দ্রব্য সকল ভৈরবীর নিকটে পাঠাও। ৮১

एवं गदाधरादिष्टो हृदयस्तत्तथाकरोत्।
ततसर्व्वं प्राप्य सा देवी पाकं सम्पाद्य यत्नतः॥ ८२

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

भोगद्रव्यं सव्यञ्जनं रघुवीराय भक्तितः।
सानन्दं सन्निवेद्याथ निमील्य नयनद्वयं ॥ ८३
सहसा हृत्पद्म मध्ये स्फुरितं भाव गोचरम्।
गदाधरं समालोक्य तद्दर्शन महोत्सवे ॥ ८४
निर्विकल्प समाधिं सा प्राप योगीश्वरी तदा।
प्रेमाश्रु धारया पूर्णा तस्थौ स्थाणूरिवाचला ॥ ८५
एतस्मिन्नन्तरे तत्र महायोगी गदाधरः।
द्रुतं मत्त इवागत्य भोगद्रव्यस्य सम्मुखे ॥ ८६
उपविश्य सुखं भुंक्ते तद्द्रव्यं निर्विकारतः।
भग्ने समाधौ दद्दर्शे चक्षुरुन्मील्य भैरवी ॥ ८७

Hriday did so. Bhairabi cooked the rice and curry. Then she sat with her eyes shut to offer them to God Raghubir. In her meditation she saw Gadadhar shining with divine glory. Tears of joy glided down her cheeks and she remained unconscious for some time. In the meantime Gadadhar appeared on the spot and set himself to eat the rice and curry with great pleasure.

82 to 87

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মাতুলের আদেশ মত হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই সকল দ্রব্য ভৈরবীর নিকটে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিয়াছিলেন ভৈরবী দেবী ও সেই সকল দ্রব্য লইয়া পাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতঃ সাবধানে আনন্দের সহিত ভক্তি পূর্ব্বক সব্যঞ্জন ভোগ দ্রব্য রঘুবীর শিলার উদ্দেশে ভগবানকে নিবেদন করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করতঃ সহসা হৃৎপদ্ম

মধ্যে প্রকাশিত ভাব বিগ্রহ গদাধরকে দর্শন করিয়া সেই দর্শনোৎসবে মত্ত হইয়া ভৈরবী দেবী নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং সেই যোগেশ্বরী সেই সময় প্রেমাশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া অচল কাষ্ঠ খণ্ডের মত স্পন্দন শূন্য অবস্থায় ছিলেন। ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

ইত্যবসরে মদ মত্ত ব্যক্তির মত মহাযোগী গদাধর সেই স্থানে আসিয়া ভোগদ্রব্যের সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে আনন্দের সহিত সেই সকল ভোগদ্রব্য ভোজন করিতে ছিলেন। ৮৬

সমাধি ভঙ্গ হইলে ভৈরবী দেবী চক্ষুদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন স্বকীয় ইষ্ট দেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগদ্রব্য ভাবাবিষ্ট বাহ্যজ্ঞান শূন্য গদাধর ভক্তি পূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন। ৮৭।৮৮

स्वेष्टदेवप्रदत्तान्नमत्ति देवो गदाधरः।
भावाविष्टो बाह्य ज्ञानरहितो बहुभक्तितः॥ ८८
उवाच प्रकृतिस्थः स स्वैराचारविलज्जितः।
न जानामि कुतोऽयं मे भावः स्वज्ञान बाधकः॥ ८९
समायातः कृतन्तेन विपरीतं मयाखिलं।
एवं विक्षुब्धभावेन सन्तप्तं तं गदाधरं॥ ९०
भैरवी सा समाश्वास्य सानन्दं प्रत्युवाच तं।
इदं साधुकृतं वत्स नानुष्ठित मिदं त्वया॥ ९१
तदन्तरे वर्त्तते य स्तेनैवेद कृतं ध्रुवं।
ध्यानदृष्टं मया यन्तु तेन ज्ञातं विशेषतः॥ ९२
बाह्य पूजा समाप्ताद्य न पुनस्तत्प्रयोजनं।
कालेनैतावतायुष्मन् या पूजा चरिता मया॥ ९३

When Bhairabi regained her sense and opened her eyes, she found Gadadhar taking

the rice and curry. Gadadhar at once felt ashamed for his apparent misconduct and said, "I do not know why I do such things which are condemned by all." On seeing Gadadhar afflicted with repentance Bhairabi consoled him saying, "It is all well done. It is not you but the one in you who has done it. I have realised this in my meditation. Such performance of outer worship is not necessary for me any more. What I had been doing so long is now accomplished and completed by your grace. 88 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

তখন গদাধর নিজ কৃত অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি জানি না আমার কি জন্য এইরূপ জ্ঞান বিহীন অবস্থা কোথা হতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ভাবে ভাবিত হইয়া এইরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করি। ৮৯

এইরূপ ভাবে অনুতপ্ত ও দুঃখিত গদাধরকে ভৈরবী দেবী সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। বাবা এই কার্য্যটি তোমার অতি উত্তম হইয়াছে।

হে বৎস তুমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই। ৯০।৯১

তোমার অন্তরে যিনি বিরাজিত আছেন তিনিই এই কার্য্যটি করিয়াছেন। আমি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ৯২

আজ আমার বাহ্য পূজার অবসান হইল আর আমার এমত পূজার আবশ্যক নাই। হে আয়ুষ্মন্ এযাবৎকাল আমি যে পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৩

मध्यलीलायां १०म अः।

परिपूर्ण फलं तस्याः प्राप्तं भवदनुग्रहात्।
एवमुक्त्वा तदा देवी भैरवी हृष्टमानसा॥ ९४
गदाधर भुक्तशेषमन्नं सं भुज्य यत्नतः।
आचमनादिकं कृत्वा शुद्ध भावेन भामिनी॥ ९५
साधनाधाररूपां श्रीरघुवीर शिलां तदा।
पूजास्थानात् समुत्तोल्य धृत्वा तां करपद्मयोः॥ ९६
आकण्ठ जलमग्ना सा गङ्गागर्भे न्यपातयत्।
तद्दिनावधि सा देवी वाह्य पूजां समत्यजत्॥ ९७

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां दक्षिण खण्डे भैरवी देव्याः समागमानन्तरं श्रीरामकृष्ण भैरवी संवादरूपो मध्यलीलाया दशमोऽध्यायः। मः१०अः।

On saying this Bhairabi took gladly the remains of the meal left by Gadadhar. Then she entered into the water of the Ganges and immersed the holy stone. From that day onwards she gave up outer worship. 94 to 97

Here ends the tenth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ আমি তোমার অনুগ্রহে সেই সকল পূজার ফল সম্পূর্ণ রূপে পাইলাম। এই কথা বলিয়া সেই সময়ে সেই ভৈরবী দেবী আনন্দ মনে গদাধরের ভুক্ত অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আচমনাদি কার্য্যান্তে শুদ্ধভাবে ভক্তি পূর্ব্বক ভৈরবীর

मध्यलीलायां १०म अः।

সাধনার আধার স্থানীয়া সেই রঘুবীর শিলাটিকে পূজাস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আকণ্ঠ জলমগ্না হইয়া গঙ্গা গর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এবং সেই দিন হইতেই সেই ভৈরবী দেবী বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন।ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত সাধন বিষয়ে কথোপকথনাদি মধ্যলীলার দশম অধ্যায়ে বলা হইল।
মঃ ১০ অঃ শেষ

मध्यलीलायां ११श अः।

दिनानि कतिचित्तत्र भैरवी देवतालये।
स्थित्वा देवीमण्डलस्य घट्टे योगासनस्थ सा॥ १
प्रतिष्ठामकरोत्तस्य मन्दिरस्य च सन्निधौ।
अस्या एवोपदेशेन महायोगी गदाधरः॥ २
तन्त्रोक्त साधनयुक्तो वभूव भूरियत्नतः।
ततः स परमानन्दं लेभेचैवं व्रते व्रती॥ ३
साप्यस्य पुत्रतुल्यस्य योगिनो योगसिद्धये।
साहाय्यं सुविशेषेण कृतवत्यति यत्नतः॥ ४
मन्त्रसिद्धा शिष्ययित्री भैरवी स्तब्धतां गता।
दृष्ट्वा साधकवर्य्यस्य तदलौकिक साधनम्॥ ५
ये चान्ये साधकाः दुःखैः साधना क्रमभूमिकां।
न समर्था विजेतुं यां प्राप्तपति परिश्रमैः॥ ६

For some days Bhairabi stayed in the temple and thereafter set up an altar on the bank of the Ganges to perform tantric rites. Gadadhar

performed the rites and felt greatly blessed. Bhairabi helped him in performing these rites like his own mother. On seeing the uncommon performance of the rites by Sri Gadadhar, Bhairabi was greatly astonished. He was passing at ease through the stages which were rarely attained with utmost endeavour by others. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ —

ভৈরবী দেবী মন্দিরের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নিকটবর্ত্তী দেবী মণ্ডলের গঙ্গার ঘাটে একটি যোগাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। গদাধর ভৈরবীর আদেশ মত দৃঢ় ভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনে রত হইয়াছিলেন। এবং সেই সাধনে পরমানন্দ পাইয়াছিলেন। ১।২।৩

ভৈরবীও পুত্রতুল্য গদাধরের যোগ সিদ্ধির জন্য যত্নের সহিত বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৪

মন্ত্র সিদ্ধা শিক্ষয়িত্রী মাতৃতুল্যা ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধক গদাধরের অলৌকিক সাধন দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। ৫

অন্য যে সকল সাধক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অতিকষ্টে সাধনার ক্রম সোপান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই। ৬

সা ভূমিকা প্রতিদিন মযত্নেনৈব দুঃখদা ।
জিতানেন মহাবিঘ্নকারিণী সুভয়াবহা ॥ ৭
এবং চতুঃষষ্টিমিতা স্তন্ত্রোক্তাঃ সাধনক্রমাঃ ।
সুকরা দুষ্করা বাপি বিবিধা বিহিতাশ্চ যে ॥ ৮
বর্ষত্রয়ান্তরে তাসু সিদ্ধিং লেভে সুখেন সঃ ।
ততস্তু ভৈরবী দেব্যাঃ পূর্ণপ্রযত্নত স্তথা ॥ ৯

मध्यलीलायां ११श अः ।

पूर्णाभिषेकः पूर्णस्य प्राप्तः सम्पूर्णं पूर्णतां ।
या दुर्लभा या दुष्प्राप्या मनसो वा ह्यगोचरा ॥ १०
ता अष्टसिद्धीः सम्प्राप्त आनन्दमयमूर्त्ति धृक् ।
दृष्ट्वा सिद्धिं स्व शिष्यस्य भैरवी विस्मिताभवत् ॥ ११
अनिमाद्यष्टसिद्धीस्ता लब्धापि सुमहामतिः ।
तदलौकिक शक्तिनां कदापि परिचालनम् ॥ १२

Gadadhar passed quite easily through the stages of the process which were extremely difficult, dreadful and frought with grave risks. There were sixty-four stages which he went through in three years. By this process he acquired the divine power called Asta-Siddhi, which, however, he did not exercise at any time. 9 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

দুঃখদায়িনী অত্যন্ত ভয়াবহ। মহা বিঘ্নকারিণী সেই সকল ভূমিকা গদাধর অনায়াসে প্রতি দিন জয় করিতেছেন। ৭

তন্ত্রোক্ত সুখ সাধ্য দুঃখ সাধ্য চতুঃষষ্ঠি পরিমিত বিবিধ সাধন যাহা তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৮

সাধনার স্তর বিশেষ সকল তিন বৎসরের মধ্যে গদাধর সেই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৯

তৎপরে ভৈরবী দেবীর পূর্ণ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট গদাধরের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। ১০

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

যে সকল সিদ্ধি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মনের অগোচর আনন্দ ঘন বিগ্রহ গদাধর সেই সকল অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পরন্তু প্রিয় শিষ্য গদাধরের সেই সকল সিদ্ধি দেখিয়া ভৈরবী দেবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১১

গদাধর সেই সকল অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ও তাহাদের পরিচালনা বা ব্যবহার করেন নাই। ১২

ন ক্বতং তেন তু বরং সিদ্ধিবিঘ্ন বিধায়িনীং।
সদ্যো বিভূতিং মত্বা তাং তত্যাজ স যোগীশ্বরঃ। ১৩
বর্ণাশ্রমাচারাদিকান্ তন্ত্র সাধন কালতঃ।
সর্ব্বাং স্তাং স্ত্যক্তবান্ সাধুঃ কৈবল্যাশ্রম যোগতঃ॥ ১৪
প্রাণান্দেহং মনশ্চাপি সর্ব্বস্বং মাতৃ পাদয়োঃ।
সমর্পয়ন্স্বীয়মাত্মানং বাহ্যাভ্যন্তরয়ো স্তদা॥ ১৫
জ্ঞানাগ্নিনা পরিব্যাপ্তং দদর্শ সাধকোত্তমঃ।
তদা তদ্বিগ্রহমপি তেজঃপুঞ্জপরিপ্লুতং॥ ১৬
বিস্মিতামনুজাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বাতীবমনোহরং।
পবন্তদ্রূপমাধুর্য্যং কামনাশূন্য যোগিনঃ। ১৭
বিরক্তিঃ কারণং তস্য চিত্তস্য সমভূত্তদা।
যোগিভির্দেহ সৌন্দর্য্যং যত্নতঃ পরিহ্রিয়তে॥ ১৮

As Gadadhar dedicated himself to the will of the Supreme Being, he had no use of the religious codes or his divine power. At that time he looked extra-ordinarily beautiful. But he carefully avoided to expose his physical beauty.

10 to 18

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বরং ইষ্ট সিদ্ধির বিঘ্ন মনে করিয়া সেই সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩

তন্ত্র সাধনার সময় হইতেই কৈবল্যাশ্রমে অবস্থান বশতঃ বর্ণাশ্রমোক্ত আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪

সেই সময় সাধক গদাধর দেহ মন প্রাণ মাতৃপদে সমর্পন পূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরে নিজকে জ্ঞানাগ্নি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ছিলেন। ১৫

এবং গদাধরের তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট অতীব মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক সকল অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া ছিলেন। এই প্রকার রূপ মাধুর্য্য কামনা শূন্য যোগীর পক্ষে চিত্ত চাঞ্চল্যকর হইয়াছিল। ১৬।১৭

অতএব গদাধর দেহ সৌন্দর্য্য যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮

অস্যাশ্চর্য্যং স্বরূপস্য ব্যাখ্যানাবসরে ক্বচিৎ ।
গোষ্ঠীমধ্যে স্বশিষ্যানামুবাচ সুবিশেষতঃ ॥ ১৯
তদা মে রূপমাধুর্য্যং দৃষ্ট্বা সাধারণা জনাঃ ।
অত্যা বর্ত্তয়িতুং শক্যা যত্নেনাপি ন তু ক্বচিৎ ॥ ২০
জবা কুসুম সঙ্কাশং রক্তাভং মন্মুখং বভৌ ।
অভবদ্গাত্রকান্ত্যা চ রবি কান্তির্নিরাকৃতা ॥ ২১
এবং হৃন্মুখবাহ্বঙ্ঘ্রি মধ্যতো দেহমণ্ডলাৎ ।
জ্যোতিরুদ্গম্য বিমলং শুশুভে দেব দেহবৎ ॥ ২২
তেন সর্ব্বক্ষণঃ স্থূল বস্ত্রেনাচ্ছাদ্য মামকং ।
দেহং মাতুঃ সমীপেঽহমবদন্নতমস্তকং ॥ ২৩
মাতস্ত্বয়া দত্তমিদং বাহ্যরূপং মহে শ্বরি ।
গৃহীত্বান্তর সৌন্দর্য্যং দেহি মে জগদম্বিকে ॥ ২৪

Once during the course of conversation Gadadhar himself told his disciples that he looked so very beautiful that people could not turn their eyes away from him even if they tried their best to do so. He said, "My face was as reddish as Jaba flower; my body emitted a wonderful lustre, and as such I looked like a god. So I used to keep myself covered with thick cloth and to pray to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take away my physical beauty and to give me the inner beauty of mind and soul instead." 19 to 24

**বঙ্গানুবাদঃ—**

কোন ও এক সময়ে এই আশ্চর্য্যরূপের কথোপকথন প্রসঙ্গে শিষ্য বর্গের সভায় বিশেষ ভাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৯

সেই সময় সাধারণ লোক সকল আমার রূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চেষ্টা করিয়াও অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। ২০

তখন আমার মুখখানা জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ হইয়াছিল। এবং গাত্র কান্তি দ্বারা সূর্য্যের কান্তিও নিরস্ত হইত। ২১

আমার হৃদয় মুখ বাহু ও পাদ দেশ প্রভৃতি দেহ মণ্ডল হইতে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া দেব দেহের মত অপূর্ব্ব শোভা পাইত। ২২

তজ্জন্য আমার দেহটিকে সকল সময় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া অবনত মস্তকে মা জগদম্বার নিকটে বলিতাম। ২৩

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ।

হে মাতঃ তোমার প্রদত্ত আমার এই বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়া আমার ভিতরের সৌন্দর্য্য দাও। ২৪

স্বগাত্রে চর্পটাঘাতং কৃত্বোক্তঞ্চ পুনঃপুনঃ।
বাহ্য সৌন্দর্য্যরূপ ত্বং গচ্ছ শীঘ্রং মমান্তরে ॥ ২৫
এবং কৃতে কিয়দ্দিনাৎ পরতঃ স্বয়মেব হি।
মালিন্যং মে দেহকান্তেরভবন্মাতুরিচ্ছয়া ॥ ২৬
পরন্তস্মিন্নবসরে ভাবি বৃত্তপরম্পরা।
প্রত্যক্ষতাঙ্গতাস্তস্য যোগিনো যোগশক্তিতঃ ॥ ২৭
যৎ কার্য্যং সাধনার্থায় দিব্য দেহস্য ধারণম্।
তথা দিব্যাসাধনা চ যদর্থং বিহিতা শুভা ॥ ২৮
তদ্দিনাবধি তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাতং সুমহাত্মনা।
জ্ঞাতঞ্চোত্তরকালে তু দেবীদ্যানেঽত্র সাধকাঃ ॥ ২৯
সমেষ্যন্তি ধর্মলাভ কৃতে নানাবিধা জনাঃ।
তেন ত্রাণং সজ্জনানাং দুর্জনানাং বিশোধনং ॥ ৩০

"I used to strike my own body with my palm and say, "Oh my physical beauty, sink into my body. In a few days my physical lustre faded by the grace of the Goddess." At this stage, Gadadhar could see future events by dint of his great spiritual power. The very purpose for which he was born and he was passing through all these austerities and penance became known to him. He also knew that people of various type would soon come to this temple for religious instructions and thereby good pecple would be saved and the bad would be reformed. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং নিজ গাত্রে চাপড় মারিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতাম ওহে আমার বাহ্য সৌন্দর্য্য তুমি শীঘ্র আমার ভিতরে প্রবেশ কর। ২৫

এইরূপে দিন কয়েকের পরই জগদম্বার কৃপায় আমার দেহ কান্তির মালিন্য হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু এই সময়ে সেই মহাযোগী গদাধরের যোগ শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বাহুতর ঘটনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ২৭

যে কার্য্যের সাধনের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ এবং যে জন্য অপ্রাকৃত মঙ্গলময়ী সাধনার অনুষ্ঠান সেই দিন হইতে সেই ঠাকুর বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছিলেন। ২৮

এবং শীঘ্রই এই দেবোদ্যানে বহুতর সাধক নানা ভাবের লোক সকল ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য আসিলে তাহাতে সজ্জনগণের পরিত্রাণ ও দুর্জন জনগণের সংশোধন হইবে। ২৯।৩০

भविष्यति न सन्देहः सद्धर्म्मः प्रचरिष्यति।
स्वकीयोपलब्धि वाक्यं मथुरानाथ सन्निधौ॥ ३१
कृतं व्यक्तं ठाकुरेण एकदा तत् कथान्तरे।
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथः सानन्दं प्रत्युवाच तं॥ ३२
एवञ्चेत्तर्हि भो तात शोभनं भवति ध्रुवं।
भगवन्तं गृहीत्वा त्वां सर्व्वे वयमतः परं॥ ३३
आनन्दसिन्धुमग्नाः स्मो जगतीमङ्गलं भवेत्।
एकदा नन्दरूपा सा योगारूढ़ा महयसी॥ ३४
योगासने योगयुक्ता दिव्यभाव समन्विता।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य गदाधर महाप्रभोः॥ ३५
आलोक्यालौकिकीं शक्तिं भैरव्यै तदचिन्तयत्।
केयं भागवती शक्तिर्य्ययायं सर्व्वशक्तिमान्॥ ३६

There was no doubt that true religion would prevail. Once, in course of conversation Thakur gave out his own feelings to Mathuranath. At this Mathuranath said, "If it so happens it will be all for the best. We shall find ourselves along with you plunged into the sea of joy. The world will also be benefitted. "Once Bhairavi thought, "What is that divine power which has made Gadadhar all-powerful." 31 to 36

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এবং সদ্ধর্ম্মের প্রচার হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। এই সকল নিজের অনুভবের বিষয় এক সময় কথা বার্ত্তার মধ্যে ঠাকুর মথুরানাথের নিকটে প্রকাশ করিলে মথুরানাথ ঠাকুরের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন বাবা যদি এমতই হয় তবে খুব ভালই হইবে। অতঃপর আমরা আপনাকে লইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইব। এবং জগতের পরম মঙ্গল হইবে। ৩৩

কোন ও এক সময়ে মহামহিমান্বিতা যোগারূঢ়া আনন্দ বিগ্রহ বিশিষ্টা যোগাসনে যোগযুক্তা ভগবদ্ভাবে বিভাবিতা হইয়া ভৈরবী দেবী অচিন্ত্য অপ্রমেয় মহাপ্রভু গদাধরের অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া এইরূপ ভাবিয়া ছিলেন। ৩৪।৩৫

গদাধরের এই ভাগবতী শক্তি কিরূপ। যে শক্তি দ্বারা গদাধর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াছেন। ৩৬

নীচৈর্ময়ী পদিষ্টা যাঃ সাধন ক্রমভূমিকাঃ।
শ্রুতমাত্রেণ তৎসিদ্ধির্নির্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৩৭
ক্রথমস্য স্বরূপং বা কথং বা যোগযুক্ততা।
স্বয়ং সিদ্ধ স্বরূপস্য কথং বা গুরুকারিতা ॥ ৩৮

मध्यलीलायां ११शः अः ।

भैरवी सा विमृश्यैवं ध्यानस्तिमित लोचना ।
चिन्तयती स्वरूपं किं श्रीगदाधर योगिनः ॥ ३९
तत् कण्ठाम्बुकलाक्षी सा हृदब्जेऽपश्यदद्भुतम् ।
नवदूर्व्वादलश्यामं रामं राजीवलोचनं ॥ ४०
सीतया रमया सार्द्धं सच्चिदानन्दरूपिणम् ।
एवं राधिकया युक्तं महाभाव स्वरूपया ॥ ४१
कन्दर्पं कोटिलावण्यं कृष्णं पीताम्बरं हरिम् ।
क्रमात्तौ श्रीरामकृष्णौ विलीनौ श्रीगदाधरे ॥ ४२

"If he is not so, he could not achieve success immediately on hearing the instructions. If the divine power is inherent in him, how is it that he practises yoga, performs rites and plays the role of a disciple to a preceptor ?" When Bhairabi was deeply absorbed in such thoughts, she beheld a wonderful sight in her mind's eye. She saw that Lord Ramachandra with Sita and Lord Krishna with Radhika mingled together and took the shape of Gadadhar. 37 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

তাহা না হইলে আমি যে সকল তন্ত্র সাধনার বিষয় উপদেশ করিয়াছি। সেই সকল শুনিবা মাত্র নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ করিতেছেন। ৩৭

এই গদাধরের স্বরূপটি কিরূপ কেনই বা ইহাঁর যোগে যোগদান, স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষের কি জন্যই বা গুরু করেন। ৩৮

মধ্যলীলায়াং ১১শ: অ: ।

ভৈরবী এইরূপ বিচার পূর্ব্বক ধ্যান নিমীলিত লোচনে গদাধরের স্বরূপটির চিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রেমাশ্রু পুলকিত চিত্তে হৃৎপদ্ম মধ্যে একটি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলেন। ৩৯

ভগবতী জানকীর সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পদ্ম পলাশ লোচন নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত অবস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটি স্বরূপকে ক্রমশঃ গদাধরে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন। ৪০।৪১।৪২

अतो गदाधरो यो ऽसौ श्रीरामकृष्ण एव सः ।
युगावतारः पूर्णोऽयं श्रीरामकृष्ण संज्ञकः ॥ ४३
अतः कलियुगेघोरे श्रीरामकृष्ण नामतः ।
प्राप्नुवन्ति नरामुक्तिं नान्यनाम सहस्रकात् ॥ ४४
एवं समाधियुक्तायाः गतं नक्तन्दिवं यदा ।
प्रभाते श्रीरामकृष्ण भैरव्या हृदयाश्रतः ॥ ४५
सहसान्तर्हिते सा च सन्मुखे सन्ददर्श तं ।
तद्दिनावधि भैरव्या हृष्टेन मनसा तया ॥ ४६
स्वरूपं तस्य तज् ज्ञात्वा साधनालब्ध चक्षुषा ।
श्रीरामकृष्ण देवो हि तन्नामकरणङ्कृतम् ॥ ४७

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्णदेवस्य भैरवीकृत नामकरण रूपो मध्यलीलाया एकादशोऽध्यायः । मः ११ ।

"Hence Gadadhar is Sri Ramakrishna who is the incarnation of God in this Kali yuga. So, in this yuga people attains salvation by chanting the name of Sri Ramakrishna." For full one day

and night, Bhairabi remained absorbed in meditating the glory of Shri Ramkrishna. Next morning the image of Shri Ramakrishna disappeared from her mind's eye, but when she opened her eyes she found him standing before him. From that day onward Gadadhar was named as Shri Ramakrishna. 43 to 47

Here ends the eleventh chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব যিনি গদাধর তিনিই রামকৃষ্ণ। তজ্জন্যই রামকৃষ্ণ নামধারী পূর্ণ যুগাবতার এক মাত্র এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে এই রামকৃষ্ণ নাম জপাদি করিয়া কলি হত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম জপাদি করিয়া কলিহত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অন্য নাম শত সহস্র হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে একদিন একরাত্রি নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা অবস্থিত হইয়া প্রভাতে ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর হৃৎপদ্ম হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে নিজ সম্মুখে গদাধর রূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪৩।৪৭

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবী ভগবান গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামকরণ-রূপ মধ্যলীলার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মঃ ১১ অঃ।

'মধ্যলীলায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়:

श्रीरामकृष्णदेवस्य योगारूढ़स्य तत्क्षणात् ।
साधना सिद्धि संप्राप्तिरपूर्व्वस्यास्य योगिनः ॥ १
अभूदलोकसामान्या भैरव्या आनुकूल्यत: ।
असाध्य साधनासिद्धे: प्राप्ति रेव न पूर्णता ॥ २
देव दानवा गन्धर्व्वा राक्षसा मुनि मानवा: ।
सिद्धिं प्राप्ता स्तथा ते वै यं यं भावं समाश्रिता: ॥ ३
वैष्णवा विष्णुमाप्ता वै सौरा: सूर्य्यं शिवं तथा ।
शैवा: शाक्तास्तथा शक्तिं गाणपत्या गजाननं ॥ ४
सर्व्वेऽप्येवं साधकास्ते स्व स्व साधनशक्तितः ।
स्वां स्वां सिद्धिं समुत्पाद्य कृतार्थाह्यभवं स्तदा ॥ ५
किन्त्वस्य साधनदशा ठाकुरस्य पृथग्विधा ।
आर्य्यानार्य्यं साधनानां भेदोनास्ति कथञ्चन ॥ ६

It was due to able guidance of Bhairabi that Sri Ramakrishna achieved a very easy success. But that itself was not the cause of his greatness and glory. Gods demons, Gandharvrs, Rakshas sages and men achieve sncces according to their pursuit. Vaishnavas long for Vishnu, Sauras for sun, Shaivas for Shiva, Saktas for Sakti, and Ganapatyas for Gajanana. But the mode of pursuit of Thakur was quite different from others. He did not find any difference between one mode of worshisp and another. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

অলোক সামান্যা ভৈরবী দেবীর আনুকূল্যে সর্ব্ব কামনাশূন্য

অপূর্ব্ব যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সত্যসত্যই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। ১

অসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই পূর্ণতার কারণ নয়। দেবতা দানব রাক্ষস ও মুনিমানবাদি ইহাঁরা প্রত্যেকে যিনি যে ভাবে যে দেবতার উপসনা করেন। তাঁহার সেইরূপই সিদ্ধিলাভ হয়। ২।৩

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে সৌরগণ সূর্য্যকে শৈবোপাসকগণ শিবকে শাক্ত সকল শক্তিকে গাণপত্য গণেশকে এই সকল সাধক নিজ নিজ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ করেন। ৪।৫

কিন্তু এই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনারূপ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর। অর্থাৎ আর্য্য সাধকই হউন বা অনার্য্য সাধকই হউন। ইহাঁর নিকট ইহাঁদের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না। ৬

नाना साधनमार्गः स दैवतानामुपासनम्।
अवलम्ब्य तत्र तत्र सिद्धिलाभं चकारह ॥ ७
एवं साधन वैशिष्ट्यं प्राक् सृष्टेरधुना वधि।
लक्षितं न च कुत्रापि केवलन्तद् गदाधरे ॥ ८
असाध्य साधिका माता चिद्रूपा परमेश्वरी।
अद्भूत प्रकृतिरस्य सन्तानस्य सुसाधने ॥ ৯
चित्तव्याकुलतां ज्ञात्वा नाना साधन सिद्धये।
तत्तदुपासना सिद्ध परिव्राजक सत्तमान्। १०
कृपयै वाचकर्षात्र साधनासिद्ध मन्दिरे।
अष्टषष्ठ्यधिक द्विषट् शतकाब्दात् प्रभृत्यसौ। ११
एकोनाशीत्यधि द्विषट् शतकाब्दावधिं द्विजः।
कालन्तु साधनायुक्तो गङ्गागर्भे समाधिमान् ॥ १२

Thakur followed different paths and achieved success in all his pursuits. Such peculiarity of worship has never been found in anyone but Gadadhar since the times immemorial to this day To fulfil the earnest longing of Gadadhar, Goddes Kali attracted great sages and ascetics to the temples at Dakshineswar. From the Bengali year 1264 to 1276, i.e. for twelve years from the age of twenty six to thirty eight, Thakur performed his holy penance and had his achievements in the spiritual field. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর বহু দেবতার উপাসনা করিয়া সেই সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ৭

ঠাকুরের স্বতন্ত্র সাধনার মত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন ও একটি সাধকের উপাসনা কোথাও দেখা যায় না কেবল মাত্র ইহা গদাধরেই দেখা যায়। ৮

অসাধ্য সাধিকা চিন্ময়ী পরমেশ্বরী কালী অত্যাশ্চর্য্য সন্তান গদাধরের সাধন বিষয়ে চিত্ত চাঞ্চল্য জানিয়া নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধির জন্য তদুপাসনাসিদ্ধ সর্ব্বোত্তম।

পরিব্রাজক বা সাধু সন্ন্যাসি সকলকে কৃপাপূর্ব্বক এই সাধনা সিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ৯।১০

এবং সন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সন ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠাকুরের ২৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল সাধনায় রত হইয়াছিলেন। ১১।১২

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

সাধনা রম্ভকালেতু রৌপ্যমুদ্রাঞ্চ মৃত্তিকা।
গৃহীত্বা মৃত্তিকা যাতু সৈবমুদ্রা ন চাপরা॥ ১৩
স্বর্ণ রৌপ্যাদিকা মুদ্রা মৃত্তিকা ন তথা পরা।
পুনঃ পুনর্বদন্নেবং গঙ্গাগর্ভে ব্যসর্জয়ৎ॥ ১৪
ইয়ং প্রাথমিকী তস্য সাধনা সিদ্ধ যোগিনঃ।
ধনরত্ন পরিত্যাগরূপা চিত্তস্য শুদ্ধয়েঃ॥ ১৫
বস্তুপলব্ধয়ে কিন্তু গঙ্গাগর্ভেऽতিনির্মলে।
প্রায়োপবেশনং কৃত্বা নিত্যানিত্যবিচারণম্॥ ১৬
ক তবতেন শ্রীভৈরব্যা তথান্যন্যাসিভিঃ সহ।
তথা সাধন সম্পত্ত্যা নারীমাত্রে স্বমাতৃবত্॥ ১৭
ধারণা সুদৃঢ়া জাতা যোগিনো যোগসিদ্ধয়ে।
সিদ্ধিলাভাৎ পরং সাধুঃ কদাপি কামপি ধ্রুবং॥ ১৮

At the beginning of his spiritual pursuits he would take a coin in one hand and some earth in the other, and say that both were one and the same, and lastly throw them into the water of the river. Thus for purification of his mind he had to free himself from temptation of money and riches in the preliminary stage of his spiritual pursuit. He would be deeply absorbed in discussions about the eternal and the transitory with Bhairabi and others. He realised that every woman was his mother. He never looked at any woman or gold as things for enjoyment.

13 to 18

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ :—

সাধনার প্রারম্ভে এক হস্তে রূপার টাকা অন্য হস্তে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া রূপার বা সোনার টাকা ইহারা মাটিরই অন্য মূর্ত্তি অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল টাকা ও মাটি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেন। ১৩।১৪

এই সাধনা সিদ্ধযোগী ঠাকুরের চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধনরত্ন পরিত্যাগরূপ প্রথম সাধনা। ১৫

কিন্তু সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মের অনুভবের নিমিত্ত পরম পবিত্র ত্রিপথগাতীরে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক ভৈরবী এবং অন্যান্য সিদ্ধ সন্ন্যাসিবর্গের সহিত নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। ১৬

যোগী গদাধরের যোগসিদ্ধির জন্য সাধন সম্পত্তি দ্বারা নারী মাত্রে নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছিল। ১৭

ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পর কখনও কোনও একটি কামিনী বা কাঞ্চনাদিকে ভোগ বুদ্ধিতে দেখেন নাই। ১৮

কামিনীং কাঞ্চনং বাপি ভোগবুদ্ধ্যা ন দৃষ্টবান্।
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগরূপা সাধনতঃ পরং ॥ ১৯
দীনতা নিরহঙ্কার সাধনা পূর্ণতাং গতা।
যত্রাপাবিত্র্যবাহুল্যং স্থানে সাধারণো জনঃ ॥ ২০
পদার্পণে সঙ্কুচিতো ন যাতি তত্র কর্হিচিৎ।
ঠাকুরস্তু তদস্পৃশ্য স্থানং মার্জ্জিতবান্ স্বয়ং ॥ ২১
আচণ্ডালোচ্ছিষ্ট পত্রং বিধৃত্য মস্তকে তথা।
গঙ্গাগর্ভে বিনিঃক্ষিপ্য জাত্যভিমান চূর্ণতাং ॥ ২২
কৃত্বা স্বমস্পৃশ্য জাতের্নাধিকং মন্যতে সুধীঃ।
অতঃপরং সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞানস্য সাধনা ॥ ২৩

বীরস্যাস্য সাধকস্য সর্ব্বথাভিনবামতা।
ভিক্ষুকোচ্ছিষ্টকাহারং কৃত্বাদরপুরঃসরং॥ ২৪

After he had overcome the temptation of woman and money, he attained humility and selflessness, Thakur himself would cleanse those filthy places where people were averse to step into. He shook off his pride of caste as he carried the leaves containing the remains of meals left by the untouchable classes of people, ane threw them into the river. He never felt that he was superior to one belonging to the lowest classes of humanity. Next, he realised that every living creature was a manifestation of God. He would take the remains of meals left by beggars as a holy gift. 19 to 28

বঙ্গানুবাদঃ—

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগরূপ সাধনের পর দীনতা ও নিরহঙ্কারিতা সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল অপবিত্র বহুল স্থানে পদার্পনে সঙ্কুচিত হইয়া কেহ কখনও যাইত না। সেই সকল অপবিত্র স্থান ঠাকুর স্বয়ং পরিষ্কার কতিতেন। ১৯।২০।২১

আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পত্র স্বয়ং মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়া জাত্যাভিমান দূর করিয়াছিলেন। তদবধি নিজেকে অস্পৃশ্য জাতির অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিতেন না। ২২

তৎপরে এই বীর সাধকের সর্ব্ব জীবে শিব জ্ঞানের সাধনা ইহা একটি নূতন সাধনা। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে ভিক্ষুকগণের উচ্ছিষ্টান্ন

ভোজন এবং ঐ সকল উচ্ছিষ্টান্নকে মহা প্রসাদ মনে করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন। ২৩।২৪

मत्वा महाप्रसादं स्तान् मूर्ध्नि धृत्वाननर्त्त ह।
आदौ साधनाकाले च चतुर्वर्षान्तरे सुधी.॥ ३५
वैष्णवं मतमाश्रित्य दास्य सख्यादि भावत:।
तत्तत् साधन योगेन सिद्धिलाभं चकार स:। २६
श्रीकृष्णस्य सम प्राणा ये स्यु: श्रीव्रजबालका:।
चिन्ता तत्तुल्य सख्यस्य ठाकुरस्य तदा भवत्॥ २७
तथा श्रीरामचन्द्रस्य दास्य भक्ति प्रवर्त्तक:।
महावीर रामदासतुल्योऽभूद्भक्त ठाकुर:॥ २८
तन्त्रोक्त साधनायां हि सिद्धिलाभात् परं तथा।
सख्यरूपा ठाकुरस्य प्रकृति: साधना च सा॥२৯
सर्व्वथा पूर्ब्बरूपा सा लोकोत्तर चमत्कृतिः।
तदासौ स्वं जगन्मातु: सखीरूपां विभाव्य च॥ ३०

At first for four years Thakur adopted the religion of the Vaisnavas and felt like those youngsters of Braja who were at one with Sri Krishna in their heart and soul. Next he became a devotee of Shri Ramachandra and developed a devotion quite akin to Mahabir Hanuman. Thereafter, when he achieved success in his pursuit in the tantric method his services as an attending maid to the Goddess. received great appreciation from the best of devotees. At this stage he would often serve the Goddess with a chamar. 25 to 30

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রথম সাধনার সময় ৪ বৎসর বৈষ্ণব মত অবলম্বন পূর্ব্বক দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যাদিভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য যে সকল ব্রজবালক ছিল তাহাদের মত ঠাকুরের সখ্যভাব সিদ্ধ হইয়াছিল। ২৫।২৬ ২৭

তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য ভক্তির প্রবর্ত্তক মহাবীর রামদাসের মত ঠাকুরের দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। ২৮

এবং তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুরের সখ্যভাবে যে সাধনা। ২৯

তাহা অপূর্ব্ব ও মহা ভক্তগণেরও আনন্দদায়ক। সেই সময় ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার সখীরূপে ভাবনা করিয়া প্রায়ই চামর হস্তে কালিকাকে ব্যজন করিতেন। ৩০

প্রায়শ্চামরহস্তেন কালিকাং সমবীজয়ৎ।
কদাপি বা ভূষণাদৈর্বস্ত্রাদৈরপি বা তথা॥ ৩১
পরিধেয়ং কৃতং তেন রমণ্যা ইব সর্ব্বদা।
দেবীমেবাচিন্তয়ৎ স্বং স্ত্রীমূর্ত্ত্যা বান্যয়া সমং॥ ৩২
তদ্ভ ভক্তো মথুরানাথ স্তাকুরস্যাভিলাষতঃ।
প্রকৃতেঃ সাধনে যদ্‌ যদ্ দ্রব্যমাবশ্যকং ভবেৎ॥ ৩৩
তত্তদ্‌দ্রব্যস্ব বেশার্থং দত্বা ধন্যোঽভবত্তদা।
এবং প্রকৃতিভাবস্য প্রাবল্যাদ্ধি তদন্তরে॥ ৩৪
স্বস্যপুম্ভাবরূপস্য সর্ব্বথা বিস্মৃতি র্বভৌ।
তদা শ্রীরামকৃষ্ণস্য সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতো দিশি॥ ৩৫
সুতীর্থ ইব সুখ্যাতির্জাতাস্য দেবসদ্মনঃ।
তীর্থপর্য্যটনে লগ্নৈঃ পরিব্রাজক সত্তমৈঃ॥ ৩৬

Again he would wear ornaments like a woman and serve the Goddess as such. He lost sense of his own sex. Mathuranath also gladly supplied all the requisites to get Thakur dressed like a woman. The fame of the temples at Dakshineswar as a holy place extended far and wide, due to the presence of Sri Ramakrishna. 31 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

কখনও বা স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন এবং নিজকে অন্য একটি স্ত্রীলোক মনে করিয়া কালিকার সেবা করিতেন। ৩১।৩২

সেই সময় ঠাকুর নিজের অন্তরে স্ত্রী ভাবের প্রবণতা বশতঃ নিজের যে পুরুষ মূর্ত্তি অর্থাৎ আমি যে পুরুষ ইহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৩৩

শ্রেষ্ঠ ভক্ত মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছামত শক্তি সাধনায় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইত সেই সকল দ্রব্য ঠাকুরের বেশভূষার জন্য দিয়া ধন্য হইতেন। ৩৪

এবং সেই সময়ে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যবশতঃ চতুর্দ্দিকে পুণ্যতীর্থের মত সুখ্যাতি হইয়াছিল। ৩৫।৩৬

যাত্রাধ্বনি তদানীন্তৈর্যদা দৃষ্টো ব্রহ্মমঠ: ।
প্রবিশ্য তে পান্থগৃহে সাধূনামতিশোভনাম্ ॥ ৩৭
সুব্যবস্থাং সমালোক্য সানন্দাস্তত্র তেঽবসন্ ।
দিনানি কতিচিত্তত্রস্থাতুমাগ্রহশালিন: ॥ ৩৮

आतिथ्य कृत्य प्राचुर्य्यात् साधव: सुख संस्थिता: ।
मथुर: साधुसेवायां सर्व्वदा मुक्तहस्तक: ॥ ८
नित्यश्चातिथि सेवार्थं द्रव्यजातानरक्षयत् ।
एवं श्रीमथुरानाथस्तातस्य तुष्टिसाधने ॥ ४०
घुर्णतायां तदिच्छायाः सर्व्वदायं सुचेतन: ।
तदादेशं प्रतीक्ष्यैव तन्मुखं वीक्ष्य भक्तित: ॥ ४१
चिन्तायुतः श्री मथुरः किमादिष्टो भवाम्यहं ।
यद्यसौ गृह्णीयान्मत्तो धनरत्नादि वैभवान् ॥ ४२

Due to very fine arrangements of hospitality pilgrims would be glad to stay at the guest-house of Dakshineswar for some days on their way to distant holy places. Mathuranath also spent generously to bring every comfort to pilgrims and guests. He was also very eager to bring every satisfaction to Thakur, and waited for orders. He thought, "If Thakur accepts any riches from me, I shall be blessed and free from all bondages of this world." 37 to 42

বঙ্গানুবাদ ঃ —

তীর্থপর্য্যটনকারি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসিগণ যাইবার পথে রাণী রাসমণির বৃহৎ দেবালয় দেখিয়া তাঁহারা রাণীর পান্থশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সাধুগণের অতি সুন্দর সুব্যবস্থা আছে দেখিয়া আমরা এই স্থানেই কিছু দিন থাকিব এইরূপ ভাবিয়া আনন্দের সহিত সেই কালী বাড়ীতে থাকিতেন। ৩৭।৩৮

মধ্যলীলায়া ১২শ: অ: ।

অতিথিগণ উত্তম ভাবে আতিথ্য সৎকার লাভে সুখী হইতেন। মথুরবাবু সর্ব্বদা সাধু সেবায় মুক্ত হস্ত ছিলেন। ৩৯

এবং সর্ব্বদা অতিথি সৎকার জন্য বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এইরূপভাবে মথুরানাথ বাবার সন্তোষের জন্য এবং বাবার ইচ্ছা পূরণে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। ৪০

এবং বাবার আদেশের অপেক্ষা করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন কখন কি আদেশ করিবেন। ৪১

বাবা যদি আমার নিকটে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তবে আমার জন্ম সার্থক মনে করিব। বা আমার আর জন্ম হইবে না। ৪২

तदाहं जन्म साफल्यं प्राप्स्यामि जन्मखण्डनं ।
नेद्दक् चिन्ता मया कार्य्या भ्रमाद्वापि कथञ्चन ॥ ४३
स्वर्ण रौप्यादि मुद्रां यो मृद्रूपां गणयेत् सुधीः ।
तस्य प्रार्थनीयं द्रव्यं न किञ्चिदपि सम्भवेत् ॥ ४४
तथापि मथुरानाथे दानार्थमाग्रहान्विते ।
उक्तं श्रीरामकृष्णेन न मे किञ्चित् प्रयोजनं ॥ ४५
कमण्डलून् कम्बलान् वा पट्टवस्त्रादिकां स्तथा ।
देयांश्चेन्मन्यते तर्हि साधुभ्यः सर्व्वमर्प्यताम् ॥ ४६
श्रुत्वैवं मथुरस्तत्र वहुलं कम्बलादिकं ।
तत्तद्द्रव्यं समानीय भाण्डागाराण्यपूरयत् ॥ ४७
एवमादिष्टवांश्चैव तत्रस्थान् कर्म्मचारिणः ।
भवन्तो वितरिष्यन्ति तानादेशानुसारतः ॥ ४८

"I should not indulge in such thoughts for he has no sense of difference between gold and earth, and so nothing to ask for." Yet Mathuranath made an offer but Thakur refused to accept

anything for his own self. However he said, "If You are really eager to make gifts, give kamandalu, rug and cloth to the holy men." At once Mathuranath made a huge stock of all these things and ordered the managiug staff of the temples to distribute them according as Thakur liked. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা আমার কোন প্রকারে ভ্রম বশতঃ ও মনে করা উচিৎ নহে। কারণ যে মহাপুরুষ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রাকে মাটি বলিয়া মনে করেন তাঁহার প্রার্থনা দ্রব্য কিছুই নাই। ৪৩,৪৪

তথাপি মথুরানাথ মহামূল্য ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আবশ্যক নাই।

যদি কিছু দানীয় দ্রব্য দিতে ইচ্ছা কর তবে কমণ্ডলু বা পট্টবস্ত্রাদি সাধুদিগকে দাও। ৪৫।৪৬

বাবার এইরূপ আদেশ শুনিয়া মথুরানাথ বহুতর কম্বলাদি দ্রব্য সকল আনিয়া ভাঁড়ারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪৭

এবং মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্ম্মচারি সকলকে বলিয়াছিলেন। আপনারা বাবার আদেশ মত এই সকল দ্রব্য বিতরণ করিবেন। ৪৮

पङ्ग्वन्ध बधिरान् वापि साधून् वा सज्जनां स्तथा।
यान्कानपि वदेद्देवो देयं तेभ्योऽतियत्नतः॥ ४९
यदेद्दग् भजने लिप्तो रामकृष्णः स्वयं हरिः।
तदैव मन्दिरे तत्र सिद्ध साधक सत्तमः॥ ५०

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

आविर्भूतो जटाधारी रामलाला सुसेवकः।
वात्सल्य भावपूर्णोऽयं सुन्दरो रामविग्रहः॥ ५१
यत् प्रसादाठठाकुरस्य वात्सल्यभाव साधना।
अत्याश्चर्य साधनेयं जीवता विग्रहेन वै॥ ५२
श्रीरामस्य धातुमयः शोभनो बालविग्रहः।
सिद्ध साधोः समीपेऽसौ विद्यतेऽहर्निशं मुदा॥ ५३
साधोः श्रीविग्रह सेवा विग्रहाचरणं तथा।
सर्व्वथा पूर्व्वदृष्टेयं परं विस्मयहेतुका॥ ५४

"Every care should be taken to give these things to the lame, the blind. the deaf, the sadhu, or to anyone according as Thakur likes." At that time, a holy man named Jatadhari who was a devotee of a living image called Ramalala, came to the temples at Dakshineswar. It was an image of Ramachandra as a boy. It was made of metals. The mode of services rendered to the image was wonderful. During the day or the night Jatadhari always kept it with him. 49 to 54

বঙ্গানুবাদঃ—

পঙ্গু অন্ধ বধির সাধু সজ্জন অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে দিতে বলিবেন বাবার আদেশ মত তাঁহাদিগকেই যত্ন পূর্ব্বক দিবে। ৪৯

ঠাকুর এইরূপ ভাবে প্রকৃতি সাধনে যখন ব্রতী হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামলালা নামক জীবন্ত বিগ্রহ সেবক সিদ্ধ সাধক জটাধারী নামে একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। ৫০।৫১

রামলালা অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবপূর্ণ একটি বাল গোপালের মত
সুন্দর মূর্ত্তি ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ। ৫২

যে বাল বিগ্রহের কৃপায় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। জীবন্ত বিগ্রহের সহিত এই সাধনা অত্যাশ্চর্য্যরূপ। শ্রীরামচন্দ্রের ধাতুময় সুন্দর একটি বাল বিগ্রহ সিদ্ধ সাধু জটাধারীর নিকটে দিবা রাত্রি আনন্দের সহিত থাকিতেন। সাধুর বিগ্রহ সেবা এবং বিগ্রহের সহিত ব্যবহার অভূত পূর্ব্ব বিস্ময় কর। ৫৩।৫৪

सपुत्रं विग्रहं मत्वा स्वहस्तेन त्व भोजयत् ।
स्नेहाधीनं स्वसन्तानं मत्वा वा भूषयत् क्वचित् ॥ ५५
कदापि तच्चञ्चलतां दृष्ट्वातमत्य भर्त्सयत् ।
साधोरेवं साधनन्तद्दृष्ट्वा श्रीहृदयः सुधीः ॥ ५६
वाक्यहीन सुखस्यैवं सातङ्कं समाचिन्तयत् ।
एकतो मातुलस्यास्य नानाभावेन सर्व्वदा ॥ ५७
व्याकुलीकृतवन्तं मामधीरं कुरुते तथा ।
कोऽन्यः पुनः समुन्मत्तो मन्दिरेऽस्मानुपस्थितः ॥ ५८
एवमद्भूत भावस्य तरङ्गे नाभिघातितः ।
हृदयः साधुकृत्यन्तदवलोक्याति विस्मितः ॥ ५९
नास्ति साधो र्विग्रहस्य स्नान पूजादिकाः क्रियाः ।
तपो नास्ति जपो नास्ति साधनं भजनं तथा ॥ ६०

Sadhu Jatadhari used to feed the image as if it was his son, and sometimes have it dressed. Again, at other times on seeing its fickleness or irregular movement, he would abuse it. Hridayram was taken aback at this uncommon mode and method of worship of Ramlala by Jatadhari and

thought with great fear, "I am always troubled with worries caused by the changes of mood and temper of my uncle. Here comes another mad man with new problems." Hriday was, however, greatly astonished to see the peculiar habits of Jatadhari, who did not follow the usual method of worship. 55 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

সাধু বিগ্রহটিকে নিজের পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। স্নেহাধীন পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। কোন সময়ে বা বিগ্রহের চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ভাবে সেই জটাধারী সাধুর অলৌকিক সাধনা দেখিয়া হৃদয়রাম নির্ব্বাক হইয়া সভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেন। ৫৫।৫৬

একদিকে কনিষ্ঠ মাতুলের নানা প্রকার ভাবে সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল বা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। তার উপর এ আবার আর একটি মহাপাগল কোথা হতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিভাবিত হইয়া হৃদয়রাম অতিশয় বিস্মিত হইয়া ছিলেন। ৫৭।৫৮।৫৯

পরন্তু সাধুর সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ সাধুর বিগ্রহটির স্নান পূজা এবং নিজের জপ তপ সাধন ভজন কিছুই ছিল নাই। ৬০

নহিগ্রহমহোরাত্রং ধিধৃত্য হৃদি ভক্তিতঃ।
সাধুস্তন্ময়তাং প্রাপ্য সমাহূয় স্ববিগ্রহং ॥ ৬১
আগচ্ছ রে রামলালা ক্ক গতশ্চঞ্চলঃ সুতঃ।
এবন্তদ্ভাষণং শ্রুত্বা রামলালাতিশঙ্কিতঃ ॥ ৬২

तत्क्षणात्तत्समीपे स पुत्रवत् समुपस्थितः।
साधुदत्तं भोज्य द्रव्यं भुक्तवान् विग्रहः स्वयं ॥ ६३
कदा वा विग्रहः खाद्यद्रव्यं दृष्ट्वा जगाद तं।
नाहं भोक्ष्ये द्रव्य मिदममिष्टं चोरिकाफलं ॥ ६४
श्रुत्वा तद्विग्रह वचो नानाक्रन्दिन तं तदा।
मिष्टवाक्येन सन्तोष्य भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्वाधुनात्विदं ॥ ६५
मा क्रोधं कुरु पुत्र त्वं अद्येयं भुङ्क्ष्व सादरं।
आगामि दिवसे वत्स दास्यामि चोर लड्डुकम् ॥ ६६

The Sadhu used to hold the image on his breast with great devotion day and night. Sometimes he would call out, "Oh my dis obedient son, where are you ? come back." On hearing his call, the image would come back to him at once like a son to his father. The image itself used to eat the food offered to him by the Sadhu. Sometimes the image would say, "I will not take this sour cu-cumber." At this sadhu made very humble entreaties and persuaded it to take the cu-cumber with promise to give it sweets next day. 61 to 66

বঙ্গানুবাদঃ—

কেবল মাত্র দিবা রাত্র সেই বিগ্রহটিকে ধারণ পূর্ব্বক সাধু তন্ময় হইয়া বিগ্রহটিকে ডাকিয়া বলেন ওরে রামলালা আয় চঞ্চল পুত্র কোথায় যাচ্ছিস্ এইরূপ ভাবে সাধুর কথা শুনিয়া রামলালা শঙ্কান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সাধুর নিকটে উপস্থিত হইত। এবং

সাধুর প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য খাইতেন। কখনও বা খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া বিগ্রহ সাধুকে বলিতেন। এই তেতো শশা আমি খাইব না।

৬১।৬২।৬৩।৬৪

সাধু রামলালার এইরূপ কথা শুনিয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করতঃ বলিতেন। খাও বাবা এখন এইটিই খাও? ৬৫

দেখ বাবা তুমি রাগ করিও না আমি এখন যাহা দিচ্চি আজ তুমি তাহাই খাও? কল্য তোমাকে ক্ষীরের নাড়ু আনিয়া দিব। ৬৬

কদাপ্যুক্তো রামলালা বিগ্রহঃ প্রাণসন্মিতঃ ।
মা গচ্ছ গচ্ছ পুত্র ত্বং কণ্টকারণ্য মধ্যতঃ ॥ ৬৭
দ্রুতং কুত্র গচ্ছসি ত্বং বিদ্ধাঙ্গং কণ্টকৈর্ভবিঃ ।
প্রত্যাগচ্ছাত্র ভো শীঘ্রমসহ্য স্তে ত্বসন্নিধিঃ ॥ ৬৮
কদা বাতিবিরক্তেন সাধুনা বালবিগ্রহঃ ।
উক্ত স্তবার্থমত্যুগ্র বহ্নিদগ্ধো ভবাম্যহং ॥ ৬৯
তথৈব ধারণা ধ্যান তপঃ পূজা জপাদিকং ।
ব্রত্যং সন্ন্যাসিনাং যদ্ যত্তত্ সর্ব্বং নাশিতং মম ॥ ৭০
সর্ব্বস্বং সংপরিত্যজ্য ত্বা নীত্বাহং বহির্গতঃ ।
ধনং ধান্যং গৃহং দ্রব্যং যত্কিঞ্চিত্ পৈত্রবৈভবং ॥ ৭১
ভিক্ষা লব্ধান্ধসা ত্বাং বৈ নিত্যং পুষ্ণামি যত্নতং ।
তথাপি ত্বন্মনঃ প্রাপ্তুং নার্হামি বৈ কথঞ্চন ॥ ৭২

Sometimes again, the Sadhu would say. "Oh my son, don't run into thorny bushes. You will get your body pricked with thorns. Make haste to come back. It pains me much if I don't have you close to me." At other times, he would say

with great annoyance, "I suffer so much only for you. It is for your sake that I cannot do my holy duties. I have left my home with all my paternal properties, and have come out with you only. I feed you with whatever I get by begging. Yet I have not been able to win your favour. 67 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

কখন ও বা প্রাণের তুল্য রামলালাকে সাধু বলিতেন হে পুত্র তুমি কাঁটা বনে যাইও না কাঁটার বনে কি এমন করে ছুটে যেতে আছে পায়ে কাঁটা ফুটবে যে। হে পুত্র তুমি শীঘ্র আমার কাছে এস। দেখ তুমি আমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইলে বড়ই কষ্ট হয়। ৬৭।৬৮

কখনও বা সাধু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালাকে বলিতেন তোমার জন্য আমি ভীষণ ভাবে জ্বলে পুড়ে মরিলাম।

সন্ন্যাসীগণের ধ্যান ধারণা জপ তপ ও পূজাদি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য তোমার জন্য আমার সেই সকল গেল। ৭০

ধন ধান্য গৃহ দ্রব্য যা কিছু আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছি। ৭১

এখন ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি যাহা পাই সেই সকল দ্রব্য দ্বারা তোমার মন পাইলাম না। অর্থাৎ তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না। ৭২

এমত সময়ে ঠাকুরও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। ৭৩

এবং শ্রীঠাকুরস্থাপি রমণীরূপধৃক্ তদা।
প্রকৃতিঃ সাধনায়াং স লিপ্তোঽভূদ্ ভগবান্ স্বয়ং ॥ ৭৪

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ ।

শ্রীজটাধারিণঃ সাধোরপূর্ব্ব ভাব সাধনা ।
সর্ব্ব ভাবময়স্যাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ॥ ৭৪
হৃদয়ং বাৎসল্যরসৈঃ পরিপূর্ণং চকার সা ।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণাস্তু শ্রীরামলালা বিগ্রহং ॥ ৭৫
প্রাণবন্তং দিব্যমূর্ত্তিং দিব্যভাব সমন্বিতং ।
দৃষ্ট্বা চাচরণং তস্যালৌকিকং সর্ব্বমেব তৎ ॥ ৭৬
কদা বা পুষ্পমানেতুং কণ্টকারণ্য ধাবনং ।
বহ্বিষ্টমাচরতি ভোজনাবসরেঽপি চ ॥ ৭৭
নানাভাবেন ত্বং সাধুসুহৃ জয়তি বিগ্রহঃ ।
বভূব বিস্মিতো দেবো দৃষ্ট্বাস্য প্রেমকর্ষণম্ ॥ ৭৮

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhari, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fatherly affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu. and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীজটাধারী সাধুর অত্যাশ্চর্য্যময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্ব্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । ৭৪

পরন্তু ঠাকুর দিব্য ভাব বিশিষ্ট জীবন্ত শ্রীরামলালা বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কন্টকারণ্যে ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ করিতেছে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮

শিশুপুত্রস্যাচরণং দৃষ্ট্বা মাতুর্যথা ভবেৎ।
অপূর্ব্বং প্রীত্যনুভবো রামকৃষ্ণস্য চাভবৎ॥ ৭৯
ব্যাপারেঽস্মিং স্থাকুরস্য শ্রীজটাধারিণা সহ।
প্রীত্যাধিক্যং মহজ্জাতং যেন তৎ সন্নিধৌ সদা॥ ৮০
উপবিশ্য বিগ্রহস্য তাং তাং লীলাং দদর্শ সঃ।
তয়া তন্ময়তাং যাতাবতিমাত্র সুভৌ সদা॥ ৮১
নানুভূতৌ তদা তৌ তু ব্রহ্মভাব পরিপ্লুতৌ।
গতোঽয়ং দিবসঃ কিম্বা গতা বা যামিনী কদা॥ ৮২
চিদানন্দঃ শিশুরয়ং বাৎসল্য ভাববিগ্রহঃ।
সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য সন্নিধিং সমপেক্ষতে॥ ৮৩
ঠাকুরোঽস্মিন্নবসরে শ্রীজটাধারিণো গুরোঃ।
দীক্ষাং গৃহীত্বা বাৎসল্যভাব সাধনসংরতঃ॥ ৮৪

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটাধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহার ফলে ঠাকুর জটাধারীর নিকটে সর্ব্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটাধারী তন্ময় হইয়া উভয়েই সমাধিস্থ হইতেন। ৮০। ৮১

अतःपरं ठाकुरेणानुभूतमिदमेव तत्।
क्षणार्द्धं रामकृष्णन्तु त्यक्त्वा नेच्छति विग्रहः॥ ৮৫
सर्व्वदा रामकृष्णस्य कण्ठलग्नो भवाम्यहं।
श्रीजटाधारिणः पार्श्वे यावत्तिष्ठति ठाकुरः॥ ৮৬
तावत् कालं शान्तमूर्त्तिर्विग्रहः किल खेलति।
यदा श्रीरामकृष्णस्तु गमनायोपचक्रमे॥ ৮৭
तदैव रामलालातु क्रीड़ां सन्त्यज्य ठाकुरं।
धावं स्तवस्त्र प्रान्तं सः समाकृष्य स्वहस्ततः॥ ৮৮
निवारयामास तस्य गमनमन्यतो द्विधि।
एवं श्रीरामलालाया वश्यतां ठाकुरस्य तां॥ ৮৯
दृष्ट्वाश्रुपूर्णं चक्षुर्भ्यां साधुः स्वसिति दारुणं।
एवं श्रीरामकृष्णस्तु भय सङ्कट मध्यगः॥ ৯০

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilema. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে উভয়ে তন্ময়তা লাভ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্যই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাৎসল্যভাবের মূর্ত্তি এই চিদানন্দ বালবিগ্রহ সর্ব্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সদ্গুরু জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাৎসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ ক্ষণকালের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

পরন্তু বিগ্রহের ভাব এইরূপ হইয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা ঠাকুরের গলদেশে সংলগ্ন থাকিব। সন্ন্যাসী জটাধারীর নিকটে ঠাকুর যতক্ষণ থাকিতেন ততঃক্ষণ বালবিগ্রহ শান্তমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দ মনে ক্রীড়া করিতেন। ৮৬

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

যখন ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলাধুলা ফেলিয়া দিয়া নিজহস্তে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁট টানিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিতেন। ৮৭। ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রুপূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপভাবে ঠাকুর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন। ৮৯।৯০

चिन्तयन् येन स तस्य सर्व्ववस्तु बिरागिनः।
सर्व्वस्वं साधनधनमेकमेवावलम्बनम्॥ ९१
बलात् प्रसह्य तं देवं नेतुमिच्छति ठाकुरः।
अपूर्व्वे सिद्धपीठेऽस्मिन् प्राचीन नवीनद्वयं॥ ९२
भक्तं गृहीत्वा वात्सल्यभावस्याधार रूपकः।
रामलाला व्यधात् क्रीड़ां तत्र प्रायेन वत्सरं॥ ९३
दृष्ट्वा लीलां जटाधारी किं करोमीति चिन्तितः।
रामलालां रामभक्तसकाशात्र कदाचन॥ ९४
नेतुं शक्तो भविष्यामि तत् प्रेमाधिक्य हेतुतः।
इत्येवं महती चिन्ता सदा मे हृदि वर्त्तते॥ ९५
रामलालां विनान्यत्र गमनं मरणं मम।
विचिन्त्यैवं जटाधारी कदाचित्तं सुविग्रहं॥ ९६

Thakur felt as if he was forcibly robbing Jatadhari of his all, ie. Ramalala which was the only supporting prop of his life. For one year Ramalala played with these two devotees of

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramalala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramalala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramalala to him said. 91 to 96

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সর্ব্বস্বত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্ব্বস্ব সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্ব্বক আমি লইতেছি। বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর ক্রীড়া করিয়া ছিলেন । ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ ক্রীড়াদেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে অমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রেমের আধিক্য বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না। এই মহাচিন্তা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা হইতেছে। ৯৪।৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যত্রগমন মৃত্যুতুল্য। এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে। ৯৬

হস্তে কৃত্বা রামকৃষ্ণস্য সম্মুখে সমুপস্থিতঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণহস্তে স সমর্প্য বালবিগ্রহং ॥ ৯৭

मध्यलीलायां १२शः अः।

गद्‌गदेन स्वरेणैव योगी योगीश्वमभ्यधात्।
तव सङ्गं परित्यक्तुं रामलाला हि नेच्छति ॥ ९८
अत्रैवास्य स्थातुमिच्छा नान्यत्र गमने स्पृहा।
चिराराध्य नित्यशुद्ध सच्चिदानन्द विग्रहं ॥ ९९
प्रदर्श्य कृपया मह्यं स्वरूपं साधुवत्सलः।
उवाचाहं सुखास्थां वै स्थास्यामि चेत्तदन्तिके ॥ १००
कृतकृत्यो भवाम्यद्य तेनाहं त्वत् समीपगः।
अस्यानन्दो ममानन्दः प्रागहं नाव बुद्धवान् ॥ १०१
जानेऽधुना त्वत् कृपया प्रमाधारस्य वस्तुनः।
आराध्य विग्रहस्यास्य सुखमेव सुखं मम ॥ १०२॥

"Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where. It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy."

97 to 102

বঙ্গানুবাদ ঃ—

দুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিগ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্ব্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যোগী জটাধারী বলিয়াছিলেন। আমার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। ৩৭ ৯৮

এই খানেই ইহাঁর থাকিবার ইচ্ছা অন্যত্রগমনে ইচ্ছা নাই

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল সুবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী হইব। ৯৯। ১০০

অদ্য আমার সাধনা সফল হইল। তজ্জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুঝিলাম। অর্থাৎ প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ। ১০২

अतोऽहं मम सर्व्वस्वं समर्प्य भवतः करे।
अद्यान्यत्र गमिष्यामि तद् भवाननुमोदताम् ॥ १०३
गृहाण मे ममाराध्यं वात्सल्याधाररूपकं।
जीवन्तं विग्रहं तात वक्तुं द्रष्टुं न शक्ष्यते ॥ १०४
वाष्पैः कण्ठोऽतिरुद्धो मे चक्षुरश्रुभिराप्लुतं।
प्राणाराम रामराम रामलाला गतिर्म्मम ॥ १०५
गतोऽन्यत्र जटाधारी मुक्तकण्ठं रुदन् मुहुः।
भगवान् रामकृष्णस्तु ततस्तं विष्णुमन्दिरे ॥ १०६

So I now hand over my all to you and beg to leave this place. Ramalala is be all and end all of my life." Jatadhari's voice became choked and he could not speak any more. He cried out bitterly and left the place with tearful eyes.

मध्यलीलायां १२शः अः ।

श्रीजटाधारिणः साधोरपूर्व्व भाव साधना ।
सर्व्व भावमयस्यास्य श्रीरामकृष्ण योगिनः ॥ ७४
हृदयं वात्सल्यरसैः परिपूर्णं चकार सा ।
एवं श्रीरामकृष्णास्तु श्रीरामलाला विग्रहं ॥ ७५
प्राणवन्तं दिव्यमूर्त्तिं दिव्यभाव समन्वितं ।
दृष्टा चाचरणं तस्यालौकिकं सर्व्वमेव तत् ॥ ७६
कदा वा पुष्पमानेतुं कण्टकारण्ये धावनं ।
वह्निमिष्टमाचरति भोजनावसरेऽपि च ॥ ७७
नानाभावेन त्वं साधुसुहृ जयति विग्रहः ।
वभूव विस्मितो देवो दृष्टास्य प्रेमकर्षणम् ॥ ७८

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhari, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fathery affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu. and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীজটাধারী সাধুর অত্যাশ্চর্য্যময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্ব্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৭৪

मध्यलीलायां १२शः अः।

পরন্তু ঠাকুর দিব্য ভাব বিশিষ্ট জীবন্ত শ্রীরামলালা বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কণ্টকারণ্যে ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ কবিতেছে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৫।৭৬।৭৭।৭৮

शिशुपुत्रस्याचरणं दृष्ट्वा मातुर्यथा भवेत्।
अपूर्व्वं प्रीत्यनुभवो रामकृष्णस्य चाभवत्॥ ৩৫
व्यापारेऽस्मिं ष्ठाकुरस्य श्रीजठाधारिणा सह।
प्रीत्याधिक्यं महज्जातं येन तत् सन्निधौ सदा॥ ৮০
उपविश्य विग्रहस्य तां तां लीलां ददर्श सः।
तया तन्मयतां यातावतिमात्र सुभौ सदा॥ ৮১
नानुभूतौ तदा तौ तु ब्रह्मभाव परिप्लुतौ।
गतोऽयं दिवसः किम्वा गता वा यामिनी कदा॥ ৮২
चिदानन्दः शिशुरयं वात्सल्य भावविग्रहः।
सर्व्वदा रामकृष्णस्य सन्निधिं समपेच्छति॥ ৮৩
ठाकुरोऽस्मिन्नवसरे श्रीजटाधारिणो गुरोः।
दीक्षां गृहीत्वा वात्सल्यभाव साधनसंरतः॥ ৮৪

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অনুভব হয়। ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটাধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহার ফলে ঠাকুর জটাধারীর নিকটে সর্ব্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটাধারী তন্ময় হইয়া উভয়েই সমাধিস্থ হইতেন। ৮০। ৮১

অতঃপরং ঠাকুরেণানুভূতমিদমেব তত্।
ক্ষণার্দ্ধং রামকৃষ্ণন্তু ত্যক্তুং নেচ্ছতি বিগ্রহঃ॥ ৮৫
সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য কণ্ঠলগ্নো ভবাম্যহং।
শ্রীজটাধারিণঃ পার্শ্বে যাবত্তিষ্ঠতি ঠাকুরঃ॥ ৮৬
তাবত্ কালং শ্রান্তমূর্ত্তি বিগ্রহঃ কিল খেলতি।
যদা শ্রীরামকৃষ্ণস্তু গমনায়োপচক্রমে॥ ৮৭
তদৈব রামলালাতু ক্রীড়াং সন্ত্যজ্য ঠাকুরং।
ধাবং স্তবস্ত্র প্রান্তং সঃ সমাকৃষ্য স্বহস্ততঃ॥ ৮৮
নিবারয়ামাস তস্য গমনমন্যতো দ্বিজ।
এবং শ্রীরামলালায়া বশ্যতাং ঠাকুরস্য তাং॥ ৮৯
দৃষ্ট্বাশ্রুপূর্ণ চক্ষুর্ভ্যাং সাধুঃ শ্বসিতি দারুণং।
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্তু ভয় সঙ্কট মধ্যগঃ॥ ৯০

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilema. 85 to 90

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপভাবে উভয়ে তন্ময়তা লাভ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্যই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাৎসল্যভাবের মূর্ত্তি এই চিদানন্দ বালবিগ্রহ সর্ব্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সদ্‌গুরু জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাৎসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ ক্ষণকালের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

পরন্তু বিগ্রহের ভাব এইরূপ হইয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা ঠাকুরের গলদেশে সংলগ্ন থাকিব। সন্ন্যাসী জটাধারীর নিকটে ঠাকুর যতক্ষণ থাকিতেন ততঃক্ষণ বালবিগ্রহ শান্তমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দ মনে ক্রীড়া করিতেন। ৮৬

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

যখন ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলা-ধুলা ফেলিয়া দিয়া নিজহস্তে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁট টানিয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিতেন। ৮৭। ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রু-পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপভাবে ঠাকুর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন। ৮৯।৯০

चिन्तयन् येन स तस्य सर्व्ववस्तु बिरागिनः।
सर्व्वस्वं साधनधनमेकमेवावलम्बनम् ॥ ९१
वलात् प्रसह्य तं देवं नेतुमिच्छति ठाकुरः।
अपूर्व्वे सिद्धपीठेऽस्मिन् प्राचीन नवीनद्वयं ॥ ९२
भक्तं गृहीत्वा वात्सल्यभावस्याधार रूपकः।
रामलाला व्यधात् क्रीड़ां तत्र प्रायेन वत्सरं ॥ ९३
दृष्ट्वा लीलां जटाधारी किं करोमीति चिन्तितः।
रामलालां रामकृष्णसकाशान्न कदाचन ॥ ९४
नेतुं शक्तो भविष्यामि तत् प्रेमाधिक्य हेतुतः।
इत्येवं महती चिन्ता सदा मे हृदि वर्त्तते ॥ ९५
रामलालां विनान्यत्र गमनं मरणं मम।
विचिन्त्यैवं जटाधारी कदाचित्तं सुविग्रहं ॥ ९६

Thakur felt as if he was forcibly robbing Jatadhari of his all, ie. Ramalala which was the only supporting prop of his life. For one year Ramalala played with these two devotees of

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramalala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramalala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramalala to him said. 91 to 96

বঙ্গানুবাদ :—

সর্ব্বস্বত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্ব্বস্ব সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্ব্বক আমি লইতেছি। বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর ক্রীড়া করিয়া ছিলেন । ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ ক্রীড়াদেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে অমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রেমের আধিক্য বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না। এই মহাচিন্তা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা হইতেছে। ৯৪।৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যত্রগমন মৃত্যুতুল্য। এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে। ৯৬

হস্তে কৃত্বা রামকৃষ্ণ সম্মুখে সমুপস্থিতঃ ।
শ্রীরামকৃষ্ণহস্তে স সমর্প্য বালবিগ্রহং ॥ ৯৭

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

गद्‌गदेन स्वरेणैव योगी योगीशमभ्यधात्।
तव सङ्गं परित्यक्तुं रामलाला हि नेच्छति ॥ ९८
अत्रैवास्य स्थातुमिच्छा नान्यत्र गमने स्पृहा।
चिराराध्य नित्यशुद्ध सच्चिदानन्द विग्रहं ॥ ९९
प्रदर्श्य कृपया मह्यं स्वरूपं साधुवत्सलः।
उवाचाहं सुखास्यां वै स्थास्यामि चेत्तदन्तिके ॥ १००
कृतकृत्यो भवाम्यद्य तेनाहं त्वत् समीपगः।
अस्यानन्दो ममानन्दः प्रागहं नाव बुद्धवान् ॥ १०१
जानेऽधुना त्वत् कृपया प्रमाधारस्य वस्तुनः।
आराध्य विग्रहस्यास्य सुखमेव सुखं मम ॥ १०२ः

"Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where. It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy."

97 to 102

বঙ্গানুবাদঃ—

দুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিগ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্ব্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে যোগী জটাধারী বলিয়ছিলেন। আমার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। ৯৭ ৯৮

এই খানেই ইহাঁর থাকিবার ইচ্ছা অন্যত্রগমনে ইচ্ছা নাই

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল সুবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বলিয়াছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী হইব। ৯৯। ১০০

অদ্য আমার সাধনা সফল হইল। তজ্জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুঝিলাম। অর্থাৎ প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ। ১০২

अतोऽहं मम सर्व्वस्वं समर्प्य भवतः करे।
अद्यान्यत्र गमिष्यामि तद् भवाननुमोदताम् ॥ १०३

गृहाण मे ममाराध्यं वात्सल्याधाररूपकं।
जीवन्तं विग्रहं तात वक्तुं द्रष्टुं न शक्यते ॥ १०४

वाष्पैः कण्ठोऽतिरुद्धो मे चक्षुरश्रुभिराप्लुतं।
प्राणाराम रामराम रामलाला गतिर्म्मम ॥ १०५

गतोऽन्यत्र जटाधारी मुक्तकण्ठं रुदन् मुहुः।
भगवान् रामकृष्णस्तु ततस्तं विष्णुमन्दिरे ॥ १०६

So I now hand over my all to you and beg to leave this place. Ramalala is be all and end all of my life." Jatadhari's voice became choked and he could not speak any more. He cried out bitterly and left the place with tearful eyes.

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

Then Ramakrishna kept the image in the temple of Lord Vishnu, with great joy and devotion.

103 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব সর্ব্বস্ব স্বরূপ একমাত্র আরাধ্য দেবতা এই বিগ্রহটিকে আপনার হস্তে সমর্পন পূর্ব্বক অদ্যই আমি অন্যত্র গমন করিব আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিন। ১০৩

বাৎসল্য ভাবের আধার আমার এই জীবন্ত বিগ্রহটিকে অতি মহৎ আপনি গ্রহণ করুন। আমি আর কিছু বলিতেও পারিতেছি না এবং আমার চক্ষুর্দ্বয়ও দেখিতে পাইতেছে না। ১০৪

বাস্পদ্বারা আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু প্লাবিত হইল। হে প্রাণারাম রাম রাম রামলালা তুমিই আমার একমাত্র গতি। এই কথা পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধ সাধু জটাধারী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ১০৫

তৎপরে ভগবান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও' রাসমনির গোবিন্দমন্দিরে সেই রামলালা বিগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১০৬।১০৭

বিগ্রহটিও কলিযুগ পাবনাবতার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়া ছিলেন। ১০৮

বিগ্রহং বৈ সুখং স্থাপ্য ব্রহ্মানন্দমবাপ্নবান্।
বিগ্রহোঽপি সুখং প্রাপ স্বস্যৈবাপররূপকং ॥ ১০৭
পাবনং কলিযুগস্য ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কং।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবন্তং পরমানন্দমাপ সঃ ॥ ১০৮

मध्यलीलाया १२शः अः।

नाहङ् महाप्रेमिकस्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे।
कदापि किं पुनस्तस्य चाविर्भावो भविष्यति॥ १०९

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामलाला विग्रहसेवो जटाधारी सन्न्यासी समागमरूपो मध्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। १२॥

The image also felt greatly delighted as it got constant companionship with Ramakrishna who was but God in human shape. Will such a great devotee as Jatadhari ever appear again at Dakshineswar. 107 to 199

Here ends the twelveth chapter of Madhyalila in the Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেইরূপ মহা প্রেমিক সাধুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কখনও কি পুনর্ব্বার আবির্ভাবের সম্ভাবনার সম্ভব হইবে। ১০৯

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রামলালা বিগ্রহ সেবক জটাধারী সাধুর রামকৃষ্ণের সহিত সমাগমরূপ মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

मध्यलीलायां १३शः अः।

गते साधौ तत स्तत्र श्रीरामकृष्ण योगिनः।
तोतापुरी साधुसङ्गाद्द्वैत ब्रह्म साधना॥ १

मध्यलीलायां १३शः अः।

श्रीरामकृष्णदेवस्य प्रसादाद्गुरुरूपिनः।
वेदान्तवादिन श्चाभूदुत्तमं दिव्यदर्शनम्॥ २

वात्सल्य साधनासिद्धि लाभं कृत्वापि ठाकुरः।
साधनायाः पिपासान्तु नैव योगीश्वरो जहौ॥ ३

तदा तन्मनसोऽभीप्सा भक्तेभ्यः प्रकटीकृता।
साधनानि विचित्रानि विहितानि सुसाधकैः॥ ४

सर्व्वसाधन सिद्ध्यर्थं नैकोऽपि यतते क्वचित्।
रत्नाकरस्यान्तरस्थ नानारत्नानि सर्व्वदा॥ ५

विद्यन्तेऽत्र न सन्देहो यत्नविद्भिः सुवीच्चितम्।
समुद्रतीरवास्तव्या यन्तोद्धृत वह्नन्यपि॥ ६

On coming into contact with Sadhu Totapuri Sri Ramakrishna attained the state of one undivided existence, i e. Bramha. By the grace of Sri Ramakrishna a Vedantist realised Divinity. Even after attaining the desired end through the mode of filial worhip, Thakur did not rest in his spiritual pursuit. Once he gave vent to his feeling to his devotees to the effect that every devotee worshipped his own god but none liked to try different ways and see the results. He said, "There are many precious gems in the bed of the sea. Those who live on the coast of the sea are not satisfied with the few gems that are colleted from the bottom of the sea. They like to have more gems. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতঃপর মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সন্ন্যাসীর সঙ্গবশতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। ১

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে গুরুরূপী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর ও সর্বোত্তম দিব্যদর্শন বা ভগবতীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ২

ঠাকুর বাৎসল্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ৩

সেই সময় তাঁহার মনের বাসনা ভক্তবর্গের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাধকগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সিদ্ধির জন্যই সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধকও বহু দেবতার সাধনার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ৪

দেখ রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে বহুপ্রকার রত্ন সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষিত বিষয়। সমুদ্রতীর বাসী জনগণ যন্ত্রের দ্বারা উদ্ধৃত সেই সকল রত্ন দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করেন নাই। ৫।৬

तृप्यन्ति न रत्नानि पश्यन्तोऽपि मुहुर्जनाः ।
व्यग्रा भवन्ति सततं नवदर्शनहेतवे ॥ ७
तथाहमपि वै तद्वत् साधनेषु बहुष्वपि ।
सर्व्वदा सिद्धिलाभाय यतिष्ये नात्र संशयः ॥ ८
अस्मान्तरे जगन्मातुर्भूय एवानुकम्पया ।
निर्विशेष परब्रह्माद्वैत साधन सिद्धिमान् ॥ ९

मध्यलीलायां १३शः अः

श्रीपरिव्राजकाचार्य्य स्तोतापुरीति नामतः।
श्रीरामकृष्णदेवस्य ब्रह्मज्ञानार्थ मेव सः॥ १०

आविर्भूतो महायोगी सन्न्यासी शाङ्करस्तदा।
बहुकालं पुण्यतोय श्रीनर्म्मदा नदीतटे॥ ११

जनशून्योटजावास उषित्वार्द्ध शतं समाः।
निःसाधनसम्पन्नो निर्व्विकल्प समाधिना॥ १२

"Similarly I also make repeated endeavours to attain success through different ways prevalent among cultured as well as uncultured communities." Thereafter, another ascetic, named Totapuri, came to Dokshineswar to impart knowledge of Bramha ( Supreme being ) to Sri Ramakrishna. For more than fifty years he lived all alone and dedicated himself to holy pursuit in a forest on the bank of the Narmada. 7 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু নূতন নূতন রত্ন দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। ৭

সেইরূপ আমিও আর্য্যানার্য্য ভেদে বহু দেবতার বহুপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করি। এইরূপভাবে শিষ্য-বর্গকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ৮

অতঃপর জগদম্বার কৃপায় পুনর্ব্বার একটি অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ সন্ন্যাসীচূড়ামণি শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত মহাযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। ৯,১০

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

এই সাধু তোতাপুরী বহুকাল নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে প্রায় পঞ্চাশবর্ষ বাস করিয়া সাধনসম্পত্তিতে লিপ্ত হইয়া সমাধি সিদ্ধ হয়েন। বা নির্ব্বিকল্প সমাধি দর্শন করেন ১১।১২

अतोऽनेन ब्रह्मसाक्षात्कारो योगी सुदुर्लभः।
ततस्तोतानन्दमना बभूव योगसिद्धितः॥ १३
एवं तोतापुरीसाधो ब्रह्मज्ञस्य मनस्यभूत्।
नानादेश पर्य्यटने सङ्कल्पः सुमहत्तरः। १४
ततः स्वाश्रमतः साधुर्वहिर्यातो यथाविधि।
उत्तरायण संक्रान्त्यां गङ्गासागर सङ्गमे॥ १५
तीर्थे स्नात्वा तथा दृष्ट्वा तत्र तं कपिलं मुनिं।
दृष्ट्वा प्रभुं जगन्नाथमुत्कलेसु विराजितं॥ १६
मध्यभारत पर्य्यन्तं कृत्वा पर्य्यटनं सुधीः।
वङ्गदेशं समासाद्य यत्र गङ्गा सरिद्वरा॥ १७
तस्याः पूर्व्वतटे रम्या कलिकाता महापुरी।
तत्र श्रीकालिकां दृष्ट्वा दक्षिणेश्वर मागतः॥ १८

He attained success in his pursuit and realised Brmha, the supreme Being. Then he left his lonely cottage and set out to travel far and wide. He went to Gana-sagar where he took his bath and saw the temple of the Kapila. He went to the temple of Jagannath at Puri. Thereafter he came to Bengal and after paying a visit to the temple at Kalighat in Calcutta he came to temples at Dakshineswar. 13 to 18

মধ্যলীলায়াং ৭ম্ম: অ: ।

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এই জন্য তোতা যোগিগণেরও দুর্লভ ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ১৩

এই নর্ম্মদা নদী পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গতা হইয়া তমসা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন। এই নর্ম্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের মত পবিত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥
সর্ব্ব পাপহরা নিত্যং সর্ব্বদেব নমস্কৃতা॥

এই নর্ম্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্ত্বথযামুনং।
নার্ম্মদং দশাভির্মাসৈ র্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতে॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্ম্মদার জল দশ মাস। এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করেন। তৎপরে জীর্ণ হয়েন। সেই নর্ম্মদা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে সাধন দ্বারা তোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন। ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে তোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্য সঙ্কল্প হইলে আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যভরাত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে :কলিকাতা মহানগরী ও কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलीलायां १३शः अः।

अस्थैवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः।
अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं॥ १९
तेनाकृष्टो भृशं योगी मनस्यै तदचिन्तयत्।
अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग् ध्रुवं॥ २०
मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्याधिकारवान्।
भवेदेव न सन्देह स्तूत्तमं ब्रह्मसाधनं॥ २१
सामन्यालाप मात्रेणालौकिकं शक्तिसाधकं।
बुबोध्र तं तपोदीप्तभावोज्वल मुखं द्विजं॥ २२
दृष्टान्तर्बोधकारिण्या वीक्ष्य तोता ब्रवीद्वचः।
वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्‌हृदि॥ २३
दीर्घाकृते र्जटाजूटधारिणो दीप्त चक्षुष.।
सन्न्यासिन स्तेजोमय नग्नदेहस्य योगिनः॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

বঙ্গানুবাদঃ—

এই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। এবং মন্দিরস্থ পবিত্র দেহ-

ধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং ঠাকুর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যোগী তোতাপুরীর মনে মনে এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল যে আমার মনে হয় এই আত্মারাম নির্বিকার পুরুষই অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের একমাত্র অধিকারী। ইহা নিঃসন্দেহ যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনই সর্ব্বোত্তম সাধন। ১৯।২০।২১

তোতাপুরী ঠাকুরের সহিত সামন্য আলাপমাত্রে বুঝিয়াছিলেন যে ইনি একটি শক্তি সাধক। ঠাকুরের তপোদীপ্ত ভাবোজ্জল মুখ দেখিয়া এবং অন্তরে আঘাত করে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ঠাকুরকে দেখিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার কি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সাধনার ইচ্ছা আছে? ২২।২৩

দীর্ঘাকার জটাজুটধারী প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় তেঃপুঞ্জ নগ্ন দেহ মহা-যোগী তোতপুরী সন্ন্যাসীর। ২৪

শ্রুত্বা বাচং তদা রামকৃষ্ণো নোক্তমিদং বচঃ।
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং নাহং বেদ্মি কথঞ্চন ॥ ২৫
বেত্তি সর্ব্বং জগন্মাতা বদেচ্চ তত্করোম্যহং।
শ্রুত্বা বদ ততস্তোতা গচ্ছ পৃচ্ছ স্বমাতরং ॥ ২৬
শ্রুত্বৈবং শ্রীরামকৃষ্ণো ভাবগদ্গদ চেতসা।
জগদম্বা মন্দিরে সংপ্রবিশ্য সুমহামতিঃ ॥ ২৭
ভাবাবিষ্টো মাতৃবাক্যং সুশ্রাব তত্ক্ষণাদহো।
ত্বদর্থমেব সন্ন্যাসো দক্ষিণেশ্বরমাগতঃ ॥ ২৮
কুরু শিক্ষামসঙ্কোচং সমীপে তস্য যোগিনঃ।
ব্রহ্মরূপাং মত্তনুভাং তুভ্যং দাস্যতি নিশ্চিতং ॥ ২৯
ইত্যেবং মাতুরাজ্ঞাং স প্রাপ্য তত্ক্ষণতঃ সুধীঃ।
প্রায়েন লুপ্তসংজ্ঞঃ স কম্পান্বিত কলেবরঃ ॥ ৩০

"I do not know at all what to do or not to do. That is known to the Mother of the universe. I will do if She asks me to do" At this Totapuri said, "Go and ask your mother." As Sri Ramakrishna entered the temple of the Goddess Jagadamba, he heard the divine words of the Goddess, "The great ascetic has come over here only for you. Don't hesitate to receive instructions from him." On being so ordered by the Goddess, Sri Ramakrishna almost lost his consciousness and returned to Totapuri in a very agitated mood, 25 to 30

**বঙ্গানুবাদ :—**

কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি কি করিব কি না করিব কিছুই জানি না। ২৫

জগদম্বা জানেন। তিনি যদি বলেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিব। এই কথা শুনিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। ২৬

তখন ঠাকুর ভাবপ্রবণ চিত্তে মাতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তন্ময় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুর অত্যাশ্চর্য্য মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী তোমার জন্যই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছেন। ২৭।২৮

তুমি এই সন্ন্যাসীর নিকটে অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা কর। আমারই দেহ জ্যোতি স্বরূপা ব্রহ্মরূপা শক্তিকে তোমাকে জানাইয়া দিবেন। ২৯

এইরূপে জগদম্বার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় চৈতন্য শূন্য কলেবরে। ৩০

मध्यलीलायां १२शः अः।

ततःस्तोतापुरी साधोः समीपं पुनरागवान्।
भावाविष्टः प्रत्युवाच देवस्तं गुरुरूपिनं ॥ ३१
भवतः कृपया ह्याज्ञं मात्रादिष्टोऽभवं प्रभोः।
शिष्य भावातिशय्यन्तदृष्ट्वा तोता चमत्कृतः ॥ ३२
अधुनाद्भूत शिष्योऽयं देवो मूर्त्तिं मठस्थितां।
मातृ सम्बोधनं कृत्वा करोत्वभिनयन्त्विमं ॥ ३३
एवं तोतापुरी ज्ञात्वा रामकृष्णं पुनःपुनः।
सदयमवलोक्यैवावज्ञायुक्त सुखस्तदा ॥ ३४
हास्येन स्फुरितश्चाभूदद्वैत ज्ञान हेतुतः।
अज्ञानवन्धना न्मुक्ति लाभार्थं साधकस्य च ॥ ३५
नास्त्यन्यः पुरुषाकारा दुपायः शास्त्र सम्मतः।
ईश्वरस्याथवा शक्तिसंयुक्त ब्रह्मणोऽपि वा ॥ ३६

Shi Ramakrishna said, "Oh Lord, by your grace, I have got the orders from my mother." Totapuri became much surprised at the uncommon devotion of his disciple. Even then, he suspected some theatrical gesture in his disciple who called the image of the temple, his Mother. So he said in a very disparaging manner. "It is enjoined in the holy scriptures that nothing but intelligent efforts can make one free the bondage which is due to ignorance of Truth. Here, divine grace or assistance is of no avail. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদ :—

তোতাপুরী সাধুর নিকটে আসিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর পুনর্ব্বার

গুরুমূর্ত্তিধারী তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন। হে প্রভো আপনার কৃপায় আজ আমি জগদম্বার আদেশ পাইয়াছি। তোতাপুরী শিষ্যের ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ৩১।৩২

এবং ভাবিয়াছিলেন সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য শিষ্যটি মঠস্থিতা দেবী মূর্ত্তিকে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক একপ্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের মত করিতেছেন। ৩৩

তোতাপুরী এইরূপ ভাবিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ পুনর্ব্বার অবলেকন পূর্বক অদ্বৈত ভাবাপন্ন বশতঃ অত্যন্ত অবজ্ঞাযুক্ত মুখে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৩৪

সাধকের অজ্ঞানজনিত বন্ধনের মোচনের জন্য পুরুষাকার ভিন্ন অন্য উপায় কিছুমাত্র নাই। এইরূপই শাস্ত্রবাক্য। ঈশ্বরের অথবা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের দয়া বা সাহায্য দ্বারা কেহ কোনরূপ ফলভাগী হয় না। ৩৫।৩৬

कृपया वानुकूल्येन न कोऽपि फलभाग् भवेत्।
परन्तु भ्रान्त संस्काराद् ये चैवं भावमाश्रिताः ३७
कृपा कुरु भो भगवन् वदन्तः केवलं सदा।
तेऽत्यन्त दुर्ब्बला ज्ञेयाः शास्त्रार्थं न विदन्ति हि ॥ ३८
अतोऽस्य रामकृष्णस्य देवी निष्ठा दृढ़स्य च।
अवज्ञा तस्य साधो हिं स्वाभाविकी सुनिश्चिता ॥ ३९
तथाप्यसौ तदा लीला मनस्ये तदचिन्तयत्।
निम्नाधिकारिणोऽप्यस्य यदा दीक्षा भविष्यति ॥ ४०
मत्त स्तदा देवीभावः समूलं हि विनश्यति।
ज्ञानशक्ति प्रभावेन नाम शक्तौ विलीनतां ॥ ४१
यास्यत्यस्य न सन्देहो ब्रह्म मार्गी वलस्विनः।
ततः पञ्चवटी मध्ये ब्रह्मस्थापन पूर्व्वकं ॥ ४२

"Those who solicit the favour of gods or goddesses, are very weak and ignorant of the correct meaning of the holy scriptures". Hence, it was natural that this ascetic should hold Sri Ramakrishna's devotion to the Goddess in contempt. So Tatapuri thought that even though his disciple was of a very low order, yet when he would be initiated into the divine knowledge of Bramha he would certainly lose his propensity for names by virtue of all pervading knowledge.

37 to 42.

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক হে ভগবান আমায় কৃপা করুন সর্ব্বদা এইরূপ বলেন তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁদেয় কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। ৩৭।৩৮

অতএব কালীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ঠাকুরের প্রতি তোতা-পুরীর তুচ্ছতা ভাব কঠোর সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক ভাব। ৩৯

তথাপি তোতাপুরী সেই সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে নিম্নাধিকারী এই সাধক যখন আমার নিকটে দীক্ষা লাভ করিবে তখন আর এরূপ দেবীভাব থাকিবে না। ৪০

এবং জ্ঞানশক্তির প্রভাবে নামাদি শক্তি নিশ্চয় নষ্ট হইবে। ৪১

বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসনাকারী সাধকের কোনরূপ ভাব ভক্তি নামরূপ কিছুমাত্র থাকে না। ইহা আমার যথেষ্ট অনুভূতি হইয়াছে। ৪২

कृत्वा योगासनं तोता तत्रस्थान मकल्पयत्।
ततः प्राचीन व्रह्मज्ञ गुरोरादेशत स्तदा॥ ४३
रामकृष्णः स्व पितृणां कृत्वा वै सलिल क्रियां।
पिण्डान् निर्व्वापयामास स्वपिण्डमपि दत्तवान्॥ ४४
सन्न्यासदीक्षा समये स्वर्लोक गति कामनां।
वर्णाश्रमाधिकारस्य निःशेषं परिवर्जयेत्॥ ४৫
तथा शास्त्रविधानाद्धि मन्त्र ग्रहणपूर्व्वतः।
साधकः स्व प्रेतपिण्डं स्वहस्तेन प्रयच्छति॥ ४६
एवं स्व पूर्व्वकृत्ये च सुसमाप्ते परेऽहनि।
शुभ्र व्राह्ममुहूर्त्ते श्रीरामकृष्णस्य धीमतः॥ ४७
साधनायतने पञ्चवट्यां होमाग्निरुत्थितः।

एवं स्व सर्व्वस्व त्याग व्रह्म मन्त्र ग्रहे तदा॥ ४८

At Panchabati a seat for the yoga was prepared. At the outset, Sri Ramakrishna performed water giving and rice-giving ceremonies relating to his dead father and forefathers and also his own sradh ceremonies for his own well being after death. He also gave up all his religious rights in this mortal world. Next day at dawn he kindled the holy fire at Panchabati. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে তোতা ঠাকুরের পঞ্চবটীর নিকটেই ব্রহ্ম স্থাপনপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া সেই স্থানেই সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪৩

এবং সেই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ প্রাচীন গুরুর

মধ্যলীলায়াং ১২শ: অ: ।

আদেশমত নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। ৪৪

কারণ সন্ন্যাস দীক্ষায় স্বর্গ গমনাদি কামনা এবং বর্ণাশ্রমাচারাদি সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ৪৫

এইরূপ শাস্ত্রের বিধানবশতঃ ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে নিজের প্রেত পিণ্ড নিজহাতে গ্রহণ ও আস্বাদন করিতে হয়। ৪৬

এইরূপে মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে পূর্বকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া পরদিনে ঠাকুরের পঞ্চবটীস্থ সাধনাগৃহে হোমাগ্নি উত্থিত হইলে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য ব্যক্তির ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ সময়ে প্রণবাদির সহিত স্বাহা স্বধা বষট্কারাদি পবিত্র সর্বোচ্চ সুগম্ভীর ব্রহ্মমন্ত্রের দ্বারা সেই পঞ্চবটীর সাধন গৃহ ব্রহ্মমন্ত্রের প্রভাবে বিশেষভাবে পবিত্র হইয়াছিল।

৪৭।৪৮।৪৯

स्वाहा स्वधा वषट् कार प्रणवोच्चारणादिना ।
पूतोदात्त सुगम्भीर ब्रह्म मन्त्रेण तद् गृहं ॥ ४८
पूतञ्चाभूद्विशेषेण ब्रह्म मन्त्र प्रभावतः ।
होमधूम परिव्याप्तं वर्षास्विव नभो घनैः ॥ ५०
विद्युद्द्युतेव संभाति तदा पञ्चवटी तथा ।
अपूर्व्वोऽयं ब्रह्मगुरुः शिष्यस्यापूर्व्वं रूपधृक् ॥ ५१
दीक्षा पूर्व्वापूर्व्वरूपं तयोः सम्मिलनं तथा ।
स्वयं सिद्धस्य शिष्यस्य हृत्पद्म द्वार सन्निधौ ॥ ५२
दण्डायमानां तां वीक्ष्य चिन्मयीं भवसुन्दरीं ।
अपसार्य्य ब्रह्ममयो मद्वैत ब्रह्म चिन्तने ॥ ५३
शिष्यं समाहितं कर्त्तुं प्रयासं प्राप्तवान् गुरुः ।
किन्त्वस्य मातृसर्व्वस्व शिष्यस्य द्वैतभावतः ॥ ५४

He chanted mantras as he threw his offerings into the fire. Somke covered the sky and the flames shot up like lightning. Both the preceptor and the disciple were wonderful. Observing that the Goddess was standing in the mind's eye of his disciple, the preceptor made efforts to remove the Goddess that hampered the meditation on Bramha. But due to strong devotion to the Goddess, his disciple was not being able to do away with his sense of duality. 49 to 54

**বঙ্গানুবাদ :—**

হোমাগ্নি ও হোমীয় ধূমাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই গৃহ বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের মত প্রকাশিত হইয়াছিল। ৫০

আশ্চর্য্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু এবং সাধনাসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য শিষ্য অতএব এরূপ দীক্ষা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ দীক্ষাও আশ্চর্য্য এবং এইরূপ গুরুশিষ্যের সম্মেলনও আশ্চর্য্য তৎপরে তোতা ব্রহ্ম মন্ত্রদানের পর স্বয়ংসিদ্ধ শিষ্যের হৃৎকমলের দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা ব্রহ্মরূপিনী চিন্ময়ী ভবসুন্দরীকে দেখিয়া সেই ব্রহ্মময়ীকে অপসারিত করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মভাবনায় শিষ্যকে সমাধিস্থ করিবার জন্য তোতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

কিন্তু মাতৃসর্ব্বস্ব শিষ্যের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ সাধ্যসাধক ভাবের প্রাবল্যবশতঃ সেই সময়ে ঠাকুরের মনোমধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ৫৪

সংশয়োঽস্য মনো মধ্যে সুদৃঢ়শ্চাভবত্তদা।
দীক্ষাদানাৎপরং শিষ্যং নেতুং ব্রহ্মৈক্য ভাবনাং॥ ৫৫

मध्यलीलायां १३शः अः

नाना वेदान्त वाक्यानां सुपदेशं प्रदत्तवान् ।
एकमेवाद्वितीयं वै नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ५६
सर्व्वं खलु ब्रह्मवस्तु जगदेतच्चराचरम् ।
बहुना वा किमुक्तेन शृणु सत्यमिदं वचः ॥ ५७
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।
सर्व्वतो मन आकृष्य निर्व्विकल्प स्वरूपकं ॥ ५८
कृत्वात्मध्यान जलधौ निमग्नो भव सर्व्वदा ।
एवं दिगम्बर गुरु र्मामुवाच पुनःपुनः ॥ ५৯
किन्तु मे मनसोऽवस्था सञ्जाते दृक् तदा ध्रुवं ।
ध्यानार्थमुपविश्याहं बहु यत्ने कृतेऽपि च ॥ ६०

The preceptor recited the sayings from the Vedanta philosophy to get his disciple initiated into the meditation on Bramha. "There exists only one without any second." "Diversity does not exist" "This universe with all its diversities is a part and parcel of Bramha." "Bramha is the only reality; the world with all its diversities is unreal, the living creatures are nothing but Bramha." "Restrain your mind from everything and get into the sea of profound meditation on Bramha." In spite of all these instructions and all my efforts I could not settle my mind on the meditation of Bramha. 55 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ জগদম্বাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি সাধন করিব ।

মধ্যলীলায়াং ১২মঃ অঃ।

এইরূপ মনোমধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু তোতা দীক্ষাদানের পর শিষ্যকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। ৫৫

এই ব্রহ্মে একমাত্র অদ্বয় তত্ত্বই আছে অন্য কিছুই নাই। ৫৬

এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নাই ইহাই ধ্রুব সত্য। ৫৭

ব্রহ্মই সত্য পদার্থ জীবই ব্রহ্ম জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতএব মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নির্বিকল্প স্বরূপ করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্ম চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হও। ৫৮

এইরূপভাবে সেই দিগম্বর গুরু আমাকে পুনঃপুনর্ব্বার সেইসকল বেদান্ত বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে আমি ব্রহ্ম চিন্তায় বসিয়া বহুতর চেষ্টা করিলেও মনকে নির্ব্বিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৫৯।৬০

कर्त्तुं मनो निर्विकारमथवा नामरूपयोः।
व्यासङ्गं सम्परित्यक्तुं न शक्नोमि कथञ्चन ॥ ६१
श्रान्तानां विषयेभ्योऽहं कृत्वाप्युपरतिं तदा।
नो समर्थः समानेतुं मनसो निर्व्विकल्पतां ॥ ६२
चिराराध्या मातृमूर्त्तिं र्जीवन्ती सा प्रभास्वरा।
समुद्भूता मनोमध्ये सर्व्वथा नामरूपयोः ॥ ६३
त्यागवार्त्तां स्मृतिं माता विलोक्य मम चण्डिका।
दण्डायमाना सा देवी ब्रह्मरूपा सनातनी ॥ ६४
एवं ध्याननिमग्नस्य मम प्रत्यक्षतां गता।
गुरोः सिद्धान्त वाक्यानि स्मृत्वा प्येवं पुनःपुनः॥ ६५
गतोऽप्यहं ध्याननिष्ठां समाधिं निर्व्विकल्पस्य।
पुनःपुनः कृते यत्ने प्राप्तवान्न कथञ्चन ॥ ६६

मध्यलीलायां ७३शः अः ।

"Nor I was able to raise myself above the plane of names and forms. Even though I restrained my senses I was not able to attain the desired end. In my meditation I found my Mother standing before my mind's eye. The instructions of my preceptor and my efforts were all in vain. 61 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ নামরূপের আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া ও মনোমধ্যে নির্বিকল্পভাব আনিতে পারি নাই। ৬১

এখন জীবন্ত প্রজ্বলিত চিরারাধ্য মাতৃমূর্ত্তি আমার মনোমধ্যে আবির্ভূতা হইয়া ত্যাগবার্ত্তা স্মৃতি দেখিয়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা মহেশ্বরী দ্বিদলে দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে ধ্যান নিমগ্নচিত্তে দেবী প্রত্যক্ষা হইয়াছিলেন। ৬২ ৬৩ ৬৪

এইরূপ ভাবে গুরুর সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও ধ্যানের দ্বারা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনর্ব্বার বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও নির্বিকল্প সমাধি লাভে আশা শূন্য হইয়াছিলাম। ৬৫।৬৬

निर्व्विकल्प समाधौ हि नैराश्यमगमं यदा ।
तदाहं चक्षुरुन्मील्य गुरुं सन्न्यासिनं ततः ॥ ६७
अवदं न समर्थोऽस्मि कदापि तव वाक्यतः ।
निर्व्विकल्पं मनः कृत्वा ब्रह्म ध्यानानुशीलने ॥ ६८
चेष्टा मे त्रिफला जाता भस्मन्याहुतयो यथा ।
एवं दिगम्बर गुरुः श्रुत्वैव मम भाषणं ॥ ६९

प्राप चञ्चलतां साधुर्वायौ यौगेन वृक्षवत्।
किं करोमि कथं वास्य ब्रह्मैक्यं सम्भवेदिति ॥ ७०
अत्यन्तमुत्तेजितभावयुक्तो तीव्रं तिरस्कारवचः समुच्चरन्।
कथं भवेन्नेतिवदन् मुहुर्मुहुर्मध्ये कुटीरस्य चलन्नितस्ततः ॥ ७१

भग्नं काचखण्डं सुविलोक्यकाचं
स्वयं समुत्तोल्य तदा करेण।
सूच्या यथा तीक्ष्न तदग्रभागतः
कृत्वातिविद्धं मम भालमध्ये ॥ ७२

When I lost all hope, I opened my eyes and regretted my inability. At this my preceptor became greatly agitated and pierced my forehead with a piece of broken glass. 67 to 72

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যখন আমার এইরূপ অবস্থা হইল তখন আমি চক্ষুঃ চাহিয়া গুরুকে বলিয়াছিলাম। ৬৭

আপনার কথামত ব্রহ্ম চিন্তন বিষয়ে মনকে নির্বিকল্প করিতে পারিতেছি না। ৬৮

অতএব ভস্মে আহুতির ন্যায় আমার সমস্ত চেষ্টা নিস্ফল হইতেছে। এখন সেই দিগম্বর গুরু আমার কথা শুনিয়া বায়ুর বেগে বৃক্ষের মত চঞ্চল হইয়া বলিয়াছিলেন, কি করি কিরূপে ইহার ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ৬৯।৭০

এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সহকারে তীব্রভাবে তিরস্কার বাক্য বলিতে বলিতে কেন হইবে না এইকথা পুনঃ পুনর্ব্বার বলিয়া কুটিরের মধ্যে এদিকে ওদিকে যাইতে যাইতে ভগ্ন একখণ্ড কাঁচ দেখিয়া তাহা

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার ললাটের মধ্যভাগে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

ততঃ স মাং ক্রোধযুতো মহাত্মা
প্রোবাচ চাত্রপ্রতি বিদ্ধ বিন্দৌ।
সংযম্য সম্যগ্ বিষয়ান্তরান্মনঃ
স্থিরীকুরু ত্বং নিজবোধ সিদ্ধয়ে॥ ৭৩

এবং তদা তস্য গুরোঃ প্রসাদা
দ্বিদ্ধে ললাটেঽপি চ মে মহাসুখং।
বভূব ধৈর্য্যেন যুতঃ পুনস্তদা
হ্যহং দৃঢ়ং স্বাসনমাস্থিতো মুদা॥ ৭৪
তদ্বিন্দু মধ্যে দ্বিদলে মনঃ স্থিরং
কৃত্বা নিমগ্নো গুরু মন্ত্র চিন্তনে।
পুনঃ স্বমূর্ত্তিং জগদম্বিকায়াঃ
স্বমুদ্র চিত্তোপরি পূর্ব্বরূপাং॥ ৭৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did not pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind. 73 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমাকে ক্রুদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবিদ্ধ বিন্দুতে মনকে অন্য বিষয় হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর। ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত বিদ্ধ হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল। এখন পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আসনে উপবেশন করতঃ বিদ্ধ বিন্দুমধ্যে দ্বিদলে মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। পুনর্ব্বার আমার বিশুদ্ধান্তঃকরণে পূর্ব্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই। ৭৪।৭৫

दृष्ट्वैव तां ज्ञान महासिना तदा
कृतं द्विखण्डं मम मातुरङ्ग ।
निर्व्वात निष्कम्प प्रदीपवन्मनो
बभूव चात्यन्त सुनिर्म्मल प्रभं ॥ ७६
विकल्प सङ्कल्प मनः स्वधर्म्मो
दूरे गतन्तत् सकलं नामरूपं ।
ब्रह्माण्ड सम्बन्धि कटाह भेदं
कृत्वा परब्रह्मणि तत् परस्तात् । ७७
प्रान्ते शिवेऽद्वैत महासमुद्रे
निमज्जनान्मुक्त चिदात्मरूपे ।
चित्तस्य वृत्तः सुविलीन भावा
दवाप निर्लिप समाधिभावं ॥ ৩৮

"This time I instantly cut the image of the Goddess into two with the great sword of divine knowledge; and my mind became calm and serene like a flame untroubled by any wind. I

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার ললাটের মধ্যভাগে সজোরে বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

ততঃ স মাং ক্রোধযুতো মহাত্মা
প্রোবাচ চাত্রপ্রতি বিদ্ধ বিন্দৌ।
সংযম্য সম্যগ্ বিষয়ান্তরান্মনঃ
স্থিরীকুরু ত্বং নিজবোধ সিদ্ধয়ে ॥ ৭৩

এবং তদা তস্য গুরোঃ প্রসাদা
দ্বিদ্ধে ললাটেঽপি চ মে মহাসুখং।
বভূব ধৈর্যেন যুতঃ পুনস্তদা
হ্যহং দৃঢ়ং স্বাসনমাস্থিতো মুদা ॥ ৭৪

তদ্বিন্দু মধ্যে দ্বিদলে মনঃ স্থিরং
কৃত্বা নিমগ্নো গুরু মন্ত্র চিন্তনে।
পুনঃ স্বমূর্ত্তিং জগদম্বিকায়াঃ
স্বশুদ্ধ চিত্তোপরি পূর্ব্বরূপাং ॥ ৭৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did not pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind. 73 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমাকে ক্রুদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবিদ্ধ বিন্দুতে মনকে অন্য বিষয় হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর। ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত বিদ্ধ হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল। এখন পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আসনে উপবেশন করতঃ বিদ্ধ বিন্দুমধ্যে দ্বিদলে মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। পুনর্ব্বার আমার বিশুদ্ধান্তঃকরণে পূর্ব্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াই। ৭৪।৭৫

দৃষ্ট্বৈব তাং জ্ঞান মহাসিনা তদা
কৃতং দ্বিখণ্ডং মম মাতুরঙ্গং।
নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপবন্মনো
বভূব চাত্যন্ত সুনির্ম্মলং মম ॥ ৭৬
বিকল্প সঙ্কল্প মনঃ স্বধর্ম্মী
দূরে গতন্তৎ সকলং নামরূপং।
ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধি কটাহ ভেদং
কৃত্বা পরব্রহ্মণি তৎ পরস্তাৎ। ৭৭
শান্তে শিবেঽদ্বৈত মহাসমুদ্রে
নিমজ্জনাচ্ছুদ্ধ চিদাত্মরূপে।
চিত্তস্য বৃত্তিঃ সুবিলীন ভাবা
দবাপ নির্লিপ্ত সমাধিভাবং ॥ ৭৮

"This time I instantly cut the image of the Goddess into two with the great sword of divine knowledge; and my mind became calm and serene like a flame untroubled by any wind. I

felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ তরবারি দ্বারা মাতার অঙ্গটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বায়ুশূন্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ শিখার মত আমার মন সুনির্ম্মল হইয়াছিল। ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম্ম এবং নাম রূপাদি দেহের ধর্ম্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যুচ্চ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বোর্দ্ধে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত শিব অদ্বৈত মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাত্মরূপে চিত্ত বৃত্তির জয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তোতাপুরী গুরু নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে সুসমাধিযুক্ত যোগাসনে যোগযুক্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯

तोतापुरी तं सुसमाध्यवस्थं
निमीलिताक्षन्त्वचल प्रतिष्ठं।
योगासने योगयुतं प्रशान्तं
तरङ्गहीनाम्बुधि तुल्यरूपं॥ ७৮
दृष्टा च कृत्वा सुपरीक्षणं मुदा
रोमाञ्चयुक्तः खलु विस्मितोऽभवत्।
एवं पुरो तत्र बहुक्षणं वसन्
तस्यान्तिके तस्य समाधिभावं॥ ৮०

श्रीरामकृष्णं सुसमाध्यवस्थं।
ददर्श चैकाग्रमनाः स साधुः।
ततः पुरी शिष्य समाधि चिन्तया
गतः स्वयञ्चापि समाधिमग्नतां॥ ८१

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence　　　　79 to 81

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিশ লোচনে দেখিয়াছিলেন। ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিন্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮১

भग्ने समाधौ घटिका चतुष्टयात्
परं स्वशिष्यन्त्ववलोक्य पूर्व्ववत्।
न चालिता तस्य शरीर यन्त्रिका
तत् प्राणनाड्यां सकलं विलीनं॥ ८२
ततः स्वदण्डोपरि देहभारं
सन्न्यस्य साधुः सुखमुत्थितः सन्।
निःशब्दभावेन कुटीर मध्यतो
वहिर्गतः शिष्य समाधियोगतः॥ ८३

felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ভরবারি দ্বারা মাতার অঙ্গটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বায়ুশূন্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ শিখার মত আমার মন সুনির্ম্মল হইয়াছিল। ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম্ম এবং নাম রূপাদি দেহের ধর্ম্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যুচ্চ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বোর্দ্ধে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত শিব অদ্বৈত মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাত্মরূপে চিত্ত বৃত্তির জয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তোতাপুরী গুরু নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে সুসমাধিযুক্ত যোগাসনে যোগযুক্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯

তোতাপুরী তং সুসমাধ্যবস্থং
নিমীলিতাক্ষন্ত্বচল প্রতিষ্ঠং।
যোগাসনে যোগযুতং প্রশান্তং
তরঙ্গহীনাম্বুধি তুল্যরূপং॥ ৭৯
দৃষ্টা চ কৃত্বা সুপরীক্ষণং মুদা
রোমাঞ্চযুক্তঃ খলু বিস্মিতোঽভবত্।
এবং পুরো তত্র বহুক্ষণং বসন্
তস্যান্তিকে তস্য সমাধিভাবং॥ ৮০

मध्यलीलायां १३शः अः।

श्रीरामकृष्णं सुसमाध्यवस्थं।
ददर्श चैकाग्रमनाः स साधुः।
ततः पुरी शिष्य समाधि चिन्तया
गतः स्वयञ्चापि समाधिमग्नतां॥ ८१

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence 79 to 81

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিশ লোচনে দেখিয়াছিলেন। ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিন্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন। ৮১

भग्ने समाधौ घटिका चतुष्टयात्
परं स्वशिष्यन्त्ववलोक्य पूर्ववत्।
न चालिता तस्य शरीर यन्त्रिका
तत् प्राणनाड्यां सकलं विलीनं॥ ८२
ततः स्वदण्डोपरि देहभारं
सन्न्यस्य साधुः सुखमुत्थितः सन्।
निःशब्दभावेन कुटीर मध्यतो
वहिर्गतः शिष्य समाधियोगतः॥ ८३

মধ্যলীলায়াং ১৩শঃ অঃ।

পরন্তু চেত্ কোঽপি কুটীর মধ্যে
প্রবিশ্য শিষ্যস্য সমাধিভঙ্গং।
করোতি শঙ্কায়ুত সাধুরিত্থং
কৃত্বাবরুদ্ধং সুদৃঢ়ং তদালয়ং ॥ ৮৪

Totapuri regained his consciousness after a lapse of four hours. He found his disciple still sitting serene without any sign of life. He got up leaning on his stick and came out of the cottage. He closed the door very tightly lest somebody should enter and disturb his disciple.

82 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

প্রায় ৪ ঘন্টা পরে পুরীর সমাধি ভঙ্গ হইলে ও নিজ শিষ্যকে পূর্ব্বের মত নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের দেহ-যন্ত্রের স্পন্দন শূন্যতা এবং প্রাণ নাড়ীর সর্ব্বতোভাবে বিলীনতা অবলোকন পূর্ব্বক নিজ যষ্ঠির উপর ভর দিয়া আনন্দের সহিত দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কুটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৮২ ৮৩

পরন্তু যদি কেহ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহটি সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ৮৪

স্থানে কুটীরস্য সমীপবর্ত্তিনি
স্বস্যাসনে পঞ্চবটী সুসংজ্ঞকে।
তন্মূলদেশে সুখসুসিন্ধুমগ্ন
আস্তে কুটীরং সুবিলোক্য যোগী ॥ ৮৫

मध्यलीलायां १२शः अः।

द्वारस्य मुक्तौ सदनस्य तस्य
शिष्यस्य चाञ्चल्यमपेक्षमानः।
मध्यन्दिनाद्रात्रि समागमेऽपि
न स्पन्दनं नापि समाधिभङ्गः॥ ८६
किन्त्वत्र सर्व्वक्षण मुन्मुखः स
योगी चमत्कारयुतस्तदानीं।
दीक्षा द्वितीयेऽह्नि गतेऽपि तस्थौ
न चञ्चलो धैर्य्य विशेष युक्तः॥ ८७

Just in front of the cottage Tatapuri seated himself under the trees at Panchabati with his eyes watching the cottage carefully. He waited and waited but his disciple did not move. Two days had passed and there was no stir or movement.

85 to 87

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কুটীরের সামনে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক কুটীরের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যোগী তোতাপুরী আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৮৫

সেই কুটীরের দ্বার মুক্তির জন্য শিষ্যের চঞ্চলতা অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি আগতা হইলেও শিষ্যের চাঞ্চল্য বা সমাধিভঙ্গ হয় নাই। ৮৬

কিন্তু যোগী তোতাপুরী ঐ স্থানে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ভাবে দীক্ষার দ্বিতীয় দিন গত হইলেও শিষ্যের সমাধির কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৮৭

मध्यलीलायां १३शः अः

अलौकिकन्त सुविलोक्य योगी
समाधियुक्तं पुरुषं महान्तं।
गवाक्षरन्ध्रे कृतदृष्टिपातः
सुविस्मृत स्तत्र तृतीय वस्रे ॥ ৮৮
गतेऽपि नो तस्य शरीर विक्रिया
नाभूत्तदा तस्य समाधिभङ्गः।
अगाधगम्भीर समुद्रवत्तदा
ददर्श देवन्त्वचल स्वरूपं ॥ ৮৯
तदा गुरो स्तस्य सुदीर्घ धैर्य्यं
साधोः सुभग्नं बहु विस्मयेन।
ततः परित्यज्य निजं हि पीठं
तद्द्वारमुद्घाट्य कुटीर मध्ये ॥ ৯০

Totapuri did not find any change in his disciple even though three days had passed. He lost his patience and went inside the cottage

88 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

যোগী তোতাপুরি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সমাধি দেখিয়া দীক্ষার তৃতীয় দিবসে জানালার ছিদ্র দিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অত্যন্ত বিস্মিত হইলে পর প্রায় তৃতীয় দিবসের শেষেও শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সেই সময় অচঞ্চল অগাধ গম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া গুরুর সুদৃঢ় ধৈর্য্য বিস্ময়ের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। ৮৮।৮৯।৯০

মধ্যলীলায়াং ১৩শ: অ:।

তৎপরে তোতাপুরী নিজাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটীরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বের মত শিষ্যের সুস্থির ভাব দর্শন করিয়া শিষ্যের আশ্চর্য্য সমাধিভাব এবং দেহে প্রাণের প্রকাশশূন্য দেখিলেও প্রশান্ত গম্ভীর শিষ্যের মুখমণ্ডলের পূর্ণতা দেখিয়া তোতাপুরী বিচারপূর্ব্বক শিব শান্ত মূর্ত্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯০।৯১।৯২

প্রবিশ্য শিষ্যস্য দদর্শ ভাবং
স্থৈর্য্যং তথাপূর্ব্বমিবাবভাসং।
আশ্চর্য্য শিষ্যস্য সমাধিযোগং
দেহে তথা প্রাণবিকাশ হানিং॥ ৫১

তথাপি তস্যাননমণ্ডলস্য
প্রশান্ত গম্ভীর যুতস্য ভাবং।
বিলোক্য যোগী স্ববিচার যোগাৎ
পস্পর্শ দেবং শিবশান্তমূর্ত্তিং॥ ৫২

এবঞ্চানুমিতস্তেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেণ হি।
মদীয়োঽয়ং মহাশিষ্যোঽধুনা বাহ্যজগত্সু চ॥ ৫৩
সম্পূর্ণং মৃতকল্পোঽস্তি নির্ব্বিকল্প সমাধিনা।
চিত্তং ব্রহ্মণি লীনন্তু নিষ্কম্পেব প্রদীপিকা॥ ৫৪

Totapuri touched the body of his disciple and found him still lost in profound meditation. 91 to 94

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ অনুমান করিয়াছিলেন যে আমার এই মহাশিষ্য নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা বাহ্য জগতে সম্পূর্ণ মৃত কল্পরূপে

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ।

অবস্থান করিতেছেন। এবং নিষ্কম্প প্রদীপতুল্য শিষ্যের চিত্ত ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে। ৯৩।৯৪

তোতাপুরী সমাধিজ্ঞঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিণঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং নির্ব্বিকল্প সমাধিং সমচিন্তয়ত্ ॥ ৯৫
চত্বারিংশদ্বর্ষমিত কঠোর সাধনাফলং।
উপলব্ধং ময়া যত্তত্ কিমনেনৈক বাসরে ॥ ৯৬
বঙ্গদেশ ভুবায়ুনা স্বায়ত্তীকৃত মেব হি।
ততো যৌগিক শক্ত্যা স ধ্যানমগ্নস্য যোগিনঃ ॥ ৯৭
সমাধিং দ্রবয়িত্বাতিবিস্ময়ানন্দসংপ্লুতঃ।
ততঃ সূক্ষ্মস্বরেণাথ শিষ্যং প্রোবাচ ব্রহ্মবিত্ ॥ ৯৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সমাধৌ ব্রহ্মদর্শনং।
ব্রহ্ম বিচারাখ্য শাস্ত্রবেদান্তে যো নিরূপিতঃ॥ ৯৯
একেনাহ্না স সমাধি স্তব সম্পূর্ণতাং গতঃ।
কথমেবং ন জানামি ভো শিষ্য ব্রূহি তদ্ধি মাং ॥ ১০০

On seeing this wonderful achievement of Sri Ramakrishna, Totapuri mused in himself. "How is it that he has achieved in a day what cost me forty years' hard and austere penance !" He then brought his disciple to consciousness and said to him, "Oh my disciple, tell me how you have been able to realise Brahma in a day." 95 to 100

বঙ্গানুবাদ :—

সমাধির তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীর অপূর্ব্ব নির্ব্বিকল্প সমাধি দর্শন করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৯৫

যে আমি উপস্থিত যাহা দেখিতেছি ইহা কি সত্য? আমি ৪০ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহা অত্যন্ত কষ্টকর সাধনার ফল সম্যক্রূপে অনুভব করিয়াছি তাহা বঙ্গদেশীয় একটি যুবক এক দিনেই আয়ত্ত করিয়াছে। ৯৫।৯৬

তৎপরে তোতাপুরী যোগী ধ্যাননিমগ্ন শিষ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধিটি যৌগিক শক্তিবলে অপসারিত করিয়া বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ তোতা অতি উচ্চৈস্বরে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন। ৯৭।৯৮

সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন সত্য সত্য ধ্রুব সত্য ব্রহ্মবিচারাখ্য ব্রহ্মসূত্রে যাহা নিরূপিত হইয়াছে। একদিনেই তোমার সেই সমাধি পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইল। এইরূপ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা আমি জানিনা। হে শিষ্য তুমি আমাকে তাহা বল। ৯৯।১০০

श्रुत्वैवं श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच तमीश्वरः।
अस्ति पौराणिकी वार्त्ता खट्टाङ्गोनृपतिर्वरः॥ १०१
उपदेशाद्देवगुरोर्मुहुर्त्तं समयेन हि।
ममत्वं सम्परित्यज्य देहादौ विषयेषु च॥ १०२
स्वस्यायुषः क्षणं ज्ञात्वा गतवानभयं हरिं।
भरतस्याम्बरीषस्य गयस्य नहुषस्य च॥ १०३
देवव्रतस्य राजर्षेर्विष्णुरातादिकस्य च।
भक्त रामप्रसादस्य कृष्णराम नृपस्य च॥ १०४
स्त्रैलङ्ग तुलसीदास स्वामिनोरपि वा तथा।
सर्व्वेषां सिद्धिलाभोऽभून्निर्व्विकल्प समाधिना॥ १०५
तथैव मामकं विद्धि निर्विकल्प समाधिजं।
झटितिप्रवागतासिद्धि जगदम्बा प्रसादतः॥ १०६

মধ্যলীলায়াং ৭২শঃ শ্রঃ ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনামারাধ্যা শক্তিরেব সা ।
নৈবাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যতঃ সৈব গুরোর্গুরুঃ ॥ ১০৩

At this, Sri Ramakrishna replied, "There are many instances of realisaton of Brahma in a very short time. King Khattanga realised in less than two hours. Bharat, Ambarisa, Gaya, Debabrata, Parikshit, Ramprosad, Krishnaram, Trailanga, Tulsidas etc—all of them realised Brahma.

101 to 105

I have also achieved success in a very short time by the grace of the Goddess, who is worshipped even by Bramha. Vishnu and Shiva.

10 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গুরু এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্ত্তা অনেক আছে। তন্মধ্যে খট্টাঙ্গ নামে একটি রাজর্ষি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশমত দুইদণ্ড সময়ের মধ্যে দেহাদিতে মমত্ব ও দেহাদিতে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং নিজের আয়ু মাত্র এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড জানিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০১।১০২

এইরূপ ভরত রাজা অম্বরীষ, গয়াসুর, নহুষ, ভীষ্মদেব এবং রাজর্ষি পরীক্ষিত প্রভৃতিরও অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমাধিদ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০৩

এবং অল্পদিনের কথা ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,

মধ্যলীলায়াং ১৩শ: অঃ।

ত্রৈলঙ্গস্বামী, তুলসীদাস প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৪।১০৫

তদ্রূপ জগদম্বার কৃপায় আমার শীঘ্রই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপভাবেই আপনি অবগত হউন। অতএব এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু সেই জগদম্বাই গুরুর গুরু। ১০৬।১০৭

**ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য তোতাপুরী নামক দিগম্বর সন্ন্যাসি সকাশাদ্ ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণাত্পরমেব ত্রিদিনং যাবত্ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থরূপো মধ্যলীলায়াস্ত্রয়োদশোঽধ্যায়:। মঃ ১৩।**

Here ends the thirtenth chapter of Srf Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiiirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পরমহংস সংহিতার তোতাপুরী নামক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ নির্বিকল্প সমাধির বিষয় মধ্যলীলার ত্রয়োদশ অধ্যায় বর্ণিত হইল। মঃ ১৩ সমাপ্ত।

**মধ্য লীলায়াশ্চতুর্দ্দশোঽধ্যায়:**

**এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্য মুখতস্তদা।**
**শ্রুত্বা তোতা বিমুগ্ধীঽভূত্ প্রভাবদর্শনেন চ॥ ১**

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

ত্রিরাত্রং কুত্রাপি ন স তিষ্ঠতি স্মেতি নিশ্চিতং।
ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজাশ্রম মঠাদ্বহিঃ ॥ ২
মুক্তাম্বরাৎ কিঞ্চিদন্যৎ মস্তকাচ্ছাদনং নহি।
কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্যাশ্চর্য্য শক্তিনঃ ॥ ৩
ভূত্বাত্যন্ত সমাকৃষ্টো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে।
একাদশমাসকালং একাদিক্রমতস্তথা ॥ ৪
ভগবন্তং সমাসাদ্য পরমানন্দ নির্বৃতঃ।
যাপয়ামাস হর্ষেণ শিষ্যেণ সহ সঙ্গতঃ। ৫
ক্ষণং শিষ্যং পরিত্যজ্যান্যত্র গন্তুং ন শক্যতে।
মনোঽপি নেচ্ছতি ত্যক্তুং পাদৌ ন চলিতুং ক্ষমৌ ॥ ৬

On hearing these words from Sri Ramakrishna and also seeing his uncommon spiritual attainment, Totapuri was greatly charmed. He never stayed anywhere for three nights since he had left his abode ; and he would not use anything to cover his head. But he was so attached by Sri Ramakrishna that he continued to stay at Dakshineswar for eleven months. He never thought to part with his disciple for a moment.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণের মুখ হইতে এইসকল কথা শুনিয়া এবং শিষ্যের প্রভাব দেখিয়া তোতা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১

অত্যন্ত ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিজের আশ্রমের কুটীর হইতে অন্যত্র কোথাও তিন রাত্রি বাস করেন নাই।

এবং মস্তকের আচ্ছাদনমুক্ত আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু শিষ্য রামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য শক্তিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া একাদিক্রমে একাদশ মাসকাল শিষ্যের সহিত মিলিত হইয়া পরামানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৩।৪।৫

ক্ষণকাল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইতেন না। মনও শিষ্যকে ভুলিত না। দুটি পাও সেইরূপ চলিতে সমর্থ হয় নাই। ৬

कृतवानतिधन्यन्त' स्वय' सफलतां गतः ।
किन्त्वलौकिक शिष्येण व्रह्मज्ञस्य यतेरपि ॥ ७
वेदान्त साधनासिद्धा वसमोर्द्ध गुरोस्तथा ।
श्लेषार्थद्योतकश्च वाक्योच्चय उदीरितः ॥ ८
तद्वाचार्न गुरुः क्रुद्धः किन्तु विस्मयमाश्रितः ।
शिष्य वाक्योपलब्धयर्थ' प्रयास' प्राप्तवान् मुहुः ॥ ९
तत् कथा खण्डने साधुर्वेदवेदान्तपारगः ।
असमर्थो व्रह्मवादी मुह्यत्यत्र न संशयः ॥ १०
रामकृष्णस्य सिद्धान्त वचोभिर्न्यासिनो वल' ।
सर्व्व' सञ्चुर्णतामिति केवल' शास्त्रचक्षुषः ॥ ११
दृष्ट्वा साधोः सुकम्पोऽभूच्छिष्यस्य योगवैभव' ।
आध्यात्मिक जीवनस्य ममाद्यपि प्रयोजनम् ॥ १२

Both Totapuri and Sri Ramakrisona were profited each other- Sometimes Sri Ramakrishna

would use very coarse words sarcastically at Totapuri who was a follower of Vedanta philosophy. But Totapuri would not be angered rather he would be surprised, and try to realise the significance underlying the sayings of his disciple. His knowledge of philosophy did not help Totapuri to prove the sayings of his disciple insignificant. On the other hand Sri Ramakishna shattered the knowledge of Totapuri, who felt that he had many things to learn from Sri Ramakrishna. 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

গুরু শিষ্যকে অতি ধন্য করিয়াছিলেন এবং নিজেও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ যতি বেদান্ত সাধনাসিদ্ধি সম্বন্ধে অসমোর্দ্ধ গুরুর সম্বন্ধে সেইরূপভাবে অলৌকিক শিষ্য শ্লেষ ও রুক্ষ বাক্য বলিলেও তোতাপুরী গুরু ক্রুদ্ধ হইতেন না। বরং বিস্মিত হইতেন। এবং শিষ্যের বাক্যসকল বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

৭।৮।৯

বেদ বেদান্ত বাক্যের উপলব্ধি কারী ব্রহ্মবাদী সাধু তোতাপুরী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া মুগ্ধ হইতেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেন না। ১০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা কেবলমাত্র শাস্ত্র চক্ষু সন্ন্যাসীর সকল শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ১১

मध्यलीलायां १४शः अः।

সাধু তোতাপুরীর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া হৃৎকম্প হইত। এবং ভাবিতেন আমার এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনেরও শিষ্যের নিকটে জানিবার বিষয় বহু আছে। ১২

अस्त्यसंख्यशास्त्रवाक्य शिक्षाया बहुविस्तरं।
शिष्य स्थलाभिषिक्तोऽयं सर्व्वदर्शी विचक्षणः॥ १३
आधारः सर्व्वशक्तीनां महीयान् महतोऽपि च।
स्वासनोपरि संविश्य तोता नामा यथाविधि॥ १४
प्रत्यहं ध्यानमग्नोऽभूद्ब्रह्म चिन्ता पुरःसरं।
एकदा श्रीरामकृष्णो गुरुं पप्रच्छ सादरं॥ १५
पुंसो ब्रह्मज्ञस्य तव नित्यध्यान मनर्थकं।
श्रुत्वैवोवाच श्रीरामकृष्णं तोता सुयुक्तिकं॥ १६
शुद्ध्यर्थं मनसो वत्स नित्य ध्यान प्रयोजनं।
परन्तु तेन मालिन्यं मनसः सुविनश्यति। १७

Totapuri thought, "Who is Shri Ramakrishna, his disciple. He seems to be well-versed in all the Sashtras and the wisest of the wise." He thought and thought. One day Sri Ramakrishna said to Totapuri, "Possessed with the knowledge of Brahma as you are, it is quite unnecessary for you to sit for meditation every day," Totapuri replied, "It is necessary to purify the mind."

13 to 17

কলেবরে। ৩০

এবং ভাবিতেন মহৎ হইতে মহত্তর সর্ব্বশক্তিযুক্ত বিচক্ষণ সর্ব্বদর্শী আমার শিষ্যরূপে অধিষ্ঠিত এই মহাপুরুষ কে? ১৩

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

এইরূপভাবে তোতাপুরী প্রতিদিন নিজ আসনে বসিয়া যথাবিধি ধ্যান মগ্ন হইতেন। ১৪

এইরূপভাবে ব্রহ্ম চিন্তায় অধিষ্ঠিত তোতাপুরীর নিকটে কোন এক সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুকে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপনার প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন কি? রামকৃষ্ণের বাক্যার্থ বেত্তা তোতা সেইরূপ কথা শুনিয়া বলিলেন বৎস? মনের শুদ্ধির জন্য নিত্য ধ্যান প্রয়োজন। নিত্য ধ্যান করিলে মনের মালিন্য দূরীভূত হয়। ১৫।১৬।১৭

यथेदं पित्तलं पात्रं प्रत्यहं मार्जितं यदि।
मालिन्येन न लिप्येत शुद्धरूपेण तिष्ठति ॥ १८
श्रुत्वैवं श्रीरामकृष्ण ईषद्धास्य पुरःसरं।
प्रोवाच यदि तत् पात्रं जाम्बुनदमयं भवेत् ॥ १९
तत्र नित्य शुद्धरूपे मालिन्यं सम्भवेत् कुतः।
सर्व्वदा शुद्धरूपन्तन्मालिन्येन न युज्यते ॥ २०
तोता श्रीरमकृष्णस्य श्रुत्वा प्रत्युत्तरं वचः।
क्षणं वाक्शून्यतामाप सत्यन्तदिति निश्चितम् ॥ २१
पुनरन्यदिने ब्रह्म विचार समये तयोः।
प्रज्वलित होमवह्नौ ज्वलन्तं काष्ठखण्डकं ॥ २२

"Just as this brass utensil requires rubbing and cleaning to keep it free from impurities." At this Sri Ramakrishna smiled and said. "If the

utensil is made of gold, the question of impurities, rubbing and cleaning cannot arise. You have purified your mind for all times by your knowledge of Bramha. Hence the process of purification in your case is quite unnecessary." Totapuri had nothing to say further. Another day when both of them were discussing on Bramha before the holy fire. 18 to 22

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যেরূপ এই পিতলের ঘটী যদি প্রতিদিন মার্জিত হয় তবে তাহাতে মালিন্য হয় না। পরন্তু পাত্রটি পরিষ্কারই থাকে। ১৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু তোতাপুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। যদি এই লোটাটি সোণার হয়, তবে ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধভাবে থাকিবে। তাহাতে ময়লা ধরে না। ১৯।২০

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং ইহা ধ্রুব সত্য এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। ২১

পুনরায় অন্য একদিন গুরু শিষ্যের ব্রহ্মবিচার সময়ে সন্মুখস্থ প্রজ্বলিত হোমাগ্নির একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড। ২২

দেবালয়স্য সহসা ভৃত্যো জগ্রাহ তং যদা।
তদা তত্সাহসং দৃষ্ট্বা তোতা বহ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২৩
সক্রোধং প্রাহ তং ভৃত্যং কথং ত্বমগ্নিমগ্রহীঃ।
যত্র পবিত্রাগ্নি মধ্যে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥ ২৪

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

संप्राप्स्यन्त्याहुतिं ते वै तृप्यन्ति नात्र संशयः।
तदग्निनातिनीचस्य भवित्तामाकुसेवनं ॥ २५
इत्युक्त्वा निजपार्श्वस्थं त्रिशूलं दीप्ततेजसं।
धृत्वोत्थितः क्रोधयुतो भृत्यमाक्रम्य तिष्ठति ॥ २६
दृष्ट्वा श्रीरामकृष्णस्तु गुरौ क्रोधं भयावहम्।
स्वाभाविक स्वरेणैवावदत्तं न्यासिनं गुरुं ॥ २७

A servant of the temples took out a burning piece of wood from the holy fire. Instantly Totapuri got furious and reprimanded the servant saying, "What an audacity, How do you dare to take out the fire intended for Gods to kindle your tobacco." With these words Totapuri rose up with his iron-made Trisul to attack the servant. At this Sri Ramakrishna said calmly to Totapuri.
23 to 27

বঙ্গানুবাদঃ—

দেবলয়ের কোনও একটি ভৃত্য গ্রহণ করিলে ভৃত্যের সাহস বা অজ্ঞতা দেখিয়া তোতাপুরী অগ্নির মত জ্বলিয়া বা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভৃত্যকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। কেন তুমি অগ্নি লইলে। যে পবিত্র অগ্নিমধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত পূর্ণব্রহ্ম আহুতি গ্রহণ করেন। সেই অগ্নিতে অতি নীচ ব্যক্তির তামাকু সেবন হইবে। ২৩।২৪।২৫

এই কথা বলিয়া তোতা নিজ পার্শ্বস্থিত লৌহযন্ত্র বা ত্রিশূলটি

দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক ক্রোধভরে উঠিয়া ভৃত্যকে আক্রমণপূর্ব্বক অধৈর্য্য অবস্থায় দণ্ডায়মান হইলে গুরুর ভয়ানক ক্রোধ দেখিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শান্তবাক্যে সন্ন্যাসী গুরুকে বলিয়াছিলেন।

২৬।২৭

धिक् त्वां लङ्घितमर्य्यादं ब्रह्मज्ञं गुरुरूपिणम्।
येन त्वयाधुनैवेदमुक्तं ब्रह्ममयं जगत्॥ २८
ब्रह्मेति खल्विदं सर्व्वं स आत्मा सत्यमेष्यदः।
एवं श्रुत्यनुकूलस्य साधनस्येदृशं फलं॥ २९
श्रुत्वैवं भाषणं तोता शूलं त्यक्त्वातिलज्जितः।
स्तब्धीभूतोऽभवद् योगी पुन स्तत्रासनोपरि॥ ३०
लुब्धरूपेणोपविश्य शिष्यमाहूय यत्नतः।
प्रोवाच भो रामकृष्ण यदुक्तं मम मङ्गलं॥ ३१
तदतीवोत्तमं वाक्यं क्रोधशान्तिकरं त्वया।
क्रोधोऽयं मे महाशत्रुः सदसद् बुद्धिनाशकः॥ ३२

"Fie on you who have lost your dignity. Just now you have been saying that God is everywhere and every object is a part and parcel of God. Is this behaviour the fruit of your divine knowledge." On hearing this, Totapuri became much ashamed and repented. He said, "Oh my disciple, you are right. My anger is my enemy and impairs my conscience." 28 to 32.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

**বঙ্গানুবাদঃ—**

মর্য্যাদাশূন্য গুরুরূপী ব্রহ্মজ্ঞ আপনাকে ধিক্। যেহেতু আপনি এই এখনই বলিতেছিলেন জগৎ ব্রহ্মময়, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দেখা যাইতেছে সমস্তই ব্রহ্ম হইা ধ্রুব সত্য। সেই ব্রহ্মই সত্যবস্তু তিনিই আত্মা। এইসকল বেদবাক্যের অনুকূল সাধনের কি এই ফল। ২৮।২৯

এইরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তোতাপুরী ত্রিশূল ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্তব্ধভাবে পুনর্ব্বার আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে রামকৃষ্ণ তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উপাদেয় আমার পরম মঙ্গলদায়ক ও ক্রোধ শান্তির বাক্য। এই ক্রোধই আমার মহা শত্রু এবং সদসৎ ভাবের নাশকারী। ৩০।৩১।৩২

अद्यैवाहं सन्त्यजामि पापक्रोधं सुनिश्चितम् ।
येन मे योगयुक्तस्य स्खलनं भवति ध्रुवं ॥ ३३
अग्नेस्तद्दाहिकाशक्तेरभेदः शास्त्रसम्मतः ।
ब्राह्मणी ब्रह्मशक्तेश्च प्राहाभेदं श्रुतिस्तथा ॥ ३४
आजन्म पुरुषाकारालम्बी तोता न तु क्वचित् ।
शक्तिं शक्तिमतो रेवमभेदं स्वीकरत्यसौ ॥ ३५
ब्रह्मनिर्द्धर्म्मकं वस्तु तोता वदति सन्ततं ।
श्रीरामकृष्णो वदति पूर्णं ब्रह्म सशक्तिकं ॥ ३६
एवं ब्रह्म विचारे तु गुरोः शिष्यस्य च द्वयोः ।
संघर्षः सुमहान् जातो ब्रह्म सिद्धान्ततस्तयोः ॥ ३७

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

"From this day onwards I shall not allow myseff to be overcome by anger, which causes set-back in my penance." It is said in the holy books that fire and its power of burning is one and the same and that Bramha and its power is one and the same. Totapuri did not agree that power and the powerful was one and the same. He maintained that Bramha was devoid of any quality or virtue. Shri Ramakrishna held that Bramha was allpowerf l. In this way a very wide difference of opinion between the two developed. 33 to 37.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ হতে আমি পাপরূপী ক্রোধকে সুনিশ্চিতভাবে সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করিলাম। এই ক্রোধের দ্বারাই যোগযুক্ত আমার পতন অনিবার্য্য। ৩৩

যেরূপ অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির শাস্ত্রসম্মত অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদ বেদে বলা হইয়াছে। ৩৪

কিন্তু আজন্ম পুরুষাকারের পক্ষপাতী তোতাপুরী যোগী সেই শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন নাই। ৩৫

তোতা সর্ব্বদাই বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেন পূর্ণব্রহ্ম শক্তিযুক্ত বা সধর্ম্মক বস্তু। ৩৬

এইরূপে ব্রহ্ম বিচার সময়ে গুরু শিষ্যেরও পরস্পর অত্যন্ত বাদানুবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের পৃথক মত। ৩৭

मध्यलीलायां १४शः अः

ऐकदा श्रीरामकृष्णो निर्गुण ब्रह्मसाधकं ।
प्रोवाच शृनु मे योगिन् यन्मयात्र विचारितं ॥। ३८
केवलं युक्तिमाश्रित्य जगतः कारणं परं ।
भगवन्त मनादृत्य नेति नेति ब्रुवन् जनः ॥ ३९
सर्व्वं शून्यं जगत् पश्यन् शून्य एव विलीयते ।
किन्तु यो जगतः स्वामी माता धाता प्रियः सुहृत् ॥ ४०
तत्तद्भाव साधनेन सर्व्वत्र साधकोत्तमः ।
प्राप्नुवन्ति परात्मानं सर्व्वानन्द प्रदं प्रभुं ॥ ४१
श्रुतिष्ध्येयं घनानन्दं सच्चिदानन्द विग्रहं ।
एकमेवाद्वितीयं तं कैवल्यैक प्रयोजकं ॥ ४२

One day Shri Ramakrishna said to Totapuri, "Only by arguments we can not know the truth. Those who find this world to be an empty void melt into nothing. But those who find fatherly. motherly, friendly viriues in God find the truth.

38 to 42.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নির্গুণ ব্রহ্মসাধক তোতাপুরিকে বলিয়াছিলেন হে যোগী আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ৩৮

কেবলমাত্র যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের পরম কারণ ভগবানকে না মানিয়া ইহা কিছু নয় কিছু নয় এইরূপ বলিতে বলিতে জগৎকে শূন্যময় স্বরূপে দেখিয়া তাহারা শূন্যেই বিলীন হন। ৩৯

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

কিন্তু যে ভগবান জগদ্বাসী সকলের সর্বপ্রকার বিষয়ের সর্ব্ববিধান কর্ত্তা স্বামী, মাতা, পিতা, প্রিয় ও সুহৃৎ ইত্যাদি ভাবে সেই সেই সাধন দ্বারা সর্বোত্তম সাধকগণ শ্রুতিগণেরও আরাধ্য সর্বানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক অদ্বয় তত্ত্বস্বরূপ মুক্তিদাতা ভগবানকেই নিশ্চয়রূপে পাইয়া থাকেন। ৩।৪১।৪২

ज्ञानिनो यं न विन्दन्ति केवलं ज्ञान चक्षुषा।
विन्दन्ति सततं ते हि ये हि तच्छरणं गताः ॥ ४३
तोताः श्रीरामकृष्णस्य वाक्यं सर्व्वाङ्गसुन्दरं।
श्रुत्वाप्याह विकृतस्य प्रलापोऽयं सुनिश्चितः ॥ ४४
श्रुत्वेवं रामकृष्णस्तु प्रोवाच तं गुरुं पुनः।
ज्ञास्यसि त्वं तदा साधो यदा मातुः कृपा भवेत् ॥ ४५
तत्प्रसादं विना कोऽपि ब्रह्मरूपां सनातनीं।
न वेत्ति ज्ञान वैराग्ययुक्तो न मनसा क्वचित् ॥ ४६
एतस्मिन्नन्तरे साधू रक्तातिसार पीड़या।
कठोर यन्त्रणायुक्तो वभूव पीड़ितो भृशं ॥ ४७

"God cannot be known by intellectual efforts. Those who pray and await his grace can know him." Tota said, "What you say is very sweet to hear but is at bottom void of any reason or rhyme." Ramakrishna replied, "You will know the truth only when my Mother will be kind to you." In the meantime Totapuri was suffering from painful dysentery. 43 to 47.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

**বঙ্গানুবাদঃ—**

জ্ঞানিগণ কেবলমাত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁকে জানিতে পারেন নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার শরণ লয় তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। ৪৩

তোতাপুরী ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়াও বলিয়াছিলেন ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ৪৪

ঠাকুর পুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া গুরুরূপী সন্ন্যাসীকে পুনর্ব্বার বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। হে সাধু আপনি তখন জানিবেন যখন মায়ের কৃপা পাইবেন। ৪৫

কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন কেবলমাত্র জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মরূপী সনাতনী ভগবতীকে কোনও ব্যক্তি কখনও জানিতে সমর্থ হন নাই। ৪৬

তৎপরে দুই একদিনের মধ্যেই সাধু তোতাপুরী রক্তাতিসার বা রক্ত আমাশা রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভীষণভাবে যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। ৪৭

সোদরস্য মহানাড্যাঃ কর্ত্তনাদিব ভীষণা।
জাতাসহ্য যাতনাহি ধ্যান ধ্যান বিলোপিকা ॥ ৪৮
অভূদত্যন্তকপিলা হাহতোঽস্মি বদন্ মুহুঃ।
এবং চিত্তস্য বৈকল্যং ব্রহ্মনিষ্ঠস্য যোগিনঃ ॥ ৪৯
কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়স্য দেহানস্তিত্ব বাদিনঃ।
জগজ্জীবাদিকং বস্তুসর্ব্বং মিথ্যেতি তন্মতম্ ॥ ৫০
কিন্তু দেহস্য পীডায়াঃ কথমস্তীন্নতির্ভবেত্।
বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী নিশীথ সময়ে স্বয়ং ॥ ৫১

मध्यलीलायां १४शः अः।

रोगचिन्ता व्याकुलितो मनस्येतदचिन्तयत्।
पञ्चभूतोत्थ देहोऽयं यन्त्रणाधाररूपकः ॥ ५२

Very acute stomach trouble accompained with unbearable pain maid him too restless to observe his holy practice. He repeatedly exclaimed, "Alas, I am in the jaws of death." Such was the unbalanced state of mind. He who held that Brahma was the only reaiity and the world with all animaie and inaimaie things was as false as a mirage, now could not deny the reality of his physical pain. The ascetic felt that this physical body made of five elemnts was the abode of all pains. 48 to 52.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

উদরের নাড়ীসকল কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা, ধ্যান ও জ্ঞানের নষ্টসাধনরূপা অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। ৪৮

এবং হায় আমি মরিলাম এইরূপ পুনঃপুর্ব্বার বলিতে বলিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যোগী তোতাপুরী দেহ বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ সিদ্ধান্তবাদী যোগীর মত জীবাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও দেহের যাতনার অস্বীকার কিরূপে করেন। ৪৯।৫০

সেই সন্ন্যাসী তখন রোগচিন্তায় অস্থির হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে এই দৃশ্যমান দেহ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই দেহটি যন্ত্রণার আধারস্বরূপ ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫১।৫২

मध्यलीलायां १३शः अः ।

को विद्वानात्मसात् कृत्वा देहं पुष्णाति यत्नतः ।
रात्रावस्यामिमं देहं गङ्गागर्भे सुनिश्चितं ॥ ५३
विसृज्याखिल दुःखानामवसानं करोम्यहं ।
सङ्कल्पमात्रं तत् कर्म्म कर्त्तुं तोता व्यवस्थितः ॥ ५४
स्वमनो ब्रह्म चिन्तायां पूर्व्वाभ्यास बलेन हि ।
नियुज्य धीरभावेन गङ्गायामवतीर्य्य च ॥ ५५
जानुदघ्नं जलं वीक्ष्य क्रमशोऽग्रे सरत्यसौ ।
किन्त्वत्र महदाश्चर्य्यं बहु दूरगतोऽपि सः ॥ ५६
कुत्रापि न जलं प्राप जानोरुपरि सङ्गतम् ।
प्रायेन क्रमशः साधुः परपारस्य सन्निधिं ॥ ५৭

"Who is that wise man who thinks that his body is his own and sets himself to nourish it carefully. This night I shall throw my body into the Ganges and thus make an end to all my pains." With his mind meditating on Bramha, he slowly stepped into the river. He was a long long way off from the bank, yet the water was only knee-deep. He moved onwards for the desired depth. But he was surprised to see that no-where the water rose above his thigh. He had almost crossed the river and come very near to the opposite bank. 53 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের দেহকে আমার বলিয়া যত্ন-পূর্ব্বক পোষণ করেন। আমি এই দেহটি গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত

করিয়া পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইবে। এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে সেই কার্য্য করিবার জন্য তোতা প্রস্তুত হইলেন। ৫৩।৫৪

পূর্ব্বের অভ্যাসের বলে নিজের মনকে ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে যাইলেন। ৫৫

গঙ্গায় জানু পরিমিত জল দেখিয়া ক্রমশঃই তোতা গঙ্গার মাঝখানে যাইলেও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও গঙ্গার জল জানুর উপরিভাগ উঠিল না দেখিয়া সাধু ক্রমশঃ প্রায় গঙ্গার পরপারের নিকটবর্ত্তী হইয়া গঙ্গা পার হইয়া রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার তীরবর্ত্তী গৃহ বৃক্ষ এবং তীরস্থ গো মহিষাদি ছায়ার মত দেখিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭।৫৮

प्राप्तो निशान्धकारेण दूरस्थान् गृहपादपान्।
तथा तत्रस्थ द्रव्यानि च्छायामिव स दृष्टवान्॥ ५८
विस्मय स्तब्धभावेन तदा तोता परिप्लुतः।
प्रायेन घटिकां यावत् तत्र स्थित्वाप्यचिन्तयत्॥ ५६
मायाकेयं कुतो वेयं मायाता विश्वमोहिनी।
आसुरी वाथ देवी वाथवा काली परीक्षणम्॥ ६०
शिष्य माता जगद्धात्री त्रैलोक्य जननी शिवा।
अनुकम्पा वलाद यस्या मृत्युर्मां न ग्रसिष्यति॥ ६१
कलेवरं तुच्छमिदं न निमज्जयितुं क्षमः।
भागीरथ्या जलं नास्ति जानुमानाधिकं किल॥ ६२

In the darkness of the night, the dwellings trees and and all other things on the bank were

seen like shadows. He remained there wonder-struck for about an hour and began to brood over the matter. "Is it due to some evil influence or godly power or a test by the Goddes Kali, by whose grace even death would not lay his hand upon me. I have not been able to drown myself as the water dose not rise anywhere above my thigh. 58 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় তোতাপুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই পরপারে গঙ্গাগর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৫৯

ইহা কি মায়া? কোথা হইতেই বা এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা কি আসুরী মায়া কিংবা দেব মায়া অথবা কালীমাতার পরীক্ষা। ৬০

বোধহয় শিব্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা ত্রৈলোক্য জননী ব্রহ্মময়ী শিবাণী যাঁহার কৃপা বলে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিল না। ৬১

এই ক্ষুদ্র দেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইতে পারিলাম না। মনুষ্য দেহ প্রমাণ গঙ্গায় জল নাই। ৬২

अतो ह्यीश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्।
नोचेद्भागीरथी गर्भं व्रजन् पीताः सहस्रशः। ६३
नीरोपरि सदा भान्ति समायान्त्यर्णवास्तथा।
एवं तस्यान्तरश्चन्तुरुन्मालितमभूत्तदा॥ ६४

मोहोनष्टः स्मृतिर्लब्धो भगवत्याः प्रसादतः।
अपरूपो ज्वलालोकसम्पातैर्दिक् प्रकाशिता॥ ६५
तत्रापश्यन्मातृ मूर्त्तिं ज्योतिषामन्तरे स्थितां।
विश्वस्य जननीं साक्षादचिन्त्य शक्तिरूपिनीं॥ ६६
जले स्थलेचान्तरीक्षे शरीरे स्वे मनस्यपि।
सुखतायां यातनायां ज्ञानेऽज्ञानेह्यवस्थितां॥ ६७

He realised that such miracles were ever a mystery to man. Surely the river was deep enough to float thousands of ships sailing to and from the sea. He perceived the all-pervading glory of the Goddess, in the earth, water and the sky, inside and outside his own body.

63 to 67

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব এই ঐশ্বরিকীলীলা দেহধারী মানবগণের অচিন্তনীয়া ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। তা যদি না হয় তবে ভাগীরথী গঙ্গার গর্ভে অসংখ্য বৃহত্তর জলযান ভাসমান হইয়া সর্ব্বদা রহিয়াছে। এবং সমুদ্র হইতে কত অসংখ্য জলযান আসিতেছে। এইরূপভাবে সেই সময় তোতাপুরীর অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। ৬৩।৬৪

মাতা বিশ্বজনীর অনুগ্রহে তোতাপুরীর অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ও জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল। এবং সেই সময় বর্ণনাতীত অত্যুজ্জ্বল আলোক পতনে দিকসকল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। ৬৫

সেই জ্যোতির্মধ্যে সাক্ষাৎ জগম্বার অচিন্তস্বরূপিনী মাতৃ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ৬৬

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

যে মাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপা সনাতনী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে স্বকীয় শরীরে যাতনায় সুস্থতায় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সর্ব্বত্র বিরাজিতা। ৬৭

জীবিতেঽপ্যথবা মৃত্যৌ যদ্দৃষ্টে যৎ শ্রুতেঽপি চ।
সা মাতাখিল বিশ্বস্যাধাররূপা সনাতনী ॥ ৬৮
নয়তি ধ্রুবমধ্রৌব্যমধ্রুবং ধ্রৌব্যমপ্যসৌ।
অন্তর্যামি স্বরূপেণ জীবানামন্তরে স্থিতা ॥ ৬৯
তস্যা ইচ্ছাং বিনা কোঽপি স্বপ্রভাবেন মুক্ততাং।
প্রাপ্তুং কদাপি নো শক্তো মর্ত্তুং বাপি ন শক্যতে ॥ ৭০
শরীর বুদ্ধি মনসামতীতি চ সদাস্থিতিঃ।
তুরীয়া নির্গুণা শুদ্ধা চিদানন্দস্বরূপিনী ॥ ৭১
মাতা ব্রহ্মময়ী জ্ঞাতাধুনা প্রত্যক্ষরূপতঃ।
তয়া মৃত্যুমুখগ্রস্তো হ্যহং সম্পূর্ণ সুস্থতাং ॥ ৭২

"She is the Eternal Being who is the creator, preserver and destroyer of this universe. It is she who can make the truth untruth and the untruth truth. She is the source of life. None can do anything against Her will. She is beyond all knowledge and intelligence. She has made me free from the disease which would have caused death to me. 68 to 72

বঙ্গানুবাদঃ—

অথবা যিনি জীবিতাবস্থায় মৃত্যু সময়ে দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে সেই মাতাই সমগ্র জগতের আধার স্বরূপা নিত্যা। ৭৮

এবং যিনি ধ্রুবকে অধ্রুবে অধ্রুবকে ধ্রুবে পরিণত করেন অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন। ৬৯

এবং কোনও একটি জীব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজ শক্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এবং এরূপ শক্তি কাহারও নাই যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে। ৭০

শরীর বুদ্ধি ও মনের অগোচরে তাঁহার স্থিতি। সেই তুরীয়া নিগু´ণা সচ্চিদানন্দরূপা বিশুদ্ধা ব্রহ্মময়ী মাতা সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে আমার পরিচিতা হইলেন। সেই ব্রহ্মময়ী দ্বারা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম। সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য হইয়াছি রোগ যন্ত্রণা কোথায় গেল। ৭১,৭২

नीतो रोगो गतः कुत्र गता वा रोगयातना।
नास्ति तथा विधो रोगः शोको वापि शरीरिणां ॥ ७३

न नाशयसि यं काली कृपादृष्टैव केवलं।
प्रायेन समति समा वाङ्मनसामगोचरं ॥ ७४

ब्रह्मेत्युपासनायुक्त स्तस्मै सर्व्वं समर्पितम्।
देहप्राणामनश्चापि तस्मै दत्तं मया ध्रुवं॥ ७५

ब्रह्मैव सा जगन्माता मम प्रत्यक्षतां गता।
हरगौरी स्वरूपेण मत्समीपे स्फुरत्यसौ ॥ ७६

ब्रह्मणो ब्रह्म शक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन।
साक्षाद्दृष्टा मयासाद्य महामाया प्रसादतः ॥ ७७

Her kind look alone can cure all diseases. I have dedicated my life and all to Bramha. I

have now realised that she is Bramha aad that Bramha and its power is one and the same.
73 to 77

বঙ্গানুবাদঃ—

দেহধারী জীবসকলের যত বড়ই রোগ বা শোক হউক না কেন কালীর কৃপাদৃষ্টি হইলে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। ৭৩

আমি প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মের উপাসনা বা সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মেই সকল সমর্পন করিয়াছি। দেহ মন প্রাণ এই সকলও ব্রহ্মেই সমর্পন করিয়াছি। ৭৪।৭৫

সেই ব্রহ্মই জগদম্বা তিনিই আমার প্রত্যক্ষা হইলেন। আমার নিকটে সম্প্রতি হরগৌরীরূপে প্রকাশিতা হইয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই এই বেদ বিহিত সিদ্ধান্ত মহামায়ার কৃপায় আজ আমি প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিলাম। ৭৬।৭৭

নিশীথে ভীষণে তস্মিন্ ভক্তি বিহ্বল চেতসি।
শ্রীজগজ্জননী কালী ব্রহ্মরূপা প্রকাশিতা॥ ৭৮
তদা চিন্ত্যা ব্যক্তরূপা মহামায়া প্রদর্শনং।
কুর্ব্বং স্তীর্ত্বা পুনর্গঙ্গাজলং জানুপ্রমাণকং॥ ৭৯
লঙ্ঘয়িত্বা পাদচারৈঃ স্বঘট্টে সমুপস্থিতঃ।
ভাগীরথীং নমস্কৃত্য তরঙ্গ বাচ্য বিস্মিতঃ॥ ৮০
ততঃ পঞ্চবটী মূলে স্ব হোমাগ্নি সমীপতঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্ট উপবিশ্যাজিনাসনে॥ ৮১

पुनः पुनः स्वोदरे स कृत्वा तु करताड़नं ।
सम्पूर्ण यातनाभावं रोगमुक्तिं विलोक्य च ॥ ८२

Totapuri again crossed the river on foot and came back to Dakshineswar. He seaied himself at Panchabati by the side of the holy fire and felt himself quite recovered. 78 to 82.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই গভীর রাত্রে জগদম্বা কালী ব্রহ্মময়ী শিবানী তোতাপুরী সাধুর ভক্তি গদগদচিত্তে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। ৭৮

সেই অব্যক্ত ও অচিন্ত্যস্বরূপা মহামায়ার দর্শন করিতে করিতে তোতা পুনর্ব্বার জানুপরিমিত গঙ্গার জল লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরপার হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৯

ভাগীরথী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গিমা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৮০

তৎপরে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিজ হোমাগ্নি সমীপে অত্যন্ত আনন্দের সহিত অজিনাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পুনঃপুনর্ব্বার উদরে হাত দিয়া পরমানন্দে রোগমুক্তি জন্য সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণাশূন্য দেখিয়া রাত্রিকালে গঙ্গাগর্ভে নূতন সমাধি আবির্ভূত হইয়াছিল তখনও তাহা মনের প্রীতিদায়ক হইতেছে। ৮১.৮।৮৩

गङ्गागर्भे निशायां यः समाधिर्नवरूपकः ।
आविर्भूतोऽधुना सोऽपि मनसः प्रीतिदायकः । ८३

तच्चिन्तया ततस्तोता विनिद्र नयनेन वै ।
सुमधुरं वानिशेषं मातुर्नाम जपेन च ॥ ८४

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ

ধ্যানেনাপি জগন্মাতূরূপপ্রত্যক্ষপূর্ব্বকং ।
ক্ষপয়িত্বা ক্ষমানন্দাৎ কৃতকৃত্য মমন্যত ॥ ৮৫

এবং ব্রহ্মময়ী ভাবং প্রাপ্তঃ পূর্ব্বতপোবলাৎ ।
সর্ব্বমেব রামকৃষ্ণ প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬

প্রত্যুষে শ্রীরামকৃষ্ণো রোগাতুর গুরোরথ ।
দৈহিকং কুশলং জ্ঞাতুমাগত্য গুরু সন্নিধৌ ॥ ৮৭

He passed the rest of the night brooding over his divine experience. In the morning Sri Ramakrishna came to Tota to enquire about his health. 83 to 87.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপে তোতা সেই ঘটনাটির চিন্তায় এবং বিনিদ্র নয়নে সুমধুর রাত্রির অবশিষ্ট সময় জগদম্বার নাম জপ এবং ধ্যানের দ্বারা জগদম্বার স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ৮৪।৮৫

পূর্ব্বের তপস্যাশক্তিতে এইরূপভাবে ব্রহ্মময়ীর ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গায় এক হাঁটু জল দেবীর দর্শন রোগ মুক্তি এবং সমাধি এই সকল অবস্থা এই সকল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবেই হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। ৮৬

অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোগাতুর গুরু তোতাপুরীর দেহ সম্বন্ধে কুশলাকুশল জানিবার জন্য ঠাকুর গুরুর নিকটে যাইয়া সেই স্থানে সেই সময়ে সেই গুরুকে অন্যরূপ দেখিয়াছিলেন। ৮৭

मध्यलीलायां १४शः अः ।

अपश्य त्तं गुरुं तत्र रूपान्तरमवस्थितं ।
न रोगलक्षणं किञ्चिज्जातिव पृथगात्मता ॥ ८८
हास्यहीनस्य मुखस्य सर्व्वतः परिवर्त्तनं ।
आनन्दप्लुतदेहोऽयं रोगमुक्तोऽभवत्तथा ॥ ८९
स्वशिष्यं श्रीरामकृष्णं स्वपार्श्वेऽप्यतियत्नतः ।
उपवेश्य व्यतीतायां यामिन्यां या ह्यलौकिकी ॥ ९०
घटनाघटिता तां हि सर्व्वां स समवर्णयत् ।
एवञ्चोक्तं कथाशेषे कालो मे निष्फलो गतः ॥ ९१
ब्रह्ममय्या यतो मातुर्नाहं वेद्मि स्वरूपकं ।
अहोऽज्ञता बाधते मां ब्रह्मशक्ति र्विमानिता ॥ ९२

He found Tota quite hale and hearty. No symptom of any disease was visible. Tota cordially welcomed his disciple and narated all that happened in the night. He further said. "I have wasted so many years of my life in vain, as I was quite ignorant of the glory of the Goddess. I have been too foolish to attach any importance to the power of Bramha ( the Supreme being )

88 to 92

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ঠাকুর পুরীর রোগলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন না সম্পূর্ণরূপে অন্য ভাব। ৮৮

পুরীর বদনমণ্ডল হাস্যযুক্ত অতএব রোগমুক্ত হইয়াছেন এইরূপই ঠাকুর ভাবিয়াছিলেন। ৭৯

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে সযত্নে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেসকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিষ্ফলে গিয়াছে। ৯০'৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

वत्साद्य दिव्यचक्षुर्मे स्फुटितं त्वत्प्रसादतः ।
श्रुत्वैव श्रीगुरोर्वाक्यं प्रत्युवाच पुरीं प्रभुः ॥ ८३
ज्ञातमेतद्भवद्भिस्तु संशयः कर्णचक्षुषोः ।
गतोऽद्य सविशेषं हि कृपामय्याः कृपाबलात् । ८४
प्रागेवाहमिदंमाता ज्ञापितं बहुरूपतः ।
ब्रह्मणो ब्रह्मशक्तेश्च भेदो नास्ति कथञ्चन ॥ ८५
अग्नेस्तद्दाहिकाशक्तेर्नानात्वं नास्ति निश्चितं ।
तादृगियं ब्रह्मशक्तिर्ब्रह्मरूपामतामम ॥ ८६
तत स्तोता रामकृष्णमुवाच परपूरुषं ।
या ममाध्यात्मिकी शक्तिरपूर्णा विद्यते हृदि ॥ ८७

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

sought to impress upon you that there was absolutly no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষুঃ ও কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল ত। পূর্ব্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল।

৯৭

साधुना त्वत् सहायस्य परितः पूर्णतां गता।
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्वा मातुः कृपाकणां ॥ ৫৮
एवन्तौ गुरुशिष्यौ द्वौ समसिद्धियुतौ तदा।
प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्व्वकं ॥ ৫৫

मध्यलीलायां १४शः अः ।

नेमतुर्दण्डवद्भूमौ तावुभौ सिद्ध साधकौ ।
प्रत्यक्षा सा तदा माता मस्तके योगिनोर्द्वयोः ॥ १००
करौ दत्वावदद्देवी पश्य मे योगवैभवं ।
मत्तः परतरं नास्ति भूतं भव्यं भवच्च यत् ॥ १०१
अहमेव हरिः साक्षाद्वैकुण्ठाधिपतिर्महान् ।
रामःकृष्णो हरिर्विष्णुर्जिष्णुर्नारायणोऽव्ययः ॥ १०२

"I feel myself blessed by the grace of the Goddess." Then both of them entered the temple of the Goddess who placed her hands on their heads and said, "Nothing except me in this world exists. I am Hari, Rama, Krishna, Vishnu, Jishnu and Narayana" 93 to 102.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ আমি কৃপাময়ীর কৃপাকণা লাভে কৃতার্থ বা অতি কৃতার্থ হইলাম। ৯৮

এইরূপভাবে সেই সময় তুল্য সিদ্ধি প্রাপ্ত গুরু এবং শিষ্য দুইজনে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবতীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই উভয় সিদ্ধ সাধক ভগবতীর সাম্নে ভূমিতে লুণ্ঠিত, হইলে সেই সময় জগদম্বা প্রত্যক্ষা হইয়া ঠাকুর এবং পুরীর মস্তকে করপদ্ম অর্পণ করিয়াছিলেন। ৯৯।১০০

এবং বলিয়াছিলেন তোমরা আমার যোগ বৈভব দর্শন কর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কারণ কিছুই নাই।

আমিই বৈকুণ্ঠাধিপতি সাক্ষাৎ নারায়ণ আমিই রাম, হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু ও নৃসিংহাদি অব্যয় স্বরূপ। ১০২

योगोयाग स्तथा सिद्धिर्देवता मन्त्र एव वा ।
मद्भक्तियोगमाश्रित्य भक्ता जानन्ति तत्त्वतः ॥ १०३

ज्ञानेन कर्म्मणा वापि वैराग्येन दृढ़ेन च ।
न विन्दन्ति स्वरूपं मे भक्तिरेव हि कारणम् ॥ १०४

एवं काली विश्वरूपं दर्शयामास तौ तदा ।
पुरी दृष्ट्वैव तद्रूपं निमज्ज्यानन्दसागरे ॥ १०५
स्तोत्रेर्ध्यानेन तां देवीं तुष्टाव जगदम्बिकां ।
देवी त्वं जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ १०६

सर्व्वाधारे सदानन्दमयि दुर्गे नमोऽस्तुते ।
कालिके कृष्णवर्णे त्वं कामारि कृष्णविग्रहे ॥ १०७

"My grace cannot be acquired by knowledge, work, service or renunciation, but by devotion." The joy of Totapuri knew no bounds on seeing the Goddess and hearing Her words. They chanted hymns to please Her. 103 to 107.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যোগ যাগ সিদ্ধি দেবতা ও মন্ত্র একমাত্র আমিই। আমার ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তগণ যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

জ্ঞান কর্ম্ম বা দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন্ নাই একমাত্র ভক্তিই আমাকে জানিবার উপায়॥ ১০৪

এইরূপভাবে জগদম্বা দুইটি সাধককে আনন্দের সহিত বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন॥ ১০৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ স্কঃ ।

পুরী সেই অপূর্ব্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬

হে মাতঃ কালিকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী কাম নাশিনী কৃষ্ণ স্বরূপা সদানন্দময়ী দুর্গা তোমাকে নমস্কার। ১০৭

त्वत् पादपद्मयुगले सुरतिर्ममास्तु
मातः प्रसीद भवदुःखहरा त्वमाद्या ।
देवी प्रसीद वरदे सुखशान्तिदात्री
ह्याशीःस्रजं वितर हे मम मूर्द्धि नित्यं ॥ १०८

त्वमेव सर्व्वस्य सुवीजरूपा
त्वमेव सिद्धिः सुखवोधदात्री ।
त्वमेव धात्री जनमुक्ति हेतु
स्त्वमेव नित्या परतः परासि ॥ १०९

विमोहितास्ते जड़वुद्धयः सदा
द्वारात्मजार्थेषु निमग्नमानसाः ।
सदासदानन्द मयार्थं सम्पदं
त्वत् पादपद्मं परिहाय पामराः ॥ ११०

"Oh Goddess, be pleased to shower your blessings on our head. Thou art the root cause of everything of this world. Thou art the giver of all knowledge and happiness. Thou art the Mother of this universe. Man becomes free from all bondages of this world by your grace. Woe

to those who serve Mamon and Cupid and never looks for the enternal bliss. 108 to 110.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে মাতঃ কালিকে তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না ও দুঃখ হরা হও। তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন আমার সুমতি হয়। হে সুখশান্তি দাত্রী বরদে দেবি আমার প্রতি কৃপা কর। সর্ব্বদা আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদীয় পুষ্প বিতরণ করুন। ১০৮

তুমিই জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপা তুমিই সিদ্ধি স্বরূপা জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনী জননী। তুমিই জনগণের একমাত্র মুক্তির কারণরূপা। তুমিই নিত্যা এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা। ১০৯

পত্নী পুত্র গৃহ ও বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত জড়বুদ্ধি জনগণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম সম্পদ তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া মোহান্ধকারে পতিত হয়। ১১০

ধন্যোঽহমদ্য মহত্ স্তবপাদপদ্ম
সম্পর্কলেশপরিশুদ্ধ গদাধরস্য।
সঙ্গাদহো সকল শান্তিময়ীং ভবাব্ধেঃ
পারায় পাদতরণীং পরমাং প্রযাতঃ ॥ ১১১
যদি গমনমধস্তাত্ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবাত্
ভবতি কুলবিহীনে জন্ম কীটানুকীটে।
হর হর হরকান্তে দুর্গতিং ত্বং মদীয়াং
ভবতু মম হৃদিস্থা ত্বত্ পদে ভক্তিরেকা ॥ ১১২
এবং পুরী তদা স্তোত্রং বিশ্রাব্য ভবতারিণীং।
মন্দিরাদ্বহিরাগত্য পঞ্চবট্যামুপাবিশত্ ॥ ১১৩

मध्यलीलायां १४शः अः ।

"To-day I have been blessed by virtue of my company with Gadadhar. I have got your feet which will take me across this world of sorrows. Oh Goddess, be pleased to give me devotion to you, even if I may happen to take my birth as the meanest of all living things because of my misdeeds in previous births." After praying so, Totapuri came out of the temple and returned ta the Panchabati. 111 to 113.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

তোমার সম্পর্ককণায় পরিশুদ্ধ মহান্ গদাধরের সঙ্গ হেতু আজ আমি ধন্য হইলাম।

অহো ভব সমুদ্র পারের নিমিত্ত সকল শান্তিময় অত্যুত্তম জলযান স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম পাইলাম ॥ ১১১

যদি পূর্ব্বকর্ম্ম প্রভাবে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়। অথবা কুলবিহীন কীটানুকীটে গতি হয়। হে হরবল্লভে আমার দুর্গতি হরণ কর। হরণ কর ॥ এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি আমার হৃদয়ে অবস্থান করুক ॥ ১১২

এইরূপভাবে পুরী সেই সময় ভবতারিণীকে স্তব শ্রবণ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চবটীর আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১১৩

ततः कतिपयाहानि तत्र स्थित्वामुदायुतः ।
शिष्यैः सह जगन्मातुः प्रसादं परिगृह्य सः ॥ ११४
लब्ध्वा श्रीभवतारिण्याः सदनुज्ञां महामतिः ।
भूत्वा देव्या महाभक्तो गतः स दक्षिणेश्वरात् ॥ ११५

मध्यलीलायां १४शः अः ।

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य तोतापुरी सन्न्यासी सकाशात् ब्रह्ममन्त्र ग्रहणानन्तरं तत् कृपाकरणरूपो मध्यलीलायां चतुर्दशोऽध्याय: ।

Thus Totapuri became a great devotee to the Goddess, and left Dakshineswar after a few days.
114 to 115.

Here ends the fourteenth chapter of Madhya-lila in the Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়া শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আনন্দময়ীর প্রসাদ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহামতি তোতাপুরী মাতা ভবতারিণীর অত্যুত্তম অনুমতি লাভ করিয়া দেবীর মহা ভক্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১৪।১১৫

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সাধুর নিকটে অদ্বৈত ব্রহ্ম মন্ত্র গ্রহণ। এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তোতাপুরী সাধুর ব্রহ্মময়ী কালীর কৃপালাভে তোতাপুরী ধন্য হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন ও ভবতারিণীর স্তবাদি করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন।

( মঃ ১৪ অঃ সমাপ্ত )

मध्यलीलायां १५शः अः ।

मन्दिरस्य कियद्दूरेऽवस्थितस्य सुयोगिनः ।
अत्यन्तमाग्रहश्चाभूदैस्लामधर्म्मसाधने ॥ १
अद्वैत साधना सिद्धेः परं तस्यैव योगिनः ।
धर्म्मान्तर साधनायां वासनाभूद्गरीयसी ॥ २
आर्य्याचारमार्य्यधर्म्म मतिक्रम्य महामतिः ।
विभिन्न धर्म्मशीलानां तत्तद्धर्म्मानुवर्त्तिनां ॥ ३
परमेश्वर लाभार्थं सान्निध्यं यतते सदा ।
महासाधक वर्य्योऽयं सच्चिन्त्यातः परं बहु ॥ ४
तत्तत् सिद्धि प्रासिद्धेतोरुद्युक्तो नवसाधने ।
यहच्छयागत स्तत्र दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ५

Even though Shri Ramakrishna had attained success in his penance for realisation of Brahma, he desired to undergo penance according to the practice and process followed in Islam and other religions. For this purpose he dwelt at a place at a distance beyond the temple premises. Just at that time there appeared Govinda Roy, a preacher of Islam religion at the village of Dakshineswar. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াও ধর্ম্মান্তর সাধনে সিদ্ধি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থান পূর্ব্বক ইসলামী ধর্ম্ম অর্থাৎ মুসলমানের ধর্ম্মের সাধনে প্রস্তুত হইলে মা জগদম্বার কৃপায় ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বর

গ্রামে ইসলামী সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গোবিন্দ রায় নামে একটি আল্লামন্ত্রের সাধক আসিয়াছিলেন। ১।২।৩।৪।৫।৬

कालेऽस्मिन्निसलामीसुफी सम्प्रदाय प्रचारकः।
श्रीगोविन्द राय नामा आल्ला साधक सत्तमः॥ ६
तस्मादेव रामकृष्णो दीक्षितो ह्यभवन् मुदा।
यावनिकस्य धर्म्मस्य साधना समये प्रभुः॥ ७
त्यक्त्वा मथुरसम्पर्कं मन्दिरस्य च सन्निधिं।
बहिर्भागे मन्दिरस्य सर्व्वदा समवस्थितः॥ ८
तद्धर्म्मानुगुणं पानं भोजनञ्च तथा करोत्।
इदमुक्तं ठाकुरेण साधनायाः प्रसङ्गतः॥ ९
शिष्याणां श्रवणेच्छायां कौतूहलवशात् कदा।
आल्लामन्त्रं तदाहन्तमजपं प्रीतिपूर्व्वकं॥ १०

Sri Ramkrishna was very glad to be initiated in the Islamic religion. At the time of his penance according to Islamic process, he cut off all his connections with Mathuranath and remained always outside the temple premises. It was so said by him to his disciples to satisfy their curiosity regarding his ways of penance that he drank and ate and chanted the names of Allah with great pleasure. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদঃ—

ঠাকুর সেই রায়ের নিকট হইতে আগ্রহের সহিত আল্লা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং সেই সময়ে যাবনিক ধর্ম্ম বিহিত পান ও ভোজন করিতেন। ৭।৮

মধ্যলীলায়াং ১৫শঃ অঃ।

কোন সময়ে শিষ্যবর্গের কৌতূহল বশতঃ ঐ বিষয়ে শ্রবণের ইচ্ছা হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যাবনিক ধর্ম্মের সাধন সময়ে মন্দিরের সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ভাগে মথুরানাথের কোনও একটি ঘরে সর্ব্বদা থাকিতাম এবং সেই সময়ে যবন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পান ও ভোজনাদি করিতাম। এবং আল্লা মন্ত্রটি প্রীতি পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে জপ করিতাম। ৯।১০

परिधेयं यवनवद्गृहीतमतियत्नतः।
नामाज विधिना सन्ध्या वन्दनं विधिवत् कृतं ॥ ११
तदार्य्यभावो मनसः सम्पूर्णं लुप्ततां गतः।
हिन्दु प्रतिष्ठिता मूर्त्तिं देवदेवी मयापिवा ॥ १२
तदानीं नानमञ्चाहं दर्शनेच्छापि नो मम।
दिनत्रयगते चैवं रूपे भाव पुरःसरं ॥ १३
साधनस्य फलं सम्यगुपलब्धौ कृतं मया।
परमेव सिद्धिलाभा दैसलाम धर्म्मसाधने ॥ १४
ज्योतिर्म्मय दीर्घश्मश्रुविशिष्ट पुरुषस्य हि।
दिव्यदर्शनलाभेन धन्योऽहमभवं स्तदा ॥ १५

He carefully clad himself just like Jabanas and prayed in the morning and in the evening according as they did. He forgot all Hindu rites and also never desired to pay his obeisance to gods and goddesses. He gained the fruit of his Islamic penance after three days, when he felt blessed at the sight of a godly person with long beard.

11 to 15.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

অতি যত্নের সহিত মুসলমানদের মত কাপড় পরিতাম। যাবনিক বিধিমত ত্রৈকালিক নামাজ পাঠ করিতাম। ১১

সেই সময় আমার মন হইতে আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু হিন্দু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিতাম না।

বা প্রণামাদি করিতে ও ইচ্ছা হইত না॥ ১২

এইরূপে যবনভাবে ভাবিত হইয়া তিন দিন গত হইলে সাধনার ফল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম॥ ১৩

ইসলামী ধর্ম্ম সাধনের সিদ্ধি সময়ে একটি জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট পুরুষের দিব্য দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। ১৪।১৫

ततो विराट पुरुषस्य रूप दर्शनपूर्व्वकं ।
गुणातीते तुरीयाख्ये ॐ तत् सदिति शब्दिते ॥ १६
लीनं ब्रह्मण्यभूच्चित्तं निर्व्विकल्प समाधिना ।
एवमानन्दरूपस्य जीवानन्द प्रदायिनः ॥ १७
परमब्रह्मभूतस्य साधनाचिन्त्य गोचरा ।
स्वनुष्ठितानन्तरूपा यया तं समुपैष्यति १८ ।
शाक्त वैष्णव गाणेश सौर शैवादि साधनं ।
बौद्ध जैन खृष्टीयादि साधनान्यकरोत् प्रभुः ॥ १९

अत्रैव तस्य महतः पुरुषस्य साधोः
श्रीरामकृष्ण गुरु गौरव विग्रहस्य ।
धर्म्मात्मनः सकल धर्म्म सुसिद्धिलाभं
प्राप्तस्य योगतपसामभवत् समाप्तिः ॥ २०

He also felt himself lost in eternal life and bliss. Thereafter he underwent penance of the Saktas, the Vaishnabas, the Ganeshas, the Sauras, the Shaivas, the Buddhists, the Jains, and the Christians etc. Shri Ramakrishna is unique among all the figures in the religious world for his searching curiosity in attaining the end through various avenues. 16 to 20.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে বিরাট পুরুষের স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ওঁ তৎসৎ শব্দের বাচ্য গুণাতীত তুরীয়াখ্য ব্রহ্মে চিত্ত বিলীন হইয়াছিল। ১৬

এইরূপ পরব্রহ্ম ঘনানন্দ বিগ্রহ জীব জগতের পরমানন্দ প্রদাতা ভগবান রামকৃষ্ণের সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার সাধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।১৮

যে সকল সাধনা দ্বারা জীবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সকল সাধনাই ভগবানের সাধনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টীয়াদি সাধনাতেও সম্যক্ রূপে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইরূপে সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ বিশিষ্ট গুরু গৌরবান্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সময়েই সর্ব্ব সাধনার সমাপ্তি হইয়াছিল॥ ২০

यदा श्रीरामकृष्णस्तु सर्वसिद्धि युतोऽभवत् ।
तदा तद्वयसः संख्या द्वात्रिंशद्वर्ष सम्मिता ॥ २१

एवन्त्वासौ स्वल्पकाल विभिन्नमार्ग साधने ।
भूत्वावतीर्णो भगवां स्तां स्तां सिद्धिमवाप्तवान् ॥ २२
त्याग एव परोधर्म्मः सर्व्व धर्म्म प्रवर्त्तकः ।
एकमेवाद्वितीयं यत्तत्त्वं साधक सत्तमैः ॥ २३
साध्यते बहुभिर्दुःखै स्तत्तत्त्वं ठाकुरेण हि ।
स्वल्पायासेनोपलब्धं सर्व्वं निरवशेषतः ॥ २४
एवमुक्तं भगवता श्रीमुखेन स्वयं तदा ।
धार्म्मिकानां धर्म्ममते बहुरूप गतेऽपि च ॥ २५

When he completed his penance his age was only thirty-two years. In this early age he attained success in different ways with ease. He said later on that although the ways were different in different religions, the result was the same. 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ ৩২ বৎসর। ২১

ঠাকুর এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধনে যোগদান করিয়া সেই সেই ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ২২

সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ত্যাগই উত্তম ধর্ম্ম। এবং এক মাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। যে তত্ত্বকে সাধকোত্তমগণ বহু দুঃখে সাধন করিতে সমর্থ হন। ঠাকুর অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে সেই সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ২৩।২৪

সেই সময় অর্থাৎ নানা প্রকার সিদ্ধি লাভের পর ঠাকুর নিজ মুখে এইরূপভাবে বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্ম প্রচারক সকলের ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও সাধনার সিদ্ধি সময়ে সিদ্ধিলাভ এক প্রকারই হইয়া থাকে॥ ২৫

साधना सिद्धिकाले तु गतिरेकविधा भवेत् ।
सर्व्वधर्म्म मूलरूप मेत देव चतुष्टयं । २६
त्यागवैराग्यविश्वासाभक्तिश्चेति मतं मम ।
सत्यमीश्वर प्रत्यक्षं संशयो नात्र विद्यते ॥ २७
तमैकान्तिक भक्त्या च द्रष्टुमर्हन्ति साधकाः ।
प्रपस्यसि यथा त्वं मां पश्यामि त्वामहं यथा ॥ २८
एवन्तमीश्वरं साक्षात् कुर्व्वन्ति कुशला जनाः ।
सह तेन कथापिस्याद्भक्तानां मानसेप्सिता ॥ २९
सजातीया विजातीया या याः साधनभूमिकाः ।
तत्तत् साधन सिद्धिं स लब्धेवं मन्यते तदा ॥ ३०

He said, "All religions are fundamentally based on four things, viz Renunciation, disinterestedness, faith and devotion. Having all these, we can see God as I see you, or as you see me, and even we can exchange words with Him, if we so desire. We then feel ourselves blessed with our success in our penance by our own ways or different ways. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ত্যাগ বৈরাগ্য বিশ্বাস ও ভক্তি এই চারিটিই সর্ব্ব সাধনের মূল স্বরূপ। অর্থাৎ এই চারিটি না থাকিলে ধর্ম্ম সাধনে অধিকারই হয় না। ইহাই আমার মত॥ ২৬

ভগবানকে সাক্ষাৎ করা এই কথাটি ধ্রুব সত্য। এ বিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই ঈশ্বরকে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা সাধকগণ প্রত্যক্ষ করেন।

যেরূপ তুমি সম্মুখস্থিত আমাকে দেখিতেছ। এবং আমি যেমন তোমাকে দেখিতেছি। এইরূপে সাধকগণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। ২৮

এবং ভক্তগণের অভ্যন্তরের অভিলষিত কথাও ঈশ্বরের সহিত হইয়া থাকে। ২৯

নিজ ব্রাহ্মণোচিত অথবা যেসকল অন্য জাতীয় সাধন ভূমিকায় অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই সেই সাধনভূমিকায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৩০

ঈশ্বরস্যাবতারোঽহং সাধনং জীবহেতবে।
ঘোরে কলিযুগে চাত্র জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩১
সমর্থা ন জনাঃ কর্ত্তুং শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ময়েদং সাধনং কৃতম্॥ ৩২
যেনাস্মিন্ সঙ্কটে কালে হ্রস্বধর্ম্মপ্রভবা নরাঃ
পাপমুক্তিমাপ্নুবন্তি মন্নামোচ্চার মাত্রতঃ॥ ৩৩
এবং কল্যাণসিদ্ধ্যর্থং জীবানাং সমনুষ্ঠিতং।
নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাবাদীশ্বরাদপি॥ ৩৪

সেই সময় অর্থাৎ নানা প্রকার সিদ্ধি লাভের পর ঠাকুর নিজ মুখে এইরূপভাবে বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্ম প্রচারক সকলের ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও সাধনার সিদ্ধি সময়ে সিদ্ধিলাভ এক প্রকারই হইয়া থাকে ॥ ২৫

साधना सिद्धिकाले तु गतिरेकविधा भवेत्।
सर्व्वधर्म्म मूलरूप मेत द्देव चतुष्टयं। २६
त्यागवैराग्यविश्वासाभक्तिश्चेति मतं मम।
सत्यमीश्वर प्रत्यक्षं संशयो नात्र विद्यते ॥ २७
तमैकान्तिक भक्त्या च द्रष्टुमर्हन्ति साधकाः।
प्रपश्यसि यथा त्वं मां पश्यामि त्वामहं यथा ॥ २८
एवन्तमीश्वरं साक्षात् कुर्व्वन्ति कुशला जनाः।
सह तेन कथापिस्याद्भक्तानां मानसेप्सिता ॥ २९
सजातीया विजातीया या याः साधनभूमिकाः।
तत्तत् साधन सिद्धिं स लब्धैव मन्यते तदा ॥ ३०

He said, "All religions are fundamentally based on four things, viz Renunciation, disinterestedness, faith and devotion. Having all these, we can see God as I see you, or as you see me, and even we can exchange words with Him, if we so desire. We then feel ourselves blessed with our success in our penance by our own ways or different ways. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ত্যাগ বৈরাগ্য বিশ্বাস ও ভক্তি এই চারিটিই সর্ব্ব সাধনের মূল স্বরূপ। অর্থাৎ এই চারিটি না থাকিলে ধর্ম্ম সাধনে অধিকারই হয় না। ইহাই আমার মত॥ ২৬

ভগবানকে সাক্ষাৎ করা এই কথাটি ধ্রুব সত্য। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ঈশ্বরকে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা সাধকগণ প্রত্যক্ষ করেন।

যেরূপ তুমি সম্মুখস্থিত আমাকে দেখিতেছ। এবং আমি যেমন তোমাকে দেখিতেছি। এইরূপে সাধকগণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। ২৮

এবং ভক্তগণের অভ্যন্তরের অভিলষিত কথাও ঈশ্বরের সহিত হইয়া থাকে। ২৯

নিজ ব্রাহ্মণোচিত অথবা যেসকল অন্য জাতীয় সাধন ভূমিকায় অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই সেই সাধনভূমিকায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ৩০

ঈশ্বরস্যাবতারোঽহং সাধনং জীবহেতবে।
ঘোরে কলিযুগে চাত্র জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩১
সমর্থা ন জনাঃ কর্ত্তুং শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ময়েদং সাধনং কৃতম্॥ ৩২
যেনাস্মিন্ সঙ্কটে কালে হ্যধর্ম্মপ্রভবা নরাঃ
পাপমুক্তিমাপ্নুবন্তি মন্নামোচ্চার মাত্রতঃ॥ ৩৩
এবং কল্যাণসিদ্ধ্যর্থং জীবানাং সমনুষ্ঠিতং।
নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাবাদীশ্বরাদপি॥ ৩৪

मध्यलीलायां १५शः अः

जीवानामिव भिन्नं न मत्स्वरूपं कदाचनः।
जीवः कर्म्मफलभुंक्ता कर्म्मातीतो भवाम्यहं ॥ २५

"I am an incarnation of God. I hav
fested myself for the good of the su
humanity. In this Kali yuga when peo
not capable of doing austere religious ri
are given to selfishness and sexual pleas
my activities tend to bring salvation to t
purge them of their sins. I am not a
being who enjoys the fruit of his own
I am not affected by the result of my act
3

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্য।
কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান
বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে স
উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্যই আমি এইসব
করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্ম্মোৎপন্ন নরনারী
ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নাম উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে

एवमीश्वर धर्म्मोऽयं मम देहे प्रवर्त्तते ।
अतो मे नास्ति मुक्तिश्च बन्धनं वा कुतो भवेत् ॥ ৩৬
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पीडयाम्यहं ।
एवं निर्लिप्तभावेऽपि कर्त्तव्यं मयि विद्यते ॥ ৩৭
युगे युगेवतीर्य्याहं युगधर्म्मं चरामि हि ।
यथा राजा स्वराष्ट्रेषु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ৩৮
तत्र गत्वा प्रजा शान्त्यै करोति शासनं महत् ।
तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ৩৯
पृथिव्यामधुना तद्वद्धर्म्मग्लानि विवर्द्धते ।
धर्म्मबाधां विधास्यन्ति ये भोजा धनिनो जनाः ॥ ৪০

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

বঙ্গানুবাদঃ—

আমি কি ইচ্ছা করিয়া কাহার জন্য শরীরকে পীড়িত করিব। এইরূপভাবে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও আমার কর্ত্তব্য আছে

मध्यलीलायां १५शः अः

जीवानामिव भिन्नं न मत्स्वरूपं कदाचनः ।
जीवः कर्म्मफलभुंक्ता कर्म्मातीतो भवाम्यहं ॥ ३५

"I am an incarnation of God. I have manifested myself for the good of the suffering humanity. In this Kali yuga when people are not capable of doing austere religious rites and are given to selfishness and sexual pleasure, all my activities tend to bring salvation to them, to purge them of their sins. I am not a mortal being who enjoys the fruit of his own doings. I am not affected by the result of my actions."

31 to 35.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্য। এই ঘোর কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্যই আমি এইসকল সাধন করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্ম্মোৎপন্ন নরনারীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নাম উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে।

৩১।৩২।৩৩

জীবসকলের মঙ্গলার্থে আমি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর হইতে আমার স্বরূপ ভিন্ন নয়। জীব-কর্ম্মফল ভোগ করে আমি কর্ম্মাতীত এইসকল ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। অতএব আমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। ৩৪।৩৫।৩৬

मध्यलीलायां १५श अः

एवमीश्वर धर्म्मोऽयं मम देहे प्रवर्त्तते।
अतो मे नास्ति मुक्तिश्च वन्धनं वा कुतो भवेत् ॥ ३७
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पीडयाम्यहं।
एवं निर्लिप्तभावेऽपि कर्त्तव्यं मयि विद्यते ॥ ३७
युगे युगेवतीर्य्याहं युगधर्म्मं चरामि हि।
यथा राजा स्वराष्ट्रेषु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ३८
तत्र गत्वा प्रजा शान्तैश्च करोति शासनं महत्।
तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ३९
पृथिव्यामधुना तद्वद्धर्म्मग्लानि विवर्द्धते।
धर्म्मबाधां विधास्यन्ति ये भोजा धनिनो जनाः ॥ ४०

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

বঙ্গানুবাদঃ—

আমি কি ইচ্ছা করিয়া কাহার জন্য শরীরকে পীড়িত করিব। এইরূপভাবে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও আমার কর্ত্তব্য আছে

আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে যুগে যেরূপ আচরণে জগতের জীবগণ শান্তিলাভ করে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। ৩৭ ৩৮

যেমন রাজা নিজের রাজ্য মধ্যে যেখানে রাজদ্রোহী প্রজা থাকে সেই স্থানে যাইয়া প্রজাবর্গের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে শাসন করেন। সেইরূপ ইহ জগতে ভগবান প্রায়ই আবির্ভূত হয়েন। ৩৯

সম্প্রতি এই জগতে ধর্ম্মগ্লানি ও ধর্ম্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সকল ভোগী ধনীগণ ধর্ম্ম ধ্বংশ করিতেছেন সেইসকল ধর্ম্মনাশের নিবৃত্তির জন্য এই কলিযুগে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ৪০

তস্যাঃ সংরোধনার্থায় হ্যবতীর্ণোঽভবং কলৌ।
জনিষ্যমান জীবানাং তথাস্মদনুবর্ত্তিনাং ॥ ৪১
সন্মার্গদর্শনার্থায় সাধনৈয়মনুষ্ঠিতা।
ঠাকুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণো ব্রতী বেদান্ত সাধনে ॥ ৪২
চন্দ্রাদেবী তদা তত্র কামারপুকুরালয়াত্।
দক্ষিণেশ্বর আগত্য স্থিতা মন্দির কোষ্ঠকে ॥ ৪৩
সস্ত্রীকো মথুরানাথো সাক্ষাত্তাং জগদম্বিকাং।
মত্বা চৈকান্তিকীং সেবাং কৃত্বা ধন্যো বভূব হ ॥ ৪৪
ঠাকুরোঽপি প্রতিদিনং নিদ্রাভঙ্গে খলুষসি।
সর্ব্বং কর্ম্ম পরিত্যজ্য সর্ব্বাগ্রে মাতৃসন্নিধৌ ॥ ৪৫
গত্বা শ্রদ্ধান্বিতো ভক্তি বিনয়াদি পুরঃসরং।
পাদপূজাং বিধায়াথপৌত্বাচ চরণোদকং ॥ ৪৬

"All my penance is intended to show the way to them who are now my followers and who

will follow my steps after my demise." When Thakur was undergoing penance to realise unity in diversity, Chandra Devi came down from Kamarpukur to Dakshineswar and put up in a room in the temple premises. Mathuranaih with his wife regarded her as the Goddess and offered their services accordingly. Thakur also would come to her every morning and worship her feet. 41 to 46.

**বঙ্গানুবাদ :—**

উপস্থিত যাঁহারা আমার মতাবলম্বী হইয়াছেন। পরে অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে যাঁহারা আমার মতানুবর্ত্তী হইবেন এইসকল বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সৎপথ দেখাইবার জন্য আমি সাধনসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৪১

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বেদান্ত সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী চন্দ্রদেবী কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া মন্দিরস্থ কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

মথুরানাথ পত্নীর সহিত চন্দ্রাদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলন। ৪৪

ঠাকুর প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মাতৃসন্দর্শনে গমন করিয়া অতুলনীয় শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয়াদি পুরঃসর গর্ভধারিণীর যুগল পাদপদ্মের পূজা করিয়া চরণোদক

পান পূর্ব্বক আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃতার্থ হইলাম আমার জন্ম সফল হইল ইত্যাদি স্তবস্তুতি করিয়া সর্ব্বারাধ্যা মাতৃপদে বিলুণ্ঠিত হইতেন। ৪৫।৪৬।৪৭

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
এবমুক্ত্বা পদে মাতুর্লুণ্ঠিতশ্চাভবন্মুদা ॥ ৪৭
দৃষ্ট্বৈ তত্ শ্রীমথুরো দৃষ্টবানতি ভক্তিতঃ।
অত্রান্তরে শ্রীমথুরো মনস্যৈ তদচিন্তয়ত্ ॥ ৪৮
পিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণায় দাস্যামিবহু বিস্তরং।
ভূখণ্ডং তত্ প্রীতি কামো যেন তস্য সুখং ভবেত্ ॥ ৪৯
শ্রুত্বৈ তদ্রামকৃষ্ণাস্তু সর্ব্বং হৃদয় বক্ত্রত.।
ঘৃতাহুত্যা যথা বহ্নেঃ শিখাসংবর্দ্ধিতা ভবেত্ ॥ ৫০
তদ্বদেব তদৈবাসৌ ক্রোধাগ্নি পরিপূরিতঃ।
মথুরমনুসন্ধায় যষ্ঠিমুত্তোল্য তং প্রতি ॥ ৫১

Thakur would place his head at the feet of his mother and say, "I am blessed. My life has been worth-living." Mathuranath observed all this with great devotion. He proposed to Hriday to give enough property to Sri Ramakrishna so that he would not be troubled with poverty and scarcity. On hearing this from Hriday Sri Ramakishna became very furious and ran up to Mathuranath with a stick in his hand, 47 to 51.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রিয় ভক্ত মথুরানাথ এই সকল দৃশ্য অতি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময় মথুরানাথ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। যে বাবাকে তাঁহার প্রীতির জন্য বহুতর সম্পত্তি দান করিব। তাহাহইলে বাবার আনন্দ হইবে। ৪৮।৪৯

ঠাকুর এইসকল সম্পত্তি দানের কথা হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ৫০

পরন্তু মথুরানাথের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাইয়া যষ্ঠি উত্তোলন পূর্ব্বক বীরভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন রে দুষ্ট আমকে তুমি বিষয় বিষে জর্জরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৫১।৫২

वीरभावं समाश्रित्य प्रोवाचोच्चैः स्वरेण तं ।
विषय विषलिप्तं मां किञ्चिकीर्षसिदुष्टभोः ॥ ५२
विषयेषु महाप्रीतिः पशूना मेव दृश्यते ।
टाकुरस्योग्रभावं तं दृष्ट्वा नो वाच किञ्चन ॥ ५३
परन्तु मथुरानाथो भयेना दृश्यतां गतः :
एवं तद्भाव विज्ञोऽपि न किञ्चिदपि चालितः । ५४
स्वसङ्कल्प सुसिद्ध्यर्थं चन्द्रादेव्याः समीपगः ।
प्रणतश्चरणोपान्त इदं वचनमब्रवीत् ॥ ५५
भवत्या यद्यहं कोऽपि स्वात्मीयो मन्यते ततः ।
पितामहि समीपे मे भवती प्रार्थिनी भव ॥ ५६

He said to Mathuranath in a very forceful voice, "Oh, the worst of all sinners, do you like me to drink the venom of worldly pleasure ? The

beasts are found to be fond of earthly pleasure," Mathuranath had no answer. On the other hand he disappeared with great fear. He however did not lose his heart. He approached Chandra Devi, with great respect and humility and said, "Oh grandmother, if you really take me as one of your well-wishers, be pleased to have your desire fulfilled by me." 52 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বিষয় প্রাপ্তিতে পরমানন্দ পশুদিগেরই দেখা যায়। মথুরানাথ ঠাকুরের সেইরূপ উগ্রভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৩

এইরূপভাবে ঠাকুরের মনোভাব জানিয়াও বিচলিত হন নাই। পরন্তু নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য ঠাকুর মা চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণোপান্তে প্রণতঃ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

ঠাকুরমা আমাকে যদি কোনও একটি হিতৈষী বলিয়া মনে করেন তবে আপনি আমার নিকটে কিছু প্রর্থনা করুন। ৫৬

ভূমিং বহুতরাং দেবি মদত্তাং শস্যশালিনীং।
গৃহাণেয়ং কামনা মে পূর্য্যতাং পুত্র বৎসলে ॥ ৫৭
শ্রুত্বা ঠাকুরমাতা তাং মথুরোক্তিং পুনঃ পুনঃ।
প্রত্যুবাচ শ্রীমথুরং ঈশ্বরাস্য পুরঃসরম্ ॥ ৫৮
ভো পুত্র তব কল্যানাৎ সর্ব্বদা কুশলং মম।
প্রসাদং ভবতারিণ্যাঃ প্রত্যহং দেব দুর্লভং ॥ ৫৯

প্রাপ্নোমি চ তথা দ্রব্যং গৃহবস্ত্রা দিকঞ্চ যত্।
ততঃ সর্ব্বং ময়া প্রাপ্তং নাস্ত্যভাবঃ কথঞ্চন ॥ ৬০
অতোঽধুনা প্রার্থনীয়ং নাস্তিকিঞ্চিন্মতং মম।
শ্রুত্বাপিত্রবং শ্রীমথুরঃ পিতামহ্যাবচ স্তথা ॥ ৬১

I pray that you will be kind enough to accept my gift of a big area of cultivated land. On hearing this, the mother of Thakur replied, "By your goodwill we have no trouble. We are being daily served with the holy food, and supplied with all our daily necessities. So I have no want and nothing to ask for." 57 to 61.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে দেবি! আপনি অনুমোদন করিলে আমার প্রদত্ত বহু শস্য প্রসবিনী বহুতরা ভূসম্পত্তি গ্রহন করুণ। হে পুত্রবৎসলে! আমার আমার এই বাসনাটি পূরণ করুন। ৫৭

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মথুরানাথের তাদৃশ প্রার্থনা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে মথুরানাথকে প্রত্যুত্তর বাক্য বলিয়াছিলেন। ৫৮

ওহে নাতি! তোমার কল্যাণে আমার সর্ব্বদাই কোন অভাব নাই। প্রতিদিন মাতা ভবতারিণীর দেবদুর্লভ প্রসাদীয়ান্ন এবং বস্ত্রাদি দ্রব্যসকল যাহা কিছু তোমার নিকট হইতে পাইতেছি তাহাতে আমার কোনরূপ অভাব নাই। ৫৯।৬৬

मध्यलीलायां १५श अः

অতএব সম্প্রতি তোমার নিকট হইতে আমার চাহিবার কিছুই নাই ইহাই আমার মত। মথুরানাথ এইরূপ ভাবে ঠাকুমার কথা শুনিয়াও। ৬১

दानाशामपरित्यज्य दृढ़ भावेन चाब्रवीत् ।
मया पितुर्भगवतः श्रीरामकृष्ण रूपिनः ॥ ६२
दास्यामि निश्चितं किञ्चित् सम्पत्तिं सुखहेतवे ।
वंशोद्भव जनानां हि नान्नाभावो भविष्यति ॥ ६३
एवमुक्तः पुनस्तेन दृढ़भावेन सा तदा ।
दानार्थमनुरुद्धा हि प्रत्युवाच पुनश्च तं ॥ ६४
अभावोऽस्ति हि मे पौत्र यदि त्वं पूरयिष्यसि ।
तदाहं सुखिनी स्यां वै दानेच्छा यदि विद्यते ॥ ६५
तर्हि चतुस्ताम्रमुद्रालभ्या तामाकु पत्रिका ।
देहि मे सुखशुद्धयर्थं याभिश्चूर्णं भविष्यति ॥ ६६

On hearing these words of the grand-mother, Mathuranath still hoped to persuade her and said, "I desire to give some property to my holy father, Sri Ramakrishna, to bring him peace of mind and happiness, and also to remove want and scarcity so far as his discendants are concerned. Being so pressed by Mathuranath to accept his gifts, she said, "Oh my grand-son, I have my want which, if you so desire, you may fulfil. I shall be very happy if yo give me a quantity cf

tobacco at the cost of four copper coins, to prepare my tooth.powder." 62 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্পত্তিদানের আশা পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন আমি নিশ্চয়ই কিছু ভূসম্পত্তি দিব। যে সম্পত্তিতে আমার বাবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশোদ্ভব পুত্রপৌত্রাদি সকলের অন্নাভাব দূরীভূত হইবে। ৬২।৬৩

এইরূপে মথুরানাথ পুনরায় দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলে ঠাকুরমা চন্দ্রাদেবী পুনরায় মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৬৪

ওহে নাতি আমার একটি অভাব আছে যদি তুমি তাহা পালন কর তাহা হইলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইব। ৬৫

যদি তোমার সম্প্রতি দানের ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি চারিটি পয়সা দিয়া তামাকু পত্র অর্থাৎ বিষপাত দোক্তা খরিদ করিয়া দাও যাহা দিয়া আমার মুখ ধুইবার গুল প্রস্তুত হইবে। ৬৬

तत् प्रामाबुत्तमा प्रीतिरधुना मे ध्रुवं भवेत्।
एवमाकर्ण्य मथुरः पितामह्यावचस्तदा ॥ ६७
विस्मित स्तब्धतामाप प्रायेन ह्नतचेतनः।
किमिदमिति चोक्त्वा स दानेच्छां विषयस्य हि ॥ ६८
सम्पूर्णां तां परित्यज्य पादपांशुं स्वमस्तके।
प्रगृह्यैव पितामह्या विनीत स्तमुवाच सः ॥ ६९

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অ:

পিতামহি ময়া জ্ঞাতং জ্ঞান্তৈরবেদং সুনিশ্চিতং ।
যত্ পিতু র্জননী ত্বং হি সত্যমিতন্নসংশয়: ॥ ৭০
এবমলৌকিকী মাতা যদি ন স্যাত্তদা কথং ।
সতাং ধর্ম্মস্থাপনায় প্রশমায়েতরস্য চ ॥ ৭১

Hearing these words of the grandmother Mathuranath became stunt with wonder. He ceased to pursue the matter further. He humbly said, "Oh my grandmother, I have been foolish to forget that you are the mother of my father. Had you not been such, how could you give birth to the Saviour of mankind." 67 to 71.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি যদি আমি সেই তামাক পাতা পাই তবে আমার উত্তমরূপে আনন্দ হইবে ইহাই ধ্রুব নিশ্চিত। এইরূপভাব ঠাকুরমার কথা শুনিয়া মথুরানাথ বিস্মিত বা সংজ্ঞাহীন হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠের মত হইয়াছিলেন। ৬৭

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কি? এইরূপ ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সম্পত্তি দানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরমার পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন হে দেবী! আমি এখন বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম যাহা সম্পত্তি দিব ইত্যাদি বলিয়াছি, তাহা আমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। আমার বাবার উপযুক্ত মাতা আপনিই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অঃ

আমার বাবার এইরূপ মা যদি না হবেন তাহলে কি সাধুগণের পরিত্রাণার্থে অসাধুগণের দূরীকরণার্থে ও কলিজীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইতেন ?

৭১।৭২

যোঽস্মিন্ সময়ে দেবি তব গর্ভং সমাশ্রিতঃ।
কলের্জীবান্ সমুদ্ধর্তুং প্রকটোঽভূদ্ধরিঃ স্বয়ং ॥ ৭১
ইত্যেবং মথুরানাথ উভয়ো স্ত্যাগশীলনাং।
নৈতৌ নরা দেবরূপাঃ সর্ব্বং লীলার্থমাগতাঃ ॥ ৭২
ইত্যেবং মন্যমানস্য মথুরস্য মহাত্মনঃ।
দিব্যজ্ঞান মভূত্তস্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য বহুবিধ ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভাদনন্তরং মথুরস্য ভূমিদান প্রার্থনা দূরীকরণরূপো মধ্য লীলায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ং ॥ মঃ ১৫

On seeing this aversion to earthly pleasure in both of them, Mathuranath realised that they were divine beings who had come down to this mortal world to serve their own will. 72 to 74

Here ends the fifteenth chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" written by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha. মঃ ১৫

মধ্যলীলায়াং ১৫শ অ:

বঙ্গানুবাদঃ—

মথুরানাথ এইরূপভাবে মাতা ও পুত্রের ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন। ইহাঁরা মানুষ নয় দেবতাদিগেরও দেবতা লীলার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে এইরূপভাবে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত হইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে মথুরানাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৭৩।৭৪

রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বহুপ্রকার সাধন এবং মথুরানাথের ঠাকুরকে ভূমিদান প্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ১৫ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অ:

पूर्व्वोक्ता भैरवी देवी गङ्गातीरेऽति निर्म्मले।
तदारभ्याद्यपर्य्यन्तं स्थिता भजनसाधने॥ १

रता स्व पुत्रमिवतं रामकृष्णं चदर्श सा।
एकदान्तरिको तस्याः सञ्जातेच्छाशुभप्रदा॥ २

श्रीरामकृष्णदेवस्य जन्मस्थाननावलोकने।
तातानुमोदनञ्चास्ति श्रुतं तन्मथुरेण तु॥ ३

हृदयेन समालोच्य तत्रैवमवधारितं।
पिता मे याति भैरव्या जन्मभूदर्शनोत्सुकः॥ ४

तत स्तत्परिचर्य्यार्थं हृदयोऽप्यनुगच्छतु।
एवं श्रीमथुरानाथो गमने यत् प्रयोजनम्॥ ५

Bhairabi Devi had been still residing at Dakshineswar and looking after Sri Ramakrishna as her own son. Once she desired to visit the birth place of Sri Ramakrishna. When Mathuranath came to know of this and also that Sri Ramakrishna also desired to accompany her, he allowed Hridaya to accompany Sri Ramakrishna and made all arrangements for the journey. 1 to 5.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

অতঃপর মধ্যলীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে যে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিষয় বলা হইয়াছে সেই ভৈরবী দেবী তখন হইতে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনভজনে লিপ্ত হইয়া নিজ পুত্রবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উপদেশ দিতেন। একদিন ভৈরবী দেবীর মনো মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমিদর্শনে শুভ ইচ্ছা হইয়াছিল। মথুরানাথও শুনিয়াছিলেন যে বাবা রামকৃষ্ণেরও জন্মভূমি দর্শনে আগ্রহ আছে। ১।২।৩

তখন মথুরানাথ হৃদয়রামের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বাবা ভৈরবীর সহিত কামারপুকুরে যাইতেছেন অতএব বাবার পরিচর্য্যার জন্য হৃদয়ও বাবার সঙ্গে গমন করুন। ৪

এবং বাবার যাইবার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক সেই সকল দ্রব্য এবং নগদ টাকাকড়িও কিছু দিয়াছিলেন।৫

मध्यलीलायां १६शः अः

तत्तद्‌,व्यानि वित्तानि दत्तवान् विधिपूर्व्वकं।
तथा तत्र स्थितानान्तु येन् स्यात् परिपोषणं ॥ ६
मथुरानाथ पत्नी श्रीजगदम्बा पतिव्रता।
द्विरागमे यथा कन्यां नाना द्रव्यैः सुसंयुतां ॥ ७
कृत्वा माता प्रेरयति तथा तद्द्रव्यमाहृतं।
बहु गो शकटैः सजीकृत्यादाद् गुरवे यथा ॥ ८
श्रीरामकृष्णदेवस्य ज्येष्ट भ्रातृ सुतस्तदा।
अक्षयो भवतारिण्याः पूजाकार्य्येऽभवद्व्रती ॥ ९
अति प्रियमक्षयं तमुपदिश्य यथाविधि।
साङ्गोपाङ्गादिभिः सार्द्धं दक्षिणेश्वर मन्दिरात् ॥ १०

He also gave sufficient money and things to remove want and scarcity of his relatives at Kamarpukur. Jagadamba, wife of Mathuranath also supplied huge stores loaded in many bullock-carts. Sri Ramakrishna gave necessary advice to Akshaya, the son of his eldest brother in the matter of doing his services as priest to the Goddess, and set out with all his attendents and followers for Kamarpukur. 6 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই স্থানে বাবার আত্মীয় স্বজনের যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না হয় সেইরূপ দ্রব্যাদিও দিয়াছিলেন। ৬

যেরূপ কন্যার বিবাহের পর পতিগৃহে দ্বিরাগমন সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকার দ্রব্য অর্থাৎ শয্যা বস্ত্র ও তৈজসাদি দিয়া কন্যাটিকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া থাকেন সেইরূপ পতিব্রতা স্বাধ্বী মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা ও বহুতর দ্রব্য দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বহু গোযানে সজ্জিত করিয়া পরিপূর্ণরূপে ভক্তিপূর্ব্বক বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কামারপুকুরে পাঠাইাছিলেন। ৭।৮

ঠাকুর যখন কামারপুকুর গমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেরেব অত্যন্ত স্নেহের পাত্র অক্ষয়কে যথাশাস্ত্র ভবতারিণী কালীর পূজা বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রায় ৮ বৎসর পরে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ১০

চিদানন্দ স্বরুপোঽয়ং কামারপুকুরং গতঃ।
বর্ষাষ্টকাৎ পরং তত্র স্ব জন্মভূমি সজ্জনঃ ॥ ১১

প্রবিশ্য পরমানন্দং প্রাপ্তবান্ পরমেশ্বরঃ।
তত্রস্থ জনসংঘোঽপি মুদমাপতদাগমাৎ ॥ ১২
চন্দ্রাদেবী স্নুষাং স্বীয়াং পিতৃগেহাচ্চ তত্রতাং।
যূনীং ত্রিসপ্ত বর্ষীয়াং ভব্যামানায়য়ত্তদা ॥ ১৩
যোগিশ্বরী শ্রীভৈরবী কঠোরা ব্রহ্মচারিনী।
ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণং প্রোবাচস্মারকং বচঃ ১৪
নারী সম্বন্ধ গন্ধোঽপি সন্ন্যাসাশ্রম সেবিনঃ।
সর্ব্বথাপরিহর্ত্তব্যঃ সাবধানস্ততো ভব ॥ ১৫

As Shri Ramakrishna came back to his native village after a lapse of eight years, his joy knew no bounds, and the villagers also became very glad to see him again in their midst. Chandra Devi brought her daughter-in-law back from her father's house to Kamarpukur. Shri Bhairabi, who observed stern austerity remind Sri Ramakrishna of his of his voice as an ascetic and said, "Be careful to keep yourselves aloof from women"

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে নিজ গৃহে প্রবেশের সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর নিবাসী জনগণ ও গদাধরের আগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ১১।১২

সেই সময়ে গদাধরের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী চতুর্দ্দশ বয়স্কা যুবতী বধুমাতা সারদাদেবীকে পিতৃ গৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৩

অত্যন্ত কঠোর যোগেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্মরণীয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমী যোগীর নারীর সহিত আলাপ করাও সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়। অতএব তুমি সাবধান হও। ১৫

गङ्गलीलायां १६श अः

श्रीरामकृष्ण स्तच्छ्रुत्वा भैरव्या यदुदीरितं ।
गुरोर्ब्रह्मज्ञस्य तथा चाद्वैत ब्रह्मवादिनः ॥ १६
तोतापूर्य्या दृढ़ं वाक्यं कर्णयोः प्रति नादितं ।
योगिनो न प्रतिष्ठास्यात् स्त्रीपुंसो र्भेददर्शने ॥ १७
अतोऽधुना भगवतः श्रीरामकृष्ण योगिनः ।
सम्मुखे वर्त्तते सेयं परीक्षाति भयङ्करी ॥ १८
तथापि श्रीरामकृष्णः कठोरतर संयमी ।
शुभार्थं सहधर्म्मिन्या इहामुत्र च सर्व्वदा ॥ १९
तथा शिक्षा साहचर्य्यं विधेयमिति चिन्तयन् ।
अकृत्रिम सुपवित्र स्नेहमत्युच्च रूपकं ॥ २०

On hearing the words of Bhairabi, Shri Ramakrishna remembered the saying of his preceptor, Totapuri, who held that the devotee who had not lost his sense of sex had not achieved anything in his holy pursuit. Now Shri Ramakrishna found himself in the threshold of that formidable test. Yet for the sake of good will in this life and in the life after death, he took it as his bounden duty to impart instructions to her and accordingly he initiated her with holy utterings. 16 to 24

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভৈরবী দেবীর কথা শুনিয়া এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজ্ঞসাধক তোতাপুরীর স্ত্রী পুরুষের ভেদদর্শনে যোগীগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ৬১।১৭

কাব্যলীলায়া ১৭শ অঃ

এইরূপ কথাটিও কর্ণে প্রতি নাদিত হইলে সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮

তথাপি কঠোরতর সংযমী শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় শিক্ষা সাহায্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া অতি উচ্চস্তরের অকৃত্রিম সুনির্ম্মল স্নেহের পাত্র বশতঃ পত্নীর কর্ণমূলে বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯।২০

कृत्वा पत्न्याः कर्णमूले बीजमन्त्रं प्रदत्तवान् ।
देवदेव प्रसादात्तु महा गुरोरनुग्रहात् ॥ २१
सद्य स्तदङ्कुरोजातो विशुद्ध हृत्सरोरुहे ।
येन सा सारदादेवी सारदेति प्रगीयते ॥ २२
श्रीरामकृष्ण देवस्य तद्रूपाचरणं तदा ।
अवलोक्य शक्तितन्त्रे महासिद्धा तपस्विनी ॥ २३
न लेभे भैरवी तुष्टिं गर्जिता घनवब्दवत् ।
दृष्ट्वैवं भैरवी देव्याः कठोराचरणं तदा ॥ २४
कम्पिता सारदा देवी व्याघ्रं दृष्ट्वा यथा मृगी ।
येन केन साधकेन यदि सम्मिलनं भवेत् ॥ २५

By ihe grace of Sri Ramakrishna, Sarada Devi attained divine knowledge and power. Bhairabi, however. was not satisfied by this act of Shri Ramakrishna. On seeing the stern atttiude of Bhairabi Devi, Saradadevi would tremble like a deer at the sight of a tiger· Bhairabi used to

get furious in case Shri Ramakrishna came in touch with any oiher yogi devotee, 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা এবং দৈবের আনুকূল্যবশতঃ মহাগুরু স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপায় শ্রীমতী সারদাদেবীর বিশুদ্ধ হৃৎকমলে সত্বর সেই বীজমন্ত্রস্বরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সারদাদেবী অতি শীঘ্রই মন্ত্রময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রভাবে সারদাদেবী সারদা অর্থাৎ দুর্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ২১।২২

শক্তিতন্ত্র সাধনে সিদ্ধা ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাদৃশ অপূর্ব্বভাব দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইষাছিলেন না। পরন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘতুল্য গর্জন করিতেন। ২৩

এইরূপে ভৈরবীদেবীর কঠোর ভাব দেখিয়া সেই সময় সারদাদেবী ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিণীর মত অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। ২৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যদি কোনও সাধকের সহিত সম্মিলন হইত তাহা দেখিয়া ভৈরবী দেবী অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিতেন। ২৫

শ্রীরামকৃষ্ণে দৈবস্য ভৈরব্যগ্নি সমাভবত্।
কিন্ত্বলৌকিক ভাবত্বান্নির্ব্বিকার স্বভাবতঃ॥ ২৬
অপ্যত্যুচ্চ সাধিকায়া অভূদ্ভ্রমাপনোদনং।
শ্রীভৈরব্যা পরন্ত্বেবং নিশ্চিতং সবিশেষতঃ॥ ২৭
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারিণি।
শ্রীরামকৃষ্ণে দৈবে হি ভ্রান্ত্যৈ বেদং কৃতং ময়া॥ ২৮
স্বভাবশুদ্ধমুক্তাদৌ যথা মালিন্য শূন্যতা।
তথাস্মিন্ পুরুষশ্রেষ্ঠে নৈর্ম্মল্যং বিদ্যতে সদা॥ ২৯

মধ্যলীলায়াং ১৬শ অ:

এবং সা ভৈরবী দেবী স্ব ভ্রান্তিমবগম্য চ।
আত্মগ্লানিযুতা স্বত্বমর্হয়ামাস সর্ব্বথা। ৩০

At last, on seeing unaudulterated purity of mind and heart of Sri Ramakrishna, Bhairabi realised her own mistake and bitterly repented 26 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভাব বা সর্ব্বদা দিব্যভাবে বিভাবিত নির্ব্বিকারবশতঃ অতি উচ্চ সাধিকা ভৈরবী দেবীরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সন্দেহ ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল। ২৬

পরন্তু শ্রীভৈরবী দেবী বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন যে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারী এই রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভুলবশতঃ আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। ২৭।২৮

স্বভাবতঃই সর্ব্বদা নির্ম্মল মুক্তাদি রত্নে যেরূপ কখনও মালিন্য সম্ভব হয় না। সেইরূপ এই রামকৃষ্ণদেবে সর্ব্বদাই মালিন্য হীনতা বিদ্যমান আছে। ২৯

এইরূপভাবে সেই ভৈরবীদেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বুদ্ধিহীনা ভাবিয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

অতঃপরমেকদা সা সাক্ষাদ্ গৌরাঙ্গমাননঃ।
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবন্ত পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত ॥ ৩১
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা পাদয়ো বিধিপূর্ব্বকং।
তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বৈব কাশীক্ষেত্রং জগাম সা ॥ ৩২
স্থিত্বা স্ব সম্ভবস্থিত্যাং ষন্মাসান্ ভগবাং স্ততঃ।
পুনঃ প্রত্যাগত স্তস্মিন্ দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৩৩

मध्यलीलायां १६श अः

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य दक्षिणेश्वरात् कामारपुकुर गमनानन्तरं ब्राह्मणी श्रीभैरवी देव्याः काशीक्षेत्र गमनात् परमेव ठाकुरस्य दक्षिणेश्वर प्रत्यागमनरूपो मध्यलीलायाः षोड़शोऽध्यायः ॥

मः १६

अत्रैव मध्यलीला समाप्त ।

Thereafter one day Bhairabi paid due obesience to Ramakrishna and with his permission set out for holy Benaras. After staying in his native village for six months, Sri Ramakrishna came back to Dakshineswar. 31 to 33.

Here ends the Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে সেই ভৈরবীদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মনে করিয়া পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করত ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতি লইয়া মুক্তি ক্ষেত্রে বারানসী ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩১।৩২

শ্রীভৈরীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জন্মভূমিতে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বর ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৩৩

## मध्यलीलायां १६श अ:

ভক্তিতীর্থ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমনের পর সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মনী ভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ঠাকুরের পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনাদি মধ্য লীলার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এইখানেই ঠাকুরের মধ্যলীলার সমাপ্তি হইল। মঃ ১৬ অঃ।

## अन्त्य लीलाया: प्रथमोऽध्याय ः

अः १ म:

कामारपुकुरे तत्र चैकदा वहवो जना: ।
पायिनार्द्ध शतं यावन्नरनार्य्यः सुसङ्गताः । १
मधुकृष्णा त्रयोदश्यां वारुण्यां जाह्नवीजले ।
वारुण स्नान सिद्धयर्थं गन्तुं कृत धिय स्तथा ॥ २
एतस्मिन्नन्तरे देवी सारदा सारदायिनी ।
साक्षात् श्रीरामकृष्णस्य गेहिनी जगदम्बिका ॥ ३
तेषां समीपमागत्य भावमद् गद्चेतसा ।
सार्द्धं भवद्भिर्यास्यामीत्युवाच ललितं वचः ॥ ४
तत्र भागीरथी तीरे दक्षिणेश्वर मन्दिरे ।
कालिका भवने भाति सर्व्वस्वं ममवल्लभ: ॥ ५
सच्चिदानन्दरूपोऽसौ साधकाभीष्टदायक: ।
द्रष्टा सम्पूज्यतं देवं पुनरैष्यामि मद्गृहं ॥ ६

Once about fifty persons assembled at Kamarpukur with a view to set out for an ablution in the holy Ganges on the occasion of Baruni on the thir-

teenth day of waning moon. Sarada told that she also desired to accompany them in their journey to the Ganges and return after she had seen and paid homage to her husband at Dakshineswar.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

কামারপুকুরে প্রায় অর্দ্ধশত নরনারী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ বারুণী যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইলে ভগবান রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইব। ১।২।৩।৪

সেই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কালিকাদেবীর গৃহে আমার স্বামী আছেন। ৫

সেই সচ্চিদানন্দময় সাধকগণের প্রার্থনা পূরণকারী আমার একমাত্র দেবতা সেই স্বামীকে দর্শন ও পূজন করিয়া পুনরায় আপনাদের সঙ্গেই গৃহে আসিব। ৬

अतो मामपि तं देशं प्रापयध्वं महाजनाः ।
एवं श्रीसारदा देव्याः श्रुत्वैकान्तिक भाषणं ॥ ৭
साग्रहं तां ससम्मानं समानीय गता वहिः ।
दिवसद्वयमध्वानं गत्वा ते तृतीयेऽहनि ॥ ৮
प्रायेनास्तं गते सूर्य्ये सारदा ज्वरपीड़िता ।
अयमातिक्रमेऽशक्ता सारदा ज्वरपीड़िता । ৯

প্রান্তরে পতিতা দেবী সংজ্ঞাহীনা বভূব হ।
কিয়ত্কালমপিচৈব সঙ্গিনস্তে দুরাশয়াঃ ॥ ১০
আগচ্ছাগচ্ছ মো দেবী নাত্র স্থেয়ং কদাচন।
প্রাণাপগমশঙ্কা চ দস্যু দুর্জ্জনতঃ সদা ॥ ১১
অধুনৈব বয়ং সর্ব্বে গচ্ছামীনাত্র সংশয়ঃ।
একস্যার্থে বহূন্ জীবান্নঘাতয়তি বুদ্ধিমান ॥ ১২

They acceded to her request and took her with them. On the third day of the journey in the afternoon she felt down unconscious with fever, on a vast waste land. Her companions thought it wise to leave her there and go ahead as ihe place was infested with dacoits and there was every chance to lose life and all of so many.

9 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব হে মহাভাগগণ আপনারা আমাকে সেই গঙ্গাতীরে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। এইরূপভাবে সারদাদেবীর অত্যন্ত আগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে সম্মানের সহিত শ্রীমতী সারদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ৭

পথিমধ্যে দুইদিন যাইয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বররোগে আক্রান্তা হইয়া পথ চলিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। ৮।৯

তজ্জন্য সেইসকল দুষ্ট সঙ্গীগণ স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১০

হে সারদে এস এস এই স্থানে দস্যু দুর্জনের ভয়বশতঃ থাকা উচিত নয়। এমন কি এখানে থাকিলে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ১১

আমরা এখনই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি। এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ এক ব্যক্তির জন্য বহু ব্যক্তিকে নাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। ১২

एवमुक्त्वा तत: सर्व्वे सारदां नि:सहायकां।
शवोपमां परित्यज्य तं देशञ्च भयादगता ॥१३
परित्यक्ता पथि भ्रष्टा वृक्षमूलमुपाश्रिता।
निशीथे हतचैतन्या पतिता सा शवोपमा ॥ १४
स्वप्नवदेकां सुश्यामां सम्मुखे मुक्त मूर्द्धजां।
कामपि स्त्रीं सेव्यमानां ददर्श प्रमोदोत्तमा। १५
तत् कराब्जामल स्पर्शान्मस्तके तत्क्षणादहो।
सर्व्वरोग विमुक्ता सा सुस्थतामाप सारदा ॥ १६
परन्तु चिद्घनश्यामा सारदामवदत्तदा।
भो भगिनि यास्यसि त्वं पागलस्वामिदर्शने ॥ १७
तत् स्वरूपं न जानन्ति ये तं पागलमब्रुवन्।
प्रत्यहं तमहं देवि पश्यामि त्वद्विश्मनि ॥ १८

So they left her there all alone and helpless in the dying condition. In the dead of the night she gained her consciousness and felt herself cured of all her ailments by the touch of a woman

who was black in complexion and had long untrimmed hair, She said to Sarada, "Dear sister, are you going to meet your mad husband? They who call your hushand mad do not know his real self. I however, call at his cottage everyday to see him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ:—

এইরূপ বলিয়া জ্ঞানশূন্যা নিঃসহায়া সারদা দেবীকে এবং সেই স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৩

বৃক্ষের মূলে পতিতা পথভ্রষ্টা জ্বর রোগে মূর্চ্ছিতা সারদা রাত্রি দ্বিপ্রহরে স্বপ্নাবস্থায় যেন একটি অতি কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক সারদার ক্রোড়দেশে বসিয়া সারদার গাত্রে ও মস্তকে করপদ্মদানে ক্লান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপ একটি আলুলায়িত কেশা হাস্যমুখী জ্যোতিঃস্বরূপা স্ত্রলোক দেখিয়াছিলেন। ১৪।১৫

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই স্ত্রীলোকটির করপদ্ম স্পর্শ মাত্রে সারদাদেবী সর্ব্বরোগ বিমুক্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াচিলেন। ১৬

পরন্তু জ্ঞানানন্দ ঘনশ্যামাদেবী সারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন। হে ভগিনি তুমি কি তোমার পাগলা পতিকে দর্শনের জন্য যাইতেছ? ১৭

যাঁহারা তোমার পতির স্বরূপ না জানেন তাঁহারাই পাগল বলেন। হে দেবি আমি তোমার স্বামীকে দর্শনের জন্য তাঁহার পঞ্চবটীর কুটীরে প্রতিদিন যাইয়া থাকি। ১৮

तव तुल्यो मम स्वामी महायोगी महेश्वरः ।
तमुन्मत्तं वदन्त्यज्ञाः किन्त्वहं तेन चादृता । १९
तवापि मादृशः स्वामी योगारूढ़ः सदा शिवः ।
तव सम्भोग पुष्ट्यर्थं योगमार्गरतः सदा ॥ २०
मृदु गत्यागच्छ देवि तव स्वामिनमीश्वरं ।
क्षिप्रं सन्देशदानार्थं गच्छामि दक्षिणेश्वरे ॥ २१
एवमुक्त्वा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत ।
कृपया जगदम्बाया रोगमुक्ता मनस्विनी ॥ २२
आनन्द संप्लवे लीना दृष्ट्वा तां भवसुन्दरीं ।
चिन्तयामास केयं स्त्री कथमत्र समागतां ॥ २३
अहोज्ञाता मया सातु काली कैवल्यदायिनी ।
कृपयात्र गता माताममरक्षण हेतवे ॥ २४

"Like yours my husband is also a great yogi. Fools calls him a lunatic. But he loves me very dearly. Like mine your husband is a great devotee, and dedicated himself to holy services to bring pleasure to you. Dear lady, you may proceed slowly to reach your husband." On saying this she disappeared. Sarada Devi found herslf cured of all her ailments her felt herself blessed by this divine sight. As she thought over the matter she felt that the Goddess appeared to save her.

19 to 24

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তোমার মতই আমার স্বামী মহাযোগী মহেশ্বর। মূর্খলোকসকল তাঁহাকে পাগল বলে। কিন্তু তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ১৯

আমার মত তোমার স্বামীও সদাশিব যোগারূঢ় তোমার প্রণয় বৃদ্ধির জন্যই তিনি সর্ব্বদা যোগাসনে অবস্থান করেন। ২০

হে দেবি তুমি ধীরে ধীরে এস। আমি তোমার স্বামীকে আগমন বার্ত্তা দিবার জন্য এখনই দক্ষিনেশ্বরে যাইতেছি। ২১

এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। এইরূপভাবে জগদম্বার কৃপায় সারদাদেবী রোগমুক্তা হইয়াছিলেন। ২২

তখন সারদাদেবী সেই ভবসুন্দরী কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ইনি কে কি জন্যইবা এখানে আসিয়াছিলেন। ২৩

এখন আমি বিশেষ ভাবে জানিলাম মুক্তিপ্রদায়িনী মাতা কালিকা দেবী আমার রক্ষার জন্য দয়া করিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ২৪

ততো মহানিশায়াং সা চৈতন্যোপগতা সতা।
স্বস্থতামুপলভ্যৈ বা লোক্য ভীমাম্বর্তুদিশঃ ॥ ২৫
দূরে দৃষ্টিং প্রসার্য্যৈকং দদর্শ সা জলাশয়ং।
স্ব গাত্রকান্ত্যা তং দেশং বভৌ বিতিমিরং তদা ॥ ২৬
বিঘূর্ণিতা দেহতাপাত্ শুষ্ককণ্ঠা পিপাসয়া।
প্রতিক্ষণং শঙ্কমানা প্রাণেষু ভয়বিহ্বলা ২৭
অহ্নাতিক্রমণেঽশক্তা প্রাপ্তা ক্লিং যমবাটিকাং।
এবং বিচিন্ত্য সা দেবী সম্মুখেঽতি ভয়ানকং ॥ ২৮
দদর্শ দস্যু প্রবরং যমদণ্ডমিবা পরং।

ধৃত দণ্ডং মহাবাহুং ললাটে রক্তবস্ত্রকং ॥ ২৯
দীর্ঘশ্মশ্রু সমাযুক্ত ভীষণাস্যং বনস্থবৎ।
বিচ্ছিন্ন মূর্দ্ধজান্ মূর্দ্ধি রক্তাভং নয়নদ্বয়ং ॥ ৩০

In the dead of the night she felt that a mysterious awe reigned all around. She found a tank at a distance and the darkness thinned down by the lustre of her own body. She felt unbalanced due to fever and thirst, and became afraid of imminent death, as she felt herself unable to walk. Just at that time she came accross a dreadful robber with a rod in his hand, red ctoth tied round his forehead, long beard, tiger-like face, rough and untrimmed hair on head and blood-shot eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে সেই মহানিশায় সতী সারদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সেই স্থানে অতি ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া নিকটে একটী পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন এবং নিজ গাত্র কান্তি দ্বারা সেই সময়ে সেই স্থানটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ২৫।২৬

দেহের উত্তাপে মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় অধীরা পথলঙ্ঘনে অসমর্থা আমি যমের ঘরে আসিয়াছি। মাতা সারদাদেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখে একটি অতি ভয়ানক দস্যুকে দেখিয়াছিলেন। ২৭

मध्यलीलायां १म अ:

যমদণ্ডসদৃশ ধৃত দণ্ড মহাবাহু ললাটে রক্তবস্ত্র আবদ্ধ দীর্ঘশ্মশ্রু ব্যাঘ্রর মত ভয়ঙ্কর মুখ অতি দীর্ঘ দেহ মস্তকের কেশসকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ দুইটি হস্তে রৌপ্য বলয় এইরূপ কালান্তক যমের মত সেই দস্যুকে দেখিয়াবাবা এই কথাটি মাত্র বলিয়া সারদাদেবী ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৩১।৩০।৩১

सुदृढ़ रौप्यवलययुत हस्तद्वयं तथा।
सुदीर्घं भीषणाकार कालान्तक यमोपमं ॥ ३१
पितेत्युक्त्वा मूर्च्छिताभूत् पतिता धरणीतले।
दस्युरेवम्बिधां देवीं जगदम्बा स्वरूपिनीं ॥ ३२
कालिकां पतितां दृष्ट्वा स्तम्भित स्तत्क्षणादहो।
मा मेत्युक्त्वा तदा देव्याः पतितश्चरणान्तिके ॥ ३२
रक्ष रक्ष महादेवि रक्ष मां त्रिदशेश्वरि।
पुत्रं दस्युं जगन्मातः प्रोवाचाय कृताञ्जलिः ॥ ३४
एवं सा जाग्रती देवी पादालङ्कार मोचनं।
कृत्वादस्यु करे दत्वा प्रोवाच विनयान्विता ॥ ३५
भो पित स्तव कन्याहं या मि जामातुरन्तिके।
किन्तु मार्गपरि भ्रष्टा भ्रमामि तिमिरे निशि ॥ ३६

He looked terrible like Death. Sarada Devi fell unconscious at the sight of this robber, who became overpowered by a divine influence and fell at the feet of Sarada Devi, addressing her "Mother", "Mother", and begged her grace with folded hands. On regaining her sense she put

off the ornaments of her feet and handed it over to the robber. Then she said, "Oh my father, I am yor daughter on the way to meet your son-in-law. But I have lost my way in the darkness of the night." 31 to 36.

বঙ্গানুবাজ ঃ—

কিন্তু এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দস্যু দেখিলেন সাক্ষাৎ জগদম্বিকা কালিকাদেবীই ধরণীতলে পতিতা হইলেন। এবং এ কি বলিয়া মাতা সারদা দেবীর পাদপদ্মের সমীপে মামা বলিয়া পতিত হইয়াছিল। ৩২।৩২

এবং বলিয়াছিল হে দেবারাধ্যা মহাদেবি আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আমি আপনার দস্যু পুত্র এইরূপ ভাবে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৪

তখন মাতা সারদা চৈতন্যলাভ করিয়া পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দস্যুর হস্তে দিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৫

হে পিতঃ আমি তোমার কন্যা তোমার জামাতার নিকটে যাইতেছি। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রিতে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ৩৬

মার্গং দর্শয় ভো মহ্যং যেন মে দক্ষিণেশ্বরে।
বাস্না রাসমনেঃ কালীমন্দিরে সুগতির্ভবেৎ ॥ ৩৭
এতস্মিনন্তরে কাপি স্ত্রী মূর্ত্তি র্দস্যু সন্নিধৌ।
আগতা সঙ্গিনী তস্য মন্যমানা তদন্তিকং ॥ ৩৮

अन्त्यलीलायां १मः अः

गत्वा तस्या स्तदा देवी धृत्वा द्वौ करपल्लवौ।
सारदा तव कन्याहमवदत् करुण स्वरं ॥ ३९
प्राप्याद्याहं मातरं त्वां पितरञ्च महामतिं।
भयादस्मात् समुत्तीर्णा निशायां प्राणसङ्कटात् ॥ ४०
रोगक्लान्ति पथ श्रान्ति भोज्याप्राप्ति वशान्मम।
नाधुना भाषणे शक्तिर्नान्यत्रगमनेऽपिवा ॥ ४१
निद्रा मां बाधतेऽत्यर्थं क्षन्तव्या पितरावहं ॥
एवमुक्त्वा दस्यु पत्नी क्रोड़े संस्थाप्यमस्तकं ॥ ४२

"Please get me the way to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar." Just then a woman appeared by the side of the robber, and so she caught hold of her hands and said sorrowfully, "Oh Mother, on seeing you and my father I have become free from all fear in this dreadful night. I am unable to speak further or go away from here due to my physical weakness, loss of of my way, and starvation. Sleep overcomes me. Oh my parents forgive me" On saying this, Sarada Devi placed her head on the lap of the wife of the robber and fell asleep. 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে মহাশয়? আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। যহাতে আমি রাণী রাসমনির দক্ষিনেশ্বরের কালী বাড়ীতে যাইতে পারি। ৩৭

এমত সময়ে কোন একটি স্ত্রীলোক দস্যুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে সেই দস্যুর পত্নী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মা সারদা তাহার দুইটি হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন মা আমি তোমার কন্যা সারদা এই কথাটি অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। ৩৮।৩৯

দেখ মা আমার রোগযন্ত্রণা পথশ্রান্তি ও অনাহারে কথা বলিতেও কষ্ট হইতেছে এবং যাইতেও পারিতেছি না অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। বাবা মা আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। এই কথা বলিয়া সেই দস্যু পত্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিতাহইয়াছিলেন। ৪০।৪১।৪২

निद्रिता सारदादेवी निर्भयेनान्तरात्मना।
ऐहिकामुष्मिकात् पापान्नमे पुण्यस्य सम्भवः॥ ४३
दुर्भगायाः कथं सौख्यं फलदर्शनजं भवेत्।
अथवा मे किञ्चिदस्ति सौभाग्यं पूर्व्वं पुण्यजं॥ ४४
येनेयं देवकन्या मां मामित्युक्त्वा ममोरसि।
सुखं स्वपिति निःशङ्कं यथा कन्या स्वगर्भजा॥ ४५
एवं चिन्तयती साध्वी दस्युपत्नी पतिं तदा।
निष्पन्द शङ्कु सदृशं विलोक्योवाच सत्वरं॥ ४६
सुस्वादु भोजनीयं यत् पानीयमपि वा तथा।
शीघ्रमानय भो स्वामिन् कन्या भोजन हेतवे॥ ४৭
श्रुत्वैव तत्क्षणाद् गत्वा ग्रामं मोदक वाटिकां।
प्रविश्य विपुलं भोज्यं समादायागतोऽपि सः॥ ४৮

The wife of the robber thought, "Due to sins committed by me in my previous lives, no child has been born to me. But I find myself fortunate enough to be called mother by this divine woman, who sleeps here fearlessly as if she is my own daughter." With this thought she asked the robber to bring some food and drink. He at once brought a huge quantity of sweets from a shop in the village. 43 to 48.

বঙ্গানুবাদ : —

তখন দস্যুপত্নী ভাবিয়াছিলেন আমি অত্যন্ত হতভাগিনী আমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ বশতঃ পুষ্পোদগমই হয় নাই অর্থাৎ আমার আগু ঋতু হয় নাই অতএব ফলের আশা কিরূপে হইবে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুষ্পবতী না হইলে তাহার গর্ভে পুত্র কন্যা হয় নাই। অতএব আমার পুত্র কন্যা বলিয়া কি কিছু আছে। ৪৩

অথবা আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য বা পুণ্য আছে তাহার ফলে আজ এই দেবকন্যা আমাকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আমার কোলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।

যেরূপ নিজের গর্ভজাত কন্যা গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে সুখে ঘুমায় সেইরূপ ॥ ৪৪।৪৫

পতিব্রতা দস্যু পত্নী তখন এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া সম্মুখে শুষ্ক কাষ্ঠের মত অচল স্বামীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৪৬

তুমি কি দেখছ আমাদের এই কন্যাটির খাইবার জন্য উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও বিশুদ্ধ জল শীঘ্র আন। ৪৭

দস্যু প্রবর পত্নীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামে যাইয়া ময়রার ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য লইয়া আসিয়া পত্নীকে দিয়াছিলেন॥ ৪৮

उक्त्वा पत्न्यै त्वत् कन्यां भोजय त्वं सयत्नतः।
आनयामि जलं स्वच्छं शीघ्र मेंव सुनिश्चितं ॥ ५৫
एवं सा सारदादेवी सुस्थता मुपलभ्य च।
तं दस्युं सुजनं दृष्ट्वा परमानन्द निर्वृता ॥ ५०

ततः स दस्युप्रवरो महामतिः
संस्थाप्य देवीं शिविकान्तरे मुदा।
तद् भृत्य भृत्यानुचर स्वरूपक
स्तस्याः प्रियस्थानमदर्शयच्च तां ॥ ५१
तस्मिन्ददर्शाखिल लोकनाथं
त्रिलोकनाथानत पादपीठं।
कन्या कृपा प्राप्ति वशात् सकन्यो।
दस्यु स्तदा पञ्चवटी गृहस्थं ॥ ५२

He asked his wife to feed the daughter well. Then he went off to bring drinking water. Sarada Devi became quite well very soon and also very glad to see that the robber was kind and generous. The robber showed the way and took her

to Dakshineswar. He became blessed by the sight of Sri Ramakrishna. 49 to 52.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এবং বলিলেন তোমার কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাও আমি শীঘ্রই ভাল জল আনিতেছি ॥ ৪৯

এইরূপভাবে মাতা সারদা দেবী সুস্থ হইয়া দস্যু এবং তৎ পত্নীকে তাহাদের আচরণ দেখিয়া সুজন বলিয়া মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫০

তৎপরে সেই দস্যুরাজ অতি নিকৃষ্ট ভৃত্যের মত হইয়া মাতা সারদাকে একটি শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার পাদস্থলে কন্যাটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১

তখন সেই কন্যার অনুগ্রহে সেই দস্যু প্রবর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি পূজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৫২

भयेन भक्त्या विनयेन वाचा
समर्प्य कन्यां महतः समीपे।
प्रसन्नतां तस्य प्रलब्धु कामः
सविपथुः पादतले पपात ॥ ५३

ज्ञात्वास्य सत्कर्म्म दयार्द्र चेतसः
श्रीसारदा भीति विमुक्ति हेतुकं।
स्वयं तमुत्तोल्य गदाधरो महान्
सदार दस्योः सुकृपाञ्चकार ॥ ५४

प्रकाशितेयं जगतो जनन्या
लीला यथास्मा बहवः सुविज्ञाः ।
मातुः स्वरूपाधिगमे विमोहं
वदन्ति चाचिन्त्य महाप्रभावा ॥ ५५

एवं सा सारदादेवी साधनस्य सुसिद्धये ।
श्रीरामकृष्ण लीलायाः परिपूर्त्ति प्रदायिनी ॥ ५६

The robber made over Sarada Devi to Sri Ramakrishna with fear, devotion and humble submission and fell at his feet. Gadadhar blessed the robber and his wife, as he came to know of his good and kind services towards Sarada Devi. Thereafter Sarada Devi stayed at Dakshineswar rendering her services to her husband and helping him in his holy pursuit.

53 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভয় ভক্তি ও বিনয় বাক্যে ভগবানের নিকটে কন্যা স্থানীয়া মাতা সারদা দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক দস্যু রাজ কম্পান্বিত কলেবরে ভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫৩

দয়ার্দ্র চিত্ত দস্যু রাজের সারদার ভয়মুক্তিরূপ সৎকর্ম্ম অবগত

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম স্বঃ

হইয়া ভগবান গদাধর স্বয়ং সেই দস্যু প্রবরকে দয়া করিয়াছিলেন ॥ ৫৪

জগজ্জননী সারদা দেবীই দস্যু কৃপা লীলা প্রথম প্রকাশ করেন যাঁহার লীলা যোগিগণও বহুতর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পরন্তু শক্তি প্রভাব অচিন্তনীয় ॥ ৫৫

ঠাকুরের লীলা সম্পূর্ণ বিধায়িণী মাতা সারদা দেবী সাধনা সিদ্ধির জন্য কিছুকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে উত্তমা ভক্তি সহকারে পতি সেবা করিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

कियत्कालं स्थिता तत्र स्वामिनः सन्निधौ सती।
श्री माता सारदादेवी पतिभक्ति परायणा ॥ ५७
चकार परया भक्त्या पतिसेवां मनस्विनी।
शून्याष्ट पञ्चचन्द्राब्दे नाम्ना या फलहारिणी ॥ ५८
तत् पूजा दिवसे रात्रौ स्वपत्नीं सारदां शिवां।
षोड़शीं षोड़शसमां सर्व्वानन्दःप्रदः शिवः ॥ ५९
पूजयामास तां देवीं पूर्व्वयुगानुसारतः।
बालार्कमण्डलाभासां चतुर्व्वर्ग फलप्रदां ॥ ६०
एकान्ते तां समाहूय षोड़शीं सहधर्म्मिनीं।
उवाच परया प्रीत्या योगिश्वर महागुरुः ॥ ६१
अहं सम्पूजयाम्यद्य रात्रार्द्धे त्वां तिथिक्षये।
स्नान सन्ध्या वन्दनादि समाप्य कुलकामिनि ॥ ६२

In the Bengali year 1280, Sri Ramkrishna worshipped Sarada Devi in a moon-less night at

the time of Falaharini Kalika Puja He advised her to fast and observe all austerities and stay in the cottage at Panchabati till she is worshipped. 57 to 62.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বাংলা সন ১২ শত ৮০ আশী সালে ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন রাত্রিতে সর্ব্বানন্দ প্রদাতা সর্ব্ব মঙ্গলালয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নবোদিত সূর্যের মত দেহ কান্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িনী মঙ্গলময়ী ষোড়শী নিজপত্নী শ্রীমতী সারদা দেবীকে দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা করিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

অর্থাৎ সেইদিনে ঠাকুর পত্নীকে নির্জনে ডাকিয়া অতি কোমল স্বরে বলিয়াছিলেন। আজ আমি অমাবশ্যা তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তোমাকে পূজা করিব। অতএব হে কুলকামিনি তুমি প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক কিছু না খাইরা শুদ্ধ ভাবে এই পঞ্চবটী গৃহে অবস্থান কর। ৬০।৬১।৬২

तिष्ठ पञ्चवटी गेहे सोपवासा सुसंयता ।
एवमुक्त्वा स्वशक्तिं तां भगवान् भक्तभक्तिमान् ॥ ६३
पूजाया द्रव्यसम्भार संग्रहार्थं समुत्सुकः ।
भाण्डागारं सम्प्रविश्य सिन्दूराम्बरभूषणम् ॥ ६४
संगृह्य फलपुष्पादीन् पञ्चवट्यामुपागतः ।
सायाह्ने स्नान सन्ध्यादिं समाप्य विधिवत्तदा ॥ ६५

अन्त्यलीलायां १म अ:

श्रीसारदां स्वहस्तेन वस्त्रालङ्कार भूषितां।
कृत्वोच्च पीठके न्यस्य पादपीठे पदद्वयं ॥ ६५
अलक्तरञ्जितं कृत्वा विनिवेश्य सयत्नत:।
अमाया अर्द्धरात्रौ तां षोड़शीं जगदम्बिकां ॥ ६७
तेन पाद्यादिभि: पूजा तन्त्रोक्त विधिना कृता।
प्रार्थना च कृता तत्र विश्वमाधिन याष्टशो ॥ ६८
अत्र भिक्षा कृता सर्व्व जीवानामत्र हेतवे।
व्रजेन्द्रनन्दन: कृष्णो यथा वृन्दावने वने ॥ ६९

During the day-time he remained busy collecting all requisite things. In the evening after performing usual rites, he decorated Sarada Devi with holy cloth and ornaments. In the mid-night he worshipped her as if she was the Goddess Kalika. Lord Krishna did the same thing in the Dwapar yuga by worshipping the feet of Sri Radhika in Brindaban. 63 to 69,

বঙ্গানুবাদ :—

সর্ব্বশক্তিমান ঠাকুর পত্নী সারদাকে পূজার বিষয়ে বলিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহার্থে ভাঁড়ারে প্রবেশ করতঃ বস্ত্র সিঁদুর শঙ্খ ও আলতা এবং ফল মূলাদি লইয়া পঞ্চবটীর গৃহে সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া সায়াহ্নে স্নান সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিকালে যথাশাস্ত্র স্বহস্তে সারদা দেবীকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ

উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া পাদতলে পাদপীঠে দুইটি পাদ পদ্ম স্থাপিত করিয়া আলতা পরাইয়া কপালে সিন্দুর তিলক দিয়া অতি যত্ন সহকারে সারদা দেবীকে স্থির ভাবে বসাইয়া অমাবশ্যার রাত্রি দ্বিপ্রহরে জগদম্বার ষোড়শী মূর্ত্তি চিন্তা পূর্ব্বক। ৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে পাদ্য অর্ঘ্যাদি নৈবেদ্য দান পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ভগবান বিশ্বনাথ কাশী ক্ষেত্রে ভগবতী অন্নপূর্ণার নিকটে জগতের জীব সকলের অন্ন প্রাপ্তির জন্য যেরূপ অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এবং দ্বাপর যুগের বৃন্দাবনের বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাধিকার পাদ পূজা করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তদ্রূপ পত্নী সারদা দেবীর দুইটি পাদপদ্ম চক্ষের জলে বিধৌত করতঃ নিজ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সেই সারদা দেবীকে তাঁহার পূর্ব্বরূপ যে মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধা ও নিজের পূর্ব্বরূপ যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছিলেন। ৬৮।৬৯।৭০।৭১

স্বয়ং সম্পূজয়ামাস শ্রীরাধা পাদপল্লবং।
তথা শ্রীরামকৃষ্ণাস্তু বিধৃত্য করপদ্ময়োঃ॥ ৩০
পাদদ্বয়ং সারদায়া মস্তকে ন্যস্য ভক্তিতঃ।
কৃত্বাম্বুভিঃ প্লাবিতং তাং পূর্ব্বরূপমদর্শয়ৎ॥ ৩১
তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈবং পূজা নানাবিধা স্বয়ং।
কৃতা শ্রীরামকৃষ্ণেন যাং ন জানন্তি যোগিনঃ॥ ৩২
শ্রীসারদা জগন্মাতা পতি বাক্যেন যন্ত্রিতা।
সান্নিধ্যং স্বামিন স্ত্যক্ত্বা স্বধাম প্রত্যপদ্যত॥ ৩৩

अन्त्यलीलाया' १म अ:

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां मातु: श्रीसारदादेव्या गङ्गास्नान गमन पथि रात्री दस्यु कृता पूजा दक्षिणेश्वर गमनं तत्र ठाकुरेण षोड़शी पूजानन्तरं पुनर्देव्याः कामारपुकेरे प्रत्यागमनरूपान्त्यलीलायाः प्रथमोऽध्याय: । अ: १ अ:॥

Shri Ramakrishna held the feet fo Sarada Devi in his hands and bowed down to her. He worshipped her in various ways. He also revealed to her that in their previous births they appeared as Lord Krishna and Sri Radhika. According to the advice of Sri Ramakrishna Sarada Devi left her husband and went to Kamarpukur. 70 to 73.

Here ends the first chapter in the Antyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ১ম অঃ অন্ত্যলীলা।

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপভাবে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতে নানা বিধ পূজা করিয়াছিলেন যে সকল যোগিগণ ও জানেন না। ৭২

তৎপরে মাতা সারদা দেবী ঠাকুরের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামার পুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩

অন্ত্যলীলায়াঃ ১ম অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরের রচিত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের শেষ লীলার প্রথমাধ্যায়ে সারদা দেবীর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে দস্যু কৃপা দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ষোড়শী পূজা করেন তৎপরে ঠাকুরের আদেশে পুনর্ব্বার সারদা দেবী কামার পুকুরে প্রত্যাগমন করেন। অঃ ১ সঃ

## अन्त्यलीलायाः द्वितीयोऽध्याय ः

कालेऽस्मिन् सहधर्म्मिण्या सहितो मथुरो महान् ।
चकार योजनं नानातीर्थेषु गमनोत्सुकः ॥ १
यानवाहन भोज्यादि नानाद्रव्याणि यत्नतः ।
विधिवत् संगृहीतानि तीर्थे देयानि यानि च ॥ २
तीर्थं गतिः सुसम्पूर्णा श्रीरामकृष्ण योगतः ।
अभूत् श्रीमथुरानाथः शुभेकाले शुभे दिने ॥ ३
सस्त्रो ठाकुर हृदय स्तीर्थयात्रां चकार सः ।
गृहाद्बहिर्गताः सर्व्वे शुद्धभाव पुरःसरम् ॥ ४
भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य तीर्थयात्रेयं सर्व्वोत्तम
साधना यस्यां खलु योगबलेन जगतीतले
सर्व्वजीवे शिवज्ञानं दरिद्रनारायण सेवा च ।
ठाकुरेणैव नूतनरूपेण प्रकटी कृता आसीत् ॥ ५

Mathuranath set out on pilgrimage to various holy places with his wife, Thakur and Hridaya. He took with him all requisite things. This

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অ:

pilgrimage had been the best of all holy pursuits ever followed by Sri Ramakrishna. Here he took a new turn and preached divine manifestation in all living things, and holy services to the poor. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদঃ—

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইতেছে এই সময় মথুরানাথ পত্নীর সহিত কয়েকটি তীর্থ গমনের জন্য তদুপযোগি দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যান বাহন ভোক্ষ্য ভোজ্য বা তীর্থেদেয় দ্রব্য সকল যোগাড় করিয়াছিলেন। এবং তীর্থ গমনে ঠাকুরের যোগদান জন্য মথুরবাবুর তীর্থ যাত্রা সুষ্ঠুরূপে হইয়াছিল। ১।২।৩

শুভদিনে শুভক্ষণে সপত্নীক মথুর বাবু ঠাকুর ও হৃদয়ের সহিত তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং সকলেই যথাবিধি শুদ্ধভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীর্থ গমন একটি উত্তম সাধনা। কারণ যে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান। এই জগতে দরিদ্রনারায়ণ সেবা কার্য্য ইনিই যোগ বলে প্রকাশ করেন পূর্ব্বে ইহা ছিল না॥ ৫

আদৌ শ্রীবৈদ্যনাথ ধাম গত্বা তত্রস্থ ক্ষুধাতুর ধৃতকঙ্কাল মাত্র দেহ দরিদ্রদর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয় দরিদ্রদেবতা দরিদ্র সেবার্থং সম্ভাতর

मथुरानाथ मुक्तवान् । भो मथुर ! केवलमेकदिनमेतेषां भक्तदानेनोदरं परिपूरय । ६

ददस्व प्रचुरतरं तैलं मस्तकेषु । तथा प्रत्येकं परिधेय वस्त्रमपि प्रयच्छ । ७

एवं भगवता स्नतायमानवचांसि सुक्तान्यपि तदा वारानसी यात्रा समुत्सुको मथुरो वारानस्यामेव दरिद्रभोजनादि व्यवस्था विधेयेति सौग्रह मुक्तवान् । ८

श्रुत्वेवं दरिद्र परमदेवता सरोषमवदत् । नाहं यास्यमि वाराणस्यां एभिरेवात्रवसामि । दरिद्राणामेषां नास्तिकिं कोऽपि दाता ? ९

ततो मथुरेण दरिद्रान्तर्गतं भगवन्त मवलक्ष्य सद्य स्तदाज्ञा पूरणे कृते ठाकुर ईषद्धस्य पुरःसरं परमानन्दमवाप । १०

At first they visited the tepmles of Vaidyanath. Shri Ramakrishna was greatly moved by the sight of emaciated bodies of the poor hungry people and so he requested Mathuranath to give them enough food for a day, sufficient oil for their heads and a piece of cloth to each of them. But Mathuranath in his eagerness to start for Baranasi replied that necessary arrangements to feed and clothe the poor would be made at Varanasi. On hearing this Thakur became very furious and said that he would remain with the starving people here and see if

any kind and generous hearted man be available. Al this Mathuranath did as he was asked to do. Thakur became much delighted and smiled with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :—

বৈদ্যনাথ ধামে যাইয়া ক্ষুধায় কাতর কঙ্কাল মাত্র সার জীবন্মৃতের ন্যায় দেহধারী দরিদ্র সকলকে দেখিয়া দীনবন্ধু ঠাকুর দয়ার্দ্র হৃদয়ে দরিদ্রগণের সেবার জন্য অতি কাতর বাক্যে মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন হে মথুর কেবল মাত্র একদিনের মত এই সকল দরিদ্রদিগকে উদর পূরণ করিয়া খাওয়াও। ৬

ইহাদের মাথায় তৈল দাও। এবং প্রত্যেকটি দরিদ্রকে এক একটি করিয়া বস্ত্র দাও। ৭

ঠাকুর এইরূপ উত্তম কথা বলিলে ও ৺কাশীধামে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত মথুরানাথ বলিলেন ৺কাশীধামেই দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করিব। ৮

দরিদ্রগণের পরম দেবতা ঠাকুর মথুরানাথের এইরূপ কথা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ ভাবে মথুর বাবুকে বলিয়াছিলেন আমি কাশী ধামে যাইব না এই সকল দরিদ্রের সঙ্গে এই স্থানেই থাকিব॥ এই সকল দরিদ্রের দাতা পুরুষ কি কেও নাই? ৯

তৎপরে মথুরানাথ দরিদ্রের মধ্যে ঠাকুরকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ মত দরিদ্র নারায়ণ সেবা করিলে ঠাকুর ঈষৎ হাস্য সহকারে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ১০

अन्त्यलीलायां २य अ:

एवं गयासुर क्षेत्रे भगवान श्रीगदाधरः ।
अपरोक्षी कृत स्तेन साक्षाद् गदाधरेण हि ॥ ११
ततो वारानसी क्षेत्रं प्राप्य श्रीभगवान् स्वयं ।
ददर्श श्रीविश्वनाथ मन्नपूर्णांश्च मातरं ॥ १२
मुक्ति क्षेत्रस्यावनतिं दृष्ट्वा भूदति दुःखितः ।
उक्तं भगवता तेन परमार्त्तेन तत्र च । १३
कथंमत्रांहमानीतः स्थानादस्मादपि ध्रुवं ।
स्थितोऽत्यन्तं सुखी भूत्वा तत्र श्रीदक्षिणेश्वरे ॥ १४
किन्तु श्रीमणिकर्णिकामनहरा मुक्तिप्रदा राजते
गत्वा तत्र महाश्मशान निलयं श्रीशङ्करं शङ्करम् ।
दृष्ट्वा तं शव सम्बकं पुरहरं प्राप्तः पुराश्रीमतां
दृष्ट्वैवं शिवलोक सङ्गत कृतश्चानन्दमाप्तो हरिः ॥ १५
ततो वृन्दावनं गत्वा गोविन्द मन्दिरे प्रभुः ।
श्रीराधया श्रीगोविन्दं दृष्ट्वैव भुवि लुण्ठितः ॥ १६

Thereafter Sri Ramakrishna went to Gaya and visited Gadadhar. Then he went to the temples of Biswanath and Annapurna in Varanasi. But on seeing the unholy condition of the city he said sorrowfully, "Why have I been brought to this place from Dakshineswar where I had been very happy". When he visited the famous burning ghat of Shri Monikarnika, he was glad to see the souls transported to the abode of Lord Siva as

the dead bodies were touched by Sri Sankar. Then he went to Vrindavana and paid his obesience to Sri Radha with Sri Govinda. 11 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গয়াক্ষেত্রে ভগবান গদাধরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অতঃপর ঠাকুর ৺কাশী ধামে যাইয়া দেবাদিদেব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়াছিলেন মুক্তি ক্ষেত্র বারাণসীর বিশুদ্ধ ভাব না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন।

কি জন্য আমাকে এখানে আনিলে ইহার অপেক্ষায় আমি দক্ষিণেশ্বরে অতি আনন্দের সহিত ছিলাম। ১৩।১৪

কিন্তু পাপ নাশিনী মুক্তি দাত্রী মণিকর্ণিকায় যাইয়া দেখিলেন সেখানে মহাশ্মশানে যে সকল শব দেহ আছে ভগবান শঙ্কর সেই সকল প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাঁহারা দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন। এই রূপ দেখিয়া ঠাকুর অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫

তৎপরে ঠাকুর কাশী ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দ মন্দিরে রাধা গোবিন্দ দর্শন করিয়া ভগবদ্ভাবে বিভোর অলৌকিক প্রেমের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ১৬।১৭

ভাবাকুলিতচিত্তঃসোঽপূর্ব্ব প্রেম পুরঃসরম্।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনাম প্রোবাচ কাতরং বচঃ॥ ১৭

भो कृष्ण सर्व्वमेवास्ति यमुना तीर सन्निधौ ।
गोवर्द्धनं रासभूश्च वनं वृन्दावनं तव ॥ १८
तथा निधुवनञ्चास्ति निकुञ्जवन मेव च ।
किन्त्वत्रत्वां न पश्यामि पश्यामि केवलं रजः ॥ १९
काद्रवेयस्य घट्टन्तु भगवान् भक्तरूपधृक् ।
यातो यदा तदा तेन दृष्टः श्रीभगवान् स्वयं ॥
यमुनान्तर्जले महासर्प मूर्द्धि विराजितः ।
कालीयःसह पत्नीभि स्तौति तं नन्दनन्दनम् ॥ २१
जय गोपामुखाम्भोज मधुपान मधुव्रत ।
निराकार निराधार निर्गुणं पाहि कृष्ण मां ॥ २२
ततो महाभाव वशात् वाह्यज्ञान परिच्चयं ।
प्राप्यतद्धाम माहात्म्यं वर्णयामास ठाकुरः ॥ २३

In a divine mood he chanted the name of Krishna and said sorrowfully. "Oh Lord Krishna, I find on this bank of Jamuna every thing viz. Gobardhan Hill, the place of Rashalila, Brindaban, Nidhuban and Nikunjaban etc. But I don't find you. I see the dust of your feet only." When he stood on Kaliyadaman Ghat, he found in the water of the river Sri Krishna standing on the head of the great serpent Kaliyanag with his wives praying for mercy of Sri Krishna. In his divine mood Thakur would describe the glory of that holy place. 17 to 23.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে কৃষ্ণ তোমার সবই আছে অর্থাৎ যমুনাতীর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রাসস্থলী বৃন্দাবন নিধুবন নিকুঞ্জবন প্রভৃতি সকলই আছে কিন্তু তোমাকেই প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেছি না। কেবলমাত্র তোমার পদরজই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ১৮।১৯

কিন্তু ভক্তরূপধারী ভগবান ঠাকুর যে সময়ে কালীয়দমনের ঘাটে যাইয়াছিলেন। সেইস্থানে অর্থাৎ যমুনার জলের মধ্যে কালীয় সর্পের মস্তকোপরি বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পত্নীগণের সহিত কালীয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরিতেছেন সেই সকল স্তববাক্য এইরূপ।২০।২২ হেনিরাকারনিরাধার মধুব্রত গোপী মুখপদ্ম মধুপায়ী তোমার জয় হৌক আমার কিছু মাত্রগুণ নাই আমাকে রক্ষা করুন।২২

এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ দর্শনে মহাভাব-বশতঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বৃন্দাবানধামের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।২৩

এবং তত্তত্তীর্থমধ্যে তত্তদ্রূপং স দৃষ্টবান্।
ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণো ন কৃষ্ণাকুলিল চেতসা ॥ ২৪
দীর্ঘকালাত্ পরং বৃন্দারণ্যে প্রেমাপ্রবাহিতঃ।
তদ্ধামবাসিনাং যেন কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ২৫
তত্তত্তীর্থ পর্য্যটনাত্পরং শ্রীদক্ষিণেশ্বরে।
পুনঃ প্রত্যাগতো রামকৃষ্ণঃ স্বসিদ্ধ ধামনি ॥ ২৬
বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাশ্যাম কুণ্ডোদ্ধৃতং রজঃ।
যদানীতং ভগবতা যত্নতঃ পরমং শিবং ॥ ২৭

गङ्गोदकेन तत् सर्व्वं कृत्वा सम्मिश्रणं प्रभुः ।
पञ्चवट्याश्चतुर्द्दिक्षु रभिषेक पुरःसरं ॥ २८
उवाचेयं च्चितिर्भूता वृन्दावन समाद्यतः ।
उवाच च महायोगी महायोगयुतः स्वयं ॥ २९
तीर्थयात्रा भगवतो स्तीर्थं मङ्गल हेतवे ।
सर्व्वतीर्थपदस्यास्य तीर्थ यात्रा विडम्बना ॥ ३०

In the same way, Thakur had seen the presiding diety of the respective holy places. The intense devotion to Lord Krishna, which he displayed in the holy Brindavana, bestowed upon him a divine glamour which made him an idol among the people of the locality. After his pilgrimage to vairous holy places, he came back to Dakshineswar and sprinkled the holy dust collected from Shyamkunda and Radhakunda in Brindavana, mixed with the water of the Ganga, all around Panchavati, to make the place as holy as Brindavana. The purpose of pilgrimage on his part was to add holiness to holy places and not to acquire any merit for himself who was the Divinity itself. 24 to 30.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া এইরূপভাবে প্রেমের বন্যা

অন্ত্যলীলায়াং ২য় অঃ

প্রবাহিত করিয়াছিলেন যাহাতে বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২৪।২৫

ঠাকুর তীর্থপর্য্যটনের পর স্বকীয় সিদ্ধধাম দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া বৃন্দাবনের শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে যে সকল রজ আনিয়াছিলেন সেই সকল পরম মঙ্গলময় মৃত্তিকা গঙ্গা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আজ হতে ঐ স্থান বৃন্দাবন সদৃশ হইল। এইরূপ ভাবে মহাযোগী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প সমাধি পুরঃসর বাস করিয়াছিলেন। ২৬।২৭ ২৮।২৯

সর্ব্বতীর্থময় ঠাকুরের তীর্থ গমন লোকানুকরণ বা তীর্থকে পবিত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। ৩০

পশ্চিমদিকের প্রসিদ্ধ বিবিধ ভারতীর তীর্থ দেখিয়াছি। কিন্তু গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণব মহাজনগণের পরম পবিত্রতীর্থ শ্রীমন্নবদ্বীপধাম আমাদের বঙ্গদেশে সুবিরাজিত আছেন। ৩০।৩১।৩২

রামকৃষ্ণস্য ভারতীয় তীর্থানি বিবিধানি চ।
বারুণ্যাং দিশি সিদ্ধানিময়া দৃষ্টানিতানি চ ॥ ৩১
নবদ্বীপেতি গৌড়ানাং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং বঙ্গদেশে বিরাজতে ॥ ৩২
যত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আবির্ভূয় স্বয়ং হরিঃ।
হরিনামমহামন্ত্রং সর্ব্বেভ্যঃ সম্প্রদত্তবান্ ॥ ৩৩
কালৌ জীবান্ সমুদ্ধর্ত্তুং কৃপয়া করুণানিধিঃ।
অপ্রাপ্তেতত্র তীর্থেঽন্যতীর্থ দর্শনজং ফলং ॥ ৩৪
ভবিষ্যতি ন চাস্মাকং যতো বঙ্গোদ্ভবাবয়ং।
মত্বেদং শ্রীনবদ্বীপ গমনায় মতিং দধে ॥ ৩৫

अन्त्यलीलायां २य अः

ठाकुरस्याभिलाषोऽयं ज्ञात्वा श्रीमथुरोमहान् ।
बहुकोष्ठ समायुक्त वासगेहनिभं शुभं ॥ ३६
जलयानं समानीय ठाकुरं भक्ति पूर्व्वकं ।
तत्रोत्थाप्य ठाकुरेण गतवान् मथुरोऽपि च ॥ ३७

There are various holy places in the West. But Navadwip in Bengal is the holiest of all. There appeared Sri Kishna Chaitanya who initiated all with holy names irrespective of caste and creed, to bring salvation to the suffering humanity of this Kali yuga. The Bengalees must visit this holy place to make themselves worthy of the merit derived from pilgrimage to other holy places. With this thought in his mind Thakur desired to visit Navadwip. When Mathuranath came to know of this, he took Thakur in a huge boat and started for Navadwip. 31 to 37.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যেনবদ্বীপেস্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া দয়ার সাগর দয়া করিয়া কলিহত জীব সকলের উদ্ধারের জন্য আচণ্ডাল মনুষ্যকে হরিনাম রূপ মহামন্ত্র দিয়াছেন। সেই নবদ্বীপ তীর্থে যদি আমি না যাই তবে আমার অন্যান্য তীর্থদর্শনের ফল হইবে না। যে হেতু আমরা বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর এইরূপ মনে করিয়া নবদ্বীপে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ৩৩,৩৪

অন্ত্যলীলায়াং ২য় স্কঃ

কৃপাধন্য মথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছা জানিয়া বহুকোষ্ঠ সমাযুক্ত বাসগৃহ সদৃশ একটি সুবিস্তৃত নৌকা আনয়ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই জলযানে ঠাকুরকে বসাইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩৫।৩৬।

পথিমধ্যে চ জাহ্নব্যাস্ত্যাসীত্তন্নাব্নী তটে।
অম্বিকা কালনা নাম্না গ্রামঃ সজ্জন বেষ্টিতঃ ॥ ৩৮
বৰ্দ্ধমান নরপতে রস্তি দেবালয়োমহান্।
সমাজ ভবনঞ্চাত্রবিদ্যতে তেন সুন্দরং ॥ ৩৯
তত্র শ্রীভগবান্ দাস নাম্না প্রাচীন বৈষ্ণবঃ।
সিদ্ধ ভক্তঃ সদাচারো গৌড়ীয়ো গৌর সেবকঃ ॥ ৪০
বদত্যয়ং হরের্নাম নাম ব্রহ্মেতি বোধতঃ।
নাম ব্রহ্ম জপেনৈব সিদ্ধিলাভং চকার সঃ ॥ ৪১
ভক্তঃ প্রাক্তন বৈষ্ণবঃ কুলপতি গৌড়ীয়চূড়ামণি
স্তস্মাদ্বৈষ্ণবসম্প্রদায় সদসঃ সর্ব্বাধিপত্যং গতঃ।
এবঞ্চাস্য সমীপ এব সদসদ যদ্যদ্যদানুষ্ঠিতং
ভক্তৈস্তত্ সকলং বিচার বিষয়ে ভক্তোঽয়মেকাগতিঃ ॥ ৪২
অনেন যত্ সদিত্যুক্তং প্রশংসনীয়মেবতত্।
যচ্চাসত্ কথিতং তদ্বৈ বৈষ্ণবৈর্নিন্দিতং ভবেত্ ॥ ৪৩

On the way to Navadwip there is a village known as Ambika Kalna inhabited by many well-to-do persons. There is a big temple erected by the king of Burdwan. There is also a society building to add to the beauty of the village. In

that building there lived an aged Vaisnava who was a follower of Sri Gouranga. He was regarded as the Head of Vaisnava community. Accordingly all matters concerning Vaisnava cult and practice were placed before him for decision. What he would accept would be accepted by all and what he would condemn would be condemned by all. 38 to 43.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহুভক্ত সজ্জনের বাসভূমি অম্বিকা কালনা নামে একটি বিশিষ্টজনপদ আছে। সেই গ্রামে বৰ্দ্ধমানের মহারাজার একটি সুবৃহৎ দেবালয় আছে। পরন্তু একটি অতি সুন্দর পবিত্র সমাজ বাটিকা শোভিত বশতঃ যথার্থই গ্রামটি অতি মনোহর।৩৭।৩৮

সেই সমাজবাটিতে গৌড়ীয় ভক্ত গৌরাঙ্গ সেবক সদাচারী সিদ্ধ-ভক্ত ভগবান দাস নামক একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করেন। ৩৯

এই বাবাজী হরিনাম মন্ত্রটিকে নামব্রহ্মজ্ঞানে জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন। ৪০

যেহেতু ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মস্তকের ভূষণ সদৃশ কুলপতি অতএব ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধিকার লাভকরিয়াছিলেন। এবং এই বাবাজীর নিকটেই ভক্তবর্গ যে সকল ভালমন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন সকলের বিচার ইনিই করিতেন।৪১।৪২

अन्त्यलीलायां २य अः

এই বাবাজী যে সকল বৈষ্ণবদিগের কার্য্য ভাল বলিতেন বৈষ্ণবগণও তাহাকে ভাল বলিতেন। এবং যে সকল কার্য্য মন্দ বলিতেন। বৈষ্ণবগণ ও তাহাকে নিন্দনীয় বলিত। ৪৩

ठाकुरो गतवाँ स्तत्र वाबाजो वैष्णवाश्रमं ।
सहृदयो दर्शनार्थं सर्व्वाङ्ग वसनावृतः ॥ ४४
द्वारदेशं गतो देवो वैष्णवस्य गृहान्तरे ।
हृदयं प्रेरयामास वदत्व मह मागतः ॥ ४५
दर्शनार्थं भगवतो दासस्य सुमहात्मनः ।
प्राप्यानुज्ञां तस्य देवस्तत् समीप सुपागतः ॥ ४६
तदा श्रीभगवान् दासो वैष्णवानां कृतागसां ।
विचार कार्य्ये निरतः कस्यापि वैष्णवस्य वै ॥ ४७
अर्थदण्डं विधत्ते स कण्ठीं जग्राहवैरुषा ।
एवं विचारक प्रख्य आदेशं प्रददाति च ॥ ४८
कलिकाता कलुटोलास्थितस्य स्वर्ण वनिजः ।
तदीय भवने चास्ति हरिभक्ति प्रदा सभा ॥ ४९
तस्यां सभायां श्रीकृष्ण चैतन्यस्य महाप्रभोः ।
कल्पितं वैष्णवैरेकमधिष्ठानार्थमासनं ॥ ५०

Shri Ramakrishna with Hridaya went to see Bhagabandas Babaji. He asked Hridaya to go inside and tell Babaji that Sri Ramakrishna was waiting outside to see him. Babaji allowed Shri Ramakrishna to come in. On entering the house he found that Babaji was meting out various sorts

বঙ্গানুবাদ ঃ—

of punishment to the members of his community for their misconduct. There was a holy seat of Sri Krishna Chaitanya in the house of a Subarna Banik at Colootolla in Calcutta. It was not accessible to the devotees. 44 to 50.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদেহে বস্ত্রাবৃত করতঃ হৃদয়ের সহিত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার সমাজ বাটীতে গিয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন তুমি বাবাজীর ঘরের ভিতরে যাইয়া বল অতি পবিত্র মহাপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর দর্শন জন্য আমি রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছি এই বলিয়া হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন।৪৫

তৎপরে বাবাজীর আদেশমত ঠাকুর যে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়াছিলেন। তখন বাবাজী অপরাধী বৈষ্ণবগণের বিচার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনও বৈষ্ণবের অর্থদণ্ড করিতেছেন কাহারও বা গলার মালা জোরপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতেছেন। এইরূপভাবে বিচারকের মত দণ্ডাদেশ দিতেছেন। ৪৬।৪৭

কলিকাতার কলুটোলায় একজন বিশিষ্ট সুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে হরিভক্তিদায়িনী নামে সভাগৃহ ছিল তথায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল বৈষ্ণবগণণ সেই আসনটিকে মহাপ্রভুর আসন মনে করিয়া পূজা করিতেন। এমন কি সেই আসনটিকে যে কোনও সদাচারী বৈষ্ণবও যখন তখন স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৮।৪৯।৫০।৫১

मत्वा महाप्रभोरेवासनं तदति पूजितम् ।
कश्चित्तदासनस्पर्शंकर्त्तुं न वैष्णवः क्षमः ॥ ५१

कतिभक्ताष्ठाठाकुरस्य ठाकुरं श्रीमहाप्रभुं ।
साक्षाद्रूपेनजानन्तितैस्तत्रसुसभा गृहे ॥ ५२

समानीतः स भगवान् रामकृष्णस्तदालये ।
भक्तास्यान्निर्गतं शुद्धं हरिनाम यदाशृणोत् ॥ ५३

भावाविष्टः स ठाकुरः श्रीचैतन्य वरासने ।
कृतोपवेश स्तद्भक्ताः साक्षा च्चैतन्य विग्रहं ॥ ५४

मत्वातं पूजयामासुःस्थिता ये भाग्यवर्जिताः ।
अज्ञात्वाठाकुरभावमन्य साधारणा जनाः ॥ ५५

असन्तुष्टा वभूवुस्ते सदाचार विलङ्घनात् ।
श्रुत्वेदं रामकृष्णस्य व्यापारं वैष्णवास्यतः ॥ ५६

भगवान् दास वावाजी सरोषमवदत्तदा ।
तत्रयद्यहमस्थास्यं धार्ष्ट्यं येन कृतं फितत् ॥ ५७

When Thakur was taken inio the room, he lost himself in his divine mood and sat on the holy seat. At this, those who had no khowledge of the glory of Thakur became much displeased with him. When Babaji was told of this incident, he grew angry and said that he would have punished Thakur on the spot, if he had been present there. 51 to 57.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের একটি ভক্ত ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু মনে করিয়া সেই সভাগৃহে আনিলে ঠাকুর ভক্তবৃন্দের মুখ নিঃসৃত হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তম আসনে উপবেশন করিলে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকেই মহাপ্রভুরূপে দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য যে সকল সাধারণ জন ছিল তাঁহারা ঠাকুরের অন্যায় আচরণ মনে করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরের যথাযথ স্বরূপ না জানিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫

ঠাকুরের এই ঘটনাটি বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া ভগবান দাস বাবাজী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি যদি সেইস্থানে থাকিতাম তবে সেইরূপ আচরণ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি নিশ্চয়বিশেষভাবে দণ্ড দিতাম।৪৬।৫৭

তস্মৈদণ্ডং বিশেষেণ প্রাদাস্য মিতি নিশ্চিতং।
ভক্ত মঙ্গলদানায় যস্য ভগবতো হরেঃ॥ ৫৮
আবির্ভাব স্তদর্থং তং প্রাচীন ভক্ত বৈষ্ণবং।
মোহমুক্তং সন্নিকোষু বদ্ধবাহ্য শরীরকঃ॥ ৫৯
ঠাকুরো দণ্ডবত্স্থিত্বা বাবাজী মিদমব্রবীত্।
জানাম্যহং জগত্কর্ত্তা ভগবানিতি নিশ্চিতং॥ ৬০
তদন্যঃ কোঽপিনোকর্ত্তা সংসারেঽস্মিন্নসংশয়ং।
অহঙ্কার স্তবৈ দৃগ্বৈ কর্ত্তাহমেব কেবলং॥ ৬১
তেনাহং সর্ব্ব লোকানাং কর্ত্তাহং দণ্ডমণ্ডয়োঃ।
তদাশ্চৈৰ্য বাবাজী ঠাকুরস্য সুমত্সনাত্॥ ৬২

अन्त्यलीलायां २य अः

लब्ध्वा ज्ञानं दण्डवत्तं प्रणम्य भक्ति भावतः ।
पादधूलिं प्रगृह्यास्य कृताञ्जलिपुरःसरम् ॥ ६३
भवतः कृपयाद्याहं पश्यामि दिव्य चक्षुषा ।
श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुर्भवानेव न चापरः ॥ ६४

Thakur who manifested himself to bring good to humanity desired to impart good sense to this aged Babaji and said to him, "I know it for certain that God alone is the supreme authority to inflict punishment, You are proud enough to think that there is none but you to dispense justice and punishment." On hearing these words, Babaji came to his good sense and repented his ignorance and folly. 58 to 64.

বঙ্গানুবাদ ঃ

ঠাকুরের আবির্ভাব কেবলমাত্র ভক্তবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্যই অতএব এই বৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকেও অজ্ঞান মুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর অর্দ্ধপ্রকাশিত দেহে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজীকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চিত রূপে জানি যে ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ড বিধানেরই একমাত্র কর্ত্তা।

তিনি ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কেহ কর্ত্তা নাই। কিন্তু তোমার এইরূপ অহঙ্কার যে আমি ভিন্ন জগতে দণ্ড মুণ্ডের বিধান কর্ত্তা অন্য আর কেহ নাই। ৫৮।৫৯।৬০।৬১

অন্তলীলায়াং ২য় স্কঃ

তখন ঠাকুরের অত্যুত্তম শিক্ষাদানে চৈতন্যলাভ করিয়া বৃদ্ধ বাবাজী ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক করযোড়ে বলিয়াছিলেন। আমি আপনার কৃপায় দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিন্ন অন্য আর কেহই নয়। ৬২।৬৩।৬৪

अतस्त' तस्य पीठ' वै यत् पूर्व्व' समधिष्ठितः।
नकिञ्चिच्चिन्त मन्त्तयत्र स्वासने स्वयमास्थितः॥ ६५

दिव्यसौरभमाघ्राय भवतः पादपद्मयोः।
भक्तानामवद' मां हि कृपांकालु मिहागतः॥ ६६

कोऽपिदेवोपमः साक्षादीश्वरोवा भवेदय'।
अतोऽहमति धन्योऽस्मि रामकृष्णास्यदर्शनात्॥ ६७

अथाप्तौती नवद्वीप भगवद्धाम भक्तिद'।
ठाकुरेनैव मुक्तान्तु तत्र गत्वाहं मुत्तम'॥ ६८

दारुविग्रह माश्रित्य श्रीगौराङ्ग महाप्रभु'।
दण्डायमान मपश्य' केवल' तस्य मन्दिरे॥ ६९

विज्ञाप्यैव' मातर' मे स्वमनो वेदना मपि।
गङ्गागर्भे स्वनौकायां यदाहं' पुन रागतः॥ ७०

तदैवदेवमार्गे स भक्त वेष्टित विग्रहः
जाम्बूनदज्योतिमयोभावभावित विग्रहः॥ ७१

सङ्कीर्त्तन परोदेव आगच्छन् मम सन्निधौ।
असावेति असावेति ब्रुवन् मम कलेवरे॥ ७२

অন্তলীলায়াং ২য় অঃ

সাঙ্গোপাঙ্গাদিভিঃ সার্দ্ধং গৌরাঙ্গ সম্প্রবিষ্টবান্ ।
অনেনেদং ময়াজ্ঞাতং গৌরাঙ্গো ভগবান্ স্বয়ং ॥ ৭৩

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দাদ্বৈতরূপাঃ সুবিগ্রহা-
সাম্প্রতং মমদেহেতি ত্রয়ঃ সন্তীতিনিশ্চিতং ॥ ৭৪

পুনরস্য ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণযোগিনঃ ।
প্রত্যাগতিঃ সুসম্ভাব্যাভবেৎ কিং দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৭৫

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ঠাকুরস্য নবদ্বীপগমনাদি রূপ শেষ লীলায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ অ ॥

Babaji said, "Now I realise the truth and understand, how you could take the holy seat. I also rightly guessed immediately on your arrival here that a great man has come to bless me with his grace. I have been blessed by your kind visit." Thereafter, Thakur went to Navadwip. Later, in course of conversation, Thakur told that Sri Gouranga with his devotees and followers entered his body and still they were inside his person. 65 to 75.

Here ends the second chapter of Antyalila (last part) of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

অতএব আপনি পূর্ব্বে কলুটোলায় যে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সদ্‌গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬।৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে যাইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮।৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা জগদম্বাকে জানাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীর্ত্তনমগ্ন স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্ত্তিই। ৭২।৭৩

বিরাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্ব্বিকল্পে সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪।৭৫

অন্তলীলায়াং ২য় অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের মথুরানাথের সহিত নবদ্বীপ তীর্থে গমন পথিমধ্যে বাবাজীকে স্বরূপ দর্শন নবদ্বীপে নৌকায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনাদি অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বর্ণিত হইল। অঃ ২ অঃ

অন্ত্যলীলায়া স্তৃতীয়োঽধ্যায অঃ ৩য়

তীর্থ প্রত্যাগমনাদূর্দ্ধং কিয়ত্কালে গতে সতি।
ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতু সুতস্য হি ॥ ১
দেহপীড়া বিশেষেণ সঞ্জাতা দক্ষিণেশ্বরে।
মত্বা তস্যান্তিমাং পীড়াং ভগবান্ করুণানিধিঃ ॥ ২
কিঞ্চিত্ কালমপি তস্য সান্নিধ্যং ন জহাত্যসৌ।
অক্ষয়স্যান্তসময়ে তস্যাস্যে যোগদৃষ্টি তঃ ॥ ৩
দদর্শ দেবতুল্যস্য প্রাণ সংযান সুত্তমং।
তর্হি দেবোমুদং লেভে তত্কালে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
কিন্তু দিনত্রয়াতীতে শোকেনা কুলিতোঽভবং।
শোকদুঃখাতীতো যোগো তদৈব সমবদত্ প্রভুঃ ॥ ৫
সমাপি মর্ম্ম স্থানানি নিকৃন্তানিশুচাস্য বৈ।
ময়া ন জ্ঞাতমেতত্তু শোকাধিক্য সুভীষণং ॥ ৬

After some time on his return from pilgrimage, the son of his eldest brother fell seriously ill at Dakshineswar. Understanding that his illness was fatal. Shri Ramkrishna attended on him with constant care, and was delighted to see that Akshaya left this moral world for Heaven

But after three days he felt himself greatly afflicted with bereavement even though no earthly attachment could prevail upon him. He said that he could not guess that the pangs of bereavement would be so severe. 1 to 6.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

ঠাকুর নবদ্বীপ হতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয় বিশেষ ভাবে পীড়িত হইলে ঠাকুর অক্ষয়ের শেষ পীড়া জানিয়া তাহার নিকটে সর্ব্বদাই থাকিতেন এবং মৃত্যুকালে ঠাকুর যোগদৃষ্টিতে অক্ষয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের পরলোক গমন অতি উত্তম হইল জানিয়া সেই সময় ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১।২।৩।৪

কিন্তু শোক দুঃখের পরপারে অবস্থিত ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুর তিন দিন পরে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া সেই সময় বলিয়াছিলেন। শোকের জন্য আজ আমারও মর্ম্মস্থলে অত্যন্ত আঘাত হইতেছে। শোকের প্রবলতা এত ভয়ঙ্কর ইহা আমি জানিতাম না। ৫।৬

वियोगे दारपुत्राणां गृहस्थानां कीदृग्भवेत्।
एवं सञ्चय स्वर्गीयं अक्षयस्याक्षयो हरिः ॥ ৭

भगवान् रामकृष्णस्तु योगशक्तिं न्ययोजयत्।
एवं सञ्चय संयानं सर्वथालौकिकं मतं ॥ ৮

इतःपरं मागतोऽयं द्वितीयवियोगो महान्।
ठाकुरस्योत्तमोभक्तो मथुरानाथ संज्ञकः ॥ ৯

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

মথুরানাথ তুল্যং যষ্ঠাকুরং সম বৈক্ষত।
সর্ব্বং যজ্ঞরণিন্যস্য দেহ দৈহিকমাত্মনঃ ॥ ১০

কৃতকৃত্যং মন্যমানোয়ত্ সেবাং প্রাপ্তবান্ সুধীঃ।
তদ্বিয়োগাদ্ভগবতঃ শোকোঽভূদতি দারুণঃ ॥ ১১

জিজ্ঞাসিতায়াং তদগত্যাং ঠাকুরঃ স্বয়মব্রবীত্।
মথুরো মুক্তি লাভার্থং ন কদাপি বিচেষ্টিতঃ ॥ ১২

He wondered to think what could be the intensity of sorrow on the part of the people who lived with family. He had another great shock at the death of Mathuranath. When he was asked about the life after death of Mathuranath, he said that Mathuranath never longed for salvation. 11 to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে ঠাকুর অক্ষয়ের অক্ষয় স্বর্গ কামনায় যোগশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অক্ষয়ের পরলোক গমন সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক হইয়াছিল। ৭।৮

অক্ষয়ের স্বর্গ গমনের পরই আর একটি খুব বড় শোক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই শোকটি হইল ঠাকুরের অতি প্রিয় ভক্ত মথুরানাথের শোক। ৯

যে মথুরানাথ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের মত দেখিতেন। এবং যিনি নিজের দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ ভাবিয়া ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের সেবাকার্য্য করিতেন। সেই মথুরানাথের মৃত্যুতে ঠাকুরের অতি ভয়ঙ্কর শোকাগ্নি উত্থিত হইয়াছিল। ১০।১১

আমরা তখন মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার গতি কিরূপ হইল এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মথুর নিজের মুক্তির জন্য কখনও কোনরূপ কামনা করেন নাই। ১২

केवलं प्रार्थयामास सान्निध्यं मम भाग्यवान्।
येनाहं भगवत् सेवां प्राप्स्यामि जन्मजन्मनि॥ १३

भक्तानामपिवासेवां वासनैषामतिर्म्मम।
तद्वाञ्छापूरणं माताकरिष्यत्येव कालिका॥ १४

अतोराजर्षिदेहंस प्राप्य श्रीमथुरोमहान्।
श्रीभवतारिणीमातुः सेवाकार्य्यं मवाप्तवान्॥ १५

जननी रामकृष्णस्य तदात्र दक्षिणेश्वरे।
स्वर्गंयामवगाह्यार्थं पुत्र सान्निध्यहेतवे॥ १६

स्थित्वा देवीगृहे देवीसाधनायां सदारता।
तदा रामेश्वरो रामकृष्णस्यमध्यमाग्रजः॥ १७

स्वर्गतोऽभूज्जन्मभूमौ हित्वा देहं जरायुजं।
एवं निदारुणः शोकोऽत्ररमातुर्हृदि॥ १८

He desired to be fortunate enough to render holy services to gods and devotees. Goddess

Kalika had fulfilled his desire, The mother of Sri Ramakrishna was then staying at Dakshineswar, At that time the elder brother of Sri Ramakrishna, called Rameswar breathed his last at Kamarpukur. Understanding that this sad news would be a formidable shock to his mother, he prayed to the Goddess to save his mother from the shock. 13 to 18.

বঙ্গানুবাদঃ—

ভাগ্যবান মথুরাথ আমার নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন। আমি যেন জন্মে জন্মে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। অথবা ভগবানের ভক্তের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব মাতা জগদম্বা মথুরানাথের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। ১৩।১৪

অতএব মথুরানাথ সম্প্রতি রাজর্ষি দেহ পাইয়া মাতা ভবতারিণী কালিকার সেবাকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৫

সেই সময় এই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গাস্নান এবং গদাধরের নিকটে অবস্থান জন্য এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধন ভজনে রতা হইয়াছিলন। ১৬

এই সময়ে ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর কামারপুকুরে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১৭

আমি জানি আমার বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবীর অত্যুচ্চ হৃদয়ে এই ভয়ঙ্কর পুত্রশোক নির্দ্দয়ভাবে বিশেষরূপে প্রহার করিবে কষ্ট দিবে। ১৮

জানাম্যহং বিশেষেণ নির্দ্দয়ং প্রহরিষ্যতি।
এবং বিচিন্ত্য স দেবো জনন্যাঃ শোকশান্তয়ে ॥ ১৯

মাতুঃ শ্রীজগদম্বায়া সকাশে চ সকাতরং।
প্রার্থয়ামাস বহুশঃ শোকগ্রস্তো গদাধরঃ ॥ ২০

ব্যর্থান প্রার্থনা তস্য সফলাভুত সুনিশ্চিতং।
পুত্র শোকাতুরামাতা যতস্তং শ্রীগদাধরং ॥ ২১

স্বাত্মশোকাতিসন্তপ্তং সান্ত্বয়ামাস সাতদা।
স্বক্রোড়েন্যস্যদেবী তমাশীর্ব্বাদ পুরঃসরম্ ॥ ২২

উবাচশেষপুত্রত্বং শেষে মেऽগ্নিং প্রদাস্যসি।
এবং রামেশ্বরে দেবেকালধর্ম্মমুপেয়ুষি ॥ ২৩

তস্য জ্যেষ্ঠ সুতো রামলালঃ পন্ডিত উত্তমঃ।
দক্ষিণেশ্বর আগত্য পূজাকার্য্যেऽভবদ্ব্রতী ॥ ২৪

Goddess heard the prayer. The mother of Gadadhar took him to be sorely hit and came forward with words of solace and said that Gadadhar was only left to perform her funeral rites. The eldest son of Rameswar called Ramalal who was a great scholar was appointed to serve as a priest. 19 to 24.

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় স্ক:

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর গর্ভধারিণীর শোক শান্তির জন্য শোকাতুর গদাধর জগদম্বা কালিকামাতার নিকটে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহুতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৯।২০

বস্তুত ঠাকুরে র প্রার্থনা জগদম্বা বিশেষ ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। বা প্রার্থনা সফল হইয়াছিল॥ কারণ ঠিক সেই সময়ে পুত্র শোকাতুরা চন্দ্রাদেবীই গদাধরকে শোকগ্রস্ত মনে করিয়া বহু প্রকারে সান্ত্বনা বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

পরন্তু মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বলিয়াছিলেন। বাবা তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র আশীর্ব্বাদ করি তুমি আবার শেষকৃত্য মুখাগ্নি করিবে।

এইরূপ ভাবে রামশ্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ২৩।২৪

যুগ্মবস্বব্ধিকে সূর্য্যগতাব্দে ঘটগৈরবী।
ষোড়শ্যাহি জন্মতিথৌ রামকৃষ্ণস্য ধীমতঃ॥ ২৫

শ্রীরাম শৈবিকামাতা প্রস্থ নবতি বৎসরে।
স্রিবামৃত জলস্যাপি পশ্যন্তী জাহ্নবীং চিতা॥ ২৬

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মেত্যুক্ত্বাঞ্জলিপুরঃসরম্।
স্বভালে ন্যস্তহস্তাসা রাম নামোচ্চরন্ত্যপি॥ ২৭

ছিত্বান্তে লৌকিকং দেহং শুদ্ধং চিন্ময়রূপকম্।
দেহং লব্ধা গতামাতা বৈকুণ্ঠাখ্যং পরংপদং॥ ২৮

ततः श्रीरामकृष्णस्तुमातु र्न्त्यैष्टिकां क्रियां ।
तदौर्द्ध दैहिक तद्वत् कृत्य सर्व्वं यथा विधि ॥ २९
शोकार्त्तत्वादथ स्मार्त्तकर्म्मणां परिवर्जनात् ।
कैवल्याश्रमयोगाद्वागलिताञ्जलितास्तथा ॥ ३०

On the 16th Falgun in the Bengali year 1282, at the age of 95 years, Chandra Devi, mother of Sri Ramakrishna, left this mortal world as she stood in the holy Ganges with folded hands cver her head and uttering holy names. Shri Ramakrishna got all funeral rites and sradh ceremonies duly performed by Ramlal, the eldest son of his elder brother Rameswar. It might be that he did not do them himself due to profound sorrow, or his not being entitled to perform such rites. 25 to 30.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সন ১২ শত ৮২ সালে ১৬ ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম তিথি দিনে ৯৫ বর্ষে মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গার জলে অন্তর্জলী অবস্থায় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করতঃ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া গঙ্গাকে দর্শন করিয়া আজন্ম ভগবান রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম কারিণী অন্তকালে শ্রীরামচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম রাম নাম বহুবার উচ্চারণ করিতে করিতে পাঞ্চভৌতিক এই নশ্বর দেহ পরি-

अन्त्यलीलायां ३य अः

ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময় বিশুদ্ধ ভগদ্দেহ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে স্বামী ক্ষুদীরামের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। ২৭।২৮

এইরূপ ভাবে মাতার মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্মশান কার্য চিতা পিণ্ডাদি আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য অচিন্ত্য জ্ঞানাধার ঠাকুর শোকার্ত্তবশতঃই হোক স্মার্ত্তকর্ম্মের পরিত্যাগ জন্য অথবা সন্ন্যাসাশ্রমে যোগদান বশতঃ গলিতাঞ্জলি হেতু জানিনা যে কারণেই হোক ঠাকুর মাতা চন্দ্রাদেবীর মুখাগ্নি প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র রামলালের দ্বারা সুসম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। ২৯।৩০।৩১।৩২

हेतुना येन केनापि ह्यचिन्त्यज्ञानगोचरः।
भगवान् रामकृष्णस्तु मुखोल्का दान पूर्व्वकं ॥ ३१
मातृकृत्यं सुसम्पन्नं कारया मास सुव्रतः।
मध्यमाग्रजपुत्रेण रामलालेन वैतदा ॥ ३२
ब्राह्मणादीन्भोजयित्वा दानमानादिभिश्च सः।
नानास्थानागतान् सर्व्वान् पण्डितान् परितोष्य च ॥ ३३
मातुर्वैकुण्ठगमनं पति सम्मेलनञ्च सः।
ददर्श भगवान रामकृष्णस्तु स्वय मेव हि ॥ ३४
योऽसौ केशव सेन नाम विदितो वेदेषुनिष्ठः सुधी
वेंदानांप्रतिपाद्यवस्तु शिवदं जीवाय यच्छाम्यहं।
यत् सत्यं परमं परात्परतरं ब्रह्मैव कैवल्यदं
मत्वैवं समितिं चकार परमां ब्राह्मेतिनाम्नामहान् ॥ ३५

On this occasion he fed bramhins and distributed gifts among them. Keshab Chandra Sen

was the founder of Bramha religion, which aimed at the realisation of the Supreme Being. 31 to 35.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং দক্ষিণেশ্বরস্থ ব্রাহ্মণাদি ভোজন যথাসম্ভব পণ্ডিতবর্গের দান মানাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া ছিলেন। মাতা চন্দ্রাদেবীর বৈকুণ্ঠ গমন এবং সেই স্থানে পতির সহিত মিলনাদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন নামে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বেদের সার বস্তু যাহা পরম সত্য মোক্ষপ্রদ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম বস্তুকে আমি জগতের নরনারী সাধারণকে জানাইয়া দিব এইরূপ ভাবিয়া একটি সুমহান ব্রাহ্মসমাজ নামক স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৫

अस्य केशव सेनस्य प्रयाण श्रवणं यदा ।
कृतं श्रीरामकृष्णेन व्यथितं बहुलं तदा ॥ ३६
शोकयुक्तः श्रीभगवानुवाच करुणानिधि ः
ममाद्य सं भग्नमिदं प्रधानाङ्गं न संशयः ॥ ३७
श्रीठाकुरो गदित्वैवं कम्पज्वरयुतोऽभवत् .
प्रायेनत्रिदिनं यावदाच्छाद्यस्थूलवाससा ॥ ३८
कायस्वैतन्यहीनस्तु पतितो धरणीतले ।
केशव सेन निर्याणादभवत् शोक सागरं ॥ ३९

इति श्रीरामेन्द्रचन्द्र भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां वियोग पर्व्वनि अन्त्यलीलाया स्तृतीयोऽध्यायः ।
तः ३ तः ॥

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

Shri Ramakrishna was greatly pained to know of his death, and felt as if he had lost an active part of his own body. He was down with fever for three days. 36 to 39.

Here ends the third chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর এই কেশব সেনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া বলিয়াছিলেন আজ আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৬।৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান কম্পজ্বরে কাতর হইয়া তিন দিন দেহটিকে কম্বলাদি দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শয়ন করিয়াছিলেন। এই কেশব সেনের পরলোক গমনের জন্য ঠাকুরের শোকসমুদ্র উচ্ছসিত হইয়াছিল। ৩৮।৩৯

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্ত্যলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বিয়োগ পর্ব্ব বর্ণিত হইল॥ অ ৩অঃ॥

অথ অন্ত্যলীলায়াশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ইতঃপরমতীতেষু ত্রিষুবর্ষেষু সা তদা।
পত্নী শ্রীরামকৃষ্ণস্য সারদা শারদা যথা॥ ১
পিত্রাসহ সমায়াতা শুভে দক্ষিণেশ্বরে গৃহে।
যত্রবিরাজিতো দেবীপতিঃ পূজ্যঃপরোগুরুঃ॥ ২
হৃৎকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা শয্যাসনে পৃথক্।

স্বপত্ন্যৈ স্থানমদদাৎ কৃপয়া করুণানিধিঃ ॥ ২
পতিব্রতা মহাভাগা রামকৃষ্ণৈক মানসা।
স্বামি সন্দর্শনাৎ সাধ্বী কৃত কৃত্যাবভূবহ ॥ ৪
পতি শুশ্রূষণপরা নিয়তং ব্রহ্মচারিণী।
অলৌকিক মনোভাবাপতি ভাববিভাবিতা ॥ ৫
মমস্বামী জগৎ স্বামীনাস্থ স্ত্রীপুংমিদায়তঃ।
জগদুদ্ধারণার্থায় সদানন্দময়তাং গতঃ ॥ ৬

After three years Sarada Devi come to Dakshineswar with her father. Sri Ramakrishna made separate arrangements for her stay in his own room. She was not only devoted to her husband but also held him in a very high esteem because of his uncommon spiritual achievements and holy mission for the humanity. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহার পর প্রায় ৩ বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী যে স্থানে পূজনীয় পরম গুরু স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য বিরাজিত আছেন সেই মঙ্গলালয় পঞ্চবটী গৃহে পিতার সহিত আসিয়াছিলেন। ১।২

দয়াময় ঠাকুর পত্নী সারদা দেবীকে কৃপা পূর্ব্বক নিজ গৃহ মধ্যেই পৃথক্ ভাবে শয্যা ও আসনাদি দিয়া স্থান দিয়াছিলেন। ৩

কেবল মাত্র ঠাকুরে মনঃ স্থির পূর্ব্বক সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী স্বামি সন্দর্শনে চরিতার্থা হইয়াছিলেন ॥ ৪

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ স্ব:

সর্ব্বদা পতি সেবা পরায়ণা আলৌকিক মনোভাবা পতি ভাবে বিভাবিতা সেই ব্রহ্মচারিণী সারদা দেবী ভাবিতেন আমার স্বামী জগৎ স্বামী ভগবান্ ইহার স্ত্রী বা পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই। এবং সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থে তন্ময়তা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অবস্থিত॥ ৫।৬

त्रेतायां योमयासार्द्धं रामोराजीवलोचन: ।
रक्ष:कुल विनाशार्थमाविर्भूतःस्वयं हरि: ॥ ७
स एव द्वापरयुगेऽकरोत् क्रीड़ांमया सह ।
जातो यदुकुलाम्भोधौ कृष्णचन्द्र: कृपानिधि: ॥ ८
युगेऽधुनाधर्म्महीने कलौसोऽयं सनातन: ।
सन्मार्गदर्शनार्थाय जातो ब्रह्मकुले हरिः ॥ ९
अपवित्यज्यमामिषः·कामारपुकुराम्बुधे: ।
उदितं तत् परं ब्रह्म नराकृति न संशयः ॥ १०
एवं श्रीरामकृष्णस्य स्वस्याश्च सारदातटा ।
स्वरूपं संज्ञातवती स्वामिनः सुप्रसादत: ॥ ११
गतैचैवं कियत्कालेपत्यु: पादतलेस्थिता ।
तत् पादयुगलं क्रोड़े न्यस्य संवाहनादिना ॥ १२

"Sri Ramakrishna was Ramachandra who appeared with me in the Treta Yuga to kill Rakshasas, and Sri Krishna who played with me in the Dwapara yuga. He has now manifested himself as a Bramhin in this Kali Yuga to show the way to bliss and salvation to the suffering

humanity. He has deidcated himself to holy services but has not discarded me." Such was the thought of Sarada Devi about her husband. After some time one day she sat at the feet of her husband. 7 to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

ত্রেতাযুগে পদ্মপলাশলোচন স্বয়ং ভগবান যে দাশরথি রাম রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দ্বাপর যুগে যিনি কৃষ্ণচন্দ্ররূপে যদু বংশে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। ৮

সেই সনাতন ভগবানই অধর্ম্ম প্রচুর কলিযুগে সম্প্রতি বেদোদিত সনাতন ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কামারপুকুর নামক সমুদ্র হইতে নরাকৃতি পরব্রহ্মই উদিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সান্দহ নাই। ৯।১০

এইরূপে সেই সময়ে সারদা দেবী স্বামী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহে নিজের এবং স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। ১১

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে কোন সময়ে সারদা দেবী স্বামীর পদতলে বসিয়া পাদপদ্ম দুইটি নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক অতি নম্র ভাবে বলিয়াছিলেন। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবে জানেন যদি আমার এই কথাটি আপনার রুচিকর হয় তবে আমার এই জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরদানে আমাকে কৃতার্থ করুন॥ ১২।১৩

अन्त्यलीलायां ४र्थ अ:

परितोष्यपतिं साध्वी पप्रच्छविनयान्विता ।
चेत्सिमां कीदृशीं त्वं हि प्रब्रूहि यद्रिोचते ॥ १३

पृष्टश्चैवं स भगवानुवाचालौकिकं वचः ।
स्त्रीमात्रे मातृबुद्धिर्मेभोगेच्छाभावहेतुत: ॥ १४

यामाता भवतारिणी सुखयुता श्रीमन्दिरेऽवस्थिता ।
या माता जननी स्वगर्भकुहरे धृत्वा प्रसूयापि मां
कल्याणं मम काङ्क्षती स्वकसुखंकृत्वातितुच्छं सदा ।
निद्रांयाति सुखेन यागुरु तमादेवालये साम्प्रतं ॥ १५

सेवासीपद सेवनं कृतवती स्नेहाद्र चित्ताधुना—
यामाता सकलार्थं साधन विधौ संसिद्धिदात्रीमता ।
सारं या जगतो महा सुखमयं विज्ञानजंसुस्थिरं
यच्छत्येव सदा ततस्तु महतागीतासदा सारदा ॥ १६

She asked her husband with great humility, "If you so like I request you kindly to tell me how you think of me." He replied. "Anyone who is a female is my mother. Goddess Bhabatarini who is now sleeping in the temple is my Mother who gave birth to me and it is she who is now very kindly and affectionately serving my feet. She is the giver of all bliss and wisdom and hence she is called Sarada." 13 to 16.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

ঠাকুরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর অলৌকিক অর্থাৎ জগতের কোন জীব কখনও তাহা বলিতে পারে না। সেইরূপ বাক্য ঠকুর বলিয়াছিলেন। ১৪

সেই বাক্যটি এইরূপ—আনন্দময়ী যে মাতা ভবতারিণী নাম ধারণ করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং যে মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ পূর্ব্বক প্রসব করিয়া নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র আমার কল্যাণ কামনা পূর্ব্বক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে মাতা সম্প্রতি দেবালয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। ১৫

এবং যে মাতা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধনায় সিদ্ধদান করেন। সেই মাতাই দয়া পরবশ হইয়া আমার পদ সেবা করিতেছেন। এবং যিনি জগতের সর্ব্ব জীবকে পরমানন্দময় বিজ্ঞান জনিত অচল অটল সারবস্তু সর্ব্বদা দিতেছেন এজন্যই তাঁহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সারদা বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৬

অতস্ত্বংহি জগন্মাতু রূপান্তরমবস্থিতা।
মৎপাদৌ স্বচ্ছন্দিস্যস্য সেবাকার্য্যং কারোষি হি ॥ ১৭
যদ্যপিপত্নীরূপেণ জাতঃ পানিগ্রহস্তব ?
তদ্রুপা চরণৌ মন্ত্রাস্তৎ ক্ষমস্বাধুনা মম ॥ ১৮

মমৈব পত্নীত্বং হেবিশ্বাম্বতো বেদসম্মতা।
তেনত্বামিহ সম্প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং সুস্থিরা ভব ॥ ১৯
বিস্মৃত্য পত্নীরূপাং ত্বাং জনামি মাতৃরূপিনীং।
শুদ্ধোঽস্মিংস্ত্বাং ন পশ্যামি পত্নীরূপেণ নিশ্চিতং ॥ ২০

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

एवं स्वतत्त्वं सुज्ञाय सारदा स्वामि सन्निधौ ।
ज्ञान विज्ञान सम्पन्ना वभूव पारमार्थिकी ॥ २१
अतःपरं तत्र समागतास्ते
ये पण्डिता भारत वासिमुख्याः ।
श्रीरामकृष्णस्य कृपामये च
तथावतारत्व परीक्षणाय ॥ २२

"Thou art the Mother in another form. Even if I have married you, I am unable to behave like a husband. According to the codes of religion you are my wife and in this life I have got you as such. I can only advise you to restrain yourselves and have patience. I don't see you as my wife but I see you as my mother." Sarada felt herself blessed with the truth and wisdom imparted to her by her husband. Thereafter some eminent pandits came to Dakshineswar to test the divine power of Shri Ramakrishna and to have his blessing. 17 to 22.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব তুমিই জগদম্বার অন্যতম রূপে অবস্থান করিয়া আমার দুইটি পা নিজ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সেবা কার্য্য করিতেছ। ১৭

যদিও আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে পাণিগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি সাধারণ পতি পত্নীর মত তোমার সহিত ব্যবহার করিতে পারিতেছিনা। তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ১৮

হে দেবি তুমিই আমার পত্নী ইহা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ। এজন্যই তোমাকে ইহলোকে এই জীবনেই পাইয়াছি। সম্প্রতি তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর ॥ ১৯

সম্প্রতি আমি তোমাকে পত্নীরূপে বিস্মৃত হইয়া মাতৃরূপে দেখিতেছি। বিশেষতঃ এই যুগে তোমাকে আমি পত্নীরূপে দেখিব না ইহাই আমার ধ্রুব নিশ্চিত ব্রত॥ ২০

এইরূপে মাতা সারদা দেবী স্বামীর নিকটে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া যথার্থ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশিষ্টা হইয়াছিলেন॥ ২১

তৎপরে এই দক্ষিণেশ্বরে ভারতবাসি কয়েকটি পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদবতার কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এবং বাস্তবিক যদি তিনি ভগবদবতার হন তবে তাঁহার কৃপা পইবার জন্য ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন্॥ ২২

रत्नानि यैः सुविपुलानि समुज्झितानि
रत्नानि यैः सुलिखितानि सुभाष्यजानि।
रत्नैस्तु ये त्रिजगतां दुरितानि यान्ति
रत्नानि तानि विहृतानि हितर्करत्नैः॥ २३
दृष्ट्वा महानन्द रामकृष्णं
परीक्ष्य रत्नं समुवाच रत्नः।
यद्यस्तिलिप्सा परमार्थ रत्ने
तदाशुतूर्णं धर रत्न रत्नं॥ २४
दृष्टानि तीर्थानिबहूनि भूम्नि
स्थिताः सदानन्द सुसाधुवर्गाः।

अन्त्यलीलायां ४र्थ अः

ईदृग्विधः किन्तु सुसाधुमध्ये
साधुर्नदृष्टो भगवत् स्वरूपः ॥ २५

Amongst those pandits there was one called Tarkaratna who had given up all his wealth and treasure to get rid of all sins and to be blessed with divine knowledge. After he had seen and tested "Sri Ramakrishna, he said, "If anyone is desirous of gaining divine knowledge, he should submit himself at the feet of Sri Ramakrishna. I have seen many saints and ascetics in many holy places but none of them can be compared with Sri Ramakrishna who is the very embodiment of Divinity. 23 to 25.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তন্মধ্যে তর্করত্ন নামে কোনও একটি পণ্ডিত যিনি বহুতর ধনরত্ন পরিত্যাগ করিয়া যে রত্নের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিলোকের জীবের সর্ব্ব প্রকার পাপ নাশ হয় সেই সকল পরম রত্ন স্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল রত্নই ভূষণ স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। ২৩

তিনি অর্থাৎ সেই তর্করত্ন যদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রত্ন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রূপ মহা রত্ন দানে সমর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। যদ্যপি কোনও ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ রূপ মহারত্ন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শরণাপন্ন হন। ২৪

अन्त्यलीलायां ৪র্থ अः

আমি পৃথিবীর বহু তীর্থ দেখিয়াছি এবং সেই সেই তীর্থে উত্তম সাধু সকল বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সেই সকল সাধু সমূহের মধ্যে এইরূপ সাধু একটিও দেখি নাই যাহাতে এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বিদ্যমান আছে। ২৫

श्रीदक्षिणेश्वर गुरोर्गुरुतां विलोक्य
तत् पादपद्म मकरन्दजुषोममाय ।
लाभोमहानिति यतः शरणागतोऽस्मि
भो दक्षिणेश्वर विभूषण देहिभक्तिं ॥ ২৬
स्तुत्वैवं श्रीरामकृष्णं तर्करत्नोगतस्तदा
यच्छ्लाघ्यं भारतीयानां विदुषां चक्षुरादिशत् ॥ ২৭
पूज्योयोजगतांस्वयं शशधरः स्निग्धांशुदाना हिवि
तद्वदयोवचसा प्रयोगविषये स्निग्धो महापण्डितः ।
नाम्नासौ विदितः सुधौ शशधर स्तर्केषु चुड़ामणि
स्तद्भाषाश्रवणायतत् सुनिकटं गत्वा तदा ठाकुरः ॥ ২৮
ततस्तेन कृतालापः पृष्टवान् पण्डितं प्रभुः ।
भवताकिं कृपामय्याः कृपालाभादिदङ्कृतं ॥ ২৯
यल्लोकरञ्जनं कार्य्यं शास्त्र व्याख्या पुरः सरं ।
तेन त्वं ख्यातिमाप्नेति वहवः शिक्षिता जनाः ॥ ৩০

"I have achieved my desired end by my visit to Sri Ramakirshna at Dakshineswar. I pray that he may be kind to bless me with devotion to God." Such praise from Tarkaratna became an eye-opener to all other eminent pandits of

India. Another great pandit named Shashadhar was a famous speaker and his speech was as soft and pleasing as the light and lustre of the moon. Thakur went to hear his speech. At the end of his speech Thakur asked him, "Do you deliver your speech with the grace of the Goddess. You are gaining name and fame by pleasing your learned audience with your speech. 26 to 30.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই দক্ষিণেশ্বরের গুরুর গুরুত্ব দেখিয়া এবং পাদপদ্মের সৌরভ পাইয়া আজ আমার জীবনের একটি মহান বস্তু লাভ হইল। যাহাতে আমি ইহাঁর দর্শন পাইয়াছি। অতএব আমি এই পুরুষোত্তমের নিকট প্রর্থনা করি আমাকে ভক্তিদানে কৃতার্থ করুন। ২৬

ভারত বিখ্যাত পরম পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে তর্করত্নের উপদেশে ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান দান করেন। ২৭

যে শশধর নির্ম্মল আকাশে অবস্থান করিয়া স্নিগ্ধ কিরণদানে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। তদ্রূপ যিনি বাক্‌পটুতায় বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে আনন্দ দান করেন এবং যে পণ্ডিত শশধর নামে বিখ্যাত এবং যিনি ন্যায় শাস্ত্রে চূড়ামণি উপাধি পাইয়াছেন। সেই শশধর তর্ক চূড়ামণির বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইয়া ঠাকুর সেই চূড়ামণির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি কি কৃপাময়ীর কিছু কৃপাকণা লাভ করিয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছেন। ২৮।২৯

যেহেতু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন কার্য্য করিতেছ এবং ইহা দ্বারা শান্তি পাইতেছ ত! শিক্ষিত লোক সকল আপনাকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ৩০

प्रशं सन्ति विशेषेण भवन्तं बहु पण्डिताः।
जगदम्बा कृपाविन्दु मलब्धा चेद्वदिष्यति ॥ ३१
न तेन कस्यापि भवेदत्यल्पमुपकारकं।
वक्तृता च भवेद्व्यर्था सूक्ष्म चित्कारकपिका ॥ ३२
इत्युक्ता श्रीशशधर तर्कचूड़ामणिं प्रभुः।
गतः स्वमालयं तस्य तत्त्व ज्ञान मभूत्ततः ॥ ३३
आसीद्वाराणसी धाम्नि विजयी पण्डितो महान्।
श्रीविशुद्धानन्दनामा वेदान्ते परिनिष्ठितः ॥ ३४
वेदान्ताध्यापनकारी बहु छात्र समन्वितः।
सन्न्यासी ब्रह्मानुभवी शास्त्रामोदी सुनैष्ठिकः ॥ ३५
वेदान्त वागीशोपाधिधारी तस्य सुबुद्धिमान्।
छात्रो वङ्गोदभवो ब्रह्मकुलेजातः सुपण्डितः ॥ ३६

"But atl your eloquence will bring no good to any body if you have no grace of God." At these words Shashadhar Tarkachuramoni came to his senses and felt himself blessed. In the City of Benaras there was a famous pandit named Bishuddhananda who had many students. One of his students was Kalibar Vedantabagish who was a Bengalee bramhin. 31 to 36.

বঙ্গানুবাদঃ—

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুষ্ক বক্তৃতা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না। ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকরাই সার হইবে। বক্তৃতার ফল কিছু মাত্র হইবে না। ঠাকুর এই কথা চূড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চূড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছিল। ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রযুক্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রানুশীলন কারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন। ৩৪ ৩৫

সেইকাশীবাসী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান্ বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। ৩৬

যেন ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্যং ব্যাখ্যাতং বঙ্গভাষয়া।
স দক্ষিণেশ্বর আগত্য স্বয়ং ভগবতা সহ॥ ৩৭
শাস্ত্রালাপাৎ পরস্বোক্তং বেদান্তবাগীশেন হি।
বহুপুণ্যবলেনাদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনং॥ ৩৮
জাতং যেন সুজটিলং শাস্ত্র সিদ্ধান্তজালকং।
ধর্ম্ম তত্ত্ব সমাধানস্বাস্য প্রাকৃত ভাষয়া॥ ৩৯
কর্ত্তুং শক্নোমি কৃপয়া বেদমূর্ত্তে র্মহাত্মনঃ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং জীবনং মম॥ ৪০

एवमुक्त्वा भगवतः पादरेणुन प्रगृह्य सः ।
गतो वेदान्त वागीशो दृष्टास्य योग वैभवं ॥ ৪১
विद्यासागर संज्ञकोगुणवतां श्रेष्ठो महापण्डित
स्तं द्रष्टुं गत वान्सौख्यतनुः श्रीरामकृष्णो हरिः ।
दृष्ट्वातं समुवाच सागरमहो कालोगतः खुल्लके
खातेऽस्मिन्नधुनाह्यगाधसलिले सम्मिश्रितः सागरे ॥ ৪২

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astound with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীবর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম সূত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এব বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিনেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনেয় কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আজ আমি জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত বহুতর পুণ্যের

अन्त्यलीलायां ४र्थं अः

বঙ্গানুবাদঃ—

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুষ্ক বক্তৃতা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না। ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকরাই সার হইবে। বক্তৃতার ফল কিছু মাত্র হইবে না। ঠাকুর এই কথা চূড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চূড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছিল। ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রযুক্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রানুশীলন কারী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন। ৩৪ ৩৫

সেইকাশীবাসী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান্ বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন। ৩৬

येन ब्रह्म सूत्र भाष्यं व्याख्यातं वङ्गभाषया ।
स दक्षिणेश्वर आगत्य स्वयं भगवता सह ॥ ३७
शास्त्रालापात् परश्चोक्तं वेदान्तवागीशेन हि ।
बहुपुण्यबलेनाद्य श्रीरामकृष्ण दर्शनं ॥ ३८
जातं येन सुजटिलं शास्त्र सिद्धान्तजालकं ।
धर्म्म तत्त्व समाधानञ्चास्य प्राकृत भाषया ॥ ३९
कर्त्तुं शक्नोमि कृपया वेदमूर्त्तेर्महात्मनः ।
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जीवनं मम ॥ ४०

एवमुक्त्वा भगवतः पादरेणुन प्रगृह्य सः ।
गतो वेदान्त वागीशो दृष्ट्वास्य योग वैभवं ॥ ४१
विद्यासागर संज्ञकोगुणवतां श्रेष्ठो महापण्डित
स्तं द्रष्टुं गत वान्सोसुखतनुः श्रीरामकृष्णो हरिः ।
दृष्ट्वातं समुवाच सागरमहो कालोगतः खुल्लके
ख्यातेऽस्मिन्नधुनाद्यगाधसलिले सम्मिलितः सागरे ॥ ४२

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astound with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীবর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম সূত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এব বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিনেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনেয় কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আজ আমি জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত বহুতর পুণ্যের

अन्त्यलीलायां ৪र्थ अः

ফলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিলাম যাহার ফলে আর্য্য শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল বিষয়েরও এই মহাপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ ভাষায় মীমাংসা শুনিয়া ধন্য হইমাম কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। এইকথা বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যোগশক্তি দেখিয়া পদধূলী গ্রহণ পূর্ব্বক পণ্ডিত বেদান্তবাগীশ অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

সর্ব্বোত্তম সদগুণ বিভূষিত জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গৃহে যাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতকাল আমি খালে বা ডোবায় ছিলাম। আজ আমি অগাধ জলের আধার সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। অতএব সম্প্রতি আমার আনন্দের সীমা নাই। ৪২

स्तुत्वीवाच स सागरः स लवनं पीत्वाजलं वारिधि
लंधाशान्तिमितः स्वधामपरमं गच्छाधुनासत्तम ।
श्रीविद्याम्बुधिभाषणं स भगवांच्छ्रुत्वावदत्तं तदा
ना विद्याजलधिर्भवांस्त्वयि कथं चारं जलं सम्भवेत् ॥ ৪২
पीयुष सागरनिभं पश्यामि दिव्यचक्षुषा ।
भवन्तं वसुधादेव्याः पूर्णानन्दकरं सुतं ॥ ৪৪
दन्तिनां वाह्य दन्तौ तु शोभार्थमेव केवलं ।
दन्तान्तराणि खादार्थं विद्यन्ते सुख गह्वरे ॥ ৪৫
तद्वल्लोक हितार्थाय वहिर्विद्योद्य मस्तव ।
किन्तु त्वदन्तरे भाति भगवद्भक्ति सागरः ॥ ৪৬

अन्त्यलीलायां ४र्थ अ:

तदर्थमेव जगति सुप्रतिष्ठा मता तव।
ततो विद्या सागरेणा प्युक्तस्तत् सम्भवेत् कथं ॥ ४७

At this Vidyasagar sharply replied, "Oh respectable Sir, the taste of salt water of the sea will bring no satisfaction to you and so you shall have to go back to your place with great disappointment." In reply Sri Ramakrishna said, "You are not the sea of natural water, so how can salt water exist there. In my intellectual eye I find you to be the sea of milk, as you are a child of joy of our mother Earth. The tasks of an elephant are for show only but the teeth which are used for eating remain inside and are not seen. Likewise all your outward knowledge and learning are for the good of others but inwardly you are a sea of devotion to God. That is why your reputation has become firmly established in the world." Vidysagar said, "How is it ?" 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন। হে সজ্জনাগ্রগণ্য মহাপুরুষ সম্প্রতি সাগরের নোনা জল খাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান হইতে সর্ব্বোত্তম নিজ ভবনে গমন করুণ। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমি ত প্রাকৃত জলের সমুদ্র নয় অতএব তোমাতে ক্ষার জল কি সম্ভব হয়। ৪৩

अन्त्यलीलाया ४र्थ अः

আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা পৃথিবীর পূর্ণানন্দ দাতা পুত্র অমৃতের সাগরের মত দেখিতেছি। ৪৪

হাতির বাহিরে দুইটি দাঁত শোভার জন্য থাকে কিন্তু অন্য সকল দন্ত খাইবার জন্য মুখের ভিতর থাকে। ৪৫

সেইরূপ বাহিরে তোমার সাধারণের উপকারার্থে বিদ্যার প্রভাব প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তোমার ভিতরে অগাধ ভগবদ্ভক্তি আছে তজ্জন্যই তোমার জগতে খুব বড় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ৪৬।৪৭

तमुवाच ठाकुरस्तु ईषद्धास्य पुरः सरम ।
पटोल मालुकं वापि सिद्धं कोमलतां व्रजेत् ॥ ४८
अतीव कोमलं त्वान्तु पश्यामि ज्ञान सागर ।
ततस्तस्माद्विनिष्क्रम्य ठाकुरः शिष्यमुक्तवान् ॥ ४९
पुरुषोऽयं महात्यागी विद्यासागर नामकः ।
दर्शयित्वा निजं देहमुवाच परमार्थवित् ॥ ५०
कर्म्मशून्यस्य संयोगाद्विद्यादानस्य कर्म्मणः ।
नष्ट सम्भावनायैवानेन मुक्ति रुपेक्षिता ॥ ५१
बहूनां जन्मनामन्ते सागरो मुक्ति मेष्यति ।
एव मुक्त्वा सशिष्यः स प्रामवान्निज मन्दिरं ॥ ५२
अन्यैकः सिद्धपुरुषोवर्द्धमानाधिपस्यहि ।
सभापण्डितरूपेण विख्यातः पण्डितो महान् ॥ ५३

Thakur said with a smile, "When boiled, hard vegetables like potato etc. become soft. By

virtue of your vast knowledge I find you to be extremely soft." On his way back Thakur told his disciple that Vidyasagar was a great charitable person. "He has however, avoided contact with me who have renounced the world because freedom from all earthly bondages may impair his activities towards advancement of knowledge and learning. He will attain salvation after many births," There was a famous pandit who was the king's scholar in the Court of the Maharaja of Burdwan, 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেখুন মহাশয় আলু বা পটোল স্বভাবতঃই কঠিন বা শক্ত কিন্তু সেই দুটিকে যদি সিদ্ধ করা হয় তবে অতিশয় কোমল হয়। সেইরূপ তোমার ভিতরে জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব তোমাকে অতিশয় কোমল ভাবেই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। ৪৮।৪৯

এই বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা ত্যাগী পুরুষ এই কথা বলিয়া শিষ্যকে নিজ দেহটিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। কর্ম্ম শূন্য আমি আমার সহিত মিলিত হইলে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান কর্ম্ম নষ্ট হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমার নিকট হইতে মুক্তি লইল না। বহু জন্মের পর বিদ্যাসাগর মুক্তি লাভ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর পঞ্চবটী গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫০।৫১।৫২

अन्त्यलीलायां ৪র্থ অঃ

ঠাকুরের জন্মভূমি কামার পুকুরে অবস্থান কালীন আর একটি সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত ইহাঁর নাম পদ্মলোচন ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজার সভা পণ্ডিত বশতঃ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ইহাঁর আকৃতি অতি সুন্দর স্বভাব অতি নির্ম্মলসর্ব্বদা শান্ত ভাব শাস্ত্র চর্চ্চায় পরমানন্দিত হইতেন। ৫৩.৫৪

श्रीपद्मलोचनः शुद्धस्वभावोऽप्यतिसुन्दरः।
नीग्रभावः कदापऽयं शास्त्रानन्देन नन्दितः॥ ५४
अनेनैव सिष्टदेव वरप्राप्तो महात्मना।
पूर्व्वं शास्त्र विचारस्य स्वमुखं चालितं यदि॥ ५५
भवित्तर्हि सभायां वैजयीभवति निश्चितः।
सर्व्वसभाजयी चासौ तद्रूपेणाभवद्द्विजः॥ ५६
मद्गेहा गमनञ्चास्यविज्ञाय ठाकुरस्तदा।
पात्राणि जलशून्यानि कृत्वा तिष्ठन् सुदायुतः॥ ५७
प्रविश्य पन्डित स्ततो रामकृष्णास्य सद्मनि।
निर्जलं सकलं पात्रं दृष्ट्वातिविस्मितोऽभवत्॥ ५८
ममेष्ट देवता वरोऽज्ञातो मद् भार्य्ययापि च।
यतोऽनेन सुविज्ञातः स्वेष्टदेवस्ततो मम॥ ५९
ततोविधायभक्त्यास्य स्तवं स पण्डितोमहान्।
कृपांलब्धा गतोधीमान् रामकृष्णास्यसद्मनः॥ ६०

This pandit Padmalochana, was very gentle, honest and agreeable by nature and loved study and teaching of shastras. He was given a boon that he would surely defeat his opponents in a

debate if he had washed his face before the commencement of the debate. Accordingly he was always the winner. When Thakur came to know that the pandit was coming to hold a discussion with him, he kept all the pots empty and waited to have the fun. On entering the room of Thakur, the pandit became surprised to find all the pots empty. He wondered how the secret of his success which was not known even to his wife could not be known to Thakur. So he felt himself defeated and left the place with all humility and respect to Thakur. 54 to 60,

বঙ্গানুবাদ :—

এই পণ্ডিত ইষ্টদেবের নিকট হইতে এইরূপভাবে একটি বর পাইয়াছিলেন যে তুমি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচারের পূর্ব্বে যদি নিজের মুখমণ্ডল বিধৌত করিয়া সভাস্থলে যাও তবে তুমি সভাস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব এই পদ্মলোচন পণ্ডিত পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বসভায় জয়ী হইতেন। ৫৫।৫৬

ঠাকুর পদ্মলোচন পণ্ডিত আমার গৃহে আসিতেছেন জানিয়া গাড়ু ঘটী কলসী প্রভৃতি যাবদীয় জলপাত্র জল শূন্য করিয়া আনন্দ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমত সময়ে পদ্মলোচন পণ্ডিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া জল পাত্র সকল শূন্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

এবং ভাবিয়াছিলেন আমার ইষ্টদেবতার প্রদত্ত বর আমার পত্নী পর্য্যন্তও জানেন না অতএব যে কারণেই হোক ইনি যখন জানিয়াছেন অতএব আমার নিশ্চিয় রূপে ইহাই ধারণা হইতেছে যে ইনিই আমার ইষ্টদেব। ৫৯

তৎপরে সেই মহাপণ্ডিত ঠাকুরকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে স্তব স্তুতি করিয়া ঠাকুরের অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইয়া নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন। ৬০

राढ़े इन्दास इत्याख्यि ग्रामे गौरोति पन्डितः।
मन्त्र चैतन्य पुरुषोविख्यातो दैव शक्तितः॥ ६१
श्रीदुर्गाभ्यर्च्चनकाले स्वपत्नीं भव सुन्दरीं।
मत्वा तां पूजयामास भक्ति पूर्व्वं दिनत्रयं॥ ६२
कृपया जगदम्बाया अथवा योग शक्तितः।
हेतुना येन केनापि वामकरतले स्वयं॥ ६३
प्रज्वाल्य काष्ठराशिञ्च धृत्वा होमं चकार सः।
किन्तु तदग्निनाऽस्य करोदग्धो नचाभवत्॥ ६४
पन्डित पर्षदि तथा ज्ञान गरिममूर्त्ति धृक्।
पन्डितोऽयं हारे रे रे वदन्नुच्चैर्भयावहं॥ ६५
ध्वनिं कृत्वा सभायां वै स यदा समुपाविशत्।
तदा पन्डित वर्गानां हृत्कम्पः समजायत॥ ६६

In the village of Indas near Kamarpukur there was a pandit named Gouri who was famous for charms and spiritual power. He used to worship his own wife as Goddess Durga for three days

during Durga Puja Festival He also could hold burning wood on his palm without being afflicted by fire. When he would take his seat with the loud shout of "Hare Re Re," in the assembly of pandits all would tremble with fear. 61 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

রাঢ় দেশে অর্থাৎ কামার পুকুরের অনতি দূরে ইন্দাস গ্রামে গৌরীপণ্ডিত নামে দৈবশক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ বিখ্যাত সুপণ্ডিত বাস করিতেন। ৬১

এই গৌরীপণ্ডিত ৺শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন। ৬২

জগদম্বার কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশতঃ কিম্বা যে কোনও যোগ শক্তিতেই হোক নিজ বাম হস্ততলে কাষ্ঠরাশি ধারণ পূর্ব্বক সেই সকল কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোম করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি তাঁহার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না। ৬৩।৬৪

এবং এই গৌরীপণ্ডিত পণ্ডিতগণের সভায় জ্ঞান গণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ৬৫।৬৬

অতোঽস্যৈব জয়স্তত্র সভায়াং ভবতি ধ্রুবং।
এবং সর্ব্বসভায়াং স শ্রেষ্ঠ সম্মান মাপ্তবান্ ॥ ৬৭

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

সোঽয়ং শ্রীরামকৃষ্ণস্য তদ্রূপেণ যদা বিশত্।
গৃহং তস্মাদপি স্বোচ্চরবং কৃত্বা যতীশ্বরঃ ॥ ৬৮
পণ্ডিত স্কন্ধমারুহ্য সুকৃপাং কৃতবানতি।
এবং ভগবতঃ স্পর্শাৎ দিষ্টদেব স্বরূপকং ॥ ৬৯
মত্বা স্তৌষী দ্রাম কৃষ্ণং বিঘ্নায়তং গজাননং
গললগ্নো ভবদ্বাসা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যতং ॥ ৭০
নমো বিঘ্নবিনাশায় নমো মঙ্গলং হেতবে।
নমো ভগবতে তুভ্যং গণাধিপতয়ে নমঃ ॥ ৭১
পাশাঙ্কু, শীকল্পলতাবিষানং
দধত্ সমুণ্ডাহিত বীজ পুরঃ।
রক্তস্ত্রিণেত্র স্তরু নেন্দু মৌলি
হারোজ্জ্বলোহস্তি মুখোঽবতান্নঃ ॥ ৭২

Hence, he had always the undisputed superiority in every meeting and would win the highest honour. But when he entered the room of Thakur with his loud shout, Thakur pressed his shoulders with a more louder shout. By the touch of Thakur, Pandit Gouri felt that Thakur was none but his own presiding deity, Gajanan. So he fell at the feet of Thakur and prayed, "Oh lord, I bow down to you who relieve us of all our difficulties and give us all happiness." 67 to 72.

অতএব সকল সভাতেই গৌরী পন্দিতের জয়লাভ হইত। এই রূপভাবে তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ কবিতেন। ৬৭

কিন্তু গৌরী পণ্ডিত যেসময়ে ঠাকুরের গৃহে জ্ঞানগণেশের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর পণ্ডিতের অপেক্ষা আরও উচ্চৈঃস্বরে হারে রে রে ধ্বনি করিয়া পণ্ডিতের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক পণ্ডিতকে কৃপা করিয়ছিলেন। ৬৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের অনুগ্রহে এবং তাঁহার স্পর্শমাত্রে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইস্টদেব স্বরূপ গণপতি জানিয়া গলদেশে বস্ত্রের সহিত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক এইরূভাবে স্তব করিয়াছিলেন। ৬৯।৭০

হে সর্ব্বমঙ্গলের আধার বিঘ্নবিনাশন গণাধিপতি আপনাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৭১

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আপনিই পাশ অঙ্কুশ কল্পলতা ও একটি গজদন্ত ধারণ পূর্বক বিরাজিত আছেন। এবং আপনার শিরোদেশে যাবদীয় সাধন ফলের বীজ দ্বারা পরিপূরিত রক্তবর্ণ বিগ্রহ ত্রিনয়ন মস্তকে নবোদিত চন্দ্র, হারাদি ভূষণে বিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় হস্তিমুণ্ড আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭২

নমো ভগবতে তুভ্যং বেদ বেদ্যায় বেধসে।
জীবানামনুকম্পার্থং জাতোऽসি পৃথিবীতলে ॥ ৩২
স্তুত্বৈবং শ্রীরামকৃষ্ণং ভক্ত্যা গদগদয়া গিরা।
জগাম স্বশিষ্যগণৈঃ শ্রীগৌরী পণ্ডিতোত্তমঃ ॥ ৩৪
পণ্ডিতানাং গুণবতাং সাধুনাং সমচেতসাং।
সর্ব্বেষামিব সবিধে রামকৃষ্ণঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৩৫

ship no man can thrive in his life. It has also been said by Lord Krishna to his devotee, Uddhav, that even a demon, a rakshasha, a bird, a beast, a Gandharva, an Apsara, a serpent, a Vaisya, a Sudra, a woman. a barbarian and such others have attained salvation by virtue of their good companionship. 79 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

মুক্তার নিকটে যদি একটি জবা ফুল থাকে তবে মুক্তাটি জবা ফুলের লাল রংটি লইয়া মুক্তাটি লাল হইয়া যায় কিন্তু জবা ফুলটি মুক্তার যে সাদা রং তাহা লইয়া জবা ফুলটি সাদা হইতে পারে না। তাহার কারণ হইল এই যে যাহাতে মহৎ গুণ থাকে বা যে মহান্ হয় তিনিই অপরের গুণ গ্রহণ করিতে পারেন। জবা ফুল এক ঘণ্টায় শুকিয়ে যায় কিন্তু মুক্তা যুগ যুগান্ত সমান ভাবে থাকে। ৭৯

অতএব আমি সজ্জনগণের সদ্গুণ গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি।

তজ্জন্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণীগণের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের গুণ রত্ন কিরূপ আছে সেই সকল দেখিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে যাই। ইহার কারণই রত্ন লাভ। ৮০।৮১

এইরূপ সৎসঙ্গ কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অতি প্রিয় শিষ্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন। প্রহ্লাদাদি দৈত্যগণ বিভীষণাদি রাক্ষসগণ জটায়ু প্রভৃতি পক্ষীবৃন্দ গজেন্দ্রাদি পশুকুল হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্ব চিত্তি প্রভৃতি অপ্সরা সকল বাসুকি প্রভৃতি

সর্প সমূহ সিদ্ধ চারণ গুহ্যক ও বিদ্যাধরাদি এবং মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম বণিক ধর্ম্ম ব্যাধ ব্রাহ্মণ পত্নীগণ রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন অতি নীচ জাতি রুহিদাস প্রভৃতি চর্ম্মকারগণ সেই সেই যুগে ত্বষ্টা বা কয়াধুর পুত্রগণ বৃষ পর্ব্বা বলিরাজ বাণরাজময় দানব সুগ্রীব হনুমান ব্যাধ কুব্জা গোপীগণ ইহাদের মধ্যে একটি ও বেদ বা বেদান্ত শাস্ত্র পড়েন নি বা গুরু কূলে বাসও করেননি এবং বার ব্রত তপস্যার কিছু মাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গ বশতঃই আমাকে পাইয়াছেন। এইরূপভাবে সৎসঙ্গ মহিমা শাস্ত্রে বলিয়াছেন॥ ৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

রজ স্তমঃ প্রকৃতয় স্তস্মি স্তস্মিন্ যুগে যুগে।
বহবীমত্ পদং প্রাপ্তা স্ত্বাষ্ট্র কায়াধবাদয়ঃ ॥ ৮৫
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণোময়স্বাথ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবোহনুমান্ ঋক্ষোগজোগৃধ্রো বণিকপথঃ ॥ ৮৬
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজেগোপ্যোযজ্ঞ পত্ন্যস্তথাধ্বরে।
তেনাধীতাঃ শ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমাঃ ॥ ৮৭
অব্রতাস্তপ্ত তপসো সত্সঙ্গান্মামুপাগতাঃ।
এবং সত্সঙ্গমহিমাথর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিতঃ ॥ ৮৮
অতঃপরং লক্ষণঞ্চ সাধোঃস্মৃণুবদামি ভোঃ।
যজ্জ্ঞাত্বামুচ্যতে জন্তুর্জগদ্রাপার যাতনাত্ ॥ ৮৯
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূতেহ্য তত্ সাধোস্তু লক্ষণম্ ॥ ৯০

"Twastra, Kayadhu Brisaparba, Bali, Bana, Maya. Vibhishana, Sugrib, Hanumana, Riksha, Gaja,

अन्त्यलीलायां ४थे अः

Gridhra, Kubja, woman of Brajadham and others who had not studied the Vedas, nor acquired any merit through austerity or penance attained salvation by the virtue of their companionship with me only. Such is the fruit of good companionship. Now I tell you the virtues of a holy man. He who never feels himself elated by honour, nor gets angry when insulted, nor utters harsh words in anger is a good or holy man. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহার পর তোমাদিগকে সাধু বা সজ্জনের লক্ষণ বলিতেছি শোন। যাহা শুনিলে সংসার যাতনা সমূলে বিনাশ হয়। ৮৯

যাঁহাকে সম্মান করিলেও আনন্দিত হন না। অপমান করিলেও ক্রোধ করেন না বা ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও কঠিন কঠিন কথা বলেন না। ইহাই সর্ব্বোত্তম সাধুর লক্ষণ। ৯০

आत्मानं पीड़यित्वापि साधुः सुखयते परं।
ह्लादयन्नाश्रितान् वृक्षो दुःखञ्च सहते स्वयं॥ ९१
यत् पूजायां भवेत् पुण्योदृष्टयान यसदर्शनं।
पापसंङ्गः स्पर्शनाच्च किमहो साधुसङ्गमः॥ ९२
साधूनां हृदयो धर्म्मो वाचोवीनः सनातनाः।
कर्म्मचयानि कर्म्मानि यतः साधुर्हरिः स्वयं॥ ९३
अतो दुःसङ्गमुत्सृज्यसत्सुसज्जेत बुद्धिमान्।
सन्त एवास्य च्छिन्दन्तिमनोव्यासङ्गमुक्तिभिः॥ ९४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते

অন্ত্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ

রামেন্দ্রস্য সংহিতায়াং অন্ত্যলীলায়াংশ্চতুর্থোঽধ্যায়ে শ্রীসারদা দেব্যা, স্বামি সান্নিধ্যলাভ স্তথা বিদ্যাসাগরাদি বহু পণ্ডিতবার্ত্তা সৎসঙ্গোপদেশশ্চ বর্ণিতঃ ॥ অঃ ৪ অঃ ॥

He troubles himself to bring pleasure to others, just as a tree suffers to do good to its parasite creepers. A man becomes respectable, immortal and free from all sin by virtue of good companionship. Therefore, all wise men avoid bad companions and accompany the good. 91 to 94

Here ends the fourth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বৃক্ষ যেমন লতা বেষ্টিত হইয়া দুঃখ পাইয়াও আশ্রিত লতাকে সুখ দান করেন। সেইরূপ সাধু নিজেকে পীড়িত করিয়াও আশ্রিত ভক্তবর্গকে সুখদান করেন। এবং যিনি সাধুকে পূজা করেন তিনি সকলের নিকটেই পূজিত হয়েন। সাধু দর্শনে যম দর্শন হয় না। স্পর্শ করিলে পাপ নাশ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎ সঙ্গ করেন। কারণ সাধুগণই উপদেশ দিয়া যাবদীয় দুঃখ দূর করেন। ৯১ ৯২।০৩।৯৪

এই রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্ত্য লীলার চতুর্থ অধ্যায়ে মাতা সারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন পণ্ডিতবর্গের বিবরণ বিদ্যাসাগরাদির সহিত সম্মেলন এবং সৎসঙ্গ মহিমাদি বলা হইল। অন্ত্য ৪ অঃ।

अन्त्यलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ अः ५ ॥

वदन्ति चैवं बहवो विचक्षणाः
श्रीरामकृष्णस्य न चास्ति शिक्षणम्।
वेदे पुराणे खलु तन्त्र मन्त्रयो
स्तदर्थ मेतच्चरितं मयोच्यते ॥ १
कलौ न ते वै जगतां परं गुरुं
दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः।
विदन्तितं वेद पुराणवाग् यतः
प्रकाशिता लोकहितार्थ मेव सा ॥ २
यदं शविद्धाः सुर मानवादयो
यल्लब्धबुद्ध्या प्रचरन्ति कर्मसु।
स एव विज्ञानघनो हि संस्कृतां
वाचं न विन्दन्ति वदन्ति वातुलाः ॥ ३

It was said by some pandits that Sri Ramakrishna was not conversant with the Vedas, the Puranas and the Tantras etc. It was not correct. Those who are fond of earthly pleasure cannot know God from whom the Vedas. the Puranas etc. have emanated for the well-fare of humanity. They are void of intellect who can say that the Divinity whose a particle of intelligence can animate the world to move and work is ignorant of Sanskrit language. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদ পুরাণ বা তন্ত্র মন্ত্রাদি বিষয়ে তাদৃশ শিক্ষা ছিল না তজ্জন্য এই

অধ্যায়ে ঠাকুরের পুরাণাদিতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বলা হইতেছে। ১

এই কলি যুগে দূষিত অন্তঃকরণ যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র বাহ্য বিষয় সকলকে অর্থাৎ স্রক্ চন্দন ও বনিতাদি ভোগ্য বস্তু সকলকেই অতি প্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভগবান হইতে জগতের মঙ্গলের জন্যই বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে সেই পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারেনা। ২

এবং ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যাংশ বিদ্ধ হইয়া জীবগণ বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করতঃ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছেন। সেই বিজ্ঞান ঘন স্বরূপ ভগবান সংস্কৃত বাক্য জানেন না এইরূপ বাক্য পাগলেরাই বলিয়া থাকে। ৩

वैकुण्ठं ठाकुरोऽप्याहभक्त मेकान्तिनं क्वचित्।
सिद्ध भक्त प्रवर्थ्यायाश्चरितं पठभोऽधुना ॥ ४
भक्तं नोक्तं पठ्यते किं मूलं वानूक्तिरेव वा।
ततः श्रीठाकुरेणोक्तं मूलमेव पठस्व भो ॥ ५
तच्छ्रुत्वा प्रवरः शिष्य मनस्येवं व्यचिन्तयत्।
यत्किञ्चिद्देव भाषायां ज्ञानं मेऽस्तिसुनिश्चितं ॥ ६
ठाकुरस्यापितद्रूपं संस्कृते शास्त्र सागरे।
यत्किञ्चिदेव पाण्डित्यं भाति नास्त्यत्र संशयः ॥ ७
विशुद्ध शास्त्र पठने शक्तिर्नास्ति मम ध्रुवं।
तथापि ठाकुरस्याज्ञालङ्घन मत्यमङ्गलं ॥ ८
अतोऽहं पाठयामीदं मूलं संस्कृत मेवहि।
अन्तर्यामी सुविज्ञाय चिन्तयस्य त्ति विक्रियां ॥९

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অ:

Once Thakur asked his favorite disciple, Baikuntha, to read out tbe episode depicting the life of Sabari, a holy devotee. Baikunth asked, "Should I read the original in Sanskrit or its translation in Bengali ?" Thakur asked him to read out the original story in Sanskrit. At this, Baikuntha thought, "I, and so also Thakur, have little knowledge in Sanskrit. However it will not be wise to disobey Thakur. So I should read out the original in Sanskrit." Thakur understood the mind of Baikuntha. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর একদিন প্রিয় ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে বলিয়াছিলেন। ওহে সান্ন্যাল এখন সিদ্ধ ভক্ত শবরীর চরিত্র পাঠ কর। সান্ন্যাল বলিয়াছিলেন মূল সংস্কৃত পাঠ করিব না বাংলা অনুবাদ পাঠ করিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তুমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ কর। ৫

শিষ্যপ্রবর ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন দেব ভাষায় আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ইহা নিশ্চিত। অত্যন্ত দুর্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রে ঠাকুরেরও তদ্রূপ অতএব আমাদের উভয়েরই যে এ বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে শক্তি নাই ইহা যথার্থ সত্য। তথাপি ঠাকুরের আদেশ যদি পালন না করি তাহাতে ভাল হইবে না। ৬।৭।৮

অতএব আমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিলে অন্তর্যামী ঠাকুর অতি প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথকে বলিয়াছিলেন ওহে বৎস আজ তোমার নিকটে আমার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ৯।১০

अब्रवीत्त' स्मित तमसौ षड्दास्य पुरःसरं ।
त्वत् समीपेऽद्यमेवत्स परीचा समुपस्थिता ॥ १०

तत्र रामायणे पुण्येऽरण्यकाण्डे भयङ्करे ।
सर्गचतुःसप्ततिमे श्रीवाल्मीकि महर्षिणा ॥ ११
शवर्य्याश्चरितश्चोक्तं साधनं परमोत्तमं
येन श्रीरामचन्द्रस्य कृपया शवरी तदा ॥ १२

लेभेस्वर्गं पुण्यवतां स्थानमत्यन्त दुर्लभं ।
तत्र सन्ति यथाश्लोकास्तानाकर्णय मे सुखात् ॥ १३
श्रुत्वारामायण कथां शङ्करीभववत्ततः ।
श्रीरामदर्शनं प्राप्ता श्रवणस्यफलेन हि ॥ १४

तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमं ।
अपश्यतां ततस्तत्रशवर्य्यारम्यमाश्रमम् ॥ १५

He said with a smile, "Dear son, I find myself put to a test before you. I am quoting from memory the Sanskrit verses as laid down in the seventy-fourth chapter of Aranya kanda of the Ramayana, depicting the life and character of Shabari who attained eternal bliss by the grace of Sri Ramachandra. Sankari could see Ramachandra by virtue of mere listening to the story of the Ramayana read out by Sankar. On reaching the west bank of the tank named Pampa, both of them beheld the beautiful hermitage of Shabar."

10 to 15

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অ:

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই পরম পবিত্র রাময়ণে ভয়ঙ্কর অরণ্য কাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাল্মকী মুনি শবরীর সর্বোত্তম সাধন ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়াছেন যে সাধনার ফলে সেই সময় শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অত্যন্ত দুর্লভ বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গেরই বাসভূমি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১১।১২

সেই অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি আমার মুখ হতে শোন। যে রামায়ণ শঙ্করের মুখ হইতে শঙ্করী শ্রবণ করিয়া শ্রবণের ফলে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩।১৪

সেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের অনুসন্ধানে যাইতে যাইতে পম্পা নামে পুষ্করিনীর পশ্চিম তীরে যাইয়া সেই স্থানে শবরীর পবিত্র আশ্রম দেখিয়াছিলেন। ১৫

তৌতমাশ্রম মাসাদ্য দ্রুমৈ র্বহুভিরাবৃত‍ং।
সুরম্য মভিপশ্যন্তৌ শবরী মভ্যপেয়তুঃ ॥ ১৬
তৌদৃষ্ট্বাতু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদৌজগ্রাহ রামস্য লক্ষণস্য চ ধীমত: ॥ ১৭
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্ব্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি।
তমুবাচততোরামঃ শ্রমনীং ধর্ম্ম সংস্থিতা ॥ ১৮
কচ্চিত্তে নির্জিতাবিঘ্না: কচ্চিত্তে বর্দ্ধতে তপঃ।
কচ্চিত্তে গুরু শুশ্রূষাসফলা চারু ভাষিনি ॥ ১৯
কচ্চিত্তে নিয়ত: কোপ আহারশ্চ তপোধনে।
কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তা: কচ্চিত্তে মনস: সুখং ॥ ২০
রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধ সম্মতা।
শশংস শবরী বৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥ ২১

Rama and Lakshmana approached Shabari as they passed through enjoying the beautiful scenery of the place. Sabari fell at their feet and welcomed them cordially. Sri Ramachandra enquired, "Have you any grievance? Are you doing well with your penance? Have your services to your superiors been fruitful? Are your habits moderate and controlled? Have you gained your peace of mind?" On hearing this. Shabari replied. 16 to 21

বঙ্গানুবাদঃ—

বহুতর বৃক্ষ বেষ্টিত পবিত্র আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রবেশ পূর্ব্বক আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অতি মনোরম দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে শবরীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬

তখন সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া উঠে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের এবং জ্ঞানাবতার লক্ষ্মণের পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭

এবং যথা শাস্ত্র পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে পূজিত শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মচারিণী সন্ন্যাসিণী শবরীকে বলিয়াছিলেন। ১৮

হে শবরী তোমার বিঘ্ন সকল দূরীভূত হইয়াছে ত। তোমার তপস্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে ত।

তোমার ক্রোধ উপশমিত হইয়াছে ত। আহারের সংযম করিতেছ ত। তোমার তপস্যার নিয়ম অর্থাৎ যখন যে অনুষ্ঠান

করা কর্ত্তব্য তাহা হইতেছে ত। তোমার মন সর্ব্বদা আনন্দে আছে ত। হে সুন্দর ভাষিণী তুমি গুরু সেবার ফল ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছ ত। ১৯ ২০

সিদ্ধ যোগীদিগের ও সমাদরণীয়া সিদ্ধা শবরীকে শ্রীরামচন্দ্র এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ২১

अद्यप्राप्ता तपःसिद्धि स्तव सन्दर्शनान्मया।
अद्य मे सफलं जन्म गुरव श्चसुपूजिताः २२
अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति।
त्वयिदेव वरे राम पूजिते पुरुषर्षभ ॥ २३
तवोहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद।
गमिष्याम्यक्षया ल्लोकान् त्वत् प्रसादादरिन्दम ॥ २४
चतुर्थ श्लोक मारभ्य यावत् स्यात्तु त्रयोदश।
शवरी रामसंवाद श्लोकाश्चैते मयोदिताः ॥ २५
अन्तराबहवः श्लोकाः सन्तितान्नाधुना वयं।
भोः पुत्र त्वां वदिष्यामः शेषं यत्तद्वदाम्यहं ॥ २६
कर्णयैकाग्र मनसा सर्व्वलोक मलापहं।
द्वात्रिंशश्लोकादारभ्य षट्त्रिंशावधि पुत्रक ॥ २७

"To day I have attained the end of penance by your appearance before me. My life have been worth living, and I feel myself blessed." I have now told you from the fourth to thirteenth verses narrating the conversation between Ramachandra and Sabari. There are many other

verses of which I shall now tell you the concluding ones, extending from thirty-second to thiriy-sixth verses." 22 to 28

বঙ্গানুবাদ ঃ—

হে ভগবান আপনার দর্শনেই আজ আমি সিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সার্থক হইল। গুরু পূজার ফল পাইলাম। তপস্যা সফল হইল। আজ আমি নিশ্চয় স্বর্গে যাইব। হে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমার দর্শন মাত্রে জীব মুক্ত হয়। ২২।২৩

হে সম্মান দাতা শুভ দর্শন রাম! তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে আজ আমি পবিত্র হইলাম। হে শত্রু তাপন রাম আজ আমি তোমার অনুগ্রহে ভগবল্লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ২৪

আমি তোমাকে চতুর্থ শ্লোক হতে ১৩ ত্রয়োদশটি শ্লোক পর্যন্ত শবরীর সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন বলিলাম। ২৫

হে পুত্র তোমাকে যে সকল শ্লোক বলিলাম তাহার মধ্যেও অনেক শ্লোক আছে সেগুলি এখন বলিব না। সর্গের শেষে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি বলিতেছি তুমি শোন। ২৬

যে সকল শ্লোক শুনিলে পাপ নাশ হয়। সেই শ্লোকগুলি ৩২ বত্রিশ শ্লোক হতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশটি শ্লোক পর্য্যন্ত। ২৭

तपोबलात् शबर्य्या हि स्वर्गारोहणमुत्तमं ।
यस्मिन् श्रुते नराणां वै स्वर्गः सुनिकटोभवेत् ॥ २८
तामुवाच ततोरामः शबरीं संशितव्रतां ।
अर्चितोऽहं त्वयाभद्रे गच्छकामं यथा सुखं ॥ २৯

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণা জিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতাতু রামেণহুত্বাত্মানং হুতাশনে ॥ ৩০
জ্বলৎপাবক সঙ্কাশা স্বর্গমেবজগাম সা।
দিব্যাভরণ সংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা ॥
দিব্যাম্বর ধরাতত্র বভূব প্রিয়দর্শনা।
বিরাজয়ন্তী তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ৩২
যত্রতে সুকৃতাত্মানো বিচরন্তি মহর্ষয়ঃ।
তৎ পুণ্যং শবরীস্থানং জগামাত্ম সমাধিনা ॥ ৩৩

"By virtue of her penance Shabari attained eternal bliss. Those who listen to this story become also blessed. Rama said to her, "Dear lady, I am very pleased with you. You may take your course as you like." At this Shabari cast herself into fire. She became transformed into a heavenly body and went to the heavens,"

28 to 33

বঙ্গানুবাদ :—

তপস্যার প্রভাবে শবরীর স্বর্গারোহণ অতি উত্তমরূপে হইয়াছিল। যাহা শুনিলে সাধারণ মানুষেরও স্বর্গ প্রাপ্তি সুনিকট হয়। ২৮

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ধৃতব্রতা সেই শবরীকে বলিয়াছিলেন হে ভদ্রে তুমি আমাকে যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে আনন্দে অন্যত্র গমন করিতে পার। ২৯

শ্রীরামচন্দ্র বল্কল ও কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্ম পরিধানা সেই জটিলা বৃদ্ধা শবরীকে এইরূপ বলিলে এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি অনুসারে শবরী

নিজ দেহটিকে হোমাগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির মত দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ৩০

পরন্তু স্বর্গীয় বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিতা শবরী অতি সুন্দর দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রদেশটিকে বিদ্যুতের আলোকের মত আলোকিত করিয়াছিল। এবং পুণ্যাত্মা মহর্ষিগনের স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপই শবরীর অলৌকিক তপস্যা। ৩১।৩২।৩৩

ठाकुरस्य मुखात् श्रुत्वा शिष्यो वाकशून्यतां गतः।
परन्तु काथ मेतेषां सरला श्रुत्ति पूर्व्वकं ॥ ३४
श्लोकानामङ्क संख्याच ठाकुरः संवदत्यहो।
अत्याश्चर्य्य मिदं मन्ये न दृष्टं केन कुत्रचित् ॥ ३५
यथा जलौकसामास्यै चारदानेऽभवत्तथा।
ममास्यं तादृशञ्चाद्य नाहं वक्तुं समुत्सहे ॥ ३६
एवं चिन्तापरीतं तं ठाकुरः पुनरब्रवीत्।
इयं विङ्कलभावानां युष्माक मागतिः पुरा ॥ ३७
स्थानेऽस्मिन्नागताः सर्व्वे स्थितास्च बहुपन्डिताः।
तेषामाख्यान्मयायत्तद्वेद वेदान्त संहितां ॥ ३८
रामायण भागवत धर्म्मशास्त्रादिकं श्रुतं।
तत्सर्व्वमङ्कितश्चासीन्मम चित्तपटेध्रुवं ॥ ३९

Hearing all these from Thakur, his disciple was struck dumb. He wondered how Thkur could recite so easily the Sanskrit verses with their numbers. Thakur again said to him, "I have kept

in my memory all these Shastras including the Vedas, Samhita, the Ramayana, the Bhagabat etc. which I have heard from Pandits who had come here." 34 to 39

ভবানুবাদ :—

ঠাকুরের মুখ হইতে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া শিষ্য অবাক্ অর্থাৎ বোবার মত হইয়া ভাবিয়াছিল। ঠাকুর এই সকল শ্লোক অভ্যাস করার মত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিলেন। পরন্তু শ্লোক সকলের সংখ্যাই বা কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এরূপভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া মনে রাখা কেহ কখনও পারে নাই বা শুনেও নাই ॥ ৩৪।৩৫

জোঁক নামক জলীয় কীটের মুখে চুন পড়িলে বা দিলে যেমন তার তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ আমার মুখ আর কথা বলিতে পারিতেছে না। ৩৬

ঠাকুর বলিলেন দেখ হে বাবু! এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাদের মত ইংরেজী শিক্ষিত আসিবার পূর্ব্বে যে সকল পণ্ডিত আসিয়া থাকিতেন তাহাদের মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল শুনিয়াছি। সেই সকল আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া আছে। ৩৭।৩৮ ৩৯

ततः पुन रिदं वाक्य मुवाच ठाकुर स्तदा ।
वेद पुराण शास्त्राणि शृनुयात् कर्णवर्त्मना ॥ ४०
परन्तु तन्त्रोक्तदिशा साधयेत् साधकोत्तमः ।
प्रायेणास्मिन् कलियुगे सर्व्वे देवाः सवासवाः ॥ ४१

निद्रिता ह्यभवन् किन्तु द्वावेतौ जाग्रतः सदा।
जगदम्बा मम माता काली कैवल्यदायिनी ॥ ४२
श्रीरामकृष्णो भगवानिति मे निश्चितं मतम्।
साधका समनुध्यानात् पश्येयुर्नात्र संशयः ॥ ४३
पुनरप्येवमुक्तोऽहं ठाकुरेण महात्मना।
पितुः करं प्रगृह्यैव बालको यदि गच्छति ॥ ४४
न तस्य पतनाद्भीतिरस्ति तेन स रक्षितः।
दृष्टैवं श्रीठाकुरस्य साक्षात् स्तुतिपरस्य च ॥ ४५

"Those who worship the Goddess with undiverted concentration do not listen to the Shastras. In this Kali yuya, all gods and goddesses except Goddess Kali and Lo rd Ramkrishna are asleep. So those who are devoted to these two beome blessed. The child who goes along holding the hand of his father has no fear of falling down." 40 to 45

বঙ্গানুবাদঃ—

পুনরায় ঠাকুর বলিলেন উত্তম সাধকগণ বেদ পুরাণের কথা কাণে শুনিবে আর তন্ত্র মন্ত্র মতে সাধন করিবে। ৪০

এই কলিযুগে ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন। কেবলমাত্র আমার মাতা জগদম্বা কৈবল্যদায়িনী কালী আর রামকৃষ্ণ ইহাঁরাই জাগ্রত আছেন। ইহাই আমার সিদ্ধান্ত মত। ৪১।৪২

সাধকগণ আজ পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা ইহাঁদিগকেই প্রত্যক্ষ করিতে-

ছেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৩

ঠাকুর পুনরায় আমাকে বলিয়াছিলেন। বালক যদি পিতার হাত ধরিয়া যায় তবে সেই বালকের পতন জন্য ভয় থাকে না। যেহেতু পিতাই বালকের রক্ষক। ৪৪

সাক্ষাৎ শ্রুতিধর ঠাকুরের এইরূপ দিব্যশক্তি দেখিয়া প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ৪৫

अलौकिकीं महाशक्तिं शिष्यो विस्मयमाप्तवान् ।
एतेनास्य ठाकुरस्य शास्त्रज्ञानं कीदृग्विधं ॥ ४६
ये जानन्ति ठाकुरस्य ज्ञानविज्ञानवैभवं ।
तैरेव तस्य भक्तैर्हि सहजेनानुमीयते ॥ ४७
साक्षाद्भगवतो यस्य शौचाशौचातिगा स्थितिः ।
आचार पालनन्तस्य लोकशिक्षण हेतवे ॥ ४८
शौचात् परं ठाकुरस्तु युवकं कञ्चिदब्रवीत् ।
अधुना जलमानीयमत् पादक्षालनं कुरु ॥ ४९
तेनाप्युक्तं क्षमस्व तत् शुद्धस्य नास्ति शोधनम् ।
श्रुत्वैवन्तद् युवकस्य भाषनं हास्यपूर्व्वकं ॥ ५०
उवाच यद्यहं दृष्ट मूत्रयामि समुत्थितः ।
तर्हि भो श्यालका यूयं मूत्रयन्ति प्रदक्षिणं ॥ ५१
अतो वो मङ्गलार्थं मे अचार प्रतिपालनम् ।
नह्याचार विहीनस्य सुखमत्र परत्र च ॥ ५२

The disciple became very much surprised to see such divine power of Thakur. This showed how profound was the knowledge of shastras of

Srt Ramakrishna. He who had raised himself far above purities and impurities abided by the rules and regulations only to set examples to teach the ways to others. One day after nature's call Thakur came back to the door of his cottage and asked a young man to wash his feet. At this, the young man said, "How is it that you who are free from all impurities need purification ?" Thakur replied with a smile, "I abide by rules to bring good to you so that you may not have any reason to defy them. Indeed one who does not abide by rules is sure to be unhappy here and hereafter." 46 to 52

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ব্যাপারে এই ভগবান ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ যেসকল ভক্ত জানেন তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ৪৬ ৪৭

যে ভগবানের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির পরপারে অবস্থান। তাঁহার সদাচার পালন কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। ৪৮

ঠাকুর কোন একদিন শৌচকার্য্য শেষ করিয়া গৃহের নিকটে আসিয়া একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন তুমি জল আনিয়া আমার পা ধুইয়া দাও। ৪৯

যুবক শিষ্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিল যাঁহার নামে লোক শুদ্ধ হয় সেই নিত্য শুদ্ধ বস্তুর আবার শুদ্ধি হইা কিরূপ ? সেই যুবক শিষ্যের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাস্য পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ৫০

ওহে চঞ্চল যুবক দেখ যদি আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি তাহলে তোমরা শালারা ঘুরে ঘুরে মুতবে। ৪১

অতএব তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমার এই সদাচার পালন। কারণ সদাচার শূন্য ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না। ৫২

अथान्यस्मिन्दिने भक्तो वलराम वसुः शुचिः ।
शौचशेषे सदाचारो देहाशुद्धिं प्रकल्पयन् ॥ ५२
दूरे दण्डायमानन्तं दृष्ट्वान्तर्यामी ठाकुरः ।
तत्करं स्वकरेनैव विधृत्य सहसा प्रभुः ॥ ५४
समानीय स्व सान्निध्य मुवाच त्वं सदा शुचिः ।
ये काम्य कर्म्मिणा लोकाः संसार वशवर्त्तिनः ॥ ५५
तेषामिवसदाचार पालनं शास्त्रसम्मतम् ।
सत्सङ्गेन विशुद्धा ये भगवन्तं समाश्रिताः ॥ ५६
तेषां शुद्ध शरीराणां शौचाशौचेन तिष्ठतः ।
भगच्छरणाच्छुद्धिः सर्व्वावस्थासु सर्व्वदा ॥ ५७
श्रीकृष्ण स्वयंमेवाह भक्तप्रवरमुद्धवं ।
शुकदेवास्य गलित श्रीमद्भागवतान्तरे ॥ ५८

One day Balaram Basu who was a very good devotee and a man of good manners and habits, was found to be waiting to wash himself. Thakur caught him by the hand and dragged him near to himself saying, "All these processes of purification are for them who live a family

life and serve the will of others. But those who purified themselves by holy companionship need not think of purities and impurities. In any state you are always pure as you remember God. In the Srimath Bhagabat of Sukadev, Lord Krishna told his devotee Uddhab." 53 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

অন্য আর একদিন অতি পবিত্র সদাচারী ভক্ত বলরাম বসু শৌচ কার্য্য সমাপন করিয়া বস্ত্র ও গাত্র ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অন্তর্যামী ঠাকুর হঠাৎ নিজ হস্তে বলরামের হস্ত ধারণ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলেন ওহে বলরাম তুমি সর্ব্বদাই শুচি। অতএব তোমার শুদ্ধ দেহ অশুচি হইতে পারে না। যে সকল সংসারী বা সৎকর্ম্মে আসক্ত তাঁহাদেরই সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য। ৫৪।৫৫

যে সকল লোক সৎসঙ্গ বশতঃ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া ভগবানকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন সেইসকল বিশুদ্ধ দেহধারী ভক্তের শুচি অশুচি বলিয়া কিছুমাত্র থাকে না। তাঁহাদের সর্ব্বদাই ভগবৎ স্মৃতি থাকায় সকল অবস্থায় সর্ব্বদা শুচি থাকেন। ৫৬।৫৭

মুক্ত পুরুষ শুকদেবের মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ৫৮

স্নাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্রজ্ঞো বা নপীন্দ্র কঃ।
মলিজ্ঞানাশ্রমাং স্যাদ্রাচরেদ্বিধি গোচরঃ॥ ৫৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

तावत् कर्म्माणि कुर्व्वीत न निर्विदेयत यावता ।
मत् कथा श्रवनादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ६०
अतोऽत्रठाकुरेणैव कृतः सिद्धान्त उत्तमः ।
अधिकारि विभेदेन शास्त्राचारः प्रदर्शितः ॥ ६१
युवकस्य सदाचारं समान्यं नोक्तवान् प्रभुः ।
वलराम सदाचारो विशेषेण प्रदर्शितः ॥ ६२

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवपत्नी सारदाया स्वतत्त्व विज्ञानं पण्डित बर्ष्यायां कृतार्थी करणं अतिधरत्वादि विज्ञापनं शौचाशौच स्वरूप कथनादिरूपोऽन्त्यलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५अः ।

"Those who have attained divine wisdom, or have given up all attachments' or have dedicated themselves to God, have nothing to obey or abide by. Rules and regulations are for them who have attachments and no profound faith in God. The rules of the shastras vary according to the merit, and as such the rules which the aforesaid young man should follow do not hold good in the case of Balaram." 59 to 62.

Here ends the fifth chapter of Antyalila of Shri Shri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

জ্ঞানী সন্ন্যাসী বা আমার নিষ্কাম ভক্ত ইহাঁরা বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত হইয়া বিধিনিষেধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিচরণ করিবেন। ৫৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না জন্মে ততদিনই মানুষ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবেন। ৬০

এখানে ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্তই উত্তম বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিকার যেরূপ তিনি সেই মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন। ৬১

ঠাকুর যুবক শিষ্যের সদাচারটিকে সাধারণের মত দেখাইয়াছেন। এবং বলরাম বসুর সদাচার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ৬২

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে অন্ত্যলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ শ্রুতি-স্বরূপ ও সদাচারাদি বলা হইল। অঃ ৫ অঃ।

অন্ত্যলীলায়: ষষ্ঠোঽধ্যায়:

अथ मातृवियोगात् स पूर्व्वस्मिन् वत्सरे प्रभुः।
मधुमासमध्यमांशे ब्राह्म धर्म्मावलम्बिना॥ १
नेतारं पण्डितवरं महाभागं सदाशयम्।
श्रीकेशवचन्द्र सेनं वरेण्यं लोकविश्रुतं॥ २
द्रष्टुमत्यन्तमुद्विग्नो बभूव भक्तवत्सलः।
तदा केशव सेनस्तु कलिकाता समीपतः॥ ३
जयगोपाल सेनस्य विल्ववरिया ग्रामके।
उद्यान वाटिका मध्येस्थितः परम यत्नतः॥ ४
ठाकुरोऽपि तदुद्याने जगाम हृदयेनवै।
एवं श्रीरामकृष्णस्य देवस्य शुभ दर्शनं॥ ५

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

प्रा्प्तं केशव सेनेन पुण्यपुञ्जप्रभावतः ।
भावभावित वाक्यैश्च ठाकुरस्य स केशवः ॥ ६

A year before the death of his mother, Thakur was very anxious to see Keshab Chandra Sen who was the famons scholar and leader of Brahma religion. At that time Keshab was residing in the house of Joy Gopal Sen in Belghoria near Calcutta. Thakur went to that place with Hriday. Keshab was much impressed by the divine and devotional words of Thakur. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাভাগ্যবান্ অতি উচ্চহৃদয় জগদ্বিখ্যাত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য ভক্তবৎসল ঠাকুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ১।২

সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের বাগান বাটীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ৩।৪

ঠাকুর হৃদয়ের সহিত সেই বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলে কেশব সেনও বহু পুণ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ৫

এবং ঠাকুরের ভক্তিভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কেশব সেনও ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। ৬।৭

अभेद ब्रह्मवादी च भक्त्या हृष्टो बभूव ह ।
परन्तु श्रीरामकृष्णं पूजयामास भक्तितः ॥ ७
तेन सर्व्वैः कलिकाता वास्तव्यै र्मानवै स्तदा ।
विदितो रामकृष्णस्तु केशवेन प्रपूजितः ॥ ८
अपूर्व्वं साधकत्तम उदितो दक्षिणेश्वरे ।
एवं नानादिग्विदिक्षु: प्रभावस्य प्रभोस्तदा ॥ ९
प्रचारः पूर्णतां प्राप्तः प्राज्ञानां पूर्णसङ्गमात् ।
एवं ब्रह्म समाजस्योपरि श्रीठाकुरस्य च ॥ १०
प्रभुत्वस्य प्रकाशोऽभूद्विशिष्टश्च समादरः ।
प्रकाशकेष्वन्यतमो ब्राह्म धर्म्मस्य येन सः ॥ ११
विजयकृष्ण गोस्वामी स्व मतं परिवर्त्तितं ।
कृत्वा ब्राह्मसमाजश्च तत्याज यदनुग्रहात् ॥ १२

Keshab sen who believed in one undivided entity was much attracted by devotional approach to God as enunciated by Sri Ramkrishna, and thereupon he appreciated the greatness of Sri Ramkrishna with great regard. Soon the news that Keshab Sen had worshipped Sri Ramakrishna with great devotion spread all over Calcutta, and the fame of Sri Ramakrishna as agreat saint spread far and wide. Thakur secured a great influence over Brahma community. Bijoy Krishna Goswami who was one of the greatest exponent of Brahma religion became converted to Hindu religion, by the grace of Sri Ramakrishna. 9 to 12

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তজ্জন্য কলিকাতা বাসী জনসাধারণ সেই সময়ে জানিয়াছিলেন যে কেশব সেনের মত একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ৮

অতএব দক্ষিণেশ্বরে একটি ভগবত্তুল্য অত্যুচ্চ সাধক উদিত হইয়াছেন। এইরূপভাবে ঠাকুরের প্রভাব নানাদিকে পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই সময়ে ঠাকুরের দর্শনার্থে পণ্ডিতগণ প্রায় দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেন। এইরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজেও ঠাকুরের বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এবং তাঁহাদের দ্বারা পূজিতও হইতেন। ৯।১০

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকের মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক সনাতন কুলধর্ম্ম ভগবদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১।১২

श्रीदक्षिणेश्वरीयानि तदारभ्य महात्मनः ।
अश्रुत पूर्व्व भावस्य महाशक्ति युतस्य च ॥ १३
साधकस्य सुप्रभावो व्याप्तो नाना कक्षुप्सुहि ।
दक्षिणेश्वर आक्रीड़ो नाना जन समागमैः ॥ १४
महातीर्थ स्वरूपोऽभूत्ताथ पाद समाश्रयात् ।
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य: शूद्रः सङ्कर जातय: ॥ १५
ब्रह्मज्ञानी धनी मानी पण्डितो व्यवसायका: ।
सन्न्यासी ब्रह्मचारी च वैद्या वैज्ञानिका स्तथा ॥ १६
विचारका राजभृत्या अत्युच्च पदधारिण: ।
सर्व्वेऽप्यत्र समायाता: स्व स्व भक्ति प्रगृह्य च ॥ १७

अन्त्यलीलायां ६४ अः

कोऽपि वा वित्तदानाय विशेषेण समुत्सुकः ।
तथान्ये वित्तलाभार्थमागता बहुदूरतः ॥ १८

From that time onwards the glory of Sri Ramakrishna radiated far and wide, and due to constant pouring in of large number of visitors Dakshineswar temples became one of the holiest places of the world. People irrespective of caste or creed flocked to Dakshineswar from far off places, some to spend money on holy services and some to earn money from pilgrims. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময় হইতেই ঠাকুরের মহাভাব বা মহাশক্তির প্রভাব চতুর্দ্দিকে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল। এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্য বশতঃ দক্ষিণেশ্বরের বাগানটি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ১৩।১৪:

এমন কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নীচ ব্রহ্মজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিত ব্রহ্মচারী ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী বৈদ্য বৈজ্ঞানিক বিচারক রাজভৃত্য ও অত্যুচ্চ পদধারী ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ কামনা পূরণার্থে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭

কেহবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে অর্থ দিবার জন্য কেহবা বহু দূর হতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়, কেহবা রোগ মুক্তির জন্য কেহবা পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য কেহবা মোকের্দ্দমায় জয় লাভের জন্য কেহ পুত্র লাভার্থে এইভাবে বহুতর ব্যক্তি বহুতর কামনা পরিপূরণার্থে অগাধ গম্ভীর অর্থাৎ অচঞ্চল ঠাকুরকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছিল। ১৮।১৯।২০

रोगनाशार्थं मन्ये वा स्त्रीपुत्र वश्यतेच्छया ।
राजद्वारे जयार्थं वा पुत्र प्राप्त्याशयाथवा ॥ १९

एवं नाना जना नाना कामना पूर्त्ति हेतवे ।
अनाध गम्भीरमपि चञ्चलं चक्रुरेवतं ॥ २०

तदैव मोया परिमुक्त चेतसः ।
श्रीरामकृष्णस्य मुखारविन्दतः ।
उदात्त शब्दः सुमहान् समुत्थितो
ह्यहं सुदग्धो विषयस्य वार्त्तया ॥ २१

देहीतिमह्यं सुख भोगरूपे
स्त्रीकाञ्चने वाक्यचयेन सर्व्वदा ।
दग्धीकृते तैः श्रवणे निरन्तरं
एतात्र मां पान्तु मदीय किङ्कराः २२

कुत्रस्थिता स्ते विशयाद्विरागिणी
मदीय भक्ताः खलु ते सुसत्वरं ।
आगत्य सर्व्वं मम कार्य्य भारं
संगृह्यरचन्तु दुराशयादितः ॥ २३

Some came to be cured of their disease, or to tide over fomily troubles, or to have a favorable decree of the Court of Law, or to have a child born to them. Thus people came there to have their various desires fulfilled. Thakur became very much perturbed and said, "I am greatly afflicted with all these prayers for

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

earthly comfort and pleasure. Oh my devotees and followers, come quickly to relieve me of my troublesome task." 19 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় সর্ব্ব কামনা শূন্য বিশুদ্ধান্তঃকরণ ঠাকুরের মুখারবিন্দ হইতে জগতের মঙ্গলের জন্য যে অত্যুচ্চ শব্দ উদিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ অর্থাৎ আমি বিষয় বিষের জ্বালায় পরিদগ্ধ হইতেছি কেবল মাত্র এইরূপ বার্ত্তাই শুনিতেছি যে আমাদিগকে স্ত্রী দাও কাঞ্চন দাও তাহাতেই আমরা সুখী হইব এই সকল বার্ত্তায় আমার কর্ণদ্বয় গদ্ধ হইতেছে। অতএব এমত সময়ে আমার ভক্তবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া আমায় রক্ষা কর। ২১।২২

বিষয়মুক্ত আমার শিষ্যবর্গ এখন কে কোথায় আছ। তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া আমাব কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ দুষ্ট ভাব হতে পরিত্রাণ কর। ২৩

এবং স্পৃষ্টস্বভাব বিভাবিতাত্মনঃ
প্রভুবিচ্ছয়াকৃষ্ট তদীয় পার্শ্বদাঃ।
জগদ্ধিতায়ৈব গৃহীত মানুষাঃ
প্রাপুস্ততি শ্রীগুরুপাদ সন্নিধিং॥ ২৪
তেনৈব লভ্যং বিমলং বিশিষ্টং
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণং
নীত্বাঞ্জলৌ তে সমুপস্থিতা স্তদা
যে চাস্য ভক্তা জগতো বরিষ্ঠাঃ॥
নরেন্দ্রনাথঃ পরমার্থ বেদী কালী প্রমথী তারকনাথ ভক্তাঃ।
গিরীশ গঙ্গাধর রামদত্তা রাখাল লাটুসম ভক্তবর্গাঃ॥ ২৬

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ सः

श्रीबाबुरामाद्य एव सर्व्वे देहो मनः प्राण वचांसिवै तदा ।
गुरोः पदाब्जे सकलं समर्प्य जनौघ चाञ्चल्यमशीशमन् गुरोः ॥ २७

To relieve Thakur of his worriers, there came forward many an able and wise devotee in response to his call. Among them most noteworthly were Narendranath, Kashinath, Shashi, Taraknath, Girish, Gangadhar, Ramdatta, Rakhal, Latu and Baburam, who dedicated themselves to serve the will of Thakur and pacified the people crying for earthly pleasure and comfort. 24 to 27

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ ভাবে চিন্তান্বিত পবিত্র কামনায় আকৃষ্ট ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ জগতের মঙ্গল কামনায় অসীম শক্তিশালী শিষ্যগণ ভগবানের পদারবৃন্দে প্রণত হইয়াছিলেন। ২৪

এবং ঠাকুরের অনুগ্রহেই বিশুদ্ধ ভগবানের শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা সেই সকল বিশুদ্ধ জ্ঞান লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৫

পরম ভক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কাশীনাথ শশীভূষণ তারক নাথ গিরীশ গঙ্গাধর রামদত্ত রাখালরাজ ও লাটু প্রভৃতি এবং বাবুরামাদি সিদ্ধ ভক্তসকল সেই সময় তাঁহাদের দেহ মন প্রাণ ও বাক্যাদি সমস্তই ঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া জগদগুরু ঠাকুরের নিকটে আগত কামুক জনগণের অনুষ্ঠিত কামনা চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি বা দূরীকরণ করিয়াছিলেন। ২৬।২৭

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

দেবস্য তত্রৈব সুভক্তগোষ্ঠ্যাং
শ্রীরামকৃষ্ণস্য মুখারবিন্দাৎ ॥
যন্নিঃসৃতং বেদপুরাণ সিদ্ধং
কথামৃতং তেন তরন্তি ভব্যাঃ ॥ ২৮
তদেব বিশ্বস্য জনস্য মঙ্গলং
সুমঙ্গলং যৎ পরমং প্রগীয়তে।
তেনৈব লভ্যং পুরুষার্থং জাতং
ধর্ম্মার্থকামাঃ পরমো হি মোক্ষঃ ॥ ২৯
নব্যা যুবক বর্গা যে ভক্তাঃ সন্তি প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
তদীয়ৈঃ সহ সংগম্য তত্রাগচ্ছৎ স ঠাকুরঃ ॥ ৩০
যত্রা চ্যুতাত্মনাং জাতঃ সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবঃ।
শ্রীদক্ষিণেশ্বর স্থানাদ্দূরবর্ত্তী যশ্চ বাড় দিশি ॥ ৩১

At that time, the wise sayings Thakur uttered in consonance with the Vedas and the Puranas beckon the way to eternal bliss, and mean to fulfil the earnest desires of the suffering humanity. Once Thakur went with his young disciples to participate in the great musical festival of the Vaishnavas held at a place about four miles off from Dakshineswer. 28 to 31.

অবানুবাদ ঃ—

সেই সময় সেই স্থানে সেই সকল অত্যুত্তম সিদ্ধ ভক্ত সকলের সম্মিলনে ঠাকুরের মুখপদ্ম হইতে বেদ ও পুরাণাদির প্রসিদ্ধ যে সকল

কথামৃত বহির্গত হইয়াছিল সেই সকল কথামৃত পান করিয়া সাধকগণ ভব সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হন ইহা ধ্রুব সত্য। ২৮

সেই কথামৃতই জগদ্বাসি জনগণের পরম মঙ্গল স্বরূপ।

যে কথামৃত বেদ পুরাণাদিতে পরম মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং এই কলিযুগে সেই কথামৃত দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল কামনানুসারে লাভ হইয়া থাকে। ২৯

ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় নূতন ভক্ত যুবকবৃন্দের সহিত সেই স্থানে যাইয়াছিলেন। যে স্থানে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

দক্ষিণেশ্বরের দুই ক্রোশ দূরে। ৩০।৩১

दूरे संग्रोभते कश्चित् संवसथो महत्तमः ।
पानिहाटीति नाम्नायं तत्रैको वैष्णवोमहान ॥ ३२

श्रीमच्चैतन्य देवस्य पादार्पण प्रभावत: ।
हरौ जातरतिर्दास: श्रीरघुनाथ नामक: ॥ ३३

राज्ञ:कुमार एवैकस्तस्य भार्य्यातिसुन्दरी ।
राजकन्या वरारोहारूपेना प्रतिमा भुवि ॥ ३४

लक्षाधिकानां मुद्राणा मायो भवति वार्षिक: ।
किन्त्वर्थे निज पत्न्याञ्च नासक्तिस्तस्य विद्यते ॥ ३५

दृढ़ वैराग्य योगाच्च हरिभक्ति समाश्रयात् ।
गौराङ्ग कृपया कृष्णभजनैकाभिलासवान् ॥ ३६

संसार बन्धनच्चासौ कामिनीकाञ्चनादिकं ।
परित्यज्य स पिबति हरिनामामृतं सदा ३७

The place was called Panihati. There lived a famous Vaishnava devotee named Raghunath Das. He was a prince and his wife was a paragon of beauty. The annual income of his estate was more than a lakh of rupees. But he had no attraction for money or woman. He dedicated himself to the holy services to Lord Krishna. He lived only to sing hymns to God. 32 to 37.

**বঙ্গানুবাদ :—**

পাণিহাটী গ্রামে কায়স্থকুলজাত রঘুনাথ দাস নামে একটি পরম বৈষ্ণবের জন্মভূমি।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সেই গ্রামে পদার্পণের প্রভাব বশতঃ ভগবানে জাতরতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভজনে একমাত্র অভিলাষী ছিলেন। এই রঘুনাথ একমাত্র রাজকুমার ইঁহার পত্নী ও রাজ কন্যা পৃথিবীতে এরূপ পরমা সুন্দরী কন্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৩২।৩৩।৩৪

এবং প্রতি বর্ষে বহু লক্ষ টাকা আয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ দাসের এইরূপ পত্নী এবং কুবেরের মত অর্থাদিতে কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। ৩৫

বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিবশতঃ কামিনী কাঞ্চনাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা হরিনামামৃত পান করিতেন। ৩৬।৩৭

রঘুনাথং সমুদ্দিশ্য পিতৃ বন্ধুগণৈর্যদি।
নানোপদেশ বাক্যানি গদিতান্যপি তৎ পিতা ॥ ৩৮
বন্ধুবর্গান্ বদন্নেবং ধৈর্য্যমালম্ব্য বুদ্ধিমান্।
অপরঃ সদৃশী ভার্য্যা কুবের সদৃশং ধনম্ ॥ ৩৯

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

যং বন্ধুং ন চ শক্তাস্তঃ কিমুতত্রান্যচেষ্টয়া ।
এবমুক্তং তস্য পিত্রা সুদুঃখমনসাশ্রয়ং ॥ ৪০

বৈরাগ্যং রঘুনাথ দাস কৃতিনো গোস্বামিচূড়ামণে
র্ভক্তিঞ্চাপি হরেরলৌকিকবিধাং গৌরাঙ্গদেবো হরিঃ ।
শ্রুত্বা প্রীতমনাঃ স্ব ভক্ত মমলঙ্কর্তুঞ্চ ধন্যং তথা
ভক্তান্ শিক্ষয়িতুং নিজানপি পরাং ভক্তিং স নীলাচলাৎ ॥৪১

জ্যৈষ্ঠে পক্ষ পরে ত্রয়োদশ তিথৌ প্রত্যাগমৎ ঠাকুর
স্তত্র শ্রীরঘুনাথ দাস ভবনে প্রাকট্যমাপ স্বয়ং ।
দৃষ্ট্বা তং সুর সুন্দরং ভগবতঃ প্রেমৈকমূর্ত্তিং হরিং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পদতলে সংলুণ্ঠিতঃ প্রেমবান্ ॥ ৪২

If the friends of the father of Raghunath would ask him to take steps to prevent Raghunath from keeping himself aloof from his family, he would say, "All this vast property of mine and his wife who is a paragon of beauty have not been able to attract him. Hence I don't think that he can be rectified by any strong and forcible steps. On coming to know of the uncommon devotion and aversion to earthly pleasure Lord Gouranga himself appeared at the residence of Raghunath on the thirteenth lunar day in the month of Jaistha to bless him and also to present an inspiring example to his disciples. On seeing the holy appearance of Sri Gouranga, Raghunath fell at his feet. 38 to 42

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রঘুনাথ দাসের পিতাকে বন্ধুবর্গ যদি বলিতেন তবে তাঁহাদিগকে পিতা বলিতেন যে রঘুনাথকে অপসরার মত স্ত্রী এবং কুবেরের মত ধন বন্ধন করিতে পারিল না তাহাকে অন্যরূপ শাসনাদি বা বন্ধনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে প্রবিষ্ট করান কি সম্ভব হইবে এইরূপ ভাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে বলিতেন। ৩৮।৩৯।৪০

মহাপুণ্যবান গোস্বামী চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও উত্তমা ভগবদ্ভক্তি শুনিয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিবার মানসে এবং অন্যান্য নিজ ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধাভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ দাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪১

এবং ভক্ত রঘুনাথ দাস প্রেমের মূর্ত্তি দেবোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুন্ঠিত হইয়াছিলেন। ৪২

एवन्त' रघुनाथ दास ममलज्ञोत्थाप्य तन्मस्तके
दत्वा श्रीकरपल्लव' मधुरयावाचावदत् स प्रभुः।
यत्त्व' श्रीपितरौ कलत्रविभवौ हित्वा सुखन्तिष्ठसि
तस्मात्ते करुणां करोमि नितरां दन्डच्छले नात्र भोः ॥ ४३

अतो दण्डस्वरूपस्य सभक्तस्य मम त्वया।
सेवाकार्य्यां तेन तव मङ्गल' सम्भविष्यति ॥ ४४

रघुनाथ स्तत स्तस्य कृपा मधुर शासने।
सम्यगुल्लसितो भूत्वा तात्कालिक सुभोज्यक। ४५

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

चिपिटक दधि मिष्टफलादिकमनुत्तमं ।
प्रायश्चित्त स्वरूपन्तत्कृतवानुत्सवं शुभं ॥ ४६
स एव वैष्णवैः सर्व्वै श्चिपिटक महोत्सवः ।
दण्डमहोत्सवो वायं प्रसिद्धो गदितश्च तैः ॥ ४७

Sri Gouranga lifted him up and said, "Dear Son, as you are living in great peace of mind by making yourselves free from all earthty bondages, I shall bless you as if with a punishment. Just arrange to feed me with my followers and have my blessing." A great feasting as well as a festival was arranged, and all of them was well fed with flatened rice and sweets. The Vaisnavas called it the Festival of flatened rice, or the Festival of punishment. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইভাবে পাদতলে পতিত রঘুনাথের মস্তকে করপদ্ম দান পূর্ব্বক উঠাইয়া মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন ওহে রঘুনাথ তুমি যেহেতু পিতা-মাতা পত্নী ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছ অতএব আজ আমি দণ্ডচ্ছলে বিশেষ ভাবে কৃপা করিব। ৪৩

অতএব ভক্ত বৃন্দের সহিত আমার সেবা কর এই দণ্ড যেসেবার ফলে তুমি মঙ্গল লাভ করিবে। ৪৪

রঘুনাথ প্রভুর কৃপারূপ শাসনে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়া সময়োপযোগী সুমধুর খাদ্য চিপিটকাদি ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ

পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতির জন্য সেই সকল দ্রব্য দ্বারা একটি বিশেষ-ভাবে মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

সেই দণ্ডস্বরূপ মহোৎসবের নাম সেই দিন হইতেই দণ্ড মহোৎসব বা চিপিটক মহোৎসব বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৪৭

भूतपूर्व्वं कथा सापि तस्य पुण्यस्मृतिः पुनः।
सम्यगुद्दीपनेच्छायां तस्मिन्नेव दिने शुभे ॥ ४८
गौड़ीय वैष्णवास्तत्र हरिनाम सुकीर्त्तने।
एतादृशीमुन्मत्ततां यान्ति येन न तिष्ठति ॥ ४९
अवकाशो वैषयिकचिन्ताया स्तत्र वै ध्रुवं।
अत स्तदुत्सवः पुण्य स्थाकुरो वदति स्वयं ॥ ५०
हरिनाम क्रयस्थानं वैष्णवानां सुनिश्चितम्।
परन्तु कृष्णचैतन्याचरित भावधारया ॥ ५१
विद्यते हरिभक्तेस्र स्रोतः प्रवाहितं तया।
श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दाद्वैत स्वरूपकः ॥ ५२
स्वयं त्रिमूर्त्तिको भूत्वा ठाकुरो लिप्सया तया।
तत्राविर्भूय भक्तेभ्यः शुद्ध प्रेम प्रदत्तवान् ॥ ५३

From that time onwards the Vaisnavas offer flatend rice to Sri Gouranga on all festive occasions. Every year on that day they hold the Festival at that place and become so much absorbed in singing the holy names that they forget their earthly attachments. Thakur also

held that this festival was the holiest of all Vaisnava festivals. Thakur also participated in that Festival and displayed, the divine moods of Sri Krishna Chaitanya, Nityananda and Adwaita. 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব বৈষ্ণবগণ আজ পর্য্যন্ত ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে চিপিটক ভোগ দিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটি অনেক দিনের কথা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতির উদ্দীপনেচ্ছায় সেই তিথিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকল সেই স্থানে এইরূপভাবে সঙ্কীর্ত্তনে আত্মহারা হইতেন যাহাতে অত্যল্প সাংসারিক ভাব কিছু মাত্র আসিতে পারিত না।

এজন্য ঠাকুরও এই উৎসবটিকে একটি পবিত্র উৎসব বলিতেন। পরন্তু পৃথিবীতে গঙ্গা ধারা যেরূপ প্রবাহিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনরূপে আচরিত হরিভক্তির ভাব ধারা সেই স্থানে বিরাজিত হইত বলিয়া বৈষ্ণবগণের হরিনাম সংগ্রহের একমাত্র স্থান বলিয়া এই স্থানটিকে ঠাকুর বলিতেন। ৪৮।৪ ।৫০

আমাদের ভাব বিগ্রহ ঠাকুর একাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের যে সকল ভাব-স্ফুরিত হইত সেইরূপভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত ভক্তবর্গকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম দান করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

ततो युवक सङ्घैः स मिलित्वा भगवान् स्वयं ।
पूर्व्ववदधुना तत्र हरिनाम महोत्सवे ॥ ५४
योगदानं कृतं तेन भक्तानुग्रहकारिणा ।
तत्रस्था वैष्णवाः सर्व्वे प्रभोः पुण्यपदार्पणात् ॥ ५५
प्रोल्लासिताः प्रोक्तवन्तः कृष्णश्चैतन्य आगतः ।
एवं ठाकुरमाविष्टय महानन्द पुरःसरं ॥ ५६
उच्चैः सङ्कीर्त्तनं कृत्वा नित्यानन्द परिप्लुतः ।
भक्तानां श्रीभगवति रतिवृद्ध्यर्थ मेव सः । ५७
मग्नोऽभूत् कीर्त्तनानन्दे प्रायः सर्व्वदिनन्तदा ।
मेघवर्षणात स्तत्र तद्दिने सिक्ता ठाकुरः ॥ ५८
नृत्यात् परमार्द्र भूमौ नग्नपद्भ्यां गतिः पथि ।
शीतारोहनतस्थापि स्वक्षेत्रे देवमन्दिरे ॥ ५९

In that Festival Thakur appeared to be no other than Sri Krishna Chaitanya himself. For nearly the whole day he sang the holy songs greatly adding to the joy of the devotees. It was a rainy day and he sang and danced barefooted. Consequently he felt very cold on his way back to Dakshineswar. 54 to 59.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং স্বয়ং ভগবান ঠাকুর যুবক ভক্তবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বের মত অর্থাৎ অন্যান্য বৎসরের মত ভক্তানুগ্রহকারী ভগবান সেইদিনে সেইস্থানে হরিনাম মহোৎসবে এবং তত্রস্থ বৈষ্ণববৃন্দ

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

ঠাকুরের পুণ্য পদার্পণে প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আসিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও ভক্তবর্গের ভগবানে ভক্তি বাড়াইয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই স্থানে কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেই দিন সেই স্থানে বারি বর্ষণের আধিক্য বশতঃ ঠাকুর জলে ভিজিয়া নৃত্য কীর্ত্তনাদির পর ভিজে মাটিতে খালি পায় পথে গমন এবং নৌকায় জলে বসিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।

৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

प्रत्यागमनवेलायां शीततामुपलब्धवान् ॥
तद्धेतो स्तद्भगवतो वेदनागलगह्वरे ॥ ६०
पूर्व्वं जलोपलं भुक्त्वा वेदनासूचिता भवत् ।
अधुना शैत्ययोगेन प्रबला सम जायत ॥ ६१
अभूदत्यन्तरूपेणास्माकं भाग्यविपर्य्ययात् ।
असाध्य गलरोगोऽयं रोगविद्भिर्निरूपितः ॥ ६२
यद्यपि भक्तवर्गेषु ये वैद्याः प्रवराः स्थिताः ।
कलिकाता नगर्य्यास्ते गत्वा देवालयं प्रभोः ॥ ६३
कुर्व्वन्तोऽपि सुचिकित्सां नालं शमयितुं रुजं ।
तदोवाच स्वभक्तेभ्य ठाकुरो भक्तवत्सलः ॥ ६४
निर्द्दिष्ट कालपर्य्यन्तं पीड़ा स्थास्यति निश्चितं ।
तद्धेतोः क्लिष्टमनो रसप्रजालाप पराङ्मुखः ॥ ६५

He became much afflicted with a pain in his throat. Previously he had a similar attack as he

took some ice-cream. Now the poin became growingly unbearable. Experienced physicians declared that the disease was incurable. Among his devotees there was many a great physician. In spite of every effort disease cauld not be cured. At this Thakur said, "The disease will take its own course. This, however, should not hamper my holy discouse with my disciples.

60 to 65.

**বঙ্গানুবাদ :—**

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ঠাকুরের গলার ভিতরে বিশেষভাবে বেদনা হইয়াছিল। ৬০

চিকিৎসকগণও এই রোগটিকে অসাধ্য গলরোগ বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কুলপী বরফ খাইয়া গলদেশে বেদনা হইয়াছিল তার উপর এই ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬১।৬২

যদিও ঠাকুরের ভক্তবর্গের মধ্যে সুচিকিৎসক অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া চিকিৎসা করিলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইয়াছিল না।

এইরূপ দেখিয়া ঠাকুর ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেম আমার এই রোগ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোগের ভোগকাল যতদিন ততদিন নিশ্চয় থাকিবে। তজ্জন্য কি আমি শিষ্যবর্গকে সৎ শিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ হইব। ৬৩।৬৪।৬৫

भविष्यामीति मत्वा श्रीठाकुरो निज देहजं।
रोगारोग्यमुपेक्ष्यैव भक्तमङ्गलहेतवे ॥ ६६

অন্ত্যলীলায়াং ৬৪ অ:

পূর্ববদ্ভগবত্তত্ত্বকথনাৎ ঠাকুরস্য হি।
সহসা বেদনা স্থানাদ্রক্ত নিঃসরণ বভৌ ॥ ৬৭
ভগবৎ সাধনাসিদ্ধা যোগীন্দ্র জননী তদা।
তদ্রূপা গোপালমাতা স্ত্রীভক্তৌ প্রবরে চ তে ॥ ৬৮
মাতুঃ শ্রীসারদা দেব্যা নিতান্তং বশ্যতাং গতে।
তে দ্বে শ্রীঠাকুরো জয়া বিজয়েত্যব্রবীন্মুদা ॥ ৬৯
গোপাল জনন্যা স্তস্যা গৃহে গুরু মহোৎসবে।
সমায়াতা ভক্তবর্গাঃ শ্রুত্বা রক্তং বহির্গতং ॥ ৭০
প্রভোরুদ্বিগ্ন চিত্তাস্তে দেবালয়মুপাগমন্।
সুচিকিৎসা ভবেদস্য কলিকাতা স্থিতস্য হি ॥ ৭১

But as he started to impart tnstuctions to his devotees without taking any care for recovery from his disease, blood came out of the aching part of his throat. Among his devotees there were two women who were lovingly called by him Jaya and Vijaya, as they were very obedient to Sarada Devi. They were the mothers of Jogendra and Gopal respectively. Many devotees assembled in the house of the mother of Jogendra on the occasion of Guru Puja Festival. When they heard of this bleeding of Thakur, they immediately came to see him and advised him to stay at Calcutta for medical treatment. 66 to 71.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অথবা শিক্ষাদান করিব না এইরূপ মনে করিয়া ঠাকুর রোগের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শিষ্যবর্গের মঙ্গলার্থে পূর্ব্বের মতই ভগবৎ কথা বলার জন্য বেদনা স্থান হইতে হঠাৎ রক্ত বহির্গত হইয়াছিল। ৬৬।৬৭

সাধনা সিদ্ধা যোগেন্দ্র মাতা এবং গোপাল মাতা এই দুইটি একান্ত ভক্তা ইহারা মাতা সারদা দেবীর অত্যন্ত বশীভূতা ছিলেন এই জন্যই ঠাকুর ঐ স্ত্রীলোক দুইটিকে জয়া বিজয়া বলিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত ডাকিতেন। ৬৮।৬৯

সেই গোপাল মাতার গৃহে গুরু পূজা মহোৎসবে আগত গুরু ভাই সকল ঠাকুরের রক্ত নিঃসরণ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে ব্যস্ততার সহিত ঠাকুরের নিকটে আসিয়া এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ঠাকুর কলিকাতায় থাকিলে ভালভাবেই চিকিৎসা হইবে। ৭০।৭১

शुश्रूषाप्यस्य सुचारु ठाकुरस्य भवेद्ध्रुवं ।
एवन्तद् भक्तवर्गाणां प्रार्थना पूरणे सति ॥ ৭২

गङ्गातीरस्य सान्निध्ये वागवाजार पल्लीतः ।
गृहीतं तैश्च वासार्थमेकं द्वितलकं गृहं ॥ ৭৩

तत्र गत्वा श्रीठाकुरः प्रोवाच वच उत्तमं ।
जीवानामामयः साक्षात् शिव सृष्टो न संशयः ॥ ৭৪

तेनैव सर्व्वरोगानामौषधं परिकल्पितं ।
अतो रोग विमुक्त्यर्थमौषधं सेवयेज्जनः ॥ ৭৫

तत्र द्विवदिनं स्थित्वा दृष्ट्वा तद्भवनं प्रभुः ।
उवाचेदं गृहं सुष्ठु गङ्गायात्रि जनस्य वै ॥ ৭৬

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अ:

न मे समुपयुक्तन्तु भक्तवर्गैः सहस्थितिः ।
तच्छ्रुत्वा भक्तवर्गा यत् प्रभोरत्यधिकं प्रियं ॥ ৩৩
मन्दिरं बलरामस्य वसो स्तदानयन् प्रभुं ।
बलराम वसुश्चापि प्राप्यत ठाकुरं तथा ॥ ৩৮

They also assured good nursing arrangements. Thakur cosented to their proposal. At the village of Bagbazar which was near to the holy river, a small two-storeyed house was hired. Thakur stayed there for a few days and refused to stay there longer. He said, "This house is quite suitable for them whose days are numbered and who like to breathe their last on the bank of the holy Ganga. I like to be constantly associated with my devotees who can hardly be accommodated here." So he was shifted to the house of Balaram Bose who was very glad to receive him. 72 to 78.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভক্তবর্গের ইচ্ছা ঠাকুর অনুমোদন করিলে বাগবাজার গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র দোতালা ঘর ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া বলিয়াছিলেন ভগবান শঙ্কর জীবগণের রোগ স্বষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের স্বষ্টি করিয়াছেন।

অতএব মানবগণ রোগমুক্তির জন্যই ঔষধ সেবন করেন।

ঠাকুর সেই ঘরে ২।৪ দিন থাকিয়া বলিয়াছিলেন। এই বাড়ীটি গঙ্গাযাত্রীদিগের ভাল। ৭২ ৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

আমার মত সর্ব্বদা শিষ্যাদিবেষ্টিত মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্ত সকল অতি প্রীতিকর স্থান মহাত্মা বলরাম বসুর গৃহ স্থির করিয়া তথায় ঠাকুরকে আনিয়াছিলেন।

১১।১৮

अप्रार्थित प्रकारेण भक्तवर्गेण वेष्टितं ।
भगवन्तं समासाद्य परमानन्दमाप्तवान् ॥ ७९

रोगोपशमलिप्सा तु तिष्ठतु वा न तिष्ठतु
नवागत पिपासूनां दाने कथामृतस्य च ॥ ८०

भूरितृप्तिमदात्तेभ्यो विस्मृत्य स्वामयं प्रभुः ।
तत् कथामृत पानाद्धि सर्व्वे मानुषतां गताः ॥ ८१

अत्रैका घटना काचिदुल्लेख्यानन्ददायिनी ।
यस्य संस्मरणात् पुंसां सद्यः कुण्ठो विनश्यति ॥ ८२

प्रभोः सन्दर्शनार्थाय बलरामस्य मन्दिरे ।
कर्म्मयोगाभावबशाद्रविदासर योगतः ॥ ८३

समागता भक्तवर्गास्तत्रैकः पण्डितो महान् ।
ढाका महाविद्यालयाध्यापक प्रवरो गुणी ॥ ८४

नित्यगोपाल गोस्वामी कृपालु ठाकुरस्य हि ।
मुखाम्भोजाद्विनिर्यातां वाचं श्रुत्वा तदन्तरे ॥ ८५

Thakur did not care at all to get himself cured of his disease. He gave himself up to holy discourse with his devotees. At this time a memo-

rable incident took place. It was a Sunday, the day of recreation and rest. Hence many devotees had the opportunity to meet Thakur at the house of Balaram. Among them Nitya Gopal Goswami, a professor of Dacca University, was present there to listen to the sayings of Thakur. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

বলরাম বসু ও ভক্তবর্গবেষ্টিত ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৭৯

আমি রোগমুক্ত হই বা না হই তাহাতে আবশ্যক নাই নবাগত ঠাকুরের কথামৃত পানার্থী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দিয়া নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া শরণাগত ভক্তবৃন্দ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ৮০।৮১

এই সময় একটি অতিশয় আনন্দদায়িনী ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহার স্মরণমাত্রে মানুষ পবিত্র হয়।

রবিবারে অবসর বশতঃ বহু ব্যক্তি বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে একজন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ধার্ম্মিক ও মহাপণ্ডিত ঠাকুরের মুখপদ্ম বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজের সন্দেহ মোচনের জন্য ভক্তি-পূর্ব্বক ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ৮২ ৮৩।৮৪,৮৫

उवाच ठाकुरं भक्त्या स्वसन्देह चयाय हि।
हार केयूर कुण्डल किरीट वलयादिभिः ॥ ८६
भूषणै र्भूषितो भाति भगवान् भक्तवत्सलः।
कथमेवम्विधो वेशः स्वयं भगवत स्तव ॥ ८७
नास्त्येकमपि तज्जिख्यां तुच्छ रौप्याङ्गुरीयकम्।
किं वीजमत्रमेव ब्रूहि कृपया करुणानिधे ॥ ८८
नाङ्गीकृतं भवद्भिस्तु भूषणञ्चातिशोभनं।
भवद्धेतोर्मयानीतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ८९
गुर्व्वीचेयं वासना मे त्वद्दे हे तद्धि शोभतां।
भूषणै र्भूषितं त्वां हि दृष्ट्वा यामि कृतार्थताम् ॥ ९०
श्रुत्वैवं गोस्वामि मुखा ठठाकुरः प्रत्युवाच तं।
भो गोस्वामिन्निदं सत्यं यदुक्तं भवता वचः ॥ ९१
भगवां स्त्रिषु कालेषु भूषणं स्वीचकार ह।
युगादौ भगवान् साक्षाद्धरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ९२

He said. "It is told that God shines with ornaments like neck-lace, ear-ring. crown and bangles etc. How is it that thou are bereft of all ornaments, even the silver ring which is used by all holy men? I have brought a little piece of ornament for you and I shall be glad if you kindly accept my offer and wear it." At this Thakur replied, "Dear sir, you are right to say so. In the three yugas God appeared with ornaments. In the Satya yuga God appeared as Narayana." 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ সর্ব্বদা হার কেয়ূর কুণ্ডল ও বলয়াদি ভূষণে অলঙ্কৃত থাকেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান আপনার এরূপ বেশ কেন অর্থাৎ সামান্য একটি রূপার আংঠিও আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলীতে নাই ? হে দয়ানিধি ইহার কারণ কি আমাকে বলুন।

আপনি কি কোনও অলঙ্কার বা রত্নাদি গ্রহণ করেন নাই।

আমি আপনার জন্য যৎ সামান্য অলঙ্কার আনিয়াছি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুণ। আমার প্রদত্ত অলঙ্কার আপনার দেহে শোভিত হউক। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

পরন্তু আপনাকে অলঙ্কার দ্বারা শোভিত দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব। ৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০

গোস্বামীর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন। হে গোস্বামী চূড়ামণি আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধ্রুব সত্য।

ভগবান তিনটি যুগে অলঙ্কার পরিধান করেন। সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ প্রভু। ৯১।৯২

पद्मासने चोपविष्टः किरीटादिभिरन्वितः।
तं तदामनुजाः सर्व्वे ध्यायन्ति भक्तिभावतः ॥ ९३
नारायण परावेदा नारायण पराक्षरा।
नारायण परामुक्ति नारायण परागतिः ॥ ९४
कृते चैवं भगवता स्वनाम प्रकटो कृतः।
त्रेतायाञ्च तथा साक्षात् श्रीरामो भगवान् स्वयं ॥ ९५
अयोध्यायामभूद्राजा मुकुटाङ्गद भूषितः।
त्रिलोक वासिनः सर्व्वे देवाश्च वासवादयः ॥ ९६

तारकब्रह्मरूपेण ध्यायन्ति सततञ्च त ।
रामनारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥ ৫৩
कृष्ण केशव कंसारि हरि वैकुण्ठ वामन ।
लीला श्रीरामचन्द्रेण कृता त्रेतायुगे स्वयं ॥ ৫৮
द्वापरे भगवान् श्याम: पीतवासादि संवृत: ।
शङ्खचक्रगदापद्म कौस्तुभादि विभूषित: ॥ ৫৫

"He decorated with ornaments, was seated on a lotus. In the Treta yuga He appeared as Ramchandra king of Ayodhya, and had his crown and ornaments. In the Dwapara yuga He appeared as Sri Krishna who had his ornaments in addition to a conch, a wheel, a club and a lotus in his four hands." 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিরীট কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত থাকেন। সেই ভগবানকে সত্যযুগবাসী মানবগণ এইরূপভাবে ধ্যান করেন বা আরাধনা করেন।

যথা। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

সত্যযুগে ভগবান এইরূপভাবে নিজ তারক ব্রহ্ম নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ৯৩।৯৪

ত্রেতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুকুট ও অঙ্গাদাদি বহুতর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অযোধ্যায় রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে

ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ত্রিলোকবাসী সকলেই তারক ব্রহ্ম নামে উপাসনা করিতেন সেই নাম এইরূপ। রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।
৯৫।৯৬।৯৭।৯৮

দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও কৌস্তুভাদি রত্ন ধারণ পূর্ব্বক ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিতরণ এবং পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য যদুবংশ সাগরে উদিত হইয়াছিলেন॥ ৯৯।১০০

স্বভক্ত প্রেমদানায় ভূভার হরণায় চ।
জাতো যদুকুলাম্ভোধৌ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ॥ ১০০

অস্যৈব তারকব্রহ্ম নাম জল্পন্তি যে জনাঃ।
তৎক্ষণাত্তে প্রগচ্ছন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ১০১

হরিমুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশনারায়ণ কৃষ্ণবিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥ ১০২

স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
প্রেমলীলা কৃতা তেন বহুপত্নীযুতেন হি॥ ১০৩

তদৎ কলৌ সম্প্রবৃত্তে চতুর্থে যুগপর্য্যয়ে।
হরিভক্তি বিহীনা যে নরাঃ পুণ্য বিবর্জিতাঃ॥ ১০৪

দুরাচার রতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ।
পরদারাপহর্ত্তারো হিংসা দ্বেষ সমন্বিতাঃ॥ ১০৫

মাতা পিতৃ কৃত দ্বেষাঃ স্ত্রী দেবাঃ কাম কিঙ্করাঃ।
মহাপাতকিনামেষাং পাবনায় স্বয়ং হরিঃ॥ ১০৬

"He appeared to teach devotion and love and also to purge the earth of sins. In the fourth yuga which is Kali yuga, God appeared to save mankind from engulfing sins and to protect religion and piety." 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের তারকব্রহ্ম নাম যাঁহারা জপ করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর পরম পদ লাভে কৃতার্থ হন। ১০১

সেই তারক ব্রহ্ম নাম এইরূপ হরে মুরারে মধু কৈট ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় যুগে এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া দ্বাপরবাসী জীব সকলকে কৃষ্ণ ভক্তিদানে চরিতার্থ করেন। ১০২।১০৩

ক্রমশঃ চতুর্থ যুগ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দুরাচাররত সত্য কথা শূন্য পর পত্নী হরণ হিংসাদিদ্বেষযুক্ত পুণ্য বিবর্জিত হরিভক্তি বিহীন পিতৃমাতৃদ্বেষী স্ত্রী দেবতা কামের দাস এই সকল মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ॥ ১০৪।১০৫।১০৬

जातो शची गर्भसिन्धौ श्रीनवद्वीपधामनि ।
श्रीचैतन्य कृपासिन्धुर्भगवान् भक्तरूपकः ॥ १०७
कलिकल्मष नाशाय जीवेभ्यः सम्प्रदत्तवान् ।
हरिनाम महामन्त्रं द्वात्रिंशदक्षरात्मकं ॥ १०८
तारकब्रह्म नामैतत् कलियुगे विमुक्तिदं ।
यन्नामतो भवान्मुक्तिः कृष्णभक्तिश्च लभ्यते ॥ १०९

अन्त्यलीलाया ६ष्ठ अः

हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि ।
हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि ॥ ११०
स्वर्ण रौप्य वज्र मुक्ता रत्नानि विविधानि च ।
पुष्प चन्दन माल्यानि वर्जितानि महात्मना ॥ १११
तेन स्वीकृत सन्न्यास त्याग सन्दर्शनाय वै ।
त्याग लीलां कलौ देवश्चैतन्यः समदर्शयत् ॥ ११२
तन्मत मुररी कृत्य कामिनी काञ्चनादिकं ।
वर्जयित्वा महानन्द सुखाब्धौ मज्जितोह्यहं ॥ ११३

"He appeared as Sri Chaitanya at Nabadwip. He had no ornaments, not even a garland of flowers. He showed the way to bliss by renunciation. I have thought it wise to follow him by avoiding gold and woman, and thereby attained peace and happiness." 107 to 113.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শচীগর্ভে নবদ্বীপ ধামে ভক্তরূপধারী ভগবান জীব সকলের কলির পাপ নাশের জন্য আবির্ভূত হইয়া বত্রিশ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম যে নাম হতে জীব সকল মুক্তি লাভ করিয়া অন্তে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করে। ১০৭।১০৮।১০৯

সেই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই এই ঘোর কলিযুগে বিতরণ করিয়াছেন। সেই নাম এই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ১১০

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি বিবিধ রত্নালঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া ত্যাগ ধর্ম্ম দেখাইয়াছেন এবং আমিও তাঁহার মত গ্রহণ পূর্ব্বক মহানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি। অতএব আমি যদি পিত্তল বা লৌহাদি যে কোন ও ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করি। তাহাতে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ মাত্রে যেরূপ হাত পুড়িয়া যায় তদ্রূপ যে কোন ধাতু স্পর্শমাত্রে আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে।
১১১।১১২।১১৩।১১৪

अतः पित्तल लौहादेःस्पर्शनं यदि जायते ।
देहो मे तेन दग्धःस्यादुत्तप्त लौहपृष्ठवत् ॥ ११४
एवं नाना सत् प्रसङ्गात् परं कविवरोमहान् ।
श्रीगिरीशचन्द्र घोषः कालीपदः सुबुद्धिमान् ॥ ११५
गीतमेकं सुमधुरं श्रीगौर प्रेमसूचकं ।
प्रगायतां भावयुक्तौ उभौ गायक सत्तमौ ॥ ११६
भावप्रवण गीतन्तु श्रुत्वा भावमयो हरिः ।
संगृह्य गान तात्पर्यं ततैवं समचिन्तयत् ॥ ११७
जीवानां परम श्रेयो दानार्थमत्र भूतले ।
आविर्भूय जीव ऋणं शोधितुं न क्षमो ह्यहं ॥ ११८
परन्तु तेन ऋणेन भवामि विक्रीतः क्षितौ ।
अथवा प्राण पातञ्च कृत्वापि सुफलं यया ॥ ११९
न लब्धं येन जीवास्ते भगवत् प्रेम सागरे ।
मज्जिता ना भवन् सर्व्वे दारवित्तेषणातुराः ॥ १२०

"So the very touch of metallic ornaments burns me like red-hot iron." After such other

holy discourses, the great poet Girish Chandra Ghosh and the most intellectually gifted Kalipada sang together a very sweet song about devotion to Sri Gouranga. The purport of the song was that Sri Gouranga lamented his inability to fulfil the mission of his life as the people could not be purged of their sins due to their proneness to earthly pleasure and aversion to holy pursuits.

114 to 120.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপভাবে নানাবিধ সৎ প্রসঙ্গের পর মহাকবি গিরীশ এবং বুদ্ধিমান কালীপদ এই দুইজনে গৌরাঙ্গ প্রেম সূচক গান গাহিয়াছিলেন। ভাবময় ঠাকুর গানের ভাবার্থ এইরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন যে আমি জগতের জীবের মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি কিন্তু জীব সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু সেই ঋণের দায়ে আমি আত্ম বিক্রীত হইতেছি।

অথবা প্রাণপাত করিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিতেছি না। যেহেতু জীব সকল ভগবৎ প্রেম সাগরে মজ্জিত না হইয়া কেবলমাত্র স্ত্রী এবং অর্থে আসক্তি বাড়াইতেছে। ১১৫।১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০

এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যো মহাভাবেন সংযুতঃ।
নিত্যগোপাল গোস্বামি ক্রোড়ে স্বং দক্ষিণং পদং ॥ ১২১
দদৌ যদা স গোস্বামী তৎক্ষণাত্তৎপদং হৃদি।
সংবিন্যস্যাশ্রুতোয়েনাভিষিক্তং কৃতবাংস্তদা ১২২

प्रभोर्भावावसाने तं नित्यगोपाल पण्डितं।
तत्रस्थानन्यभक्तांश्च सर्व्वानप्यवदत् प्रभुः ॥ १२३
उच्यतामुच्यतामुच्चैर्भवद्भिः सर्व्वसत्तमैः।
मिष्टमिष्टमिदं गानं हरेर्नामैव केवलं ॥ १२४
तथा श्रीकृष्णचैतन्य नामोच्चारयतामलम्।
प्रभो श्रीकृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य हे प्रभो ॥ १२५
निरन्तरं वदन्तूच्चैस्तेन शान्तिर्भवेद्ध्रुवा।
तत्र कोऽप्येवमवदत्त्रिवारोच्चारणक्षयम् ॥ १२६
एकेनैवोच्चारणेन सर्व्वं सम्पद्यते यतः।
नैतत् सुसङ्गतं वाक्यं शिष्याणां सद्गुरोर्भवेत् ॥ १२७

When Thakur in his divine mood extended his right leg towards Goswami, the latter held it on his breast and washed it with his tears. When Thakur regained his balance of mind, he said to his devotees, "Sing aloud the holy names of Sri Krishna Chaitanya, which will bring you all joy and happiness." At this, one of the devotees said, "When uttering the holy name once only is sufficient to dispel all our sins, repeated recital of holy names should not be advised by any holy man." 121 to 127.

বঙ্গানুবাদ :—

মহাভাবে ভাবিত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ঠাকুর নিজের দক্ষিণ চরণটি গোস্বামীর সাম্নে বাড়াইয়া দিলে পবিত্র পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের পাদ পদ্মটি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন। ১২১।১২২

অন্ত্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের ভাবাবেশের অবসান হইলে গোস্বামী এবং অন্য ভক্তবৃন্দ সকলকেই বলিয়াছিলেন।

হে মহাভাগ সত্তম! আপনারা সকলে অভিলষিত ফল দাতা সুমধুর হরিনাম গান করুণ। এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমন্তুকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করুন। বলুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনবরত এই নাম উচ্চারণ করিলে আপনাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য। ঠাকুর এইরূপ বলিলে সেই সময় কোন একটি শিষ্য বলিয়াছিলেন।

একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের মুক্তি হয় তবে তিনবারের উচ্চারণ কেন।

আমরা গুরুর এইরূপ বাক্য ভাল বলিয়া মনে করি না॥

১২৩।১২৪।১২৫।১২৬।১২৭

दार्ढ्यार्थं देह मनसां जाग्रदादि प्रभेदतः ।
व्यवस्थानां वा शुद्ध्यर्थं त्रिवारं हरिकीर्त्तनम् ॥ १२८
शास्त्रीयं विधि माश्रित्य कर्त्तव्यं सज्जनैः सदा ।
अत्रेदं ठाकुरेणोक्तं यूयं किं तन्न पश्यत । १२९
नौचालकौ यदा नौका बन्धनार्थं धृतं मुदा ।
प्रोथनार्थं वंशदण्डं नद्यास्तीरे विशेषतः ॥ १३०
वारम्वारं सर्व्वशक्त्या प्रोथितं निश्चलं कृतं ।
येन नद्या जलोच्छ्वासे वर्द्धिते न चलत्यसौ ॥ १३१
एवं संसार जलधेः सन्ततं निज विग्रहान् ।
शोक मोह जरा मृत्यु क्षुत्पिपासा षडूर्म्मितः ॥ १३२

রক্ষাং কুর্বন্তি ভক্তা স্তে বদন্ত স্তত্র পুনঃপুনঃ।
শ্রীহরি মঙ্গলং নাম ন নিমজ্জন্তি সাগরে ॥ ১৩৩
এবন্তত্র শিষ্যগণান্ কৃতার্থান করোত্ প্রভুঃ।
উষিত্বা বলরামস্য বসোঃ শিষ্যস্য সদ্মনি ॥ ১৩৪

On hearing this Thakur said, "Such remarks of my disciples about a good preceptor are not wise. To attain soundness of body and mind and also to purify mind in its three states of wake, drowsiness and deep steep, it is necessary to utter holy names repeatedly. You might have observed that boatsmen try repeatedly to fix the bamboo pole in the river at the time of rest to get their boat tied to the pole so that the tides of the river cannot meke them restless. Just in the same way men can save themselves from the six worldly waves, viz, bereavement, undue attachment, age, death, hunger and thirst, by repeated chanting of holy names. Thus, during his stay in the house of Balaram Basu, Thakur blessed his disciples with his wise sayings. 128 to 134.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। সদ্গুরুর সম্বন্ধে শিষ্য বর্গের এরূপ বলা ঠিক হয় না। দেহ এবং মনের দৃঢ়তার জন্য অথবা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিশুদ্ধির জন্য তিনবার বা

বহুবার হরিনাম কীর্ত্তন শাস্ত্রীয় বিধিমত সাধকগণ করিবেন। এবং আরও বলিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখনি নৌকার দাঁড়ী মাঝী যখন নৌকা বাঁধিয়া রাখে সেই সময় বংশদণ্ডকে প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত্তমধ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় পুনঃ পুনর্ব্বার প্রোথিতকরে যাহাতে নদীর জল বাড়িলেও নৌকা ঠিক থাকে সেইরূপ সংসার সমুদ্রে পতিত দেহ তরণীকে শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয় প্রকার উর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গ হইতে রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। সমুদ্রে ভেলার মত তাঁহাকে রক্ষা করে, বা সমুদ্রে ডুবে যায় নাই।

এইরূপভাবে বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শিষ্য বর্গকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ১২৮ হইতে ১৩৪।

समर्प्य स्वेष्ट देवस्य सेवायां सर्व्ववैभवान् ।
धन्योऽहं वै भविष्यामि सञ्चिन्त्यैव महामतिः ॥ १२५
बलराम वसुः स्वस्य सेवां चक्रे दृढव्रतः ।
शिष्टाचार सुरक्षार्थं चिन्तितं ठाकुरेण तु ॥ १२६
यद्यपि मम भक्तोऽयं बलराम वसु र्महान् ।
सुखस्वाच्छन्द्य रक्षार्थमानन्द मनसा सदा ॥ १२७
सर्व्वदा सहते सर्व्वं प्रतिकूलं तथाप्यहं ।
सर्व्वदास्य शुभाकाङ्क्षी सुखशान्ति प्रियस्य च ॥ १२८
सुतस्य धनिनः स्निग्ध देहस्य व्यग्रतां सदा ।
वस्तुकार्य्यविघादत्र न करिष्यामि मे मतिः ॥ १२९
ततोऽन्यस्मि चकस्मिंश्चित् स्थास्यामि भवने सुखं ।
ठाकुरेच्छामिमां ज्ञात्वा बालोपदः सुबुद्धिमान् ॥ १३०

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ स्कः

श्यामपुष्करिनी मध्ये स्वगृहस्य समीपतः ।
श्रीगोकुल भट्टाचार्य्य गृहं तेन प्रकल्पितं ॥ १४१

Balaram longed to be blessed by dedicating his life and property to the service of Thakur. On the other hand Thakur thought, "Balaram is taking great pains to bring me comforts. Being a rich man, he is not accustomed to such troubles and worries. It is therefore desireable that I should leave his house and restore his easiness of body and mind." Understanding thedesire of Thakur, Kalipada made arrangements to take Thakur to the house of Gakul Bhattacharya near to his own house in Shyam-pukur. 135 to 141.

অনুবাদ :—

মহামতি বলরাম বসু নিজ ইষ্টদেব ঠাকুরের সেবায় সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইব এইরূপ ভাবিয়া বিশেষভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শিষ্টাচার রক্ষার্থে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যদিও আমার পরম ভক্ত বলরাম আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা আনন্দ মনে নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহা হইলেও শিষ্যের সর্ব্বদা শুভাকাঙ্খী আমি এই ধনীর পুত্র অতএব সুকোমল দেহ সুখ শান্তি প্রিয় ইহাকে আমার সেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করা আমার উচিত নয়।

অতএব আমি অন্য স্থানে যাইলে ইহার এরূপ উদ্বেগ হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মনোভাব জানিয়া অতি প্রিয় ভক্ত বুদ্ধিমান কালীপদ

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

নিজ গৃহের নিকটে শ্যামপুকুর নামক স্থানে গোকুল ভট্টাচার্য্যের গৃহ ঠাকুরের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৩৫ হইতে ১৪১।

श्रीप्रताप मजुन्दारो होमिओपेति वैद्यकः।
ठाकुरस्य चिकित्सार्थं ठाकुरेण नियोजितः॥ १४२
सोऽपि तं ठाकुरं मत्वा सच्चिदानन्द विग्रहं।
चिकित्सामकरोत्तस्य विशुद्ध मनसा महान्॥ १४३
भक्ता युवक वर्गास्ते पर्य्याय क्रमतः प्रभोः।
सेवा कार्य्यं यथान्याय मकुर्व्वन्नति यत्नतः॥ १४४
मातापि सारदादेवी दक्षिणेश्वर पत्तनात्।
आगत्यात्र पथ्यभारं ठाकुरस्य समग्रहीत्।॥ १४५
अनौरस प्रजास्तस्य ठाकुरस्य परं प्रियाः।
राखालराज पूर्व्वास्ते भक्तवर्गाः सहस्रशः॥ १४६
यथाकाले यथारीति चक्रुः सेवां महत्तरां।
प्रियभक्त गिरीशेन विख्यातः सुचिकित्सकः॥ १४७
महेन्द्रलाल सरकार आनीतो रोगमुक्तये।
औषधस्य सुपथ्यस्य संग्रहार्थं समुत्सुकाः॥ १४८

He also appointed the famous Homeopathic doctor. Pratap Mazumder for medical treatment of Thakur. The doctor treated Thakur with great care, and the young disciples also nursed him very carefully. Sarada Devi used to bring food and diet from Dakshineswar. The devotees like Rakhal Raj and others were busy in rendering all services to Thakur. His most favorite

disciple Girish brought the famous physician Mahendra lal Sarkar to cure Thakur of his disease. 142 148.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ঠাকুর হোমিও ডাঃ প্রতাপ মজুমদারকে নিযুক্ত করেন ডাক্তারও ঠাকুরকে ভগবান জানিয়া চিকিৎসা করেন। ঠাকুরের তরুণ ভক্তবৃন্দ পর্য্যায় ক্রমে অতি সাবধানের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের পরমারাধ্যা মাতা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য ভার গ্রহণ করেন। ১৪২ হইতে ১৪৫।

এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় শিষ্য রাখাল রাজ প্রভৃতি যথারীতি অর্থাৎ যে সময়ে যাহা ঔষধ বা পথ্য ঠিক সময়ে সেই সকল দ্রব্য সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন।

ইত্যবসরে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত গিরীশচন্দ্র বিখ্যাত সুচিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য আনিয়াছিলেন।

১৪৬।১৪৭।১৪৮

अपरे भक्तवर्गा ये स्नानाहार विवर्ज्जिताः।
कुत्र लभ्यं सुपथ्यन्तु कुत्र तदौषधोत्तमं ॥ १४९
धावन्तो हि दिशः सर्व्वा नाविन्दन् वै जलस्थलम्।
भक्तोऽन्योमनस स्तुष्ट्य रोगनिर्णय हेतवे ॥ १५०
पाश्चात्यभिषजं तत्रानो नवान् सुविचक्षणम्।
होमिओ मत माश्रित्य चिकित्सा सम्बभूव ह ॥ १५१

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अ:

तथा मातुः स्थिति वार्त्ता न ज्ञाता बहुभिर्जनैः।
स्थितापि तत्र सा देवी जनदृष्टेरगोचरा ॥ १६१

महेन्द्रलाल सरकार श्चिकित्सक शिरोमणिः।
चिकित्सार्थं समागम्य प्रत्यहं ठाकुरस्य सः ॥ १६२

It is no wonder that she would take so much pains to serve her husband. Even though the house was full of people, none could know how and when she would take her bath and meal. Even many of the visitors did not know that she was there in the house. The great physician Mahendra Lal Sarkar would remain for hours together everyday and carry on with holy discourse. 156 162,

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব জগৎ স্বামী স্বামীর সেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ইহাঁর পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পরন্তু এই গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইলেও মাতা শৌচ স্নান পূজা ও ভোজনাদি কখন কি ভাবে সমাধা করিতেন। অথবা এখানে অবস্থান করেন যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহারা কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না। একথা ধ্রুব সত্য। এবং বহিরাগত ব্যক্তি সকলও কেহই জানিতেন না যে মাতা সারদা দেবী এইস্থানে আছেন।

চিকিৎসক চূড়ামণি মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে থাকিতেন।

এবং বলিতেন আমি জানিনা আপনার উপরে আমার এরূপ ভক্তি কেন হয়। ১৫৮ হইতে ১৬৪

समोपे समुपाविश्य प्रायेन घटिका त्रयं।
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन तत्‌काल स्तेन यापितः॥ १६२

उक्तञ्च न ज्ञातमेतद्भवदुपरि मे तथा।
अनुरागोऽभवद्‌येन दृष्ट्वा त्वां गतवानपि॥ १६४

स्वगेहे सुस्थभावेन स्थातुं न पारयाम्यहं।
केवलं भवतोभावं भावयामि पुनः पुनः॥ १६५

नेष्टगन्यं वित्तवन्तं कदाचिदपि रोगिनं।
प्रभूत वित्तदातारं न चिन्तयामि निश्चितं॥ १६६

मन्येऽहं मोहितस्त्वास्मि भवद्भिर्भगवत् परैः।
अथवा त्वयि मे भक्तिर्जाता सद्‌गुण दर्शनात्॥ १६৭

पश्चाधुना दिनस्यास्य कालो भूयान् गतोलयं।
त्यक्त्वा त्वां स्वगृहे गन्तुं नेच्छामि च तथाप्यहं॥ १६८

पीत्वा कथामृतं तेऽहं सम्प्रविष्टः सुधार्णवे।
मन्ये त्वां देवदेवानामीश्वरं जगतां गुरुं॥ १६৯

He would say, "I cannot explain how and why I have been so much devoted to you that I do not find rest even after my return to my own

house, as I think of you again and again. I never think of rich patients who give me lots of money. I think, I have been overpowered by your divine influence, or 1 have developed devotion to you for your godly qualities. You may please see that even the greater part of the day is passed. yet I do not like to leave you and go back to my house. Your utterings have opened up a world of joy to me, and I regard you as Divinity itself." 163 to 169.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাহাতে আপনাকে দেখিয়া গৃহে যাইয়াও আমি সুস্থভাবে থাকিতে পারি নাই। কেবলমাত্র আপনার অবস্থাই বারম্বার চিন্তা করি। অন্য ধনী রোগীকে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দেয় এরূপ রোগীর জন্য এমত ভাবি নাই। আমার মনে হয় আপনার ভগবৎপরতাই আমাকে মোহিত করে। অথবা আপনাতে ভগবানের লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি।

এখনই দেখুন এই দিনের অধিক সময় গত হইলেও আপনাকে ছাড়িয়া আমার নিজগৃহে যাইবার ইচ্ছাও হইতেছে না।

পরন্তু আপনার মুখনির্গত কথামৃতপান করিয়াই সম্প্রতি আমি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি।

অতএব আমি নিশ্চয় বুঝিলাম আপনি ভগবান দেবতাদিগেরও দেবতা জগদ্‌গুরু। ১৬৫।১৬৯

आशङ्कया रोगवृद्धे र्वहुभिः सह भाषणं ।
न कर्त्तव्यं भवद्भिस्तु सुनिर्दिष्टमिदं मया ॥ १७०

किन्त्वस्माभिः कथालापे रोगवृद्धि र्न सम्भवेत् ।
स्वल्प वाक्ये न वाक्यानां तात्पर्य्यार्थं सुग्टह्यते ॥ १७१

यत श्चिकित्सकोऽहं वै विचिन्त्य कथयामि ते ।
अयं महेन्द्रलालस्तु मथुरस्योत्तमः सुहृत् ॥ १७२

ठाकुरेणापि विदितः सरकारः पूर्व्वत स्तथा ।
अत स्त्वमिति संवोध्य ठाकुरं संवदत्यसौ ॥ १७३

ठाकुरोऽपि बन्धुतुल्यं सरकारं समुदीच्चते ।
तथान्यस्मिन्दिने सोऽयं ठाकुरमब्रवीत् स्वयं ॥ १७४

भवान् भगवतो वार्त्तां यामवदत् सुखेन तां ।
अवगन्तुं समर्थोऽस्मि प्राप्नोम्यानन्दमुत्तमं ॥ १७५

किन्तु ते नन्दन भक्ताः सर्व्वधर्म्म विघट्टिताः ।
वदन्ति केचन जनाः शचीनन्दनमाश्रय ॥ १७६

"However, I advise you not to talk much as it may aggravate your disease. Exchange of a few words as between ourselves is not harmful." Mahendra Lal was a friend of Mathuranath and so he was already known to Thakur since long, and talked in a very familiar way. Thakur also talked to him like a friend. One day Mahendra Lal said, "What you tell me about religion

and God is quite understood by me, and brings me great joy. There is, however, a group of people who bring about great confusion in our holy thoughts. Some advise worship of the son of Sachi." 170 to 176.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাহাহৌক আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলিতেছি যে আপনি বহু লোকের সহিত বহু কথা বলিবেন না। তাহাতে রোগবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। ১৭০

কিন্তু আমাদের মত লোকের সহিত কথোপকথনে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কারণ আমরা অত্যল্প কথার দ্বারাই তাৎপর্য্য লইতে পারি।

যেহেতু আমি সুচিকিৎসক অতএব সুচিন্তিত বাক্যই বলিয়া থাকি। এই মহেন্দ্র লাল সরকার মথুরানাথ বাবুর প্রিয় বন্ধু তজ্জন্য ঠাকুরও পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে জানিতেন। এই জন্য সরকারও ঠাকুরকে তুমি বলিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭১।১৭২।১৭৩

ঠাকুরও সরকারকে বন্ধুর মতই দেখিতেন। তৎপরে আর একদিন সরকার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আপনি ভগবৎ কথা যাহা বলেন আমি তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারি এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কতকগুলি নন্দনের দল আছে তাহারা ধর্ম্মের সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত করে। কতকগুলি লোক বলে শচীনন্দনের সেবা কর। কেহ কেহ বলে কৌশল্যানন্দন ভজ। ১৭৪।১৭৫।১৭৬

अन्त्यलीलायां द्वेष्टः

कौशल्या नन्दनं केऽपि यशोदानन्दनं तथा ।
मेरी नन्दन मित्यन्ये ह्येते सन्देह सागरे ॥ १७७
जनान्निमज्जितान् मत्वा श्वासरोधान कुर्वते ।
किन्त्वहं स्वविशुद्धार्थमोश्वरानुभवाय च ॥ १७८
विज्ञानालोचनेनैव पाप्स्यामि भगवत् कृपां ।
भवत् कथामृतेनैव मया धर्म्मो विनिश्चितः ॥ १७९
वाक्यव्ययम कृत्वैव प्रभुर्माष्टारमब्रवीत् ।
कृतार्थीकरणार्थाय केवलं कृपया तदा ॥ १८०
तस्य शान्त स्वभावत्वादुच्चैर्गानादुपप्लवं ।
मत्वा स शिक्षकस्तत्र गानं नकृतवान् सुधीः ॥ १८१
दौर्ब्बल्यं तस्य तद्दृष्ट्वाप्यादरेण तदा प्रभुः ।
आहूय युवकञ्चैकं भक्तं प्रोवाच गीतवित् ॥ १८२
त्वमेवोच्चैःस्वरयुक्तो गानं कुरु सुपुत्रक ।
भगवदाज्ञया भक्तश्चकार गीतमुत्तमं ॥ १८३

"Some others plead for the son of Kaushallya, some again fcr the son of Jasoda. Again others shout for the son of Mary. Thus we are thrown into the sea of doubts and feel strangled. I am, however, sure that I shall win the grace of God by knowledge and learning and also by your wise guidance." Without giving any reply to Sarkar, Thakur asked master to sing a song.

অন্ত্যলীলায়াং ষষ্ঠ স্কঃ

Considering that Sarkar would feel very uneasy by a loud song, Master remained mute. Thakur then asked a young disciple to sing aloud. He did it very nicely. 177 to 183.

বঙ্গানুবাদ :—

কেহবা বলে যশোদানন্দনের সেবা কর। কেহবা বলে মেরী নন্দনের আশ্রয় লও। এইরূপ নানাজনের নানা মতে সন্দেহসাগরে ডুবিয়া শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার বিশুদ্ধির জন্য এবং ভগবদনুভূতির জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভ করিব। আপনার কথামৃতের উপদেশেই ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি বা ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিয়াছি। ১৭৭।১৭৮।১৭৯

সরকারের মনোভাব জানিয়া ঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া সরকারকে কৃপাপূর্ব্বক কৃতার্থ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন একটি গান করত। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তারবাবুকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানে অশান্তি হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের গানে অসম্মতি দেখিয়া গীতজ্ঞ ঠাকুর একটি যুবক ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমিই একটি গান কর। সেই যুবকটি ঠাকুরের আদেশ লইয়া একটি অতি মধুর গান করিয়াছিলেন। ১৮০।১৮২।১৮৩

को जानाति किदृक् काली षड्दर्शनैरदर्शनं
ब्रह्माण्डभाण्डमुदरं तस्याः कीदृक् प्रकाण्डता ॥ १८४
पादाधःपतितो यस्तु श्रीमहेश्वर संज्ञकः ।
भगवान् शङ्करः किञ्चिज्जानात्यन्यो न कोचन ॥ १८५

लोकहास्यकरञ्चेदं रामप्रसाद भाषणं ।
बाहुचालनशक्त्यैव समुद्रतरणं यथा ॥ १८६
अथवा वामनेनापिधार्य्यते किं निशाकरः ।
मनः शक्नोति तां बोद्धुं प्राप्नोनेति कथञ्चन ॥ १८७
यदेदं गानमभवठठाकुरस्य च सन्निधौ ।
श्रीमुणीन्द्र गुप्त नामा तत्पार्श्व वर्त्तिवेश्मनि ॥ १८८
तद गानमुत्तमं श्रुत्वा समाधिं स तदा विशत् ।
तद्वद्दण्डायमानस्य लाटु भक्तस्य वै तदा ॥ १८९
आशङ्क्य पतनं तस्य भावावेशादगत स्मृतेः ।
बाहुभ्यां तं विधृत्यैव श्रीनिरञ्जन नामकः ॥ १९०

The purport of the song was this, "Who knows what is Kali like? She is not realised by the six branches of Philosophy. How big is She who carries these endless universe in Her belly? Lord Sankara who lies at the feet of Kali may know something about Her. but none else. Just as any attempt to swim across the sea or to catch the Moon by a dwarf is ludicrous so also it is quite futile to realise the Goddess by our mind and intelligence." On hearing this song Munindra Gupta lost his sense. Latu babu who was standing became also unconscious. Niranjan who attempted to hold Latu babu, became also senseless. 184 to 190.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গানটি এইরূপ। কে জানেরে কালী কেমন।
যাঁর ছয় দর্শনে না পায় দর্শন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালীপদ্ম বনে হংস সনে হংসী হয়ে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড তাঁর প্রকাণ্ডতা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কিছু কালীর মর্ম্ম অন্যে কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন,
আমার প্রাণ বোঝেছে মন বোঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন॥

১৮৪ হইতে ১৮৭

ঠাকুরের নিকট যখন এই গানটি হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরে ভক্ত মুণীন্দ্র গুপ্ত এই গানটি শুনিবার সময় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ ভাবাবেশ বশতঃ হতচৈতন্য দণ্ডায়মান লাটু ভক্তের পতন জানিয়া দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিয়া ভক্তপ্রবর নিরঞ্জনও সমাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না।

১৮৮ হইতে ১৯১

ভক্তানাং প্রবরঃ সোঽপি তদবস্থা মুপাগমত্।
অভূতপূর্ব্বং দৃশ্যোঽয়ং ন প্রাগ্নেনাক্ষিগোচরঃ॥ ১৯২
যতো ভগবতো নাম গান শ্রবণমাত্রতঃ।
সমাধিঃ সম্ভবো হ্যে দৃষ্টা ভক্তানামভবদ্দ্রুতম্॥ ১৯৩

ततः श्रीठाकुरः प्राह सरकारं देह संविदं ।
त्वन्तु चिकित्सकश्रेष्ठः पश्यैतेषां हठात् कथं ॥ १९३
लुप्तासंज्ञा मुनि पुनः परीक्ष्य सत्त्वरं वद ।
ठाकुरैनैवमुक्तः स सरकारस्त्वाञ्जसा तदा ॥ १९४
परीक्ष्य प्राक् प्राणनाड़ीं पादनाड़ीं ततः परं ।
यन्त्रयोगेन हृतपिण्डं चक्षुषौ च कराङ्गुलीन् ॥ १९५
दत्वा तेषां सर्व्वविधां परीक्षां सुसमाप्य सः ।
ठाकुरान्तिकमागम्य विस्मितस्तमुवाच ह ॥ १९६
विज्ञान शास्त्रविदुषामस्माकमिति निश्चय ।
लुप्तज्ञाना भवन्नत्ता मृताश्चेति न संशयः ॥ १९७

It was very surprising that three devotees would become senseless on hearing a song. Thakur asked Sarkar to examine their condition. Sarkar instantly examined each of them as thoroughly as he could. He came back to Thakur and said, "According to the laws of medical science, they are dead." 191 to 197.

বঙ্গানুবাদ :—

যেহেতু ভগবানের নাম শ্রবণ মাত্রে ভক্তবর্গের তৎক্ষণাৎ সমাধি হয় এরূপ অবস্থা কোনও সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। সেই সময়ে দেহযন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ডাঃ সরকারকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমিত খুব বড় ডাক্তার। তুমি হঠাৎ কেন

ইহারা চৈতন্যশূন্য হইল ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষভাবে দেখিয়া আমাকে ব'ল। ঠাকুর এইরূপ বলিবামাত্র সরকার তৎক্ষণাৎ সসব্যস্তে সেইসকল ভক্তের প্রাণনাড়ী পাদনাড়ী হৃৎপিণ্ড যন্ত্র দ্বারা হস্ত দ্বারা চক্ষুর ভিতরে অঙ্গুলি দিয়া সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়া অশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের মতে আপনার এইসকল ভক্তের মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার যথার্থ ধারণা। ১৯২—১৯৭

ঠাকুরস্য জন্মভূমি নিকটস্থালয়ে ক্বচিত্।
কীর্ত্তনানন্দ মগ্নস্য চেতনালুপ্ততাং গতা॥ ১৯৮

কদাপি চেতনাযুক্তো ননর্ত্ত হরিকীর্ত্তনে।
দৃষ্ট্বৈব তত্র ত্যজনা অবদন্ বিস্মিতা স্তদা॥ ১৯৯

ঈদৃগাশ্চর্য্যং পুরুষঃ সমায়াতো মহোত্সবে।
মরণং জীবিতঞ্চাস্য ভবেদেব ক্ষণে ক্ষণে॥ ২০০

অত স্তবেচ্ছয়ৈবেতি কৃপায়াঃ সেবকা জনাঃ।
দৃষ্ট্বা যে ভবিষ্যন্তি নৈতদাশ্চর্য্যং কারণম্॥ ২০১

ততঃ সমাধিযুক্তাস্তে ঠাকুরস্য পদাম্বুজে।
প্রণামার্থং যদায়াতা স্তদাসৌ সুচিকিত্সকঃ॥ ২০২

বিজ্ঞানবিদতিস্ময়ং বিস্মিত স্তমুবাচ হ।
পশ্যামি সর্ব্বমেবৈতত্ ক্রীড়নং তব নিশ্চিতং॥ ২০৩

সকাশে ভবতাঽদ্যাহং নিঃশেষেণ পরাজিতঃ।
অহঙ্কারো বলং বিদ্যা চিকিত্সাভিজ্ঞতা মম॥ ২০৪

Once near the native village Thakur lost his senses in his joy in singing holy names. After a while he regained his senses and began to sing. People who were present there became very much surprised to see him dead and alive alternatively. It is therefore, no wonder that his disciples came back to life and gathered at the feet of Thakur. The famous physician became greatly astonished and said to Thakur, "I feel myself utterly defeated by your divine power, and my pride in the knowledge of medical science is now qiute shattered." 198 to 204.

বঙ্গানুবাদ :—

কোন এক সময়ে ঠাকুরের নিজ বাড়ীর নিকটে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হয়। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করেন। ঠাকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া সেই সকল লোক আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। আমাদের এই হরিসঙ্কীর্ত্তন সভায় এমন একটি আশ্চার্য্য লোক আসিয়াছেন যাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বাঁচিয়া উঠেন। অতএব আপনার ইচ্ছানুসারেই আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার বহুতর সুসন্তানগণ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ১৯৮ হইতে ২০১

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ स्कः

তৎপরে সেইসকল শিষ্যবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করতঃ ঠাকুরের পদতলে আসিয়া প্রণাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে তখন বিজ্ঞানবিৎ ডাঃ সরকার অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি দেখিতেছি যে ইহা আপনারই ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজ আমি আপনার নিকট বিশেষভাবে পরাজিত হইলাম। আমার অহঙ্কার বিদ্যাবল চিকিৎসা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতিতে যাহা কিছু অভিমান ছিল আজ সেইসকল সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণ হইল। ২০২।২০৩।২০৪

यत्किञ्चिदस्ति दर्पस्य सर्व्वं सम्पूर्णतां गतम्।
भवान् यदि वदेन्मह्यं ये चात्र तव दर्शने ॥ २०५

समायाता स्तत् पादुका माल्यं धृत्वा स्वमस्तके।
स्वच्छन्दं राजमार्गेऽहं सञ्चरामि सगौरवं ॥ २०६

श्रुत्वेदं ठाकुरःप्राह स्वल्पहास्य पुरःसरं।
त्वमतीव महोदय जनो विद्वान् विचक्षणः ॥ २०७

भिषक् श्रेष्ठतमत्वात्ते प्रतिष्ठाभूद्गरीयसी।
वाग्मिवते कर्म्यं समा यतस्त्वं सज्जनो महान् ॥ २०८

कृतार्थी कृत एवासौ ठाकुरेण चिकित्सकः।
मत्वा श्रीभगवन्तं तं न नामदण्डवन्नु वि ॥ २०९

"If you so like, I can walk along the streets of the city with the garland of your visitors' shoes on my head, and take it as a matter of great honour." On hearing this Thakur said with a smile, "You are a great scholar and the best of

physicians of modern times. What you have said is as good as what you would have done." Thus Thakur blessed tha physician who fell flat before Thakur with utter submission and great devotion. 205 to 209.

বঙ্গানুবাদ :—

আপনি যদি বলেন যে আমাব দর্শনার্থে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের পাদুকার মালা গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক আমি স্বচ্ছন্দে রাজপথে সগৌরবে বিচরণ করিতে পারি। সরকারের কথা শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ হস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় ধার্ম্মিক বিদ্বান্ মহাশয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বশতঃ আপনার প্রাতষ্ঠা বড়। আপনার বাক্যই কার্য্য যেহেতু আপনি অতিশয় সজ্জন।

এইরূপে ঠাকুর মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃতার্থ করিলে ডাঃ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন। ২০৫—২০৯

স্বরূপং দর্শয়ামাস ভগবানপি তং তদা।
পুনরাগমনন্তস্য কিং ভবিষ্যতি ভূতলে ॥ ২১০
যে ত্বদা শ্রীভগবতঃ সান্নিধ্যং বাঙ্মিগোচরং।
কৃতন্তে স্তস্য কৃপয়া স্বরূপমবলোকিতং ॥ ২১১

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য কেশব সেন সমাগম

अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अ:

स्तथा पानिहाटी ग्राम गमने रोगारम्भात् परं बागबाजार बलराम मन्दिर श्यामपुष्करिणी स्थाने क्रमादगते श्रेष्ठ चिकित्सक महेन्द्र लाल सरकारं प्रति स्वरूप दर्शनादिना कृतार्थी करण रूपोऽन्त्य-लीलायाः षष्ठोऽध्यायः ॥ अः ६ ।

Thakur showed his divine self to that physician. Will it be possible in this Kali Yuga to have such occurence repeated ?

210 to 211

Here ends the sixth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrshna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ( অঃ ৬ )

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান ঠাকুর ও ডাঃ মহাশয়কে নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ঘোর কলি যুগে আর কি এরূপ ভক্ত ও ভগবানের সাক্ষাৎ সম্মিলন পৃথিবীতে কখনও কি সম্ভব হইবে। ২১০।২১১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের কেশব সেনের সহিত সম্মিলন।

পানিহাটী গমনে রোগোৎপত্তি। দক্ষিণেশ্বর হইতে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে শ্যামপুকুরে আগমনান্তে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপাকরণ প্রভৃতি অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইল।

অঃ ৬ অঃ ॥

ठाकुरस्य महाभक्तः सुरेन्द्र मित्र नामकः।
लब्धागुरोः कृपारूपामाज्ञांससाधको महान् ॥१
कल्पावश्वमेधतुल्या दुर्गापूजेतिर्या विदुः।
वहु वाधामतिक्रम्य पूजांचक्रे यथाविधि ॥ २
दुर्गेव श्रीरामकृष्णः साक्षात् श्रीभगवान् स्वयं ॥
साधकानां हितार्थाय भक्तमूर्त्ति परिग्रहं ॥ ३
कृत्वाविर्भूय भगवान् लीलामानन्ददायिनीं।
युगे युगे प्रकरोति मर्त्त्य लोके विशेषतः ॥ ४
अखण्डानन्दरूपोऽयं भगवान् भक्तवत्सलः।
शुभे महाष्टमीदिने सन्धिपूजा समागमे ॥ ५
पूजामण्डप आगत्य दिव्यदृष्ट्या स ठाकुरः।
अपश्यत् श्रीसुरेन्द्रस्य भक्तियोग प्रभावतः ॥ ६
प्रतिमायां जगन्मातुः साक्षादुदयमात्मनः।
भक्ति गद्गदरूपेण स्रामितुरश्चारुदनमुहुः ॥ ७

With the permission of Thakur. Surendra Nath Mitra celebrated Durga Puja after overcoming great impediments. Like Durga, Sri Ramakrishna also manifests himself in different yugas for the well-fare of devotees. Thakur went to see the Puja on the Mahastami day, and found that the Goddess had appeared in the image and Surendra Nath was shedding tears of joy with his eyes fixed on the Goddess. 1 to 7

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সাধক চূড়ামণি মহাভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের কৃপাদেশ পাইয়া কলিযুগে যে পূজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সেই দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সাধকগণের মঙ্গলের জন্য সেই সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া প্রতি যুগে আনন্দময়ী লীলা এই মর্ত্ত্যালোকে প্রকাশ করেন।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মঙ্গলময় মহাষ্টমী দিনে সন্ধি পূজার সময়ে সুরেন বাবুর পূজা মণ্ডপে যাইয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের ভক্তির প্রভাবে প্রতিমাতে জগন্মাতা দুর্গার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে। এবং সুরেন্দ্রনাথ ভক্তি গদগদ চিত্তে মা মা বলিয়া পুনঃ পুনর্ব্বার রোদন পূর্ব্বক গলদেশে বস্ত্রের সহিত করযোড়ে মা দুর্গার পাদপদ্মে একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টি পূর্ব্বক অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন। ১ হইতে ৭

मातुः पदे न्यस्तदृष्टिर्गलवस्त्रकृताञ्जलिः ।
अश्रुभिः संसिक्तवक्षा महाभावं गतश्च सः ॥ ८
दृष्ट्वैव ठाकुरस्तस्य दुर्गाभक्तिमुवाच ह ।
शास्त्र सिद्धान्त वाक्यन्तद्भक्तिशास्त्रोदितं महत् ॥ ८
अर्च्चकस्य तपोयोगादर्च्चनस्यातिशयनात् ।
आभिरूप्याच्च बिम्बानां देवः सान्निध्यमिच्छति ॥ १०
सर्व्वमेतत् सुरेन्द्रस्य लक्षितं प्रभुना तदा ।
भक्त्या सुरेन्द्रनाथस्य सुप्रीतष्ठाकुरो महान् ॥ ११
परन्त्वलौकिकोन्तस्य पूजां संगृह्य यत्नतः ।
प्रत्यागम्य स्व कं धाम नरेन्द्र प्रमुखां स्तदा ॥ १२

অন্ত্যলীলায়া ৩য় অঃ

সুসম্পানগণাং স্তস্য সুরেন্দ্রস্য কৃতার্থতাং।
অপূর্ব্ব পূজাব্যাপারমুক্তা চ সবিশেষতঃ॥ ১৩
জগন্মাতুঃ প্রসাদান্ন গ্রহণার্থং স ঠাকুরঃ।
প্রেষয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ সুরেন্দ্র ভবনং তদা॥ ১৪

Thakur was pleased to see that the Puja was grandly successful inasmuchas everything was arranged according to prescribed procedure and the worship was performed with great devotion. On coming back to Dakshineswar Thakur told his disciples what he had seen, and sent them to the house of Surendra Nath to take the offered rice. 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই অর্থাৎ পূজকের সাধনার যোগ পূজোপকরণের ঠিক ভাবে আয়োজন। এবং প্রতিমার মূর্ত্তি ধ্যানানুসারে গঠন হইলে সেইস্থলে দেবতার আগমন নিশ্চয় হয়। ঠাকুরের কৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কোনটিরই ত্রুটি হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তি দ্বারাই ঠাকুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরন্তু ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্তানসকলকে

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অ:

সুরেন্দ্রনাথের পূজার সাফল্য এবং পূজার পারিপাট্য অত্যাশ্চর্য্যরূপে বলিয়া জগদম্বার প্রসাদ গ্রহণের জন্য সকলকে সুরেশবাবুর গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। ৮ হইতে ১৪

ततः परं स भगवान् चिन्मयीं भवसुन्दरीं ।
कालिकां दक्षिणां देवीं सम्पूजयितुमुद्यतः ॥ १५
कालीपूजादिने प्रात र्भक्तानाहूय यत्नतः ।
उवाचाद्याशक्ति मातुरद्याविर्भाव वासरे ॥ १६
अतोऽहं कालिकां देवीमर्च्चयामितिथिक्षये ।
सात्विकान्यर्च्चन द्रव्यान्यानयेत सुसत्त्वरं ॥ १७
निशायां भक्तवर्गास्ते पूजोपचारमुत्तमं ।
ठाकुराय समानीय दत्तवन्तोमुदान्विताः ॥ १८
पूजाकाले स भगवान् दिव्यभाव पुरःसरं ।
पुष्पं दत्वा स्व शिरसि प्रोवाच तानिदं वचः ॥ १९
सर्व्वे यूयं जगन्मातुः कालिकायाः स्वरूपकं ।
चिन्तयत चित्तपटे भक्तिभावेन भाविताः ॥ २०
ते सर्व्वे तत्तथा कृत्वा यच्चोक्तं गुरुणा तदा ।
परं सपादमुद्रायां भक्तं यं वेत्ति ठाकुरः ॥ २१

Thereafter Thakur intended to perform Kali Puja on the day of the new moon, and asked his disciples to bring the requisite things on that night. The things which were required for the puja were collected nicely. At the time of

worship Thakur advised his disciples to meditate upon the image of the Goddess. All his disciples did so. But the devotee who was called by Thakur as worth one Rupee and a quarter thought within himself. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্ময়ী ভব সুন্দরী মাতা দক্ষিণা কালিকার পূজার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালী পূজার দিনে প্রাতঃকালে ভক্তবর্গ সকলকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। আজ আদ্যা মহাশক্তির আবির্ভাবের দিন অতএব এই অমাবশ্যার দিনে আমি কালী পূজা করিব। তোমরা পূজার উপযোগী সাত্ত্বিক দ্রব্য সকল শীঘ্র আয়োজন কর।

ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়া সন্ধ্যার পর অত্যুত্তম পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন পূর্ব্বক ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮

পূজার সময় ঠাকুর দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল ভক্ত বর্গকে বলিয়াছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি ভাবে জগন্মাতা কালিকার মূর্ত্তিটি মনোমধ্যে চিন্তাকর। গুরুর উপদেশ মত সেই সকল ভক্ত সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর যাঁহাকে পাঁচ সিকার ভক্ত বলিয়া বলেন। ১৯।২০।২১

तेनैव श्रीगिरीशेन मनसेदं विचिन्तितं।
प्रत्यक्षदेवतां हित्वा कथमन्यां भजाम्यहं ॥ २२
एवं प्राणावेगवशान्मामेत्युक्त्वा तदाहि सः।
ददौ पुष्पाञ्जलिं भक्त्या ठाकुरस्य पदाब्जयोः ॥ २३

अन्त्यलीलाया ७म अ:

ठाकुर स्तत्क्षणादेव दिव्यभाव विभावितः ।
भूत्वा प्रसन्नवदना वराभयकरा तदा ॥ २४
अपूर्व्वज्योतिषां मध्ये कालिकायाः स्वरूपकं ।
स्वात्मानं दर्शयामास भक्तेभ्यः कृपया प्रभुः ॥ २५
श्रीरामकृष्ण रूपाया स्तदा ते भक्त सत्तमाः ।
कालिकाया जगन्मातुः सच्चिन्मय्याः पदाम्बुजे । २६
पुष्पाञ्जलिं सम्प्रदाय कृतार्थाह्यभवं स्तदा ।
श्रीरामकृष्ण लीलेयं कालीरूपा सनातनी ॥ २७
एवं श्यामपुष्करिण्यां यत्किञ्चित् सुस्थतां गते ।
प्रभौ तदासरकारेण स्थानादस्मान्महारवात् ॥ २८

"Why should I worship the Goddess disregarding the living God I see before me?" Being inspired with this thought Sri Girish Sen worshipped with great ardour the the feet of Thakur. At once Thakur transformed himself into the shape and appearance of the Gcddess with divine brilliance, and showed his Divine self to his disciples who felt themselves blessed and worshipped the feet of Thakur in the shape of Kali. When Thakur felt a little better at Shampukur, Sarkar thought that it would be better if Thakur be removed from that house which was so full of noise and lacking in the ventilation, 22 to 28

अन्त्यलीलायां ७म स्कः

সেই ভক্ত গিরীশ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ দেবতা ভগবান ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য দেবতা কালীর ভজন করিব। এইরূপ প্রাণের আবেগ বশতঃ সেই সময়ে গিরীশ মা মা এই কথা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তৎক্ষণাৎ দিব্য ভাবে বিভাবিত চতুর্ভুজে খড়্গমুণ্ড বর এবং অভয় করা হইয়া প্রসন্ন বদনা প্রভু নিজকে অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে কৃপা পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে কালিকার মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন। তখন সেই সকল ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ রূপিনী কালিকাকেই স্ব স্ব ইষ্টদেবী মনে করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২২।২৩ ২৪ ২৫।২৬

ঠাকুরের কালী মূর্ত্তি ধারণ ইহা একটি সনাতনী লীলা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে শ্যাম পুকুরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সরকার বলিয়াছিলেন এই স্থান কোলাহল পূর্ণ বশতঃ। ২৭।২৮

उन्मुक्त वायुशून्यत्वाच्चान्यत्र वायुसङ्कुले
स्थाने गतिं शुभां मन्ये एवमुक्तं विशेषतः ॥ २९
कलिकाता वहिर्भागे गमनं सुष्ठु रोचते ।
रोगारोग्यं मन्यमान स्तद्भक्तानवदच्च सः ॥ ३०
श्रुत्वैवं भक्तवर्गास्ते स्थानान्वेषण तत्पराः ।
द्विवदिनाभ्यन्तरे तु मिलितं स्थानमुत्तमं ॥ ३१
उदीच्यां कलिकातायाः काशीपुराख्य पत्तने ।
श्रीसर्व्वमङ्गला देव्या मन्दिरस्य समीपतः । २
गोपालाख्यस्य जामातुः कात्यायन्याः सचेत सः ।
उद्यान वाटिकायामीत् सा भक्तैः परिकल्पिता ॥ ३२

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

বাসায় শ্রীভগবতো রোগোপশম হেতবে।
ফলপুষ্প সুশোভাঢ্যা বহুবৃক্ষ সমন্বিতা ॥ ২৪
বৃহদ্বৃক্ষ বহুগৃহযুতা সুপ্রস্থনাঙ্গনা।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তানাং মাত্মনামপি সংস্থিতিঃ ॥ ২৫

So he advised that Thakur should be removed outside Calcutta to a place with sufficient light and air. In a few days the disciples searched out a house at Cossipore. The house was owned by Gopal, son-in-law of Maharani Katyayani. It was a two-storeyed house with several spacious rooms, surrounded with a garden, quite suitable for his disciples to stay in and also for Sri Ramkrishna to live a quite, happy and peaceful life. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উন্মুক্ত বায়ু না থাকায় যে স্থানে সূর্য্য কিরণাদিতে উদ্ভাষিত অর্থাৎ খোলা জায়গা মাঠ বা বাগানাদিতে অবস্থান করা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। আমার মতে কহিকাতার অনতি দূরে থাকাই ভাল। এই মত করিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা মনে করি। ২৯।৩০

ভক্তবৃন্দ ডাক্তারের কথা শুনিয়া সেইরূপ গৃহের সন্ধানে ২।৩ দিনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থান পাইয়া ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশীপুর নামক স্থানে ৺সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরের নিকটে মহারাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাড়ীটিই ভক্তগণ

স্থির করিয়াছিলেন এই বাগানের মধ্যে দ্বিতল বিস্তৃত বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থান হইলে রোগ মুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা বাগানটি ফল পুষ্প সুশোভিত বৃক্ষ সকল এবং বড় বড় বহু গৃহ গৃহাঙ্গন প্রশস্ত উন্মুক্ত বায়ু নির্জ্জন শান্তভাব অতএব স্থানটি অতীব রমণীয় ঠাকুর সেবক ও সেবিকা প্রভৃতির সকলেরই অবস্থান অতি উত্তম হইবে। ৩১ হইতে ৩৫

भवेदयत्रानन्दमयो तदुद्यान' महत्तर'।
सर्व्वोपरि ठाकुरस्य वासगेह' सुकल्पित' ॥ ३६
ततः कोदण्ड संक्रान्त्याः पूर्व्वेऽह्नि शुभचण्डिकां।
श्रीसारदां पुरस्कृत्य श्यामपुष्करिणी गृहात् ॥ ३७
सर्व्वमङ्गल दातार' प्रभु' ते शिविकान्तर'।
नीत्वा कुर्व्वत वै यात्रां काशीपुर गृह' प्रति ॥ ३८
सुखपोलित सन्तानाधनिना' युवकाश्च ये।
साक्षात् श्रीभूतनाथस्य सेवा' भूतगणैर्यथा ॥ ३९
तथा तत् सेवनेच्छवः स्नानाहार विवर्ज्जिताः।
कुर्व्वन्ति भक्तिभावेन भूतमुक्तास्तये कृपिप्सवः ॥ ४०
दृष्टैव' श्रीनरेन्द्र स्तानाहूय सविधे महान्।
गीतगाथादिना सर्व्वान् परितोष्य महामतिः ॥ ४१
उत्साहवर्द्धन' तेषां कारयामास सुव्रतः।
ज्ञातमेव' श्रीनरेन्द्रनाथेन विदितात्मना ॥ ४२

On the day before the last day of the motnh of Agrahayana, with Sarada Devi going ahead, and Shri Ramakrishna inside a palankin. all the disciples left the house at Shyampukur for

Cossipore. The young men who were born and brought up in wealth and luxury were always eager to serve Thakur without the least care for themselves. On seeing this Narendranath encouraged them by pleasing them with songs and music. For Narendranath felt that if the young men would find joy in doing their service his end would be achieved. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সেই বাগান বাড়ীর উপরিস্থ গৃহে ঠাকুরের অবস্থান হইবে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের ২।১ দিন থাকিতে সর্ব্বমঙ্গলা মাতা সারদাদেবীকে অগ্রে লইয়া সর্ব্বমঙ্গলময় ঠাকুরকে ভক্ত সকল শিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া কাশীপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ধনীর সন্তান অতএব সুখ লালিত যুবক ভক্ত সকল সাক্ষাৎ ভূতনথের সেবা ভূতগণ যেরূপ করিয়া থাকেন। ভূতভাব মুক্তির জন্য কৃপা প্রার্থী হইয়া যেরূপ সেবা করেন। সেইরূপ যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় সসব্যস্তে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩৬ হইতে ৪০

मनां स्यानन्दयुक्तानि युवकानां भवन्ति चेत्।
तर्ह्यस्माकं कार्य्यसिद्धिर्भवेदेव न संशयः॥ ४३
एकोपरि बहुकार्य्यभारदाने कृते सति।
नैकमपि सुसम्पन्नं भवेत् कार्य्यं सुनिश्चितं॥ ४४

अन्त्यलीलायां २म अः

अतः सर्व्वकर्म्म विज्ञो नरेन्द्रः श्रेष्ठ साधकः ॥
एक श्चिकित्सकागारेष्वौषधानयनाय वा ॥ ५५
अन्यः पथ्य संग्रहार्थं वित्तार्थं मन्य एव वा ।
एवं नियोजिताः सर्व्वे युवकास्ते महात्मना ॥ ४६
घटौयन्त्रं वारमिकं चालितञ्चं दृ जनैर्यदि ।
तर्हि बहुक्षणं यावत् गतिस्तस्य भवेदिति ॥ ४७
तद्वदत्र भगवतः सेवा तेन प्रचालिता ।
तत्रस्था गृहिनः सर्व्वे कुर्व्वन्नर्थं सहायतां ॥ ४८
तदोक्तः श्रीवलरामष्ठाकुरेण कृपालुना ।
त्वमेव मम पथ्यादिद्रव्यं संयोजयिष्यसि ॥ ४९

Narendranath was wise enough to give different charges to each of them. One was employed to get the medicine, another to get the diet and some other to collect money. Thus everything was managed smoothly and peacefully. The people of the locality donated generously for the purpose. Thakur asked Balaram to procure his diet. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ দেখিয়া সেবক চূড়ামণি নরেন্দ্রনাথ নিজ নিকটে আনিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করাইয়াছিলেন। ৪১।৪২

अन्त्यलीलायां ৩য় অ:

নরেন্দ্রনাথ জানিতেন যদি যুবকগণের মন আনন্দে থাকে তবে আমাদের কার্য্য সিদ্ধির কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। একজনের উপর বহুতর কার্য্য ভার অর্পণ করিলে একটি কার্য্য ও সুসম্পন্ন হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য অতএব সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কোনও একটি যুবককে ডাক্তারের গৃহে ঔষধ আনিবার জন্য কাহাকেও বা পথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য একজনকে অর্থ সংগ্রহের জন্য এইরূপ ভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ যুবক বর্গকে যথারীতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৩ হইতে ৪৬

যেমন ঘড়ীতে একবার দম দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। সেইরূপ এখানে ঠাকুরের সেবা ঠিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কাশীপুর নিবাসী বহু গৃহস্থ বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবংদয়াল ঠাকুর সেই সময় বলরাম বসুকে বলিয়ালিন তুমি আমার পথ্য সংগ্রহ কর। ৪৭।৪৮।৪৯

तथोदारबुद्धियुत सुरेन्द्रनाथ सेवकः।
उक्त स्त्वमस्य गेहस्य स्वामिनं परितोषय ॥ ५०
गृहीतं सुष्ठु सानन्दं ताभ्यामपि गुरोर्वचः।
एवं श्रीठाकुरेनैव व्यावस्था सुनिरूपिता ॥ ५१
तत्र काशीपुरोद्याने पूर्व्वतः परमात्मनः।
सुस्थतामवलोक्यैव भक्तास्तेऽतीव नान्दताः ॥ ५२
परन्तु परिचर्य्यान्ते लिप्ता भजनसाधने।
नरेन्द्रनाथ प्रमुखा भक्ताः कतिपयास्तते ॥ ५३
एकत्र मिलिताः सर्व्वे भजनीय कथान्तरे।
भक्तचूड़ामणिः प्राह भक्तमङ्गल हेतवे ॥ ५४

नित्यध्यानं वयं कुर्म्मोगिहाभ्यन्तर संस्थिताः ।
अद्य भस्मविलिप्तानां नागासन्न्यासिनां मतक् ॥ ५५
भजामः श्रीभगवन्तं वासनैषा समोदिता ।
भस्म वा कुत्र प्राप्स्यामः संस्कृतं साधुसम्मतं ॥ ५६

Surendranath was asked to pay rent of the house. Both of them gladly accepted their charges. The disciples were happy to see Thakur improving in his health. Some of them headed by Narendranath devoted themselves to holy pursuits after discharging their services to Thakur. In course of holy discussions Narendranath said, "Usually we meditate in a room. Today I intend to emulate the practice of naked ascetics with bodies smeared with ashes. But, how can the holy ashes be available ?" 50 to 56

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং উদার বুদ্ধিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমি ঘর ভাড়া দাও। নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ইহারা দুইজনে আনন্দের সহিত গুরু বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০

এইরূপভাবে ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ঠাকুরের পূর্ব্বাপেক্ষা রোগের উপশম দেখিয়া ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৫১ ৫২

## अन्त्यलीलायां ६ष्ठ अः

পরন্তু ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষায় শ্রেষ্ঠ ভক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্ত বৃন্দ সাধন ভজনে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

ভক্ত সকলে ভজন বিষয়ের কথা বার্ত্তার মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ ভক্ত সকলের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিদিন গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভজন সাধন করিয়া থাকি। অদ্য আমরা নাগা সন্ন্যাসীদের মত ছাই মাখিয়া ভজন করি। আমার মনে আজ এইরূপ একটি ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ সাধুগণের অনুমোদিত ভস্মই বা আমরা কোথায় পাইব। ৫৪।৫৫।৫৬

एवं विचिन्त्य ते सर्व्वे भक्ता बाल स्वभावकाः।
ताम्राकु भस्मसं गृह्य कृत्वा गात्रे विलेपनम्॥ ५७

आनीय शुष्कपत्राणि प्रज्वाल्याग्निं समुज्वलं।
पद्मासनेचोपविश्य कौपीनमात्र धारिणः॥ ५८

नेत्रेनिमल्य ते सर्व्वे ध्यानमग्ना स्तदा भवन्।
तत्राज्याहुति योगात् साप्यग्निशिखाप्यवर्द्धत॥ ५৯

एवं पूर्व्वसंस्कारजा वासना दग्धता गताः॥
तथात्र श्रीठाकुरस्य कृपया कामशून्यता॥ ६०

प्राप्तवन्तः सेवकास्ते नित्यशुद्ध चिदात्मता।
मायया देहसम्बन्धो जीवानां सम्भवेदिति॥ ६१

अपरोक्षेण ज्ञात्वापि श्रनरेन्द्रोऽयमात्मवान्।
जनकस्य व्यवहारजीविनः स्वर्गमात् परं॥ ६२

चिकिर्षु स्तां पितृवृत्तिमत्यन्तमाग्रहान्वितः।
आनीय तदुपयोगि ग्रन्था न्निर्जन सद्मनि॥ ६३

They collected ashes left after smoking tobacco and smeared their bodies with it. They also made fire with dried leaves and wore a piece of cloth to gird their loins. Then they sat all around the fire and meditated with closed eyes. By doing so they purged themselves of all impurities and attained divine wisdom. After the death of his father Narendranath began to study books of Law with a view to take up the profession of a lawyer like his father. 57 to 63

বঙ্গানুবাদ ঃ

এইরূপ ভাবিয়া বালকের মত উদার স্বভাব ভক্ত সকল তামাক খাইলে যে সকল ছাই হয় সেই সকল ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গাত্রে লেপন পূর্ব্বক শুষ্ক পত্র সকলকে ধূনী স্থানীয়রূপে অগ্নি সংযোগ করতঃ প্রত্যেকে পদ্মাসনে বসিয়া কেবলমাত্র কোপীন ধারণ করতঃ চক্ষু র্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া সকলেই ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

ঘৃতাহুতি বশতঃ সেই অগ্নি শিখা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে ভক্ত বর্গের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারজাত বাসনা সকল দগ্ধ হইয়াছিল। এই স্থানে সেইরূপ সেবক সকল ঠাকুরের কৃপায় নিষ্কাম হইয়া নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা জীব সকলের এইটি সাক্ষাৎ রূপে জানিয়াও এই আত্মারাম নরেন্দ্র ব্যবহারজীবী পিতার স্বর্গ গমনের পর নিজেও ওকলাতি বৃত্তি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী বহি

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় অঃ

সকল আনিয়া ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার সমাপনান্তে নিজ গৃহে যাইয়া সংসারের অভাব মোচনের জন্য সেই সকল গ্রন্থ পড়িতেন।

৫৯ হইতে ৬৩

सेवावकाश समयेचकार पठनं प्रभोः।
संसाराभावमुक्तिश्च तयावृत्त्या भविष्यति ॥ ६४
इतः पूर्व्वं नरेन्द्रस्य दक्षिणेश्वर संस्थितिः।
तदैकस्मिन्दिने देवो नरेन्द्र मिदमब्रवीत् ॥ ६५
त्वमादौ मातृ भ्रात्रादेरन्नस्य संग्रहं कुरु।
ततोहन्त्वां करिष्यामि ज्ञानानन्द स्वरूपकं ॥ ६६
यो मरौ भीमकान्तारे पर्व्वते पथिदुर्गमे।
नौकां चालयितुं शक्तः को वेत्ति तस्य कौशलं ॥ ६७
दुर्बोध्या भगवल्लीला इति शास्त्रस्य भाषणं।
एवं श्रीठाकुरेणोक्तः सेवकानां हिताय वै ॥ ६८
एकस्मिन्दिवसेऽकस्मादुन्मत्तेन समो महान्।
श्रीनरेन्द्रः समयातः श्रीगिरीशस्य सद्मनि ॥ ६९
एकवस्त्र नग्नपादः पृष्टोहेतुं तदावदत्।
मायामातृवियोगित्वाद्विवेक पुत्र सम्भवात् ॥ ७०

In liesure hours he would study the law books with a view to maintcining his dependents by earning money by the profession of a lawyer. During his stay at Dakshineswar Thakur once said to Narendranath, "You should arrange first for the maintenance of your dependent mother,

brother and others. Thereafter I shall impart divine knowledge and wisdom. Inscrutable are the ways of God by whose grace we can safely pass through deserts, vast expanse of waste land, inaccessible mountains and troubled waters." One day Narendranath appeared like a mad man in the house of Girishchandra and said that his mother had breathed her last and a child was born to him. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহার পূর্ব্বে নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন। তুমি সর্ব্বাগ্রে মা ও ভাই বোনদের অন্ন সংস্থান কর। পরে আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানন্দ স্বরূপটি দিব। যিনি মরু ভূমিতে, ভয়ঙ্কর বনে, পর্ব্বতে, বা দুর্গম পথে নৌকা চালাইতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি কে জানিতে পারে। ৬৪ হইতে ৬৭

অত্যন্ত কষ্ট করিয়াও কেহ ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা। ঠাকুর শিষ্য বর্গের শিক্ষার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬৮

হঠাৎ একদিন খালি পায়ে এক বস্ত্রে নরেন্দ্র পাগলের মত হইয়া ঠাকুরের পরম ভক্ত গিরীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি গিরীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমার অজ্ঞানরূপিনী মাতার মৃত্যু এবং বিবেক সদৃশ পুত্রের আবির্ভাব বশতঃ সম্প্রতি আমার অশৌচ বশতঃ আমি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। ৬৯।৭০

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

অধুনা শৌচযুক্তত্বা দেবং বিশেষয়া হৃতঃ।
গিরীশস্যানুরোধেন বিশ্রম্য তদ্ গৃহে ক্ষণং ॥ ৭১
কাশীপুরস্থমুদ্যানং গত্বা শ্রীগুরবে তদা।
বিনিবেদ্য স্বমাত্মানং প্রভোঃ শ্রীপাদপদ্মযোঃ ॥ ৭২
অন্তিকেদণ্ডবদ্ভূমৌ যাবজ্জীবং পপাত সঃ।
শ্রীনরেন্দ্রো গৃহং ত্যক্ত্বা কৈবল্যাশ্রমমাবিশৎ ॥ ৭৩
অধিষ্ঠানং ভগবতো যতো ভক্তহৃদি ধ্রুবং ॥
তেষাং জাতি বিচারো ন কর্ত্তব্যং ধার্ম্মিকৈর্জনৈঃ ॥ ৭৪
দৈবতৈরপি পূজ্যাস্তে ভক্তাহি ভগবৎ পরাঃ।
অতোঽত্র শ্রীনরেন্দ্রঃ শ্রীরাখালরাজ সেবকঃ ॥ ৭৫
বাবুরামো যোগীন্দ্রশ্চ নিত্যসিদ্ধা ভবন্ত্যমী।
ঈশ্বরকোটয়ো হ্যেতে বুদ্ধমুক্ত স্বরূপকাঃ ॥ ৭৬
উত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যাং গঙ্গাসাগর সংগমে।
স্নাত্বা শ্রীকপিলং দেবং দৃষ্ট্বা নীলাচলে প্রভুং ॥ ৭৭

From the house of Girishchandra, Narendranath went to Cossipore and met Thakur. He dedicated himself to holy pursuits and left his family life for good. The heart of a holy man is the abode of God. Hence, all devotees are regarded as caste-less and adored even by gods for their holiness. Narendra, Rakhalraj, Baburam and Jogindra were endowed with divine wisdom and freedom from all bondages.

Brother Gopal took his holy bath at Gangasagar, visited the temple of Jagannath at Puri.

71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গিরিশ বাবুর অনুরোধে কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে থাকিয়া তৎপরে কাশীপুরের বাগান বাটিতে গুরুপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া যাবজ্জীবনের মত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেইদিন হইতে শ্রীনরেন্দ্রগৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৩

যেহেতু ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান বিশেষভাবে হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। এবং সেইসকল ভক্তের জাতি বিচার ধার্ম্মিকগণ করেন নাই। ভক্ত দেবতাদেরও পূজ্য এবং ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ৭৪

অতএব ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, বাবুরাম, যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হইারা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এবং ইহারা বুদ্ধমুক্ত স্বরূপ। ৭৫।৭৬

উত্তরারণ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান ও কপিলমুনি দর্শন পরে নীলাচলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শনান্তে। ৭৭

জগন্নাথমভ্যর্চয়িত্বা কলিকাতাখ্য পত্তনে।
দৃষ্ট্বানন্দময়ীং কালীং কালীঘট্টে সমন্বিকা ॥ ৭৮
অত্র ভাগীরথী তীরে সাধুসন্ন্যাসি ভিক্ষুকাঃ।
স্থিত্বা কিয়দ্দিনং সর্ব্বং স্ব স্ব স্থানং পুনর্গতাঃ ॥ ৭৯
ভ্রাতা গোপাল দৃষ্টৈবং ধর্ম্মৌবিশিষ্ট সেবকাঃ।
গৈরিক বস্ত্র রুদ্রাক্ষ মালা কমণ্ডলুং স্তথা ॥ ৮০

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অ:

দাতুকামঃ সন্ন্যাসিভ্যো জিজ্ঞাসিতে তদা প্রভৌ।
প্রভুনোক্তং যুবকা মে সন্তানাঃ সন্তি সাধকাঃ॥ ৮১
সন্ন্যাসি সহস্রনিভং প্রত্যেকং নাত্র সংশয়;
ত্বয়া সম্পূজিতেষ্বেষু সিদ্ধিং প্রাপ্স্যসি ত্বং ধ্রুবং॥ ৮২
গোপাল ভ্রাতা শ্রুত্বৈবং ঠাকুরস্য বচ স্তদা।
আহূয় যুবকান্ ভক্তান সকলানপি যত্নতঃ॥ ৮৩
ত্যাগ পবিত্রতা চিহ্নং গৈরিকং বসনাদিকং।
প্রাক্করং ভূষণং দত্বা শোধিতশ্চ করৈঃ প্রভোঃ॥ ৮৪

He also visited the temple of Goddess Kali at Kalighat in Calcutta. On seeing many mendicants and saints on the bank of the Ganges he desired to give them cloth, water pans and beads. On learning his desire Thakur advised him to give all things to his young disciples, each of whom was equal to thousand of holy men. Accordingly Gopal welcomed the young disciples and distributed all those things among them. 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কলিকাতায় কালীঘাটে কালী দর্শন করিয়া ভাগীরথী তীরে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ দিন কয়েক অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আশ্রমে গমন করেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক আমাদের গোপাল দাদা গঙ্গতীরে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাদিগকে গৈরিক বস্ত্র,

রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু দিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন। আমার পরম সাধক যুবক সন্তানগণ আছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি যুবক সহস্র সন্ন্যাসী সদৃশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐসকল দ্রব্য দিয়া উহাদিগকে সম্মান করিলে তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা ধ্রুব সত্য। ৭৮-৮২

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপালদাদা যত্নপূর্ব্বক যুবক ভক্তসকলকে অহ্বান পূর্ব্বক সাদরে ত্যাগ ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ সেইসকল গৈরিক বস্ত্রাদি ঠাকুরের হস্তে সংশোধিত ভস্মলিপ্ত যুবক সন্ন্যাসীদিগকে দান করিয়া গোপালদাদা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৮৩।৮৪

ঠাকুর গোপালের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮৫

ते सन्न्यासितमाः सर्व्वै द्रव्यै स्तैः परितोषिताः।
दृष्ट्वा गोपाल कृत्यन्तं मुदमाप स ठाकुरः॥ ८५
किन्त्वहङ्कार निधनं सुदुष्करं मतं मम।
श्रीठाकुरो विचिन्त्यैवं चिकीर्षण मान वर्जितान्॥ ८६
भिक्षाटने प्रेरितवान् र्निलिप्तष्ठाकुरो महान्।
सन्न्यासि वेशमाश्रित्य यदा सर्व्वे वहिर्गताः॥ ८७
सद्वंशजाः सुशिक्षिताः सन्ताननिचयाः प्रभोः।
प्राप्तुकामा भगवन्तं सेवा वैराग्यमाश्रिताः॥ ८८
विश्वस्य जननी साक्षादन्नपूर्णेव सारदा।
दृष्ट्वा पादनतान् पुत्रानाशीर्व्वाद स्वरूपकं॥ ८९
अन्नमर्थञ्च तेभ्योऽदान्माता किञ्चिन्महेश्वरी।
भिक्षुकानां न मर्य्यादा नास्ति मानापमानकौ॥ ९०

অন্ত্যলীলায়াং ৩য় স্কঃ

কটূক্তিঃ সাদরোক্তির্বা জনানাং সমতাং গতি।
দীনহীননিভা যান্তি ভিক্ষুকাস্তে গৃহং গৃহং ॥ ৮৭
তথা তে তাড়িতাঃ কুত্র কুত্রবাসন্ প্রপূজিতাঃ।
ভিক্ষালব্ধান্ধসা মাতাপ্যন্নং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ৮২

Thakur became much pleased to see that Gopal had done as he was asked to do. With a view to curbing the egoism of his disciples. Thakur sent them out to beg alms from door to door, in the guise of ascetics. At first they approached Sarada Devi with their heads bent down to her feet. Sarada blessed them with alms. Beggars have no dignity, prestige or respect. They move from door to door with all humility. They receive harsh words and kind greetings with equanimity. Sometimes they are driven out and sometimes cordially welcomed. They thus collected some rice and gave it to Sarada Devi who cooked it carefully. 85 to 92

বঙ্গানুবাদ :—

সুশিক্ষিত সদ্বংশজাত ধনীর সন্তান যুবক ভক্তবৃন্দসকলের সেবা ও দৃঢ়তর বৈরাগ্য দর্শনে ঠাকুর এইরূপ ভবিয়াছিলেন উপস্থিত ইহাদের অভিমানশূন্য প্রয়োজনে ভিক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক বহির্গত হইবার সময়

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

জগজ্জননী অন্নপূর্ণা সদৃশী বিশ্বেশ্বরী মাতা সারদাদেবী পাদনত গর্ভজাত পুত্রতুল্য সন্তানগণকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ২।১টি পয়সা তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি মধ্যে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদিগের মান অপমান ও মর্য্যাদা কিছুই নাই। লোকসকলের কটু কথা বা সাদর সম্ভাষণ সমান দীন হীন ভিক্ষুকসকল প্রতিগৃহেই যাইয়া থাকেন। কোথাওবা তাড়িত হয়েন কোথাওবা পূজিত হয়েন। এইরূপ ভাবে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা মাতা সারদা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া। ৮৬ ৯২

ঠাকুরায় দদৌ দেবী স্বেষ্টদেবায় ভক্তিতঃ।
সানন্দং ঠাকুরোঽন্নস্য গৃহীত্বা ভাগমগ্রিমং ॥ ৯৩
তদন্ন সম্বর্দ্ধনার্থং ধৃতবান্ মস্তকে প্রভুঃ।
লীলেয়ং শ্রীভগবতঃ সন্তানানর্থ মোচনা ॥ ৯৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রেষ্ঠভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রস্য দুর্গাপূজা তথা ঠাকুরস্য কালীপূজায়াং কালীরূপ ধারণং নরেন্দ্রস্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণং তথান্য-ভক্তানামপি মানাপমান দূরীকরণরূপোঽন্ত্যলীলায়াঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

Sarada Devi offered it to Thakur who gladly accepted it and held it on his head. Thus Thakur got his disciples rid of spiritual evils.
93 to 94

Here ends the seventh chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৭ম.

अन्त्यलीलायां ७म अ:

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

ভক্তির্বপূক নিজ ইষ্ট দেবতা ঠাকুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সেই অন্নের অগ্রভাগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া জগতের অন্নবৃদ্ধির জন্য মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সন্তানগণের কামনাশূন্য জন্যই এই লীলা করিয়াছিলেন। ৯৩।৯৪

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত রামকৃষ্ণভগবতে অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে সেবক সুরেন্দ্রনাথের দুর্গাপূজা ঠাকুরের কালী পূজায় কালী মূর্ত্তি ধারণ নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং অন্যান্য ভক্তগণের অভিমান দূরীকরণ বলা হইল। অঃ ৭ অঃ ॥

अन्त्यलीलायां ८म अ:

अस्माकं क्षुद्रबुद्धीनां चित्ताकर्षण हेतवे।
बालवदाचार युतः स्वयं सर्व्वेश्वरोमहान् ॥ १
तस्याभासं ददौ देवः कदचान कदाचन।
प्रभाते वा दिनान्ते वा भोजने शयनेऽपि वा ॥ २
भगच्छरणं कुर्य्यादित्युक्तो ठाकुरेण हि।
उक्तं गिरीशचन्द्रेण स्वभावदोषतो यदि ॥ ३
नाहं स्मर्त्तुं समर्थःस्या मत स्त्वदवाक्यलङ्घने।
अपराधी भविष्यामि न सम्भवेदिदं मयि ॥ ४
एवन्तस्य गिरीशस्य प्रभुः सरलया गिरा।
प्रीतस्तं समुवाचैवं यदि स्मर्त्तुं न शक्यते ॥ ५
तर्हि प्रतिनिधित्वेन वरय मां हि साम्प्रतं।
प्रत्यहं त्वत् स्वरूपोऽहं भूत्वा स्मरामिहीश्वरं ॥ ६
एवमुक्ते भगवति गिरीशेनानुमोदितं।
स्वस्य यत् करणीयन्तत् सर्व्वमस्मै समर्पितं ॥ ७

For spiritual amelioration Thakur would sometimes advise to remember God at sun-rise and sun-set and also at the time of taking meals and going to bed. At this Girish chandra said, "It is not possible for me to abide by this instruction as I am sure to be guilty of violating your instruction due to my bad habits." Thakur became much pleased with such straightforward confession and said, "Well if you cannot do it, I may be authorised to do it for you." Girish chandra agreed and made over all the charges of memorable things to Thakur.

1 to 7

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতি অল্পবুদ্ধি আমাদের মনের আকর্ষণ জন্য বালক স্বভাব স্বয়ং ঠাকুর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও মনের শুদ্ধির জন্য কিছু কিছু আভাস কখন কখন আমাদের মঙ্গল কামনা কয়িয়া বলিতেন। সকালে বা সন্ধ্যায় ভোজনে বা শয়নে ভগবানের শরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঠাকুর এই কথা বলিলে ভক্ত গিরিশ এইরূপ বলিয়াছিলেন। স্বভাবের দোষে যদি আপনার কথা স্মরণ করিতে না পারি তবে অপনার বাক্যলঙ্ঘনে নিশ্চয় অপরাধী হইব। অতএব প্রতিদিন স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ১।২।৩।৪

গিরীশের এইরূপ সরলতাপূর্ণ কথা শুনিরা অতি সন্তুষ্টচিত্তে ঠাকুর বহিয়াছিলেন। যদি তুমি প্রতিদিন ভগবৎ স্মরণে সমর্থ না হও

अन्त्यलीलायां ८म अः

তবে সম্প্রতি আমাকে প্রতিনিধি দাও। আমি তোমার হইয়া প্রত্যহ স্মরণ করিব। ঠাকুর এইরূপ বলিলে গিরীশ বলিয়াছিলেন তাহাই হউক। নিজের স্মরণীয় যা কিছু ঠাকুরকে গিরীশ দিয়াছিলেন। ৫।৬।৭

किन्तु किञ्चिद्विचिन्त्यैव गिरीश स्तत्परक्षणे।
उवाच ठाकुरं तेन यद्यधःपतनं मम ॥ ८
भवित्तर्हि तदाकस्यस्मरणं यामि तद्वद।
तं तदा ठाकुरः प्राह स्मितहास्य पुरःसरं ॥ ९
विषहीनस्य सर्पस्य दंशने न विषक्रिया।
भवेदतोनरः कोऽपि मृत्युं नाप्नोति निश्चितं ॥ १०
किन्तु महा विषधरो यदि जन्तुं प्रदंशति।
तत्क्षणात्तस्य मृत्युःस्यादत्युग्र विषशक्तितः ॥ ११
इत्थं मत् कृपया पुत्र तव वैषयिकी क्रियाः।
सर्व्वाः प्रशम मायान्तित्वन्मनोमयि मज्जति ॥ १२
एवं कियद्दिने याते श्रीगिरीशोऽब्रवीद्वचः।
यातने हक् प्रतिनिधी प्रागहं नाववुद्धवान् ॥ १२
अधुनाहं प्रपश्यामि सर्व्वकार्य्यानुशीलने।
मदर्थं ठाकुरो नित्यं क्लिश्यत्यामयवान् यथा ॥ १४

After a little deliberation Grish chandra said, "In case my spiritual degradation take place, whom shall I remember?" Thakur replied, "The biting of a poisonous snake can only cause death. Just remember me and I

shall rid you of all your impious habits." After some days Girish chandra said to Thakur, "I could not guess before that to discharge duties through a representative would pain me so much. I now see that you are suffering like a sick man for my sake in everything you do."

8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু গিরীশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছিলেন যদি আমার অধঃপতন হয় ? ৮

তাহা হইলে তখন আমি কার স্মরণ লইব তাহা বলুন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া গিরীশকে বলিয়াছিলেন। দেখ বিষহীন বিষধরের দংশনে কেহ মরে নাই বা কোনরূপ বিষক্রিয়া হয় নাই। কিন্তু যদি মহা বিষধর সর্প দাশন করে তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কারণ অতি উগ্র শক্তিবশতঃ কেহই বাঁচে না। ৮-১১

হে পুত্র তোমার বিষয়ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া আমাতে মন প্রবিষ্ট হইবে। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দেওয়ায় এত যাতনা হয় ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই। এখন আমি যে কিছু কার্য্য করি তাহাতেই দেখিতে পাই ঠাকুর যেন রোগীর মত আমার জন্য কষ্ট পান। ১২।১৩।১৪

धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्वलं।
योऽहं श्रीगुरवेदत्वां कलुषं नन्दितोऽभ्रमं ॥ १५
कदिन्द्रियैः कदाचार रत बन्धुगणैः सह।
करोमि कुत्सितं कर्म्म वर्द्धते नोपशाम्यते ॥ १६

अन्त्यलीलायां ८म अः

भाविनि समये तेन बहूनां मङ्गलं भवेत् ।
तस्मादाजन्मवैराग्य ध्यानवन्तं नरोत्तमं ॥ २२
श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विशेषेणोपदिष्टवान् ।
यैः साधनैः सिद्धिलाभं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३
तत् सर्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।
यदा श्रीठाकुर आसीद्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २४
मातृभावोपलब्ध्यर्थं शक्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।
अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्यान्यरूपकः ॥ २५
भगवतः पितृभावोपलब्धिकाम्यया तदा ।
जना यदा सुप्तिमग्नान्निशीथेऽति भयङ्करे ॥ २६
उद्यानस्य चतुर्दिक्षु स्तदासौ रामनामभिः ।
तदुद्यानं मुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७
उन्मत्तवद्विचरति विज्ञायेदं प्रभु स्तदा ।
स्व सकाशे समानीय भावावेशित चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the b
of his advice and guidance to Narendrana
Thakur initiated Narendranath with the h
name of the Goddess Kali. A change ca
over Narendranath. Once in the dead of nig
he ran to and fro in the garden shouting t
holy name of Rama like a mad man. Thak
brought him near to him... 28

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আজন্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজ সেই নরেন্দ্র অন্যরূপ অর্থাৎ দাস্য ভক্তির উপলব্ধির জন্য যে সময় লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভয়ঙ্কর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উদ্যান পরিপূরিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় তারক ব্রহ্ম রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ব্রহ্ম রাম নাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিশুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

प्रददौ तारकब्रह्म रामनाम चिदात्मकं ।
असाधारण शिष्याय नरेन्द्राय सुयोगिने ॥ २८
वैराग्यमवतारस्य वुद्धदेवस्यचैकदा ।
श्रीनरेन्द्रः समालोच्य सुचिन्तां कृतवानिमां ॥ ३०
ममो परि ठाकुरस्य स्नेहोऽपि वन्धनं मम ।
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहोदुःखस्य कारणम् ॥ ३१
स्नेह मूलानि दुःखानि तस्मिंस्त्यक्ते महत् सुखं ।
सन्त्यज्यठाकुरस्नेहं स्थित्वान्यत्र सुनिर्जने ॥ ३२

अन्त्यलीलायां ८म अः

अपि वैषयिकानन्दं सुपभोक्तुं न शक्यते ।
तस्मात् प्रतिनिधेः श्रेयः प्रातः सायं वरं यदि ॥ १७

भगवच्छरणं यामि तत् सुखमिति मे मतं ।
शिष्यस्य सद्गुरोः कृपालाभं शीघ्रं भवेत्ततः ॥ १८

अनौरस प्रजाः सर्वा गुरोस्तुल्या भवन्ति वै ।
प्रयत्नवान् गुरुर्नित्यं शिष्याभ्युदय हेतवे ॥ १९

ज्ञातवांष्ठाकुरश्चेत्थं दिक्पाला भवेयुध्रुवं ।
शिष्या मे ध्यानयोगेन यतस्तन्मयतां गताः ॥ २०

तथाप्येषां कमप्येकं सर्व्वश्रेष्ठ गुणान्वितम् ।
अत्यूच्च साधनासिद्धं कर्त्तुं शक्नोमि चेदहं ॥ २१

"Fie upon me. I am so mean and vicious that I have made my preceptor suffer for my abominable habits and conduct. I never think of abstaining myself from bad practices. I now find peace of mind in remembering God in the morning and evening, and I am sure to be blessed by my preceptor if I do so. The preceptor treats impartially all his disciples and has the same good wishes for all." Thakur knew that his disciples who had attained profound spiritual concentration would rise to the summit of divine glory. Still he desired to make one of them the greatest of all holy men

in order that many others might be benefitted by him. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সজ্জনগণের দ্বারা অতিনিন্দিত বংশের কুলাঙ্গার মহা পাপা আমাকে ধিক্। আমি এমন হতভাগ্য যে গুরুকে পাপ দিয়া বিষয়ভোগে চরিতার্থ হইতেছি। এখন আমি দুরাচাররত বন্ধুবর্গের সহিত প্রতিদিন কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মন সুখ ভোগ করিতেছে। এবং পূর্ব্বে আমি যে সকল কার্য্যে ঘৃণা করিতাম, তাহাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ভার যখন গুরুর উপরে ন্যস্ত করিয়াছি তখন আমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারি এইরূপ দুর্বু্দ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে শতধিক। বরং আমি প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে ভগবানকে ডাকি তাহাই আমার পরম মঙ্গলদায়ক প্রতিনিধির অপেক্ষা খুব ভাল। এইরূপ করিলে শিষ্যের সদ্‌গুরুর কৃপা শীঘ্রই হয়। ১৫-১৮

শিষ্য সকল গুরুর মত হউক তজ্জন্যই গুরু সর্ব্বদা শিষ্য সকলের গুরু ভক্তির বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। ঠাকুর জানিতেন যেহেতু আমার শিষ্যগণ ধ্যান দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল বা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া নিশ্চয় পরিচিত হইবে। তাহা হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কোনও একটি সর্ব্বোত্তম গুণান্বিত শিষ্যকে যদি আমি অতি উচ্চ সাধনায় সিদ্ধ করিতে পারি তবে আমার অবর্ত্তমানে বহু শিষ্যের মঙ্গল হইবে। ১৯।২০।২১

अन्त्यलीलायां ८म अः

भाविनि समये तेन वहूनां मङ्गलं भवेत् ।
तस्मादाजन्मवैराग्य ध्यानवन्तं नरोत्तमं ॥ २२

श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विशेषेणोपदिष्टवान् ।
यैः साधनैः सिद्धिलाभं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३

तत् सर्व्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।
यदा श्रीठाकुर आसीद्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २४

मातृभावोपलब्धयर्थं शक्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।
अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्यान्यरूपकः ॥ २५

भगवतः पितृभावोपलब्धिकाम्यया तदा ।
जनो यदा सुप्तिमग्नानिशीथेऽति भयङ्करे ॥ २६

उद्यानस्य चतुर्दिक्षु स्तदासौ रामनामभिः ।
तदुद्यानं मुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७

उन्मत्तवद्विचरतिविज्ञायेदं प्रभु स्तदा ।
स्व सकाशे समानीय भावावेशित चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the best of his advice and guidance to Narendranath. Thakur initiated Narendranath with the holy name of the Goddess Kali. A change came over Narendranath. Once in the dead of night he ran to and fro in the garden shouting the holy name of Rama like a mad man. Thakur brought him near to himself. 22 to 28

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আজন্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজ সেই নরেন্দ্র অন্যরূপ অর্থাৎ দাস্য ভক্তির উপলব্ধির জন্য যে সময় লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভয়ঙ্কর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উদ্যান পরিপূরিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় তারক ব্রহ্ম রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ব্রহ্ম রাম নাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিশুদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

প্রদদৌ তারকব্রহ্ম রামনাম চিদাত্মকং।
অসাধারণ শিষ্যায় নরেন্দ্রায় সুযোগিনে ॥ ২৯
বৈরাগ্যমবতারস্য বুদ্ধদেবস্যচৈকদা।
শ্রীনরেন্দ্রঃ সমালোচ্য সুচিন্তাং কৃতবানিমাং ॥ ৩০
মমো পরি ঠাকুরস্য স্নেহোঽপি বন্ধনং মম।
যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহোদুঃখস্য কারণম্ ॥ ৩১
স্নেহ মূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং।
সন্ত্যজ্যঠাকুরস্নেহং স্থিত্বান্যত্র সুনির্জনে ॥ ৩২

अन्त्यलीलायां ८म अः

तत्र तपश्चरिष्यामि ठाकुरं प्राणपातिकं।
यदि दृग्गोचरोनस्याद्दीश्वरो मे तपस्यया ॥ ३३
जीवनान्तं करिष्यामि तदैवाहं न संशयः।
एवं व्यवसाय मतिः श्रीनरेन्द्रः प्रभोः प्रियः ॥ ३४
बुद्धगयां गतः साधुर्नोक्त्वा कमपि किञ्चन।
सिद्धचेत्रं मन्यमानस्त्यक्त्वा तं गुरुसन्निधिं ॥ ३५

He brought home to Narendranath the inner significance of the holy name of Rama. On studying the life and character of Buddha, Narendranath thought, "I feel myself tied to Thakur by his affecticn. Love or affection is the root of all misery. So I shculd cut off all connection with Thakur and get on with my holy pursuits in a lonely place. In spite of this if I fail to see God I shall cease to breathe." With this thought, Narendranath went to Buddha Gaya without disclosing his intention to anybody. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ ঃ—

একদিন নরেন্দ্র বৈরাগ্যের অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমার উপরে ঠাকুরের অত্যধিক ভালবাসাই আমার বন্ধনের জন্য হইতেছে। কারণ যেখানে স্নেহ সেইখানেই ভয় অতএব ভালবাসাই দুঃখের কারণ

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অঃ

দুঃখ সকলের মূল স্নেহ সেই স্নেহকে যদি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাহইলেই যথার্থ আনন্দ হয়। অতএব ঠাকুরের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জনে যাইয়া সেইখানে কঠোর প্রাণপাত তপস্যা করিব।
৩০।৩১।৩২

তাহাতেও যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হয়। তবে তপস্যার দ্বারাই জীবনান্ত করিব। ইহা নিঃসন্দেহ এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ ক্ষেত্র মনে করিয়া বুদ্ধগয়াতে গমন করিয়াছিলেন।
৩৩।৩৪।৩৫

तेन काशीतारकस्य सोदर्य्यं प्रतिमा बुभौ।
साधुसङ्गं मन्यमानौ गतवन्तौ मुदान्वितौ ॥ ३६
बुद्धगयां गतास्तेतु दिनानि कतिचित् सुखं।
स्थित्वाद्वैतमतैनैव चक्रुस्ते ब्रह्मसाधनं ॥ ३७
यदातैः श्रीठाकुरस्याकर्षणं विदितं महत्।
श्रीनरेन्द्र स्तदोवाच दुःखाकुलित चेतसां ॥ ३८
सिद्धिं न विन्दते कोऽपि बहुयत्नयुतोऽपि सन्।
प्रभोः कृपा विनान्यत्र कुत्रापि कामपि ध्रुवं ॥ ३९
एवं सलज्जितोभूत्वा त्यक्त्वा बुद्धगयां सुधीः।
पुनः प्रत्यागतस्तत्र यत्र देवो विराजितः ॥ ४०
अथैकस्मिन दिनेऽप्यत्र दुःखान्तकरण प्रभुः।
स्व सन्निध्यौ स्थितं कञ्चिद् युवकं शिष्यमब्रवीत् ॥ ४१
पश्य भोः श्रीनरेन्द्रोऽयमति चाञ्चल्यभाग् यतः।
पीड़ितं सम्परित्यज्य नोक्त्वा मामपि किञ्चन ॥ ४२

অন্ত্যলীলায়াং ৮ম অ:

Kashi and Tarak, who were like brothers to Narendranath, accompanied him to Buddha Gaya. For some days they stayed there happily. Narendranath, in spite of all concentration in his penance, felt that the attraction of Thakur was too great to be avoided. He said that in spite of every effor none could attain success without the favour of one's preceptor. He became ashamed of his conduct and came back to Thakur from Buddha Gaya. Once, when Narendranath left Thakur for Buddha Gaya, Thakur said sorrowfully to one of his young disciples, "You see, Narendra is so impatient that he has left me in my sick bed without my knowledge. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সহোদর সদৃশ কাশী এবং তারক এই দুইটি গুরু ভাই উত্তম সঙ্গ মনে করিয়া আনন্দের সহিত নরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনে বুদ্ধ গয়াতে যাইয়া কিছুদিন সুখে অবস্থান করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সাধন করিয়াছিলেন। ৩৬।৩৭

যখন সেই নরেন্দ্র ঠাকুরের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সাধক বহু চেষ্টা করিলেও গুরু কৃপা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও অর্থাৎ যত নির্জন স্থানেই থাকুক না কেন কিছু মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৬।৩৭।৩৮।৩৯

এইরূপভাবে নরেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধ গয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভগবান যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেই কাশীপুরের উদ্যান গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪০

যখন নরেন বুদ্ধ গয়া যাইয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে একটি যুবক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন দেখ হে নরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল আমাকে পীড়িত অবস্থায় কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশী এবং তারকের সহিত চলিয়া গিয়াছে। এই কথা আমি শুনিয়াছি। ৪১।৪২

काशीं तारकयुक्तोऽसौ गतवानिति मे श्रुतं ।
अर्भकमिव तं देवं युवकः शान्तवागसौ ॥ ৪৩
प्रोवाच परमानन्दं हित्वा त्वां कुत्र यास्यति ।
श्रीनरेन्द्रो महाभागः शीघ्रमेष्यति निश्चितं ॥ ৪৪
नोचिन्ता नापिशङ्का च भवतस्तत् कृते ध्रुवं ।
सर्व्वानन्दप्रदं पादपद्मं तव सहास्यति ? ৪৫
श्रुत्वा श्रीभगवां स्तस्य युवकस्य सुभाषितं ।
आनन्दसिन्धु मग्नोऽभूदीषद्धास्य पुरःसरम् ॥ ৪৬
उवाच पुनरेवेदं सत्यमुक्तं त्वया सुत ।
आम्रतले विल्वतले पनसस्यतलेऽथवा ॥ ৪৭
यत्र कुत्रस्थितिर्वापि सा स्थितिर्नास्ति कुत्रचित् ।
गुरो स्तस्य पादमूले स्थितिरेव भवेद्ध्रुवा ॥ ৪৮
मत् कर्म्म साधनार्थाय चानीतो जगदम्बया ।
यः स कथं परित्यज्य मामन्यत्र गमिष्यति ॥ ৪৯

"I am told that he has gone with Kashi and Tarak." The young disciple comforted Thakur saying, "How can he leave you? Surely he will soon come back. You need not be worried for him." Thakur smiled and felt comforted. "Dear child," said Thakur, you are right. He may sit under a mango tree or any other tree which bears fruit. But he must sit at the feet of his preceptor for the divine wisdom. Moreover, the Goddess brought him to me to serve my purpose and so he cannot leave me and go elsewhere." 43 to 49

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক শিষ্য বালককে যেরূপ সান্ত্বনা বাক্য ব'লে ঠাকুরকে সেইরূপ ভাবে বলিয়াছিল। মহাভাগ শ্রীনরেন্দ্র পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে তিনি শীঘ্রই আসিবেন। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন।
৪৩।৪৪

নরেনের জন্য আপনি কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কা করিবেন না। সর্ব্বানন্দপ্রদ আপনার পাদপদ্ম সে কি পরিত্যাগ করিতে পারে। ঠাকুর সেই যুবক শিষ্যের মধুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

এবং বলিয়াছিলেন হে পুত্র তুমি যাহা বলিলে তাহা অতীব সত্য। আমতলা বেলতলা কাঁঠাল তলা যেখানেই যাউক না কেন তার সেরূপভাবে অবস্থান কোথাও হইবে না সেই নরেন্দ্রের গুরু পাদ মূলেই অবস্থান নিশ্চয়ই হইবে। আমার কার্য্য সাধনের জন্য জগদম্বা যাহাকে আনিয়াছেন সে কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৭।৪৮।৪৯

अत स्तस्य गतिः पश्चान्ममैव सर्व्वदा भवेत् ।
यस्मिन्नरेन्द्रस्य गते युवकेनाहनि प्रभोः ॥ ५०
कथोपकथनञ्चासीत्तच्चतुर्द्दिनतः परं ।
यथा कठिन दण्डार्होऽपराधग्रत सङ्कुलः ।
तादृक् प्रभोः समीपे स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः ॥ ५१
पादमूले गुरोस्तस्य पतितः सम्बभूव ह ।
एवन्तस्य नरेन्द्रस्य स्वाहङ्कारे गते सति ।
सुनिर्म्मलमभूत्तस्य हार्द्दाकाशं सुयोगिनः ५३
ज्ञातं श्रीठाकुरेणेत्थं श्रीनरेन्द्रो गते मयि ।
मदीयामृतवाक्यानां संरक्षिष्यत्ययं युवा ॥ ५४
ब्राह्म समाज सभ्यत्वाद्देवीमूर्त्तेः सुचिन्तनं ।
पूजनं वा नरेन्द्रस्य कदापि तन्न संभवेत् ॥ ५५
किन्तु ठाकुर सम्पर्कान्मातृ मूर्त्तेः समीक्षणात् ।
मातृ भक्तिः सुसञ्जाता कालिकायां विशेषतः ॥ ५६

"Hence Narendra cannot but follow me." Just after four days Narendra came and surrendered himself at the feet of Thakur like a culprit

trembling with the fear of rigorous punishment. Narendranath had lost his pride in his own ability and his mind had become free from all impurities. Thakur knew that Narendranath would be one of his best disciples after his demise. As a member of Bramha Samaj Narendra cannot worship the Goddess. But due to close touch with Thakur and frequent visit to the temple, a devotion to the Goddess had developed in him. 50 to 56

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব নরেন সর্ব্বদাই আমার পশ্চাতে থাকিবে যেদিনে যুবক শিষ্যের সহিত ঠাকুরের নরেন্দ্রের অন্যত্র গমন বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনের পর অর্থাৎ পঞ্চম দিনে যেমন বিচারকের নিকটে কঠিন দণ্ড যোগ্য অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয় তদ্রূপ ঠাকুরের মূখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের সমীপে যাইয়া পাদমূলে পতিত হইয়াছিল। ৫০।৫১।৫২

এইরূপভাবে নরেন্দ্র অহমিকা শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়াছিলেন। ঠাকুর জানিয়াছিলেন আমার অবর্ত্তমানে কথামৃতের রক্ষক একমাত্র নরেন্দ্রই হইবে। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বশতঃ দেবী মূর্ত্তির ধ্যান বা পূজাদি অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের সম্পর্কবশতঃ প্রায় মাতৃমূর্ত্তি দর্শন জন্য মাতা কালিকাতে বিশেষভাবে মাতৃভক্তি হইয়াছিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

परन्तु कालिका मातु रूपविश्यान्तिके हि सः ।
प्रार्थनामकरोन्नित्यं गलवस्त्रःकृताञ्जलिः ॥ ५७
देहि विवेक वैराग्ये मातर्मह्यं महेश्वरि ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८
पुत्रे सूच्च पदारूढ़े यथाप्नोति पितासुखं ।
श्रीनरेन्द्रे तथादेव्याः प्रपन्ने ठाकुरोऽपि च ॥ ५९
प्राप्तवान परमानन्दं ननर्त्ता धीरतां गतः ।
एवमलौकिकीं शक्तिं दर्शयामास तं तदा ॥ ६०
ठाकुरेण यदा दृष्टो नरेन्द्रः साधनोद्यमो ।
यत्र यद्रूप साधनमकरोद्भगवान् स्वयं ॥ ६१
तद्रूपं साधनं तं वै कुर्त्तुमुपदिदेश सः ।
श्रीमन्नरेन्द्रस्य तदा शङ्खकुण्डल धारणं ॥ ६२
योगसिद्धैर धारणीयमिति मत्वा महाप्रभुः ।
ज्ञात्वा कालात्ययं देवः शङ्खकुण्डल संग्रहे ॥ ६३

He would sit before the Goddess and pray to Her with all humility and earnestness, "Oh Mother, be pleased to give me wisdom and freedom from all earthly attachments. Just as a father gets delighted with his son's attainment of the most dignified position so also Thakur was much pleased to see Narendra seeking the grace of the Goddess. He danced in joy and showed the divine power to Narendranath. He

also gave him all instructions as to the ways to attain success in his holy pursuits. Narendranath desired to wear ear-rings made of conch.

57 to 63

বঙ্গানুবাদ :—

পরন্তু মাতা কালিকাদেবীর সম্মুখে বসিয়া প্রতিদিন গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেন।

হে মহেশ্বরী আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য দাও হে মাতঃ তোমাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৫৭।৫৮

পুত্র উচ্চ পদস্থ হইলে পিতা যেরূপ আনন্দিত হয়েন। সেইরূপ নরেন্দ্র মাতা কালিকা দেবীর শরণাপন্ন হইলে ঠাকুর ও পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রকে দিব্য দর্শন করাইয়াছিলেন। ৫৯।৬০

ঠাকুর যখন দেখিলেন নরেন্দ্র সাধনে বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছে। ঠাকুর নিজে যে সকল সাধন যে স্থানে যেরূপ ভাবে করিয়াছেন। নরেন্দ্রকে ঠিক সেই ভাবে সেই সকল সাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের যোগ সিদ্ধির জন্য শঙ্খনির্মিত কুণ্ডল ধারণ কর্ত্তব্য মনে করিয়া ঠাকুর শঙ্খ কুণ্ডল সংগ্রহে কালক্ষেপ জানিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুণ্ডল গড়িয়া দুই কর্ণে সুন্দর ভাবে ধারণ করাইয়াছিলেন। এইরূপভাবে কুণ্ডল ধারণ বিধি ভগবান বুদ্ধদেবের আচরিত পন্থা। ৬১।৬২।৬৩।৬৪

এবং কুণ্ডল ধারণ সময়ে ঠাকুর এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে তোমার বুদ্ধদেবের মত যোগ সিদ্ধি হউক। ৬৫

কিন্তু গভীর রাত্রে পঞ্চ বাটীর নিম্নে পঞ্চ মুণ্ডীর আসনে বসিয়া সাধন করা দুঃখদায়ক হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মহা শ্মশান সাধকগণের ভয় ও বিঘ্ন সঙ্কুল এবং যেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী শ্মশান

मृत्कुण्डलं घटयित्वा कर्णयोरतिशोभनं ।
धारणं कारयामास बुद्धदेवानुसारतः ॥ ६४
आशीर्व्वादः कृतस्तेन प्रभुनानन्द चेतसा ।
बुद्धवद् योगसिद्धिः स्यात्तवमे सुप्रसादतः ॥ ६५
किन्तु घोर निशाकाले तत्र पञ्चवटी तले ।
पञ्चमुण्डासने स्थित्वा साधनं दुखदं भवेत् ॥ ६६
भीति विघ्नमये स्थाने दक्षिणेश्वरधामनि
यत्र श्रीजगदम्बायाः पीठरक्षक भैरवः ॥ ६७
विराजितः सर्व्वदैव साधकानां भयावहः ।
अतः स्व प्राणतुल्यन्तं नरेन्द्रं हि तदा प्रभुः ॥ ६८
सार्द्धं हृदको गोपालेन निर्भीक सेवकेन हि ।
तत्र महापीठ मध्ये प्रेरयामास तं तदा ॥ ६९
गत्वा यत्र नरेन्द्रोऽपि महापीठे यथाविधि ।
सिद्धासने चोपविश्य समाहाभ्यन्तरे सुधीः ॥ ७०

On seeing that it would take long time to procure the conch ring, Thakur made him wear earthen rings, like the Buddhists, and blessed him. However; considering that it would be very difficult for Narendra to practise holy rites in the dead of night at Panchavati, Thakur sent

Narendra with Hootaka Gopal to the place. In a week Narendra attained success in his penance. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কালিকার অতি ভয়ঙ্কর পীঠ রক্ষক ভৈরব সর্ব্বদাই বিরাজ করেন এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য নরেন্দ্রকে নির্ভীক সেবক হুটকো গোপালের সহিত সেই পঞ্চ মুণ্ডীর মহা পীঠে নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ৬৬।৬৭।৬৮।৬৯

ঠাকুরের উপদেশ মত নরেন্দ্রও সেই মহা পীঠে যাইয়া সিদ্ধ পঞ্চ মুণ্ডীর মহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সপ্তাহ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় প্রভুর পাদ মূলে সাধনের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৭০।৭১

ठाकुरस्यानुग्रहे न सिद्धिं लब्ध्वा महामतिः।
पुनः प्रभोः पादमूले तत् सर्व्वं समवर्णयत् ॥ ৭১
वार्त्तास्तिकाचिदेवं सा भूरिभोक्ष्यति यः सुतः।
ततोऽधिकं प्रार्थयति खादितुं पितुरन्तिके ॥ ৭২
तद्वदत्र नरेन्द्रोऽयं ठाकुरस्यान्तिके सदा।
साधनासिद्धि मासोऽपि वदत्यैवं पुनः पुनः ॥ ৭৩
अहं ब्रह्मेत्यभिध्यानं समाधिरिति गीयते।
स्वरूपन्तस्य कृपया वद मां भक्तवत्सल ॥ ৭৪
यदनुष्ठानतो मे स्यात् समाधिर्निर्विकल्पकः।
श्रुतं मया साधकस्य स एव मोक्षरूपकः ॥ ৭৫
सर्वोच्च साधना सा तु यया स्यादपरोक्षकं।
ब्रह्मदर्शनरूपन्तद् वशिष्ठ व्यास सम्मतं ॥ ৭৬

श्रु त्वैवं ठाकुर: प्राह नरेन्द्रं श्रेष्ठ साधकं ।
भविष्यति यथाकाले साम्प्रतं सुस्थिरो भव ॥ ७७

After that, Narendranath requested Thakur to impart the instructions as to how to lose oneself in God. Thakur asked him to have patience for the time being. 71 to 77

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ প্রবাদ আছে যে যাহার পুত্র যত খায় তাহার পুত্র তত চায় এ স্থলে সাধন সিদ্ধ নরেন্দ্র ও ঠাকুরের নিকাট প্রায়ই পুনঃ পুনঃ বলিতেন শাস্ত্রে অহং ব্রহ্মাস্মিরূপে সাধনে সমাধি লাভ হয়। অতএব হে ভক্ত বৎসল সেই সমাধির স্বরূপটি কিরূপ তাহা আমাকে বলুন। যে অনুষ্ঠান করিলে আমার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইবে। শুনিয়াছি সাধকের সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিই মোক্ষ স্বরূপ।

৭২।৭৩।৭৪।৭৫

তাহাই সর্ব্বোচ্চ সাধন যে সাধনা হতে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। সেই সমাধিই ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সম্মত। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ঠিক সময়ে হইবে। যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক উপস্থিত তুমি চঞ্চল হইও না। ৭৬।৭৭

किन्तु भविष्यतिकदा कथं वा तत् प्रकारक।
न किञ्चित् टाकुरेणोक्तमाश्वास वाक्य केवलं ॥ ७८
अथैकस्मिन्दिने योगीध्यानमग्नो यदा भवत्।
तदा तस्य नरेन्द्रस्य स्थूलदेहाद्विनिर्गत: ॥ ७९

अन्त्यलीलायां ८म अः

सूक्ष्म देहो गत स्तस्यसूक्ष्मे चित्सुखधामनि ।
काष्ठपुत्तलिकातुल्यं तदा जड़वपुः स्थितं ॥ ८०
दृष्ट्वैवं भ्राता गोपा लः सत्वरं यत्र ठाकुरः ।
तत्र गत्वावदत् सर्व्वं ठाकुरं भक्तिपूर्व्वकं ॥ ८१
नरेन्द्रस्य निर्विकल्प समाधिं श्रुतवान् यदा ।
तदा परमसानन्दं लेभे परमठाकुरः ॥ ८२
उवाच चोत्तमं भूतं यूयं सर्व्वे प्रपश्यत ।
न तस्य कोऽपि चाञ्चल्यं जनयेद् योगिनोऽधुना ॥ ८३
एतदर्थं चञ्चलं मां श्रीनरेन्द्रो यदा तदा ।
सा मातात्प्यकरोत्तस्मै काली कैवल्यदायिनी ॥ ८४

But Thakur did not say how and when Narendra would achieve his desired end. One day when Narendra was in profound meditation his soul came out of his body which remained stiff like a piece of wood. Brother Gopal brought it to the notice of Thakur, who advised Gopal to see that none should cause any disturbance to Narendra. "My Mother," said Thakur, "has now been kind to Narendranath." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু কোন সময়ে কিরূপে নির্বিকল্প সমাধি হইবে ঠাকুর তাহা কিছুই বলিলেন না কেবলমাত্র হবে হবে বলিয়া আশ্বাস বাক্য দিলেন। ৭৮

अन्त्यलीलायां ८म स्कः

পরে একদিন মহাযোগী নরেন্দ্র যে সময় ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রের স্থূল দেহ হইতে একটি সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইয়া অলৌকিক চিদানন্দময় ধামে গিয়াছিলেন। এবং স্থূল দেহটি একটি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত অসাড় হইয়াছিল। ৭৯।৮০

নরেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাটি গুরু ভাই গোপাল দাদা দেখিয়া যেখানে ঠাকুর আছেন সেই স্থানে যাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক সেই সকল ব্যাপার বলিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি শুনিয়া পরম গুরু ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮১।৮২

এবং বলিয়াছিলেন বেশ ভালই হইয়াছে। তোমরা নরেন্দ্রকে দেখ উপস্থিত যেন কোন লোক তাহার চঞ্চলতা না আনে, এই নির্ব্বিকল্প সমাধির জন্য নরেন্দ্র আমাকে যখন তখন চঞ্চল করিত।
৮৩।৮৪

निर्विकल्प समाधिं तं दत्तवत्यनुकम्पया।
येन मे वासना पूर्णां कृतञ्च जगदम्बया॥ ८५
अधुनानेन रूपेन निष्ठतु मम पुत्रके।
लोकवत् स्वखलीलां तां दर्शयामास ठाकुरः॥ ८६
भगवत् कृपया वापि प्राणपाति तपस्यया।
बारमेकं यदि भवेत् समाधि र्निर्विकल्पकः। ८८
योगिनो घोरसंसारे मनस्तस्य न मज्जति।
परन्तु चुम्बकाकृष्ट लौहखण्ड निभं भवेत् ८८॥
योगिनः श्रीनरेन्द्रस्य तद्रूपमभवत्तदा।
स्वयं भगवती यस्य यदर्थमिह सङ्गतिः॥ ८९
कृपाकणा वलाद यस्य नरेन्द्रोऽद्वैत सिद्धिमान्।
अत स्तदिच्छयैवासौ दग्धवस्त्र घृतो यथा॥ ९०

If a devotee can once realise the all pervading Being no earthly thing can have any attraction for him. Just as iron is attracted by magnet, so also Narendra was attracted and lost himself in the Supreme Being. Yet by the will of God he moved about in this mortal world disinterestedly like one with a cloth burnt out. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আজ আমার ব্রহ্মময়ী মা নরেন্দ্রকে কৃপা করিয়া নির্বিবকল্প সমাধি দিয়াছেন। আজ শিব সুন্দরী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ৮৫

এক্ষণে নরেন্দ্র এই ভাবেই থাকুক, এইরূপ ভাবে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মত লীলা দেখাইয়াছিলেন। ৮৬

প্রাণপাত তপস্যা দ্বারাই হোক অথবা গুরু কৃপা বশতঃই হোক যদি একবার নির্বিবকল্প সমাধি হয় তবে সেই যোগীর মন আর সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। পরন্তু চুম্বক দ্বারা যেরূপ লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হয় সেই যোগীর মন ও সেইরূপ হইয়া থাকে আমাদের মহা যোগী নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। ৮৭।৮৮

যে ভগবানের সহিত নরেন্দ্রের জীবগণের উদ্ধারের জন্য ইহ জগতে সম্মিলন। সেই ভগবানের কৃপা কণা হইতেই আজ সেই নরেন্দ্র অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই শ্রীনরেন্দ্র দগ্ধ বস্ত্র পরিধানের মত পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৯।৯০

श्रीनरेन्द्रः पुनर्बाह्यविषये लिप्ततां गतः ।
प्राप्तत्र्थं पादरेणुनां पदप्रान्तं प्रभोर्यदा ॥ ९१
समागतः श्रीनरेन्द्र ष्ठाकुरं प्राह सन्नतः ।
तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य तात्पर्यं यत् परम्पदं ॥ ९२
तूरीय ब्रह्मशब्दितमबाङ् मनसगोचरं ।
यतो वाचोनिवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ ९३
केवलानुभवानन्द स्वरूप ब्रह्मवस्तुनः ।
आनन्दं त्वामहंचाद्यस्वाद पूर्णमलम्भयं ॥ ९४
त्वदर्थमेव नान्यार्थं मसावानन्दरत्नराट् ।
हार्द्दांकांश पेटिकाया अन्तरे यत्नतः सुत ॥ ९५
संरच्चितो मयाचाद्य जानीहि त्वं सुनिश्चितं ।
पुनर्यदा मदीयेहा भविष्यति पुन ध्रुवं ॥ ९६
तुभ्यं समाधिं दास्यामि निर्विकल्पस्वरूपकं ।
अस्यां दशायां कर्त्तव्यं विशुद्धाचरणं बुधैः ॥ ९७

When Narendra came to Thakur to offer his obesience to him. Thakur received him cordially and said. "I have made you realise the Supreme Being who is not knowable through our senses including mind and who has been described as Divine Joy in the shastras. I treasured that Joy in my heart only for your sake. I shall again give you another taste of it when I shall so desire. At this stage it is wise to keep yourselves free from all impurities. 91 to 97

বাঙ্গনুবাদ :—

নরেন্দ্র ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য নিকটে আসিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। বেদে যে ব্রহ্ম বস্তুকে মনের দ্বারা না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য নিবর্ত্তিত হয়। কেবল অনুভব স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুর বাক্য মনের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য যে পরম পদ আজ আমি তোমাকে সেই আনন্দটি আস্বাদযুক্ত করিয়াছি। হে পুত্র সেই আনন্দের রাজা অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ কেবল তোমার জন্যই আমার হৃদয় আকাশ রূপ পেটিকার মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, অতএব পুনরায় যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় সাদরে সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিটি দিব, জ্ঞানীগণ এইরূপ অবস্থায় বিশুদ্ধাচারণ অর্থাৎ বিশেষভাবে সদাচার পালন করেন। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ জটা ভষ্ম বিভূষিত সন্ন্যাসী সকল সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ অগ্নি সমীপে অবস্থান করেন। ৯১ হইতে ৯৮

किं न पश्यथ यूयं भो जटाभस्मविभूषिताः ।
सन्न्यासिनः सदा सन्ति विशुद्ध शुचिसन्निधौ ॥ ९८
विशुद्ध फलमूलादिकृताहाराः सुयोगिनः ।
तेन तेषां चित्तशुद्धिः सुलभा भवति ध्रुवं ॥ ९९
ततो ध्रुवा स्मृति प्राप्तिर्यया स्यान्निर्विकल्पकः ।
समाधिः सर्व्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्ततो भवेत् ॥ १००
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु केवलं पौरुष प्रियः ।
तत्र तेन वहुतरा कृताचेष्टा प्रयत्नतः ॥ १०१
न लेभे तं समाधिन्तु नरेन्द्रो मुख्यसेवकः ।
एवं गते वहुतिथे तिरोधानात् परं प्रभोः ॥ १०२

अन्त्यलीलायां ८म अः

तीर्थ श्रेष्ठ हृषीकेशक्षेत्र कुब्जाम्रके यदा।
स्थितो योगी तपस्यार्थं तत्र कस्मिन्दिने तदा॥ १०३
ध्यानेक मनसस्तस्य वाह्यज्ञान विलुप्तता।
गतस्य देहयन्त्रस्य भूतले पतितस्य च॥ १०४

"You must have seen holy men with matted hair and bodies smeared with ashes sitting by the fire and living upon fruits only to maintain purity of mind and soul, which causes merit for realisation of Divinity and salvation.' Of all the disciples only Naredra made utmost efforts to have the Divine joy once again but in vain. Some time after Thakur had left this mortal world, Narendra went to the holy place of Hrishikesh. Once during his stay there while in deep meditation he lost his consciousness. 89 to 104

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবানের ভাবনায় প্রশান্ত অন্তঃকরণ সাধকগণ বিশুদ্ধ ফলমূলাদি ভোজনের দ্বারা তাহাদের মনের শুদ্ধি শীঘ্রই হইয়া থাকে ইহা ধ্রুব নিশ্চিত॥

চিত্ত শুদ্ধি ধ্রুবা স্মৃতি লাভ করে যে ধ্রুবা স্মৃতির ফল নির্ব্বিকল্প সমাধি। নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে সর্ব্ব প্রকার বন্ধনের বিশেষভাবে মুক্তি হয়। কেবল মাত্র পুরুষকার অবলম্বী একমাত্র নরেন্দ্রই ঠাকুরের এই সকল উপদেশ শুনিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য

বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর মুখ্য সেবক নরেন্দ্র সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর তিরোভাবের পর যে সময়ে যোগী নরেন্দ্র তপস্যার জন্য হৃষীকেশ তীর্থের মধ্যে কুঞ্জাগ্র নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সেই সময় সেই স্থানে একদিন একমাত্র ধ্যানান্তঃকরণ নরেন্দ্রের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে ভূতলে পতিত দেহের। ৯৯ হইতে ১০৪

निस्पन्दासुर्घ मनिरपि न स्पन्दते नेत्रयुग्मं
नासाश्वासानिल विरहितं जीवनं नोपलब्धं।
शङ्कास्माकं मम भवदियं मृत्यु नाग्रस्यमान
स्त्यक्ता देहं परमभवनं याति यन्वी यशस्वी। १०५
सर्व्वं चैवं पदनखरतो जानु जङ्घोदरादिं
वक्ष: कण्ठः सुनयनयुगं भाल नासोदिकांश्च।
उद्दीक्ष्यैतान्न खलु विकलान् मन्यमानांस्तदेवं
अदयुर्च्चै स्तत् खलु भगवतो रामकृष्णस्य नाम॥ १०६
घस्रे रात्री श्रवणकुहरे भूय एवालपन्तं
सञ्ज्ञालब्धा खलु परदिने सर्व्वलोकां स्तदीयान्।
प्रोवाचैवं मम भगवतो भूय एवा शिषाद्य
नीवाकोऽयमभदहो निर्व्विकल्प स्वरूप:॥१०७

He appeared to be dead. But his followers observed that his body was however not distorted or decomposed like other dead bodies. So they loudly chanted the holy name of Ramakrishna all the night long till next day Narendra regained

his senses, and said, "By the grace of Thakur I attained the Divine consumation, cnce again."
105 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

তাঁহার প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল বা চক্ষুর্দ্বয় স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস জনিত বায়ু শূন্য বশতঃ প্রাণহীন বা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করাইয়াছিল। অতএব আমাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে একমাত্র কর্ণ ধারক বা চালক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবল্লোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনা করিয়া আমরা সকলে তাঁহার পায়ের নখ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহু জঙ্ঘা ও উদরাদি বক্ষঃ স্থল কণ্ঠদেশ ও চক্ষু দুইটি ললাট কণ্ঠদেশ ও নাসিকাদি এই সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া না থাকিলেও কিছু মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চ কণ্ঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনর্ব্বার দিবারাত্র বলিতে বলিতে প্রভাত হইলে পরদিনে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহারই আশ্রিত আমাদের সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আজ আমার পুনর্ব্বার এইরূপ আশ্চর্য্য নির্ব্বিকল্প স্বরূপ সমাধি হইল। ১০৫ হইতে ১০৭

স্কন্দপুরাণস্য মধ্যে কেদারখণ্ড নামকে।
অধ্যায়েঽস্তি পুণ্যকথা বৈষ্ণুদেবতপস্যয়া ॥ ১০৮

अन्त्यलीलायां ८म अः

सन्तुष्टो भगवानासीद्धृषीकेशे स्वधामनि ।
आम्रस्याभ्यन्तरे स्थित्वा भगवान् कुब्जरूपकः ॥ १०८
स्वरूपं दर्शयित्वा तं रैभ्युदेवं तपस्विनं ।
तद्वाञ्छितं वरं तस्मै दत्वा चैवमुवाच तं ॥ ११०
क्षेत्रेऽस्मिन् यः प्राणपातं तपश्चरति मन्मनाः ।
आशुसिद्धिर्भवेत्तस्य ददाम्येतद्वरञ्च भो ॥ १११
तत् कालतो हृषीकेश तीर्थस्यास्य तपस्विनः ।
कुब्जाम्रक क्षेत्रमिदं नाम सुन्दरमाददन् ॥ ११२
वद्रिनारायण द्वाराद्धरिद्वार इति स्मृतः ।
केदारनाथ द्वारत्वाद्धरद्वारोऽपिभन्यते ॥ ११३
यत्र भागीरथी गङ्गा सप्त स्रोतस्वती सती । ११४
मिलिता सोद्ब्रह्मकुण्डे गङ्गाद्वारोऽपितं विदुः ॥ ११४

There is the story of Raibhyudev in the chapter named Kedarkhanda in the Skandha Puran. While Raibhyudev was in deep meditation in Hrishikesh God in a very dwarfish figure appeared from a mango fruit and gave him the desired boon. God also said, "It is also a boon to those who will perform holy penance here that they will soon achieve their end." From that time onwards the place is known as Kubjamra Kshetra which is now called Haridwar as it falls on the way to the temple of Badrinath, and also

called Har-dwar as it also leads to Kedarnath. It is also called Ganga-dwar as the seven currents of the Ganga meet here in Bramha-kunda.

108 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে একটি পবিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে যে রৈভ্যদেবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এই হৃষীকেশধামে ভগবান্ কুব্জ রূপ ধারণ পূর্ব্বক একটি আম্র ফলের ভিতরে থাকিয়া সেই তপস্যাকারী রৈভ্য দেবকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া রৈভ্যদেবকে তাঁহার অভিলষিত বর দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি এই কুব্জাম্র ক্ষেত্রে আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপস্যা করিবেন তাহার শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হইবে। এই বরটিও দিলাম। সেই সময় হইতেই এই হৃষীকেশ তীর্থের কুব্জাম্র ক্ষেত্র বলিয়া সুন্দর নাম সন্ন্যাসী সকল দিয়াছেন। ১.২

এই স্থানটি বদরিকাশ্রমে যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া হরিদ্বার বলে, এবং কেদার যাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া এই স্থানটিকে হর দোয়ারা বা হর দ্বারও বলে। ১১৩।১১৪

প্রাগ্রিণীক্তং ঠাকুরেণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তমুত্তমং।
জ্ঞাত্বা দ্বৈতসম্বিদর্থং সুসম্বদ্ধং পটাঞ্চলে ॥ ১১৫
যথেষ্টাচার নিরতোভব তেন ন দোষভাক্।
আহার ব্যবহারাদি জপ পূজাদিকাদি চ ॥ ১১৬
যদি ভবেদ্বিপরীতং সর্ব্বমদ্বৈতভানতঃ।
সম্পূর্ণা পূর্ণতাং প্রাপ্তং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ১১৭

अन्त्यलीलायां ৮म अः

प्रभोः श्रीमुखपद्माच्चश्रुतं सेवकसत्तमैः ।
श्रीनर्म्मदा नदी तीरे कुटीरे निर्जने सदा ॥ ११८
ध्याननिष्ठः पुरी तोता त्रिचत्वारिंश वत्सरे ।
निर्विकल्प समाधिं तं प्राणपाति परिश्रमैः ॥ ११९
अलं वभूव सम्प्राप्तुमतिकृच्छ्र गतोपि सः ।
ठाकुरस्य समाधिः स सर्व्वाश्चर्य्यमयस्य तु ॥ १२०
निमिषकालमध्येऽभून्निर्व्विकल्प स्वरूपकः ।
येन दिनत्रयं यावदेकरूपेण संस्थितिः ॥ १२१

Thakur would often say that if a holy man behaved according to his own will, with full knowledge of oneness underlying all this apparent diversity, he could not be guilty of anything. In performing holy rites or daily duties if he would do adversely, he would get the desired merit or fruit because of his divine wisdom. It is said that Totapuri performed penance for long thirty four years in a lonely place on the bank of the river Narmada to attain spiritual sublimity, which Thakur attained in a moment and could retain for long three days at a stretch. 115 to 121

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং এই স্থানে ভাগীরথী গঙ্গার সাতটি ধারা হওয়ায় কেহ কেহ গঙ্গা দ্বারও বলে। গঙ্গা এই স্থানে ব্রহ্ম কুণ্ডে মিলিতা হইয়া

তৎপরে অন্যদিকে যাইয়াছেন। ঠাকুর প্রায়ই এইরূপ একটি উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বলিতেন। অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ ধন বা রত্নকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যে কোনও রূপ আচার ব্যবহার কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। আহার ব্যবহার জপ ও পূজা প্রভৃতি যদি সাধারণের মত অথবা শাস্ত্র সম্মত না হয় তাহা হইলেও অদ্বৈত স্বরূপের প্রকাশে আচারাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে যোগিগণের সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ইহা ধ্রুব নিশ্চিত জানিবে। ১১৫।১১৬।১১৭

সেবকগণ আমরা সকলে ঠাকুরের মুখপদ্ম হইতে শুনিয়াছি। নির্জন কুটীরে নর্ম্মদা নদীর তীরে ত্রিচত্বারিংশদ্বৎসর ধ্যান মগ্ন হইয়া তোতাপুরী সন্ন্যাসী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নির্বিবকল্প সমাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সর্ববাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের নিমেষমাত্র সময়ের মধ্যে সেই সমাধি অর্থাৎ নির্বিবকল্প সমাধি হইত। যে সমাধি দ্বারা ঠাকুর তিন দিন পর্য্যন্ত নির্বিবকারে তন্ময় হইয়াছিলেন॥ ১১৮ হইতে ১২১

অতীবাশ্বর্য্যং বিষয়ঃ সর্ব্বস্মাদয়মুত্তমঃ।
বহ্নিশ্বর প্রাণতুল্য নরেন্দ্রং শ্রেষ্ঠ সেবকং॥ ১২২
সমাধে নির্ব্বিকল্পস্য রসস্যাস্বাদনং পুনঃ।
কারয়িত্বা শ্রীভগবান্ কৃপয়া মম ঠাকুরঃ॥ ১২৩
সুস্পষ্টং দর্শয়ামাসতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
অত্যন্ত যত্নশীলানাং সেবকানাং মহাত্মনাং॥ ১২৪
শুশ্রূষায়া ভগবত স্ত্রুটিঃ স্বল্পা ন চাভবত্
বপুষঃক্ষীণ শক্তিত্বাদ্ধক্তা ভাবনয়াথবা॥ ১২৫
উদ্যানবাটিকামধ্যে বর্ষা প্রাবল্যতোঽপি বা॥।
রোগবৃদ্ধি স্তদা জাতা যত্ ক্ষতস্থান্তরে স্থিতং॥ ১২৬

अन्त्यलीलाया ८म अ:

तत्पत बाह्य देहेऽपि सम्पूर्णं हृष्यताङ्गत ।
सह तेन च रक्तस्य त्तरणेन तदा प्रभोः । १२७
यातना स्व शरीरस्य सम्पूर्णं वृद्धिमागता ।
चिकित्सकेन विज्ञेन यद्यपि सुचिकित्सितः । १२८

In spite of every care and utmost effort the disease began to aggravate due to weakness of age, anxiety for his disciples, or undried condition of the garden. The wound spread from inside to the skin outside, Excessive bleeding accompanied with acute pain all over his body made him restless. 122 to 128

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি সর্ব্বাশ্চর্য্যময় এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঠাকুরের বহিশ্চর জীবনের মত শ্রেষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রকে এই নির্বিবকল্প সমাধির উত্তমরূপে রসাস্বাদ করাইয়া বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন। মহাত্মা সিদ্ধ সেবক সকলের পরম যত্নে ঠাকুরের শুশ্রূষার ত্রুটি হয় নাই। ঠাকুরের ক্রমশঃই দেহের ক্ষীণ শক্তি বশতঃ অথবা ভক্ত সকলের জন্য চিন্তা দ্বারা অথবা বাগান বাটীর মধ্যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বশতঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ক্ষত ভিতরে ছিল। সেইরূপ ক্ষত বাহিরেও দেখা দিয়াছিল। সেই সময় সেই সকল ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদ্যপি সুচিকিৎসকের দ্বারা খুব ভাল ভাবেই চিকিৎসা হইতেছিল।

১২২ হইতে ১২৮

তথাপ্যষ্ট মাসকালে প্রায়েন গতবত্যপি !
আশানুরূপ রোগস্য প্রশমো নোপলক্ষ্যতে ॥ ১২৯

এবমুদ্বিগ্ন চেতোভির্ভক্তবর্গৈঃ সুচিন্তিত' ।
রোগপরীক্ষণঞ্চাস্য কর্ত্তব্য' সুচিকিৎসকৈঃ ॥ ১৩০

বিচিন্ত্যৈব' মহাভাগাঃ সেবকা ভগবৎ পরাঃ ।
নগর্য্যাঃ কলিকাতায়াং রোগারোগ্য নিকেতনাৎ ॥ ১৩১

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোগবেদী কোটস্ সাহিবেতি নামকঃ ।
তত্রানীতঃ স সম্মান' সেবকৈর্য্যত্র ঠাকুরঃ ॥ ১৩২

স শ্বেতাঙ্গভিষক্ তস্য কণ্ঠনালী পরীক্ষণে ।
অঙ্গুলীভিঃ সমাক্রান্তে ঠাকুরস্য গলে যদা ॥ ১৩৩

কঠোর যাতনাযুতঃ শ্বেতাঙ্গ' ঠাকুরোঽব্রবীৎ ।
ক্ষণং তিষ্ঠাধুনা তাত ইদমুক্ত্বাস্বভাবজ' ॥ ১৩৪

নির্ব্বিকল্প সমাধি' ত' তৎক্ষণাৎ প্রাপ ঠাকুরঃ ।
ততস্ত' শ্বেতাঙ্গ ভিষক্ পরীক্ষ্যেচ্ছানুসারতঃ ॥ ১৩৫

How was under treatment of the best physician for about eight months, yet there was no indication that the disease had been brought under control. His disciples brought Mr. Cots, the best of physicians in Calcutta Hospitals to examine the disease of Thakur. To facilitate examination of his woud, Thakur took his consciousness out of physical plane. 129 to 135

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তথাপি রোগের আরম্ভ হইতে প্রায় ৮ মাস কাল গত হইলেও রোগের আরোগ্য আশানুরূপে লক্ষিত হইয়াছিল না। ১২৯

এইরূপে ভক্ত সকল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলেন ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা বিশেষভাবে সুচিকিৎসকের দ্বারা করা কর্ত্তব্য। ১৩০

গুরু ভক্তি পরায়ণ মহাভাগ সেবকগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের কোট সাহেব নামক চিকিৎসক মহাশয়কে সসন্মানে ঠাকুরের নিকটে আনিয়াছিলেন। ১৩২

তৎপরে সেই ইংরেজ ডাক্তার ঠাকুরের কণ্ঠনালী পরীক্ষার জন্য গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিয়া সাহেব ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন মহাশয় আপনি একটু অপেক্ষা করুন এই কথা বলিয়া ঠাকুর তৎক্ষণাৎ স্বভাবজাত নির্ব্বিকল্প সমাধি যুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার নিজের ইচ্ছামত ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৩৫

उवाच क्यान्सार रोगोऽसाध्य : प्राणविघातकः ।
कण्ठनालो च्चताज्जातोनौषधञ्चास्य विद्यते ॥ १ ३६
अविराममेश्वरिक्वौ वार्त्तायां धर्म्मयाजकाः ।
रतास्तस्मादियं पीड़ा सञ्चनिष्यति निश्चितं ॥ १३७
गलमध्यस्थ झिल्लीनां शिराणामति सूक्ष्मया ।
उत्तेजनातदुत्पत्तिर्भवेदस्यामयस्य हि ॥ १३८
देशेऽस्माक मिमं रोगं वहुजल्पि महात्मनः ।
धर्म्मयाजकस्य रोगः कण्ठरोगो बदन्ति ते । १२६

अन्त्यलीलायां ८म अः

उग्रमौषधमस्माकं न प्रयोज्यं कदाचन ।
एतादृश्यामवस्थायां भूरिक्लेशो भविष्यति ॥ १४०
अतो यावत् चिकित्सास्य रोगिनः प्रचलिष्यति ।
सैवशुभकरी ह्यस्य भविष्यति न संशयः ॥ १४१
वक्तव्यं यत्तदुक्तं मे किन्तु किञ्चिद्वदामि वः ।
तच्छृनुध्वं महाभागा भवन्तो गुरु जीवनाः ॥ १४२

After careful examination of the wound, Mr. Cots said, "It is cancer which is incurable. No medicine for this disease has been invented as yet. Usually, priests who are habituated in holy talks are affected by this disease. This disease originates from excessive exertion of the finer tissues of the throat. It is known as throat disease in Western countries. Strong medicine should not be applied as it brings but unbearable pain. So mild homeopathic medicine only can be taken. I have told what I had to say about the disease. I have, however, to say something else. Kindly listen to me. 136 to 142

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ইহা প্রাণনাশকারী কেনসার রোগ। ইহা গলদেশের শিরা হইতে উৎপন্ন এ রোগের ঔষধ নাই বা এই রোগ মুক্ত হয় না। ধর্ম্মযাজকগণ অনবরত ঈশ্বরের কথায় সর্ব্বদা রত থাকেন তজ্জন্য

ধর্ম্মযাজকগণেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। গলদেশের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের এবং সেই শিরাতে অতি ক্ষুদ্র কীট সকলের উত্তেজনায় বা আঘাতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৩৮

আমাদের দেশে অর্থাৎ ইওরোপে এই রোগটিকে বহুভাষী ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম যাজকগণের কণ্ঠ রোগ নামে অভিহিত হয়। ১৩৯

এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা একবারে অবিধেয়। ইহাতে রোগীর ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। ১৪০

অতএব ইহাঁর যেরূপ ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে তাহাই সুচিকিৎসা। ১৪১

আমার চিকিৎসা বিষয়ে যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে আমি যৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছি হে ভগবৎ প্রিয় মহাভাগ সকল আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুণ। ১৪২

अत्याश्चर्य्यमयञ्चेमं रोगिनमीशरूपकं ।
प्रथमं दृष्टवानत्र जीविति भीमहाजनाः ॥ १४३
बाइवेलाख्य धर्म्मशास्त्रे पठितमेव केवलं ।
तत्र प्रभोरीशामसी नामक स्यार्य्यरूपिनः ॥ १४४
ईश-चर्चा प्रथङ्गेना भवदी दृक् समाधिजः ।
स्वदेहस्मृति विध्वंशरूपोभावः समुत्थितः ॥ १४५
किन्त्वद्यास्यभगवतः साक्षाद्दृष्टः स्वचक्षुषा ।
अत्यल्प समयेनायं जहौ देहात्मधिषणां १४६
परन्त्वस्य स समाधिरद्युनापि न मुञ्चति ।
अस्यैवं दर्शनेनाद्य कृतार्थोऽहं भवामि वै ॥ १४७
परन्तु पारिश्रमिक ग्रहनात् कलुषीकृतं ।
करं न कारयिष्यामि सम्मतिरित्थमेव मे ॥ १४८

"I am quite astonished to see the divine power of this patient. I have read in the Hcly Bible about such divine power of transporting the soul of the holy apostle named Ishamoshi from the plane of physical reality. I now feel myself blessed by seeing such a miracle with my own eyes and I don't iike to take fees for my services to this holy man. 143 to 148

**বঙ্গানুবাদ :—**

অতীব আশ্চর্য্যময় এই রোগীকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখিতেছি। হে মহাপুরুষগণ আমি জীবনে এরূপ কোথাও দেখি নাই। ১৪৩

আমাদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে কেবল মাত্র পড়িয়াছি তাহাতে ঈশামসী নামক ধর্ম্ম যাজক মহাপুরুষের ঈশ্বরের অলৌকিক প্রসঙ্গে নিজ দেহের স্মৃতি শূন্য সমাধিজাত এইরূপ ভাব সমুত্থিত হইয়াছিল। ১৪৪।১৪৫

কিন্তু আজ এই সাক্ষাৎ ভগবানের সম্বন্ধে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেহাত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন। ১৪৬

অধিকন্তু ইহাঁর সেই সমাধি এখনও যায় নাই। এইরূপ দর্শন বশতঃ আজ আমি ধন্য হইলাম এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ১৪৭

পরন্তু আমি এমত অবস্থায় ইহাঁর নিকটে পারিশ্রমিক লইয়া হস্তকে পাপ লিপ্ত করাইব না ইহাই আমার সমীচিন মত। ১৪৮

अन्त्यलीलायां ८म अ:

मदुपार्ज्जित वित्तानां किञ्चिद्दातुं प्रभुर्यदि।
तदाहं नूनमेष्यामि कृपामीशस्य शान्तिदां ॥ १४९
एवमुक्त्वा जगमासौ डाक्तारः श्वेतविग्रहः।
स्व जन्म सफलं ज्ञात्वा भगवद्भाव भावितः ॥ १५०

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां ठाकुरो नरेन्द्रनाथं काशीपुराद्दक्षिणेश्वरे तपस्यार्थं प्रेरितवान् तत्र पञ्चमुण्डासने सप्ताह कालमध्ये नरेन्द्रस्य साधनासिद्धिर्जाता ततष्ठाकुर समीपे निर्विकल्प समाधि प्रसङ्गेन हृषीकेश वृत्तान्त वर्णनं। ततः श्वेताङ्ग चिकित्सकेस्य कृतार्थता-रूपोऽन्त्यलीलाया अष्टमोध्यायः। अ:: ८ अ: ॥

"On the other hand I feel that I shall be blessed by the grace of God if I can give a little of my earning to this holy man." Thus the great physician left the place with his mind absorbed in holy thoughts. 149 to 150

Here ends the eighth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ 8 অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমার উপার্জিত অর্থের যদি কিছুমাত্র ও ইহাকে দিতে পারি তবে আমি নিশ্চয় ভগবানের শান্তিদায়িনী কৃপা লাভে সমর্থ হইব। ১৪৯

তৎপরে শ্বেতাঙ্গভিষক এইরূপ বলিয়া ভগবদ্ভাব দর্শনে নিজকে ধন্য মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৫০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তপস্যার জন্য দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলে সেই স্থানে সাতদিনের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডির আসনে বসিয়া তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুরের নিকটে নির্ব্বিকল্প সমাধির আলোচনা সময়ে হৃষীকেশ তীর্থ বলা হইয়াছে। তৎপরে সাহেব ডাক্তারের বিষয় অন্তলীলার ৮ম অঃ বলা হইল॥

অথ অন্ত্যলীলায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ

অতঃপরং ভক্তবর্গৈরন্বিষ্টঃ সুচিকিৎসকঃ।
মহেন্দ্রলাল সরকারং প্রাপ্যাপি সুচিকিৎসকং ॥ ১
তস্য তু রোগি সান্নিধ্যং নাস্তি জ্ঞাত্বা তমত্যজন্।
নবীনচন্দ্র নামাস্তি প্রবীণো বৈদ্যসত্তমঃ ॥ ২
সর্ব্বে গত্বা তৎ সকাশং প্রভোঃ পীড়ামবর্ণয়ন্।
কিন্তু তস্য চিকিৎসায়াং অনুপান সুসংগ্রহং ॥ ৩
অসাধ্যং মন্যমানাস্তে তত্যজুস্তং চিকিৎসকং।
এবং প্রভোর্ভক্তবর্গা বৈদ্যার্থং চিন্তিতোঽভবন্ ॥ ৪
সর্ব্বান্তিমে ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ
সৎসেবকোঽতুলগুণোঽতুল নাম ভক্তঃ।
রাজেন্দ্র দত্ত ইতি নাম চিকিৎসকন্ত
মানীয় তত্র ভগবন্ত মদর্শয়ত্তং ॥ ৫

In search of a good physicn, the disciples approached Mahendra Lal Sarkar who was one

of the most reputed physicians of the times. He, however, was unable to visit the patient at his residence and so he was not considerd suitable. They approached another renowned physician named Nabinchandra. It was, however, too difficult to prepare and administer medicine according to his prescription. So he was also rejected. At last, one of the disciples, named Atul, called in a good physician, Rajendra Dutta, and got Thakur examined by him. 1 to 5

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তৎপরে ভক্ত সকল সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাইয়াও তাঁহার কলিকাতা হইতে কাশীপুরে যাইয়া রোগী দেখা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় নিযুক্ত না করিয়া নবীনচন্দ্র নামে একটি প্রাচীন বৈদ্যের নিকটে যাইয়া সেবকবৃন্দ তাঁহার নিকটে রোগের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আদেশ মত ঔষধের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা বা অতি কঠিন মনে করিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপভাবে ভক্তবর্গ চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১।২,৩,৪

সর্ব্বশেষে পরম পুরুষ ভগবান পরমহংসদেবের অতুলনীয় সদ্‌গুণ সম্পন্ন অতুল নামক সেবক রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসককে সেই স্থানে আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

अन्त्यलीलायां ८म सर्गः

आगत्य सोऽपि गुणराशि युतः सुवैद्यो
दृष्ट्वा परीक्ष्य च गदं सुख चिद्घनस्य।
प्राप्यापि भीतिबहुलं मनसि प्रवृद्धं
वाह्ये सहास्य वदनः समुवाच किन्तु ॥ ६
मास्त्यस्य रोगविगमे भवतां हि काचि
च्चिन्ताथवा सुमनसां खलु भीति हेतुः।
येनैव रोगगुरुता प्रकटीतकृता हि
तेनैष तद्गद विमुक्तय गदो हि सृष्टः ॥ ७
उक्त्वैवं प्रभुभक्तान् स राजेन्द्रः सुचिकित्सकः।
दैनन्दिनं समागम्य रोगिनं रोग सुक्तिदं ॥ ८
सन्ददर्श सदातस्य रोगिनो हर्ष हेतवे ॥
सुपुष्प सुफलादीनि द्रव्यानि विविधानि च ॥ ९
समानीय ददौ तस्मै परस्मै पुरुषाय हि।
ठाकुरोऽपि महाप्रीतोऽभवत्तस्मिं श्चिकित्सके ॥ १०

The physician was much frightened after examining the patient but he assumed a very cheerful front, and said, "You should not have any fear or doubt about the cure of the disease. The maker of the disease is also the maker of medicine." He paid visit everyday and advised the needful. He would also offer fresh fruits and flowers to bring pleasure to Thakur, who admired the physician for his good treatment and behaviour. 6 to 10

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম সঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বহুতর সদ্‌গুণ বিশিষ্ট সেই সদ্বৈদ্য রাজেন্দ্র দত্ত আনন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা পূর্ব্বক অন্তরে অত্যন্ত ভয় পাইয়াও বাহিরে সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য মহামনা আপনাদিগের কোনও চিন্তার কারণ নাই। যে ভগবান কঠিন রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সেই সুকঠিন রোগের সর্ব্বতোভাবে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬।৭

সেই সুচিকিৎসক রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ভক্ত সকলকে এইরূপ বলিয়া প্রতিদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সর্ব্বরোগ বিমুক্তিপ্রদ রোগী ঠাকুরকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এবং ঠাকুরের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য উত্তম পুষ্প ও উত্তম উত্তম ফল প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক পরম পুরুষ ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিতেন। তজ্জন্য ঠাকুরও অত্যন্ত প্রীত হইতেন॥ ৮।৯।১০

এবন্তদুভয়োঃ প্রীতিবর্দ্ধনাদল্পকালতঃ।
দুরন্ত যাতনাযুক্তরোগো হ্রাসত্বমাসবান্॥ ১১
পাদুকাহীন বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
ন তস্য মনসো দাহঃ কদাচিদপি জায়তে॥ ১২
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্রঃ প্রভোরর্থে মহামতিঃ।
সুকোমলেন বস্ত্রেণ নির্ম্মিতং পাদুকাদ্বয়ং॥ ১৩
স্বহস্তাভ্যাং প্রভোঃ পাদযুগলে পর্য্যধাপয়ত্।
প্রভো স্তত্ পাদুকাযুগং বেলুড়মঠ সদ্মনি॥ ১৪
অদ্যাপি পূজিতং ভাতি তদ্ভক্তৈর্ভক্তিপূর্ব্বকং।
সযত্নং রক্ষিতস্থাপি জগন্মঙ্গল হেতবে॥ ১৫

রাজেন্দ্রনাথ দত্তস্য ভক্তিপূর্ণা চিকিৎসয়া।
পীড়াশান্তিং প্রভোর্জ্ঞাত্বা ভক্তাশ্চানন্দ সংপ্লুতাঃ॥
অভীষ্ট দেবতা সেবাং পনীকৃত্য স্বজীবনং।
কুমার সেবকাশ্চক্রুরেকান্ত ভক্তিসংযুতাঃ॥ ১৩

Thus, due to happy exchange of feelings between Thakur and the physician, the very painful disease subsided very appreciably in a very short time. With the thought that if a bare-footed bramhin would be given a prize of shoes for protection from the heated-earth, he would regain his peace of mind, Rajendra got a pair of shoes prepared of soft cloth and worn by Thakur. This pair of shoes is still preserved in Belur Math, and worshipped by his devo'ees. It was a matter of great joy that the treatment of Rajendra Nath Dutta had brought a great relief to Thaknr. The young disciples rendered their services to Thakur with all sincerity and devotion. 11 to 17.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে রোগী ঠাকুর ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি বর্দ্ধনবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুরন্ত দুঃখদায়ক রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছিল। রৌদ্রতাপাদিক্লিষ্ট যদি কোনও ব্রাহ্মণকে

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

কোনও লোক যদি পাদুকা দান করেন। তবে সেই ব্যক্তির কখনও সন্তাপজনিত দুঃখ হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামতি ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের জন্য অতি সুকোমল বস্ত্র দ্বারা নির্মিত পাদুকা দুইটি নিজে দুই হস্তে প্রভুর পাদ যুগলে পরাইয়া ছিলেন। ঐ পাদুকা দুইটি আজ পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে পূজিত হইয়া থাকে। ১৩।১৪

এবং তাঁহার ভক্তবর্গের মঙ্গলার্থে ভক্তিপূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ১৫

এবং ডাঃ রাজেন্দ্রবাবুর চিকিৎসায় ঠাকুরের পীড়ার উপশম বা অনেকটা আরোগ্য জানিয়া ভক্ত সকল অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬

কুমার সেবকগণ একান্ত ভক্তি সহকারে ইষ্ট দেবতার সেবা প্রাণপনে করিয়াছিলেন। ১৭

সেবার্থং শ্রীভগবতস্ত্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শনে।
বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধত্বাত্তেভিরি পরমাং কৃপা ॥ ১৮
পরন্তুত্তরকালে তে তদ্ধর্ম্ম পরিবিধানে।
যদি মালিন্য মায়ান্তি তদর্থং ঘটনাবিভিঃ ॥ ১৯
শিক্ষা তানব্রবীদ্দেবো যুষ্মাকং সুপবিত্রতা।
ঈদৃগ্ যাতা যয়া যূয়ং দুর্জনৈর্মিলিতা অপি ॥ ২০
অথবা তৈঃস্তমন্নং ভক্ষয়িষ্যথ যদ্যপি।
ন কিঞ্চিদপি মালিন্যং যুষ্মদ্দেহে ভবিষ্যতি ॥ ২১
কল্মষং স্বল্পমাত্রস্থ ন তেন সম্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বদা শুদ্ধরূপেণ যূয়ং স্থাস্যথ নিশ্চিতম্ ॥ ২২

अन्त्यलीलायां ८म अ:

भवितव्य विधानेन विधातुरिच्छयाथवा।
सेवकानां सुदुर्भाग्यात्धर्म्मावसानमागत' ॥ २३
तदा शुचौ श्रै त्यमभूत् पर्य्यन्य वर्षणाश्रयं।
तेन क्षीणशरीरस्य प्रभो: पीड़ा व्यवर्द्धत ॥ २४

When the devotees touched the body of Thakur by way of services they became purged of their impurities, both inner and outer. Lest devotees would be unable to preach his religion, Thakur sprinkled holy water on them and said, "From now onward such divine purity has been bestowed upon you that bad companionship or the act of taking unholy food will not impair your purity of mind and body. You will ever remain pure and holy under any circumstances." By the will of God the happy days came to an end. The disease aggravated due to cold caused by excessive rains in the month of Ashara. 18 to 24.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেবা সময়ে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শমাত্রে ভক্ত সকলের বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া পরম কৃপা লাভ তৎক্ষণাৎ হইত। ১৮

কিন্তু আমার অবর্ত্তমানকালে এই সকল ভক্তবৃন্দ আমার ধর্ম্ম প্রচারে যদি অসমর্থ হয় তজ্জন্য ভগবান ভক্ত সকলকে ঘটস্থ জলের

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

দ্বারা অভিষেক করিয়া বলিতেন আজ হতে তোমাদের এইরূপ পবিত্রতা হইল যাহাতে তোমরা দুর্জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেও অথবা পাপান্ন ভোজন করিলেও তোমাদের দেহে কোনরূপ পাপ বা মালিন্য স্বল্পমাত্রও হইবে না। ১৯।২০।২১

তোমরা সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ২২

সেবকগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিতব্যের বিধান জন্য অথবা ভগবানের ইচ্ছাতেই হউক সুখের অবসান হইয়াছিল। সেই সময় আষাঢ় মাস অত্যধিক বারি বর্ষনের জন্য শীতল বা খুবঠাণ্ডা হইয়াছিল।

এজন্য ক্ষীণ শরীর প্রভুর পীড়া বিশেষভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল॥ ২৩।২৪

গলাভ্যন্তরদেশস্থ ক্ষতাৎ ক্লেদোবিনির্গতঃ।
শ্বাসকাশ প্রাবল্যাচ্চ যাতনা বৃদ্ধিমাগতা॥ ২৫
জলবত্তরলং পথ্যং ক্ষুধাধিক্যস্থিতাবপি।
ভোজনে ন সমর্থোঽভূদ্ যদিবা শক্তিচালনাৎ॥ ২৬
স্বল্পং গলাধঃকরণে যাতনা শতধা ভবৎ।
যয়াধৈর্য্যং ভবেন্নষ্টং সাক্ষাদ্ ভগবতোরপি॥ ২৭
পরন্তু তৎক্ষণাত্তস্মাৎ ক্ষতস্থানা দ্বিনিঃসৃতঃ।
পূযরক্তাদিসংমিশ্র ক্লেদোঽত্যন্তং ব্যবর্দ্ধত॥ ২৮
অসাধ্যন্তদ্রোগচিহ্নমবলোক্য মহামনাঃ।
প্রভো স্তৎ সেবকাঃ সর্ব্বে নরেন্দ্র প্রমুখাদয়ঃ॥ ২৯
সুতরাং ভয়বিভ্রান্তাহ্যভবন্ প্রভু হেতবে।
কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়াস্তে প্রায়েন লুপ্তচেতনাঃ॥ ৩০

एकदा मुखनिर्गत क्लेदसंयुक्त पायस ।
प्रभीरम्मत तुष्यन्तन्मन्यमानो महत्तर: ॥ ३१

Due to painful coughs and vomiting blood which came out of the wound inside the throat, Thakur became restless. In spite of acute appetite he could not eat anything. Even if he took any liquid food, it would cause unbearable pain as soon as it entered his throat, and simultaneously terrible vomiting of blood would take place. At this even Thakur himself lost all patience and hope, and his disciples did not know what to do. One day Narendra held in his hand the blood with all impurities which was vomitted by Thakur as if it was holy nectar.
25 to 31

বঙ্গানুবাদ :—

তজ্জন্য গলদেশের ভিতরের ক্ষত হইতে ক্লেদ অর্থাৎ রক্তপূঁজ বহির্গত হইলে শ্বাস কাসির প্রাবল্যবশতঃ ঠাকুরের যাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ২৫

বিশেষভাবে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইলেও জলের মত তরল পথ্যও ভোজনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ২৬

যদি বা জোর পূর্ব্বক অল্পমাত্র ভোজনীয় দ্রব্য খাইতেন তাহাতেও অত্যন্ত যাতনা হইত যে যন্ত্রণাবশতঃ সাক্ষাৎ ভগবানেরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল। ২৭

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

এবং তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত স্থান হইতে পুয়রক্তাদি মিশ্রিত ক্লেদ ভয়ঙ্কর রূপে নির্গত হইত। ২৮

ভগবানের অসাধ্য রোগ চিহ্ন দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি মহামনা প্রভুর সেবক সকল প্রভুর জন্য অত্যন্ত ভয়ে বিহ্বলিত হইয়াছিলেন এবং কি করা কর্ত্তব্য কিছুমাত্র নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সকলে এক প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল॥ ২৯,৩০

অতি বড় মহৎ শ্রীনরেন্দ্র সর্ব্বোত্তম সাধক একদিন প্রভুর মুখারবিন্দ নির্গত রক্ত পুঁজের সহিত পায়স প্রভুর অমৃততুল্য মনে করিয়া দুই হস্তে ধারণপূর্ব্বক কাতর বাক্যে গুরু ভ্রাতা সকলকে বলিয়াছিলেন। ৩১

উবাচ স্বহস্তে ধৃত্বা শ্রীনরেন্দ্রঃ সকাতরং।
প্রভোঃসুস্থদশায়াং যৎ প্রসাদ মদ্বনিন নঃ॥ ৩২
চিত্তপ্রসাদঃ সঞ্জাতোঽধুনা ভাগ্য বিপর্য্যয়াৎ।
তদ্রূপস্য প্রসাদস্য পুনঃ প্রাপ্তি ন সম্ভবেৎ॥ ৩৩
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যেনেদং ক্লেদমিশ্রণং।
প্রভোঃ সত্তাস্বরূপং যৎ পায়সমমৃতোপমং॥ ৩৪
অশ্নীয়ামস্তেনাস্মাকং তদধিষ্ঠানমুত্তমং।
দেহাস্থিমজ্জা নাড়ীষু ভবেদনুভূতং সদা॥ ৩৫
এবমুক্ত্বা শ্রীনরেন্দ্রঃপীত্বাগ্রে স্বয়মুত্তমং।
পায়সমপি চাস্মাকমপায়য়দনুত্তমং॥ ৩৬
এবং লীলা মনুষ্যস্য শ্রীনরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
কিং বিদন্তিজনা লীলাং শিশ্নোদর পরায়ণাঃ॥ ৩৭

अन्त्यलीलायां ८म अः

प्रभुनेदं यदा ज्ञातं प्रायो मे काल आगतः।
अतो मे प्रेमलीलायाः प्राकट्यं नङ्क्ष्यति ध्रुवं ॥ ३८

He said, "We do not now exp ect to have the same holy residuals from Thakur as was available when he was hale and sound. Let us take this blood as holy nectar so that we shall feel Thakur's divine self in our body, bones and nerves." With this Narendra drank the blood and made all other disciples drink it. Thus, Narendra did a miracle which was beyond comprehension of people addicted to earthly pleasure. When Thakur realised that his days were numbered, he resolved to asbtain himself from all outward activities. 32 to 88.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

প্রভুর সুস্থ অবস্থায় যে প্রসাদ ভোজন করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইরূপ প্রসাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশা আর নাই। অতএব হে মহাভাগ সেবকবৃন্দ আপনারা আসুন যদ্বারা এই রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত প্রভুর সত্তারূপ এই অমৃততুল্য পায়স যদি আমরা ভোজন করি তাহা হইলে আমাদের শরীরের অস্থি মজ্জা ও নাড়া সকলের মধ্যে ভগবানের স্থিতি সর্ব্বদা ভালভাবে অনুভূত হইবে। ৩২।৩৩।৩৪।৩৫

এইরূপ বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই সুধাতুল্য পায়স পান করিয়া তৎপরে আমাদিগকেও পান করাইয়াছিলেন। ৩৬

अन्त्यलीलायां ৫ম अः

ভগবানের লীলার সর্ব্বোত্তম পার্ষদ নররূপী নরেন্দ্রের লীলা পত্নী ও উদর পূরণে আসক্ত অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়কে ও উপস্থকে যাঁহারা জয় করিতে না পারিয়াছেন সেই সকল মনুষ্য কি ভগবানের বা তাঁহার পরিকর বর্গের লীলা বুঝিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ভগবল্লীলা বা ভক্ত লীলা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করিতে পারেন না। ৩৭

প্রভু যখন জানিয়াছিলেন আমার অন্তর্দ্ধানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে অতএব প্রকাট্য লীলারও অবসান হইবে। ৩৮

विज्ञायैवं श्रीभगवान् गभीर निशि चैकदा ।
स्व स्वरूप श्रीनरेन्द्रनाथमाह्वय यत्नतः ॥ ३९
तद्गतं जीवनमपि शशिभूषण सेवकं ।
स्व स्थानाद्वितलात्तं वै प्रेरयित्वाप्यधोगृहं ॥ ४०
प्रोवाच श्रीनरेन्द्रन्तं सुस्पष्टं पश्य भोः प्रिय ।
यद्यत्रास्तिजनः कोऽपि सर्व्वं मे निष्फलं भवेत् ॥ ४१
यथाकैलासाधिपतिः शङ्करो भगवान् स्वयं ।
निशार्द्धे प्राणिशून्यन्तं कृत्वा स्वयोग पीठकं ॥ ४२
पार्श्वाङ्गिनीं शङ्करीं स सावधानतया भृशं ।
ज्ञानतत्त्वमद्वयं यद्विशुद्धं समुपादिशत् ॥ ४३
तथा स्व प्राणतुल्यन्तं नरेन्द्रं प्रेममूर्त्तिमान् ।
विगृह्य बाहुयुग्मेन मुखचुम्बन पूर्व्वकं ॥ ४४
तदद्वयं ज्ञानतत्त्वं विष्णोर्यत् परमं पदं ।
यद्विज्ञानादिदं सर्व्वं विज्ञातं भवति ध्रुवं ॥ ४५

Knowing this, once in the dead of night Thakur called for Narendra in his room on the upstairs and sent Shasibhusan downstairs. He asked Narendra to see and be sure that nobody was there on the upper floor for otherwise all would go in vain. Lord Shiva also made his place void of any living thing when he imparted the knowledge of one Supreme Being pervading the universe to Goddess Sankari. So also Thakur imparted that divine knowledge to Narendra.

39 to 45.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ঠাকুর নিজ লীলায় অপ্রকট অবগত হইয়া একদিন গভীর রাত্রে নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রনাথকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া ঠাকুরগত প্রাণ শশিভূষণ সেবককেও দোতলার গৃহ হইতে নিম্নের ঘরে পাঠাইয়া দেবতাদিগেরও দেবতা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। ওহে প্রাণ প্রিয় নরেন্দ্র! তুমি বেশ ভাল করে দেখ আমার এই দোতলায় কোনরূপ প্রাণী আছে কি না। যদি থাকে তবে সব নিষ্ফল হইবে। ৩৯।৪০।৪১

যেমন কৈলাসধামের অধিপতি ভগবান্ শঙ্কর মহানিশাকালে নিজের যোগপীঠ প্রাণীশূন্য করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী শঙ্করীকে সাবধানপূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

সেইরূপ মুর্ত্তিমান্ প্রেম বিগ্রহ ঠাকুর নিজের প্রাণতুল্য সেই

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অঃ

নরেন্দ্রকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক সেই অবস্থা জ্ঞানতত্ত্ব বা বিষ্ণুর পরম পদ যাহা জানিলে লৌকিক বা অলৌকিক সর্ব্ববিধ বস্তুর বিজ্ঞান হয় বা জ্ঞানে সমর্থ হয়। ৪৪।৪৫

असंख्य बुद्बुदोपम ब्रह्माण्ड ब्रह्मसागरं।
समुद्भूतं पुन स्तस्मिन् ब्रह्मण्येव प्रलीयते॥ ४६
योऽसौरूपविहीनोऽपि सर्व्वरूप स्वरूपकः।
निर्गुणोऽपि सदा योऽसौ गुणानामाकरो महान्॥ ४७
सर्व्वत्रानुगतो वापि सङ्गहीनो भवत्यसौ।
सर्व्वचित्तान्तरस्थोऽपि बुद्धिवृत्तेरगोचरः॥ ४८
चक्षुर्भ्यान्तु न दृष्टोऽसावचलोऽपि चलत्यसौ।
ईदृक्, सर्व्वाश्चर्य्यमयः सच्चिदानन्द ईश्वरः॥ ४৯
प्राणदेहादिभिर्हेतो पूर्व्वं पुण्य वलेन हि।
श्रीगुरोः कृपया वापि वेत्ति चेत् परमेश्वरं॥ ५०
सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपोऽपि जीवो याति विमुक्ततां।
तद्रूपोऽसौभवेद्वापि यथा स परमेश्वरः॥ ५१
बहुना वा किमुक्तेन वत्स जानीहि तं सदा।
सर्व्वेषामात्मजो ह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः॥ ५२

"Innumerable worlds come to existence like bubbles on the surface of the sea, and again lose their existence in the Supreme Being from whom they were born. He who is the maker of shapes is shapeless. He has no quality or virtue even though all qualities and virtues originate

from him. He is all alone though He pervades everything, No intelligence can reach him though all thoughts are fed by him. He is not seen with eyes. He is both static and dynamic. He can be known by devotion and by the grace of preceptor. Even though the soul of a man is a very small thlng, it can attain salvation and Divinity. Our sons and parents are none but God." 46 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

অসংখ্য জল বুদবুদ সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ ভূ ভুবঃ স্বঃ মহজন তপঃ সত্য এবং অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল ও পাতাল এই ১৪টি লোক যাহাতে আছে তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পুনরায় অন্তে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে। ৪৬

যিনি এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান নিরাকার বা রূপ শূন্য হইয়াও সর্ব্বরূপের স্বরূপ। এবং যিনি নির্গুণ হইয়াও সর্ব্ব সদগুণের আকর।

এই ভগবানই সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিত হইলেও নির্লিপ্ত এবং সকলের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা থাকিলেও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ৪৭।৪৮

এবং আমাদের এই বাহ্য চক্ষু দুইটি দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন না। তিনি অচল হইয়াও চলিতে পারেন এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ। ৪৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অ:

প্রাণযুক্ত দেহবিশিষ্ট জীব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক অথবা শ্রীগুরুর কৃপাতেই হউক সেই পরমেশ্বরকে জানা যায়। ৫০

জীব সকলের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অথবা সেই ভগবান যেমন জীবগণও সাধনা দ্বারায় ভগবানের স্বরূপতা লাভ করে। হে বৎস, আর অধিকভাবে ভগবানের স্বরূপ কি বলিব তুমি সর্ব্বদাই জানিবে সেই ঈশ্বরই সকলের আত্মা সকলের পুত্র সকলের পিতা ও সকলের মাতা প্রভৃতি তিনিই সব। ৫১।৫২

अतःपरं स्वस्य समीपसंस्थ
नरेन्द्रनाथस्य नरोत्तमस्य।
मोत्वापसव्य श्रुतिमूलरन्ध्रे
मुखारविन्दं भगवानुवाच ॥ ६१

यद् ब्रह्म तत्त्वं जगती हिताय
सृष्टेः पुरा पङ्कजनाभ देवः।
तस्मै ददौ पङ्कज योनग्रेत
नरेन्द्रनाथाय सुगोपनीयं ॥ ५४

परन्तु कारुण्य कटाक्ष दृष्ट्या
नरेन्द्रनाथं पुनराह देवः।
सार्द्धं त्वया यद्यपि नास्ति भेद
स्तथापि मे बाह्य पृथक्त्वमस्ति ॥ ५५

Thakur imparted that divine knowledge to Narendra which was imparted by Lord Narayan to the lotus-born Bramha, before the creation of

this universe. Thakur also said. "You and I are one and the same. Yet physically we differ." 53 to 55.

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ঠাকুর নিজ সমীপে অবস্থিত নরোত্তম নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ কর্ণে মুখারবিন্দ দিয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে পদ্মনাভ নারায়ণ জগতের মঙ্গলার্থে পদ্মযোনী ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্ম তত্ত্বটি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় সেই ব্রহ্ম তত্ত্বটি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। ৫৩।৫৪

পরন্তু কৃপাকটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ঠাকুর নরেন্দ্রকে পুনরায় বলিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি বাহিরের লোক সকল তুমি এবং আমি এইরূপ ভেদ দর্শন করে। ৫৫

किंत्वद्य तुभ्यं सकलं ममेदं
वैराग्य विज्ञान तपो बलादि।
समर्प्य निःस्वः खलु नाममात्रं
श्रीरामकृष्णेति भवामि चाद्य ॥ ५६
श्रीराजराजेश्वरतामवाप्य
मदीय शक्त्या जगतामघौघं।
हत्वा विदूरं नवरामकृष्णो
भूत्वा गुरुर्मे भव सेवकानां ॥ ५७
इत्येवमुक्त्वा निज दिव्यशक्त्या
नरेन्द्र मध्ये समनुप्रविश्य।
तं दिव्यभावेन विभावितञ्च
चकार देवः सुविशुद्ध रूपं ॥ ५८

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অ:

"To-day I have made over to you all that I know and my name is only left to me. You may now be sole monarch in the spiritual world and the only guide to my followers." Saying this, Thakur transported his spirit into the body of Narendranath and thus bestowed divine power upon him. 56 to 58

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার বৈরাগ্য বিজ্ঞান ও তপো বলাদি যাহা কিছু সেই সকল অর্পণ পূর্ব্বক নিঃস্ব হইয়া কেবল নাম মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া হইলাম। ৫৬

তুমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া আমার শক্তি লইয়া জগতের পাপ সমূহ দূরীকরণ পূর্ব্বক নূতন একটি রামকৃষ্ণ হইয়া আমার সেবকগণের তুমিই গুরু হও। ৫৭

এইরূপ বলিয়া নিজ দিব্য শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশুদ্ধ মূর্ত্তি ঠাকুর সেই নরেন্দ্রকে দিব্য ভাবে বিভাবিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রকে জীবন্মুক্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮

ধারাচ্ছলেনাদ্য স সাগরেয়
শোকাম্বু সম্প্লাবিত সর্ব্বভূমিঃ।
সাধ্বী যথা স্বামী বিয়োগকালে
বভৌ ধরিত্রী নভসোঽবসানে ॥ ৫৯

अन्तरलीलाया ৫म अ:

सौभाग्य सूर्य्यस्य विभो स्तथाद्य
प्रायोऽस्तभाव' परिपश्यतां वै ।
अश्रु प्रपातस्य सुकिङ्कराणा
मारम्भ काल: समुपागतो न: ॥ ৬০
दैनन्दिन' सेवक सङ्ग वार्त्ता
याष्टक् कृता तेन तथाद्य नास्ति
भावान्तरस्तन्मनसोऽप्य चिन्त्य:
प्रतिक्षणञ्चास्ति समाधि भाव: ॥ ৬১

On the last day of the month of Sravana the rains set in and the earth appeared to shed tears profusely like a female consort at the death of her beloved husband, The followers and disciples of Thakur felt that the glory of their fortune had lost its glamour and the dark days were ahead. Usual daily practices were no more. The mind of Thakur moved away from his associates and oscilates between consciousness and unconsciousness. 59 to 61.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ সসাগরা বসুন্ধরা বর্ষার ধারা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শোকাশ্রুরূপে প্লাবিত করতঃ সাধ্বী স্ত্রী স্বামী বিয়োগ সময়ে যেরূপ ক্রন্দন দ্বারা ধরা প্লাবিত করেন সেইরূপ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে পৃথিবী হইয়াছিলেন। ৫৯

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অ:

সেইরূপ আজ সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রায় অস্তাচলে গমন হইতেছে এইরূপ ভাবে পরিলক্ষিত প্রভুর প্রিয় কিঙ্করগণ আমাদের অশ্রুপাতের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৬০

ঠাকুর প্রতিদিন যেরূপ ভক্তবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন আজ আর সেরূপ নাই ক্ষণে ক্ষণে সমাধি এবং সেই সময় তাঁহার মনের অন্যরূপ একটি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ৬১

भुक्तं न किञ्चिद्गदवेनातो
देयं सुखाद्यमुदरस्य मध्ये।
देहस्य पुष्ट्यै सुविभोज्यरूपं
यदौषधं पथ्य विदो वदन्ति॥ ६२

तत् सेवकैरित्थमवेक्ष्यमानै
र्द्रव्यं तदर्थं सकलं गृहीतम्।
दिवावसाने सुखशान्तमूर्त्ति
रुवाच शिष्यान् भगवांस्तदैवं॥ ৬৩

इन्द्रादि देवागमनान्ममाद्य
चेतो तदीयैः सह वाक् प्रयोगात्।
सर्व्वन्दिनं व्यस्त तया गतत्वात्
सार्द्धं भवद्भि र्विरतः कथायां॥ ६४

Thakur did not take any food due to aggravation of his painful disease. To avoid physical weakness due to starvation, the physicians prescribed suitable diet. His followers were eager to serve Thakur with it. At the end of the day

Thakur said softly. "For the whole day I was busy in talking with Lord Indra and other gods who were here, and so I could not talk to you."

62 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

রোগযন্ত্রণার প্রাবল্যতা বশতঃ কিছুই খাইতেন না। অতএব উদরের মধ্যে যেকোনও প্রকারে কিছু বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য চিকিৎসকগণ দেহপুষ্টির জন্য রোগিকে সেইরূপভাবে পথ্য দানের ব্যবস্থা করান। ৬২

প্রভুর সেবকসকল চিকিৎসকের মতে খাদ্য দেওয়া হউক এইরূপ মনে করিয়া তদুপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু আনন্দ ও ধৈর্য্যের বিগ্রহ ঠাকুর শিষ্যবর্গকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৬৩

আজ আমার ঘরে ইন্দ্রাদি দেবতার আগমন বশতঃ এবং তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা জন্য প্রায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকায় তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে পারি নাই।

भोज्यं हि पुत्राः परमान्नमद्य
प्रभो स्तदित्थं वचनं निशम्य ।
मातुः समीपे विनिवेदिते तैः
सम्पाद्य माताप्यददात्तदग्रे ॥ ६५
दृष्ट्वा प्रभुः पायसमब्रवीद् भोः
पास्यामि पद्मासन सन्निविष्टः ।
श्रुत्वाच ते तत्क्षणमेव तस्य
क्षीणं क्षयेणैव कलेवरन्तत् ॥ ६६

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অ:

উত্তোল্যতল্পাদতিযত্নপূর্ব্বকং
প্রায়েন তদ্রূপ ধৃতস্তদা গুরোঃ।
শান্তিং ন লেভে শ্রমহৃদি দর্শনা
দাপ্রাণতো বৈ ব্যজনং প্রচক্রুঃ॥ ৬৭

"Dear sons," said Thakur, "I shall take to-day rice boiled with milk." At once the disciples asked Sarada Devi to prepare it. When the desired thing was offered to Thakur, he said, "Dear sons, help me to sit in Padmas-ana." They did so and fanned him as he became restless due to exertion. 65 to 67

**বঙ্গানুবাদ :—**

হে পুত্রগণ আজ আমি পায়সান্ন খাইব। প্রভুর এইরূপ কথা শুনিবামাত্র সেবকগণ তৎক্ষণাৎ মাতা সারদাদেবীকে বলিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের সাম্নে দিয়াছিলেন। ৬৫

প্রভু সেই পায়সান্ন দেখিয়া সন্তান সকলকে বলিয়াছিলেন। আমি পদ্মাসনে বসিয়া পায়স খাইব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অত্যন্ত কৃশ দেহটিকে শয্যা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক অতি যত্নপূর্ব্বক প্রায় পদ্মাসনে উপবেশন করাইলেও ঠাকুর শান্তিলাভ করিতেছেন না। এইরূপে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রাণপণে ব্যজন করিয়াছিলেন। ৬৬।৬৭

अन्त्यलीलायां ८म अः

एवं यदा भोजनलुब्धे भावः
प्रभु स्तदा द्वौ निज शूद्रशिष्यौ ।
पृष्ठा स्वतल्पं समवस्थितौ तौ
प्रोवाच दृष्ट्वा क्षुभित स्तदानीं ॥ ६८

भो स्त्वं नर श्रेष्ठ नरेन्द्र नाथ
त्यजास्ततल्पं वद शूद्रशिष्यौ ।
वाक्यान्तु श्रुत्वा प्यतदर्थ वेदी
प्रोवाच देवं कथमेतदेवं ॥ ६९

जातिंबिचारस्य भवत् सकाशे
यतो भवानीश्वर एव नान्यः ।
एवं कथं स्तत्र विदाम देव
भ्रान्ताः स्थिता तेन वयं वदामः ॥ ७०

Thus, when Thakur was about to take the rice, he found that two of his non-bramhin disciples were in touch with his bed. On seeing this Thakur said in vexation, "Oh Narendra, ask these non-bramhins to get themslves away from my bed." Narendra aould not understand the intention of Thakur and said, "So far as you who are God's own Self are concerned how the question of caste can arise. We say so due to our ignarnce." 68 to 70

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপভাবে ঠাকুর যখন খাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন তখন দেখিলেন তাঁহার দুইটি শূদ্র শিষ্য বিছানা স্পর্শ করিয়া রহিয়াে এইরূপ দেখিয়া বিরক্তসহকারে ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

ওহে নরোত্তম নরেন্দ্র তুমি ঐ দুইটি শূদ্র শিষ্যকে বল উহা শীঘ্র যেন আমার বিছানা ত্যাগ করে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ঠাকুরে কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কেন এরূপ হবে আপনা নিকটে জাতির বিচার? যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবান্ অতএব এরূ কেন? আমরা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞ তজ্জন্যই এইরূপ বলিতেছি। ৬৯।৭

শ্রুত্বা নরেন্দ্রস্য সুযুক্তিপূর্ণং
বাক্যন্তদা বাক্য বিদাংবরীশঃ।
উবাচ বেদস্য য এব কর্ত্তা
তদ্বাক্য রক্ষাপি চ তেন কার্য্যা ॥ ৭১
উক্তান্তদা দেব বরেণ চৈবং
ভক্তাস্ত্বিদং ভক্তমতস্ত্বিদং ভো।
বর্জ্যং হি তদ্ব্রাহ্মণ বিগ্রহেন
মবেদ্ধ্রুবং শাস্ত্র নিষেধবাক্যাত্ ॥ ৭২
প্রাগেব তৌ তস্য গুরোঃ সুতল্পং
ত্যক্ত্বা সুবিজ্ঞায় মনোঽভিলাষং।
প্রজগ্মতুর্দূরত এব তস্মা
ত্ততঃ সুভুক্তং মহতাদরেণ ॥৭৩

On hearing this well-justified contention c Narendra. Thakur replied, "The Author of th

Vedas should also abide by it." He also said, "It is rice which, touched by non-bramhins, is not to be taken by bramhin. This is so enjoined in the shastras." Those two non-bramhin disciples kept themselves aloof from the bed of Thakur knowing the intention of Thakur. Then Thakur took that rice with great relish. 71 to 73

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

বাক্যজ্ঞানী ঠাকুর নরেন্দ্রের তদ্রূপ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন। যিনি বেদের বক্তা তাঁর বেদবাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমিই নারায়ণ স্বরূপে বেদ বলিয়াছি এখন সেই আমিই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিলেও আমার সিদ্ধান্তবাক্য আমার রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৭১

পরন্তু সেই দেবাদিদেব ঠাকুর আরও বলিয়াছেন ওহে নরেন্দ্র ইহা যে ভাত রে ভাত অর্থাৎ যে ভাত শূদ্র স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে না বা ব্রাহ্মণের সেই অন্ন বর্জনীয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাক্য বা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ৭২

শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ কাদাচ খাইবে না। পায়সান্ন আনিবার পূর্ব্বেই সেই দুইটি শূদ্র শিষ্য ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়াই তাঁহার শয্যাত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঠাকুর তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত পায়সান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ৭৩

**মুখস্তুতিং বিধায়াথ সুস্থতামুপলভ্য চ।**
**উবাচ শাস্ত্রীয়বচঃ শ্রীনরেন্দ্রং বিশ্রিপতঃ॥ ৩৪**

अन्त्यलीलायां ६म अः

शूद्रान्नेन तु मुक्तेन खोदरस्थेन योमृतः।
स वैखरत्वमुष्ट्रत्वं शूद्रत्वञ्चाधिगच्छति॥ ७५
एवमुक्तं ठाकुरेण गोधूमचूर्ण पिष्टकं।
भोक्तव्यं शूद्रदत्तञ्चेदभोक्तव्यमनापदि॥ ७६
कलावन्नगतं पापं महापापं विदुर्बुधाः।
तस्मात् शूद्रस्पृष्टमन्नमस्पृश्यमग्रजन्मनः॥ ७৭
पुनर्यदाशनार्थन्तन् प्रोयसान्नं समग्रहीत्।
तदायातः समाधिः स वाह्यज्ञान विघातकः॥ ৭৮
गते किञ्चित् चणे तत्र पायसान्नं कुतोगतं।
तदन्नं कोऽभुञ्जीत कस्य वा तत्प्रयोजनं॥ ৭৯
पुनर्वुत्थान समयेऽसह्य वेदनयार्द्दिते।
गलाधःकरणञ्चत्तुं तदन्नं नैव पारितं॥ ৮০

Then, after washing his mouth, when Thakur felt himself refreshed, he said to Narendra, "In case of death of a bramhin having in his stomach rice touched by a non-bramhin, he takes his re-birth as an ass, a camel or a non-bramhin. Under unavoidable circumstances a bramhin may take bread and curry offered by a non-brahmin. In absence of compulsion, this is also prohibited. In this Kali Yuga unholy rice begets great sin. So rice touched by non-bramhins is not touched or taken by bramhins." When

Thakur was about to take that rice for the second time he lost his senses. When he regained his senses, he felt so much pain that the rice would not go down his throat. 78 to 80

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া সুস্থ হইয়া নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রয়াক্য বলিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে অবস্থান সময়ে যদি মরেন সেই ব্রাহ্মণ পর জন্মে গর্দ্দভ বা উষ্ট্র হয় অথবা শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪।৭৫

এবং ঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন অভাব হইলেও শূদ্রদত্ত গোধূম চূর্ণ পিষ্টকাদি অর্থাৎ লুচি তরকারি খাইতে পারে ইহাও আপৎকল্পে কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাপৎকালে কোনরূপ বাধা না থাকিলে শূদ্রদত্ত ঐসকল দ্রব্যও খাইবে না। কলিযুগে অন্নগত পাপই মহাপাপ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত। অতএব শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য। ৭৬।৭৭

পুনর্ব্বার খাইবার জন্য কিছু পায়সান্ন হস্তে লইবামাত্র সমাধি দ্বারা তাঁহার বাহজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। অতএব সমাধিসময়ে পায়সান্নের খবর কে রাখিবে কেবা খাইবে কারবা আবশ্যক। ৭৮।৭৯

সমাধিভঙ্গ হইলে ঠাকুর রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত হইলে সেই পায়সান্নের গলাধঃ করণ অসম্ভয় হইয়াছিল। ৮০

তথাপি তৎসেবকানামাগ্রহাদ্বিস্ময়াৎ প্রভুঃ।
গৃহীত্বা স্বল্পমাত্রন্তদুবাচাত্যন্ত দুঃখিতঃ ॥ ৮১

अन्त्यलीलायां ६म अः

पुत्रा एतादृशो क्षुधा दियते हि ममोदरे।
खिचरान्न सुसम्पूर्णां बहुस्थालीं ययाधुना ॥ ८२
भोक्तोऽहं किन्तु मे माता महामाया महेश्वरी।
नकिञ्चिदपि मह्यं सा भोक्तुं पुत्राय यच्छति ॥ ८३
एवमत्र सुविज्ञेयं गतावतार सञ्चये।
प्रत्येकस्य प्रियं स्वाद्यं नूतनं नूतनं भवेत् ॥ ८४
सुमिष्टान्न राजभोगः प्रियो दाशरथे रति।
श्रीवृन्दावन चन्द्रस्य गोरसोत्पन्नमुत्तमं ॥ ८५
श्रीमन्महाप्रभोः प्रीतिर्भोगे चिपिट संज्ञके।
किन्त्वस्माकं रामकृष्ण देवस्य प्रीतिदायकं ॥ ८६
सुखाद्यं खिचरान्नं हि भवेद् युगानुसारतः।
कलावन्नगताः प्राणा जीवानां भवति ध्रुवं ॥ ८७
सर्व्वे केवलमन्नानां तृप्तिमेष्यन्ति भोजनात्।
अतो व्रीह्यादि मिश्रान्नं सघृतं मिष्टसंयुतं ॥ ८८

Yet at the most earnest request of his disciples Thakur took a little of that rice and said, "My sons, I have got so strong appetite that I can devour a huge quantity of Khichuri (rice cooked with pulse) but my Mother would not allow me to take anything." Here, it may be remembered that every Incarnation of God had a relish for a special kind of food. In the Treta Yuga Ramachandra liked sweets and royal dishes. In the

Dwapar Yuga Krishnachandra liked milk-made food. In the Kali Yuga Sri Gouranga liked flattend rice. Our Ramkrishna liked rice cooked with pulse. In this Kali Yuga men live upon rice.
81 to 88

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি সেবকবর্গের অনুরোধে স্বল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন হে পুত্রগণ আমার ভিতরে এইরূপ ক্ষুধা আছে যাহাদ্বারা আমি হাঁড়া হাঁড়ী পায়স বা খিঁচুড়ি খাইতে পারি। ৮১।৮২

কিন্তু আমার মহামায়া মহেশ্বরী মাতা এই হতভাগ্য পুত্রকে একটুও খাইতে দিতেছেন না। ৮৩

এস্থলে এইরূপ একটি জানিবার বিষয় আছে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নূতন নূতন প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ত্রেতাবতার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজভোগ নামে মিষ্টান্ন অতিপ্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ৮৪

দ্বাপরযুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। এবং কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিপিটকের ভোগে পরম প্রীতি ছিল। কিন্তু আমাদের যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খেচরান্ন বা খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু কারণ যুগানুসারে অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগে জীব সকল অন্নগত প্রাণ বা নরনারী সকল অন্ন ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন। ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

अन्त्यलीलायां ९म अ:

अमृतास्वाद सम्पन्नं देवभोग्यं भवेत् किल।
मत्वैवं ठाकुरेणेदं गृहीतं खेचरान्नकं ॥ ८९
अद्यापि तद् भक्तवर्गा रामकृष्ण महोत्सवे।
खेचरान्नेन तद् भोगं तत् प्रीत्यै ददतिमुदा ॥ ९०

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीभगवतो रोगवृद्धिः, राजेन्द्र दत्त नामक चिकित्सक नियोगः। तेन प्रदत्त सुकोमल वस्त्राच्छादित पादुका परिधापनं। पारमान्न ग्रहणे शूद्रशिष्यवर्ज्जनं। खेचरान्न ग्रहणादि रूपोऽन्त्यलीलायां नवमोऽध्यायः। अ: ९ ॥

Hence, rice cooked with pulse, ghee and sugar becomes a holy thing to be offered to gods, and Thakur liked it so much. His disciples always offer this rice to Shri Ramakrishna in all their festivals. 89 to 90

Here ends the nineth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব ব্রীহিমুদ্গ মসূরাদি মিশ্রিত তণ্ডুল নিষ্পাগ্য ঘৃত মিষ্টাদি যুক্ত অন্ন অমৃততুল্য আস্বাদনীয় বা দেবভোগ্য হইয়া থাকে। বোধহয় ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহার অতিপ্রিয় খেচরান্নকেই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

অন্ত্যলীলায়াং ৫ম অ:

দেবের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রীতির বা তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া খিঁচুড়ি ভোগ দিয়া থাকেন। ৮৯।৯০

শ্রীরায়েন্দ্রসুন্দর বিরচিত শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণভাগবতে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধি ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসা এবং ডাঃ প্রদত্ত সুকোমল পাদুকা পরিধান পায়সান্ন গ্রহণে শূদ্রশিষ্যের অনধিকার খেচরান্ন প্রশংসাদি এই অন্ত-লীলার নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

অথ অন্ত্যলীলায়া দশমোऽধ্যায়: ॥

अष्टाधिकेऽष्टादशसंख्यके शते
शाके रवौ चन्द्र गृह' गते रवौ।
चन्द्राग्निमाने समये निशार्द्धे
संहर्त्तुमैषीदिहलोकलीलां ॥ १

श्रीरामकृष्णोगद पीड्यमानः
समाधिनिष्ठः सह शिष्यवर्गैः।
काशीपुरीद्यान गृहे पवित्रे
चकार वास' कतिचिद्दिनानि।। २

शय्या पार्श्वे श्रीनरेन्द्र स्तदीयां
सेवां कुर्व्व' स्तन्मस्को महात्मा।
एव' गुरोश्चिन्तयामास नाना
कोऽय'जनो मानव रूपधारी।। ३

In the Saka year 1808 and Bengali year 1293 on the 31st day of the month of Sravana on Sunday, Thakur desired to pass away from this mortal world at midnight. Thakur lived for some time at the Rest House in Cossipore with his

disciples during the period of his illness. Narendra nath seated by the side of Thakur's bed was deeply thinking abcut Thakur's divine self.
1 to 3

বঙ্গানুবাদ ঃ—

১৮০৮ শকাব্দার বাংলা সন ১২৯৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ রবিবারে সংক্রান্তির দিনে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে ঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১ রোগপীড়িত সমাধিযুক্ত ঠাকুর শিষ্যসকলের সহিত কাশীপুরের পবিত্র বাগানবাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শয্যার পার্শ্বে মহাত্মা নরেন্দ্র তন্ময় হইয়া ঠাকুরের পদসম্বাহনাদি করিতে করিতে এই মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহকারী কে! ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। ৩

यं योगिनो नित्यमनन्य चेताः
स्तुवन्ति नित्यं परमात्मभूतं।
नित्यं विमुक्तं किल शुद्धबुद्धं
वरेण्यरूपं परमं पदञ्च ॥ ४
किमेष साक्षाद्भगवान् परेशो
जीवान् समुद्धर्त्तुमिहावतीर्णः।
स्वलोकतस्त्वामय पीड्यमानः
शेतेऽत्र किं प्राकृतवद् गुरुर्म्मे ॥ ५
किम्वा मदीयोवत बुद्धि मोहो
गिरीश गङ्गाधर राम दत्तैः।
उपासितत्वात् परमेश बुद्ध्या
जानामि चेमं भगवन्तमाद्यं ॥ ६

ক্রো বা পরঃ সংশয় নাশকারী ভবেন্মামাত্যন্ত নিমূঢ়বুদ্ধেঃ।
যদ্যদ্য দেবো দয়য়া নিজোক্ত্যা ছিন্দ্যাত্ততো যাস্যতি দুষ্টমোহঃ॥ ৩

"Is he the incarnation of God who came to this mortal world to bring salvation to mankind? If so, how is it that he is lying here like a mortal man afflicted with painful disease. Girish, Gangadhar, Rama Dutta and others worship him as God and so I know him as such. But my doubt in this respect can only be removed by Thakur himself if he so likes. 8 to 9

বঙ্গানুবাদঃ—

যোগিগণ যাঁহাকে প্রতিদিন অনন্যমনে বহুপ্রকার বেদবাক্য দ্বারা স্তব করেন। এবং যাঁহাকে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত বরণীয় বিষ্ণুর পরমপদ পণ্ডিতগণ বলে। ৪

ইনি কি সাক্ষাৎ ভগবান পরমেশ্বর? জীবসকলকে উদ্ধার করিবার জন্যই নিজধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত রোগপীড়িত হইয়া আমার পরম গুরু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ৫

আথবা আমার বুদ্ধির দোষ বপতঃই এইরূপ ভাবিতেছি। যেহেতু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্ত প্রভৃতি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন তজ্জন্য আমিও ইহাঁকে ভগয়ান্ বলিয়া জানি। ৬

অতএব ঠাকুর যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং আমার এই সন্দেহ মোচন করেন তবেই আমার এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। ৭

अन्त्यलीलाया' १०म अः

एव' नरेन्द्रान्तर भावजात'
विज्ञाय देवः सहसा सुनेत्रे ।
उन्मील्य दृष्ट्या समुवाच सद्यो
नरेन्द्र नाथ' परम' स्वशिष्य' ॥ ८
नाद्यापि जाता मयि ते गभीरा
पूर्णावतारे सुद्धबोधरूपे ।
विश्वास धीर्येन मदीय शेषे
प्रवेशकाले मम नित्यधाम्नि ॥ ९
सन्दिग्धभावो मम भाषण' प्रति
नितान्त माकाङ्चसि साम्प्रत' त्व' ।
मत्तः शृणुष्वावहितः प्रियोऽसि
यथा गति र्येन यतोऽत्र जन्म ॥ १०
त्रेतायुगे श्रीहरि रामचन्द्रो
ब्रह्मकुलध्व'ससुकृत्य हेतोः ।
सौर्य्यकुले दाशरथिः स्वय' यो
जातः पृथिव्यामह मेव नान्य. ॥ ११

Thakur understood the mind of Narendra nath and said, "It really pains me to see that even now when I am about to leave this world you are not convinced about my divinity. However, your curiosity is good for the world. Listen to me as I say about who I am and why I am here. I am that Ramachandra who appeared as the son of King Dasharath in the Treta yuga to kill Rakshasas. 8 to 11

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নরেন্দ্রের এইরূপ অন্তরের অবস্থা অবগত হইয়া ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বশিষ্য নরেন্দ্র নাথকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া-ছিলেন ওহে নরেন্দ্র পূর্ণাবতার জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমাতে তোমার বিশেষ ভাবে বিশ্বাসবুদ্ধি জন্মিল না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যেহেতু আমার দেহাবসানে নিত্যধামে প্রবেশের সময় তোমার এইরূপ সন্দেহ হইল। ৯

অতএব তোমার এইরূপ আগ্রহ ইহা জগতের মঙ্গলের জন্যই। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি যে জন্য যে স্থান হইতে এখানে আসিয়াছি এবং যে জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার নিকটে সাবধানে শ্রবণ কর। ১০

ত্রেতাযুগে রাক্ষসকুল বধরূপ সুমহৎ কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথের পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই রাম আমিই। ১১

अतःपरं द्वापर एव कृष्णो
माधुर्य्य लीला परिपूर्त्ति हेतोः।
जातो भुवोभार जिहीर्षया य
स्तमेव मां विद्धि विशुद्ध सत्त्वं ॥ १२
श्रीरामकृष्ण द्वय मेव तत्त्व
मेको भवन् वै जगतो हितार्थे।
कलौ महो देवकुले विशुद्धे
जातोऽस्मि सन्देहलवोऽत्र नास्ति ॥ १३
एवं नरेन्द्रं प्रतिभाषमानो
देवादिदेवो भगवां स्तदैव।

अन्त्यलीलाया' १०म अः

श्रीरामकृष्णैक्यतनु' विधृत्य
स्वतल्पमध्ये समदर्शयत्त' ॥ १४
राम' धनुर्व्बाणधर' द्विहस्त'
कृष्ण' तथा वेनुकर' मुखाग्रे ।
स्व सव्यहस्त' विनिवेश्य कुक्षौ
तथान्यहस्तः सुरवर्त्मगामी॥ १५

"I am also the same Krishna chandra who appeared in the Dwapara yuga to remove the burden of sins on the earth. Hence, Ram chandra and Krishna chandra are jointly manifested in me." So saying, Thakur showed Narendranath his Divine self having three heads and six hands with bow and arrow of Ram chandra and the flute of Krishna chandra. 12 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে দ্বাপর যুগে প্রেম লীলার পরিপূরণার্থে এবং পৃথিবীর পাপ ভার দূরীকরণ জন্য যে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যদু বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাকে সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রূপে জানিবে। ১২

এই কলিকালে সেই শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই দুইটি তত্ত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য রসের একত্র সমাবেশ রূপ মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৩

এই সকল তত্ত্ব কথা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে বলিতে সেই সময়ে রাম ও কৃষ্ণের একতারূপ দেহ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্ নিজের বিছানার মধ্যেই সেই নরেন্দ্রকে ষড়্ভুজ যুক্ত বিরাট রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ ধনুর্ব্বানধারী দ্বিভুজ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং গদাধরের বাম হস্ত কুক্ষিদেশে বিনিবেশিত এবং দক্ষিণহস্তটি শূন্য বা আকাশদর্শীরূপে ষড়্ভুজ ও ত্রিমস্তক নিজ বিগ্রহ স্বরূপটিকে কৃপা পূর্ব্বক শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। ১৫

एवं तथा षड़भुज बिग्रहं स
रूपं स्वयं स्वं क्रपया व्यदर्शयत्।
यद् योगिभिर्योगवलैर्न दृष्टं
कृपैव तद्दर्शनलाभहेतुः ॥ १६
दृष्ट्वा तदाद्यं पुरुषं पुराणं
तत् पादमूले पतितो विसंज्ञः।
तन्मस्तकेऽनुग्रहदत्त हस्तो
ज्ञानं ददावात्मसमं स तस्मै ॥ १७
तदोत्थितः स प्रतिबुद्ध मूर्त्तिः
सहास्रुभि र्जानुयुगं निधाय।
भूमौ तदास्ये विनिवेश्य दृष्टिं
कृताञ्जलि स्तं पुरुषं समीड़े ॥ १८
क्वाहं महामूर्खतमो दुरात्मा
शिक्षापि दीक्षा न च मे कथञ्चित्।
सत्कर्म्म सद्भाव सुपुण्य लभ्ये
त्वत् पादपद्मे न रति र्ममास्ति ॥ १९

The six-handed appearance of the Divine Being which even the yogis cannot see was seen by Narendranath by the grace of Sri Ramkrishna. Narendra fell unconscious at the feet of Thakur who bestowed divine wisdom upon him by placing his hand on his head. On getting back his senses, he lamented saying, "What a fool I was that I did not dedicate my soul to you.

16 to 19

বঙ্গানুবাদ :—

যে রূপটি যোগিগণও যোগবলে দেখিতে পান না একমাত্র কৃপাই তাঁর বিশুদ্ধ মূর্ত্তির প্রকাশক। ১৬

সেই সর্ব্বাবতারের মূল স্বরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন্দ্র ভগবানের পদতলে পতিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে ঠাকুর কৃপা পূর্ব্বক নরেন্দ্রের মস্তকে করপদ্ম প্রদান পূর্ব্বক নরেন্দ্রকে নিজের বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭

এখন ঠাকুরের কৃপায় সর্ব্বজ্ঞ নরেন্দ্র উত্থিত হইয়া দুইটি জানু ভূমিতে সংলগ্ন পূর্ব্বক ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১৮

আমি অত্যন্ত মহামূর্খ দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট আমার শিক্ষা বা দীক্ষা কিছুমাত্র নাই। সৎকর্ম্ম সদ্ভাব ও উত্তম পুন্যদ্বারা প্রাপ্য আপনার পাদপদ্মে আমার মতি নাই। ১৯

अन्त्यलीलायां १०म अः

इत्थं सुदुष्टाशय दुष्टजीवे
तवानुकम्पा विमला विशिष्टा ।
न शोभते देव यथा भुजङ्गे
दत्तं पय स्तत् गरलं बहुस्यात् ॥ २०
ज्ञात्वा न ते रूपमरूपमाद्यं
सदा सदानन्दमयं वरेण्यं ।
अनन्त कल्याण गुणात्मकस्य
मन्ये पुरा प्राकृत विग्रहं स्वं ॥ २१
नमः पुरस्तात् पुरमङ्गलाय
पृष्ठे नमस्ते प्रकृतेर्बधाय ।
पार्श्वे नमस्ते परिपन्थिनो मे
नाशाय पादे पदमुक्ति हेतुः ॥ २२
संसार सागर भयङ्कर कालचक्र
मध्ये सदा पतित खण्डित विग्रहस्य ।
दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बं ॥ २३

I am so wicked that I do not deserve your grace just as good nourishment given to a snake only begets poison. As I did not know your real divine self, I took you to be but a mortal man like us. I bow down to you on the east for the well-being of my body. I bow down to you on the back for purification of my mind. I bow

down to you on your sides to overcome my enemies. I bow down at your feet to get rid of honour and dignity. The terrible wheel of time causes all miseries and sorrow. Be pleased to give me shelter at your feet. 20 to 23

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপ অত্যন্ত দুষ্ট চিত্ত দুষ্ট ব্যক্তি আমাতে আপনার বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ দয়া শোভা পায় না। হে দেব যেরূপ সর্পকে দুগ্ধ ভোজন করাইলে সেই দুগ্ধ কাল কূটের গরলই বৃদ্ধি করে। সেইরূপ অনধিকারী আমাকে আপনার স্বরূপটি দেখাইয়া ভুল করিতেছেন। ২০

আপনার এই আদিভূত সর্ব্ব ফলের মূল স্বরূপ অসংখ্য মঙ্গলময় গুণের আধার সর্ব্বদা সদানন্দময় প্রাকৃত রূপ বিহীন বরণীয় এবম্বিধ স্বরূপ অবগত না হইয়াই আমি পূর্ব্বে আপনাকে প্রাকৃত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছি। ২১

আমার দেহের মঙ্গলার্থে আপনার পূর্ব্বদিকে নমস্কার করি। দুষ্ট স্বভাব নাশের জন্য আপনার পৃষ্ঠদেশে নমস্কার করি। শত্রুগণের নাশার্থে আপনার পার্শ্বদেশে নমস্কার করি। এবং আমার পদমর্য্যাদার মুক্তির জন্য আপনার চরণ কমলে নমস্কার করি। ২২

হে দেব সংসার সাগররূপ ভয়ঙ্কর কালচক্রে পড়িয়া সর্ব্বদা দেহ সকল খণ্ড খণ্ড রূপে অত্যন্ত দুঃখ গ্রস্ত এবং বিপদে পতিত আমার সম্বন্ধে আপনি পাদপদ্মদানে রক্ষা করুন। ২৩

संसार वृक्षमतुल' वहुकर्म्मवीज'
काण्ड प्रकाण्डमति भीषण लालसञ्च ।
आरुह्य दुःखफलद' पतत' कृपालो
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २४
संसार कूप पतनादुरुदुःख मूला
दुस्तारणि तत्र कृपैव गुणस्वरूपा ।
ज्ञात्वापि सा न विधृता कलुष प्रसङ्गात्
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २५
संसार दुःख दहनातुर मूर्च्छितस्य
त्वत् पादसिन्धु सलिलामृत लोलुपस्य ।
दुर्द्दैवमोहग्रमहो कुलि कातरस्य
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २६
कैवर्त्तजाल पतितार्त्त झषोपमस्य
संसार जाल पतितस्य तथा दयालो ।
जाल' कृपास्त्र निकरेण कुरुष्व कृत्त'
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २७

"Save me from that great tree of the world whose seeds are our doings and whose fruits are our sorrows. Save me who am incapable of availing myself of your grace which is the only rope to drag me out of the deep well of this sorrowful world. Be kind to give a little grace from your ocean of kindness to relieve me of the

fire of this world. Be kind to make me free from the terrible net of this world by the knife of your grace. 24 to 27

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

অতি ভয়ঙ্কর অনন্ত কামনা যে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনন্ত কর্ম্মই যাহার বীজ স্বরূপ ও দুঃখ সকলই যাহার ফল সেই অসীম সংসার বৃক্ষ আরোহনে হতচৈতন্য আমাকে আপনার পাদপদ্ম রূপ কল্প বৃক্ষের ছায়াদানে কৃতার্থ করুন। ২৪

প্রাণান্ত দুঃখের মূল স্বরূপ সংসারকূপে নিমজ্জিত বশতঃ সেই কূপ হইতে উদ্ধার বিষয়ে আপনার কৃপাই রজ্জু স্থানীয় ইহা জানিয়াও পাপ প্রসঙ্গ বশতঃ সেই কৃপা রজ্জু ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আমাকে আপনার পাদপদ্মদানে কৃতার্থ করুন। ২৫

বড়ই দুঃখেব বিষয় এই যে আমার এমন দুর্দ্দৈব যে সংসার দুঃখাগ্নি দ্বারা পীড়িত ও মূর্চ্ছিত আপনার পাদপদ্ম রূপ অমৃত সমুদ্রের জল প্রার্থী কলিদোষে দূষিত আমাকে হে রামকৃষ্ণ ঃ আপনি পাদপদ্মের ছায়াদানে উদ্ধার করুন। ২৬

মৎস্যজীবী ধীবরের জালমধ্যে পতিত অতএব মরণান্ত দুঃখে পীড়িত মৎস্য সদৃশ সংসার জালে পতিত আমার সংসার জাল আপনার কৃপা অস্ত্র দিয়া অদ্যই ছেদন করুন হে দয়ালো রামকৃষ্ণ অভয় পাদপদ্ম দানে আমাকে চরিতার্থ করুন। ২৭

নাদ্যদ্ভুতমহং মন্যে তবেদং রূপদর্শনং।
আশ্চর্য্যানাং বহূনাং হি নিধিঃ পরমকো ভবান্॥ ২৮

धन्योऽतिधन्योऽद्य सुधन्य जन्म
कृत्यं सुकृत्यं कृतकृत्यतात्मा ।
दृष्टं सुदृष्टं भवतः स्वरूपं
तवाधुना दर्शय पूर्व्वरूपं ॥ २९

श्रीरामकृष्णं शिरसो नमामि
श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।
श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि
श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ ३०

एवं नरेन्द्रं प्रति रामकृष्ण
स्तद्दर्शयित्वा स्वकमेव रूपं ।
मायामयः पश्यत एव तस्य
सद्यः स्वतल्पोपरि संशया नः ॥ ३१

"This six handed appearance of yours is no wonder to me as you are the root cause of all wonders, I now feel myself blessed by your grace. Be pleased to show again your human shape. I bow down my head to Sri Ramakrishna. I utter the name of Sri Ramakrishna by my mouth. I remember him in my mind. I beg his grace." Thus showing his divine self to Narendra, Thakur lay down in his bed in his human shape. 28 to 31

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আপনার এইরূপ ষড়ভুজ বিগ্রহের সন্দর্শন আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি নাই কারণ একমাত্র আপনিই বহুবিধ আশ্চর্য্যের আশ্রয় স্থানীয়।। ২৮

আজ আমি ধন্য বা অতি ধন্য হইলাম আমার জন্মও সুধন্য হইল। আমি যে সকল পুন্য কর্ম্ম করিয়াছি তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে পাইলাম আপনার ভগবৎ স্বরূপ দেখিলাম বা ভালভাবে দেখিলাম। সম্প্রতি আমাকে আপনার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত রূপটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখান। ২৯

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। শ্রীরামকৃষ্ণনাম অনবরত উচ্চারণ করি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করি এইরূপে আমি শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্মরণ লইলাম। ৩০

এইরূপ নিজের স্বরূপটি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াময় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ দেখিতে দেখিতে নিজ বিছানায় পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়াছিলেন। ৩১

उवाच कृच्छ्रेण तदा नरेन्द्रं
भोज्यं सुप्रियं किल देहि मह्यं।
सन्त्यत्र किं मे प्रिय भक्तवर्गा
स्तान् दर्शयत्वं त्वरितं सुपुत्र॥ ३२
श्रुत्वैवेदं श्रीगुरोर्वाक्य जातं
तत्तत् कार्य्यं साधयित्वा सुखेन।
आरयितस्य स्वां समाविश्य दृष्टिं
अश्रुस्रोतः संव्यमुञ्चन् महीयान्॥ ३३

अन्त्यलीलायां ८म अः

ततः स तं सर्व्वं विजल्प मुक्तं
दृष्ट्वा तदासौ दयितं नरेन्द्रं ।
अन्ते जनानां स्मरणीय मेकं
जगाद मामिति सकातरं सः ॥ ३४
यस्यां जनः प्राणवियोग काले
क्षणं समाविश्य मनो विशुद्धं ।
निर्द्धूल्य कर्म्माशयमाशु याति
परां गतिं ब्रह्ममयीऽर्कवर्णः ॥ ३५

Then Thakur said to Narendra, "Bring me something to eat and call for my disciples." It was all done as he desired. Narendra sat with his tearful eyes rivetted upon him. After casting his eyes upon all of them, Thakur uttered, "Mother", "Mother", with great eagerness. If a man can remember Mother for a moment at the time of death, he is sure to attain salvation.

32 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন বাবা নরেন আমাকে কিছু খাবার দাও। হে সুপুত্র। এখানে আমার প্রাণতুল্য ভক্ত সকল আছে কি, যদি থাকে তবে তুমি আমাকে শীঘ্র দেখাও। ৩২

ভগবান শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের সেই সকল কথা শুনিয়া এবং নির্বিঘ্নে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানের মুখারবিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অতি বড় মহান্ নরেন্দ্র অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৩৩

अन्त्यलीलायां १०म अ:

তৎপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব সন্দেহ মুক্ত অতি প্রিয় নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনান্তকালে জীব সকলের একমাত্র স্মরণীয় মা মা এই বিশুদ্ধ মাতৃনাম অতি কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন। ৩৪

মানবগণ জীবনান্তকালে যে মাতৃ মূর্ত্তিতে ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ রূপে উত্তমগতি লাভ করেন। ৩৫

काली काली कालिकेति त्रिवारं
जल्पन् देवः सूच्चकण्ठं सुखं सः।
निःशब्दन्तद्देश्म संकम्पयित्वा
शिष्यान् पश्यन् श्वासशून्यो बभूव ॥ ३६

ततो महात्मा जगदेक नाथो
नरेन्द्रनाथोऽप्यमरेन्द्रतुल्यः।
सुविस्मित स्तस्य ददर्श रूपं
विशाल नेत्रस्य विशाल नेत्रः ॥ ३७

तदा ववुस्तत्र सुगन्ध वाता
दिशश्च सर्व्वा विमला बभूवुः।
समागता देव मृदङ्गनादा
जाता सुवृष्टिः कुसुमावलीनां ॥ ३८

देहाद्धि निष्क्रम्य गुरो स्तदानीं
शुभ्राभ्रतः पूर्णशशि प्रभावत्।
तज्ज्योतिषां ज्योतिरखण्ड रूपं
यं वेदमुख्यं प्रणव स्वरूपं ॥ ३९

Thakur uttered in a very clear and loud voice the name of the Goddess, "Kali", three times, and breathed his last with his eyes looking at his disciples. Narendra saw in great amazement the divine soul of Shri Ramakrishna. At that time sweet and fragrant wind began to blow, all directions became clear, divine music was heard and the sky showered holy flowers. The soul of Shri Ramakrishna, as it came out of his body, shone like the full moon in the clear sky.

36 to 39

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যুচ্চ কণ্ঠে আনন্দের সহিত কালী কালী কালী এই নাম তিনবার বলিয়া শয়ন গৃহ কম্পিত করাইয়া আর কিছু না বলিয়া শিষ্য বর্গকে দেখিতে দেখিতে গত শ্বাস হইয়াছিলেন। ৩৬

সেই সময় জগতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক অমরেন্দ্র তুল্য বিশাল নেত্র মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুবিশাল নেত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন। ৩৭

সেই সময় সেই স্থানে সুগন্ধ বায়ু বহন করিয়াছিল। দশদিক নির্ম্মল হইয়াছিল। দেব দুন্দুভি বাজিয়াছিল এবং স্বর্গীয় পুষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশের তুল্য সর্ব্বজ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ অখণ্ড রূপ বেদের মুখ্য প্রণব স্বরূপ গুরুরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া। ৩৯

तदन्तरे तस्य महाविभूतिः
श्रीरामकृष्णात्म गदाधरस्य ।
ददर्श रूपं परम स्वरूपं
विष्णोः पदन्तद्‌ध्रुवमच्चरं यत् ॥ ४०
हंसं विमानं शशि कोटिकान्ति
मारुह्य सौम्यं सुरवर्त्म मध्ये ।
गच्छन्तमेवं निजधाम देवं
विलीयमानं क्रमशो ददर्श ॥ ४१
स्वरूपशक्तिं किल यां तदीयां
विराजितां विश्व जन प्रसूतिं
तदीय लीला परिपूर्त्ति दात्री
मलच्चित स्तां समवाप देवः ॥ ४२
तां सारदां सारविशेष दायिनीं
यच्छक्तिमाश्रित्यजनाः सुयोगिनः
कुर्व्वन्ति कार्य्यं मुनि मानवादयः ॥ ४३

Narendranath saw that divinely briliant soul of Shri Ramakrishna, gradually going up to the Heaven and fading out of sight. It was also beyond the comprehension of anybody that the soul of Shri Ramakrishna attained consumation with the soul of Sarada devi who embodied the eternal power of the Goddess on the Earth.

Thakur left her behind for the good of pious souls 11 to 43

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই প্রণবের মধ্যে মহাবিভূতিময় রামকৃষ্ণ গদাধরের যথার্থ স্বরূপ অপ্রাকৃত রূপ নরেন্দ্র দেখিয়াছিলেন যাঁহাকে জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। ৪০

কোটি চন্দ্র প্রতীকাশ সেই হংস বিমানে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিলোকে যাইতেছেন এইরূপে ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এইটিও দেখিয়াছিলেন। ৪১

কিন্তু এই মর্ত্ত্যধামে সেই ভগবান রামকৃষ্ণের লীলা সম্পূর্ণকারিণী বিশ্ব জননী হ্লাদিনী শক্তি যিনি বিদ্যমানা আছেন তিনি তাঁহার সেই শক্তিরূপিণী সারদাদেবীকে অন্যের অলক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪২

যে দেবীর কণামাত্র শক্তি আশ্রয় করিয়া পরম যোগীগণ অথবা মুনিমানবাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই কলিযুগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী মহিয়সী বা সর্ব্ব মহিমান্বিতা সারদাকে ইহ জগতে রাখিয়া গমন করিয়াছিলেন। ৪৩

প্রভুনা শ্রীনরেন্দ্রস্য যদলৌকিক কল্পনং।
ভূতং বা স্ব স্বরূপং যদ্দর্শয়ামাস ঠাকুরঃ॥ ৪৪
নরেন্দ্রেনৈব বিজ্ঞাতং নান্য ভক্তৈঃ কথঞ্চন।
তদা মহানিশাকালাৎ প্রায়েন ঘটিকাদ্বয়ং॥ ৪৫
মোহিতা স্তত্র যে ভক্তা ভগবদিচ্ছয়া ভবন্।
গতে হি ঘটিকাকালে ভক্তাস্তে প্রাপ্তচেতনাঃ॥ ৪৬

अन्त्यलीलायां ८म अः

एकीभूय समाधिस्थं प्रभुं मत्वा विचक्षणाः ।
ॐ हरिरिति शब्दस्य समाधिर्भङ्ग हेतवे ॥ ५७
उच्चारयन्ति ते सूच्चैः समाधिर्भञ्जनेऽसति ।
दिव्यतनोःशेष पूजां मत्वोद्याने प्रविश्यते ॥ ৪৮
नानाविधानि पुष्पानि दिव्यानि विपुलानि च ।
ब्राह्मे मुहुर्त्ते संगृह्य पादपूजां विधायते ॥ ৪৯
गन्धपुष्पादिभिर्भव्यां शय्यामपि विभूषितां ।
कृत्वा यदा गले माल्य दानार्थं व्यग्र मानसाः ॥ ५०

The words which Thakur uttered and the divine appearance with six hands which he showed, were known only by Narendranath and none else. During the period frcm 12 o'clock to 2 A.M. in the night all living things were fast asleep. After 2 A.M. ail of his disciples awoke. At first they thought that Thakur might have been in a temporary unconscious state of mind and accordingly they tried for some time to bring him back to life and consciousness by shouting holy names, but in vain. So they brought flowers and worshipped the feet of Shri Ramakrishna for the last time. 44 to 50

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের সহিত নরেণের যে সকল অলৌকিক কথাবার্ত্তা বা স্তব স্তুতি হইয়াছিল এবং ঠাকুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি নিজ স্বরূপটি যাহা দেখাইয়াছিনে তাহা কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেখিয়াছিলেন। ৪৪

তা ছাড়া অন্য কোন ভক্তই কিছু মাত্র জানিয়াছিলেন না। সেই সময় রাত্রি ১২টার পর রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ইচ্ছায় পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। এবং রাত্রি ২টার পর প্রায় সকল ভক্তই জাগরিত হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

তৎপরে সেই সকল ভক্ত প্রভুর নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া ওঁ হরি এই শব্দটি বহুক্ষণ উচ্চারণ করিলেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় ঠাকুরের দিব্য দেহের শেষ পূজা কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক। ৪৭।৪৮

নানাবিধ সর্ব্বোত্তম প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভক্ত ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ভোরের সময় ভগবানের পাদ পূজার অবসানে। ৪৯

অত্যুত্তম সুগন্ধ পুষ্পাদি দিয়া ঠাকুরের শয্যাকেও পুষ্প বিভূষিত করতঃ ঠাকুরের গলদেশে মাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ৫০

स्पृष्टमात्रं समुत्तापं विज्ञाय विग्रहस्य च ।
तथा तदङ्गालोकेन गेहमालोकितञ्च नः ॥ ५१
दृष्ट्वा समाध्यवस्थान्तं मन्यमानाः सुनिश्चितम् ।
प्रभोः पुनर्वाह्यभावो भविष्यति न संशयः ॥ ५२
एवमाशान्विताः सर्व्वे भक्तास्तेह्य भवन् यदा ।
तस्मिन्नेव प्रत्यूषसि महेन्द्रलाल नामकः ॥ ५३
भिषक्तमः समायातः श्रीप्रभोर्दर्शनेच्छया ।
आनन्दपूर्णं वदनं रोमाञ्चित कलेवरं ५४
तदङ्गज्योतिषापूर्णं गेहं दृष्ट्वातिविस्मितः ।
उवाच दिव्यावस्थाया ह्यस्याः प्रतिकृतिः प्रभोः ॥ ५५

अन्त्यलीलायां १०म अः

उत्तोलनं साधु मन्ये पूजादर्शन हेतवे ।
अतोऽहं कलिकातास्थ गेहं गत्वाधुनैव हि ॥ ५६
सम्पादयामि तत् कृत्यमित्युक्त्वा प्रययौ द्रुतं ।
अत्रान्तरे श्रीनेपालराज प्रतिनिधिर्महान् ॥ ५७

When they were eager to place a garland round the neck of Thakur, they felt the divine glow and warmth of the body of Thakur. They again thought that Thakur was temporarily in a swoon. At day-break Doctor Mahendra Lal Sarkar came there, and found Thakur in his death bed. He hurried back to his house to make arrangements to have a photo of Thakur. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

স্পর্শমাত্রেই ঠাকুরের দেহের উত্তাপ অনুভব এবং দেহ জ্যোতিদ্বারা গৃহ আলোকিত দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয় সমাধিস্থ এইরূপ ভাবিয়া এবং কিছুক্ষণ পরে নিশ্চয় বাহ্য জ্ঞান হইবে এইভাবে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ৫১।৫২

এবং সেই উষাকালে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার প্রভুর দর্শনের জন্য সেই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের হাস্যযুক্ত মুখারবিন্দ রোমাঞ্চিত দেহ এবং অঙ্গ কান্তিতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৩।৫৪

ঠাকুরের এই দিব্যাবস্থার ছবি ( ফটো ) উত্তোলন আমি ভাল

বলিয়া মনে করি। কারণ মূর্ত্তি না থাকিলে পূজা ও দর্শনাদির অসুবিধা হয়। ৫৫

অতএব আমি গৃহে গমন করিয়া শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৫৬

এই সময়ে নেপালের রাজ মন্ত্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভুর দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উপাধ্যায় মহাশয়কে ক্যাপ্টেন বলিয়া বলিতেন। ৫৭।৫৮

उपाध्यायो विश्वनाथ आगतः प्रभु सन्निधौ।
काप्टेन इति नाम्ना य मवदत् ठाकुरः स्वयं ॥ ५८
यश्च नारायणं ज्ञात्वा ठाकुरं भक्तिपूर्व्वकं।
पूजयामास सोऽप्यद्य दिव्यरूप प्रदर्शनात् ॥ ५९
ठाकुरस्य सम्मोहित उवाचैवं वच स्तदा।
महासमाधि मग्नोऽभूदद्य योगीश्वरेश्वरः ॥ ६०
एतादृश्यामवस्थायां विधिरस्ति महत्तरः।
योगशास्त्रे महाभागाः शृणुध्वं सुविशेषतः ॥ ६१
ये चात्र ब्राह्मणात्मानः शिष्याः सन्ति प्रभोः प्रियाः।
सर्व्वै स्तैः श्रीभगवतो ग्रीवायामपि वक्षसि ॥ ६२
गव्याज्येन गुल्फयो श्च मर्द्दितेषु क्रियत्क्षणं।
समाधिभङ्ग सम्भव स्याशास्तीति मतं मम ॥ ६३
भवद्भिरधुनैवास्यानुष्ठानं क्रियतां तथा।
तस्याश्वासितवाक्यन्तच्छ्रुत्वा तत्क्षणमेव हि ॥ ६४

In the mean time the Minister to the King of Nepal appeared on the spot. His name was

Biswanath Upadhyaya and he was called Captain by Thakur. He was much devoted to Thakur. He thought that Thakur was in his Samadhi, a temporary state of unconsciousness. He advised massage on the breast and heels with ghee by the bramhin disciples. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেন। ইনি আজ ঠাকুরের দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ ভগবান যোগীশ্বর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন এমতাবস্থায় একটি করণীয় বিষয় আছে হে মহাভাগ ভক্তবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন আপনারা বিশেষ ভাবে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৯।৬০।৬১

এই স্থানে ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাঁহারা ভগবানের স্কন্ধ বক্ষঃ ও গুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে গব্য ঘৃত দিয়া কিয়ৎক্ষণ মর্দ্দন করিলে সমাধি ভঙ্গের আশা আছে। আমার এইরূপ মত। ৬২।৬৩

অতএব এই ক্ষণেই এইরূপ অনুষ্ঠান করুণ।

উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ। ৬৪

অহং শ্রীবৈকুণ্ঠশর্ম্মা গুল্‌ফয়োর্যত্নপূর্ব্বকং।
বক্ষসি শ্রীশরচ্চন্দ্রো গ্রীবায়াং শশিভূষণঃ॥ ৬৫
প্রায় স্ত্রিঘটিকা কালং কৃতবন্ত স্তথা ক্রিয়াং।
হা কষ্টং ব্যর্থতামাপতৎ কৃত্যং ভাগ্য সঙ্কতঃ॥ ৬৬

एकालये वहुदिनमाश्रितापि महेश्वरी ।
सहास्माभि र्भगवती श्रीमाता सारदेश्वरी ॥ ६७
अलौकिकी ह्रीसम्पन्ना लोकादृश्या महीयसी ।
प्रभोरर्द्धाङ्गिनी सा पि जगदम्बास्वरूपिणी ।
या देवी सर्व्वदा सर्व्वस्वामिनः स्वामिनः शुभा ।
चकार परिचर्य्यां सा चिन्मयी चिन्मयस्य च ॥ ६८
कुलस्त्रीणां धन' लज्ज्वा विज्ञायेद' महासती ।
कृत्य' प्रविदधे सर्व्व' सर्व्वदा रहसि स्थिता ॥ ७०
स्वस्याः कण्ठस्वरश्चापि न श्रुतः केन कुत्रचित् ।
साद्यीत् कण्ठायुता माता निष्पन्दाप्यचलोपमा ॥ ७१

Baikuntha Sharma began to massage the heels, Saratchandra the breast and Shashibhusan the neck. The massage continued for three hours without any reaction. Sarada Devi was staying in the same house but none could see her even though she had been doing services to her husband regularly. None also could hear her voice. 65 to 71

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি বৈকুণ্ঠ শর্ম্মা যত্ন পূর্ব্বক গুলফ দেশে শরচ্চন্দ্র বক্ষে এবং শশীভূষণ গ্রীবায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল গব্য ঘৃতে মর্দ্দন করিলেও বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় বশতঃ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ৬৫।৬৬

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

এই বাগান বাটীতে জগদীশ্বরী ভগবতী মাতা সারদেশ্বরী বহুদিন আমাদের সহিত অবস্থান করিলেও অলৌকিক লজ্জাশীলা অতএব সাধারণের অদৃশ্যা মহামহিমান্বিতা ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গিনী জগদম্বা স্বরূপিনী। ৬৭।৬৮

চিন্ময় স্বরূপিনী সর্ব্বমঙ্গলা যে দেবী জগৎ স্বামীই নিজের চিন্ময় স্বামীর সর্ব্বদা সেবা করিয়াছিলেন। ৬৯

समग्रां शर्व्वरीं स्थित्वा प्रभाते यावदग्रहीत्।
समाधि निर्दय स्तस्य न च भङ्गो भविष्यति॥ ७२
आशाशून्या तथा भूत्वा यथा वेगवती नदी।
जलोच्छ्वासैः पूर्य्यमाना सेतुं भङ्क्त्वा प्रसर्पति॥ ८२
तथा सर्व्वां परित्यज्य व्रीड़ां सा खलु लौकिकीं।
उवाच कालिके मातः सर्व्वमङ्गलकारिणि॥ ७४
दृष्ट्वा ममापराधं कं दुःख शोक विनाशिनि।
मां परित्यजत्र यासि त्वं कथं वद पति प्रिये॥ ७५
एवमश्रुमुखी मातातुरञ्चक्रन्दनकारिणी।
बाहुद्वयं समुत्तोल्य क्वत्र त्वमिति लापिनी॥ ७६
पतिता मूर्च्छिताह्यासीद्वरण्यां धरणी समा।
भ्रातुष्पुत्री ठाकुरस्य पूज्यास्माकं स्वसा च या॥ ७७
तथां गोपाल माता या तयोः शुश्रूषया तदा।
चैतन्यापादिता सापि निश्चैतन्यैव लक्षिता॥ ७८

When she came to know in the morning that Thakur would not come back to life, she burst into torrents of tears. "Oh Mother Kalika," she

shouted. "what was my fault that I have been left behind so destitute and wretched?" Thus lamenting loudly she fell unconscious. By careful nursing of Thakur's niece and the mother of Gopal, she regained her senses but lay still like a lifeless thing. 72 to 78

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং যে মহাসতী সারদাদেবী কুলস্ত্রীদিগের লজ্জাই পরম ধন এইটি জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত না হইয়া নিজেকে গোপন ভাবে রাখিয়া স্নান ও শৌচাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেন। ৭০

এমন কি যে দেবীর কণ্ঠস্বরও কেহ কখনও কোথাও কিছুমাত্র ও শ্রবণ করেন নাই। সেই পর্ব্বতোপমা নিষ্পন্দ। মাতা সারদা অধৈর্য্যা হইয়াছিলেন। ৭১

সমগ্র রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন জানিলেন ঠাকুরের নির্দ্দয় সমাধি আর ভঙ্গ হইবে না তখন তিনি আশা শূন্যা হইয়া বারিবেগে পরিপূরিতা বেগবতী নদী যেমন নদীতট ভগ্ন করিয়া দ্রুত বেগে প্রবাহিতা হয়। ৭২।৭৩

তখন সেইরূপ ভাবে সারদামাতা সর্ব্বতোভাবে লৌকিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলকারিনী কালিকে। ৭৪

হে শোক দুঃখ বিনাশিনী পতিপ্রিয়ে তুমি আমার কি অপরাধ দেখিয়া আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ; কেন তাহার কারণ কি বল। ৭৫

এইরূপ ভাবে অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া অতি উচ্চ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সারদেশ্বরী দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক কোথায় তুমি এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা ভূমিতে পতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। ৭৬

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী অতএব আমাদের পূজনীয়া ভগিনী এবং গোপাল মাতা এই দুইটি স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা দ্বারা সেই সময়ে মাতার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও মূর্চ্ছিতের সদৃশই অবস্থা হইয়াছিল॥ ৭৭।৭৮

হরিণী দাবদগ্ধেব বিললাপাতি দুঃখিতা।
সুখ সৌন্দর্য্যমায়াতি যদি বৃক্ষাশ্রিতা লতা॥ ৭৯

ভগ্নে তরৌ ন লতা ত্বং তস্যা স্তিষ্ঠতি কিঞ্চন।
রমন্যা রমণীয়ত্বং সতিভর্ত্তরি জীবিতি॥ ৮০

না পতিঃ শোভতে নারী চন্দ্রশূন্যা নিশা যথা।
প্রাপ্য তু পশ্চিমাবস্থাং মৃতেব ভাতি সর্ব্বদা॥ ৮১

পত্র পুষ্প ফল চ্ছায়া মূল বল্কল দারুভিঃ।
ছেত্তারমপি সম্প্রাপ্তং যো বৃক্ষঃ সম্যগর্চতি॥ ৮২

সর্ব্বানন্দপ্রদঃ সোঽয়ং শাখী মেঽদ্য বিনশ্যতি।
শাখিনো ন বিনাশোঽয়ং লতায়া মম নিশ্চিতং॥ ৮৩

যতঃ শাখী দারুমূর্ত্তির্জনৈঃ সংপূজিতো ভবেৎ।
মূর্ত্ত্যন্তরেণ সততং গৃহস্থানাং গৃহে গৃহে॥ ৮৪

অতোঽস্য নিধনং নাস্তি পরোপকারিণো ধ্রুবং।
যতঃ সজ্জন ভাষেয়ং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥ ৮৫

She, like a deer burnt in the forest, tossed in agony and said, "Just as the beauty of the creeper is impaired with the break-down of the sheltering tree so also the beauty and sweetness of a woman vanish with the death of her husband. A widow is but a night without the moon: and lives a joyless life. The tree also entertains its cutter with its leaves, flowers, fruits, roots and wood. The tree which sheltered me goes down but is not dead. Its creeper is only destroyed. It will live in wooden shapes in every household. It is also said, "Men live through their achievements." 79 to 85

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং বনাগ্নি পীড়িতা হরিণীর মত মাতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন লতা যদি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য থাকে কিন্তু বৃক্ষ ভগ্ন হইলে লতার আর কিছুই থাকে না। তদ্রূপ রমণীর রমনীয়ত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বামী জীবিত থাকে। ৭৯।৮০

চন্দ্রহীনা রাত্রির মত পতিহীনা নারীর শোভা কিছুমাত্র থাকে না। পরন্তু বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া মৃততুল্যা হইয়া থাকে। ৮১

যে বৃক্ষ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও পত্র পুষ্প ফল ছায়া বল্কল ও কাষ্ঠ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ৮২

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অ:

অতএব সকলের আনন্দপ্রদ লতা রূপিনী আমার বৃক্ষ স্বরূপ স্বামী বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বৃক্ষের বিনাশ কখনই হয় নাই। লতারূপিনী আমারই বিনাশ হইল। যেহেতু বৃক্ষ কাষ্ঠ মূর্ত্তি এবং ত্যাগশীল দাতার মৃত্যু কখনই হইতে পারে না যেহেতু তিনি বৃক্ষরূপে ফল পুষ্পাদি শোভিত না হইলেও কাষ্ঠ মূর্ত্তিতে গৃহস্থদিগের গৃহে কপাট বা গবাক্ষ ইত্যাদি নানাবিধ রূপে সর্ব্বদাই পূজিত হন। ৮৩।৮৪

অতএব এই পরোপকারী বৃক্ষের মৃত্যু নাই কারণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যাঁহার কীর্ত্তি বা চিহ্ন থাকে তিনি নিত্য জীবিত। ৮৫

ইতি শোক পরায়ণা তদা
বিললাপাতি বিমোহিতা সতী।
খলু দেব মমাপরাধেন
স্তব চিত্তেঽতি কঠোর বেদনাং॥ ৮৬

অনুভূয় গতোঽসি মুহ্যতাং
বচসাং নাবসরো যতোঽস্তি তে।
কুরু মামপরাধিনীং প্রভো
তব দাসী শত নীচ দাসিকাং॥ ৮৭

অথবা মররাজধামত
স্তব সেবাবিধি সংবিধায়িনঃ।
ইহ চাগত দেব সেবকা
নুপদেশ্য কুরু মাং বিহায় ভোঃ॥ ৮৮

নহি দেব কদাপি মে ভবে
স্তব সঙ্গঃ সুবিঘাতিতঃ শুভা।
ইতি বাক্ সমুদীরিতা ত্বয়া
হ্যধুনা কিং বিতথাকৃতাদ্য সা॥ ৮৯

She again lamented saying, "As you do not speak again I feel that my offence might have hit you so hard that you have succumbed to it. Place my guilty self at the lowest of all who serve you. Or, setting me aside, give orders to your godly followers who had come down with you to this mortal world from Heaven. You said that I should never lose your company. Should your assurance now prove to be untrue?" 86 to 89

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

এইরূপ শোক নিমগ্না মাতা সারদা একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে দেব! নিশ্চয় আমার অপরাধ বশতঃই আপনার প্রাণে আপনি কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৮৬

যেহেতু সম্প্রতি আপনি একটি কথাও বলিতেছেন না। অতএব এই অপরাধিনী আমাকে আপনার অসংখ্য দাসীগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্টা দাসী করিয়া রাখুন। ৮৭

অথবা হে দেব! দেবরাজের ধাম অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন আপনার সেবার পরিজনবর্গকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সেবক বর্গকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দান করুণ। ৮৮

হে দেব! কখনও আমার সান্নিধ্য তোমার নষ্ট হইবে না।

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অ:

এইরূপ শুভ বাণী যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনার সেই সিদ্ধ বাক্য কি আজ মিথ্যায় পরিণত হইল। ৮৯

তব বেদ কথা হি নান্যতং
মম দুর্ভাগ্যবশাদিয়ং তথা।
উত মানসমেব দুর্ব্বলং
ভবতো ভাষিত সংগ্রহেঽক্ষমং ॥ ৯০
ভবতঃ শুভদৃষ্টিরেব মে
সুখশান্তিশ্চিরকালিকী ভবেৎ।
বদ মা মনয়াধুনা কথং
পতিহীনামকরোদ্ভবানিমাং ॥ ৯১
রসসংখ্যকহায়নামিমাং
পরিয়ন্তু স্তব পানিধারণে।
গতবান্ মম দেহ বিভ্রমং
চলতি ত্বদ্য ন শোকসাগরং ॥ ৯২
নিজধাম গতস্য পাদয়োঃ
পুনরেবাপতদস্য কাতরা।
লতিকা হি তরৌ বিখণ্ডিতে
পাদমূলে পততি স্থিতা যথা ॥ ৯৩

"What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্ব্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি। ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ?আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল। কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জন্য এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না। ৯২

তরুরাজ বিখণ্ডিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিজধাম গত ঠাকুরের পাদ যুগলে পুনর্ব্বার পতিতা হইয়াছিলেন। ৯৩

সদনেঽমরলোকসঙ্গতে
রতিরার্ত্তবদরোদ সারদা।
ন তু সা রতিভাব ভাবনা
জনসৌভাগ্য রবিরদর্শনাৎ॥ ৯৪

এইরূপ শুভ বাণী যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনার সেই সিদ্ধ বাক্য কি আজ মিথ্যায় পরিণত হইল। ৮৯

তব বেদ কথা হি নান্তং
মম দুর্ভাগ্যবশাদিয়ং তথা।
উত মানসমেব দুর্ব্বলং
ভবতো ভাষিতং সংগ্রহেঽক্ষমং ॥ ৯০
ভবতঃ শুভদৃষ্টিরেব মে
সুখশান্তিশ্চিরকালিকী ভবেৎ।
বদ মা মনয়াধুনা কথং
পতিহীনামকরোদ্ভবানিমাং ॥ ৯১
রসসংখ্যকহায়নামিমাং
পরিযন্তু স্তব পাদিধারণি।
গতবান্ মম দেহ বিভ্রমং
চলতি ত্বদ্য ন শোকসাগরং ॥ ৯২
নিজধাম গতস্য পাদয়োঃ
পুনরেবাপতদস্য কাতরা।
লতিকা হি তরৌ বিখণ্ডিতে
পাদমূলে পততি শ্রিতা যথা ॥ ৯৩

"What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্ব্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি। ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ?আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল। কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জন্য এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না। ৯২

তরুরাজ বিখণ্ডিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিজধাম গত ঠাকুরের পাদ যুগলে পুনর্ব্বার পতিতা হইয়াছিলেন। ৯৩

मदनीऽमरलोकसङ्गती
रतिरार्त्तवदरोद सारदा।
न तु सा रतिभाव भावना
ज्जनसौभाग्य रवेरदर्शनात् ॥ ९४

अन्त्यलीलायां १०म अः

क्रपयादिश पूर्ब्बवद्वपुः
प्रतिपद्याद्य मद्दत्तरं वचः।
जगतः सुखशान्तिदं परं
गतिरस्याः सुखदापि तद्भवेत् ॥ ९५
ततः स्वभर्त्तुश्चरणाम्बुजोत्सवं
विचिन्तयन्ती च गुरोर्न चापरं।
पतिव्रतानां प्रतिलोक संग्रहे
व्रतं हि पत्युर्विदधाति नापरं ॥ ९६
तदीय लक्ष्म्यादय एव भक्ता
दृष्ट्वा तदा शोकपरायणान्तां।
पादाब्जयुग्मं शिरसा धृतां तां
आलिङ्ग्य देवी सपरत्र जग्मुः ॥ ९७

Rati lamented at the death of Madan. But Sarada lamented the irreparable loss to the humanity of the world. She said, "Oh my Lord, be pleased to utter immortal sayings for the wel fare of the mankind, that will give me eternal joy and happiness." Thereafter she was taken away from the feet of Thakur by the female devotees who were present there. 94 to 97

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মদন স্বর্গগত হইলে রতির মত সারদা বিলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সারদা কেবল মাত্র রতির মত পতি বিচ্ছেদ ভাবে ভাবিতা

না হইয়া জগতের জীবের সৌভাগ্য রবির অস্তাচলে গমন জন্য শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। ৯৪

হে প্রিয়তম তুমি অদ্য পুনরায় পূর্ব্বের মত দেহ ধারণ করিয়া জগতের সুখ শান্তি প্রদ সুমহান বাক্য কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ কর সেই সকল কথামৃতই এই হতভাগিনীর সুখ প্রদ হইবে। ৯৫

এইরূপ ভাবে মাতা সারদা দেবী জগদ্ গুরু নিজ ভর্ত্তার চরণার বিন্দ দুইটি চিন্তা করিতে করিতে দেহ দৈহিক ভাব একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কারণ পতিব্রতাদিগের পতিলোক সংগ্রহার্থে পতির শুভই কামনা করিয়া থাকেন। এইটিই সাধ্বী স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৯৬

তৎপরে সেই স্থানে লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন তাঁহারা পতির পাদপদ্ম দুইটি মস্তকে ধারণ কারিণী অত্যন্ত শোকাতুরা দেখিয়া মাতা সারদাদেবীকে সেই সকল সেবিকা স্ত্রীলোক আলিঙ্গন পূর্ব্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ৯৭

श्रुत्वा प्रभोः शाश्वतीं शेषलीलां
नाना गताः किङ्करा दर्शनार्थं ।
भक्तैः पराह्णेऽस्युशून्यं शरीरं
उच्चैर्गृहात् प्रापितं तैरधस्तात् ॥ ९८

पर्य्यङ्क मध्यस्थित-विग्रहस्य
प्रसून माल्यादिभिरर्च्चितस्य ।
प्रतिच्छविं प्राणगतस्य तस्य
गृहीतवन्तो हि शुभालयस्य ॥ ९९

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অ:

अपार कारुण्यगुणैकसिन्धु
र्यः शिष्यवर्गस्य सुखैक वन्धुः ।
निशातमोघ्नो भगवान् यथेन्दु
र्विमुक्तिदोयन्नजनस्य विन्दुः ॥ १००

यः सेवकानां बहु दुःखदायिनं
भारं स्वयञ्चात्र परत्र सङ्गिनं ।
उवाह लीला परिपुष्टिकारिणं
तमद्य खट्टोपरि शिषशायिनं ॥ १०१

Followers and devotees poured in from far off places at the news of Thakur's demise. In the afternoon Thakur's body was brought down from the upper floor to the ground floor, and decorated with flowers and garlands. Phcto of the body was taken. He who was the ocean of kindness and the source of all blessings and eternal joy to his devotees, and who took over all miseries from the sufferers, lay dead. 98 to 101

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের চিরন্তনী শেষ লীলা শ্রবণ করিয়া বহু স্থান হইতে ভক্তবর্গ দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্ত সকল তাঁহার সেই ছায়া শরীর উচ্চ গৃহ হইতে নিম্নতলে আনিয়া পর্য্যঙ্ক মধ্যে শয়ন করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ প্রাণহীন বিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি লইয়াছিলেন। ৯৮।৯৯

সর্ব্বশুভালয় অতুলনীয় দয়ার সাগর শিষ্যবর্গের পরমানন্দ দানের পরম বন্ধু রাত্রির অন্ধকার মোচনে যেমন ভগবান চন্দ্র দেব এবং যাঁর ভজনের কণা মুক্তি দানে মুক্ত হস্ত। ১০০

যে ভগবান ভক্ত সমূহের ইহকালের এবং পরকালের সঙ্গী বহু দুঃখ দায়ী পাপ ভার স্বয়ং বহন করেন। এবং লীলার জন্য যাঁহার দেহ ধারণ আজ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কোপরি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া। ১০১

দৃষ্ট্বা তদা শোকপরায়ণা ভৃশং
ভক্তা স্তদায়াঃ পরমং সুবিগ্রহম্।
স্কন্ধে সমাদায় গতাঃ সুদুঃখিতা
ভাগীরথী তীর মহোঽতি পাবনং॥ ১০২
সংস্থাপ্য তত্রাখিল লোকমঙ্গলং
প্রগীয়তে যত্ পরমং সুমঙ্গলং।
সত্যং চিদানন্দময়ং সুবিগ্রহং
সংবিষ্টাঃ সর্ব্বে সমুপাবিশন্ গুরুং॥ ১০৩
ভক্তাস্ত তে স্তত্র বিভোর্বাচাংসি
শ্মশানমালম্ব্য যথোদিতানি।
পূর্ব্বং স্বভক্তান্ কৃপয়া জগাদ
তান্যব্রুবন্ দাহ সরোবরে তে॥ ১০৪

শ্মশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে।
নিব্রুবন্তি শ্মশানার্থং মুনি শব্দার্থকোবিদাঃ॥ ১০৫
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেঽত্র শবীভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেত্॥ ১০৬

His devotees carried his body on their shoulders and slowly and sadly proceeded to the bank of the holy Ganga. They placed the dead body on the bank and remembered what Thakur told them about the crematory ground. 102 to 106

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময়ে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া ভগবানের সর্ব্বোত্তম সুবিগ্রহটিকে স্কন্ধে লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে অতি পবিত্র ভাগীরথী তীরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ১০২

জ্ঞানিগণ যাঁহাকে পরম মঙ্গলময় বলেন সেই অখিললোকপাবন চিদানন্দময় সুবিগ্রহটিকে গঙ্গাতীরে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ ভগবানকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন। ১০৩

এবং সেই গঙ্গাতীরে ঠাকুরের নানাবিধ উপদেশের অনুশীলন পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বে শ্মশান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাক্য ভক্ত বৃন্দকে কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের সেই সকল কথা শ্মশান মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১০৪

অর্থাৎ শ্ম শব্দে মৃত ব্যক্তি বা শব দেহ শান শব্দে শয়ন। শব্দার্থ জ্ঞানিগণ শ্মশানের অর্থ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ১০৫

ভগবানের সদৃশ জনগণও অন্তকাল উপস্থিত হইলে এই শ্মশানেই শব রূপে শয়ন করেন এই জন্যও ইহার নাম শ্মশান বলিয়া কথিত হয়। ১০৬

নানা মৃত সুহৃন্নাদরৌদ্র কোলাহলৈর্যুতং।
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে ॥ ১০৭

अन्त्यलीलायां १०म अः

हा पते भगिनि मातर्हा मातुल पितामह ।
मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्यैहि बान्धवः ॥ १०८
इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान् ।
ज्वलन् मांसवसामेद श्मश्रुभित सङ्कुलं ॥ १०९
अर्द्धदग्धाः शवाः श्यामा विहसद्दन्तपङ्क्तयः ।
हसन्तीवाग्नि मध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ॥ ११०
वैराग्याधाररूपं हि श्मशानं स्वर्गदं विदुः ।
एवं स्वशिष्यवर्गान् यः प्रेष्ठान् पूर्ब्बमुवाच ह ॥ १११
तस्याद्य छाया देहस्य कर्त्तुं श्मशानिकीं क्रियां ।
चन्दनं काष्ठमादाय गन्धर्वं दैवतं बहु ॥ ११२
चितां सम्पाद्य विधिवत् स्नानं पिण्डक्रियामपि ।
कारयित्वा दक्षशीर्षं चिता मध्ये न्यवेशयत् ॥ ११३

This crematorium becomes usually resounded with such dreadful cries as. "Oh my son," "Oh my husband," etc. The dead bodies are placed on the pyre. As they burn they become terrible to look at. All must die and their bodies will be cremated sooner or later. Yet, strangely enough people are fond of earthly attachments. So Thakur would advise his disciples to rise above the earthly level. Now Thakur's body is placed on the pyre. 107 to 113

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই শ্মশানে নানাবিধ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু জন্য ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ এইরূপ হয় হা পুত্র হা মিত্র হা পিতঃ হা পতি হা মাতুল হা মাতামহ হা ভগিনীপতি ইত্যাদি ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্মশান পরিপূর্ণ হয় এবং প্রজ্বলিত শব দেহের মাংস মেদ বসা প্রভৃতি দাহকালে সাঁ সাঁ শব্দ করে অর্দ্ধ দগ্ধ শব দেহ সকল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং দন্তপঙ্‌ক্তি সকল বাহির হইয়া পড়ে তখন মনে হয় শব দেহ যেন দাহকারি লোক সকলকে হাস্য করিয়া বলিতেছে যে ওহে ভাই সকল সকলেরই দেহের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে অতএব বৈরাগ্যের আশ্রয় একমাত্র শ্মশান সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদভাব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই ঠাকুর নিজ প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন।

১০৭ হইতে ১১১

আজ সেই ঠাকুরের ছায়া মূর্ত্তির দাহ করিবার জন্য গন্ধর্ব্ব দৈবত বহু চন্দন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা সম্পাদন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র স্নান ও চিতা পিণ্ডাদি দান করাইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া চিতার উপরি ভাগে শয়ন করাইয়াছিলেন। ১১২।১১৩

पूताग्नि दानत स्तस्मै तस्य नित्य शरीरिण:।
क्षित्यादि पञ्चभूतानि सर्व्वाण्यध्यक्षतां दधु: ॥ ११४
एकैकशो दग्धभूतं पञ्चपञ्चीकृतस्य न ।
व्योमन्तत्र चतुर्दिक्षु स्तद् गात्रधूम सौरभं ॥ ११५
मकरन्द प्रलब्धास्ते ऽगमन् कोटि मधुव्रता: ।
पुञ्जीभूताग्नि मध्ये तं श्रीरामकृष्ण विग्रहं ॥ ११६

শিব ব্রহ্মেন্দ্র চন্দ্রাদি দৈবতৈরপি সংযুত'।
দৃষ্ট্বা গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ সেবকঃ॥ ১১৭
আনন্দসংপ্লবে লীনঃ সাশ্রুনেত্রঃ সমাধিমান্।
তুচ্ছীকৃতাগ্নি তাপন্ত' দুর্দ্ধর্ষ' সর্ব্বভক্ষক'॥ ১১৮
চকার ব্যজন' প্রেম্না পূর্ব্ববদগ্নি মধ্যগঃ।
ন দগ্ধো নাপি চাঞ্চল্যমাপ ভূষণ ভূষণঃ॥ ১১৯
একান্তিকী গুরোর্ভক্তিঃ সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী।
বায়বগ্নি জলশক্তীনাং শক্তির্ভক্তে ন বিদ্যতে॥ ১২০

The funeral rites were performed and fire was set to the pyre. Huge smoke spread all around, Soon the body was enveloped with huge flames of fire. Shashibhushan in a divine mood entered the fire to bring relief to Thakur from the unbearable heat of the fire. Shashibhushan was not scorched by the fire. In fact, a true devotee is not affected by fire, water or wind. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

পরে পবিত্রাগ্নি দানে সেই নিত্য দেহের ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ১১৪

ঠাকুরের পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত প্রত্যেকে এক একটি করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে ভগবানের গাত্র সংলগ্ন চিতা ধূমের সৌগন্ধ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িয়াছিল। ১১৫

পুষ্পরসপানে প্রলুব্ধ কোটি কোটি মধুপ সেই স্থানে আসিয়াছিল। এবং ভয়ঙ্কর অগ্নিমধ্যে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বিগ্রহবান্ দেবতাবৃন্দকে স্তব করিতে দেখিয়া গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্র সমাধি বিশিষ্ট অতি দুর্দ্ধর্ষ সর্ব্বভক্ষক সেই অগ্নি তাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্ম হারা হইয়া অগ্নি মধ্যে যাইয়া পূর্ব্বের মত ঠাকুরকে ভজন করিয়াছিলেন।

১১৬।১১৭।১১৮

তৎকালে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি শীতলতায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব শশিভূষণ দগ্ধ হন নাই এবং তজ্জন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই। কারণ ভক্ত বৃন্দের ভূষণ স্বরূপ শশিভূষণ অর্থাৎ ভক্ত চূড়ামণি এইরূপ আচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐকান্তিক গুরু ভক্তি সর্ব্ব শক্তি দানে সর্ব্বদা সমর্থ বা অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির শক্তি ভক্তের নিকটে কোন রূপ শক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় না। ১১৯।১২০

प्रभोः शेष महायज्ञावसानेऽस्थि निमज्जनं।
गङ्गाम्भसि कारयित्वा श्रीनरेन्द्रो महामतिः॥ १२१
सुसंगृह्य परिश्राऽस्थि रक्षितं स्वस्य सन्निधौ।
आदिष्टवान् तथा चान्यान् गुरुभ्रातॄन् विशेषतः॥ १२२
भस्मास्थि किञ्चित् किञ्चिच्च प्रत्येकं नय भक्तितः।
स्व स्व गेहे सुसंस्थाप्य नित्यं सम्पूजयिष्यथ॥ १२३
तथा ते सेवकाः सर्व्वे पूतास्थि भस्मसंयुतं।
गृहीत्वा परमानन्दमाश्रिता स्तत्क्षणाद्गृही॥ १२४

अन्त्यलीलायां १०म अः

श्रीरामकृष्ण देवस्य शेषयज्ञं समाप्यते ।
समवगाह्य गङ्गायां शोकसंभिन्न चेतसः ॥ १२५
प्रत्यावृत्य भक्तवर्गा स्तदुद्यानस्थ वाटिकां ।
शिरोधृतं पवित्रास्थियुत पात्रं सुमङ्गलं ॥ १२६
शय्योपरि भगवतोरच्च भक्तिपूर्व्वकं ।
यानि कतिपयाह्यानि दिव्यास्थि तत्र संस्थितं ॥ १२७

When the dead body was burnt out, a portion of the last remains was immersed in the holy water of the Ganges and the other portion was taken by Narendranath, who also advised other disciples to take the holy ashes to their homes and worship it everyday. They also did so. All of them returned with the holy remains to the Rest House at Cossipore and placed it on the bed of Thakur. So long it was there, all the devotees felt that Thakur himself was present there. 121 to 127

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের শেষ কার্য্য সমাধা হইলে গঙ্গা গর্ভে অস্থি নিমগ্ন করাইয়া মহামতি নরেন্দ্র ভগবানের কিঞ্চিৎ অস্থি নিজের নিকটে রাখিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য গুরু ভাই দিগকে বলিয়াছিলেন আপনারা প্রত্যেকে প্রভুর কিছু কিছু চিতা ভষ্ম ও অস্থি ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করুণ। এবং নিজ নিজ গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা করিবেন। ১২১।১২২।১২৩

अन्त्यलीलायां १০म अः

নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই সকল গুরু ভাই ঠাকুরের ভস্মের সহিত পবিত্র অস্থি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছিলেন। ১২৪

ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের শেষ যজ্ঞ শেষ করিয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া সেই বাগান বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মস্তকে ধৃত সুমঙ্গল পবিত্র অস্থি পাত্র ঠাকুরের শয্যার উপরি ভাগে ভক্তি পূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। ১২৫।১২৬

ঠাকুরের দিব্যাস্থি যতদিন বিছানায় ছিল ভক্ত বৃন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ অবস্থিতি মনে করিয়াছিলেন। ১২৭

सान्निध्यं मे निरे साक्षाद्भक्त वत्सलरूपिनः ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य तथा तद्भाषणं श्रुतं ॥ १२८
भक्तैरेवं यथा साक्षादाविर्भूय दयानिधिः ।
सुप्रीत मनसा पूजां तदीयां प्रतिगृह्य सः ॥ १२९
तथा भजन सङ्गीतं श्रुत्वोवाच समादरं ।
पुत्रा भो लोक दृष्ट्याहमन्तर्द्धानं गतो ध्रुवं ॥ १३०
न त्यजामि किन्तु युष्मान् मम ध्यान विहृदये ।
वोबाह्य चक्षुषोः पुत्रा गोचरो न भवाम्यहं ॥ १३१
अन्तरालमधिष्ठाय कृपादृष्टिं करोमि हि ।
अनुभूता भवद्वाणी तत्रैवं सेवकैः प्रभोः ॥ १३२
यावज्जीवं प्रभुः प्रायो गङ्गातीरेऽति निर्म्मले ।
स्थित्वा जीवानुद्दिधीर्षुरकरोत्तप उत्तमं ॥ १३३
अतः प्रभोरस्थिखण्डमत्र भागीरथी तटे ।
समाहितं करिष्यामि गुर्वीयं वासना मम ॥ १३४

They could even hear the voice of Thakur. He was much pleased with Narendra and other disciples for their devotion and worship. and appeared before them. He said, "It is true that I am now out of your sight. But I have not left you. Without being seen by you, I am always looking upon you with my blessings and favour." Thakur had spent his life on the bank of the Ganges for the redemption of the suffering humanity. So his last remains should be placed on the bank of this holy river. It was so desired by Narendra. 128 to 134

বাঙ্গানুবাদ :—

এমন কি ঠাকুরের কথাও শোনা যাইত। ১২৮

দয়ানিধি ভগবান ভক্তবর্গের সহিত সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে ভক্তবর্গের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। হে পুত্রগণ আমি সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছি একথা ধ্রুব সত্য। ১২৯।১৩০

কিন্তু আমার ধ্যান বৃদ্ধির জন্য তোমাদিগকে আমি ত্যাগ করি নাই। হে পুত্রগণ তোমাদের বাহ্য চক্ষু দুইটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও আমি তোমাদের অসাক্ষাতে অবস্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিতেছি। সেই স্থানে সেই সময় ঠাকুরের এই সকল কথা সেবকগণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন। ১৩১।১৩২

अन्त्यलीलायां १०म अः

ঠাকুর প্রায় যাবজ্জীবন অতি পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থান করতঃ জীব সকলের মুক্তি কামনায় সর্ব্বোত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৩৩

অতএব ঠাকুরের দিব্যাস্থি এই গঙ্গা তীরেই সমাহিত করিব ইহাই আমার ঐকান্তিকী কামনা। ১৩৪

एवमाग्रहयुक्तः स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः।
तदुपयुक्त भूखण्ड लाभाय चिन्तितोऽभवत् ॥ १३५
किन्तु काल नरेन्द्रस्य तदिच्छा परिपूरणे।
शिष्यस्याहमिकैवात्र प्रत्युहः समजाजनत् ॥ १३६
श्रीकृष्णस्य भगवतः पूर्व्वं जन्माष्टमी तिथेः।
हठाद्दिनद्वयाद्दत्तोद्याने घोरे निशात्यये ॥ १३७
अक्रूर सदृशः क्रूरो दुष्टानुचरवेष्टितः।
नित्यगोपालको राम दत्त मातृस्वसुः सुतः ॥ १३८
आगत्य श्रीनरेन्द्रादि प्रमुखान् प्रभुमन्दिरे।
स्थितान् सर्व्वान् समाहूयोवाचाति गर्व्वया गिरा ॥ १३९
अस्ति दिव्यास्थि यत्तावत् प्रभोः शय्योपरि ध्रुवं।
वाक्यव्ययमकृत्वैव मह्यमर्पय सत्वरं ॥ १४०
काँकुड़गाछि नामके ग्रामे योगोद्याने वयं।
जन्माष्टमी दिने पुण्ये करिष्यामः समाहितम् ॥ १४१

Narendra became anxious for ihe suitable land on the bank of the Ganges. But the audacity of one cf his fellow brothers stood in his way. Nitya Gopal, maternal brother of Ramdutta, forcibly entered the bed-room of

श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु नित्यगोपाल मुक्तवान् ।
नित्यं भगवती यस्य गङ्गायामिव संस्थितिः ॥ १४२
तस्य किमस्थि समाधिः शोभते यत्र तत्र च ।
नाहं सुसङ्गतं मन्ये भागीरथ्या स्तटाद्‌ बहिः ॥ १४३
एवं सुयुक्तिपूर्णन्तं वाक्यं श्रुत्वापि भिन्नटक् ।
तर्कस्योपरितर्कोऽस्त्यैतुप्रक्वास्थि दम्भपूर्व्वकं ॥ १४४
नीत्वा गच्छद्‌ योगोद्यानं गोपालो राम सन्निधौ ।
श्रीराम भ्रातुरिच्छेयं महोत्सव पुरःसरं ॥ १४५
प्रभोर्देहावशेषं तं पवित्रं परमं शुभं ।
अस्थि समाहितं कार्य्यं योगोद्याने सुनिश्चितं ॥ १४६
किन्त्वेकेन कार्य्यसिद्धि विज्ञाया सम्भवं सुधीः ।
गृहस्थाश्रमिनो भक्तानुरुध्य यथाविधि ॥ १४७
अर्थ दानार्थमत्यन्तं कार्य्यारम्भं चकार सः ।
किन्तु प्रभोः प्राणनिभः सुरेन्द्रनाथ सेवकः ॥ १४८

At this proposal Narendra protested saying, "I do not consider it advisable to place the holy remains at a place other than the bank of the Ganges. where Thakur had spent his life." But Nityagopal was adamant and would not brook any argument. He forcibly took the holy thing and went to the garden at Kakurgachhi. It was the desire of Ram Dutta's brother that the holy remains would be duly founded in the garden

Thakur with some ruffians and commanded Narendra and others to hand over to him the last remains of Thakur, so that it would be duly placed in the garden at Kankurgachhi, on the auspicious day of Srikrishna Janmastami. 135 to 141

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া ঠাকুরের সর্ব্ব প্রধান শিষ্য মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত ভূখণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১৩৫

কিন্তু মহাভাগ নরেন্দ্রের তদ্রূপ সদিচ্ছা সম্পাদনে ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যের অহমিকাই এ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন। ১৩৬

হঠাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী তিথির দুই দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত গভীর রাত্রে এই উদ্যান বাটিকায় একটি দুষ্ট অনুচর বর্গে বেষ্টিত হইয়া অক্রুর সদৃশ ক্রূর রাম দত্তের মাসতুত ভাই নিত্যগোপাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত নরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শিষ্যবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক অত্যন্ত গর্ব্বিত বাক্যে বলিয়াছিলেন। ১৩৭।১৩৮।১৩৯

এই শয্যার উপরিভাগে প্রভুর যাহা দিব্যাস্থি আছে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়াই শীঘ্র আমাকে দাও। ১৪০

কাঁকুড়গাছি নামক গ্রামে যোগোদ্যানে পবিত্র জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ঐ দিব্যাস্থি সমাহিত করিব। অর্থাৎ একটি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিব। ১৪১

with great revelry, pomp and festivity. It was, however, not possible for one individual to bear the entire expenditure. So all earning members of the disciples were requested to contribute their might. 142 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ নিত্যগোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন। যে ভগবানের নিত্য গঙ্গা তীরে অবস্থিতি তাঁর অস্থি সমাধি কি যেখানে সেখানে শোভা পায়? ভাগীরথী তীরের বহির্ভাগে অস্থি সমাধি হোক ইহা আমি সমীচিন বলিয়া মনে করি না।

১৪২।১৪৩

এইরূপ নরেন্দ্রনাথের সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও অন্যভাবাবলম্বী নিত্যগোপাল তর্কের পর আরও তর্ক আছে এই কথা বলিয়া সেই দিব্যাস্থি দম্ভ পূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া যোগোদ্যানে রামদত্তের নিকটে গিয়াছিল। ১৪৪

রামদত্ত ভায়ার এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের দেহাবশেষ পরম পবিত্র সর্ব্বমঙ্গলদায়ক দিব্যাস্থি সমাহিত কার্য্য মহামহোৎসবের সহিত সুসম্পন্ন করি। ১৪৫।১৪৬

কিন্তু একজনের চেষ্টায় বাহুল্য কার্য্য অসম্ভব বশতঃ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বর্গকে অর্থদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ উপরোধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৭।১৪৮

শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নঃ প্রোক্তবাননতি ধার্ম্মিকঃ।
বয়মর্থান্ প্রভোরর্থে দাস্যামো বিপুলান্ ধ্রুবং ॥ ১৪৯

अन्त्यलीलाया' १०म अः

किन्त्वत्र ये महाभागा भक्ता युवकसत्तमाः ।
वहुकाल' भगवतः सेवायामति दारुण' ॥ १५०
चक्रुः स्वात्मार्पण' सर्व्वे निद्राहारविवर्जिताः ।
विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्व्वे प्राणाधिका मम ॥ १५१
तैः सर्व्वैरत्र सङ्गत्य यथा भगवतो वय' ।
चरितामृतमालोच्य कर्त्तुं' कालातिपातन' ॥ १५२
समर्थाः सम्भविष्यामस्त्वदनुष्ठान कर्म्मणि ।
आत्मपात' करिष्यामो यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३
सर्व्वाश्चर्य्यमयस्यास्य लीलाश्चर्य्यमयो भवेत् ।
देहलीलावसानेऽपि प्रभोर्यदस्थि सञ्चित' ॥ १५४
तन्मया स्थापित' गेहे पूजाञ्चास्य करोम्यह' ॥
लीलाविलास समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५
गृह' गृहाङ्गन' सर्व्व' सुवासितमभूत्तदा ।
तथा तदङ्गसम्पर्कात् गन्ध चन्दन सौरभ' ॥ १५६

But at this proposal, Surendranath, one of the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully with tearful eyes,"I can surely contribute much for the cause of Thakur's festival. But I desire to be associated with those young disciples who spared no pains to render their services to Thakur during his life time, here in this garden to perform this festival and also to pass our days by holy discources about the life and teachings of

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উদ্যান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তাঁহার গাত্রের সৌগন্ধে আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন যেরূপ সদ্‌গন্ধ যুক্ত হইত সেইরূপ

किन्त्वत्र ये महाभागा भक्ता युवकसत्तमाः ।
बहुकालं भगवतः सेवायामति दारुणं ॥ १५०
चक्रुः स्वात्मार्पणं सर्व्वे निद्राहारविवर्जिताः ।
विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्व्वे प्राणाधिका मम ॥ १५१
तैः सर्व्वैरत्र सङ्गत्य यथा भगवतो वयं ।
चरितामृतमालोच्य कर्त्तुं कालातिपातनं ॥ १५२
समर्थाः सम्भविष्यामस्त्वदनुष्ठान कर्म्मणि ।
आत्मपातं करिष्यामो यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३
सर्व्वाश्चर्य्यमयस्यास्य लीलाश्चर्य्यमयी भवेत् ।
देहलीलावसानेऽपि प्रभोर्यदस्थि सञ्चितं ॥ १५४
तन्मया स्थापितं गेहे पूजाञ्चास्य करोम्यहं ॥
लीलाविलास समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५
गृहं गृहाङ्गनं सर्व्वं सुवासितमभूत्तदा ।
तथा तदङ्गसम्पर्काद् गन्ध चन्दन सौरभं ॥ १५६

But at this proposal, Surendranath, one of the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully with tearful eyes,"I can surely contribute much for the cause of Thakur's festival. But I desire to be associated with those young disciples who spared no pains to render their services to Thakur during his life time, here in this garden to perform this festival and also to pass our days by holy discources about the life and teachings of

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উদ্যান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তাঁহার গাত্রের সৌগন্ধে আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন যেরূপ সদ্‌গন্ধ যুক্ত হইত সেইরূপ

অন্ত্যলীলায়াং ১০ম অঃ

আজ তাঁহার দিব্যাস্থির অবস্থান বশতঃ পদ্মচম্পকাদি পুষ্পের সদ গন্ধের মত সদ গন্ধে সুবাসিত হইতেছে। ১৫৪।১৫৫।১৫৬

मदीयेऽपि गृहे चास्य विचित्रं भवति ध्रुवं ।
आयान्ति मद् गृहे येऽपि तदा तद्गन्ध मोहिताः ॥ १५७
पृच्छन्ति विस्मितास्ते मां कथमेतद्भवेदिति ।
श्रुत्वा तेषामिदं वाक्यमत्रुवं तोषहेतवे ॥ १५८
साक्षाद् युगावतारस्य किञ्चिदस्थिकणं मम ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य मद् गेहे भाति पूजितं ॥ १५९
दिव्यगन्धेन तस्यैव गृहमापूरितं मम ।
भवद्भिरनुभूतन्तद् गन्धेन्द्रिय समाश्रयात् ॥ १६०
शृनुध्वं परमात्मीयाः किञ्चिदत्र वदाम्यहं ।
लीलां युगावतारस्य ह्यस्थि पात्रानुसारिणीं ॥ १६१
सन्ति शास्त्रगिरश्चैवमन्तः शुद्धि स्तपस्यया ।
बाह्य शुद्धिर्भवेदेव मृज्जलाभ्यां न संशयः ॥ १६२
बाह्य शुद्धि विहीनस्य देव विग्रह पूजने ।
नाधिकारो भवेत्तस्य ऋषिभि र्भाषितन्त्विदं ॥ १६३

"The sweet fragrance is also felt by those who come to see me in my residence. To satisfy their curiosity I tell them that this is due to the presence of the holy remains of Thakur in my residence. It is enjoined in the Sashtras that penance purifies our mind and on the other hand earth and water purify our body. Those whose body is not duly purified are not fit for holy services and worship." 157 to 163

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যে সকল আত্মীয় স্বজন আমার ঘরে আসেন তাঁহারা পদ্ম চম্পক ও গোলাপাদি পুষ্পের মত সদ গন্ধে আমোদিত হইয়া ; ১৫৭

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ সদ্ গন্ধ কোথা হতে আসে। তাহাদের কথা শুনিয়া মনস্তুষ্টির জন্য বলিতাম। ১৫৭।১৫৮

যুগাবতার সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কিঞ্চিৎ দিব্যাস্থি আমার গৃহে পূজিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারই সদ্ গন্ধে আমার গৃহের চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আপনাদেরও নাসারন্ধ্রে প্রবিস্ট হইয়া সদ্ গন্ধ অনুভূত হইতেছে।

১৫৯।১৬০

হে পরম আত্মীয় বৃন্দ! আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুণ এই দিব্যাস্থি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেয় অত্যাশ্চর্য্য কিঞ্চিৎ লীলা বলিতেছি। ১৬১

চিত্তশুদ্ধি তপস্যা দ্বারাই হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অনেক আছে। বাহ্য শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা হয়। বাহ্য শুদ্ধি বিহীন ব্যক্তির দেব পূজায় অধিকার হয় না! ঋষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৬২।১৬৩

बेलुड़मठ संस्थानं स्वामीजी कृतवान् यदा।
अलिबुलेति नाम्नैका मार्किन देश सम्भवा ॥ १६४
रमणी लोकविख्याता रामकृष्णानुरागिनी।
विपुलार्थं प्रदानेन स्वामीजीं पर्य्यतोषयत् ॥ १६५
गङ्गायाः पश्चिमेभागे तीरे बेलुड़ संज्ञके।
बभूव येन वित्तेन श्रीरामकृष्ण मन्दिरं ॥ १६६

अत्युच्च गगनस्पर्शी सुन्दरः सुमहान मठः ।
तस्याः श्रीस्वामिजीं प्रतिवात्सल्य मावमुत्तमं १६७

दृष्ट्वाति सारल्य मतिः सारदानन्द आदरात् ।
श्रीरामकृष्ण देवस्य भक्ताया मस्तकोपरि ॥ १६८

प्रभोः पवित्रास्थि पात्रं स्पर्श यामास तुष्टिदं ।
येन तस्या वर्द्धिताभूद् गुरोर्भक्तिर्गरीयसी ॥ १६९

पाश्चात्य नरनारीणां बाह्य शौचं न विद्यते ।
भक्तिमत्यामपिह्य स्यांनास्ति शौचं मनागपि ॥ १७०

"When Belur Math was founded by Swamiji, an American lady who was much attracted to the life and teachings of Sri Ramakrishna, made a gift of a huge amount of money to the great satisfaction of Swamiji. With this money, the temple at Belur Math with the image of Shri Ramakrishna has been built and founded on the west bank of the Ganges. Saradananda Maharaj made her touch the holy ashes of Thakur to achieve manifold increase of her devotion to Thakur. The people of Western countries do not mind purification of body. Though the American lady was very pious, she did not observe the rules of purification of body. 164 to 170

বঙ্গানুবাদ :—

স্বামিজী যে সময় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় রামকৃষ্ণানু-রাগিনী লোকবিখ্যাতা মার্কিনদেশ বাসিনী ওলিবুল নাম্নী রমণী বিপুল অর্থদানে স্বামিজীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৪।১৬৫

সেই অর্থেই বেলুড় নামক জনপদে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব মন্দির ও উত্তম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৬৬

স্বামিজীর প্রতি ওলিবুলের অত্যুত্তম অপত্য স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত সরল মতি সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের পরম ভক্ত ওলিবুলের মস্তকো-পরি সসম্ভ্রমে সমাদরপূর্ব্বক মুক্তিদায়ক পবিত্র অস্থিপাত্র স্পর্শ করাইয়াছিলেন। সারদানন্দ মহারাজের তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল যে এই পাশ্চাত্য রমণীর যাহাতে গুরুভক্তি গুরুতরভাবে বর্দ্ধিত হয়। ১৬৭।১৬৮।১৬৯

পাশ্চাত্য নরনারীদের বাহ্যশুচি বলিয়া কিছুই নাই। অতএব ওলিধুল অত্যন্ত ভক্তিমতী হইলেও ইহার বাহ্যশুদ্ধি বলিয়া অত্যল্পও নাই। ১৭০

যথাস্তি ভারতীয়ানাং শুচিত্বমস্ত্যলৌকিকং।
অত স্তস্যাং নিশায়াং শ্রীঠাকুরঃ স্বামিজীং প্রতি ॥ ১৭১
স্বপ্নাদেশং চকারেবং মাকুরু ত্বং যদা তদা।
যস্মৈ তস্মৈ ন দেয়ং মে বিগ্রহং স্পর্শনং ক্বচিৎ ॥ ১৭২
তদবধি তৎ পূতাস্থিপাত্রং পরম মঙ্গলং।
কৃপাপূতৈঃ প্রভোর্ভক্তৈ রক্ষিতং বেদিকান্তরে ॥ ১৭৩

अन्त्यलीलाया' १०म अः

नित्य मद्यापि तत् पात्रमुद्दिश्य वेदिकोपरि ।
तत् स्वरूप' मन्यमाने स्तद्भक्तै: पूजित' भवेत् ॥ १७४
वहिराणीय तत् पात्र' पूजित' प्रतिवत्सर' ।
भवेत् सम्प्रीतये तस्य तज्जन्म तिथि वासरे ॥ १७५
यस्य दर्श नमात्रे ण जना: सन्ति निरामया: ।
संसारसागरोत्तीर्णा स्तद्भक्ता नात्र संशय: ॥ १७६

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारम हंस्यां संहितायां भगवत: श्रीरामकृष्ण देवस्य स्वधाम प्रवेश: तदस्थि स्थापनादिरूपोऽन्त्यलीलायां दशमोऽध्याय: ॥ १०

"The Indians always purify their bodies and clothes before they start their holy services and worship. On that night Thakur himself appeared before Swamiji in his dream and said, "Do not commit such things over again, nor allow one and all to touch my holy remains." From that time onwards it is being carefully preserved inside an altar. The devotees place their offerings on the altar. The holy remains are placed outside only for a day in the year on the occasion of Birth anniversary of Thakur. The very sight of this holy thing removes all sins, worries and troubles and causes salvation. 171 to 175

Here ends the tenth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. 10

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভারতবাসীদিগের যেরূপ অপূর্ব্ব বাহ্যশুদ্ধি দেখা যায় বা আছে তজ্জন্য ঠাকুর সেইদিন রাত্রিকালে স্বয়ং স্বামিজীকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন। ১৭১

এরূপ আচরণ যখন তখন করিও না। এবং আমার বিগ্রহ যাকে তাকে স্পর্শ করাইবে না। এই জন্য সেই সময় হতে পরম মঙ্গলময় পবিত্র অস্থিপাত্র ঠাকুরের আদেশানুসারে পবিত্র ভক্তবৃন্দ একটি বেদিকার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন। ১৭২।১৭৩

অদ্যাবধি সেই অস্থিপাত্রটিকে ঠাকুরের স্বরূপ মনে করিয়া বেদিকার উপরিভাগে অস্থিপাত্রটির উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দ নিত্য পূজা করেন। ১৭৪

ঠাকুরের বিশেষভাবে প্রীতির জন্য জন্ম তিথি দিবসে প্রতিবৎসর মাত্র একদিনের জন্য সেই অস্থিপাত্রটিকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা হয়। ১৭৫

যে পাত্রটীর দর্শনমাত্রে নরনারীগণ সর্ব্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হন। এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সকল অনায়াসে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েন। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭৬। ১০ অঃ মঃ।

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বধাম প্রবেশ এবং তাঁহার দিব্যাস্থি স্থাপনাদি অন্ত্যলীলার ১০ম অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১০

### অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অধ্যায়

দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্য নর রাক্ষসাঃ।
সর্ব্বে তপঃপ্রভাবেন কাম্যং বিন্দন্তি যস্য যত্ ॥ ১
তপসা সৃজতি ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালন শক্তিধৃক্।
হরোহরতি নিত্যং হি তপ এব পরং বলং ॥ ২

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অ:

तपोमयं तपोराशिं तपो मूर्त्तिं तपात्मकं ।
तपसैव सुतस्तेन विन्दन्ति परमं पदं ॥ ३
यशः सौख्यं धनं पुत्रं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।
प्राप्नुवन्ति महात्मानो जनाः सर्व्वे तपस्यया ॥ ४
भगवानपि विश्वात्मा सर्व्वकामवरेश्वरः ।
तपश्चरति नित्यं हि ब्रह्म रुद्रादि देवतैः ॥ ५
स्व स्वाधिकार रक्षार्थं कुर्व्वन्ति तप उत्तमं ।
कृतादियुगपर्य्यायैऋषीनां पुण्य आश्रमः ॥ ६

Gods, men, demons, Gardharva and Rakshasas achieve their ends through penance. It is through penance that the Creator creates, Vishnu reigns and Hara destroys. So penance is the source of all power. Fame, fortune, friendship, progeny, knowledge, wisdom and even salvation can be acquired through penance. *Gods* perform penance to maintain their power. The hermitage of the ascetics was the seat of penance in the three Yugas prior to Kali Yuga. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা মনুষ্য দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই তপস্যার প্রভাবে যাহার যে কামনা তাহা পায়। ১

সৃষ্টিকর্ত্তা তপস্যার প্রভাবেই সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু তপস্যার প্রভাবে পালন করেন এবং রুদ্রদেবও তপস্যার প্রভাবে সংহার কর্ত্তা হন্। অতএব তপস্যাই পরম বল। ২

अन्त्यलीलायां ११श अः

উত্তম তপস্যা দ্বারাই তপোময় তপোরাশি তপোমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া ভগবানের পরমপদ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ৩

মহাপুরুষগণ তপস্যাদ্বারা যশ আনন্দ ধন পুত্র জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ৪

সর্ব্ব কামনা পরিপূরণে সমর্থ জগৎ পিতা ভগবান ও নিত্য ব্রহ্ম রুদ্রাদির সহিত তপস্যা করেন। ৫

নিজ নিজ অধিকার রক্ষার জন্যও অন্যান্য দেবতাসকল তপস্যা করেন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে জ্ঞান ও সংসারের পরপারে অবস্থিত ঋষিগণের আশ্রমই তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার পবিত্র স্থান ছিল। ৬

तपसो ब्रह्मविद्याया: क्षेत्रमासीत् सुनिर्म्मलं।
बौद्ध युगे सौगतानामालयो धर्म्म मन्दिरं॥ ७
शङ्करस्य भगवत: शुभाविर्भावत: परं।
धर्म्मस्थानं मठ इति व्याहृतं ब्रह्मवादिभि:॥ ८
ततोऽनार्य्य जातीयानां राज्ञां शासनत: सुरा:।
भयभीता: सदासर्व्वे शास्त्राचार सुरक्षणे॥ ९
शैथिल्यभावमापास्ते प्राणपाति परिश्रमै:।
धर्म्म संरक्षणार्थाय केचिद् ब्राह्मणपण्डिता:॥ १०
नवद्वीपे रामनाथ जगदीश गदाधरा:
सर्व्वं वैषयिकं भावं त्यक्त्वा शास्त्रानुशीलिन:॥ ११
चतुष्पाठीति संज्ञां ते प्रदाय वेदरक्षका:।
धर्म्मस्य विमलं स्थानं कृतवन्तस्तत्र पण्डितै:॥ १२

In the era of Buddhism, the Buddhist institutions were the seat of penance. During the regime

of Sankaracharya many such institutions called Matha were established. Thereafter, being afraid of non-Hindu rulers great thinkers and pandits like Ramanath, Jagadish and Gadadhar established such institutions called Chatuspathis in Navadwip to preserve Hindu religion and culture. 9 to 12

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বৌদ্ধযুগে সৌগতদিগের অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসিদিগের বাসস্থানই ধর্ম্ম মন্দির বা তপস্যার স্থান ছিল। ৭

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মবাদি সন্ন্যাসি সকল মঠ বলিয়া ধর্ম্মস্থানের নামকরণ করেন। ৮

তৎপরে অনার্য্য জাতীয় রাজন্যবর্গের ভয়ে ভীত হইয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বেদোক্ত ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষার্থে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধর প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ বৈষয়িক ভাব বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মের ও শিক্ষার সর্ব্বোত্তম স্থান চতুষ্পাঠী নাম রাখিয়াছিলেন। ৯।১০,১১।১২

बहु शिष्यावृता: सर्व्वे सर्व्वशास्त्रविशारदाः।
सर्व्वेषां शान्तिलाभाय सद्धर्म्म पालनाय च ॥ १३
यावज्जीवं पण्डितास्ते शास्त्रचर्च्चा प्रसङ्गतः।
भगवन्तं समाश्रित्य परां गति मवाप्नुयु: ॥ १४
अतः श्रीभगवानाहसव्यसाचिनमाहवे।
य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते काम कारत. ॥ १५

न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं नपरां गतिं ।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कर्य्याकार्य्यं व्यवस्थितौ ॥ १६
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म्मकर्त्तुमिहार्हसि ।
शिक्षादानं भगवता न केवलं कृतं स्वयं ॥ १७
ब्रह्मनारायण रुद्राः सृष्टि स्थित्यन्तकारिणः ।
तत्तत् स्थान स्थिताः सर्व्वं तपश्चेरुरलौकिकं ॥ १८

Great pandits devoted themselves to the study and teaching of Shastras for the peace and happiness of humanity. It was said by Lord Krishna to Arjuna in the battle-field, "One who disregards the instructions of the religious codes cannct attain peace and happiness. Everybody should. therefore, act according to the rules and regulations of Shastras." God not.only imparted teachings but also perform penance methodically. 10 to 18

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সকল চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গ সর্ব্বদা বহু ছাত্র অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণের শান্তিলাভ ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভগবদুদ্দেশ্যে যাবজ্জীবন শাস্ত্র চর্চ্চা প্রসঙ্গে উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। ১৩।১৪

এই জন্যই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজের ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ সুখশান্তি এবং সদ্‌গতি লাভও করিতে পারে

না। অতএব সৎ অসৎ কার্য্য যাহা কিছু কর না কেন তাহা শাস্ত্র-সঙ্গতই করিবে। অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্য কর। ১৫।১৬

ভগবান কেবলমাত্র শিক্ষাদানই করিয়াছেন তাহা নয় তিনি নিজে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির সহিত সকলেই নিজ নিজ অভিলষিত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অলৌকিক তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৭।১৮

योऽसौ श्रीभगवाननादि निधनः सर्व्वेश्वरश्चिन्मयः
पूज्यात् पूज्यतमः सुखैकनिलयः सर्व्वार्थदः श्रीहरिः ।
सर्व्वांस्तांद्विमुखाञ्जनान् करुणयाकर्त्तुं सुभक्त्यन्वितान्
धृत्वा योगतनुं तपश्चरति वै वद्रो विशालां श्रितः । १९
तद्वद्वाह सरोवरैक वसतिं कालेश्वरः शङ्करः
जप्त्वा श्रीहरिनाम मन्त्र ममलञ्चाभूत्तपस्या रतः ।
श्रीदुर्गापि कुमारिकाख्य जलधेस्तीरस्थिताः शाम्भवं
कौमारीं तनुमाश्रिता कृतवती तीव्रं तपोऽलौकिकं ॥ २०
एकदा ठाकुरेणोक्तं ब्रह्म पर्व्वत सन्निधौ ।
लीलाचेत्रं भगवतो भवेन्नैव कदाचन ॥ २१
लीलामयः श्रीभगवान स्वभक्तैः सह सर्व्वदा ।
करोति विविधां लीलां जगन्मङ्गल हेतवे ॥ २२

God who is the source of all power and knowledge is observing penance in the shape of Badri Narayana. So also Lord Sankara is chanting holy names in the great burning ghat of Manikar-nica ; and Goddess Sankari is performing austere penance at Cape Comorin. It was once

said by Thakur that God does not rest on a tree or a mountain but appears among his devotees to serve his own end. 19 to 22

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যাঁহার আদি অন্ত নাই এবং যিনি সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আনন্দের আধার ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মুক্তিদাতা পূজনীয় হইতেও অতি পূজনীয়তম এই ভগবানও বদ্রীনারায়ণরূপে বদরিকাশ্রমে যোগদেহ ধারণ পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্তও তপস্যা করিতেছেন। ১৯

সেইরূপ ভগবান দেবাদিদেব শঙ্করও মহাশ্মশানে মনিকর্ণিকায় হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া তপস্যারত আছেন। এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী শঙ্করীও কুমারিকা নামে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কন্যাকুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতি কঠোর অলৌকিক শৈব ব্রত করিতেছেন। ২০

ঠাকুর এক সময় বলিয়াছিলেন বৃক্ষে বা পর্ব্বতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া কিছুই নাই। লীলাময় ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করেন। ২১।২২

रसस्वरूपी भगवान् लीला तस्य रसात्मिका।
अत स्तद्रससम्भोगि भक्ता एवाधिकारिणः॥ २३
भगवद्भावनायुक्ता स्तएव महिमान्विताः।
माहात्म्यस्य भगवतः प्रचारे पटवः सदा॥ २४
प्रायेन दृश्यतेचैव मानवाः सर्व्वएव हि।
वहिर्विषय संलिप्तान पश्यन्त्यन्तराशयं॥ २५

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অ:

यासुधाभ्यन्तरे भाति मानवानां विशेषतः।
देह व्यापत्तिकालेऽपि पातु' नेच्छन्ति तां जनाः ॥ २६
परन्तु न प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति दुराशयाः।
बोधार्थ' भक्तवर्गानां पुनरन्यदिने प्रभुः ॥ २७
उद्दिश्य भगल्लीलामब्रवीदनुकम्पया।
यदा विरासीद्भगवाल्लीलार्थमवनी तले ॥ २८
तदैव देवतावर्य्यास्तल्लीलास्वाद हेतवे।
स्व' स्व' लोक' परित्यज्य तत्रैव मिलितास्थिर' ॥ २९

The devotees can understand the ways of God and can feel and express the glory of God. Men see through their senses and are incapable of realising the unseen ways of mind and soul. Men who are addicted to earthly pleasure do not like to have a taste of the divine joy which is enshrined in the soul of every living being. Thakur once told his disciples that when God manifests Himself with a purpose, Brahma, Shiva, Indra and other gods come down from their respective abodes to associate themselves with God to add to their knowledge of the ways of God, 20 to 29

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ভগবান রসস্বরূপ তাঁর লীলাও রসময়ী অতএব শ্রীভগবানের লীলারসের অস্বাদনে ভক্তসকলেই অধিকারী। ২৩

ভগবদ্ভাবনাশীল ভক্তগণই জগৎ পূজ্য অথবা ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারে তাঁহারাই সমর্থ। ২৪

সাধারণতঃ দেখাযায় প্রায় মনুষ্যমাত্রেই বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি দ্বারা মোহিত বা আকৃষ্ট অন্তরের অবস্থা দেখিতে পায়না। ২৫

মনুষ্যসকলের অন্তরে যে সুধা বিদ্যমান আছে তাহা দেহাবসান অর্থাৎ মৃত্যুকালেও বহির্ম্মুখ জনগণ সেই সুধা পান করিবার জন্য ইচ্ছাত করেই না পরন্তু দুরাশায় অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে আশক্ত জনগণ সেই অমৃতের স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ২

পুনরায় আর একদিন ভক্তবর্গের জ্ঞানলাভের জন্য ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যে ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক বলিবাছিলেন। শিব ব্রহ্মাদি দেবতাসকল ভগবানের লীলারস আস্বদনের জন্য নিজ নিজ ধাম অর্থাৎ শিবলোক ব্রহ্মলোক স্বর্গলোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সেই সেই জগতে সপরিবারে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের সহিত মিলিত হয়েন। ২৭।২৮।২৯

বিহায় দয়িতান্ সর্ব্বান স্বজনান্ ভগবানপি চ।
ভূত্বা তত্ সেবকাঃ সর্ব্বে পাদমূলমুপাগতাঃ॥ ৩০
অতঃ শ্রীঠাকুরস্যৈ তে লীলাসহচরা স্তথা।
ধ্রুবমিত্যভরাঃ সর্ব্বে ভবন্তি মানবা ন তু॥ ৩১
অপরস্মিন্দিনে প্রাহ ভগবান্ ভক্তবত্সলঃ।
সামান্য ভক্ততুল্যো ন ভবেন্নরেন্দ্র সেবকঃ॥ ৩২
নরনারায়ণাখ্যস্য ঋষের্যোনির সংজ্ঞকঃ।
স এব শ্রীনরেন্দ্রোঽয় মহামায়া প্রসাদতঃ॥ ৩৩

भगवद्भक्तसम्भूत आसीत्तत् प्रीति हेतवे ।
मह्यं शुश्रूषवे गानं मातुः श्रावयतोच्छया ॥ ३४
पितास्य विश्वनाथाख्य दत्तवंश समुद्भवः ।
अनाड़म्बर दाता सौ पात्रापात्रे विचार्य्य न ॥ ३५
प्रार्थिभ्यो दत्तवान्नित्यं वित्तं यत् कृच्छ सञ्चितं ।
यदि कश्चिज्जनोऽप्येवमपात्रमवलोक्य च ॥ ३६

Where God appears in human frame, His so-called friends and relations give up their earthly attachments and dedicate themselves to the will of God. Thakur also told that Narendra was no ordinary devotee. He was of divine origin. He was Narayan in human form. He would sing holy songs to me to please the Goddess. The father of Narendra was Biswanath Dutta who was a great philanthropist. He would give away his hard-earned money to the beggars and the needy. 30 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে স্থানে অবিভূর্ত হন সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ নিজ গৃহ বিত্তাদি সমস্ত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের সেবক হইয়া বা বিক্রীত দাসবৎ হইয়া একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়া ধন্য হয়। ৩০

অতএব এই শেষ যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য অবতার তুল্য লীলা সহচর নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ সকল ইহারা সকলেই দেবতা মানুষ নয় একথা ধ্রুব সত্য। ৩১

ভক্তবৎসল ভগবান আর একদিন বলিয়াছিলেন নরেন সাধারণ ভক্তের মত নয়। ৩২

নরনারায়ণ ঋষির যিনি নররূপি নারায়ণ মহামায়ার অনুগ্রহে সেই নররূপই নারায়ণই এই নরেন্দ্র ইহার ভগবদংশে জন্ম ভগবতীর প্রীতির নিমিত্ত এবং জগদম্বার ইচ্ছায় আমার সেবা এবং আমাকে মায়ের গান শোনাইতেছে। ৩৩।৩৪

এই নরেনের পিতা দত্তবংশোদ্ভব বিশ্বনাথ নামে বিখ্যাত ইনি পাত্রা-পাত্র বিচার না করিয়া অহঙ্কারশূন্য দাতা ছিলেন। ৩৫

বহুতর কষ্টে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন সেইসকল অর্থ প্রার্থনা-কারী বা ভিক্ষুকদিগকে দান করিতেন। ৩৬

বদত্যস্মৈ কথং দত্তমপাত্রায় ধনং ত্বয়া।
তদা তদুত্তরং বাক্যমুক্তং তেন মহাত্মনা॥ ৩৭
সংসারোঽয়ং দুঃখপূর্ণোমদ্বিত্তেন ক্ষণং যদি।
আনন্দং বিন্দতে প্রার্থী ন তত্র বিঘ্নমাচর॥ ৩৮
ভুবনেশ্বরী মাতা স্য সাক্ষাৎ শ্রীভুবনেশ্বরী।
দেবদ্বিজ ভক্তিমতী ভগবদ্ব্রতধারিণী॥ ৩৯
অয়ং নিজঃ পরো বেতি ন জানাতি মহীয়সী।
যস্য মাতুঃ পিতুশ্চৈব ঔদার্য্যং মনসো মহৎ॥ ৪০
তৎ পুত্র যশসা ধন্যা ধরণী হি ভবিষ্যতি।
আবির্ভাব পুর্ব্বাভাসাল্লক্ষিতমস্য সজ্জনৈঃ॥ ৪১

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অ:

অনেকৈরেব বিজ্ঞাতং বারাণস্যাং বিরাজিতঃ।
বীরেশ্বরো মহাদেবো হ্যপুত্র পুত্রদায়কঃ॥ ৪২
নাবলোক্য পুত্র মুখং মাতা শ্রীভুবনেশ্বরী।
আত্মীয়ায়া কিলাদেশাৎ কলসশত সংখ্যকৈঃ॥ ৪৩

If anyone of his relatives would say, "Why do you give your money to a person who does not deserve it?" In reply he would say, "The world is full of miseries. If anybody feels happy for a moment with my money, you should not object to it." The mother of Narendranath was Bhubaneswari. She was very pious and unselfish. It is therefore, no wonder that Narendranath whose parents were so pious and generous would rise to the summit of fame in this world. Before the birth of Narendra it was felt by many that his parents would have a great son born to them. There is the image of Bireswar Mahadev in Benaras. Men and women worship Bireswar Mahadev to have a child born to them. As Bhubaneswari had no son, she poured one hundred jars of Ganges water on Bireswar. 37 to 43

বঙ্গানুবাদ ঃ—

যদি কোন আত্মীয় বলিতেন এ লোকটি অতি অসৎ পাত্র ইহাকে কেন ধন দিতেছেন! তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বাবু বলিতেন দেখুন সংসার দুঃখময় আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা এই লোকটি যদি ক্ষণকাল আনন্দ লাভ করেন সে বিষয়ে আপনি বাধা দিবেন না।

৩৭.৩৮

নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোকের ঈশ্বরী ভগবতী জগদম্বার মত দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি ভগবদ্ব্রতধারিণী অলৌকিক গুণবতী। ৩৯

ইনি আমার প্রিয় ইনি আমার অপ্রিয় এরূপ ভেদবুদ্ধি কিছুমাত্র ছিল না অর্থাৎ সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন। অতএব যে নরেনের পিতা মাতার এইরূপ উদার স্বভাব তাঁহাদিগের পুত্রের সদ্গুণে পৃথিবী যে ধন্যা হইবেন এ বিষয়ে বলিয়ার কিছুই নাই। ৪০

এই নরেনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে সজ্জনগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং অনেকেই জানেন বারানসী ক্ষেত্রে অপুত্রক জনের পুত্রদায়ক বীরেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। ৪১।৪২

গঙ্গাজলৈঃ পূর্য্যমানৈঃ শ্রী বীরেশ্বর সংজ্ঞকং।
শিবলিঙ্গং স্নাপয়িত্বা কৃতকৃত্যা বভূব সা॥ ৪৪
ততঃ পুত্রোঽভবত্তস্যা জগন্মঙ্গল কারকঃ।
সাক্ষাদ্রুদ্রাবতারস্য রামদাসস্য সন্নিভঃ॥ ৪৫
নামাস্য সাদরেনোক্তং বীরেশ্বর বীরে বিলে।
তথাপ্যন্নপ্রাশনস্য সময়েঽস্য মহামতিঃ॥ ৪৬
শ্রীনরেন্দ্র নাথ ইতি শুভ্র নামাকরোত্ পিতা।
পুত্রোঽয়মুদিত স্তস্য কন্যা চতুষ্টয়াত্ পরং॥ ৪৭
অতোঽয়মর্ভকঃ পিত্রো র্বভূবাদরভাজনং।
অত্যাদর লালিতত্বাদীপ্সিতং নো গতো যদি॥ ৪৮
গৃহ দ্রব্যানি সর্ব্বানি নিঃক্ষিপ্য চূর্ণয়িষ্যতি।
এবং দৌরাত্ম্যযুক্তোঽপি সুন্দরাকৃতি হেতুতঃ॥ ৪৯
কেনাপি ন কিঞ্চিদুক্তং বচনং ভীতিদায়কং।
বীরেশ্বরস্য ভূতোঽয়মিত্যুক্ত্বা জননী যদা॥ ৫০

By this her desire was fulfilled and a great son like Mahabir, a great devotee of Ramachandra and incarnation of Rudra, was born to her for the wel-fare of the suffering humanity. Although he was lovingly called as Bireswar, Birey or Biley, he was given the name of Narendranath at the time of rice-taking ceremony. Due to the birth of Narendra after four female issues, he was the most favorite of his parents. In his childhood he was so naughty that he used to break down household things if he was not given what he wanted. He was so beautiful in his appearance that none would utter any threatening words for the mischiefs. His anger would, however, be cooled down when her mother poured water on his head or feet, saying "This is a ghost of Lord Bireswar." 44 to 50

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রমুখ না দেখিয়া কোন একটি আত্মীয়া স্ত্রী-লোকের আদেশ মত গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ একশত কলশ দ্বারা বাবা বীরেশ্বর মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভুবনেশ্বরী সফলকাম হইয়াছিলেন। ৪৩।৪৪

অর্থাৎ সেই বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের স্নানের পরই তাঁহার কৃপায় মাতা

ভুবনেশ্বরীর সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার রামদাস মহাবীরের তুল্য জগন্মল কারক পুত্র নরেন হইয়াছিল। ৪৫

পিতামাতা আদর করিয়া বীরেশ্বর বীরে বিলে বলিয়া ডাকিলেও মহামতি পিতা অন্নপ্রাশনের সময়ে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই নাম করণ করেন। ৪৬

বিশ্বনাথ দত্তের ৪টি কন্যার পর এই পুত্রটি ভূমিষ্ট বশতঃ এই বালক পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ৪৭

অতি আদরের সহিত লালিত পালিত বশতঃ যদি ইচ্ছামত জিনিষ না পাইত তবে গৃহ দ্রব্য সকল ভাঙিয়া ফেলিত। ৪৮

এইরূপ দুষ্ট ভাবান্বিত হইলেও সুন্দর আকৃতিবশতঃ কেহই কিছু-মাত্র ভীতিপ্রদ বাক্য বালককে বলিতেন না। ৪৯

ক্রোধোপশান্তয়ে তস্য মস্তকং বা পদদ্বয়ং।
বারিণা বিদধে সিক্তং ক্রোধোনির্ব্বাণতাং গতঃ ॥ ৫১
মাতৃ স্তন্য পুষ্টদেহা ন্মাতৃবাক্যানুসারতঃ।
বীরেশ্বরস্য ভূতোঽহং মত্বৈব গর্বিতোঽভবৎ ॥ ৫২
এবং নান্যস্য কস্যাপি স্কন্ধমারোহয়ত্য সৌ।
কেবলং স্ব পিতু রশ্বরস্কস্যৈব যত্নতঃ ॥ ৫৩
সানন্দং স্কন্ধমারুহ্য ভ্রাম্যতি প্রায়শঃ সুখং।
স্বগৃহসন্নিধাবস্তি প্রসিদ্ধ ধনিনো মঠঃ ॥ ৫৪
কায়স্থ কুলরত্নস্য বহু সৎকর্ম্মশালিনঃ।
মহতো রামদুলাল সরকার শিবমন্দিরে ॥ ৫৫
প্রতিষ্ঠিত ত্র্যম্বকস্য গাজনোৎসববাসরে।
দর্শনার্থমুৎসবস্য শ্রীনরেন্দ্রঃ কুমারকঃ ॥ ৫৬

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

গত্বা তত্র রামসীতা ক্রীতা পুত্তলিকা বশাৎ।
গৃহমানীয় তাং ভক্ত্যা ভগিনীং সমপৃচ্ছত ॥ ৫৭

Learning from what was told by his mother he felt proud that he was a ghost of Lord Bireswar. He would happily move about riding on the shoulder of his father's stabler. There was a temple belonging to a famous rich man near the house of Narendra. Once during the Shiva Puja Festival, Narendra went to see the fair and bought a doll of Ram-Sita. On returning home he asked his sister. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মা যখন নরেন্দ্রের ক্রোধ নিবারণের জন্য এটা বীরেশ্বর ঠাকুরের ভূত বলিয়া মস্তকে বা দুই পায়ে জলঢালিয়া দিতেন। তৎক্ষণাৎ আর কিছুমাত্র ক্রোধ থাকিত না। ৫০।৫১

মাতৃ স্তন্যে দেহপুষ্টি বশতঃই মাতার কথার অনুসারে নরেন্দ্র নিজেকে বীরেশ্বর দেবতার ভূত বলিয়া মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেন। ৫২

নরেন্দ্র পিতার অশ্বরক্ষকের স্কন্ধেই চড়িয়া আনন্দে এখানে ওখানে বেড়াইতেন। ৫৩

নরেন্দ্রের বাড়ীর নিকটে সুপ্রসিদ্ধ ধনবানের একটি মন্দির আছে। তিনি কায়স্থ কুলরত্ন বহুতর সৎকর্ম্মকারী মহাত্মা রামদুলাল সরকার ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গাজন উৎসবের দিনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক নরেন্দ্র সেই স্থানে যাইয়া রামসীতার মূর্ত্তি পুতুল খরিদ করিয়া

ভক্তিপূর্ব্বক আনিয়া গৃহে প্রবেশ মাত্রে ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫৪ ৫৫।৫৬।৫৭

अनयोरस्ति किं पुत्रः कन्या वा प्यस्ति चेद्वद ।
नरेन्द्रे नैवमुक्ता सा भगिनी भ्रातृवत्सला ॥ ५८
उवाचास्तिद्वयं पुत्रं कुशीलवेति संज्ञकम् ।
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु भगिनीं पुनरब्रवीत् ॥ ५९
वदेदृग् देवता नाम यस्य नास्ति सुतादयः ।
अथवा पुत्र गेहादिं स्त्यक्त्वा योगरतः सदा ॥ ६०
श्रुत्वैवं त्यागवार्त्तां सा भगिनी बालकास्यतः ।
क्षणं वाक्शून्यतामाप किमेतदित्य चिन्तयत् ॥ ६१
ततो धैर्य्ययुता प्राह भ्रातरं सस्मितं वचः ।
अस्ति योगीश्वरो योगी हिमाद्रि तनया पतिः ॥ ६२
सर्व्वस्वं सम्परित्यज्य श्मशानालय मध्यगः ।
अनन्य चेताः सततं करोति हरि चिन्तनं ॥ ६३
भगिन्यामेवमुक्तायां शिवांश सम्भवः सुतः ।
तत्क्षणात्तां शैवमूर्त्तिमानाय्य महतोमहान ॥ ६४

"Have Ram-Sita any children?" His sister replied, "Oh yes, they have two sons named Kushi and Laba." At this Narendra said, "Tell me the name of such a god as has no issue or has left his family and dedicated himself to holy pursuits." His sister wondered at this strange query of Narendra and patiently said, "There is

अन्त्यलीलायां ११श अ:

Lord Shiva. the husband of Goddess Durga. who lives in the crematary ground dedicating himself to divine thoughts." On hearing this Narendra at once got an image of Shiva purchased from the fair and placed it before him. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এই রাম সীতা ঠাকুরের পুত্রকন্যা আছে কি না আমাকে বল। নরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াছিলেন ইহঁাদের কুশী ও লব নামে দুইটি পুত্র আছে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ভগিনীকে পুনরায় বলিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

এইরূপ একটি দেবতার নাম কর যাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই নাই। অথবা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ববদা যোগযুক্ত থাকেন। ৬০

এইরূপভাবে সেই ভগিনী বালক নরেন্দ্রের মুখ হইতে তদ্রূপ ত্যাগের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়া ছিলেন ইহা কি ! অর্থাৎ বালক নরেন্দ্রের এইরূপ ভাব অত্যাশ্চর্যা। ৬১

তৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বালক ভ্রাতাকে ঈষৎ হস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। আছেন মহাযোগী শঙ্কর ইনি হিমালয়ের কন্যা দুর্গার স্বামী। ৬১

संस्थाप्य सम्मुखे स्वस्य तद्भाव भावितात्मना।
पद्मासने चोपविश्य निमील्य नयनद्वयं ॥ ६५
भुजाभ्यां क्रोड़माच्छाद्य योगीव ध्यानवान् मुदा।
पूजयित्वा यथाज्ञानं ननाम दण्डवद्भुवि ॥ ६६

अन्त्यलीलायां ११श अः

यदि कस्मिन्दिनेऽप्यस्य नरेन्द्रस्य शिवार्चने ।
विलम्बोजायते तावत्तज्ज्येष्ठा भगिनी द्रुतं ॥ ६७
तत्रागत्य तदीयं सा विधृत्य करपल्लवं ।
गृहाभ्यन्तर मानीय भ्रातरं समभोजयत् ॥ ६८
तथा श्रुत्वा नरेन्द्रोऽयं शङ्करं गञ्जिकारतम् ।
धान्यतृणं समानीय तद्धूमं पीतवान् स्वयं ॥ ६९
नीतिविद्विदुषः पुत्रो यतोऽयं पण्डितो भवेत् ।
इत्याशया चतुर्वर्षात् परमेव सुपण्डितः ॥ ७०
विद्यारम्भं कुमारस्य कारयामास तत् पिता ।
विशिष्ट सम्भ्रमवतो विशुद्धवंश सम्भवात् ॥ ७१

He sat before the image with his eyes closed and hands placed on his breast. He worshipped it and bowed down with great devotion. On the day Narendra would be busy with the image for a very long time, his eldest sister would take him into the room and feed him. Narendra came to know that Lord Shiva smoked ganja. So he would light straw and smoke it. With the hope that Narendra, being the son of a lawyer, would be a great scholar, his father initiated him in reading and writing at the age of five years.

65 to 71

বঙ্গানুবাদ :—

এই মহাযোগী শঙ্কর সর্ব্বস্ব অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র গৃহ বিত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া অনন্য মনে শ্রীহরি নারায়ণের নাম জপ করেন। ৬৩

ভগিনী এইরূপ বলিলে শিবাংশসম্ভূত নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শিব মূর্ত্তি আনাইয়া মহান্ হইতেও অতি মহান নরেন্দ্র। ৬৪

নিজের সম্মুখে সেই শিব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শিবভাবে ভাবিত মনে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দুইটি চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা ক্রোড়দেশ আচ্ছাদিত করতঃ যোগীর মত প্রফুল্লচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইত। যথাযোগ্য জ্ঞানানুসারে পূজা করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। ৬৫।৬৬

যদি কোন দিন নরেন্দ্রের শিবপূজার জন্য অধিক বিলম্ব হইত জ্যেষ্ঠ সহোদরা সসব্যস্তে সেই পূজা স্থানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দুইটি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে লইয়া যাইয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইত।

নরেন্দ্র শুনিয়াছিলেন শঙ্কর গাঁজা খান। তজ্জন্য নরেন্দ্রও ধান্য কাষ্ঠিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই ধূম পান করিতেন। ৫৯

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র নরেন্দ্র নিশ্চয় পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পূর্ণ চারিবৎসর পরই পিতা বিশ্বনাথবাবু সুপণ্ডিতের দ্বারা নরেন্দ্রের বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। ৭০,৭১

আশঙ্ক্যেতর সংসর্গং পুত্রং বিদ্যালয়ে পিতা।
পাঠার্থং নাদদাত্তং স্বে স্বগৃহ এব পণ্ডিতৈঃ॥ ৭২
সযত্নং শিক্ষয়ামাস বিদ্যালাভায় তস্য বৈ।
শ্রীনরেন্দ্রো বদতিস্ম শিক্ষকং প্রতি বালকঃ॥ ৭২

तिष्ठाम्यहं शयित्वात्रशय्यायामधुना भवान् ।
पाठ्यं यदस्ति मे तद्भो द्विवारं पठतु स्वयं ॥ ७४
तद्रूप श्रुतिमात्रेणाभ्यसनं मे भविष्यति ।
अनेनास्य श्रुतिधर लक्षणं सूचितं वभौ ॥ ७५
एवं कतिपयाब्देषु गतेषु गुणवत्तरः ।
मेट्रोपलिटनित्याख्ये पाठ गेहेऽतिनिर्म्मले ॥ ७६
विश्वविख्यात विदुषः श्रीविद्यासागरस्य हि ।
क्रियत्काल पठित्वात्र प्रवेशिका परीक्षणे ॥ ७७
श्रीनरेन्द्रः समुत्तीर्णा स्तथा तामाकु सेवने ।
अत्यन्तोऽप्यभवत्तस्मात् पाठागारावरोधनं ॥ ७८

To avoid company with boys of lower castes in the school, a good teacher was appointed for his education at home, Narendra would lie on his bed and ask the teacher to tell him the lesson twice so that he would commit it to memory. Thus he showed his power of extra-ordinary memory from his childhood. Gradually he passed the Entrance examination from the Metropolitan Institution founded by the great Pandit Iswar Chandra Vtdyasagar. In the meantime he also became a habitual smoker, and would smoke in his reading room carefully closed and bolted.

72 to 78

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

নরেন্দ্রের সম্ভ্রমশালী বিশুদ্ধ বংশে জন্মবশতঃ পিতা সাধারণ পাঠশালায় ইতর বালকের সঙ্গ হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্রকে পাঠশালায় শিক্ষার জন্য দেন নাই। নরেন্দ্রের শিক্ষার্থে নিজ গৃহেই পণ্ডিতের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাদান করাইয়াছিলেন। ৭২

বালক নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিতেন আমি এখন এইখানে বিছানায় শুইয়া থাকি আজ আমার পড়িবার বিষয় যাহা আছে তাহা আপনি নিজে দুইবার বলুন তাহা শুনিলেই আমার অভ্যাস বা মুখস্ত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা নরেন্দ্রের শ্রুতিধরের লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। ৭৩।৭৪।৭৫

এইরূপভাবে কয়েক বৎসর গত হইলে মহাগুণশালী নরেন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭৬।৭৭

এবং তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই নরেন্দ্র যখন তখন নিজের পড়িবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তামাক খাইতেন। ৭৮

प्रायः कृत्वा यदा तदा करोत्तामाकु सेवनं।
विद्यायास्य पिता प्राह मन्ये मम सुतोऽधुना ॥ ৭৯
देवदेवी पूजनार्थं धूपादि दानकर्म्मणि।
लिप्तोऽभूत्तेन सद्गन्धोऽप्यस्माकं घ्राणगह्वरे ॥ ৮০
मृदुमन्दं प्रवहति गृहद्वारा वृतोऽपि च।
तस्य विद्योन्नतिं दृष्ट्वा न किञ्चिदवदत् पिता ॥ ৮১

यानिकानि च शास्त्राणि बहुनि कठिनान्यपि ।
एकाग्रता बलेनैव सुस्वल्प समयान्तरे ॥ ८२
शङ्करांशसम्भवत्वादभ्यस्तानि महात्मना ।
वयोवृद्ध्या समं तस्य धर्म्मभावस्य वृद्धितः ॥ ८३
गडगडितिसूचकण्ठं मधुरं प्रीतिदायकं ।
संस्मृत्य श्रीभगवन्तं प्रेम्ना वदति सन्ततं ॥ ८४
भगवत्तत्वव्याख्यानं ब्राह्मसमाज सद्मनि ।
क्वतं पण्डितवर्य्यै र्यत्तच्छ्रोतुमाग्रहान्वितः ॥ ८५

His father would jokingly say, "He must be offering holy smoke to his gods as we understand by the smell which comes to us even though the room is carefully closed from inside." Seeing his proficiency in education his father did not chastise him for his bad habit. He could learn very difficult subjects in a very short time. He became more and more religious-minded with his age. He would utter holy names with great devotion. He was always very eager to listen to the holy discourses of great scholars in the institute of Bramha Samaj. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ জানিয়া পিতা রহস্য করিয়া বলিতেন। সম্প্রতি নরেন্দ্র দেবদেবী পূজার জন্য ধূপধূনা দিতেছেন তজ্জন্য গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ

হইলেও মৃদুমন্দভাবে আমাদের নাসারন্ধ্রে সদ্‌গন্ধ প্রবিষ্ট হইতেছে। নরেন্দ্রের বিদ্যোন্নতি দেখিয়া বিশ্বনাথবাবু কিছু বলিতেন না। ৭৯।৮০।৮১

শঙ্করাংশ সম্ভববশতঃ যে কোন কঠিন গ্রন্থ হইলেও একাগ্রতা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র সমস্ত অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৮২।৮৩

মধুর ও প্রীতিদায়ক ভগবানের নাম গড্ গড্ এইটি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম প্রায়ই বলিতেন। ৮৪

পণ্ডিতসকল ব্রাহ্মসমাজে ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিতেন শ্রীমান নরেন্দ্র সেই সকল পণ্ডিতের ভাষণ শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতেন। ৮৫

শ্রীনরেন্দ্র স্তত্রগত্বা শ্রুতবানন্তরান্তরা।
এতস্মাৎ কারণাদস্য ব্রহ্মভাবোদয়ো বভৌ ॥ ৮৬
দ্বিতীয় শ্রেণি শিক্ষায়াং যোগদানং যদাভবৎ।
তদাস্য পরমাত্মীয়ো রামদত্তেতি সংজ্ঞকঃ ॥ ৮৭
ঠাকুরস্য সমীপন্তং নীত্বা গচ্ছন্ মহামতিঃ।
ঠাকুরোঽপি নরেন্দ্রং তং স্বাত্মীয়ং সার্ব্বকালিকং ॥ ৮৮
লীলাসহচরং দৃষ্ট্বা হৃতবানতিসম্ভ্রমং।
স্নিগ্ধবাক্যৈ নোবাচেদং গীতং কিং বিদিতং ত্বয়া ॥ ৮৯
ঠাকুরৈনৈবমুক্তঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তং।
গানমেকং বিজানামি ভবন্তং শ্রাবয়ামি তং ॥ ৯০
নিশম্যাধ্যাত্মিকং গানমতি প্রীতোঽভবৎ প্রভুঃ।
স্বাসনে স্বসুতমিব কারয়িত্বোপবেশনং ॥ ৯১
পস্পর্শ হৃদয়ং তস্য যোগযুক্তেন পাণিনা।
তদা তস্য নরেন্দ্রস্য প্রভোস্তদ্ যোগবৈভবাৎ ॥ ৯২

He was so influenced by the preachings of Bhamha Samaj that he lost his faith in idolatry. When he was a student of class II. he was taken to Thakur by one of his relatives, named Ram Dutta. Thakur realised the in-born greatness of the child and took him as one of his favorites. He lovingly asked Narendra if he could sing. Narendra answered affirmatively and sang a song. Thakur became much impressed and placed him on his seat and touched his brest to bestow divine power on him. 86 to 92.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসমাজে যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। এই জন্যই এই সময় হইতে নরেন্দ্রের ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল। ৮৬

এবং নরেন্দ্রের দ্বিতীয় শ্রেণী শিক্ষায় যে সময়ে যোগদান হইয়াছিল। সেই সময়ে নরেনের একজন আত্মীয় রাম দত্ত নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭৮

ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া এইটি আমার নিজের পুরাতন আত্মীয় এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলার প্রধান সহচর মনে করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত সমাদর করিয়াছিলেন। ৮৮

এবং অতি মনোরম বাক্যে বলিয়াছিলেন তুমি কি গান জান? ঠাকুর এইরূপ বলিলে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আমি একটি গান জানি তাহা আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি। ৮৯।৯০

এইরূপ বলিয়া নরেন্দ্র একটি গান গাহিয়াছিলেন। প্রভু নরেন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক গান শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত নিজাসনে বসাইয়া যোগযুক্ত করকমল দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯১।৯২

शुद्धचैतन्य सम्पर्क्कान्मनसो गतिरन्यथा।
जाता यया जगत्सर्व्वं दृश्यं स्थावर जङ्गमं॥ ९३
विलीनत्वं गतं स्वस्य देहस्यापि तथाभवत्।
गृहस्याच्छादनं नास्ति सर्व्वं शून्यमिदं जगत्॥ ९४
श्रीगुरोः कृपया लब्धा शुद्धां भागवतीं तनुं।
ब्रह्मलोक स्योर्द्ध लोकं द्रुतं गत्वा सनातनम्॥ ९५
अमृतं शाश्वतं दिव्यमनन्तं शिवदं शुभं।
मोक्षप्रदं हिरन्मयं ब्रह्मानन्द सुखात्मकं॥ ९६
एवमादिगुणोपेतं तद्विष्णोः परमं पदं।
यद्‌गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धामपरमं हरेः॥ ९७
नहि वर्णयितुं शक्यं कालैः कल्पशतैरपि।
अपि द्रष्टुं न शक्यन्ते ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः॥ ९८
ज्ञानेन शास्त्रमार्गेन दृश्यते योगि पुङ्गवैः।
तत् स्थानमुपभोक्तव्यमक्षरब्रह्म सेविना॥ ९९

By the divine influence of Thakur, Narendra turned over a new leaf. The visible world melted away. He felt himself bodyless. There was no ground, no floor, no room. He was in an empty void. Thus he attained divine reality which is rarely attained by life-long penance. 93 to 99.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সময়ে ঠাকুরের যোগপ্রভাবে নরেন্দ্রের শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছিল। যাহাতে পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং নিজের দেহেরও অস্তিত্ব ছিলনা। যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানের আবরণ বা গৃহাদি কিছুই ছিলনা অধিক বলা বাহুল্য সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়াছিল। ৯৩।৯৪

শ্রীগুরুঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধ ভগবদ্দেহ লাভ করিয়া সেই সময়ে ব্রহ্মলেকের ও ঊর্দ্ধলোকে দ্রুতগতিতে যাইয়া সনাতন অমৃত শাশ্বত নিত্য অনন্ত মোক্ষপদ পরমপদ হিরণ্ময় ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যে স্থানে যাইলে পুনরায় এই নশ্বর জগতে আসিতে হয় না। ৯৫। ৬।৯৭

ভগবানের সেই পরম ধামের বর্ণনে কোটিকল্পকালেও কেহ সমর্থ হয় না। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতা সকলও যে ধামটি দেখিতে সমর্থ হয় না। ৯৮

যে স্থানকে শাস্ত্র পথাবলম্বনে জ্ঞানের দ্বারা যোগীশ্বরগণই দেখিতে সমর্থ হন। এবং সেই স্থানটি অক্ষর ব্রহ্মসেবকগণেরই সম্ভোগের যোগ্য। ৯৯

भगवद्भक्तियोगेन सर्व्वभोगविवर्जिताः।
प्रपश्यन्ति महाभागा भगवत्पाद सेवकाः॥ १००
तद्विष्णोः परमं धाम कृपया दृष्टवान् गुरोः।
यं न विदन्त्य धर्म्मिष्ठाः शठाभूतद्रुहः खलाः॥ १०१
योगारूढ़ा योगिनोऽपि प्रतिष्ठालोलुपा जनाः।
यत्र धाम्न्यमृतस्यास्तिचेममप्यभयं नयं॥ १०२

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

চিদানন্দময়ী লীলা বিদ্যতে তত্র সর্ব্বদা।
অপূর্ব্বরূপলাবণ্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ১০৩
যদাহং দৃষ্টবাংস্তত্র প্রসন্নমুখপঙ্কজং।
গুরুং তৎসন্নিধাবস্তি মম পূর্ব্বকলেবরং ॥ ১০৪
তদাহং ভীতিবিভ্রান্তো গুরোঃপাদৌ প্রগৃহ্য বৈ।
সংক্রন্দন্নশ্রুভির্ব্বাগ্মী বদন্নিত্থং বচো গুরুং ॥ ১০৫
অধুনা কুত্র তিষ্ঠামি ন জানামি কথঞ্চন।
কৃপয়া পূর্ব্বরূপং মে দর্শয় ত্বং জগদ্গুরো ॥ ১০৬

It is only by the grace of one's preceptor that such divine experience is possible. The limitless ocean of eternal beauty and joy cannot be seen by the impious, cunning, cruel or crooked-minded, or even by yogis who desire fame or honour. The strangeness of this divine experience overwhelmed Narendra. He cried out to get back his earthly sense. 100 to 106.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

অথবা ভগবানের ভক্তিযোগ দ্বারা প্রাকৃতিক সর্ব্ব ভোগ পরিত্যাগী মহাভাগ্যবান ভগবানের পাদপদ্মের সেবকগণ গুরুকৃপায় সেই বিষ্ণুর পরম ধাম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। ১০০

এবং যে বিষ্ণুর পরম পদকে অধার্ম্মিক ধূর্ত্ত জীব হিংসাকারী এবং ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় নাই। ১০১

এমন কি প্রতিষ্ঠালোভি যোগারূঢ় যোগিগণও দেখিতে পান নাই। যে স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি বিদ্যমান আছে এবং চিদানন্দময়ীলীলা যে স্থানে সর্ব্বদা আছে সেই স্থানে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য আনন্দনঘনবিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ১০৩

এবং প্রসন্ন মুখারবিন্দ গুরুকেও দেখিয়াছিলাম। এবং সেই গুরুর নিকটে আমার পূর্ব্বের দেহও আছে। এই সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গুরুর দুইটি পাদপদ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রু প্লাবিত হইয়া গুরুদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলাম। ১০৪।১০৫

এক্ষণে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে দেব দেব আপনি দয়া করিয়া আমার পূর্ব্বদেহ আমাকে দিন। ১০৬

নিঃস্বার্থং স্নেহপূর্ণাস্তি মাতা মে পুত্রবৎসলা।
যৎ সর্ব্বস্বমহং স মে পিতাস্তি জন্মদো গুরুঃ। ৭০৭

এবং কাতর্য্যং বচনং নিশম্য ভগবাং স্তদা।
কৃপয়োবাচ ভো পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভারতীং॥ ৭০৮

উক্ত্বা পুনর্মহৃদয়ং স্পৃষ্টমাত্রং তদৈব মে।
সঞ্জাতা চেতনা তাদৃক্ প্রাগ্ যাদৃগস্তি চেতনা॥ ৭০৯

তৎপ্রসাদীয় ভোজ্যানি ভূক্ত্বা পীত্বা জলং ততঃ।
পুনঃ শ্রীরামদত্তেন সানন্দং গৃহমাগতঃ॥ ৭১০

সাক্ষাদ্ভগবতস্তস্য মমেদমাদ্য দর্শনং।
পূর্ব্ব পুণ্য পুঞ্জ বলাদ ভব দ্রোমহর্ষনং॥ ১১১

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

সত্যনিষ্ঠা নরেন্দ্রস্যবর্ত্তেত্তি সকলোপরি।
যদি ভূত ভয়ং কোঽপি শিশুং প্রতি প্রদর্শয়েত্ ॥ ১১২
শ্রুত্বোবাচ নরেন্দ্রস্তং কথং সুবিতথং বচঃ।
পুনঃ পুনর্ব্বোধিত্বং নৈয়ং বদতি মানুষঃ ॥ ১১৩

Thakur again touched his breast and Narendra got back his earthly existence. He took some holy offerings and joyfully returned home with Ramadutta. This was the first meeting of Narendra with Thakur. Narendra loved truth and truthfulness. If anyone would try to make a child afraid of ghosts, he would at once forbid to speak of such false things. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :—

নিঃস্বার্থস্নেহপূর্ণা পুত্রবৎসলা আমার মাতা আছেন। এবং আমিই যাহার সর্ব্বস্ব সেই আমার জন্মদাতা মহাগুরু পিতা আছেন। ১০৭

তখন ভগবান ঠাকুর নরেন্দ্রের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া হে পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ অর্থাৎ থাক থাক এইকথা কৃপা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ১০৮

এইরূপে পুনর্ব্বার আমার হৃদয় স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমার এই রূপ জ্ঞান হইয়াছিল পূর্ব্বে আমার দেহ দৈহিক সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান ছিল। ১০৯

তৎপরে ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদীয় দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক জল খাইয়া পুনর্ব্বার রামদত্তের সহিত উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে আসিয়াছিলাম। ১১০

আমার জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ভগবানের রোমহর্ষণরূপ এই প্রথম দর্শন হইয়াছিল। ১১১

ক্রমশঃই নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যদি কেহ শিশু সন্তানকে ভূতের ভয় দেখাইত নরেন্দ্র শুনিয়া বলিতেন কেন তুমি অত্যন্ত মিথ্যাকথা পুনঃপুনর্ব্বার বলিতেছ। মানুষে এরূপ কথা কখনও বলে নাই। ১১২।১১৩

ঠাকুরোঽপ্যবদ দেবং শিষ্যবর্গ সমীপতঃ।
নরেন্দ্রঃ সত্য সঙ্কল্পঃ সত্যস্বরূপমীশ্বরং॥ ৭৭৪

করিষ্যত্যেব প্রত্যক্ষং পশ্যামি দিব্য চক্ষুষা।
এবময়াচিত কৃপা ভগবত্যেব সম্ভবেৎ॥ ৭৭৫

প্রবেশিকা পরীক্ষায়াং সমুত্তীর্ণো যদা বভৌ।
তদা ময়াক্রান্ত দেহো বিদ্যাগারে যথাক্ষণে॥ ১১৬

প্রবেষ্টুং ন সমর্থোঽভূ ন্নরেন্দ্রঃ সূক্ষবুদ্ধিমান্।
ন বৃথা ক্ষপয়িষ্যামি কালং মত্বেতি গায়কং॥ ৭ ,৭

বেণী ওস্তাদ নামক মাহূয় তস্য সন্নিধৌ।
অশিক্ষত গীতবিদ্যাং স্বর ব্রহ্মবিভূষিতাং॥ ৭৭৮

মূর্চ্ছনাদ্যালাপবতীং গান্ধারাদিস্বরাত্মিকাং।
অনপেক্ষ্যান্যবিষয়ং প্রাপ্যসদ্‌গানমুত্তমং॥ ৭৭৯

লোকাতীতৈকাগ্রশক্ত্যা ষন্মাসাভ্যন্তরে সুধী।
গায়কানাং সভামধ্যে প্রসিদ্ধ গায়কোঽভবত্॥ ১২০

Thakur also said that Narendra always followed the path of truth, nay he was Truth itself, and he

would surely realise God. After passing Entrance examinatiion Narendra could not attend College for higher studies due to illness. Without idly wasting his time he began to learn music under the tutorship of Beni Ustad. Within six months he established himself as one of the famous singers of the times. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নিজে কোন সময়ে শিষ্যবর্গের নিকটে এইরূপ বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সত্যসঙ্কল্প আমি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে ১১৪

নরেন্দ্র সত্যস্বরূপ ভগবানকে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিবে বা সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। এইরূপ অযাচিত গুরুকৃপা ভগবানেই সম্ভব হয়। ১১৫

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর কিছুদিন পীড়িত হইয়া যথা সময়ে কলেজে যাইতে পারেন নাই অত্যুচ্চ বুদ্ধিমান নরেন্দ্র বৃথা সময় নষ্ট করিব এইরূপ ভাবিয়া বেনী ওস্তাদ নামক শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘরে আনাইয়া তাঁহার নিকটে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত। ১১৬।১১৭।১১৮

মূর্চ্ছনালাপসংযুক্ত রাগরাগিনীর সহিত গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। এবং গান্ধারাদি রাগস্বরূপা গীতি অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া একাগ্রচিত্তে গান অভ্যাস করিতেন। অলৌকিক একাগ্রতা বশতঃ নরেন্দ্র ছয়মাসের মধ্যে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উত্তম গায়ক হইয়াছিলেন। ১১৯।১২০

दृष्ट्वैवन्तद् गीत गुरुरुवाच सादरं वचः ।
सन्ति भो गीत रत्नानि गुप्तानि यानि मद्धृदि ॥ १२१

सर्व्वानि तानि मत्तस्त्वं निःशेषेण गृहीतवान् ।
अत्रेदं सुरिभिर्भाव्यं स्वरग्रामं सुदुर्गमं ॥ १२२

ब्रह्मज्ञानां भवेदेव तदायत्वं सुसाधनैः ।
गीत शास्त्रान्तरेचोक्तं नाद स्वरूप लक्षणं ॥ १२३

सच्चिदानन्द विभवात् सकलात् परमेश्वरात् ·
आसीत् शक्ति स्ततो नाद स्तस्माद्विन्दु समुद्भवः ॥ १२४

नादोविन्दुश्च वोजश्च स एव त्रिविधो मतः ।
न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः ॥ १२५

न नादेन विना रागस्तस्मान्नादात्मकं जगत् ।
प्रायः शररसघटीकोलं भजन गीतिभिः ॥ १२६

श्रीहृद्वन्द श्रीनरेन्द्रः कुरु ते मोहितं तदा ।
ठाकुरेणाप्येवमुक्तं न श्रुतं गानमीदृशं ॥ १२७

His tutor became astonished to see the most extra-ordinary talent of Narendra and said with high appreciation, "Oh Narendra, you have learnt whatever I had to teach you. It is held by great masters that proficiency in the art of singing depends on the knowledge of Bramha, the ultimate reality. In the code of musical art sound has been identified with Bramha. Power comes

from God, sound from power and Vindu from sound. Without sound, no tone or tune is possible. All this visible world is born of sound." Narendra could hold his audience spell-bound for long five to six hours. Thakur also said that he had not heard more finer song than that of Naren.

121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

শিক্ষক মহাশয় নরেন্দ্রের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন। হে নরেন্দ্র গীতিবিষয়ক মহারত্নস্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল আছে তুমি সেই সকল গুপ্তরত্ন আমার নিকট হইতে সকলগুলিই লইয়াছ। ১২১

অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই চিন্তনীয় বিষয় যে সুকঠিন স্বরগ্রামের আয়ত্ত কঠোর সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। গীত-শাস্ত্রে নাদস্বরূপের এইরূপভাবেই বলা হইয়াছে। ১২২।১২৩

পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে শক্তি হইয়াছে শক্তি হইতে নাদ হইয়াছে, নাদ হইতে বিন্দু হইয়াছে। নাদবিন্দুও বীজরূপে সেইটি তিন প্রকার প্রকাশিত হইলেও নাদ ভিন্ন রাগ স্বর গান কিছুই হয় না। অতএব সমস্ত জগৎই নাদস্বপ। ১২৪।১২৫

শ্রীমান্ নরেন্দ্র প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা কাল ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঠাকুরও বলিতেন নরেন্দ্রের মত গান আমি কখনও শুনি নাই। ১২৬।১২৭

श्रुत्वा गीतं नरेन्द्रस्य ममाभ्यन्तर देवता ।
कुलकुण्डलिनी या सी कुण्डलीरूपधारिणी ॥ १२८
सक्रोधं जाग्रती भाति शान्तिरूपा सनातनी ।
साशक्ति में सहस्रारे शिवेन मिलिता यदा ॥ १२९
सद्यः समाधिः सम्भूतः सर्व्वं ब्रह्मणि लीयते ।
उवाचेदं साग्रहेन साङ्गोपाङ्गादिभि र्वृतः ॥ १३०
भविष्यति ह्येषाचार्य्यः श्रीनरेन्द्रो भविष्यति ।
मन्ये ऽप्येवं नरेन्द्रस्य शास्त्रे दर्शन संज्ञके ॥ १३१
सुमहाननुरागोऽयमभवद् ज्ञानदायके ।
रेभारेण्ड हेष्टिमिति नामकः साहेवः सुधीः ॥ १३२
पाश्चात्य दर्शन ज्ञानी मानी विद्वत् सभासु च ।
विज्ञायैवं श्रीनरेन्द्रः पाण्डित्यं तस्य धीमतः ॥ १३३
जेनारेलेसिम्ब्ली नाम विद्यागारं प्रविश्य सः ।
अध्ययन प्रभावेन परीक्षान्यद्दयेऽपि च ॥ १३४

Thakur also said that Naren's song transported him to higher spiritual world and took away his consciousness of physical reality. He also predicted that Narendra would be a great religious preacher in future. It was also observed that Narendra had developed a special proneness towards Philosophy. Narendra came to know that Reverend Hastings had been honoured for his erudi-

tion in Western philosophy. He got his B. A. degree from the College of the General Assembly. 128 to 134

নরেন্দ্রের গান শুনিয়া আমার কুলকুণ্ডলিনী নামে ভিতরের দেবতা কুণ্ডলিনী রূপধারাণ পূর্ব্বক সনাতনীশক্তি সক্রোধে জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে সময়ে সেই শক্তি আমার সহস্রকমলে শিবের সহিত মিলিত হয়। ১২৮।১২৯

তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগত ব্রহ্মে বিলীন হয়। এবং আমার সমাধি হয়। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন বহুলোকের নিকটে শ্রীমান নরেন্দ্র উত্তর কালে ১টি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য হইবেন। ১৩খ

আমার মনে হয় সমস্ত জ্ঞানের আধার দর্শন শাস্ত্রে নরেন্দ্রের বিশেষভাবে অনুরাগ হইরাছে। রেভারেণ্ড হেষ্টিং নামে সাহেব পণ্ডিত পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকারী পণ্ডিতগণের সভায় সম্মান প্রাপ্ত নরেন্দ্র সেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এইপভাবে জানিয়া জেনারেল এসেম্ব্রী নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অতি বুদ্ধিমান শ্রীমান্ নরেন্দ্র অধ্যয়ন প্রভাবে বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৩১।১৩৪

कृतकार्य्यो बभूवासौ श्रीनरेन्द्रोऽति बुद्धिमान् ।
प्रतिभायां परन्त्वस्य सुप्रीताऽध्यापको भृशं ॥ १३५

स्वकक्षे तं समानीय ज्ञानं भूरि अमार्जितं ।
ददौ तस्मै स्वकीयं यदनुभूतं सुनिर्मलं ॥ १३६

धूमपान व्यवस्थापि श्रीनरेन्द्रस्य धीमतः ।
चकाराध्यापकस्तस्य प्रियस्य प्रीति हेतवे ॥ १३७

दोषोऽपि गुणवद्भाति यो हि यस्य प्रियोजन: ।
एमार्सन्निति विख्यात: श्वेताङ्ग: सुमहान् कवि: ॥ १४८

आसोन्महाभावुकस्य प्रेमवान् भगवत्यति ।
प्रसङ्गेन भगवतो भावाविष्टो वभूव ह ॥ १३९

आङ्गल भाषायामस्य भावावेशस्य भावुकै: ।
ट्रान्स नाम प्रदत्तन्तैर्भावाभिज्ञै: सुपण्डितै: ॥ १४०

उवाचाध्यापना काले हेष्टिं साहेव पण्डित: ।
अन्तर राज्य व्यापार: ट्रान्सोनेन्द्रिय गोचर: ॥ १४१

Rev. Hastings was greatly pleased with the extra-ordinary intelligence of Narendra. He would take Narendra to his own residence to impart all the knowledge he had acquired. He also made suitable arrangements for Naren's smoking, in the College premises. Emerson was a great European poet, a thinker and a saint. In his divine mood he sometimes transcended all sense of space and time. This state of mind was described by Professor Hastings as "Trance" which meant some spiritual stage not to be attained by senses. 135 to 141

বঙ্গানুবাদ :—

এই নরেন্দ্রের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে অধ্যাপক হেষ্টিং সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু সাহেব নিজ গৃহে লইয়া অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নরেন্দ্রকে অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের প্রীতির জন্য ধূমপানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।
১৩৫।১৩৬।১৩৭

এমার্সন্ নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি মহাভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮.১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স একটি অন্তররাজ্যের ব্যাপার ইহা ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ১৪১

अतस्तं भाषया वक्तुं समर्थः कोऽपि न भवेत्।
योगीश्वरो रामकृष्णः परमहंस ईश्वरः॥ १४२
जगदुद्धरणार्थाय विद्यते दक्षिणेश्वरे।
ऐश्वरीय प्रसङ्गेन भावभावित चेतसः १४३
तस्य महात्मनो दिव्य भावाविष्टा भवन्ति वै।
युयं यदि तत्र द्रष्टुं रामकृष्णं गमिष्यथ॥ १४४
तर्हि ट्रान्स भावराज्य विषयं बोद्धुमर्हथ।
एवमुक्त्वा छात्रवर्गान् दक्षिणेश्वर मन्दिरे॥ १४५
सयत्नं प्रेरयामास नरेन्द्र प्रमुखां स्तथा।
यत्र विराजितः साक्षाद्रामकृष्णः स्वयं हरिः॥ १४६

न केवलं दर्शनशास्त्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी।
विशेषत स्तर्कविशेषशास्त्रे सुदक्षको न्याय पथावलम्बी॥ १४৩
तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनये नास्तीति वास्तीति विजल्पिते सति।
स्वस्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निश्चितं॥ ৬৪৮

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অতএব ইহাকে ভাষাদ্বারা কেহ বলিতে পারেন না। আরও বলিয়াছিলেন যোগীশ্বর রামকৃষ্ণ পরমহংস ভগবান পৃথিবীর লোক সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আবিভূ'ত হইয়াছেন। ঐশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভাব ভাবিত চিত্ত সেই মহাপুরুষের দিব্য ভাবাবেশ সকল হইয়া থাকে। যদি তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার জন্য সেই দক্ষিণেশ্বরে যাও তাহা হইলে ট্রান্স অর্থাৎ ভাব রাজ্যের বিষয় কিছু বুঝিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া হেষ্টিং সাহেব নরেন্দ্র প্রভৃতি

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

যে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নরেন্দ্রকে অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের প্রীতির জন্য ধূম-পানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।
১৩১।১৩৬।১৩৭

এমার্সন্ নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি মহা-ভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮,১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স একটি অন্তররাজ্যের ব্যাপার ইহা ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ১৪১

অতস্তং ভাষয়া বক্তুং সমর্থঃ কোঽপি ন ভবেৎ।
যোগীশ্বরো রামকৃষ্ণঃ পরমহংস ঈশ্বরঃ॥ ১৪২
জগদুদ্ধরণার্থায় বিদ্যতে দক্ষিণেশ্বরে।
ঐশ্বরীয় প্রসঙ্গেন ভাবভাবিত চেতসঃ ১৪৩
তস্য মহাত্মনো দিব্য ভাবাবেশা ভবন্তি বৈ।
যুয়ং যদি তত্র দ্রষ্টুং রামকৃষ্ণং গমিষ্যথ॥ ১৪৪
তর্হি ট্রান্স ভাবরাজ্য বিষয়ং বোদ্ধুমর্হথ।
এবমুক্ত্বা ছাত্রবর্গান্ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে॥ ১৪৫
সযত্নং প্রেরয়ামাস নরেন্দ্র প্রমুখাং স্তথা।
যত্র বিরাজিতঃ সাক্ষাদ্রামকৃষ্ণঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ১৪৬

न केवल' दर्श नशास्त्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी।
विशेषत स्तर्कविशेषशास्त्रे सुदक्षक्ती न्याय पथावलम्बो॥ ७४७
तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनयै नास्तीति नास्तीति विजल्पिते सति।
स्वस्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निश्चित'॥ ৬৪৮

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব ইহাকে ভাষাদ্বারা কেহ বলিতে পারেন না। আরও বলিয়াছিলেন যোগীশ্বর রামকৃষ্ণ পরমহংস ভগবান পৃথিবীর লোক সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঐশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভাব ভাবিত চিত্ত সেই মহাপুরুষের দিব্য ভাবাবেশ সকল হইয়া থাকে। যদি তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার জন্য সেই দক্ষিণেশ্বরে যাও তাহা হইলে ট্রান্স অর্থাৎ ভাব রাজ্যের বিষয় কিছু বুঝিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া হেষ্টিং সাহেব নরেন্দ্র প্রভৃতি

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

কয়েকটি ছাত্রকে সেই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। যেখানে স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন। ১৪২।১৪৩-১৪৬

নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নয় প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে সুদক্ষতাবশতঃ তিনি ন্যায় পথাবলম্বী ছিলেন।

এবং নাস্তিক নীতিতেও তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। তিনি যখন বলিতেন কিছুই নাই কিছুই নাই তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতেন। ১৪৭।১৪৮

वय' नरेन्द्र प्रतिभामलौकिक्कीं
विलोक्य नित्यं सुभृष' विमोहिताः।
शास्त्रीय सिद्धान्त वलेन नास्तिका
नास्तिक्य भावैः समयोजयत् सुधीः ॥ ৭৪৫

विज्ञानमेव महतां परमार्थं वस्तु
विज्ञायतैनिजजनैर्महतो महीयान्।
संवेष्टितः परमशान्तिसुख' प्रदातु'
गीतात्मकेन तपसा समयोजयत्तान् ॥ ॥ ৭৫০

एवं नरेन्द्रस्य सतीर्थ एक उवाच विद्यालय निर्गतस्य।
अस्माकमानन्दविधौ प्रहानिर्जाता सुविद्याधिगमे सदैव ॥ ৭৫৭

किन्त्वत्र गानादद्दधूम पाना
नानाकथायां मनसः प्रवेशात्।
दैनन्दिनं ज्ञानसमुन्नतिर्या
भ्रातुर्नरेन्द्रस्य भवत्यहो सा ॥ ৭৫২

अन्त्यलीलायां ११श अः

ठाकुरोऽप्यवददेवं चुम्बक एव केवलं
नाकर्षति लौहदण्डमिति विज्ञानभाषितं ॥ १५३

The genius of Narendra was unquestionable. With the help of the authoritative decisions of the sastras he could convert a non-believer into a believer. The wisdom of the great thinkers beckoned to the ultimate reality. He explained ihis and brought it home to his fellow brothers through songs. One of them said, "Songs are good but also an hindrance to our studies." It was however a wonder that they advanced in their studies even though they were frequently interr-upted by the singing and smoking of Narendra. Thakur also said that it was proved by Science that iron and magnet attract each other.

149 to 153

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা প্রায় দৈনন্দিন নরেন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইতাম। পণ্ডিত নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শক্তিতে নাস্তিক সকলকে আস্তিক ভাবে লিপ্ত করিতেন। ১৪৯

অতিবড় মহান্ নরেন্দ্র মহৎ ব্যক্তিসকলের পরানন্দই সার বস্তু এইটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গুরুভ্রাতা সকলের সহিত মিলিত

হইয়া নির্ম্মল শান্তি সুখ দিবার জন্য গানরূপ তপস্যা দ্বারা আমাদের সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন। ১৫০

এইরূপ ভাবে বিদ্যালয় হইতে বহির্গত নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী একটি ছাত্র বলিয়াছিলেন গান শোনার জন্য আনন্দ হইলেও পড়াশুনার বিঘ্ন হয় কিন্তু নরেন্দ্রের গান ধূমপানাদি নানা কথায় মন প্রবিষ্ট হইলেও দৈনন্দিন শাস্ত্র জ্ঞানের সমুন্নতি আমাদের বিশেষভাবে হয় ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৫১।৫২

ঠাকুরও এইরূপ বলিতেন কেবলমাত্র যে চুম্বকই লৌহ খণ্ডকে আকর্ষণ করে তাহা নয় লৌহও চুম্বককে আকর্ষণ করে ইহা পণ্ডিতের কথা। ১৫৩

लौहऽपि चुम्वकाकर्षी भवतीति सुनिश्चतं ।
उभयोरेकधर्म्मत्वान्मिलनं भवति ध्रुवं ॥ १५४
प्राथम्यदर्शनादेव नरेन्द्रः सुमहामतिः ।
प्रेम्ना कृष्टः प्रभोरासीच्चुम्वकेन यथाप्ययः ॥ १५५

सञ्जीवन वेदभाष्य कर्त्तारं श्रान्तमानसौ ।
तथा तस्य नरेन्द्रस्य भक्त्याकृष्टः स ठाकुरः ॥ १५६

वभूव मिलितोऽत्यर्थं लौहेन चुम्वकं यथा ।
परन्तु श्रीनरेन्द्राय दत्वा शक्तिमलौकिकीं ॥ १५७

अतस्तद्‌गृहसान्निध्य भक्तावास स्थितौ यदा ।
श्रीनरेन्द्रं समाहूय तत्त्वज्ञानं ददौ प्रभुः ॥ १५७

एवं भगवतः शुद्ध कृपया शुद्ध चेतसः ।
सञ्जाता भगवद्भक्ति ष्ठाकुरे सुविशेषतः ॥ १५८

অন্ত্যলীলায়াং ৭৭শ অঃ

পুনঃ পুনঃ স্পর্শন দর্শনাভ্যাং
তথোপদেশাত্ পরমার্থ বস্তুনঃ।
দিনে দিনে তং প্রতি তস্য শ্রদ্ধা
বিশুদ্ধ ভাবেন সুবর্দ্ধিতা ভূত্ ॥ ১৬০

Both Thakur and Narendra attracted each other. The divine power of Thakur attracted Narendra, and Thakur was also attracted by the devoticn of Narendra and also by his instinctive knowledge of the mission of his life. He also bestowed divine power on Narendra. Whenever Thakur would visit a place near to the residence of Narendra, he would call for Narendra and impart divine wisdom. Thus day by day the devotion of Narendra towards Thakur increased more and more. 154 to 160

বঙ্গানুবাদ ঃ—

উভয়ের সমানাধিকরণ্য না থাকিলে পরস্পরের মিলন হয় না। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতেই প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ নরেন্দ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরও ভাবিয়াছিলেন আমার লীলা বেদের ভাষ্য কর্ত্তা একমাত্র নরেন্দ্রকেই জানাইয়াছিলেন। অর্থাৎ লৌহস্বরূপ নরেন্দ্রের দ্বারা ঠাকুর বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। পরন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন। ১৫৩।১৫৭

এইরূপে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রের গৃহের নিকটে কোনও ভক্তের গৃহে

যাইতেন তখন সেইস্থানে নরেন্দ্রকে আনাইয়া তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ করিতেন। ১৫৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি জন্মিয়াছিল। ১৫৯

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ জন্য এবং পরমার্থ বস্তুর উপদেশ পাইয়া দিন দিন ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের বিশুদ্ধভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬০

অচিন্ত্যয ত্বাস্য বিভৌ নরেন্দ্র
উন্মত্তবদ্বিগ্রহ ধারিণোঽপি।
ঐশ্বর্য্য যোগান্মনুজঃ সুরোঽভূ
ন্মত্বৈব মাগাৎ খলু লৌকিতং তং ॥ ১৬১
শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিতিরস্তি যত্র
দেবালয়ে ভক্তবরো নরেন্দ্রঃ।
স ঠাকুরং ভক্তবরঃ কদাপি
পপ্রচ্ছ কিং ন্বীশ্বর দর্শনং স্যাৎ ॥ ১৬২
এবং বিজিজ্ঞাসিত দেব দেবঃ
সারল্য বাক্যৈঃ সমুবাচ শিষ্যং।
প্রত্যক্ষতামেতি হি নূনমীশ্বর
স্তস্যৈব যস্যাস্তি বিশেষ সাধনা ॥ ১৬৩
পশ্যামি যাদৃক্ মম সন্নিধৌ ত্বাং
তথৈব পশ্যাম্যহমীশ্বরং ভোঃ।
কিন্ত্বস্য সাক্ষাৎ পরিদর্শনার্থং
সমাধিযোগং সমপেক্ষ্যতে হি ॥ ১৬৪

Even though Thakur looked like a mad man, he was regarded as a god by Narendra for his divine power and knowledge. Narendra would frequently call upon Thakur at Dakshineswar. Once Narendra asked Thakur whether God could be seen at all. In reply Thakur said, "Yes, God can be seen by a devotee just in the same way as I see you here and now. This, however, requires Samadhi-yoga which is an escape from the world of senses and physical reality." 161 to 164

বঙ্গানুবাদ ঃ—

উন্মত্তের মত দেহধারী হইলেও ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ঐশ্বরিকী শক্তিই মানুষকে দেবতা করে এইরূপ ঠাকুরের নিত্য দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইত। ১৬১

ভক্তচূড়ামণি নরেন্দ্র একদিন ভক্তিপূর্ব্বক নত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবানকে কি সাক্ষাৎ দেখা যায়? এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর খুব সরল ভাষায় শিষ্যচূড়ামণি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

১৬২।১৬৩

আমি যেমন আমার নিকটে তোমাকে দেখিতেছি। ওহে নরেন্দ্র! এইরূপ ভাবে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সমাধি যোগ অপেক্ষা করে। ১৬৪

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
तथैवच स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
उक्तैव मविश वशीन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीयं ॥ १६५
एवं गुरो राम कृपो नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीयं करणीयमस्ति ॥ १६६
एवं कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन तं प्रत्यवदद्विमुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभयं सकम्पं
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचाहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

আম্যাধুনা চিন্ময বিগ্রহস্য
কৃপাযযাহং সবিতুং বরেণ্যম্।
বিষ্ণোঃ পদস্থাদ্য সুখস্বরূপং
জানামি যদ্ যোগিভিরপ্যগম্যং ॥ ১৬৯
সোঽয়ং মমাগ্রে হৃদি বর্ত্ততে চ
হ্যন্তর্বহিশ্চৈব বিভু স্বরূপঃ।
বিভাতি দেবী মহতো মহীয়া
অনীরণীয়ান্ পরমো গুরুনঃ ॥ ১৭০
কল্লৌ ন মর্ত্ত্যা জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোক্য নাথানত পাদপঙ্কজং।

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
तथैवच स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
उक्तैव माविश्य वशेन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीयं ॥ १६५
एवं गुरौ राम कृष्णे नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीयं करणीयमस्ति ॥ १६६
एवं कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन तं प्रत्यवदद्विमुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभयं सकम्पं
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचाहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

বঙ্গানুবাদ :—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

স্বামাধুনা চিন্ময় বিগ্রহস্য
কৃপয়য়াহং সবিতুং বরেণ্যম্।
বিষ্ণোঃ পদস্থায় সুখস্বরূপং
জানামি যদ্ব যোগিভিরপ্যগম্যং ॥ ১৬৯
সোঽয়ং মমাগ্রে হৃদি বর্ত্ততে চ
হ্যন্তর্বহিশ্চৈব বিভু স্বরূপঃ।
বিভাতি দেবী মহতো মহীয়াং
অনোরণীয়ান্ পরমো গুরুনঃ ॥ ১৭০
কলৌ ন মর্ত্ত্যা জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোক্য নাথানত পাদপঙ্কজং।

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
तथैवच स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
उक्त्वैव साविश वशेन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीयं ॥ १६५
एवं गुरौ राम कृष्णे नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीयं करणीयमस्ति ॥ १६६
एवं कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन तं प्रत्यवदद्विमुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभयं सकम्पं
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचाहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে ? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি ? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

आमाधुना चिन्मय विग्रहस्य
कृपाययाहं सवितुं र्वरेण्यम्।
विष्णोः पदस्याद्य सुखस्वरूपं
जानामि यद्द योगिभिरप्यगम्यं ॥ १६९
सोऽयं ममाग्रे हृदि वर्त्तते च
ह्यन्तर्वहिश्चैव विभु स्वरूपः।
विभाति देवो महतो महीयां
अनोरणीयान् परमो गुरूनः ॥ १७०
कलौ न मत्तो जगतां परं गुरुं
त्रिलोक्य नाथानत पादपङ्कजं।

अन्त्यलीलायां ११श अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां
तथैवच स्यात् कृपयेश्वरस्य ।
उक्त्वैव मात्रिंश वशेन तस्य
पस्पर्श वक्षो भगवां स्तदीयं ॥ १६५
एवं गुरौ राम कृपो नरेन्द्रः
समाधिभावं गतवान् महात्मा ।
कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र
किं वा त्वदीयं करणीयमस्ति ॥ १६६
एवं कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो
भावेन तं प्रत्यवदद्विमुग्धः ।
निमील्य नेत्रे सभयं सकम्पं
विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो
भिक्षुर्नचोहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তন্ময় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। এই কথা বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবা মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে? কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ? এবং তোমার কর্ত্তব্য বিষয় কি? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নয় ব্রহ্মচারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

आमाधुना चिन्मय विग्रहस्य
कृपाययाहं सवितुं र्वरेण्यम्।
विष्णोः पदन्त्वाद्य सुखस्वरूपं
जानामि यद् योगिभिरप्यगम्यं ॥ १६९
सोऽयं ममाग्रे हृदि वर्त्तते च
ह्यन्तर्वहिश्चैव विभु स्वरूपः।
विभाति देवो महतो महीयान्
अनोरणीयान् परमो गुरुर्नः ॥ १७०
कलौ न मर्त्त्या जगतां परं गुरुं
त्रिलोक्य नाथानत पादपङ्कजं।

অন্তর্লীলায়াং ১১শ অঃ

प्रायेन सर्व्वं भगवन्तमच्युतं
यच्यन्ति पाषण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१
विज्ञाय चैवं भगवान् परेशः
स्वलोकतः सर्व्व विमुक्ति हेतुः।
अत्राविरासीत् स्वजनैः समेतो
भवाम्मि चैकः खलु नीचदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি আমি জ্ঞানঘন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায় জগচ্চক্ষুর বরণীয় সুখস্বরূপ যোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ জানিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান এক্ষণে আমার সম্মুখে হৃদয়ে ও

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইয়েও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্ত্যবাসী জীবসকল পাষণ্ডভাবে দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মন্দবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভূলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ দাস স্বরূপ হই। ১৭২

বিবেকহীনায় বিচিত্র শক্তিং
সমর্পয়মন্থং বহু মন্যমানঃ।
বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণায় পুংসাং
সমাদিশন্মে গুরু মূর্ত্তিধারী॥ ১৭৩

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্বিন্দন্তি মুক্তিং কলিকাতরান্নরাঃ।
স এব সাক্ষাত্মমদৃক্ পথেস্থিতঃ কিং বর্ণ্যতেদিষ্টমহোদুরাত্মনঃ॥ ১৭৪

যথৈব পূর্ব্বং খলু রামদাস
উচ্চার্য্য রামস্য পবিত্র নাম।
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শত যোজনন্তং
চকার কার্য্যং প্রভুনেপ্সিতং যৎ॥ ১৭৫

प्रायेन सर्व्वं भगवन्तमच्युतं
यच्यन्ति पाषण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१
विज्ञाय चैवं भगवान् परेशः
स्वलीकतः सर्व्व विमुक्ति हेतुः।
अत्राविरासीत् स्वजनैः समेतो
भवामि चैकः खलु नीचदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সম্প্রতি আমি জ্ঞানঘন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায় জগচ্চক্ষুর বরণীয় সুখস্বরূপ যোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ জানিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান এক্ষণে আমার সম্মুখে হৃদয়ে ও

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইযেও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্ত্যবাসী জীবসকল পাষণ্ডভাবে দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মন্দবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভূলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ দাস স্বরূপ হই। ১৭২

বিবিক্তহীনায় বিচিত্র শক্তিং
সমর্পয়মদ্য বহু মন্যমানঃ।
বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণায় পুংসাং
সমাদিশন্মে গুরু মূর্ত্তিধারী ॥ ১৭৩

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্বিন্দন্তি মুক্তিং কলিকালবান্নরাঃ।
স এব সাক্ষাচ্ছমহৃদ্ পথিস্থিতঃ কিং বর্ণ্যতেদিষ্টমহোদুরাত্মনঃ ॥ ১৭৪

যথৈব পূর্ব্বং খলু রামদাস
উচ্চার্য্য রামস্য পবিত্র নাম।
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শত যোজনন্তং
চকার কার্য্যং প্রভুনেপ্সিতং যত্ ॥ ১৭৫

অন্ত্যলীলায়াং ১১শ অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণস্য তথাধুনাহং
পবিত্র নাম স্মরণৈক্য শ্রদ্ধয়া।
তীর্ত্বাভবাব্ধিং জগতী জনানাং
বিমুক্তি রূপং ফলমাবিধাস্যে ॥ ১৭৬

"God Himself now stands before me in the appearance of Thakur and instructs me to preach devotion to God. Men can attain salvation by chanting holy names of God. I wonder how my most meanest self has been endowed with so much divine grace. I shall bring salvation for the suffering humanity by crossing this woeful world chanting the name of Sri Ramakrishna, just as Hanuman a devotee of Ramachandra, in the treta Yuga crossed over the Sea extending hundreds of miles by the uttering the name of Ramchandra, to accomplish his task. 173 to 176

বঙ্গানুবাদ :—

অতি মূর্খ আমাকে বিচিত্র শক্তি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য ভাবিয়া জগতের জীবের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আমার সম্মুখে গুরু মূর্ত্তি ধারী ঠাকুর স্বয়ং আমাকে আদেশ করিতেছেন। ১৭৩

যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন হতে কলিকাল জনিত সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া অবস্থিত হইতেছেন। অতএব আমার মত

এই দুরাত্মা ব্যক্তির শুভাদৃষ্ট যে কত তাহা বর্ণন করা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৭৪

ত্রেতাযুগে রামদাস হনুমান যেমন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উলঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৫

সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র পবিত্র নাম স্মরণ শক্তি দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইয়া জগতের জীবের বিমুক্তি দান কারী ফল আনয়ন করিব। ১৭৬

आब्रह्म चाण्डाल सुनीच जीवान्
विरुद्ध धर्म्माचरितान् खलान् वा।
सर्व्वान् समानीय गुरोः पदाब्जे
ददामि चार्घ्यं मम कृत्य मेतत्॥ १७७

एवं नरेन्द्रस्य सुभाषणात्तदा
संश्रुत्य देवो जगतां सुमङ्गलं।
स्व पादपांशुं सकलार्थ सिद्धिं
नीत्वाकरे मूर्द्धि ददौ मुदाप्लुतः॥ १७८

विहङ्गमानां गगनं यथा प्रियं
यथा झषाणामुदकं हिजीवनं।
तथा नरेन्द्रस्य वभूव जीवनं
ध्यानादिकाले गुरु पादपङ्कजं॥ १७९

आदिष्टत स्तस्य गुरोर्नरेन्द्रः
स्वकीय कृत्यं सकलं विहाय।
जपां समग्रां गुरुदत्त वीज
ध्याने निमग्नोऽभव देवदेवः॥ १८०

"My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor." On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি ম্লেচ্ছসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্ত্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধূলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান্ নরেন্দ্রর মস্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্যাদি জলজন্তুগণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রর সাধনা সময়ে একমাত্র গুরু পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

अन्त्यलीलाया' ११श अः

শ্রীমান নরেন্দ্রদেব শ্রীরামকৃদেব গুরুর আদেশ মত একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তরাত্র গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮০

तदा नरेन्द्रस्य समाधि काले
या यानुभूतिः खलु सम्बभूव।
अलौकिकीन्तां परमेश्वराय
निवेद्य तस्मै सुदमाप देवः॥ १८१

एकदोपास्ति समये निशायां साधको महान्।
दृश्यमत्यद्भूत' दृष्ट्वा चमत्कार युतोऽभवत्॥ १८२
नरेन्द्रसदृशाकारः कोऽप्यन्यः साधको महान्॥
नरेन्द्रवदाचरति श्रीनरेन्द्रस्य सम्मुखे॥ १८३
आश्चर्य्य जनके तस्मिन् व्यापारे विनिवेदिते।
परमानन्द संप्राप्तष्ठाकुरस्त्वे दमब्रवीत्॥ १८४
न चात्र विस्मयः कार्य्यो वह्वे व' दृश्यते मया।
भवेदिद' ध्यान सिद्ध साधकानां सुमङ्गल'॥ ১৮৫
अतःपर' ठाकुरेण धारणा ध्यानकर्म्म यत्।
निःशेषित' कियत्काल' शिष्य विश्राम हेतवे॥ १८६

Narendra would be glad to narrate his experience during his trance to Thakur. One night Narendra had a very wonderful experience while in meditation. He found another Narendra was performing all that he had been doing, before his own self. When he told this to Thakur, Thakur

"My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor." On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি ম্লেচ্ছসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্ত্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধূলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান্ নরেন্দ্রর মস্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্যাদি জলজন্তুগণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রর সাধনা সময়ে একমাত্র গুরু পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

শ্রীমান নরেন্দ্রদেব শ্রীরামকৃদেব গুরুর আদেশ মত একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্তরাত্র গুরুদত্ত বীজ মন্ত্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৮০

तदा नरेन्द्रस्य समाधि काले
या यानुभूतिः खलु सम्बभूव ।
अलौकिकौन्तां परमेश्वराय
निवेद्य तस्मै मुदमाप देवः ॥ १८१
एकदोपास्ति समये निशायां साधको महान् ।
दृश्यमत्यद्भूत' दृष्ट्वा चमत्कार युतोऽभवत् ॥ १८२
नरेन्द्रसदृशाकारः कोऽप्यन्यः साधको महान् ॥
नरेन्द्रवदाचरति श्रीनरेन्द्रस्य सम्मुखे ॥ १८३
आश्चर्य्य जनके तस्मिन् व्यापारे विनिवेदिते ।
परमानन्द संप्राप्तष्ठाकुरश्चेदमब्रवीत् ॥ १८४
न चात्र विस्मयः कार्य्यो बह्वेव' दृश्यते मया ।
भवेदिद' ध्यान सिद्ध साधकानां सुमङ्गल' ॥ ১৮५
अतःपर' ठाकुरेण धारणा ध्यानकर्म्म यत् ।
निःशेषित' कियत्काल' शिष्य विश्राम हेतवे ॥ १८६

Narendra would be glad to narrate his experience during his trance to Thakur. One night Narendra had a very wonderful experience while in meditation. He found another Narendra was performing all that he had been doing, before his own self. When he told this to Thakur, Thakur

said joyfully, "It is no wonder. I have also experienced such things many times. This is a good sign on our way to the desired goal," However. Thakur advised Narendra to discontinue meditation for some time. 188 to 186

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে সাধনা সময়ে নরেন্দ্রের সমাধি জনিত যে সকল অনুভূতি হইত সেইসকল অলৌকিক বিষয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানাইয়া অত্যুত্তম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৮১

মহাসাধক নরেন্দ্র একদিন রাত্রিকালে সাধনাসময়ে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২

অর্থাৎ ঠিক নরেন্দ্রের মত দেহধারী অন্য কোনও একটি মহাসাধক নরেন্দ্রের সম্মুখে নরেন্দ্রের মত ধ্যানাদি করিতেছেন। ১৮৩

নরেন্দ্র সেই অলৌকিক ব্যাপার ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৮৪

ওহে নরেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুমাত্র নাই। আমি এরূপ বহুবার দেখিয়াছি। এরূপ দৃশ্য সাধকগণের ধ্যান সিদ্ধির সুলক্ষণ হইয়া থাকে। ১৮৫

অতঃপর ঠাকুর নরেন্দ্রের বিশ্রামের জন্য কিছুকাল ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সাধন কারতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৮৬

उवाच पुनरस्माकं भगवान परमार्थवित् ।
पूजायास्तु जपो ज्यायान् जपाद्ध्यानं विशिष्यति ॥ १८७

ध्यान सिद्धो जनो योऽसौ स मुक्त पुरुषः स्मृतः।
नास्ति तस्य पृथक् यत्नो न व्रतं नाप्युपोषितं ॥ १८८
यथात्यन्त कठोरेऽस्मिन् धारणा ध्यान कर्म्मणि।
सिद्धि लाभान्नरेन्द्रोऽयं जीवन्मुक्तो भवेद्ध्रुवं ॥ १८९

Thakur also said, "Chanting holy names is better than worship but meditation is the best of all. One who has attained success through meditation is free from all bondages and has not to perform any religious rites. Meditation which requires deep concentration of mind is a very difficult affair. Narendra will surely be free from all earthly ties through meditation."

187 to 189

**বঙ্গানুবাদ :—**

পরমতত্ত্ববিৎ ভগবান পুনরায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পূজার অপেক্ষা জপ শ্রেষ্ঠ জপের অপেক্ষা ধ্যান উত্তম। ১৮৭

যে ব্যক্তি ধ্যানসিদ্ধ হন তিনি মুক্ত পুরুষ। মুক্ত পুরুষের কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আবশ্যক হয়না। ব্রত বা উপবাসাদি নিয়ম পালন কিছুই আবশ্যক হয় না। ১৮৮

তাহার উদাহরণ স্থল একমাত্র নরেন্দ্র কারণ অত্যন্ত কঠিন এই ধারণা ও ধ্যান কর্ম্মে সিদ্ধিলাভের পর নরেন্দ্র জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ১৮৯

अन्त्यलीलायां ११श अः

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य सर्व्व मूख्य सेवकस्य श्रीनरेन्द्रनाथस्य गुरु कृपाप्राप्तिरूपोऽन्त्यलीलाया एकादशोऽध्यायः ॥

श्रः ११ श्रः ॥

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অন্ত্যঃ ১১শঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১১ অঃ

अथ अन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। अः १२ अः

ज्येष्ठ पुत्र तया तस्य वियोगानन्तरं पितुः।
संसार भारोऽप्यपतन्नरेन्द्रस्योपरिध्रुवं ॥ १

श्रीनरेन्द्रे तथाप्यस्मिन् विद्याकर्म्मरते सति।
मनसो युक्तता तस्य तत् कर्म्मणि न चाभवत् ॥ २

सुमहत् कार्य्यं सिद्धर्थं यस्येहागमनं भुवि।
मनः प्रसन्नतामेति तस्य किं तुच्छ कर्म्मणि ॥ ३

एवं निष्फलतामाप कृतेषु वहु कर्म्मसु।
अर्थार्जने तथा लोभे पतितोऽपि महामतिः ॥ ४

अन्त्यलीलायां १२श अः

गुरोरिप्सित कर्म्मभ्यो न कदापि टलत्यसौ ।
किन्तु कुथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५
श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमान पुरःसर ।
कियत्काल दर्शनार्थ नागमद्दक्षिणेश्वर ॥ ६
विदेशगत पुत्रार्थं यथा मातातिदुःखिता ।
श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमाच्चिर ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiriiual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days io see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य सर्व्व मुख्य सेवकस्य श्रीनरेन्द्रनाथस्य गुरु कृपाप्राप्तिरूपोऽन्त्यलीलाया एकादशोऽध्यायः ॥

अः ११ अः ॥

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অন্ত্যঃ ১১শঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের পরমহংস সংহিতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১১ অঃ

अथ अन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्यायः। अः १२ अः

ज्येष्ठ पुत्र तया तस्य वियोगानन्तरं पितुः।
संसार भारोऽप्यपतन्नरेन्द्रस्योपरिध्रुवं ॥ १

श्रीनरेन्द्रे तथाप्यस्मिन् शिक्षाकर्म्मरते सति।
मनसो युक्तता तस्य तत् कर्म्मणि न चाभवत् ॥ २

सुमहत् कार्य्य मित्यर्थं यस्येहागमनं भुवि।
मनः प्रसन्नतामेति तस्य किं तुच्छ कर्म्मणि ॥ ३

एवं निष्फलतामाप कृतेषु बहु कर्म्मसु।
अर्थार्जने तथा लोभे पतितोऽपि महामतिः ॥ ४

गुरोरिप्सित कर्म्मभ्यो न कदापि टलत्यसौ ।
किन्तु कथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५
श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमानं पुरःसरं ।
कियत्कालं दर्शनार्थं नागमद्दक्षिणेश्वरं ॥ ६
विदेशगत पुत्रार्थं यथा मातातिदुःखिता ।
श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमाच्चिरं ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiriiual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days io see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7

বঙ্গানুবাদ ঃ—

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের পোষণভার জ্যেষ্ঠ পুত্রবশতঃ নরেন্দ্রের উপরেই পতিত হইয়াছিল। ১ তজ্জন্য এই নরেন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও নরেন্দ্রের ঐ সকল কর্ম্মে মনঃসংযোগ হইত না। ২

যে নরেন্দ্রের পরম মঙ্গলময় কার্য্যসম্পাদনের জন্য এই নশ্বর জগতে আবির্ভাব তাঁর মন কি তুচ্ছ সংসার পালনকর্ম্মে প্রসন্নতা লাভ করে। ৩

তথাপি মহামতি নরেন্দ্র এইরূপভাবে জীবিকার জন্য বহুপ্রকার কর্ম্মে যোগদান করিলেও সকল কার্য্যে নিস্ফল হইয়াছিলেন। ৪

মহামতি নরেন্দ্র অর্থার্জনের প্রলোভনে পতিত হইলেও গুরুর অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে কখনও বিচলিত হন নাই। ৪

কিন্তু অর্থ না থাকিলে গুরুর কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এইরূপ ভাবিয়া অভিমানপূর্ব্বক কিছুদিন ঠাকুরের দর্শন জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। ৬

পুত্র বিদেশে থাকিলে মাতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের জন্য উদ্বিগ্না হন সেইমত ঠাকুর কিয়দ্দিন নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে না আশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

जनैरन्वेषितमपि नरेन्द्रं न स लब्धवान्।
एकदा सहसायातः श्रीगुरोः पाद सन्निधौ ॥ ৮
दृष्ट्वा तं ठाकुरोऽप्याह करुण स्वर पूर्व्वकं।
नोक्त्वा स्थातुं न शक्नोमि वक्तुं त्वां शङ्कयामि भोः ॥ ৯
एवं मे मनसः शङ्का सर्व्वदा वर्त्तते हृदि।
न लभेयं यद्यहं त्वां प्रमादेन भ्रमेन वा ॥ ১০

कोऽयमत्रास्ति व्यापारः शिष्यैर्जिज्ञासित प्रभुः ।
यत्किञ्चिदावयोरेव संवादः सम्बभूव ह ॥ ११

तदैवं श्रीठाकुरेण शिष्यवर्गयुतेन च ।
नरश्रेष्ठ नरेन्द्रस्य देवभावो विचारितः ॥ १२

सगुणोपासकाः सन्ति वहवो मूर्त्ति पूजकाः ।
निर्गुणोपासकाश्चापि सन्ति भारत भूतले ॥ १३

सगुणान्निर्गुणो ज्यायानिति वेदविदां मतं ।
सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणो निर्गुणात्मनः ॥ १४

Thakur did not get any news of Narendra even though he sent some of his followers in search of Narendra. One day all on a sudden Naredra appeared before Thakur. On seeing him after so many days Thakur said, "I hardly can tell you frankly what I feel and think of you in your absence. I always fear ihat due to some misunderstanding you may sever all connections with me" When other disciples would like to know about the matter, Thakur would say that it was not anything serious or remarkable. Surrounded by many of his disciples Thakur would discuss with Narendra about Divinity. "Some worship" he said, "God as the source of all virtue or power.

Some worship Him as void of any virtue or power According to Vedanta philosophy God has no virtue or quality." 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি সেবক দিয়া নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করাইলেও সংবাদ পান নাই। একদিন হঠাৎ শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। তোমাকে কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি নাই। এবং বলিতেও আশঙ্কা করি। ৯

এইরূপ ভাবে তোমার জন্য আমার মনের আশঙ্কা সর্ব্বদাই হয়। অর্থাৎ অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ যদি তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি এইরূপ আশঙ্কা সর্ব্বদাই আমার হয়। ১০

সেই সময়ে অন্যান্য শিষ্যগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্যাপারটা কি? এতদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমাদের যাহোক কিছু একটা কথা হইল। ১১

সেই সময় বহু শিষ্যবেষ্টিত ঠাকুর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার স্বর্গীয় দেবভাবের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১২

এই পুন্য ভারতভূমিতে বহুসংখ্যক সগুণব্রহ্মের উপাসনাকারী দেবতার মূর্ত্তি পূজক আছেন। এবং নির্গুণব্রহ্মের উপাসনাকারীও অনেক আছেন। ১৩

সগুণ উপাসনার অপেক্ষায় নির্গুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এইটি অদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তবাদীদিগের মত। ১৪

अन्त्यलीलायां १२श अः

श्रवणान्मननाद्ध्यानान्मुक्तो भवति मानवः ।
श्रीनरेन्द्र स्तथाभूतस्त्वाखण्डाद्वैत भाववान् ॥ १५
तस्मादेनं दृष्टमात्रं जाता मेऽखण्डभावता ।
जगदम्बा प्रसादेन तदा दृष्टो मयाध्रुवं ॥ १३
नरेन्द्राविर्भावकाले स्वर्गाज्ज्योतिरलौकिकं ।
पतितं कलिकातायां ज्योतिषै वा स्य सम्भवः ॥ १७
महाराष्ट्रीय मिष्टान्ने विद्यते कामना बहु ।
नाहमद्मि भवद्भ्योऽपि दास्यामि न कदापि हि ॥ १८
भक्ति विघ्नदमाशङ्क्य भक्तेभ्यो न ददाम्यहं ।
ददामि तु नरेन्द्राय शुद्धसत्त्व स्वरूपिने ॥ १৫
ज्ञानाग्नि दग्ध कामस्य विकृति र्नास्ति कुत्रचित् ।
नराणां यो भवेदिन्द्रः स नरेन्द्रः प्रकीर्त्तितः ॥ २०
भवेन्नरोत्तमो वासौ नरावतार ईश्वरः ।
एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वरूपः प्राह ठाकुरः ॥ २१

"Men attain salvation by meditating upon Nirguna Brahma ( God void of all virtues ). Narendra worships that all pervading Nirgun Bramha. So I revert to the sense of oneness of Divinity as and when I see Narendra. I remember to have seen a fall of luminous body from the sky above Calcutta just before the advent of Narendranath. And I believe that Narendranath was that luminous thing. I never take nor allow

my disciples to take the sweets offered by the Maharastriyas, because these are offered with some purpose, and affect purity of mind. I however allow Narendra only to take these sweets because his divine knowledge has burnt away all his earthly desires and his purity of mind cannot be impaired in any way. He is called Narendra because he is the best of all men, or Narayan or God in the shape of a man." Such was the true self of Narendra as explained by Thakur. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ নরেন্দ্র অখণ্ড ও অদ্বৈত সাধন বিশিষ্ট। ১৫

অতএব এই নরেন্দ্রকে দেখিলেই আমার অখণ্ড ভাবের উদ্বোধ হয়। মা জগদম্বার কৃপায় আমি সেই সময়ে একটি আশ্চর্য দেখিয়াছিলাম অর্থাৎ নরেন্দ্রের অবির্ভাবের সময়ে স্বর্গ হতে একটি মহান্ জ্যোতিঃ স্বরূপ পদার্থ কলিকাতায় পতিত হইয়াছিল অতএব জ্যোতি দ্বারাই এই নরেন্দ্রেয় আবির্ভাব। ১৬।১৭

মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রদত্ত মিষ্টান্নে বহুতর কামনা থাকায় সেই সকল মিষ্টান্ন আমি খাই নাই এবং তোমাদিগকেও দিই নাই। ১৮

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অ:

ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল মনে করিয়া ভক্তবর্গ মধ্যে কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত নির্ম্মল স্বভাব নরেন্দ্রকেই দিয়া থাকি। ১৯

কারণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার সর্ব্ব কামনা দগ্ধ হইয়াছে তাঁহার বিকৃত ভাব কিছুতেই হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য। নর সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম তিনিই নরেন্দ্র পদবাচ্য ইহাই জ্ঞানিদিগের সিদ্ধান্ত মত। ২০

অথবা নরেন্দ্র শব্দের অর্থ নরোত্তম ভগবান। অথবা নরাবতার ঈশ্বর স্বরূপ নরেন্দ্র এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২১

अन्यच्च श्रीनरेन्द्रस्य माहात्म्यं समवर्णयत्।
केशवचन्द्र सेनस्य समीपे ठाकुरः स्वयं॥ २२
अस्ति तत्र नरेन्द्रोपि बहुभि र्गुरु बन्धुभिः।
भो केशव महाभाग जगदम्बा प्रसादतः॥ २३
एकामलौकिकीं शक्तिं लब्धा त्वं बहुमानवान्।
भवसि वक्तृतादानैः पाण्डित्यं विद्यते तव॥ २४
किन्त्वस्य श्रीनरेन्द्रस्य महामाया प्रसादतः।
अष्टादश महाशक्तिरस्ति ह्यभ्यन्तरे सदा॥ २५
श्रुत्वैवं श्रीनरेन्द्रस्तु लज्जितोऽभून्महामतिः।
किन्तु केशव सेनोऽयं गुणग्राही सुपण्डितः॥ २५
सानन्दमवदत्तं वै भो नरेन्द्र विचक्षण।
नववृन्दावनं नाम रचितं नाटकं मया॥ २७
अभिनयी भवेत्तस्य सन्न्यासि वेश धारणं।
कृत्वा तत्र पाठकार्य्यं कुरु चैवं ममाग्रहः॥ २८

Once Thakur said to Keshab Chandra Sen, the preacher of Bramha religion, in the presence of Narendra with his fellow brothers, "Being endowed with some uncommon power by the grace of the Goddess Jagadamba, you have won great fame and also become a great orator. But Narendra possesses eighteen such uncommon powers." At this Narendra felt shy. Keshab Sen, who could appreciate talents in others, requested Narendra to take up the role of an ascetic in his drama, "Nava Brindavan" to be staged shortly, 22 to 28

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আরও বলিয়াছিলেন কোনও এক সময়ে ঠাকুর ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কেশব চন্দ্র সেনের নিকট বসিয়া আছেন এবং সেই স্থানে বহু গুরু ভাইদের সহিত নরেন্দ্রও ছিলেন। সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে মহাভাগ কেশব চন্দ্র তুমি জগদম্বার কৃপায় একটি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুতর মাননীয় হইয়াছ এবং বক্তৃতা দানে তোমার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। ২২।২৩।২৪

কিন্তু মহামায়ার কৃপাবলে নরেন্দ্রের ভিতরে ১৮টি মহাশক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। ২৫

মহামতি নরেন্দ্র ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দের সহিত নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ওহে সর্ব্ব পারদর্শী নরেন্দ্র আমি নব-বৃন্দাবন নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছি। ২৬।২৭

এবং সেই নাটকটির শীঘ্রই অভিনয় হইবে তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাঠ কার্য্য কর ইহা আমার বিশেষভাবে ইচ্ছা। ২৮

तद्दिने तत्र सङ्गम्य ठाकुरो नन्दितोऽभवत् ।
परन्तु तद् वेशेनैव वारमेकं स याति चेत् ॥ २९
सन्निधौ त्वां प्रपश्यामि श्रीनरेन्द्रः प्रियो मम ।
श्रीनरेन्द्रं समुद्दिश्य पुनरन्यदिनेऽब्रवीत् ॥ ३०
द्वादश वर्षं वर्षणामावेऽपि कृषको न हि ।
कृषिकार्य्यं परित्यक्तुं शक्नोति तत् स्वभावतः ॥ ३१
तद्रूपस्य नरेन्द्रस्य मातुर्भ्रातुश्च दुःखितां ।
श्रुत्वाब्रवीन्मयहं त्वं वै गच्छमातुर्गृहं मम ॥ ३२
पूरयिष्यति ते माता प्रार्थनां भवतारिणी ।
कर्णयोरङ्गुलिं दत्वा श्रुत्वापि न शृणोत्यसौ ॥ ३३
सङ्गम्य सम्मुखं मातुः साश्रुनेत्रः कृताञ्जलिः ।
वदत्येवं देहि मह्यं वैराग्यञ्च विवेकितां ॥ ३४
स्वप्नं सन्त्यज्य शर्व्वर्य्यां सन्ततं संवदन्नसौ ।
मातस्त्वं हितारेत्येवमधुना निद्रितोऽभवत् ॥ ३५

Thakur was present during the performance of the drama and he was so pleased to see the role of Narendra in the guise of the ascetic that

he entreated Narendra to appear at Dakshineswar in that make-up. On another occasion Thakur said to Narendra, "The peasants do not give up agriculture even though rains do not fall for twelve years. I advised Naren to pray to the Goddess for relief from his family troubles and pecuniary hardship. Bnt he prayed with folded hands and tearful eyes only for divine wisdom and freedom from all earthly bondage. All night long he only prayed saying. "Oh mother, Thou art Tara." Now he is lying asleep." 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই অভিনয়ের দিন ঠাকুর সেই স্থানে স্বয়ং যাইয়া নরেনের সন্ন্যাসীর পাঠ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন পরন্তু নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন তুমি ঐরূপ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যদি আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার যাও তবে তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয় শিষ্য। ২৯

ঠাকুর অন্য এক দিন নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ১২ বৎসর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলেও কৃষকের স্বভাব বশতঃ কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩০।৩১

তদ্রূপ নরেন্দ্রের মাতার কষ্ট শুনিয়া বলিলাম। নরেন তুমি আমার মাতা জগদম্বার গৃহে যাও প্রার্থনা কর আমার মাতা তোমার প্রার্থনা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। কর্ণে অঙ্গুলি দিবার মত নরেন আমার কথা শুনিয়াও শুনিল না। ৩২।৩৩

अन्त्यलीलायां १२श अः

যদিবা মাতার গৃহে যাইল মাতার সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন হে মাতঃ আমার মঙ্গল দায়ক বৈরাগ্য এবং বিবেক দাও এইরূপ বলিত টাককড়ি ভিক্ষা করিত না। ৩৪

এই নরেন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া "মাত স্ত্বংহিতারা" এই কথাই বলিত। সম্প্রতি প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া আছে। ৩৫

उपाधि पदकैः सार्द्धं मुद्राभि र्वा न लब्धवान् ।
तथाप्याङ्गल भाषायामत्यन्तमधिकारवान् ॥ ३६
दार्शनिको हार्बाट नामा पाश्चात्य पण्डितो महान् ।
तद्देशीय सुप्रसिद्ध कवि पेन्सार धीमता ॥ ३७
रचितोत्तम काव्यस्यानुवादार्थं समुत्सुकः ।
सानुनयञ्चानुरुध्य नरेन्द्रं शास्त्रवित् परं ॥ ३८
स्वहस्त लिखितं पत्रं प्रेरयामास तं प्रति ।
तत्रैवं लिखितं तेन हार्बाटिन महात्मना ॥ ३९
इतःपूर्ब्बं भवत्तुल्यं इं राजी रचना मया ।
यतः कुत्रापि न दृष्टा सुतरां भवता कृतात् ॥ ४०
अनुवादान्महानन्दं प्राप्स्यामि नात्र संशयः ।
सन्न्यासो टमार्स केम्पिश् इमिटेशनप् क्राइष्ट ॥ ४१
ग्रन्थस्य शोनुशरणं नाम दत्ता सुधीवरः ।
चकार रुचिरश्चैटगनुवादोह्यनुत्तमः ॥ ४२

Narendra could not obtain his Degree with any scholarship but he acquired remarkable efficiency in English. Herbert, a famous western philosopher, was very eager to get a poem of

Spenser translated. For this purpose he wrote to Narendranath, "I have never seen such a beautiful composition in English as yours. I shall be very happy if the translation is rendered by you." Narendra did it very admirably. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্র পদক বা বৃত্তির সহিত উপাধি বা সার্টিফিকেট না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় খুব ভালভাবে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। ৩৬

হার্বাট্ নামে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেন্‌সার নামক পণ্ডিতের রচিত একটি অতি উত্তম কাব্যের অনুবাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া হার্ব্বাট সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নরেন্দ্রকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এবং সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আপনার মত ইংরাজী ভাষায় রচনা কোথাও এরূপ দেখি নাই। অতএব আপনার কৃত অনুবাদ হইতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বহিটির নাম সন্ন্যাসী টমার্স কেম্পিস্ ইমিটেশন্ অপ্ ক্রাইষ্ট। ৪০।৪১

ইহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের ( ঈশানুশরণ ) নাম দিয়া নরেন্দ্র এই গ্রন্থের একটি অতি উত্তম অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪২

যস্য পাঠশ্রুতী সাক্ষাদ্ গ্রন্থপাঠসমো ভবেৎ।
সঙ্গীত বিষয়েঽনেন রচিতং যৎ সুপুস্তকং ॥ ৪৩

सङ्गीतग्रन्थैर्बहुजनैः कृतमस्य प्रशंसनम् ।
अस्य संस्कृत भाषायां पोव्यावस्था यदा तदा ॥ ४४
योऽधिकारः सुसञ्जातो व्याख्यात' तेन सुन्दरं ।
सांख्य वेदान्तादि शास्त्रं यत्र ब्रह्म प्रगीयते ॥ ४५
ब्रह्मैवहस्तिरूपोऽभूद्धस्तिपकोऽपि तद्विधः ।
ठाकुरस्यास्य वाणीनां भावार्थवोध हेतवे ॥ ४६
दिनत्रय' समाधिस्थोऽभवद् योगीश्वरो महान् ।
शास्त्रज्ञान' साधनञ्च श्रीनरेन्द्रस्य योगिनः ॥ ४७
भवेदलौकिकं सर्व्वमेकान्त गुरु भक्तितः ।
गुरोर्लीलावसानेऽसौ काशीधाम्नि यदा स्थितः ।
वावाजी द्वारका दास भक्तस्याश्रममन्दिरे ।
पवित्रेऽस्मिन्नसिन्दीते भूदेव चन्द्र नामकः ॥ ४८

He reproduced successfully the idea of the original in his translation. He also wrote a good book on music, and it was highly appreciated by great musicians. The knowledge of Sanskrit which he acquired in his student life was sufficient to enable him to beautifully explain ihe meaning of the Vedas, the Vedanta and other branches of philosophy, which propunded, "Nothing exists but God." To understand the meaning of Thakur's saying, "The elephant and

its pilot are one and the same thing," Narendra remained absorbed in deep meditation for three days at a stretch. His devotion to Thakur was the root cause of his success in the intellectual and spiritual fields. After the demise of Thakur while Narendra was staying at the residential institution of Babaji Dwarkanath in Benaras, Bhudev chandra Chattopadyaya was quite charmed with Narendranath's lecture on religious topics.
43 to 49

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অর্থাৎ যে অনুবাদের পাঠের সময়ে সাক্ষাৎ গ্রন্থ পাঠের মত বোধগম্য হইত। এবং নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়েও একটি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ৪৩

বহুতর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞজনগণ যে পুস্তকটির ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বেদ বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করিতেন। যাহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু। ৪৪।৪৫

হস্তি ও হস্তি চালক ইহারা উভয়েই নারায়ণ স্বরূপ! ঠাকুরের এই কথাটি উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ যোগী নরেন্দ্র তিন দিন সমাধি অবস্থায় ছিল। যোগী নরেন্দ্রের অত্যুত্তম গুরুভক্তি বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান বা সমাধি সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬।৪৭

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

ঠাকুরের লীলার অবসানে এই নরেন্দ্র ৺কাশীধামের বাবাজী দ্বারকানাথ দাস ভক্তের আশ্রমে ছিলেন তত্রস্থ পবিত্র অসি ঘাটের বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া i ৪৮।৪৯।৫০

मुखोपाध्यायोपाधिको वङ्ग विख्यात पण्डित:।
नरेन्द्रस्य धर्म्मशास्त्र व्याख्या श्रवणत: सुधीः॥ ५०
अत्यन्तं विस्मितो भूत्वां वदत्तं सादरं वचः।
सरकार वाहादुरस्याहं विद्यागौरवमण्डितः॥ ५१
शिक्षानियामकपदं प्राप्तवानति दुर्लभं।
किन्तु मया न पठितं यच्छास्त्रं तदपि त्वया॥ ५२
विशदीकृत्य व्याख्यातं गर्व्वो मे तेन खण्डित:।
प्रीतोऽस्मि नितरामद्य तव पाण्डित्य दर्शनात्॥ ५३
तुभ्यं भारतरत्नाख्यमुपाधिं सम्प्रदत्तवान्।
साशीर्व्वादं ददामित्वामानन्द मनसाह्यहं॥ ५४
सर्व्वश्रेष्ठ मानवस्त्वं भव भारत भूतले।
बहूनां धर्म्मशास्त्राणामत्यल्प वयसस्तव॥ ५५
अध्ययनमभ्यासश्च कथं सम्भवत: खलु।
एवमुक्तः श्रीनरेन्द्रः प्रत्युवाच सविस्तरं॥ ५६

He said to Narendranath with great admiration, "By viriue of erudition I have secured a very high post under the Government. Your clear and lucid exposition of the shastras which I have not studied has shattered my pride of eru-

dition. Your profound knowledge has quite charmed me. I confer upon you the title of "Bharatratna" and bless you that the world will pay homage to you as a super-man. But, how is it that you have acquired such proficiency in so many branches of knowledge at this tender age." 50 to 56.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নরেন্দ্রকে সমাদর পূর্ব্ব বলিয়াছিলেন। আমি বিদ্যা গৌরবে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষাবিভাগের অতি দুর্লভ উচ্চপদ লাভ করিয়াছি। ৫১

কিন্তু আমি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই তুমি সেই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনায়াসে করিতেছ ইহা দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তোমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি আজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ৫২।৫৩

আজ আমি তোমাকে "ভারতরত্ন" নামে একটি উপাধি বা প্রশংসা পত্র দ্বারা ভুষিত করিলাম। এবং আমি আনন্দ মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহামানব হ'ও। অতি অল্প বয়সে তোমার বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অভ্যাস কিরূপে সম্ভব হয়? ভুদেববাবু নরেন্দ্রকে এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্র বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫।৫৬

ग्रन्थानामाद्य पत्रस्य पत्रस्य चरमस्य च ।
पङ्क्तिद्वय प्रपठनात् श्रीगुरोरनुकम्पया ॥ ५७
समग्र ग्रन्थ मर्म्मार्थं ज्ञातुं शक्नोमि निश्चितं ।
न केवलं ममै वैतद् ब्रह्मानन्दं गतस्य च ॥ ५८
केशवचन्द्र सेनस्य शक्तिरस्ति तथा विधा ।
तर्कपञ्चाननादौ नामपोट्टक् प्रतिभाश्रुता ॥ ५९
अष्टाध्यायि सर्व्वश्रेष्ठ व्याकरणस्य पानिनेः ।
नास्ति येषां फणीभाष्ये व्युत्पत्तिरतिरीकता ॥ ६०
वैदिक ग्रन्थ पाठने नास्ति तेषां सुयोग्यता ।
परन्तु बैदिकी भाषा वोधगम्या भवन्ति न ॥ ६१
प्रव्रज्या श्रममाश्रित्य यदा पर्य्यटने रतः ।
महाराष्ट्रे तदैकस्य पानिनि पण्डितस्य च ॥ ६२
चकाराहमध्ययनं सविधिऽप्यति यत्नतः ।
किन्तु पानिनि पठने स्वल्पा मे नास्ति योग्यता ॥ ६३

Narendranath replied, "By the grace of my preceptor I can have a thorough idea of the subject matter of a book by reading the first and the last lines of the book. Keshab Chandra Sen also is also capable of doing this. Jagannath Tarka Panchanan who was a famous scholar of Triveni had this power also. The scholar who cannot fully learn the critical notes of Panini

diversion while going through Fani-Bhasya." I I challanged him saying, "You may put me to a test and if you find me unable to fully learn any difficult lesson, you may cease to teach me."

64 to 70

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপ মনে করিয়া সেই মহাপণ্ডিত মৃদু হাস্য করিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। ৬৪

সাধু সন্ন্যাসী মানুষসকল প্রায়ই অত্যন্ত অহংকারী হইয়া নিজের গৌরব অর্থাৎ আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানব এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ৬৫

আমরা ফণীভাষ্য বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য প্রায় ১২ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারাও ভাষ্যের ভাষা অতি কঠিন বশতঃ সমগ্র ফণীভাষ্য বুঝিতে পারি নাই। অতএব তুমি এই ফণীভাষ্য পড়িবার সময়ে খুব সাবধান হও। অর্থাৎ অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ না করিয়া একাগ্রচিত্তে পড়। ৬৬।৬৭

অধ্যাপকের এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার যদি ছাত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ নিশ্চিত হয় তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছামত বিশেষভাবে কঠিন পাঠ দিয়া দেখুন আপনি যে পাঠ দিয়াছেন আমি তাহা আয়ত্ত করিতে পারি কিনা? যদি না পারি তবে এই বাচাল এবং অত্যন্ত গর্বিত ছাত্রকে পড়াইবেন না। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া।

৬৮।৬৯।৭০

तपोयोगं समाश्रित्याधीतवान शास्त्रमुत्तमं ।
सभाष्य पानिनि ग्रन्थं कण्ठस्थमकरोत् सुधीः ॥ ७१

असाधारण धीशक्त्या मासेनैकेन स तदा ।
दृष्ट्वैवं पानिनि गुरु रवदत्तं सुविस्मितः ॥ ७२

न त्वं साधारणो लोकः शिक्षा तव विड़म्बना ।
तत स्तस्माद्विनिष्क्रान्तो गतवानीप्सितां दिशं ॥ ७३

चित्र शिल्पिप्रधानस्य तदानीं रवि वर्म्मणः ।
दृष्ट्वांलिख्यं महायोगो चित्रदोषमदर्शयत् ॥ ७४

तं तदा व्रीड़ितो भूत्वा शिल्पी सश्रद्धमब्रवीत् ।
ध्रुवमस्मिन् शिल्पि कार्य्ये सिद्धि लाभं गतो भवान् ॥ ७५

श्रुत्वैवं शिल्पिनो वाक्यं तदातेन महात्मना ।
उक्तमनुत्तमं वाक्यं कालिदासस्य भाषणं ॥ ७६

राजानं विक्रमादित्यं पुरोवाच कवि र्यथा ।
देवगुरु प्रसादेन जिह्वाग्रे मे सरस्वती ॥ ७७

With the help of uncoinmon spiritual power Narendranath committed to memory the entire Panini Vyakarana with Fani Bhasya in a month. On seeing this uncommon power of Narendranath, his teacher became greatly surprised and said. "Oh Narendra you are not an ordinary man. You come to learn only to imitate the practice of

others." Narendra left the place. While on tour, he pointed out a defect in the picture of Ravi Verma. Ravi Verma was greatly surprised at his great artistic power. Narendranath, in reply, only repeated what the poet Kalidas said to the king. "Oh king, by the grace of God and my preceptor, Goddess Saraswati abides in my tongue."

71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

তপস্যাযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সেই পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এবং সেইসময় বুদ্ধিমান নরেন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে এক মাসের মধ্যে কনীভাষ্যের সহিত সমগ্র পানিনি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৭১

এইরূপ ভাবে নরেন্দ্রের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া পানিনি গুরু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নয় শিক্ষা তোমার লোকানুকরণ মাত্র। ৭২

তৎপরে নরেন্দ্র সেইস্থান হইতে তাঁহার ইচ্ছাগত অন্যত্র যাইয়া মহাযোগী নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মার একটি ফটো দেখিয়া সেই চিত্রটির দোষ দেখাইয়াছিলেন। ৭৩,৭৪

তখন রবি বর্ম্মা শিল্পী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্যে আপনি নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিল্পীর কথা শুনিয়া মহাত্মা নরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের উক্তিরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৭৫।৭৬

বহু পূর্ব্বে কবিচূড়ামণি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ মহারাজ! দেবতা এবং গুরুর কৃপায় আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন। ৭৭

সর্ব্বং জানামি তেনাহং ভানুমত্যা স্তিলং যথা।
যস্মিন্ ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতং হি চরাচরং॥ ৭৮

সাধকস্য ভবত্যেব বেদানুবচনেন হি।
তথা জাতং নরেন্দ্রস্য শ্রীগুরোরনুকম্পয়া॥ ৭৯

পটুত্বং সর্ব্ববিদ্যাসু বিশেষেণ মহত্তরং।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তস্য জিহ্বাগ্রে ভাতি ভারতী॥ ৮০

একদোক্তং ঠাকুরেণ শৃনুধ্বং বচনং মম।
আগত্যাত্র ময়া সার্দ্ধং দার্শনিকাঃ সুপণ্ডিতাঃ॥ ৮১

তর্কারম্ভস্য প্রাগেব শ্রুত্বৈব মম ভাষণম।
নিরুদ্ধবাক্য সামর্থ্যাত্তুষ্ণীং সন্তি সুবিস্মিতাঃ॥ ৮২

কিন্ত্বসৌ দিব্য ধীশক্ত্যা প্রায়ঃ সম্বৎসরদ্বয়ং।
তর্কয়তি ময়া সার্দ্ধং নানা বাদযুতৈর্ভৃশং॥ ৮৩

মন্যে মমাস্যা লীলায়াঃ প্রচারার্থং স্বয়ং হরিঃ।
রামদাসঃ সমায়াতঃ শ্রীরাম পার্ষদো মহান্॥ ৮৪

"By virtue of my divine power I have spoken out the secret just as the secret black spot of the Queen Bhanumati was revealed by Kalidas. He who knows God knows everything. By the grace

of my preceptor Goddess Saraswati abides in my tongue and I have become omniscient. Once Thakur said, "Oh my devotees, listen to me. Many great learned men come here to debate with me, But they remain speechless on hearing what I had to say before they start. But this young man Narendranath always argue with me by holding firmly his atheistic views. I think, he has come with the mission of preaching my views with the devotion of Hanuman to Lord Ramchandra." 78 to 84

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

সেই শক্তিবলেই আমি সর্ব্বজ্ঞ এবং রাণী ভানুমতীর গোপনীয় স্থানের তিলের বার্ত্তা বলিয়াছি। যে ব্রহ্মবস্তুকে জানে তাঁহার জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হয়। ৭৮

সাধকের বেদবাক্য অনুসারে সমস্তই জানা হয় সেইরূপ আমারও শ্রীগুরুর কৃপায় সর্ব্বদা সরস্বতী জিহ্বাগ্রে প্রকাশিত বশতঃ আমিও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি। ৭৯।৮০

একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে আমার প্রিয় ভক্তবর্গ তোমরা সকলে আমার কথা শোন। এই দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত আসিয়া আমার সহিত তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমার কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কোনরূপ কথা বলিতে না পারিয়া সকলেই চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৮১।৮২

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

কিন্তু এই নরেন্দ্র অলৌকিক বুদ্ধির বলে প্রায় দুই বৎসর হইল নানাপ্রকার নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া আমার সহিত অতিশয় তর্ক করিতেছে। ৮৩

মনে হয় আমার এই প্রকট লীলার প্রচারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্ষদ স্বয়ং মহাবীর রামদাস হনূমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ৮৪

অস্যৈব দেবতুল্যস্য নরেন্দ্রস্য প্রচেষ্টয়া।
পৃথিব্যাং পূর্ণতায়া মে প্রকাশঃ প্রচরিষ্যতি॥ ৮৫

এতদর্থং মহমপি নরেন্দ্রায়াতিমানুষীং।
প্রযচ্ছামি মহাশক্তিং যয়া সর্ব্বজয়ী ভবেত্॥ ৮৬

কেবলং মম কার্য্যার্থং মহামায়া বিমোহিতঃ।
নান্যত্র গমনে শক্তিং স্বশক্তিং নাব বুদ্ধবান্॥ ৮৭

স্বোদরং পূরয়িত্বায়ং স্বাদিতুং যতে যদি।
নূতনং স্বমতঞ্চৈকং স্থাপয়িষ্যতি নিশ্চিতং॥ ৮৮

শ্রীনরেন্দ্রং যদাপশ্যত্ বাবা পাওহারী নামকঃ।
গাজীপুর প্রদেশস্থ মহাযোগী তদাবদত্॥ ৮৯

ভগবদবতারোঽয়ং গুণাস্বাস্য মহত্তরাঃ।
অস্য ভর্ত্সনা বাক্যঞ্চ সর্ব্বদা মে সুখায়তে॥ ৯০
দারিদ্র্য পীড়িতা লোকাঃ পরদুঃখেন কাতরাঃ।
ভবন্তীতি ন্যায়বশান্নরেন্দ্রো যদি পশ্যতি॥ ৯১

"It is due to the earnest efforts of Narendra that my manifestation will receive wide publicity

in the world. So I have bestowed upon him the divine power which will enable him to win over the world. If Narendra had no poverty he could open up a new horizon in the religious world. He has however been attracted by the Goddess to serve my purpose. He is ignorant of his own unlimited power." It was also said by Powhari Baba, a yogi living at Gajipur that Narendra was gifted with divine power, and that his chidings were pleasing. Like those who were born and brought up through poverty, Narendra would take pity on the misery of others. 85 to 91

**বঙ্গানুবাদ :—**

এই দেবতুল্য নরেন্দ্রেরই একমাত্র চেষ্টায় এই পৃথিবীতে আমার পূর্ণাবতারের প্রকাশ প্রচারিত হইবে। ৮৫

এই জন্য আমিও নরেন্দ্রকে দৈবী মহাশক্তি দিয়াছি। যে শক্তিতে নরেন্দ্র পৃথিবী জয়ী হইবে। ৮৬

যদি এই নরেন্দ্র পেট ভোরে খাইতে পাইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে একটি নূতন মত স্থাপন করিতে পারিত। কেবলমাত্র আমার কার্য্যের জন্যই নরেন মহামায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াই অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছে না। এবং নিজের শক্তি যে কত বড় তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ৮৭।৮৮

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অঃ

পাওহারী বাবা নামে গাজীপুর নিবাসী মহাযোগী যে সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন এই নরেন্দ্র ভগবানের অবতার ইহার গুণ অতি বড়। এবং এই নরেনের ভর্ৎসনা বাক্যও আমায় সুখ দান করে। ৮৯।৯০

দারিদ্রপালিত লোক সকল প্রায় পরদুঃখে কাতর হয়। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি থাকায় নরেন্দ্র যদি নিজের লোকই হউক বা অপর লোকই হোক তাহাদের দুঃখ দেখিলেই নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিতেন। ৯১

আতুরং স্বং পরং বাসৌ ক্রন্দনং কুরুতে ধ্রুবং।
তদ্দুঃখ মোচনার্থায় চকারারাধনং হরিঃ॥ ৫২

অলৌকিকো গুরৌর্ভক্তি রীদৃগ্ দৃষ্টো ন কেনচিৎ।
যদারত স্তপস্যায়াং শ্রীনরেন্দ্রো হিমালয়ে॥ ৫৩

গঙ্গাধরস্য পীড়াভিরত্যন্তং দুঃখিতোঽভবৎ।
যেন তদ্বৈরাগ্যভাবঃ সুদূরং গতবাংস্তদা॥ ৫৪

পরন্তু তং সমুদ্দিশ্য তেনোক্তং সুমহাত্মনা।
যদ্যহং জীবনং দত্ত্বা গুরুভ্রাতুর্হি কস্যচিৎ॥ ৫৫

কেশস্য রক্ষণে শক্তো ভবামি তেন মে ধ্রুবং।
কোটি জন্ম তপস্যায়াঃ ফলমেব ভবিষ্যতি॥ ৫৬

তপসঃ কণ্টকায়ূয়ং যতো মে স্নেহভাগিনঃ।
স্থাস্যামি যদ্যহং সার্দ্ধং গুরুভ্রাতৃগণৈরহো॥ ৫৭

এবমুক্ত্বা ততোঽস্মাকং মায়াং সংছিদ্য সাধকঃ।
স্বীকৃতয় বৃত্তিমাকাশং পদব্রজেন কেবলং॥ ৫৮

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ অ:

He would pray to God to remove miseries of the suffering people, known or unknown, whom he happened to come across. His devotion to his preceptor was also unparalalled. When Narendra was doing panance in the Himalayas, he became so sorry at the news of illness of Gangadhar that he ceased to do his penance and sent this message to him, "If I am able to save a bit of his hair at the cost of my life, I shall deem that I have got the fruit of my accumulated merit acquired in millions of my previous births." Afterwards he said, "Love and affection are hindrances to penance. If I keep company with my fellow brothers and become moved by their worries, I shall have to give up my penance." So saying he went away all alone on a tour throughout India. 92 98

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সকল দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৯২

নরেন্দ্রের মত এরূপ গুরুভক্তি কেহ কোথাও দেখেন নাই। যে সময়ে নরেন্দ্র হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ৯৩

সেই সময়ে গুরুভাই গঙ্গাধরের দেহপীড়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত

হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের তপস্যা ও বৈরাগ্য একপ্রকার নষ্ট হইয়াছিল। ৯৪

পরন্তু সেই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে মহাত্মা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন। যদি আমি আমার গুরু ভ্রাতার এক গাছি কেশ রক্ষণেও সমর্থ হই তাহা হইলে আমি নিশ্চয় জানিব যে আমার কোটি জন্মের তপস্যার ফল নিশ্চয় হইল। ৯৫।৯৬

তপস্বী ব্যক্তির স্নেহই তপস্যার কণ্টক স্বরূপ। অতএব আমি যদি গুরু ভ্রাতৃবর্গের সহিত এক সঙ্গে অবস্থান করি এবং তাহাদের দুঃখে কাতর হই। তাহা হইলে আমার তপস্যা হইবে না নরেন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়া আমাদির্গের মায়া কাটাইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র পদব্রজে। ৯৭।৯৮

सम्पूर्णं भारतं वर्षं पर्य्यटामीति संवदन् ।
योगासनादि यत्किञ्चित् सर्व्वं सन्त्यज्य तत्क्षणात् ॥ ९९
अदृश्यतां गतः साधुः केनापि न विलम्बितः ।
तुच्छीकृत्य शीतवात रौद्र वृष्ट्यादिजां व्यथां ॥ १००
अवसन्न शरीरश्चेत प्राप्य देवालयं सुधीः ।
अथवा तरुमूलञ्च निद्रां याति सुखेन सः ॥ १०१
केवलं सम्वलन्तस्य गीतमेकं शुभप्रदं ।
दरद नाजानिके मोरा आपना राम देओयाली ॥ १०२
मूर्त्तिमतो वैराग्यस्य प्रतीकः पावकोपमः ।
शने शनै भगवतो गुरोर्वाणीं प्रचारयन् ॥ १०३
राजपुतनाख्य देशे खेतड़ी नाम पत्तनं ।
प्रविष्टवान् पादचारी सन्नयासी ब्रह्म भावनः ॥ १०४

अन्त्यलीलायां १२श अः

एको नरः समायातः साधुः सुप्रियदर्शनः।
तत्रस्थ भूपतिश्चैवं श्रुत्वाग्रह समन्वितः ॥ १०५

He gave up his holy services and yogic practies and disappeared. He did not care the hardship caused by cold, sun and shower and storm. When he felt himself exhausted, he would take shelter in a temple or under a tree and sleep happily. He had only one thing to depend upon. It was a song. Being free from all earthly attractions he went on his journey preaching the message of his preceptor. By and by he reached the town of Khetri in Rajputana. When the king of that place heard that a Sadhu of a very charming appearance had come there, he welcomed Narendra with great respect to his own palace.

99 to 105

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন বা পরিভ্রমণ করিব এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যোগাসনাদি যাবদীয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু নরেন্দ্র অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাহা কেহই জানিতে পারিয়াছিলেন না। ৯৯

অত্যন্ত শীত ঝঞ্ঝাবাত প্রখর রৌদ্র ও অতি বৃষ্টি জন্য দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া আনন্দ মনে যখন শরীরের ক্লান্তিবশতঃ আর চলিতে

না পারিতেন তখন কোনও দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতেন। ১০০।১০১

নরেণের কেবলমাত্র সম্বল ছিল একটি গান সেই গানটি এই "দরদ না জানে কৌই মীরা আপনা রাম দেওয়ালী।" দেওয়ালী শব্দের অর্থ প্রদীপসমূহ। কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তিমান বৈরাগ্যের আধার অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান দেহ নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণ দেবের বাণী প্রচার করিতে করিতে। ১০২।১০৩

পদচারী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী রাজপুতনা প্রদেশের ক্ষেতড়ী নামক রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১০৪

ক্ষেতড়ীর রাজা একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহসহকারে। ১০৫

सादरं तं समानीय स्वप्रासादेन्यवेशयत्।
सन्तोषाय तस्य साधोः प्रसिद्ध गायिकाद्वयं ॥ १०६
आनाययामास राजा बहु सभ्य समन्वितः।
वैराग्यदीप्त सन्न्यासी गीतं वाराङ्गना मुखात् ॥ १०७
श्रवणेच्छा विहीनोऽपि श्रुतवान् राजगौरवात्।
भावार्थन्तस्य गानस्य संक्षेपेनोच्यते मया ॥ १०८
पितुर्वाक्यं परित्यज्य यः पुत्रः स्वैरमाचरेत्।
गर्हित स्त्रिषु लोकेषु पापी भवति निश्चितम् ॥ १०९
किन्तु नासीत्तथा भक्त प्रह्लादस्य महात्मनः।
यदर्थमवतीर्णोऽसौ वैकुण्ठात् परमेश्वरः ॥ ११०
श्रीनृसिंह तनुं धृत्वा हिरण्यकशिपुं हरिः।
जघान नखराघातैः किमाश्चर्य्यं मतःपरं ॥ ११

अन्त्यलीलायां १२श अ:

शिव ब्रह्मेन्द्रवरुण वायु चन्द्र यमादिभिः ।
कैरपि श्रीभगवतो भावोबोद्धुं न शक्यते ॥ ११२

To entertain the Sadhu, the King arranged for music by two women. In spite of his unwillingness he had to be present during the performance. The purport of the song was briefly this, "It is true that the son who disobeys his father becomes impious and hated by all. But the great devotee, Pralhad, was an exception. For his sake Lord Vishnu came down from His own abode in the shape of a lion in the upper half and a man in the lower half, and killed Hiranyakasipoo, the father of Pralhad by his nails. It was a wonderful miracle. The ways of God are unknown even to Shiva, Bramha, Barun, Bayu, the Moon, Yama and other gods. 106 to 112

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই সন্ন্যাসীকে সমাদর পূর্ব্বক সসম্মানে নিজ গৃহে আনিয়া রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। এবং বহুতর সভাসদ্‌গণের সহিত একত্রিত হইয়া সাধুর সন্তোষ সম্পাদনের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গায়িকা স্ত্রীলোককে রাজসভায় আনয়ন করাইয়াছিলেন। ১০৬

সেই বৈরাগ্যদীপ্ত সাধুর বারাঙ্গনাদিগের গান শুনিবার ইচ্ছা না

থাকিলেও রাজার অনুরোধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে গান করিয়াছিল তাহার ভাবার্থটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ১০৭।১০৮

যে পুত্র পিতার আদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে সে পাপী হয়। এবং সকলের নিকটে নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য। ১০৯

কিন্তু মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের তাহা হইয়াছিল না! পরন্তু পিতার অপ্রিয় সেই প্রহ্লাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ১১০।১১১

শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাসকলও শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ১১২

समदर्शी यतस्त्वं वै पापं नो वहु विस्तृतं ।
चन्तव्यं पश्य भो साधो सज्जनस्य समानतां ॥ ११३
स्पर्शमनेः स्पर्शहेतोः पूज्य यो लौहविग्रहः ।
घातकस्यास्त्ररूपेण यो लौहो विद्यते करे ॥ ११४
तावुभौ स्वर्णतां यातौ न भेदो दृश्यते तयोः ।
तथाद्य पापमुक्ताःस्मो भवतो दर्शनादयं ॥ ११५

श्रुत्वा तत्र गायिकानां गानार्थं लज्जितोऽभवं ।
यथा जलौकसामास्ये क्षारस्य पतनाद्भवेत् ॥ ११६

न कस्यापि समीपेऽहं कदापि नतकन्धरं ।
भवामि नारीमध्ये मे प्रथमोऽयं पराभवः ॥ ११७

अन्त्यलीलायां १२श अ:

प्रेतयोनिः किन्नरस्य गन्धर्व्वस्याथवा तथा ।
इन्द्र चन्द्र यमादीनां देवतानाञ्च दर्शनं ॥ ११८
किमपि न तस्य चित्रं यस्यात्म दर्शनं भवेत् ।
हिमालय पर्य्यटने बह्वाश्चर्य्यं ददर्श सः ॥ ११९

"Oh Sadhu, with you all are equal. We are all sinners. You should forgive us. The magic touch-stone does not differentiate between the good iron of which a holy image is made, and the bad iron of which a sword is made ; and makes iron of any kind and any shape gold. We are blessed by your holy presence." Narendra was extremely ashamed to hear the women's songs. He never bowed down his head to any body except his preceptor. On this occasion he felt himself humiliated by these women singers. It is no wonder that he who had acquired divine wisdom would see the gods like Indra and others. Narendra also came across many wonders in the Himalayas. 113 to 119

বঙ্গানুবাদ :—

হে সাধু তুমি সমদর্শী আমরা মহাপাপী অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ১১৩

দেখুন যাঁহারা সজ্জন হন্ তাঁহারা পাপীকেও যেমন দেখেন পুণ্যবান-

কেও তদ্রূপই দেখেন। স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে যেমন স্বর্ণে পরিনত করে এবং ঘাতকের অস্ত্ররূপে যে লৌহ ঘাতকের করে থাকে তাহাকেও স্বর্ণ করে অর্থাৎ ভালই হউক আর মন্দই হউক স্পর্শমণি উভয়কেই স্বর্ণে পরিণত করেন। স্পার্শমণি কাহারও ভেদ দর্শন করেন না। সেইরূপ আপনার দর্শনে আজ আমরা নিশ্চয় পাপমুক্ত হইলাম। ১১৪ ১১৫

সেই রাজভবনে গায়িকাগণের গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম। জোঁক নামক জন্তুর মুখে লবণ দিলে যেরূপ হয় আমি সেইরূপ হইয়াছিলাম। ১১৬

আমি শ্রীগুরু ভিন্ন কাহারও নিকটে কখন মস্তক নত করি নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট আমার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। ১১৭

যাঁহার আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে প্রেতযোনি গন্ধর্ব্ব কিন্নর অথবা ইন্দ্র চন্দ্র যমাদি দেবতার দর্শন কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হিমালয়ে আমি বহু আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম। ১১৮।১১৯

একদা তদ্‌ গুরুস্তাতু রোগারোগ্যেচ্ছয়া সুধীঃ।
চকার প্রার্থনাং মাতুঃ কালিকায়াঃ সমীপতঃ ॥ ১২০
তন্নাবিমূর্য সা কালী প্রোবাচ তং সুযোগিনং।
অচিরং পুরয়িষ্যামি ভোঃ পুত্র তব যাচিতং ॥ ১২১
শ্রুত্বাপ্যেবং বচো দেব্যা নরেন্দ্রোঽপ্যবদত্তদা।
কন্যৈকা কৃষ্ণবর্ণায়ং মাং প্রলোভ্য জগাম সা ॥ ১২২
তথা দৈবস্বতি পথে যদা পর্য্যটনে রতঃ।
প্রেতযুগ্মস্য সংপশ্যন্ দুর্দ্দশামতিদারুণাং ॥ ১২৩

दयार्द्र हृदयः साधुः प्रार्थनामकरोत्तदा ।
यदि जप्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः ॥ १२४
तत् फलेण तयोः सर्व्वपापनाशादनन्तरं ।
प्रेतभावं गतवतोर्भूयात् स्वर्गोह्यनुत्तमः ॥ १२५
एवमुक्ते तदातस्मिन् श्रीनरेन्द्रे महात्मनि ।
प्राप्य दिव्यवपुस्तौ द्वौ नरेन्द्रस्य जयध्वनिं ॥ १२६

Once Narendra prayed to the Goddess Kali for recovery of his ailing fellow brother. The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. At once the ghosts were purged of their sins and left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায় মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া [illegible] তোমার প্রার্থনা [illegible] বলিয়াছিলেন। [illegible] পুত্র নরেন্দ্র [illegible] শীঘ্রই পূরণ করিব। ১২১

এইরূপ ভাবে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণা একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকট এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্ব্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩।১২৪।১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনপুনর্ব্বার নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

भूयोभूयः प्रकुर्व्वन्तौ दिव्यलोकं गतौ मुदा।
एवमलौकिकं कृत्यमकरोत् स नरोत्तमः॥ १२७
स्वस्य पूर्व्वं तपस्यायाः स्थानं दृष्ट्वा भवेद्द यदि।
यावज्जीवं समाधिस्थः कथं तर्हि भविष्यति॥ १२८
श्रीरामकृष्ण चरित वेदभाष्यं सुनिर्म्मलं।
विचिन्त्यैवं महामाया तस्य नरोत्तमस्य वै॥ १२९
विशालागमने विघ्नं जनयामास कालिका।
तेन साधुः पुनः प्रायाद्धृषीकेशं महामतिः॥ १३०
अत्र स्थितो योगयुतो योगी नियत मानसः।
योगिनां दुर्लभं योगं निर्विकल्प समाधिजं॥ १३१
चिरकांक्षित योगन्तं लब्धानन्द परिप्लुतः।
देहात्म बुद्धिं विस्मृत्य तस्थौ स्थानुरिवाचलः॥ १३२

अन्त्यलीलायां १२श अः

दयार्द्र हृदयः साधुः प्रार्थनामकरोत्तदा ।
यदि जप्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः ॥ १२४
तत् फलेन तयोः सर्व्वपापनाशादनन्तरं ।
प्रेतभावं गतवतोर्भूयात् स्वर्गोह्यनुत्तमः ॥ १२५
एवमुक्ते तदातस्मिन् श्रीनरेन्द्रे महात्मनि ।
प्राप्य दिव्यवपुस्तौ द्वौ नरेन्द्रस्य जयध्वनिं ॥ १२६

Once Narendra prayed to the Goddess Kali for recovery of his ailing fellow brother. The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. At once the ghosts were purged of their sins and left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায় মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে পুত্র নরেন্দ্র তোমার প্রার্থনা আমি শীঘ্রই পূরণ করিব। ১২১

এইরূপ ভাবে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণা একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকট এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্ব্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩।১২৪।১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনপুনর্ব্বার নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

ভূয়োভূয়ঃ প্রকুর্ব্বন্তৌ দিব্যলোকং গতৌ মুদা।
এবমলৌকিকং কৃত্যমকরোৎ স নরোত্তমঃ ॥ ১২৭
স্বস্য পূর্ব্বং তপস্যায়াঃ স্থানং দৃষ্ট্বা ভবেদ্ যদি।
যাবজ্জীবং সমাধিস্থঃ কথং তর্হি ভবিষ্যতি ॥ ১২৮
শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত বেদভাষ্যং সুনির্ম্মলং।
বিচিন্ত্যৈবং মহামায়া তস্য নরোত্তমস্য বৈ ॥ ১২৯
হিমালয়গমনে বিঘ্নং জনয়ামাস কালিকা।
তেন সাধুঃ পুনঃ প্রায়াদ্ধৃষীকেশং মহামতিঃ ॥ ১৩০
অত্র স্থিতো যোগযুতো যোগী নিয়ত মানসঃ।
যোগিনাং দুর্লভং যোগং নির্ব্বিকল্প সমাধিজং ॥ ১৩১
চিরকাঙ্ক্ষিত যোগন্তং লব্ধানন্দ পরিপ্লুতঃ।
দেহাত্ম বুদ্ধিং বিস্মৃত্য তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ১৩২

ন স্পন্দনং প্রাণনাড্যা স্তথা নাসা নিলস্য চ।
গতাসুমিব তং দৃষ্ট্বা নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ১৩৩

Thus Narendra performed many miracles. Who was there to expound the teachings of Sri Sri Ramakrisna if Narendra lost himself in trance on his visiting the former place of his penance ? Cosidering this, the Goddess Jagadamba obstructed his access to Badarikashrama. Narendra had to come back to Hrishikesh. He fell into a trance in which his body lost all signs of life.

127 to 133

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বহুতর অলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি নরেন্দ্র নিজের পূর্ব্ব তপস্যার স্থান দর্শন করিয়া সমগ্র জীবনের মত সমাধিগ্রস্ত হন তাহা হইলে শ্রীগুরু ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন চরিত্র বেদের ভাষ্য অর্থাৎ ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য সুনির্ম্মলভাবে রচনা কে করিবে। মহামায়া জগদম্বা কালিকা এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই নরোত্তম নরেন্দ্রের বদরিকাশ্রমে গমনে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ১২৭।১২৮।১২৯

হনুমান চটী পর্য্যন্ত যাইয়া সেই স্থানে আনন্দিত হইয়া প্রায় ভগবান বদ্রীনারায়ণের নিকটস্থ হইয়া সেই স্থান হইতে পুনর্ব্বার হৃষীকেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৩০

যোগী নরেন্দ্র সেই হৃষীকেশ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক মনকে সংযত করতঃ যোগযুক্ত যোগীগণের চিরকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ যোগ যে যোগে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় সেই যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দে নিমগ্ন হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহ যে একটি ভালবাসার বস্তু ইহা ভুলিয়া গিয়া শাখা পত্র বিহীন বৃক্ষের মত অচল অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিলেন। ১২১।১২২

তখন নাসারন্ধ্রে বায়ু ছিল না এবং প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন ছিল না। সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে একটি মৃত দেহের মত দেখিয়া। ১২৩

विह्वलिता वयं सर्व्वे ह्यभूम स्तस्य चिन्तया।
परेऽह्नि व्युत्थितोभुत्वा वददेवं मुदायुतः॥ १२४
समाधे र्निर्व्विकल्पस्य रसास्वादः सुधोपमः।
श्रीगुरोरुपदेशेन वारमेकं कृतो मया॥ १२५
कृतास्वादो द्वितीयोऽस्य गुरोरन्तर्हितेऽपि च।
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जीवनं मम॥ ১२६

गुरोर्वचः सत्यमसत्य मन्य
दुच्चै र्वदन्नित्यमनन्य चित्तः।
प्रचारायन् सत्त इवा महात्मा
वाणीं गुरो र्गायति यत्र तत्र॥ १२७
एवं भ्रमन् भारतवर्ष भूमौ
कालेन तद्देशमवाप साधुः।
यत्राम्बिकाया स्तपसा विशुद्धं
कुमारिका क्षेत्रमतीव पुण्यं॥ १२८

অন্ত্যলীলায়াং ১২শ স্কঃ

His condition made us all very uncertain about his being alive. Next day he regained his senses and said. "The divine joy which I have experienced in the trance for the second time has made my life blessed." He also said that the words uttered by his preceptor were the truth and every other thing was false. There after he roamed about like a mad man and preached the Message of his preceptor. He travelled on and on and at last reached Cape Kumarika. 134 to 138

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা সকলে সেই নরেন্দ্রের চিন্তায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। তৎপরে দিবারাত্র অতীত হইলে পরদিনে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত আনন্দের সহিত এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৩৪

নির্ব্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ অমৃততুল্য। শ্রীগুরু ভগবানের উপদেশানুসারে পূর্ব্বে একবার নির্ব্বিকল্প সমাধির রসাস্বাদ করিয়াছিলাম। ১৩৫

শ্রীগুরু ভগবান ঠাকুরের লীলা অপ্রকটের পর এই নির্ব্বিকল্প সমাধির রস দ্বিতীয়বার আস্বাদন করিলাম। আমি ধন্য হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম আমার জীবন সফল হইল। ১৩৬

গুরু বাক্যই সত্য তাছাড়া সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে একান্ত মনে বলিতে বলিতে দেব বিগ্রহ নরেন্দ্র পাগলের মত শ্রীভগবান্ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত প্রচার করিতে করিতে যেখানে

সেখানে অর্থাৎ স্থান অস্থান কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র গান করিতেন বা বলিতেন। ১৩৭

এইরূপভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যে স্থানে মা ভগবতী দুর্গা অম্বিকার তপস্যা দ্বারা অতি নির্ম্মল বিশুদ্ধ কুমারিকা নামক ক্ষেত্র আছে। ১৩৮

तस्मिन्नदर्शीति गभीरसिन्धो
स्तरङ्ग भङ्गायित तीरभूमिं।
यूनोर्यथा नूतन दारकृत्ये
प्रमत्त भावान्मृदितां वराङ्गनाम्॥ १३८

अत्रोऽत्र देवाः प्रचरन्ति नित्यं
सन्त्यत्र नारायण वासभूमिः।
सन्त्यत्र भक्ता वहवः सुसिद्धा
नारायण ब्रह्म च विद्यतेऽत्र॥ १४०

सवै तदा दक्षिण भारतस्य
दण्डायमानो जलधिः सुतीरे।
अनन्त दुर्द्दान्त तरङ्ग दृष्टे
रानन्द सिन्धावतिमज्जितोऽभूत्॥ १४१

Narendra saw the solemn sea and also watched the waves breaking on the shore. The sea troubled the coast like a newly married bridegroom teasing his bride. Here gods always negotiate. Here is also the abode of lord Nara-

yana, with many of His blessed devotees. Narendra was overwhelmed with joy at the sight of the surging waves of unlimited sea. 139 to 141.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে নরেন্দ্র অতি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ তীর ভূমি দেখিয়াছিলেন। যেরূপ যুবা পুরুষেরা নূতন বিবাহের পর প্রমত্ত ভাব বশতঃ যুবতী পত্নীকে পীড়িত করেন, সেইরূপ সমুদ্র তীর ভূমিকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ১৩৯

এমন কি এই কুমারিকা ক্ষেত্রে দেবতাগণ নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং এই স্থানে ভগবান নারায়ণের বাসভূমি বিদ্যমান আছে। এবং সুসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বয়ং ভগবান ও ব্রহ্মা সর্ব্বদা বিরাজিত হন। ১৪০

সেই সময়ে জীবন্মুক্ত নরেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের অসংখ্য দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ১৪১

भाव स्तदा तस्य हृद स्तथाभूत
येनास्थिर स्तज्जलधौ नरेन्द्रः ।
अचिन्तयित्वा स्वतनो र्विपत्ति
झम्पं ददौ हृसतरङ्गपूर्णे ॥ १४२
तीर स्थिताः सर्व्वजनाः सुभीता
अप्यस्य भावेन विभावितस्य ।
चित्तस्य चाञ्चल्यमहो न जातं
शङ्का न जाता जलमज्जनाच्च ॥ १४३

वाहु प्लवैर्नैव सुतर्त्तु मिच्छन्
समुद्र मध्ये गतवान् महात्मा ।
तत्र प्रवालस्य गिरि' विलोक्य
क्रमेन तत्रोपविवेश साधु: ॥ १४४

At that time the convulsion of mind of Narendranath was so great that he jumped into the water of the roaring sea without caring his own safety. Those who were present on the spot were struck with awe. Narendranath, however, had nothing to be afraid of and swam far off from the shore with an idea to cross the sea. He reached a coral rock in the sea and sat on it. 142 to 144.

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এবং সেই সময়ে সেই নরেন্দ্রের একটি অপূর্ব্ব মনোভাব উদিত হইয়াছিল। যদ্দারা নরেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া নিজ শরীরের বিপদ বিষয়ের চিন্তা না করিয়া সেই সমুদ্র জলের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। ১৪২

তখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত লোকসকল নরেন্দ্রের সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও স্বাত্মভাবে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে প্রেমবান নরেন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চল্য বা গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কাও হইয়াছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৪৩

মহাত্মা নরেন্দ্র তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে আমার এই দুটি

বাহু দ্বারাই সমুদ্র পার হইয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া সাঁতার দিতে দিতে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে প্রবালের (পলার) পর্ব্বত পরিদর্শন করিয়া ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১৪৪

ये साधकाः सन्ति कुमारिकायां
वदन्ति चैवं जगदम्बिका सा।
शैव व्रतस्तत्र चकार देवी
कुमारिका मूर्त्ति परिग्रहेन ॥ १४५
योगासने योगायुतः स तत्र
द्वीपे प्रवालस्य घटीत्रयं हि
मन्ये कृपां प्राप्य गुरोस्तदानीं
तस्थौ महानन्दमना महात्मा। १४६
ज्ञात्वा तदा तस्य महा विपत्तिं
कैवर्तमुख्यः पुरुषं महान्तं।
सहावधानं प्लव मध्यभांशि
तं स्थापयित्वा तटमानिनाय ॥ १४७

It was said by the hermits who resided there that Goddess Durga in the shape of that rock was performing penance to have Shiva as her consort. Narendra stayed there in his divine mood for three hours in great joy and felt himself blessed by his preceptor. The fishermen considered that the life of Narendra was in danger

and so they hastened to rescue him, He was brought back to the shore in a boat, 145 to 147

বঙ্গানুবাদ ঃ—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে যে সকল সিদ্ধ সাধকগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা বলেন যে মা দুর্গা এই সমুদ্র মধ্যে প্রবাল গিরিতে কুমারী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শৈব ব্রতের অর্থাৎ পতিরূপে শিবকে পাইবার জন্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেম। ১৪৫

তৎপরে সেই নরেন্দ্র প্রবালের দ্বীপে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে শ্রীগুরু ঠাকুরের কৃপা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪৬

সেই সময়ে প্রধান নৌকাচালক বা সর্দ্দার মাঝী নরেন্দ্রের ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করিয়া সেই মহাপুরুষ নরেন্দ্রকে খুব সাবধানের সহিত নৌকার মধ্যদেশে বসাইয়া ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते पारमहंस्यां संहितायां नरावतार श्रीनरेन्द्रस्याविर्भाव समये स्वर्ग पतित ज्योतिषैवास्य सम्भव इति ठाकुर सिद्धान्तः। पाओहारी बाबा नामक साधुरपि भगवदवतारोऽयमिति निर्द्धारितवान्। गभर्णमेण्ट शिक्षा विभागीय सर्व्वोच्च पद भूषित श्रीभूदेव मुखोपाध्याय देवशर्म्मणा पण्डित वर्य्येन काशीक्षेत्रे नरेन्द्राय भारतरत्न इत्युपाधिः प्रदत्तः। केशव सेनादि समागमः। हृषीकेश क्षेत्रे निर्विकल्प समाधिः पदव्रजेन भारतवर्षं पर्य्यटनं। बैवस्वतदिशि युग्म प्रेतोद्धारणं। कुमारिका क्षेत्रे समुद्र मध्ये तपश्चरणं। पुनस्तीरप्राप्तिरूपोऽन्त्यलीलाया द्वादशोऽध्याय.। अः १२ अः ३

अन्त्यलीलायां १२श अः

Here ends the twelveth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ॥ ১২ অঃ অন্ত্যঃ ॥

**বঙ্গানুবাদ :—**

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে নরাবতার নরেন্দ্রের জন্ম সময়ে স্বর্গ হতে পতিত জ্যোতি দ্বারাই নরেন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়টি ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাওহারী বাবা নরেন্দ্রকে ভগবদবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া "ভারতরত্ন" উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য কেশব সেন মহাশয় নরেনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বহুতর প্রশংসা করেন। হৃষীকেশ তীর্থে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রেতকে উদ্ধার করেন বা প্রেত দুইটি আনন্দে স্বর্গ গমন করেন। কন্যাকুমারী তীর্থে সমুদ্র মধ্যে প্রবাল পর্ব্বতের উপরিভাগে তপস্যা আচরণাদি এই অন্ত্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইল। অঃ ১২॥

**ग्रन्थान्ते ग्रन्थप्रतिपाद्य देवतायाः स्तुत्यध्यायः**

स्वर्गद्वार कवाटपाटनपटौ वर्षे यदा भारते
नाना तर्क कुतर्क युक्ति बहुले पाश्चात्य भावान्विते ।
भक्तिज्ञान विहीन नास्तिक नय ग्रस्ते समग्रे जने
कालेऽस्मिन् कठिने भयङ्कर दिने प्रायेन लुप्ते वृषे ॥ १

स्तुत्यध्यायः

आर्य्यैः पूजित पुण्य वेदविहिते धर्म्मे गते ध्वंसनं
धर्म्मग्लानि विमोचनाय भगवान् श्रीरामकृष्णः स्वयं ।
नाना वैदिक तान्त्रिकादि हित कृन्मार्गै सुसिद्धिं गतो
जातो ब्रह्मकुले सनातन वपुर्ब्रह्मण्य देवो हरिः ॥ २

यत् कीर्त्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं ।
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै वरेण्याय नमोनमः सदा ॥ ३

It was in the dreadful era when the people of India, who had the power to open the gateway to the Heaven, were, indulging in perverted reasonings under the influence of western civilisation and culture and being wildly initiated with the subversive logic of the atheists who were void of devotion and wisdom, and when the traditional religious rites based on the holy Vedas were fast losing ground that Lord Ramakrishna manifested Himself to revive the glory of religion through the Vedic and Tantric rites and was born in the bramhin family. I bow down with all devotion and obeisance to him by singing whose holy names, by recalling whom in our mind, by beholding whom with our eyes, by worshipping whom, by listening to whose

## স্তুত্যধ্যায়ঃ

sayings and by paying homage to whom we become purged of our sins instantly. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ ঃ—

গ্রন্থ শেষে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তুতিবিষয় কিছু বলা হইতেছে।

আনন্দময় ধামের রুদ্ধদ্বারোদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণ সমর্থ এই ভারতবর্ষে যে সময়ে সকল লোক বহুতর কুতর্ক যুক্তি বাহুল্যে পাশ্চাত্য ভাবে বিভাবিত জ্ঞান ভক্তি শূন্য নাস্তিক বুদ্ধিতে মোহিত এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রায় নষ্ট হইলে। ১

সনাতন ধর্ম্মযাজকগণের অনুষ্ঠিত বৈদিক কার্য্য একপ্রকার ধ্বংসোন্মুখ হইলে সেই সকল দুষ্ট ধর্মভাব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি হিতকারী সাধনমার্গে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দময় দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

যে ভগবানের নাম কীর্ত্তন যাঁহার স্বরূপের চিন্তন যাঁহার দর্শন যাঁহার বন্দন শ্রবণ ও পূজা সমগ্র নরনারীর তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপ দূরীভূত করে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ৩

যদি নিত্য সুখে বাঞ্ছা যদি বাঞ্ছা ভবক্ষয়ে।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামৈব বদ নহি সমন্তিকং ॥ ৪
সম্পৎসু স্বজনাঃসর্ব্বে বিপৎসু বিমুখাঃ সদা।
সম্পদাপৎসু মিত্রং স্যা দ্রামকৃষ্ণঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৫
দারাপত্য সুহৃৎ প্রাণ দেহ গেহ সমন্বিতম্।
সর্ব্বং বিনাশি সত্যো হি রামকৃষ্ণো ন চা পরঃ ॥ ৬

स्तुत्यध्यायः

योगयाग तपः श्राद्ध स्नानदानादि कर्म्मणां ।
सर्व्वेषां फलमाप्नोति रामकृष्णेति भाषणात् ॥ ७
न पण्डितः पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवः ।
रसनायां न यस्यास्ति रामकृष्णेति नामकम् ॥ ८
प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्व्वे धनजनादयः ।
जीवने मरणे सङ्गी रामकृष्णो भवेद्ध्रुवम् ॥ ९

If you like to be blessed with eternal happiness, or have a desire to get yourselves free from all worldly ties, you should chant the holy name of Sri Ramakrishna with devotion. All present themselves as your friends in the days of your prosperity but they keep themselves aloof from you in the days of adversity. Sri Ramakirshna, however, is sure to remain as your friend for all times. Your wife, children, friends, dwelling house and even your life in your mortal frame are all transitory and evanescent. Nothing but Shri Ramakrishna is eternal. Only by uttering the name of Shri Ramakrishna we can have all the divine merits which are aquired through penance, sacrifice, ceremonial rites, holy bath and religious gifts. The scholar is not a scholar, the man is a not man if they do not chant the holy

স্তুত্যধ্যায়ঃ

name of Shri Ramakrishna. All our wealth and relatives do not follow us after our death. On the other hand Ramakrishna keep company with us both in this life and in the life after death. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ওহে ভাই যদি সর্বদা সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি সংসার দুঃখ দূরীভূত করিতে চাও তবে তুমি ভক্তিপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম কর। ৪

দেখ তোমার যখন সুখের সময় হয় তখন বহু আত্মীয় স্বজন তোমার নিকটে আসে আর যখন বিপদের সময় হয় তখন কেহ আসে না কিন্তু সম্পদে এবং বিপদে সর্বদা পরম বন্ধু একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৫

পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব দেহ গেহ এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সত্য বা তোমার যথার্থ অবলম্বন আর অন্য কেহই নয়। ৬

যোগ যাগ তপস্যা শ্রাদ্ধ তীর্থস্নান বা দানাদি সর্ব্ব কার্য্যের ফল একমাত্র রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে। ৭

সে মনুষ্য মনুষ্য নয় সে পণ্ডিত পণ্ডিত নয় যাঁহার জিহ্বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ না করে। মৃত্যুর পর তোমার ধন বা পুত্র পৌত্রাদি কেহই সঙ্গে যাইবে না কিন্তু যদি ভগবান রামকৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তিনি জীবনেও তোমার সঙ্গী এবং মৃত্যুর পরও সঙ্গী হইবেন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তোমার সঙ্গী হইয়া দেব লোকে স্থান দিবেন ইহা ধ্রুব নিশ্চিত। ৯

स्तुत्यध्यायः

क्षुधार्त्ते परमान्नं हि तृष्णार्त्ते शीतलं जलम् ।
सन्तप्ते कोमलो वायू रामकृष्णेति नामकम् ॥ १०
निःश्वासे नहि विश्वासः कदारुद्धो भविष्यति ।
कीर्त्तनीय मतो बाल्यात् श्रीरामकृष्ण कीर्त्तनम् ॥ ११
नास्ति नास्ति कलौ नास्ति रामकृष्ण विना गतिः ।
तस्माद् यत्नेन जप्तव्यं रामकृष्णेति नामकं ॥ १२
श्रीरामकृष्णाख्यमिदं पुराणं भक्त्या पठेद् यो भवबन्धमुक्त्यै ।
वैराग्य विज्ञान समन्वितो हि स्वान्ते व्रजेद्भागवतं पदन्तत् ॥१३
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्चापि पठेद् यदि ।
सौभाग्यारोग्य सम्पत्ति धनधान्य सुतान्वितः ॥ १४
सर्व्वकाम समृद्धो हि निश्चितमैहिकं सुखं ।
प्राप्य निर्व्वाण मुक्तिञ्च यात्यन्ते परमं पदम् ॥ १५

The name of Shri Ramakrisna is as sweet and refreshing as rice cooked with sugar and milk to a hungry person, cold water to the thirsty, or soft breeze to a man scorched by the hot rays of the sun. As we cannot continue to live as long as we like and we may fail to breathe at any moment, we should sing the holy name of Shri Ramakrishna from our childhood. In this terrible Kali Yuga none but Ramakrishna can save us. So we should chant the holy name of Shri Ramakrishna with all cur devotion. He who reads this holy book on the life of Shri Ramakrishna with devotion to attain salvation, not only

স্তুত্যধ্যায়ঃ

gains divine wisdom but also attains eternal bliss after death. If a Brahmin, a Khsatriya, a Vaisya or even a Sudra reads this holy book. he becomes happy and prosperous in all respects and enjoys health, wealth and all earthly pleasures in this life and the grace of God after death.
10 to 15

বঙ্গানুবাদ ঃ—

তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির উত্তমান্ন ভোজনের মত তৃপ্তি হয় যদি রামকৃষ্ণ নাম করে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শীতল জল পানের তৃপ্তি হয়। প্রখর সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত ব্যক্তির কোমল বায়ু সেবনের মত অনুভব। ১০

আমাদের নিঃশ্বাস কখন যে বন্ধ হইবে তাহা আমরা কেহই জানি না অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ১১

এই ঘোর কলিযুগে জীবসকলের রামকৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য সদ্গতির উপায় আর কিছুই নাই। অতএব যত্নপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম জপ করা কর্ত্তব্য। ১২

এই শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থটি যে ব্যক্তি সংসার বন্ধনের মুক্তির জন্য পাঠ করেন ইহলোকে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানলাভ এবং এবং বৈরাগ্য বিশিষ্ট হইয়া জীবনান্তে ভাগবতদেহ প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি কেহ এই রামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি ধন ধান্য সৌভাগ্য আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইয়া ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হন এবং নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণান্তে পরম পদ লাভ করেন। ১৪।১৫

स्तुत्यध्याय

पादरेणु प्रभावेन साक्षाद्भगवतो ह्यहं।
महाकाव्यमिदं तस्य लिखित्वा पादपद्मयोः ॥ १६
समर्प्यादिश्रमुक्तोऽद्य सानन्दं प्रणिपत्य तं।
तुद् भक्त भक्तवर्गेभ्यो भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ १७
योनि शतसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्।
तेषु तेषु भक्तिरस्तु रामकृष्ण पदाब्जयोः ॥ १८
यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्।
वदन्ति तस्य ते देव मया साधु कृतं प्रभो ॥ १९
सच्चिदानन्दरूपस्य कपस्य परमात्मनः।
यद्वर्नितं मयाप्यत्र क्षन्तव्यं कृपया मम ॥ २०
श्रीरामकृष्णदेवाय सारदावल्लभाय च।
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमोनमः ॥ २१

इति श्रीरामकृष्णस्तुत्याध्यायः। समाप्तश्चायं
श्रीश्रीरामकृष्ण भागवत ग्रन्थ ॥

By the grace of God I have been able to compose this epic poem and finish my task by dedicating my book to His feet. I now gladly bow down to His devotees. I pray that I may have devotion to Sri Ramakrishna in all my innumerable future lives hereafter. Lord Ramakrishna be pleased to forgive me for the wrong I have done by my attempt to describe the glory of the Supreme Being by meditating on whom we are relieved of our ignorance. I bow down to Shri Rama-

স্তুত্যধ্যায়ঃ

krishna, the beloved husband of Sarada, once and again. 16 to 21

বঙ্গানুবাদ ঃ—

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পদধূলির প্রভাবে এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক মহাকাব্যটি লিখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি আমাকে তাঁহার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার জন্য যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আজ আমি সেই আদেশ প্রতিপালনে ধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ ও সেবক গণের সেবক মহারাজ সকলকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছি। ১৬।১৭

এবং আমি অসংখ্য বার যে যে যোনিতে গমন করিব বা জন্মাইব সেই সেই দেহে যেন আমার শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে ভক্তি থাকে। ১৮

যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণ জীবসকলের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে এই কথাটি বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের রূপের বর্ণনা করিয়া অন্যায় করিয়াছি অতএব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবিষয়ে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। ১৯।২০

জগন্মাতা সারদা পতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি পুনঃপুনর্বার নমস্কার করি তৎপরেও নমস্কার করি। ২১

হরি ওঁ তৎ সৎ

### परिशिष्टाध्याय:

एवं श्वेताङ्ग प्रदेशे विषाददैनाभ्यां विह्वलिते नरेन्द्रे प्रभुर्भक्त-
वत्सलो भगवां स्तत्काले तदन्तरे दर्शनं दत्वा प्रोवाच।

प्रदर्श्य स्व स्वरूपं श्रीनरेन्द्राय महात्मने
प्रोवाच, भगवान् साक्षाद्दैन्यं हि फलसाधनं ॥ १
दैन्यैन पीड़ितो यो हि विषादं नाधिगच्छति।
स एव सत्फलं लब्धा शान्तिमेष्यति निश्चितम् ॥ २
नानोपचारै मंङ्गलै रंचितोऽपि मया धुना।
त्वदर्थं त्रिदिनं यावदुपवासः कृतो ध्रुवं ॥ ३
भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय वस्त्रानि विविधान्यपि।
द्रव्यं बहुविधं वत्स प्राप्स्यस्य द्यै वनिश्चितं ॥ ४
मत् प्रसादाच्च वै सर्व्वान् पाश्चात्य पण्डितानपि।
मत् कथामृत संघातैर्जित्वा ख्याति मवाप्स्यसि ॥ ५
स्व स्वरूप नरेन्द्राय भगवान् भक्त भक्तिमान्।
आश्वास्य निर्म्मलं ज्ञानं प्रदायान्तर्हितोऽभवत् ॥ ६

Probably at the behest of Thakur given to Narendra during his penance on the coral rock in the sea and also at the presistent request of the kings of south India to join the Congress of Religion to be held at Chicago in America wtth their financial assistance for the journey. Narendra went to Chicago,

When Narendra found himself in a very

পরিশিষ্টাধ্যায়:

miserable and helpless condition in America, Lord Ramakrishna appeared in his mind's eye and said, "He who is not overcome with dejection even in his destitute condition deserves all success and happiness. I have been fasting for last three days even though I have been offered many palatable things by my devotees. Be assured that you will have to-day itself all palatable things to eat and clothes with other requisites. By my grace and by dint of my divine message you will win over the scholars of theWestern countries and become famous all over the world." Thus Lord Ramakrishna comforted Narendra with his advice and disappeared. 1 to 6.

**বঙ্গানুবাদ ঃ—**

সমুদ্র মধ্যে প্রবালের পর্ব্বতে তপস্যার সময় বোধহয় ঠাকুরের আদেশ পাইয়া

অতঃপর স্বামিজী কুমারিকা ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গ ও ধনীগণের সাহায্যে আমেরিকার ধর্ম্মসভা চিকাগোতে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে চিকাগো যাইয়া তাদৃশ অর্থাভাবে বিমর্শ হইয়া কোন স্থানে কাতর প্রাণে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভক্তবৎসল ভগবান ঠাকুর স্বামিজীর হার্দ্দাকাশে উদিত হইয়া মহাত্মা নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ওহে পুত্র নরেন্দ্র যে ব্যক্তি দুঃখে কাতর না হইয়া কার্য্য

परिशिष्टाध्यायः

সিদ্ধির চেষ্টা করে সেই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া শান্তি পায়, সুখ পায় ইহা ধ্রুব সত্য। ১।২

দেখ আমর বহুতর সেবকবৃন্দ বহুপ্রকার দ্রব্যাদি নিবেদন করিলেও সে সকলের কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া তোমার কষ্টের লাঘবের জন্য আমি তিনদিন উপবাসে আছি। ৩

তুমি আমার আশীর্ব্বাদে ভূরি ভূরি চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যদ্রব্য এবং তোমার গাত্রাবরণাদি বহুবিধ দ্রব্য আজ এখনই পাইবে। ৪

এবং আমার অনুগ্রহে আমার উপদেশামৃতের দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৫

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজেরই অন্যতম মূর্ত্তি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত বাক্যে নির্মল জ্ঞান দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ৬

ततः सास्रुनयनः श्रीनरेन्द्रो गुरुकृपालाभेनापारानन्दसमुद्र-
निमग्नो यदा तिष्ठति तस्मिन्नेव समये नाधिक वयाः काप्येका
श्वेताङ्गिनी समालोक्य भ्राजमानं नरोत्तमं।
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहिता ॥ ৭
अहो रूपमहो सत्वमहो धैर्य्यमहो द्युतिः।
साक्षादेतस्यवपुषि विद्यते चिह्नमैश्वरम् ॥ ৮
दृष्टामिती जसस्तस्य प्रभावं पद्म लोचना।
चिन्तां बहुविधामित्थं कृत्वा सा विदुषी तदा ॥ ৯
तस्य समीपमागत्य स्पृष्टवत्यति यत्नतः।
को भवानिह संप्राप्तः किमर्थं निःस्ववत् स्थितः ॥ ১০

परिशिष्टाध्यायः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः ।
चन्द्रोयद्वत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो बभाषे ॥ ११
उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुहृज्जनो मे ।
आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२
श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सभां यत्र समग्र विश्वात् ।
धर्म्मप्रवक्तं खलु धर्म्मविज्ञाः समागता धर्म्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute ?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ ঃ—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমত সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন ! ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যাশ্চর্য্যময়। এবং এই সাধুর দেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদুষী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনি কে ? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন। এবং কি জন্যই বা কপর্দ্দক-শূন্যের মত অবস্থান করিতেছেন। ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই শ্বেতাঙ্গিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীগুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হয়েন সেইমত শ্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন হে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধন্য

## পরিশিষ্টাধ্যায়:

হইলাম। এই পাশ্চাত্য দেশে আমার একটিও বন্ধু নাই। আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় ভারতবর্ষ হইতে এইস্থানে আসিয়াছি। ১১।১২

এবং আমি শুনিয়াছি এই স্থানের সভ্যমহোদয়গণ একটি মহাসভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে সভায় সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মযাজকগণ নিজ নিজ ধর্মবিষয়ে বলিবার ও পরীক্ষা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। ১৩

अतो दुराशा मम चास्ति चित्ते क्रिञ्चिद्वदिष्यामि गुरोर्बचांसि।
तस्यां सभायां खलु दुर्भगस्य को वा प्रवेशानुमतिं प्रदद्यात् ॥ १४

श्रुत्वा मनोऽभीष्टकथां सुसाधोः कृत्वादरं वै निजगेहमध्ये।
प्रवेश्य तं काङ्क्षित वस्तुदानैः पूजाञ्चकारास्य मनस्विनी सा ॥१५

ऐवमातिथ्य सत्कारानन्तरं शास्त्रसम्मत सदालाप सानैवावगत वती अयमेको भारतीय महामनस्वी सद्धर्म्मयाजक अपरोक्षी कृतेश्वर स्वरूपः अस्य धर्म्मव्याख्या च चमत्कारकारिणी श्रवण मात्रेण सर्व्वेषा मत्यानन्ददायिनी तथाभिनव रूपा च विदित्वैवं नरेन्द्रमुवाच।

सं प्रह्वयामि दृष्ट्वात्वां धर्म्मवक्तारमीप्सितम्।
अर्द्धसञ्जात शस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा ॥ १६

ततः प्रातः समुत्थाय साधोः प्रवेश हेतवे।
महासभायां सम्बद्धं सर्व्वथा चेष्टिता भवत् ॥ १७

स्वकीय बन्धुवर्गेभ्यो विद्वद्भ्योऽज्ञापयन् मुदा।
तुल्येश्वरः साधुवरः सर्व्वविद्या विशारदः ॥ १८

मद् गेहे साम्प्रतं भाति पूर्व्वपुण्य बलेन मे।
नयाद्यं मं सुवक्तारं समगौरव हृदये ॥ १९

परिशिष्टाध्यायः

"I earnestly desire that I should speak something at the message of my preceptor in the Congress of Religion. But I find none who may take pity on me and secure for me the necessary premission to speak in the Congress." On hearing this. the lady took him to her house and entetained him with food, clothes and other requisites. Thereafter in course of discussion with her guest, the lady was convinced that Narendra was a great religious thinker and had attained divine sublimity, and also that the mode of expression of his religious views was wonderfully unique and inspiring. She said, "I have been as much delighted with your speech as the Earth gets delighted by the rains at the time of nourishment of the budding corn." Next morning she tried to secure admission into the Congress for her guest. She informed all her friends and the learned men of her country that a great saint who was a great scholar and religious thinker was staying in her house and was sure to add to the glory of the religious Assembly with his wonderful speech. 14 to 19.

পরিশিষ্টাধ্যায়:

বঙ্গানুবাদাদ:—

অতএব আপনাদের সেই সভায় আমার গুরুর ধর্ম্মমত বিষয়ে কিছু বলিব আমার মনের এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে সেই সভায় প্রবেশের অনুমতিই বা কে দিবে। ১৪

তখন সেই প্রশস্তমনা রমণী উত্তম সাধুর অভিলষিত মনের কথা শুনিয়া সাধুকে নিজ গৃহে সমাদরপূর্ব্বক আনয়ন করাইয়া তাঁহার অভিলষিত বস্ত্র ও পাদুকাদি এমনকি উষ্ণীষ পর্য্যন্ত দান করিয়া সাধুর পূজা করিয়াছিলেন। ১৫

এইরূপে অতিথি সৎকারের পর শাস্ত্রসম্মত সদালাপের দ্বারা জানিয়াছিলেন এই সাধু ভারতবর্ষের সদ্ধর্মযাজক মহামনস্বী বোধহয় ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং ইঁহার ধর্মবক্তৃতা শুনিলেই চমৎকৃত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এবং ইঁহার ধর্মব্যখ্যা নূতনের মত। এইভাবে অবগত হইয়া নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন আপনার মত ধর্মবক্তাকে দর্শন করিয়া ধান্যাদির গর্ভস্থ শস্যাবস্থায় জল পাইলে পৃথিবী যেমত আনন্দিতা হয়েন আমিও আপনার বক্তৃতা শুনিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ১৫

তৎপরে সেই রমণী প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সাধুর মহাসভায় প্রবেশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭

অর্থাৎ হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছিলেন যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ভগবানের সদৃশ একটি সাধু আমার পূর্ব্বের পুণ্যফলে সম্প্রতি আমার গৃহে উদিত হইয়াছেন। আপনাদের সভার গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই

परिशिष्टाध्याय:

উত্তম বক্তা সাধুকে সভামধ্যে বক্তৃতাদানের জন্য গ্রহণ করুন ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। ১৮।১৯

ततो महासभायां वक्तृता प्रारम्भे गुरुप्रणामाद्यनन्तरं पाश्चात्य
सभ्यसमूहान् समुद्दिश्य सानन्द मुक्तवान् स्वामिजी।
भो मम आमेरिकादि वासिनो भ्रातृवर्गा भगिनोवर्गाश्च
एवं सम्बोधन वाक्योच्चारणात् परमेव सभास्थ श्वेताङ्ग सभ्याना-
मन्तरे तड़िदिवानन्द प्रवाह उदितश्चाभूत् परन्तु सर्व्वं श्रोतृवर्गाः
कियत्क्षण मुच्चस्वरेण तं स्वामिजीं समुद्दिश्य साधुवादं
प्रदत्तवन्तः ॥ २०

कामिनीकाञ्चन सेविनां सत्यधर्म्म स्वरूप विज्ञाने मतिर्भूया
त्तदर्थं तत्र सप्ताहकालमध्ये दशपञ्चदश वा वक्तृता अददात्।

प्रत्येक वक्तृतायां स्वगुरोः परमहंस स्य
साधकानां साधनार्थं मतानि यानि सन्ति वै।
तानि सर्व्वानि सत्यानि भवन्तीति मतं मम ॥ २१

अस्यैव गुरुवाक्यस्य प्राधान्यमवलम्ब्य पौराणिकीं वार्त्तामपि।
तत्र संयोज्य तत्रतत्र सभायां गुरुसम्मतमतमेवोक्तवान् ॥ २२
स्वच्छन्दप्रिय श्वेताङ्ग धर्म्मयाजकाः स्थानान्तर गमने वहुतर द्रव्य
जातानि संगृह्य गमन पथि चान्तरान्तरा आहारादि व्यवस्थांचक्रुः।२३

Then, in that great Congress of Religions, after bowing down with profound veneration to his preceptor, Swamiji started his speech with the address, "My brothers and sisters of America." As soon as he uttered these words the

পরিশিষ্টাধ্যায়:

whole house became overwhelmingly animated with joy and resounded the hall with shouts of praise to Swamiji unceasingly for some time. He delivered some ten to fifteen speeches to instill holy thoughts in the worldly-minded people. In all his speeches he preached the message of his preceptor. He said that all the ways of worship and penance as enjoined in the different religions of the world lead to the realisation of Divinity. The holy men of western countries carried things with food and drink with them to avoid any inconvenience on their way to far-off destination.

20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মহাসভায় বক্তৃতাদানের প্রথমে গুরু প্রণামাদি করিয়া সভাপতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দকে উদ্দেশ্যপূর্বক আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। হে আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাইসকল ও ও ভগিনীসকল! এইরূপভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিলে সভাস্থ শ্বেতাঙ্গ সভ্যসকলের হৃদয়মধ্যে বিদ্যুতের মত আনন্দপ্রবাহ উদিত হইয়াছিল। পরন্তু সেই মহাসভার সমস্ত শ্রোতৃবর্গ কিছুক্ষণ স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

২০

স্ত্রীলোক এবং ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য আত্মোৎসর্গকারী জনগণের

## পরিশিষ্টাধ্যায়:

সত্য ধর্মের স্বরূপজ্ঞানে মতি হউক এইরূপ মনে করিয়া স্বামিজী সকল ব্যক্তির জন্য সেই স্থানে সপ্তাহকালের মধ্যে দশ পনরটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০

স্বামিজীর প্রতি বক্তৃতায় ঠাকুরের উক্তির অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন পৃথিবীতে সাধকসকলের সাধনার জন্য যেসকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেই সকল মতই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পথস্বরূপ ইহাই আমার মত। ২১

এইরূপ গুরুবাক্যের মতানুসারে তাহার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যোগ করিয়া সেই সেই সভায় ঠাকুরের সম্মত মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২২

যাহাতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে না হয় এইরূপ শ্বেতাঙ্গ ধর্ম-যাজক সকল অন্যত্র যাইবার সময় নানাপ্রকার দ্রব্যসকল লইয়া যাইবার পথে মধ্যে মধ্যে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ২৩

কিন্তু বৈরাগ্য বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ স্তাদৃগাড়ম্বরং ন কৃতবান্। পরন্তু স্বামি পাদৈনোক্তং গুরোঃ কৃপয়া প্রতিগৃহং পিতরৌ তিষ্ঠতঃ কস্মাদন্ন বস্ত্রাদ্যর্থমহমুদ্বিজেয়। অস্য ভারতভূমি দৈবত স্বামিপাদ বিগ্রহস্য ত্যাগশীলতাং ঈশ্বর নির্ভরতাঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্বেতাঙ্গ সাধারণা বিস্মিতাঃ সন্তঃ অব্রুবন্। ২৪

অয়ং ভারতীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানবঃ। ঈদৃশ মহাপুরুষ দেশস্থ জনানাং সভ্যতা সম্পাদনার্থং শ্বেতাঙ্গ ধর্মপ্রচারক প্রেরণং নিরর্থকং মন্যামহে বয়ং। ইতঃপূর্ব্বং ভারতবাসিনো যে সর্ব্বে বিদ্বাসঃ পাশ্চাত্য দেশং গতবন্ত স্তে সর্ব্বে জড়বিজ্ঞানস্য বাহ্যসৌন্দর্য্যেণ বিমোহিতাঃ সন্তঃ পাশ্চাত্যানামিব পূজাং কৃত্বা পুনর্ভারতবর্ষং প্রত্যাগতবন্তঃ॥ ২৫

परिशिष्टाध्याँय:

किन्तु एक एव स्वामिपादो विवेकानन्दः पाश्चात्यानां स्वधर्म्म भावधारां प्रायो विलुप्तां विधाय श्वेताङ्गीयानां सादर पूजां गृहीत्वा गुरुर्भूत्वा गुरुदक्षिणामपि संगृह्य अत्र भारते प्रत्यागमनं कृत्वा भागीरथ्या गङ्गाया पश्चिमे तीरे वेलुड़ाख्यपत्तने अत्युच्च मठं निर्म्माय। २६

But Swamiji would not carry such things for safeguarding his convenience and comfort. "By the grace of my preceptor," he would say, "I have my father and my mother in every house-hold, and as such I do not bother about my food and clothing". The white people were astonished to find so much dis-interestedness in earthly matters and reliance on the will of God. They said, "This Indian Saint is a Superman. We consider it useless to send to Missionaries to the land of such a great personality. Previously, the Indians who went to the western countries, were greatly amazed to see the advancement of physical science and the achievement thereof of the people of those countries, and sang all praise to them. It was left to Swami Vivekananda alone to effect a drastic change in the trend of religious thoughts of people of those countries, for which they admired him. regarded him as their precep-

tor, and offered huge sums of money in token of their gratitude for his spiritual 'enlightenment. Narendra came back to India and founded the famous Belur Math on the west bank of the Ganga, 24 to 25

বঙ্গানুবাদ ঃ—

কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বস্ব ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাদৃশ আড়ম্বর কিছুই করিতেন না। পরন্তু তিনি বলিতেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আমার পিতামাতা আছেন। অতএব আমি কেন অন্নবস্ত্রাদির অভাব জন্য উদ্বিগ্ন হইব। এই ভারতবর্ষের দেবতাস্থানীয় স্বামিপাদের ত্যাগশীলতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দেখিয়া শ্বেতাঙ্গসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৪

এই ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসী অসাধারণ মানুষ এই প্রকার দেশবাসী নরনারী সকলের সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্য খৃষ্টীয় ধর্মযাজক প্রেরণ করা নিরর্থক মনে করি। ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসি যে সকল পণ্ডিতবর্গ পাশ্চাত্য দেশে যাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই লণ্ডনাদি রাজধানীর জড়-বিজ্ঞানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। ২৫

কিন্তু একমাত্র স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্মের ভাবধারা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ব্বক পূজা গ্রহণ করিয়া এমনকি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে মঠস্থাপন

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

পূর্ব্বক এই ভারতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভাগীরথী গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড় নামক জনপদে অত্যুচ্চ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক—

তত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগুরোঃ পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য শৈলীং মূর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথিব্যাঃ পরমমঙ্গলং চন্দ্র দিবাকর স্থিতি পর্য্যন্তং স্মৃতি মতীং ভারতবর্ষস্য গৌরব পতাকাং স্থাপয়ামাস স্বামিপাদঃ। ২৭

অথ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মূর্ত্যন্তরবিশেষ সমগ্র জগতি সনাতন ধর্ম্মস্যৈব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক নরাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দস্য শেষ পরিচয়ঃ। অতো নরেন্দ্রঃ, সকলার্থ সিদ্ধিং গতো মহাত্মা গুরুশক্তি লাভাত্। পাশ্চাত্য দেশ বিদুষঃ সভায়াং গুরুত্বমাপ্তো গুরুবাক্য দানৈঃ। ১৮

আচার্য্যমুখ্যা বহবোঽত্রজাতা বর্ষেঽজনাভে জগতী বরিষ্ঠাঃ।
নান্যস্য কস্যাপি যথাস্য সাধোঃ সৌভাগ্যসূর্য্যস্য মহোদয়ঃস্যাত্॥২৯

অস্যাবির্ভাবতঃ পূর্ব্বং মাত্রা যত্সমনুষ্ঠিতং।
শৈবব্রতং শিবক্ষেত্রে তদভূদ্রোমহর্ষণম্॥ ৩০
তদ্ব্রতফলরূপোঽসৌ নরেন্দ্রঃ শিবশক্তি ধৃক্।
আবির্ভূয় স্বস্য গুরোঃ সঙ্গাদাপকৃতার্থতাম্॥ ৩১

He placed the stony image of Sri Ramakrishna his preceptor, in it and thus erected a memorial which will ever speak of the glory of India so long the Sun and the Moon shine in the sky. So our last word about Swami Vivekanand is that Swami Vivekananda, who established the dominating

greatness of Hindu religion over all other religions of the world, was none but Sri Ramakrishna in another form. Thus, Narendra was crowned with all success in his holy mission by virtue of the divine power bestowed upon him by his preceptor, and he secured the honour in the assembly of great scholars of the world by preaching the message of his preceptor. Many world.renowned scholars. poets and artists were born in India but none of them had the fortune to attain so much glory and honour. As a result of the vow and penance which the mother of Swami Vivekananda performed to have a son by propitiating Lord Shiva, Narendranath was born with the power of Shiva and became blessed by his close touch with his precepior. 27 to 32

বঙ্গানুবাদ :—

সেই মন্দির মধ্যে জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গলবিধান করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থিতিবিশিষ্টা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ গৌরব পতাকা স্বামিজী বিবেকান্দ স্থাপন করিয়াছেন। ২৬

অতঃপর স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অন্যতম মূর্ত্তিবিশেষ স্বামিজী সমগ্র জগতে সনাতন ধর্মের বা বেদোক্ত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন পূর্বক নরাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দের শেষ পরিচয়।

## পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

অতএব মহাত্মা নরেন্দ্র ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তি পাইয়া পাশ্চাত্যদেশে পণ্ডিতবর্গের সভায় গুরুবাক্য দিয়া স্বয়ং তাহাদের গুরু হইয়াছেন। ২৭

এই পবিত্র ভারতবর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতর আচার্য্য অবিভূর্ত হইয়াছেন সত্য কিন্তু স্বামিজী বিবেকানন্দের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের মত অর্থাৎ সর্ব্বত্র সাদর সম্মান আর অন্য কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে হয় নাই। ২৮

স্বামিজীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রলাভের জন্য কাশীধামে বিশ্বনাথের প্রীতির জন্য আশ্চর্য্যজনক যে ব্রতের অনুষ্ঠান করেন সেই শৈব ব্রতের ফলস্বরূপ শিবতুল্য শক্তিমান নরেন্দ্র আবিভূর্ত হইয়া গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গবশতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৯।৩০।৩১

मन्यमान स्तदीयान्तां भावधारां सुजीवितां ।
ज्ञतवान् श्रीगुरोः प्रीत्यै प्राणपाति परिश्रमैः ॥ ३२

श्रीनरेन्द्रो नरश्रेष्ठः श्रेष्ठ वार्त्तावहः प्रभोः ।
लब्धा प्रतीच्य सम्मानमसमोर्द्ध ममानवः ॥ ३३

गौरवं वङ्गदेशस्य वर्द्धयामास तत्र वै ।
श्रीरामकृष्णदेवस्य माहात्म्यमप्यलौकिकं ॥ ३४

भूत्वा विश्वजयीचासीत्खिन्नेन मनसा वदत् ।
पाश्चात्य शिक्षया सर्व्वे वयं सन्देहभागिनः ॥ ३५

धर्म्मस्य विमलं तत्त्वं स्वल्पेन ज्ञातुमक्षमाः ।
भवामो येन चित्तस्य मालिन्यं नापसर्पति ॥ ३६

परिशिष्टाध्यायः

सरल श्चेतसावालो यथा श्रीठाकुर स्तथा।
शिक्षाशून्योऽपि जगतो गुरुः साधारणोऽप्यसौ॥ ३७
ठाकुरैनैकदोवाचि श्रीनरेन्द्रो महामतिः।
स्व स्वरूपं यन्मुहूर्त्तं ज्ञातुं शक्तो भविष्यति।
तद्दण्ड एव देहादौं स्तत्रक्षालोकं गमिष्यति॥ ३८

Being profoundly convinced of the excellence of the divine thoughts and the ways of penance of Thakur, Narendra infused life into them with utmost endeavour for the satisfaction of his preceptor. Narendra, the greatest preacher of Thakur's message, added to the glory of Bengal as well as Sri Ramakrishna by winning the greatest honour of western countries. Inspite of his world-wide fame, he said very sorrowfully, "Owing to the influence of western education and culture, we have become sceptic and as such the divine truth of religion cannot be easily understood, and the purity of mind can hardly be attained. Thakur had no education and erudition and was simple as a child, yet he has become the greatest spiritual guide to the world." Thakur once said, "The very moment when Narendra will have the knowledge of his own real self, he will leave this mortal world". 32 to 38

## পরিশিষ্টাধ্যায়:

বঙ্গানুবাদ ঃ—

ঠাকুরের সেইসকল অলৌকিক ভাবধারা বা তপস্যাদির উপদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্ব্বক ঠাকুরের বাক্যামৃতের জীবনদান করিয়াছিলেন সাধনের দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩২

ঠাকুরের লীলা মরাল স্বরূপ নরাবতার দেবতা শ্রীনরেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ যে সম্মানের সমান্ এবং যে সম্মানের অপেক্ষা অধিক সম্মান নাই তাদৃশ সম্মান লাভ করিয়া সেই পাশ্চত্য দেশে বঙ্গদেশের গৌরব এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

এই নরেন্দ্র বিশ্বজয়ী হইয়াও দুঃখান্তকরণে বলিয়াছিলেন আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হইয়াছি অর্থাৎ ধর্ম্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এককথায় জানিতে পারিতেছি না, বিশ্বাস হয় না যদ্বারা মনের মালিন্য দূরীভূত হইতেছে না। ৩৫।৩৬

সরল চিত্ত ঠাকুর সাধারণ শিক্ষা শূন্য হইলেও জগদ্গুরু। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী নরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপটি অর্থাৎ আমি কে হই৷ জানিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ এই নরেন্দ্র দেহাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। ৩৭।৩৮

প্রত্যক্ষং বৈ বিমল মনসা ভূত ভব্যাদি সর্ব্বং
তস্মাত্তস্মিন্নহনি সুমহান্ স্বপ্রয়ানং বিদিত্বা।
সায়ংকালে গুরুপদমহো চিন্তয়িত্বা স্বগেহং
ত্যক্ত্বাত্মাসৌ ভজনমকরোন্মন্দিরে শ্রীনরেন্দ্রঃ ॥ ৩৯

परिशिष्टाध्यायः

शुद्धं यद्वरणीय रूपममलं यल्लभ्यते योगिभि
र्मन्येऽसौ गुरुदत्त मन्त्रमहसा संप्राप्य तद्दुर्लभम् ।
कालं कञ्चन तत्र तन्मयतया स्थित्वानुभूयार्थद
सानन्दं वहिरागतो भगवतः श्रीमन्दिरान्मुक्तिदात् ॥ ४०

प्रत्यागत्य पुनः स्व मन्दिरमहो संभूज्य तन्निर्म्मलं
गुर्व्वर्थे विनिवेदितं नरसुरः सुस्वादु भोज्यञ्च सः ।
द्वारन्तस्य गृहस्य कीलकयुतं कृत्वा स्वशय्यान्तरे
प्राणायामयुतः समाधिमगमद् योगासने यौगिकं ॥ ४१

अस्मानप्यवदत् समाधि परमो यास्यामि यस्मिन् क्षणे
हित्वा श्रीगुरु पादपद्म सविधे भूतोत्थ देहं त्वहं ।
नो युस्माभिरनुप्रमाणमपितज् ज्ञातुं सुशक्यं भवेत् ।
हा हा भूदधुना त्वदीय वचसो याथार्थ्यमेवंविधम् ॥ ४२

अस्ये ष्टक् कठिनः समाधिरभवद् येनास्य देहात्ययो
यस्याधो गृहसंस्थिता वयमहो स्वप्नेऽपि तच्चे ष्टितं ।
न ज्ञातुं खलु शक्नुमः किमधिकं सर्व्वस्वनाशं गताः
रात्रौ स्वापविमोहिताः सुतपसः कालेऽभवन् वञ्चिताः ॥ ४३

Those who have attained knowledge of the Absolute can see the past, the present and the future. Narendra also realised that his last day had come. So he left his residence, went to the temple and worshipped the image of his preceptor. By a yogic process as instructed by his preceptor, he raised himself to a spiritual plane

পরিশিষ্টাধ্যায়:

far above the physical reality and remained senseless and lifeless for some time. At last he came out of the temple with great joy and satisfaction and went back to his residence. He took some holy food offered to his preceptor, bolted from inside the doors of his chamber and went to his bed. He fell into a trance. He once said to his followers, "You will never know when I shall leave this mortal world and reach the feet of my preceptor." He did not regain his consciousness and passed away without the knowledge of his followers who were asleep on the ground floor of his residence. 39 to 43

বঙ্গানুবাদ ঃ—

বিশুদ্ধান্তঃকরণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলের ভূত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সমস্ত সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হয় বা দেখিতে পান অতএব অতি বড় মহাত্মা নরেন্দ্র সেইদিন নিজের পরলোক গমন জানিতে পারিয়া সন্ধ্যা কালে নিজ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দির মধ্যে আসিয়া ঠাকুরের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া সাধন ভজন সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৩

যোগিগণ যোগপ্রভাবে যে সচ্চিদানন্দ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবদ্দেহ প্রাপ্ত হন মনে হয় ঠাকুরের প্রদত্ত মন্ত্র প্রভাবে সেই দুর্লভ দেহ লাভ করিয়া কিছুকাল সেই মন্দির মধ্যে

## পরিশিষ্টাধ্যায়

তন্ময়তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমার্থ বস্তু অনুভব করিয়া মুক্তিপ্রদ ভগবানের শ্রীমন্দির হতে আনন্দের সহিত বহির্গত হইয়া পুনর্বার নিজগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নির্ম্মল সুস্বাদু ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া নিজ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ পূর্ব্বক নিজ শয্যামধ্যে যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়া যৌগিক সমাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ৪০।৪১

সমাধিই যে মহাপুরুষের চরম অবলম্বন তিনি আমাদিগকে অর্থাৎ মহারাজবর্গকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন আমি যে সময়ে আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্মের নিকটে যাইব তোমরা সে বিষয়ের স্বল্পমাত্রও জানিতে পারিবে না। হায় হায় সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের বাক্যের সত্যতা এইরূপভাবে উপস্থিত হইল। ৪২

এই মহাপুরুষের এইরূপ কঠিন সমাধি হইল যাহাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ? আমরা তাঁহার নীচের ঘরে থাকিয়া স্বপ্নেও জানিতে পারিলাম না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। উত্তম তপস্যার সময় রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সব হারাইলাম। ৪৩

प्रातः कृत्यं समापनात् परमहो चाञ्चल्यमाप्ता वयं
निःशब्दं महती गृहं समभवत् कस्माद्धठा दस्य वै ।
मत्वैवं द्वितलं गताः करतलै द्वारस्य सम्पीड़नम्
कृत्वा प्यस्य न किञ्चिदुत्तरमहो लब्धा भवन् विस्मिताः ॥ ४४
ततः कवाटं कठिनं विभेद्य प्रविश्य गेहं तदपूर्व्वरूपं
सौगन्ध युक्तं शतचन्द्रशुभ्रं समाधियुक्तं ह्यवलोकयामः । ४५

परिशिष्टाध्यायः

शय्यायामुपवेशनं कृतवतो योगासने पूर्व्ववद्
दृष्ट्वा तस्य सुरूपरूममलं शान्तं शिवं शान्तिदं।
नाशारन्ध्र विनिर्गतं कियद्धो शोनञ्च शङ्कान्विताः
सर्व्वाश्चर्य्यमयस्य देव वपुषः कान्त्याभवन् धर्षिताः ॥ ४६

दृष्ट्वैवं गत जीवनं वयमहो सर्व्वेऽपि मन्यामहे
शुद्धात्मा खलु संविभेद्य सहसा ब्रह्माख्यरन्ध्रं तदा।
तद्विष्णोः परमं पदं सुविमलं संप्राप्तवान् साम्प्रतं
यत्रास्ते भगवान् स भक्त सहितः श्रीरामकृष्णो हरिः ॥ ४७

यश्चैवं सकलं विहाय मतिमान् ज्ञानोदयात् श्रीगुरोः
सेवार्थं निज जीवनं निज जनं तत्पादमूलं श्रितः।
यत् कृत्यं सुरमानवादि सकलैः कर्त्तुं न शक्यं भवेत्
तत् कृत्यं ह्यवलीलया गुरुतरं सम्पादयामास सः ॥ ४८

His followers got up in the morning and performed their rites. But they did not find any stir or movement in the upstairs. They came up and knocked the door of the room of Narendra, but there was no response from the inside. They broke open the door and found his lifeless body lying seated on his bed. It was also seen that some blood came out of his nostrils but their fear of any unnatural death subsided at the sight of calm and serene state of his body. They held unanimously that the soul of Narendra had left through his head and reached the heavenly abode

পরিশিষ্টাধ্যায়:

of Sri Ramakrishna and his devotees. Narendra dedicated himself and his all to serve the feet of Sri Ramakrishna, with the growth of his moral and intellectual capabilities. He performed with ease all those miracles which no man, nor even a god could do. 44 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা সকলে প্রাতঃকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম আজ আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল এই মহাপুরুষের গৃহ অকস্মাৎ কেন নিঃশব্দ হইরা আছে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঘরের দোতলায় উঠিয়া ঘরের কপাটে হস্তদ্বারা বার বার আঘাত করিলেও কিছুই উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ৪৪

তৎপরে সেই দুর্ভেদ্য কপাট ভাঙিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ শত চন্দ্রের প্রকাশের মত শুভ্র কিরণ বিশিষ্ট উত্তম গন্ধ ও সমাধিযুক্ত স্বামিজীর সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫

পূর্ব্বের মত শয্যার উপরিভাগে যোগাসনে বসিয়া আছেন এবম্বিধ তাঁহার বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ মঙ্গলময় প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি এবং নাসিকার ছিদ্র দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তবিন্দু নির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমরা শঙ্কাযুক্ত হইয়া সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় দেব শরীরের দেহকান্তি দ্বারায় ঝলসিত হইয়াছিলাম। ৪৬

এইরূপভাবে মহাপুরুষের প্রাণহীন বিগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে ভাবিয়াছিলাম সমাধিসময়ে ইহাঁর তেজময় বিগ্রহ হঠাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ভগবান শ্রীহরি রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত যে বৈকুণ্ঠ-

परिशिष्टाध्यायः

ধামে বিরাজিত আছেন সম্প্রতি এই মহাপুরুষ সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত একত্র মিলিত হইয়াছেন। ৪৭

যে মহাপুরুষ জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে শ্রীগুরুর সেবার জন্য আত্মীয় স্বজন এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র গুরুপাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যেসকল কার্য্য দেবতা ও মনুষ্যাদিরও অসাধ্য সেই সকল অতীব গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে অর্থাৎ অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ৪৮

एतादृक् परलोक सङ्गति विधौ यत्नः कृतः स्वेच्छया
नो दृष्टं न च संश्रुतं नरसुरैः केनापि कुत्राधुना।
अत्याश्चर्य्य मिदं मृतोऽप्ययमरवत् स्थैर्य्यं सदा शैलवत्
तिष्ठत्यस्य मनोज्ञ मूर्त्तिमहसा पूर्णं वभौ तद्गृहम्॥ ४৯
अहो नरेन्द्रः कृपया प्रभोः स ख्यातः पृथिव्यां सुविशुद्ध मूर्त्तिः।
गाम्भीर्य्य चातुर्य्य सुवीर्य्यधैर्य्यै र्नरेन्द्रतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके॥ ५०
स सद्विवेकेन सतां गरिष्ठो गुरोर्गुणान गायति यत्र तत्र।
जितारि षड़्वर्ग युवा महीयानुरुक्रमो वह्निरिव प्रदीप्तः॥ ५१
योऽस्मद्देश विदेश तत्र परमः श्रीरामकृष्णस्य सः
देहस्थेन्द्रियतुल्य सौख्य परमाधारस्य हार्द्दीह्यं।
स्वामिजीति नितान्त वालिशजनैः प्रोक्तोऽति पूज्यो महान्
धीराणां परिषत्सुमानवहुलः पाश्चात्य देशे स्वयं॥ ५२
गत्वा शास्त्रविचार युक्तिनिकरै स्तत्र प्रसिद्धिं गतो
म्लेच्छानामपिकर्षकः पुनरहो प्राप्तो गुरुत्वं सुधीः।
कर्म्मज्ञान विशुद्ध भक्तिलिखनै व्यासस्वरूपोऽभवत्
येनाभूद्द विपुलो मठो भगवतः श्रीरामकृष्णस्य सः॥ ५३

## পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

নরোত্তমঃ শ্রীনরেন্দ্রো নরঃ কিমথবামরঃ ।
নরনারায়ণোবাপি ভবদ্ভিরবধার্য্যতাম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ সমাপ্তশ্চায়ং
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতগ্রন্থশ্চ ॥

None has ever heard of an event in which a holy man had tried willfully to pass away to the life beyond death. He is immortal even in his death and exists eternally like a mountain. The entire room was illuminated with the lustre of his body. Narendra, by the grace of Thakur, had been regarded as the greatest of the religious preachers of the world. In fact, in his dominating personality, uncommon abilities, patience and perseverance. he had no parallel. He was endowed with divine wisdom. He had conquered six evil passions or impulses. He would sing in praise of his preceptor often and on. Narendra was the greatest man of the East and the West, the most favourite of Sri Ramakrishna, the object of devotton to the uncultured people. and was crowned with the highest honour in the assembly of scholars in the Western continent, and accepted by the Christians as their preceptor. He was equal to Vyasdev in writing on the subjects of work, knowledge and Devotion. He also established a great temple of Sri Ramakrishna. My readers may decide whether Narendra was a man, the best of men, a god, or God in man. 40 to 54

Here ends Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam.

বঙ্গানুবাদ :—

নিজের ইচ্ছায় পরলোক প্রয়াণ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন এমত মহাপুরুষ মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোথাও

পরিশিষ্টোঽধ্যায়:

দেখে নাই বা কেহ কোথাও শুনেন নাই ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইনি মৃত হইলেও অমরতুল্য এবং স্থির বিষয়ে সুমেরু সদৃশ অবস্থিত। তৎকালে ইহাঁর অতীব মনোহর মুর্ত্তির প্রভাবে সমস্ত গৃহটি পরিপূরিত হইয়াছিল। ৪৯

দেববিগ্রহ নরেন্দ্র ঠাকুরের কৃপায় পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মযাজক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের সদৃশ গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্যাদি এই জগতে কেহই নাই। ৫০

সর্ব্বোত্তম জ্ঞানগুণে বিভূষিত সর্ব্বোত্তম সাধু কাম ক্রোধাদি ষড় রিপু বিজেতা যুবা এবং মহান নরেন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ প্রদীপ্ত গুরুর গুণানুবাদ যেথানে সেখানে গান করিতেন। ৫১

যিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মাননীয় পরম রত্ন স্বরূপ এবং যিনি শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণ ও মনের ন্যায় অতি প্রিয় এবং নিতান্ত অজ্ঞজনও যে মহাপুরুষকে স্বামিজী বলিয়া ভক্তি করেন এবং অতি পূজ্য যে মহাত্মা পাশ্চাত্য দেশে গমনপূর্ব্বক মহামহা পণ্ডিতবর্গের সভায় শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি সমূহের দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ করিয়া বিদেশে পূজিত হইয়া ম্লেচ্ছদিগকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্র দিয়া গুরু হইয়াছেন। এবং যিনি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লিখনে সাক্ষাৎ ভগবান বেদব্যাসের সদৃশ জ্ঞানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং যিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যুচ্চ ধর্ম্মালয় বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫২।৫৩

সেই নরোত্তম নরেন্দ্র নর কি দেবতা অথবা নরনারায়ণের অবতার স্বরূপ পাঠকবর্গসকলে তাঁহার চরিত্রের অনুশীলন করিয়া আপনারাই নিশ্চয় করুন তিনি নরাবতার নারায়ণ কি না? ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়। এইস্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত সমাপ্ত হইল। ওঁ হরি ওঁ। ৫।৮।৬৮

———